বিচার করা যায় যে আমেরিকার নেভাল পলোসি কি—তাহলে দেখা যাবে এই এশিয়া এবং আফ্রিককার জনসাধারণের মধ্যে যে মুক্তি আন্দোলন চলছে সেই মুক্তি আন্দোলন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সহ্য করতে পারছে না, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাদের ঘরের কাছে কিউবায় যখন সমাজ বিপ্লব দেখা গেল—গোটা ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লব যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তখন...........

Mr. Deputy Speaker: Are you moving yorr amendments.

Shri Nani Bhattacharjee:

হ্যাঁ, স্যার, আমি মুভ করেছি—এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলন তখন প্রসার লাভ করছে দিনের পর দিন। ভীত সন্ত্রস্ত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ সেই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য এবং বিভিন্ন দেশ যারা সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে ২ বছর, ৫ বছর কি ১৪ বছরই হোক, সেই গভর্ণমেন্টের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে সেই সব আন্দোলনকে কি করে স্তব্ধ করে দেওয়া যায়, তার যে সামরিক জাল, শুধু অর্থনৈতিক জালই নয়, শোষণের জাল, সমর প্রস্তুতির জাল, তার জন্য তারা চারিদিকে বিচাচ্ছে। সেই কথা মনে রাখা দরকার যে আমেরিকার নেভাল ষ্ট্রাটেজির এটা হচ্ছে বড় কথা। আজকে দেখতে পাচ্ছি চীনের আক্রমণ সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, একটা অছিলার সৃষ্টি করেছেন এবং সেটা নানা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ সেই সুযোগে তাদের গ্লোব্যাল ষ্ট্রাটেজির দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। সেই কথাটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে এই কথা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছি যে যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি, যারা সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করতে চান তারা নিশ্চয়ই আমেরিকার এই যে সার্বিক প্রসার, সাম্রাজ্যবাদের যে সামরিক প্রসার—সামরিক জালই শুধু নয় অর্থনৈতিক জালও যে ছড়ানোর পালা তার বিরুদ্ধে আছি আমরা। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারত সরকার যে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতির কথা ঘোষণা করেছেন—সেখানেও দেখতে পাচ্ছি যে সেই গণ আন্দোলনকে তারাও যেন সহ্য করতে পারছেন না। ভারতের স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্বা বজায় রাখবার জন্য যে আকুল আকুতি সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে সেটাও তারা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারছেন না। ধনতন্ত্রের ভীত নড়ে উঠেছে এটা সকলে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সকলে দেখতে পাচ্ছি যে ভারতের গোষ্ঠী নিরপেক্ষ ঘোষিত নীতি থাকা সত্বেও ইংল্যান্ড এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের দিকে ভারত ঝুঁকে পড়ছে, তাদের যে সামরিক জাল সেই জালের মধ্যে তারা জড়িয়ে পড়ছে।

তাদের সামরিক যে জাল সেই জালের মধ্যে নিজেরা জড়িয়ে পড়েছেন এই অবস্থাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। জয়েন্ট এয়ার এক্সসারইজের মধ্যে দিয়ে সেটা পড়ছে, ওয়ার চুক্তির মধ্য দিয়ে সেটা ধরা পড়ছে, এবং আজকে যখন মার্কিন নৌবহর ভারত মহাসাগরে টহল নিতে আরম্ভ করেছে সেই সেই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে ধরা পড়ছে। এটা খুবই টেক্‌নিকেল কথা, লিগেলিষ্টিক কথা যে তারা ভারতের জল সীমানার মধ্যে আসেনি বা আসছে না, তার বাইরে তারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে। বিষয়টা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক সেদিক থেকে ভাবা দরকার। পণ্ডিত নেহেরু রাজ্যসভায় যে সমস্ত কথা বলেছেন তাতেও সেখানে লক্ষ্য করছি তিনি বিষয়টা খুবই টেকনিকেলভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে তারা ভারতের জল সীমানার মধ্যে আসছে না, ভারত মহাসাগরের বাইরে যদি তারা টহল দেয় তাহলে সেটা আটকানোর বা বলার কিছু নেই। পণ্ডিত নেহেরু যে কথা বার বার করে বলেন যে আমাদের নীতি হচ্ছে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতি, তাই যদি হয় তাহলে কেন তাদের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ উঠবে না? রাজ্য সভায় আমরা দেখতে পেয়েছি, এবং আমাদের দেশের মধ্যে যারা কায়েমী স্বার্থবাদী তাদের মহলও এটা লক্ষ্য করেছি যে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদীদের গোষ্ঠীভুক্ত যাতে আমরা হই সেদিকে একটা প্রচণ্ড ঝোঁক রয়েছে। রাজ্য সভায় বিতর্কের মধ্যেও কোন মাননীয় সদস্য সেকথা বলেছেন এবং হর্ষধ্বনি দ্বারা তার সেকথাগুলি অভিনন্দিত হয়েছে। অর্থাৎ ভারত সরকার যে কোন্ দিকে আমাদের বৈদেশিক নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং সেটা যে গণতন্ত্রের পক্ষে

Vol. XXXVII

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Thirty-Seventh Session

(December, 1963—January, 1964)

(From 27th December, 1963 to 4th January, 1964)

The 27th, 28th, 30th December, 1963 and 2nd, 3rd and 4th January, 1964

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly

Price—Indian, Rs. 10·80

Vol. XXXVII

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Thirty-Seventh Session

(December, 1963—January, 1964)

(From 27th December, 1963 to 4th January, 1964)

The 27th, 28th, 30th December, 1963 and 2nd, 3rd and 4th January, 1964

West Bengal Legislative Assembly Library
Acc. No. 8858
Dated 12.4.2001
Call No. 328.54/362
Price Rs. 10.50

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the
Rules of Procedure and Conduct of Business in the
West Bengal Legislative Assembly

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOVERNOR

Shrimati PADMAJA NAIDU

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN, Chief Minister, Minister-in-charge of the General Administration, Political, Police, Defence, Special, Anti-Corruption and Enforcement Branches of the Home Department and the Departments of Food and Supplies, Agriculture and Development

The Hon'ble KHAGENDRA NATH DAS GUPTA, Minister-in-charge of the Department of Public Works including Roads and Construction Board, and the Housing Department.

The Hon'ble ISWAR DAS JALAN, Minister-in-charge of the Department of Excise and Judicial and Legislative Departments.

*The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI, Minister-in-charge of the Department of Education

The Hon'ble TARUN KANTI GHOSH, Minister-in-charge of the Departments of Commerce and Industries, Cottage and Small-Scale Industries, Forests, and Co-operation.

The Hon'ble PURABI MUKHOPADHYAY, Minister-in-charge of the Department of Health.

The Hon'ble SYAMADAS BHATTACHARYYA, Minister-in-charge of the Departments of Land and Land Revenue, and Irrigation and Waterways

The Hon'ble JAGANNATH KOLAY, Minister-in-charge of the Jails, Press and Passport Branches of the Home Department and of Parliamentary Affairs.

The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE, Minister-in-charge of the Transport Branch of the Home Department and the Department of Finance

The Hon'ble ABHA MAITI, Minister-in-charge of the Social Welfare, and Constitution and Elections Branches of the Home Department and the Departments of Refugee Relief and Rehabilitation, and Relief.

The Hon'ble S. M. FAZLUR RAHMAN, Minister-in-charge of the Departments of Animal Husbandry and Veterinary Services, Fisheries, and Local Self-Government and Panchayats excluding the Panchayats Branch.

The Hon'ble BIJOY SINGH NAHAR, Minister-in-charge of the Publicity Branch of the Home Department and the Department of Labour.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

MINISTERS OF STATE

The Hon'ble SOWRINDRA MOHAN MISRA, Minister of State-in-charge of the Panchayats Branch of the Local Self-Government and Panchayats Department and also Minister of State for the Department of Education.

The Hon'ble TENZING WANGDI, Minister of State-in-charge of the Department of Tribal Welfare and also Minister of State for the Department of Co-operation.

The Hon'ble SMARAJIT BANDYOPADHYAY, Minister of State-in-charge of the Department of Community Development and Extension Services and also Minister of State for the Department of Agriculture.

The Hon'ble ARDHENDU SEKHAR NASKAR, Minister of State for the Police and Defence Branches of the Home Department and the Department of Excise.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

The Speaker ...	The Hon'ble Keshab Chandra Basu.
Deputy Speaker ..	Shri Ashutosh Mallick.

SECRETARIAT

Secretary	Shri Pritosh Ray, M.A., LL.B., Higher Judicial Service.
Deputy Secretary ...	Shri A. K. Chunder, B.A. (Hons.) (Cal.), M.A., LL.B. (Cantab.), LL.B. (Dublin), Barrister-at-Law.
Deputy Secretary	Shri Syamapada Banerjee, B.A., LL.B.
Additional Assistant Secretary ...	Shri Rafiqul Haque, B.A.
Additional Assistant Secretary	Shri Khagendranath Mukherji, B.A., LL.B.
Committee Officer and Assistant Secretary (ex-officio). ..	Shri Bimal Chandra Bhattacharyya, B.A., LL.B.
Registrar	Shri Anil Chandra Chatterjee.
Editor of Debates	Shri Sankar Prasad Mukherji, B.A.
Chief Reporter	Shri Prafulla Kumar Banerjee.
Gazetted Personal Assistant to Speaker and the Private Secretary to Speaker.	Shri Santosh Kumar Banerjee and Shri Binoy Kumar Sen, B.A.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

(1) Abdul Bari Moktar, Shri (Jalangi—Murshidabad)
(2) Abdul Gafur, Shri (Swarupnagar—24-Parganas)
(3) Abdul Latif, Shri (Hariharpara—Murshidabad)
(4) Abdullah, Shri S. M. (Garden Reach—24-Parganas)
(5) Abul Hashem, Shri (Magrahat West—24-Parganas)
(6) Abul Mansur Habibullah, Shri Syed (Manteswar—Burdwan)
(7) Adhikary, Shri Sailendra Nath (Bhagabangola—Murshidabad)
(8) Ahamed Ali Mufti, Shri (Maheshtola—24-Parganas)
(9) Ashadulla Choudhury, Shri (Sujapur—Malda)

B

(10) Bagdi, Shri Lakhan (Raniganj—Burdwan)
(11) Baidya, Shri Ananta Kumar (Sandeshkhali—24-Parganas)
(12) Baksi, Shri Manoranjan (Ausgram—Burdwan)
(13) Bankura, Shri Aditya Kumar (Sabang—Midnapore)
(14) Bandyopadhyay, The Hon'ble Smarajit (Karimpur—Nadia)
(15) Banerjee, Shri Baidyanath (Suri—Birbhum)
(16) Banerjee, Shri Bejoy Kumar (Rashbehari Avenue—Calcutta)
(17) Banerjee, Shri Gopal (Khardah—24-Parganas)
(18) Banerjee, Shri Jaharlal (Khandaghosh—Burdwan)
(19) Banerjee, Shrimati Maya (Kakdwip—24-Parganas)
(20) Banerji, Shri Sankardas (Tehatta—Nadia)
(21) Barman, Shri Shyama Prosad (Kaliaganj—West Dinajpur)
(22) Basu, Shri Abani Kumar (Uluberia South—Howrah)
(23) Basu, Shri Amarendra Nath (Burtolla South—Calcutta)
(24) Basu, Shri Debi Prosad (Nabadwip—Nadia)
(25) Basu, Shri Gopal (Naihati—24-Parganas)
(26) Basu, Shri Hemanta Kumar (Shampukur—Calcutta)
(27) Basu, Shri Jagat (Beliaghata North—Calcutta)
(28) Basu, Shri Jyoti (Baranagar—24-Parganas)
(29) Basu, The Hon'ble Keshab Chandra (Sukeas Street—Calcutta)
(30) Basunia, Shri Sunil (Cooch Behar South—Cooch Behar)
(31) Bauri, Shri Nepal (Para—Purulia)
(32) Bazlur Rahman Dargapuri, Maulana (Deganga—24-Parganas)
(33) Beri, Shri Daya Ram (Bhatpara—24-Parganas)
(34) Besterwitch, Shri A. H. (Madarihat—Jalpaiguri)
(35) Bhaduri, Shri Panchu Gopal (Serampore—Hooghly)
(36) Bhagat, Shri Budhu (Nagrakata—Jalpaiguri)

(37) Bhattacharyya, Shri Abani (Bankura—Bankura)
(38) Bhattacharyya, Shri Bejoy Krishna (Howrah East—Howrah)
(39) Bhattacharyya, Dr. Kanai Lal (Howrah South—Howrah)
(40) Bhattacharyya, Shri Mrigendra (Daspur—Midnapore)
(41) Bhattacharjee, Shri Nani (Kalchini—Jalpaiguri)
(42) Bhattacharyya, The Hon'ble Syamadas (Panskura West—Midnapore)
(43) Bhowmik, Shri Barendra Krishna (Mal—Jalpaiguri)
(44) Biswas, Shri Manindra Bhusan (Bagdah—24-Parganas)
(45) Blanche, Shri C. L. (Nominated)
(46) Bose, Dr. Maitreyee (Fort—Calcutta)
(47) Bose, Shri Promode Ranjan (Kaliachak—Malda)

C

(48) Chakravarty, Shri Haridas (Barabani—Burdwan)
(49) Chakravarty, Shri Hrishikesh (Egra—Midnapore)
(50) Chakravartty, Shri Jnantosh (Joynagar North—24-Parganas)
(51) Chatterjee, Shri Mukti Pada (Jangipur—Murshidabad)
(52) Chattopadhyay, Shri Brindaban (Balagarh—Hooghly)
(53) Chattopadhyay, Dr. Susil Ranjan (Balurghat—West Dinajpur)
(54) Chattoraj, Dr. Radhanath (Labpur—Birbhum)
(55) Choubey, Shri Narayan (Kharagpur—Midnapore)
(56) Chowdhury, Shri Benoy Krishna (Burdwan—Burdwan)
(57) Chowdhury, Shri Birendra Nath (Dhaniakhali—Hooghly)
(58) Chowdhury, Shri Subodh (Katwa—Burdwan)
(59) Chunder, Dr. Pratap Chandra (Muchipara—Calcutta)

D

(60) Dakua, Shri Mahendra Nath (Mathabhanga—Cooch Behar)
(61) Das, Shri Abanti Kumar (Khajuri—Midnapore)
(62) Das, Shri Ambika Charan (Sagardighi—Murshidabad)
(63) Das, Shri Anadi (Howrah West—Howrah)
(64) Das, Shri Ananga Mohan (Mayna—Midnapore)
(65) Das, Dr. Bhusan Chandra (Mathurapur South—24-Parganas)
(66) Das, Shri Dinabandhu (Hasnabad—24-Parganas)
(67) Das, Shri Gobardhan (Mayureshwar—Birbhum)
(68) Das, Shri Gakul Behari (Onda—Bankura)
(69) Das, Dr. Kanai Lal (Galsi—Burdwan)
(70) Das, Shri Khagendra Nath (Falta—24-Parganas)
(71) Das, Shri Mahatab Chand (Sutahata—Midnapore)
(72) Das, Shri Narayandas (Mongalkot—Burdwan)
(73) Das, Shri Nikhil (Burtola North—Calcutta)
(74) Das, Shri Radhanath (Pandua—Hooghly)

(75) Das, Shri Sambhu Gopal (Bharatpur—Murshidabad)
(76) Das, Shrimati Santi (Chakdah—Nadia)
(77) Das, Shri Sudhir Chandra (Contai South—Midnapore)
(78) Das Adhikari, Shri Radha Nath (Pataspur—Midnapore)
(79) Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath (Jalpaiguri—Jalpaiguri)
(80) Das Gupta, Shri Sunil (Cooch Behar North—Cooch Behar)
(81) Das Gupta, Dr. Susil (Cossipur—Calcutta)
(82) Das Mahapatra, Shri Balai Lal (Ramnagar—Midnapore)
(83) Dey, Shri Jiban Krishna (Tufanganj—Cooch Behar)
(84) Dey, Shri Kanai Lall (Chanditala—Hooghly)
(85) Dey, Shri Tarapada (Domjur—Howrah)
(86) Dhar, Shrimati Charu Shila (Bongaon—24-Parganas)
(87) Dhara, Shri Sushil Kumar (Mahishadal—Midnapore)
(88) Dhibar, Shri Radhika (Bishnupur—Bankura)
(89) Dolai, Shri Nagen (Ghatal—Midnapore)
(90) Dutt, Shri Ramendra Nath (Raiganj—West Dinajpur)
(91) Dutta, Shri Asoke Krishna (Barasat—24-Parganas)
(92) Dutta, Shrimati Sudha Rani (Raipur—Bankura)

F

(93) Fazlur Rahman, The Hon'ble S. M. (Nakasipara—Nadia)

G

(94) Gayen, Shri Brindaban (Mathurapur North West—24-Parganas)
(95) Ghosh, Shri Deb Saran (Beldanga—Murshidabad)
(96) Ghosh, Shri Ganesh (Belgachia—Calcutta)
(97) Ghosh, Shri Sambhu Charan (Chinsurah—Hooghly)
(98) Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti (Habra—24-Parganas)
(99) Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar (Bagnan—Howrah)
(100) Golam Yazdani, Dr. (Kharba—Malda)
(101) Guha, Shri Kamal Kanti (Dinhata—Cooch Behar)
(102) Guha, Dr. Probodh Kumar (Raina—Burdwan)

H

(103) Haldar, Shri Haralal (Budge Budge—24-Parganas)
(104) Haldar, Shri Mahananda (Chapra—Nadia)
(105) Halder, Shri Hrishikesh (Kulpi—24-Parganas)
(106) Halder, Shri Jagadish Chandra (Diamond Harbour—24-Parganas)
(107) Hamal, Shri Bhadra Bahadur (Jore Bangalow—Darjeeling)
(108) Hansda, Shri Debnath (Nayagram—Midnapore)
(109) Hansda, Shri Jaleswar (Ranibandh—Bankura)
(110) Hansdah, Shri Bhusan (Mahammad Bazar—Birbhum)
(111) Hazra, Shri Monoranjan (Uttarpara—Hooghly)
(112) Hazra, Shri Parbati Charan (Tarakeswar—Hooghly)
(113) Hemram, Shri Kamala Kanta (Chhatna—Bankura)

I

(114) Ishaque, Shri A. K. M. (Bhangar—24-Parganas)

J

(115) Jalan, The Hon'ble Iswar Das (Barabazar—Calcutta)
(116) Jana, Shri Mrityunjoy (Kharagpur Local—Midnapore)
(117) Jana, Shri Prabir Chandra (Nandigram South—Midnapore)
(118) Jehangir Kabir, Shri (Haroa—24-Parganas)
(119) Josse, Shri Lakshmi Ranjan (Kalimpong—Darjeeling)
(120) Joynal Abedin, Shri (Itahar—West Dinajpur)

K

(121) Karam Hossain, Shri (Taltola—Calcutta)
(122) Kazim Ali Meerza, Shri Syed (Lalgola—Murshidabad)
(123) Khalil Sayeed, Shri (Kushmandi—West Dinajpur)
(124) Khamrai, Shri Niranjan (Salboni—Midnapore)
(125) Khan, Shri Gurupada (Patrasayer—Bankura)
(126) Khan, Shri Satyanarayan (Jagatballavpur—Howrah)
(127) Kisku, Shri Mangla (Gangarampur—West Dinajpur)
(128) Kolay, The Hon'ble Jagannath (Kotulpur—Bankura)
(129) Konar, Shri Hare Krishna (Kalna—Burdwan)
(130) Kuiry, Shri Daman (Arsa—Purulia)
(131) Kundu, Shri Gour Chandra (Ranaghat—Nadia)

L

(132) Lahiri, Shri Somnath (Alipur—Calcutta)
(133) Lutfal Haque, Shri (Suti—Murshidabad)

M

(134) Mahammed Afaque, Shri Chowdhury (Chopra—West Dinajpur)
(135) Mahammad Giasuddin, Shri (Farakka—Murshidabad)
(136) Mahanty, Shri Charu Chandra (Dantan—Midnapore)
(137) Mahata, Shri Mahendra Nath (Jhargram—Midnapore)
(138) Mahata, Shri Padak (Balarampur—Purulia)
(139) Mahata, Shri Surendra Nath (Gopiballavpur—Midnapore)
(140) Mahato, Shri Debendra Nath (Jhalda—Purulia)
(141) Mahato, Shri Girish (Manbazar—Purulia)
(142) Maitra, Shri Anil (Ballygunge—Calcutta)
(143) Maitra, Shri Birendra Kumar (Harishchandrapur—Malda)
(144) Maitra, Shri Kashi Kanta (Krishnagar—Nadia)
(145) Maiti, The Hon'ble Abha (Bhagabanpur—Midnapore)
(146) Maity, Shri Bijoy Krishna (Contai North—Midnapore)
(147) Maity, Shri Subodh Chandra (Nandigram North—Midnapur)
(148) Majhi, Shri Budhan (Kashipur—Purulia)
(149) Majhi, Shri Kandru (Banduan—Purulia)

(150) Majumdar, Shri Apurba Lal (Panchla—Howrah)
(151) Majumdar, Shrimati Niharika (Rampurhat—Birbhum)
(152) Mallick, Shri Asutosh (Indpur—Bankura)
(153) Mandal, Shri Adwaita (Jaipur—Purulia)
(154) Mandal, Shri Bhakti Bhusan (Dubrajpur—Birbhum)
(155) Mandal, Shri Krishna Prasad (Narayangarh—Midnapur)
(156) Mandal Shri Siddheswar (Rajnagar—Birbhum)
(157) Manya, Shri Murari Mohan (Syampur—Howrah)
(158) Misra, The Hon'ble Sowrindra Mohan (Manickchak—Malda)
(159) Mitra, Shrimati Biva (Kalighat—Calcutta)
(160) Mitra, Dr. Gopikaranjan (Hirapur—Burdwan)
(161) Mitra, Shrimati Ila (Manicktola—Calcutta)
(162) Mohammad Hayat Ali, Shri (Goalpokhar—West Dinajpur)
(163) Mohammad Israil, Shri (Naoda—Murshidabad)
(164) Moitra, Shri Arun Kumar (Siliguri—Darjeeling)
(165) Mondal, Shri Amarendra (Jamuria—Burdwan)
(166) Mondal, Shri Bijoy Bhusan (Uluberia North—Howrah)
(167) Mondal, Shri Dulal Chandra (Sankrail—Howrah)
(168) Mondal, Shri Rajkrishna (Kalinagar—24-Parganas)
(169) Mondal, Shrimati Santilata (Bishnupur East—24-Parganas)
(170) Mondal, Shri Sishuram (Gangajalghati—Bankura)
(171) Mookerjee, Shri Naresh Nath (Chowringhee—Calcutta)
(172) Mukherjee, Shri Girija Bhusan (Bhadreswar—Hooghly)
(173) Mukherjee, Shri Pijus Kanti (Alipurduars—Jalpaiguri)
(174) Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar (Howrah North—Howrah)
(175) Mukherjee, Shri Sankar Lal (Bally—Howrah)
(176) Mukherjee, Shri Ajoy Kumar (Tamluk—Midnapore)
(177) Mukherjee, Dr. Santosh Kumar (Debra—Midnapur)
(178) Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal (Durgapur—Burdwan)
(179) Mukhopadhyay, Shri Bhabani (Chandernagore—Hooghly)
(180) Mukhopadhyay, Shri Manik Chandra (Barjora—Bankura)
(181) Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi (Taldangra—Bankura)
(182) Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath (Behala—24-Parganas)
(183) Murmu, Shri Nathaniel (Tapan—West Dinajpur)
(184) Murmu, Shri Nimai Chand (Habibpur—Malda)

N

(185) Nahar, The Hon'ble Bijoy Singh (Bowbazar—Calcutta)
(186) Naskar, The Hon'ble Ardhendu Shekhar (Magrahat East—24-Parganas)
(187) Naskar, Shri Khagendra Nath (Canning—24-Parganas)
(188) Nawab Jani Meerza, Shri Syed (Raninagar—Murshidabad)
(189) Noronha, Shri Clifford (Nominated)

O

(190) Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Mohammad (Entally—Calcutta)

P

(191) Pal, Shri Bijoy (Asansol—Burdwan)
(192) Pal, Shri Kanai (Santipur—Nadia)
(193) Pal, Shri Phobhakar (Singur—Hooghly)
(194) Pal, Dr Radha Krishna (Arambagh West—Hooghly)
(195) Pandit, Shri Krishna Pada (Khanakul—Hooghly)
(196) Pemantle, Shrimati Olive (Nominated)
(197) Platel, Shri R. E. (Nominated)
(198) Poddar, Shri Badri Prosad (Jorasanko—Calcutta)
(199) Pramanik, Shri Puranjoy (Jamalpur—Burdwan)
(200) Pramanik, Shri Rajani Kanta (Panskura East—Midnapur)
(201) Pramanik, Shri Tarapada (Amta—Howrah)
(202) Prasad, Shri Shiromani (Nalhati—Birbhum)

R

(203) Raha, Shri Sanat Kumar (Berhampore—Murshidabad)
(204) Rai, Shri Deo Prakash (Darjeeling—Darjeeling)
(205) Raikut, Shri Bhupendra Deb (Kharia—Jalpaiguri)
(206) Ray, Dr. Anath Bandhu (Saltora—Bankura)
(207) Ray, Shri Birendra Narayan (Murshidabad—Murshidabad)
(208) Ray, Shri Kamini Mohan (Mainaguri—Jalpaiguri)
(209) Ray, Siddhartha Shankar (Bhowanipur—Calcutta)
(210) Ray Chaudhury, Shri Khagendra Kumar (Sonarpore—24-Parganas)
(211) Roy, Shri Arabinda (Udaynarayanpur—Howrah)
(212) Roy, Shri Aswini (Bhatar—Burdwan)
(213) Roy, Shri Bankim Chandra (Keshpur—Midnapur)
(214) Roy, Shri Bijoy Kumar (Sital Kuchi—Cooch Behar)
(215) Roy, Shri Gonesh Prosad (Beliaghata South—Calcutta)
(216) Roy, Dr. Indrajit (Chandrakona—Midnapur)
(217) Roy, Shri Monoranjan (Bijpur—24-Parganas)
(218) Roy, Dr. Narayan Chandra (Vidyasagar—Calcutta)
(219) Roy, Shri Nepal Chandra (Jorabagan—Calcutta)
(220) Roy, Shri Pranab Prosad (Rajarhat—24-Parganas)
(221) Roy, Shri Tarapada (Purulia—Purulia)
(222) Roy Prodhan, Shri Amarendra Nath (Mekliganj—Cooch Behar)

S

(223) Saha, Shri Abhoy Pada (Khargram—Murshidabad)
(224) Saha, Dr. Biswanath (Jangipara—Hooghly)
(225) Saha, Shri Dhaneswar (Ratua—Malda)
(226) Saha, Shri Jamini Bhusan (Noapara—24-Parganas)
(227) Santra, Shri Jugal Charan (Bishnupur West—24-Pargana
(228) Saren, Shri Mangal Chandra (Binpur—Midnapur)
(229) Sarkar, Shri Dharanidhar (Malda—Malda)
(230) Sarkar, Shri Sakti Kumar (Baruipur—24-Parganas)
(231) Sarker, Shri Narendra Nath (Haringhata—Nadia)
(232) Sen, Shri Bijesh Chandra (Basirhat—24-Parganas)
(233) Sen, Shri Narendra Nath (Ekbalpur—Calcutta)
(234) Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra (Arambagh East Hooghly)
(235) Sen, Shri Santi Gopal (English Bazar—Malda)
(236) Sen Gupta, Shri Niranjan (Tollygunj—Calcutta)
(237) Sen Gupta, Shri Tarun Kumar (Dum Dum—24-Parganas)
(238) Shakila Khatun, Shrimati (Basanti—24-Parganas)
(239) Shamsuddin Ahmed, Shri (Murari—Birbhum)
(240) Shamsul Bari, Shri Syed (Midnapur—Midnapur)
(241) Sharma, Shri Jaynarayan (Kulti—Burdwan)
(242) Shukla, Shri Krishna Kumar (Titagarh—24-Parganas)
(243) Singha, Shri Hiralal (Falakata—Jalpaiguri)
(244) Singha, Shri Radhakrishna (Bolpur—Birbhum)
(245) Singhadeo, Shri Raj Rajeswari Prasad (Hura—Purulia)
(246) Singhadeo, Shri Sankar Narayan (Raghunathpur—Purul
(247) Sinha, Kumar Jagadish Chandra (Kandi—Murshidabad)
(248) Sinha, Shri Phanis Chandra (Karandighi—West Dinajpur)
(249) Souren, Shri Suchand (Memari—Burdwan)

T

(250) Tanti, Shri Anadi Mohan (Joynagar South—24-Parganas)
(251) Tarkatirtha, Shri Bimalananda (Purbasthali—Burdwan)
(252) Thakur, Shri Promatha Ranjan (Hanskhali—Nadia)
(253) Thakur, Shri Shreemohan (Ketugram—Burdwan)
(254) Tudu, Shrimati Tushar (Garhbeta—Midnapur)

W

(255) Wangdi, The Hon'ble Tenzing (Phansidewa—Darjeeling)

Z

(256) Ziaul Haque, Shri Md. (Baduria—24-Parganas)

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Legislative Building, Calcutta, on Friday, the 27th December, 1963, at 12 noon

Present:

Mr. Deputy Speaker (Shri Ashutosh Mallick) in the Chair, 11 Hon'ble Ministers, 3 Hon'ble Ministers of State, and 225 Members.

[12-00—12-10 p.m.]

Shri Jamini Bhusan Saha:
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী এবং বর্তমানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নির্মলা মহাশয় [illegible] চৌধুরী সম্পর্কে [illegible] [illegible] অনেক কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত [illegible] দেশপ্রেমিক যারা [illegible] [illegible] কথা বলা হয়েছিলেন তাদের সাথে এবং পরিচয় করিয়ে দিই। পার্লামেন্টে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার নিয়ম আছে।

Obituary

Mr. Deputy Speaker: Honourable members, it is with profound sorrow and deep regret that I have to refer to the untimely death of President Kennedy. With the rest of the world we mourn the loss of a great statesman who combined idealism with a rare courage of conviction and sense of [illegible]. He was a great friend of India. May his soul rest in peace.

I have also other news of tragic death to convey to the House.

Five officers, Lt. Gen. Daulat Singh, Lt. Gen. Bikram Singh, Maj. Gen. K. D. Nanavati, Air Vice Marshal E. W. Pinto and Brigadier S. R. Oberoi, lost their lives in an I.A.F. helicopter crash in Kashmir. They were among the most senior in India's defence services and had rendered invaluable help during the recent campaign against China.

We mourn the death of Shri M. S. Kannamwar, Chief Minister of Maharashtra, who had taken over the stewardship of Maharashtra only a year ago.

I refer also to the death of His Highness Sir Tashi Namgyal, Maharaja of Sikkim, who died in Calcutta on the 2nd December, 1963. A philosopher and an artist, he was a great benefactor of Sikkim and a true friend of India.

I refer to the death of Mr. H. S. Suhrawardy, former Pakistan Prime Minister, who died at the age of about 70 at Beirut on the 5th of December, 1963. He was elected a member to the Bengal Legislative Council in 1921. He was in the Bengal Legislative Assembly from 1937 to 1947, being the Chief Minister of undivided Bengal in 1946. He was also for some time the Mayor of Calcutta Corporation.

Sardar Panikkar, Vice-Chancellor of Mysore University died at Mysore on the 10th of December, 1963. We mourn the loss of Sardar Panikkar, noted scholar, administrator, historian, diplomat and educationist.

I also refer to the premature death of Shri Dhirendra Nath Dhar, an ex-member of this Assembly and a Councillor, Calcutta Corporation.

Shri Jyoti Basu:
স্যার, আপনি জানেন যে কয়েকদিন আগে শ্রীঅমর ঘোষ যিনি এখানে ২৪ বছর ধরে কাজ করেছিলেন তিনি মারা গেছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

Mr. Deputy Speaker: That is all right. I would now request the honourable members to rise in their seats as a mark of respect to the memory of the deceased and observe silence for two minutes.

(Members rose in their seats and stood in silence for two minutes)

Thank you, ladies and gentlemen. Secretary will do the needful.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Justice of Peace

***1.** (Admitted question No. *22.) **Shri KASHI KANTA MAITRA:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of Judicial Department be pleased to state—

(a) by whom and how Justices of Peace are appointed;

(b) what are the considerations that govern such appointments of Justices of Peace; and

(c) if the State Government has received any representation against the conduct of the authorities responsible for such appointments?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: (a) Appointments of Justice of Peace are made by the Judicial Department of Government upon selection by a Cabinet Sub-Committee and approval by Cabinet.

Appointments are generally made on recommendation of the Chief Presidency Magistrate in Calcutta and the District Magistrate in the districts and are made from year to year.

(b) The considerations that govern such appointments of Justice of Peace are as follows:—

(i) The applicant should be normally resident in the local area for which he is appointed;

(ii) he should not, before such appointment, be less than 25 years and more than 60 years of age;

(iii) he should be literate and a person of some education;

(iv) he should be a person of integrity and of some local standing and should be otherwise suitable for appointment;

(v) he should be a person who has not been declared an insolvent, or convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, renders him unsuitable for such appointment.

(c) No.

Shri Kashi Kanta Maitra: Will the Hon'ble Minister be pleased to state who are the members of the Cabinet Sub-Committee that deal with these appointments and approval?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: The members of the Sub-Committee have differed from time to time. Originally, the Chief Minister, the late Dr. B. C. Roy, the then Judicial Minister, the late Shri Kali Pada Mookerjee

and, I think, Shri Siddhartha Shankar Ray, were there. Thereafter there were changes from time to time. At present the Judicial Minister, Shri Bijoy Singh Nahar and Shrimati Abha Maiti are there.

Shri Kashi Kanta Maitra: Will the Hon'ble Minister be pleased to state as to how many appointments were made this year?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: For that purpose I shall ask for notice as to how many appointments were made.

Shri Kashi Kanta Maitra: Will the Hon'ble Minister be pleased to tell us if it is a fact that of the total appointments made, majority of the appointees are not Bengalees.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: That is not correct.

Shri Kashi Kanta Maitra: Will the Hon'ble Minister be pleased to state if it is a fact that in the last Cabinet meeting the Chief Minister was appraised of the problem and the Chief Minster wanted to ascertain facts from the members of the Cabinet, particularly from the Judicial Department and, is the Hon'ble Minister aware of a news item appearing in the Jugantar Patrika on this matter?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I have seen it. What talks took place in the Cabinet cannot be discussed in the House. As a matter of fact, that was not a question to be considered when talks took place in the Cabinet.

Shri Kashi Kanta Maitra: May I ask the Hon'ble Minister as to whether he is in a position to repudiate the news item that appeared in the Jugantar Patrika that majority of the total number of appointees were not Bengali speaking?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I repudiate it most emphatically.

Shri Kashi Kanta Maitra: Will the Hon'ble Minister be pleased to state if political consideration is taken into account at the time of these appointments?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: In making appointments all considerations are taken into account before any person is appointed, as may be necessary.

Shri Kashi Kanta Maitra: Will the Hon'ble Minister be pleased to state if any member owing allegiance to a political party other than Congress has been given this appointment?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: There is no record as to which party a person who is appointed do they belong to, but so far as my information goes, complaints have been received from Congress M.L.As. that many of these J.Ps. have gone against the Congress.

[12-10—12-20 p.m.]

Shri Kashi Kanta Maitra: The Hon'ble Minister was pleased to state in one of his answers to the question that some educational qualifications are required. What I am asking is that in order to qualify a person to be appointed or selected as J.P., is there any minimum educational standard or qualification that is insisted upon by the Department concerned?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: No. What we look for is this. The main purpose for which these gentlemen are appointed is to attest documents, give identity certificates of their wards and they are appointed for each ward; their jurisdiction is over their ward and their appointment is also made from year to year. Therefore, what we generally take into account is, whether the person is a public worker of the locality or not, whether he has some education or not, and whether he can sign and attest a document or not. There is no minimum educational qualification set for it.

Shri Sailendra Nath Adhikary: What are the duties and responsibilities of the Justices of Peace?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: These are covered by an Act under which the main duty is to attest documents. There are many people whose documents are to be attested by a gazetted officer. They find it very difficult to approach a gazetted officer and get the necessary certificates attested. Many of the applications require that these should be attested by a gazetted officer. In order to obviate this difficulty these Justices of Peace are appointed and the main duty is to attest documents, give letters of identity. In case of any breach of peace they are to see that it is preserved but they are not to interfere with the Police. So long as Police is not there it is their duty to see that peace is preserved. If there is a person who is dying and no other magistrate is available then a J. P. may be called upon just to have a dying declaration. These are the duties which have been prescribed by the Act.

Shri Sailendra Nath Adhikary: Will the Hon'ble Minister be pleased to state how the qualification for integrity is being judged?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Generally, we make enquiries. Unless there is any doubt about the integrity of the person to be appointed or if there is no doubt about his reputation as such we generally accept the man as reputable and appoint him. Moreover, in many cases police enquiries are made. In some cases—in most cases—we obtain the opinion of the Chief Presidency Magistrate and we take all these things into consideration.

Shri Anadi Das: What is the term of these J. P. s?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: They are appointed from year to year.

Shri Kashi Kanta Maitra: May I take that these considerations regarding integrity rest absolutely upon the subjective satisfaction of the Ministry concerned?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Well, everything depends upon the satisfaction of the Ministry concerned.

Shri Sailendra Nath Adhikary: May I ask the Hon'ble Minister if the spending of huge sum of money for the Congress Party is the qualification for integrity?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I should say 'NO' so far as these qualifications are concerned.

Shri Sailendra Nath Adhikary: May I ask the Hon'ble Minister if anybody knows Bhutnagri or Marwarinagri, that is the only qualification for being appointed as Justice of Peace?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: No. It is absolutely incorrect.

Election of Contai Municipality

***2.** (Admitted question No. *73.)

Shri Sudhir Chandra Das:

স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি কাঁথি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন কবে হইবে?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

কাঁথি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন বর্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৬৩-৬৪) হইবার সম্ভাবনা আছে।

Shri Sudhir Chandra Das:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি কলিকাতা গেজেটে ২২এ ডিসেম্বরে—কাঁথি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন হবে বলে [illegible] বলা হয়েছিল?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

না।

Shri Sudhir Chandra Das:

গেজেট কাছে রয়েছে—আমি পড়ে দিচ্ছি—

The Governor is pleased to fix Sunday the 22nd December, 1963, as the date on which the next general election of the Commissioners of the Contai Municipality in the district of Midnapore shall be held

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

[illegible] রোল প্রিপারেশন ফর দি অ্যানুয়াল ইলেকশন এর ডেটের নোটিফিকেশন [illegible]..

(এ সম্বন্ধে কি বললেন আবার বলুন।)

Shri Sudhir Chandra Das:

এই দেখুন এখানে কি বলা হয়েছে —

The Governor is pleased to fix Sunday the 22nd December, 1963, as the date on which the next general election of the Commissioners of the Contai Municipality in the district of Midnapore shall be held

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

আমি অনুসন্ধান করে দেখবো।

Shri Sudhir Chandra Das:

উনি জানেন না যে গেজেটে ছাপা হয়েছে—এখন আবার অনুসন্ধান করবেন। কেমন করে একটা নোটিফিকেশন হবার পর [illegible] উনি অস্বীকার করেছেন সেটা আমি জানতে চাই।

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:

কিছু অফিসারদের কাছ থেকে যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে—তাতে বলা হয়েছে যে ডিভিশন যথার্থভাবে হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ যেখানের ভোটার যে নাম সেখানে যে ছাপা হয়েছে, নাম ভুল হয়েছে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ দেখানোর জন্য এটা স্থগিত রাখা হয়েছে।

Shri Jyoti Basu:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনি বোধ হয় শুনেছেন যখন সুধীরবাবু প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন উনি বলেছেন বাজে কথা। তারপর উনি ওটা পড়ে দেবার পর মন্ত্রিমহাশয় আর একটা ইনটেলিজেন্ট [illegible] সেটা বলেছেন উনি আইন জানেন না—তাতে পারে। তিনি ঐ যে বাজে কথা শব্দটি ব্যবহার করেছেন, আপনি তাকে বলুন সেটা উইথড্র করবার জন্য।

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
আমি 'বাজে কথা' বলে কোন কথা ব্যবহার করি নাই—।

Shri Jyoti Basu:
ফাইল হয়েছে একটা গেজেটে যেটা বেরিয়েছে—আর আপনি জানেন না একথা বললেন কি করে? লজ্জাও করে না?

Mr. Deputy Speaker:
আচ্ছা দেখা যাবে।

Shri Narayan Choubey:
এই যে আপনি বললেন ওয়ার্ড ডিভিসান ঠিকমত হয় নাই—এক জায়গায় বেশী লোক, এক জায়গায় কম এক জায়গার ভোটারের নাম অন্য জায়গায় ঢুকে গিয়েছে—এই রকম হয়েছে কি?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
হয়ত কিছু কিছু হয়েছে।

Shri Narayan Choubey:
আপনি কি জানেন খড়গপুর মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকসনের সময় দেখা গেছে চার নম্বর ওয়াডে ৩২০০ ভোটার আর ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৪০০ ভোটার এই পার্থক্যের কারণটা কি?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
এই প্রসঙ্গে ঐ প্রশ্ন আসে না।

Shri Sudhir Chandra Das:
এই সম্পর্কে যে রিপ্রেজেনটেসন আপনি মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের কাছে থেকে পেয়েছেন তার উপর আপনি কি অর্ডার দিয়েছেন? ইলেকসন কবে হবে তা জানাবেন?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
আমি তো পূর্বেই বলেছি যে এই আর্থিক বছরে ১৯৬৩-৬৪সালের মধ্যে হবার সম্ভাবনা আছে।

Shri Sudhir Chandra Das:
এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কবে গ্রহণ করছেন তা জনাবেন কি?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
যতক্ষণ তাঁদের কাজ সম্পূর্ণ করতে না পারছেন, ততক্ষণ সম্ভব নয়।

Shri Sailendra Nath Adhikary:
কাঁথি নকশা প্রোগ্রাম তৈরী হয়েছে কি এবং ফাইন্যাল ভোটার লিস্ট পাবলিকেসন হয়েছে কি?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
এখনো হয় নাই।

Shri Jamini Bhusan Saha:
এটা কি সত্য যে কংগ্রেস থেকে নমিনেশন দেওয়ার ব্যাপারে খেও-খেয়ির জন্যই এই রকম হয়েছে?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
একথা সত্য নয়।

Shri Jamini Bhusan Saha:
গাড়ুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটিতে ৫ই জানুয়ারী যে ইলেকসন হবার কথা ছিল, সেই ইলেকসান স্থগিত হবার কারণ কি?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
এই প্রসঙ্গে ও প্রশ্ন উঠে না।

Shri Jamini Bhusan Saha:
সেখানেও কি নমিনেশন দেওয়ার ব্যাপারে অসুবিধা আছে ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
এখন একথা আসে না।

Shri Sailendra Nath Adhikary:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি—এই যে মিউনিসিপ্যালিটির জেনারেল ইলেকসান, এই ইলেকসান পিরিয়ড কতদিন ধরে আইনতঃ কভার করে আফটার দি পাবলিকেসান অব ইলেকটোর‍্যাল রোলস আপ টু দি ইলেকসান হেল্ড—এর মধ্যে এই যে পিরিয়ড আইনতঃ তা কতদিন দেওয়া হয়েছে—জানেন কি ?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:
আইনে সেক যথারীতি লিপিবদ্ধ করা আছে—পড়ে দেখবেন।

[12-20—12-30 p.m.]

Shri Sailendra Nath Adhikary:
আমি যদি বলি ৪৫ দিন তাহলে কি আপনি অস্বীকার করবেন ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
আমি স্বীকারও করব না, অস্বীকারও করব না।

Shri Sailendra Nath Adhikary:
আপনার ডিপার্টমেণ্ট-এর আইন সম্বন্ধে আপনি কি অবহিত নন ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
যখন প্রয়োজন হয় তখন নিশ্চয়ই অবহিত হই।

Shri Sailendra Nath Adhikary:
আপনি কি আমার ইনফর্মেসন উইথহোল্ড করছেন ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
উইথহোল্ড করবার প্রশ্ন ওঠে না।

Shri Kashi Kanta Maitra:
মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি, এই যে পৌর নির্বাচন হচ্ছে বা হতে চলেছে তার এটা একটা অন্তরায় কিনা যে, যে মডেল বাই-রুলস আপনাদের ছিল সেটা এ্যাডাল্ট ফ্র্যানচাইজ-এর ভিত্তিতে অনেক জায়গায় এ্যাপ্লাই করতে পারবেন না এবং সেটা দূর করবার জন্য নূতন করে মডেল রুলস করবার ব্যবস্থা করছেন যাতে নির্বাচন নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে হতে পারে ?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
যথারীতি নির্বাচন যাতে হতে পারে সেইভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ওয়ার্ড ডিভিসন করে ভোটার লিস্ট করার কথা বলা হয়েছে।

Shri Kashi Kanta Maitra:
I am not talking of voters' list. I am talking of the model bye-rules which govern the elections. Will the Hon'ble Minister be pleased to' state if those rules have been already framed or notified?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:
আমি বলতে পারি এ্যাডাল্ট ফ্র্যানচাইজ এ্যাক্ট পাশ হবার পর সেই আইন আছে। রিপ্রেজেনটেসন অব পিপলস্ এ্যাক্ট-এ সমস্ত নির্বাচন হবে, কাজেই মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে নূতন আইনের প্রয়োজন নেই। ইলেকসন পদ্ধতি এ্যাডাল্ট ফ্র্যানচাইজ-এর মারফত হবে এবং সেটা আইনে বলা হয়েছে।

Shri Jamini Bhusan Saha:
উনি বললেন রিপ্রেজেনটেশন অব পিপলস্ এ্যাক্ট বলবৎ হবে। কিন্তু গত স্ক্রুটিনি সময় দেখা গেছে পুরাণো মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট অনুসারে স্ক্রুটিনি হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্ক্রুটিনির সময় যদি দেখা যায় কোন রেটপেয়ার তাঁর ট্যাক্স ক্লিয়ার না করেন তা হলে নমিনেশন ক্যানসেল করা হয়েছে কিনা এবং আমার আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে এ্যাডাল্ট ফ্রানচাইজ আইন অনুযায়ী এরকম কোন বার আছে কিনা ?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:
এখানে ট্যাক্স দেবার প্রশ্ন ওঠে না কারণ সমস্ত ভোটার লিষ্ট এ্যাডাল্ট ফ্রানচাইজ-এর মারফত হবে। তবে যদি এরকম স্ক্রুটিনি হয়ে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা হবে।

Shri Gopal Banerjee:
উনি একথা বললেন কিন্তু আমরা দেখছি বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট-এর ২২ ধারা ওঁরা রিপিল করেন নি—সেটা এখনও আছে। ২২ ধারায় যে ডিসকোয়ালিফিকেশন-এর ধারা আছে সেটা এখনও বলবৎ আছে। কাজেই উনি যে ইন্টারপ্রিটেশন দিয়েছেন তাতে দেখছি যতগুলো মিউনিসিপ্যালিটিতে নমিনেশন এর ক্ষেত্রে স্ক্রুটিনি হয়েছে তাতে তার এই বক্তব্য সব জায়গায় বিরোধী। ইলেকশন রুলস সম্বন্ধে উনি বলছেন রিপ্রেজেন্টেশন অব পিপলস্ এ্যাক্ট-এর দ্বারা গাইডেড হবে। কিন্তু উনি বোধ হয় জানেন না ১৯৬২ সালে পুরানো রুলস এর দ্বারা গাইডেড হয়েছে। এমতাবস্থায় আমার বক্তব্য হচ্ছে সমস্ত ইলেকশন নষ্ট হয়ে যাবে, প্রত্যেক জায়গায় কেস হবে এবং বহু কেস হয়েছে।

(নো রিপ্লাই)

Shri Nani Bhattacharjee:
মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত নির্বাচন হয়েছে সেখানে ইলেকশন সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সের রুলস নাকচ করা হয়েছে এবং রিপ্রেজেন্টেশন অব পিপলস্ এ্যাক্ট অনুসারে গাইডেড হবে এরকম কোন নির্দেশ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার বা রিটার্নিং অফিসার এর কাছে গিয়েছিল কিনা ?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:
গিয়েছিল।

Shri Nani Bhattacharjee:
আলিপুরদুয়ার মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন প্রসঙ্গে কোন রুলস প্রযুক্ত হবে বা না হবে সে সম্পর্কে কোন নির্দেশ ডেপুটি কমিশনার বা অন্য কারুর কাছে গিয়েছিল কিনা ?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:
৪৮টি ডিস্ট্রিক্ট-এ ইলেকশন হয়েছে এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও রিটার্নিং অফিসার-এর কাছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Mr. Deputy Speaker:
আমি এই কোশ্চেন ডিসএলাউ করছি, এটা আলিপুর দুয়ারের প্রশ্ন নয়।

Shri Nani Bhattacharjee:
এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যখন সাপ্লিমেন্টারী প্রসঙ্গে এখানে বললেন যে আগের রুলস বাতিল হয়ে গেছে, যে সমস্ত গ্রাউণ্ডে নমিনেশন পেপার রিজেকটেড হয়ে গেছে এখন সমস্ত ব্যাপারটা রিপ্রেজেন্টেশন অব পিপলস এ্যাক্ট নিয়ন্ত্রিত হবে, আমার প্রশ্ন সেই প্রশ্ন থেকেই উঠে এবং আমি মনে করি আমার প্রশ্ন নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক।

Mr. Deputy Speaker:
আপনি পৃথক কোশ্চেন দিন।

Shri Nani Bhattacharjee:
গত কয়েকদিন আগে ২৪ তারিখে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন হয়ে গেছে, আলিপুর দুয়ারেরও নির্বাচন হয়ে গেছে, সেই নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা থেকে আরম্ভ করে সব ব্যাপারই পুরাণো রুলস অনুসারে হয়েছে, নির্বাচন মনোনয়ন পত্র নাকচ হয়ে গেছে এরিয়ার ট্যাক্স থাকার জন্য। যদি রিপ্রেজেন্টেশন অব পিপলস এ্যাক্ট অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হতো, তাহলে বাতিলের প্রশ্ন উঠত না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন আমি যে প্রশ্ন অন্তত: করেছি তা প্রাসঙ্গিক। কাজেই আমি আমার সাপ্লিমেণ্টারীর জবাব চাইছি।

Mr. Deputy Speaker:
আমি ডিসএলাউ করলাম।

Shri Nani Bhattacharjee:
আমার আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে আলিপুরদুয়ার মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন এবং অন্যান্য নির্বাচনে সরকারের কত টাকা খরচ হয়েছে?

Mr. Deputy Speaker:
আমি এলাউ করতে পারলাম না।

Shri Sayed Abul Mansur Habibullah:
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এই কোশ্চেনটা গুরুতর আকারে দেখা দিয়েছে। ৭৮টি মিউনিসিপ্যালিটিতে এই রকম হয়েছে অনেকগুলি মামলামোকদ্দমা হবে, কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের হাউসে এসিউরেন্স দেওয়া উচিত এবং অবিলম্বে সমস্ত জায়গায় ইনস্ট্রাকশন পাঠান হোক ইলেকশান মুলতুবি রাখাতে আদারওয়াইজ, পরিস্থিতি যে একটা গুরুতর আকার নিচ্ছে তাতে আরও অসুবিধা বাড়বে।

(উত্তর নাই)

Shri Nikhil Das:
এখানে নির্বাচন হচ্ছে, যদি ট্যাক্স বাকী থাকে তাহলে নমিনেশন পেপার যে ক্যানসেল হচ্ছে এটা বে-আইনী হচ্ছে, এটার সম্বন্ধে জবাব দেবেন কিনা?

(উত্তর নাই)

Shri Bejoy Kumar Banerjee:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে কোশ্চেন করা হয় কাঁথি মিউনিসিপ্যালিটিতে কবে নির্বাচন হবে উনি বললেন জানি না, তারপর তিনি কোশ্চেন করলেন সেই সদস্য মহাশয় বললেন গেজেটে বেরিয়েছে এই, তখন তিনি বললেন গেজেটে যা বেরিয়েছে তার মানে এই নয়। আমি এখন জিজ্ঞাসা করছি ওখানকার কমিশনাররা দরখাস্ত দিয়েছে সেজন্য বোধ হয় এই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে ইলেকশন হয়নি। এই যে কমিশনাররা দরখাস্ত দিয়েছে তারা কোন পক্ষের কমিশনার? তা ছাড়া ইলেকশন কবে হবে একথা লিখেছেন কিনা?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
বাস্তব অবস্থা হচ্ছে ১৯৬৩ সালের ২২এ ডিসেম্বর কাঁথি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের দিন ধার্য করা হইয়াছিল। উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ডের বিভাগীকরণে এবং নির্বাচনী ভোটার তালিকায় ত্রুটি বিচ্যুতির অভিযোগ পাইয়া সরকার উক্ত নির্বাচনের দিন বাতিল করিয়া দিয়াছেন এবং জেলা শাসক মহাশয়কে এই আর্থিক বৎসরের মধ্যে নির্বাচনের জন্য আর একটি দিন সুপারিশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বিভাগীয় কমিশনার মহাশয়কে উপরোক্ত অভিযোগ সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে।

Shri Bejoy Kumar Banerjee:
এই যে বলছেন অমুক তারিখে ইলেকশান হবে, তাতে আপনার ডিপার্টমেণ্টের কোন লোক কি আপনাকে বলেননি যে গেজেটে এরকম বেরিয়েছে? আপনি এরকম উত্তর দিচ্ছেন কি করে?

(উত্তর নাই)

Shri Siddhartha Shankar Ray:
অর্থমন্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন যে রিপ্রেজেণ্টেশন অব পিপলস এ্যাক্ট সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া হয়েছে, তা থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে এই পদ্ধতি অনুযায়ী ড্রাফ্‌ট্‌ ইলেকশন রোল পাবলিশ করতে হয়, সেটা করা হয়েছে কি?

[12-30—12-40 p.m.]

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
হ্যাঁ, কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে করা হয়েছে, তার আপত্তির শুনানী হয়, যথারীতি রিপ্রেজেনটেশান অব দি পিপলস এ্যাক্ট অনুসারে করা হয় এবং সেই অনুপাতে ফাইনাল ইলেকট্রোর‍্যাল করা হয়।

Shri Siddhartha Shankar Ray:
এই ফ্র্যানচাইজের ড্রাফট ইলেকটোর‍্যাল রুল পাবলিশড্‌ হয় এ বিষয় নিয়ে অনেক মামলা হয়েছে বলেই বলছি এবং এর ফলে অনেকগুলি মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশন সেট এসাইড হতে পারে। আপনার ডিপার্টমেণ্টএর জানা উচিত যে এটা এ্যাডাল্ট ফ্রানচাইজ অনুযায়ী ড্রাফট ইলেকট্রোরাল রুল তৈরী হওয়া উচিত। কিন্তু আপনি কি জানেন যে, রিপ্রেজেনটেশান অব দি পিপ্‌লস্‌ এ্যাক্ট এর প্রোভিসান অনুযায়ী পাবলিশড্‌ হয়েছে কিনা?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
প্রিসামপসান যে ফলোড হওয়া উচিত

Shri Nani Bhattacharjee:
আমি আপনাকে জানাই. য. রি প্রেজেনটেসান অব দি পিপ্‌লস্‌ অ্যাক্ট অনুসারে ড্রাফট ইলেকটোরাল রোল আলিপুর দুয়ারে নির্বাচন এলাকায় প্রকাশ করা হয় নি, তারপর ' নাল ইলেকটোরাল রোল যা ফর্ম করার কথা তা ফর্ম করা হয় নি। আপনি এও জানুন যে, রিপ্রেসেনটেসান অব দি পিপ্‌লস্‌ অ্যাক্ট অনুসারে মনোনয়ন পত্র স্ক্রুটিনি করা হয়নি। বহু বৎসর আগেকার বকেয়া খাজনার নজীর ধরে কিম্বা এই রকম একটা কিছু ধরে নমিনেসান পেপার নাকোচ করে দেওয়া হয়েছে এবং ইলেকসন ষ্টেজে রিপ্রেসেনটেসান অব দি পিপ্‌লস্‌ অ্যাক্ট অনুসারে কোন কিছু করা হয় নি—ইউ প্লিজ টেক নোট অব ইট—আশা করি যে, আপনি এ বিষয়ে একটা অনুসন্ধান করবেন এবং এ সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট দেবেন।

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
আপনি এসম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করলে সব বলে দেবো।

Shri Khagendra Kumar Ray Chowdhury:
পঞ্চায়েৎ ইলেকসান এর নমিনেসান পেপার বহু জায়গায় সাবমিট হয়েছে কিন্তু এসব জায়গায় যে ইরেগুলারিটি আছে সেগুলো আপনাকে জানালে কি আপনি ইলেকসান পিছিয়ে দেবেন?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
আমি পঞ্চায়েৎ মিনিস্টার নই যে এর উত্তর দেবো।

Shri Siddhartha Shankar Ray:
মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি, এটা কোন দলাদলির প্রশ্ন নয় এটা সমস্ত বিধান সভার সদস্যদের প্রশ্ন এতগুলি টাকা পয়সা খরচ করে যেখানে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে তা বাতিল হয়ে যাবে সেটা আমরা চাই না।

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
প্রিসাম্পসানের উপর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার কাছ থেকে রুলিং চাইছি যে মন্ত্রিমহাশয় কি প্রিজাম্পসানএর উপর উত্তর দেবেন।

Mr. Deputy Speaker:
হ্যাঁ দিতে পারেন।

Shri Jamini Bhusan Saha:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এ বিষয়ে একটা স্টেটমেণ্ট করবেন কি?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করে যদি করতে হয় আমি নিশ্চয়ই করবো এবং আপনারা যদি জানতে চান তাহলে প্রশ্ন করলে জানানো হবে।

Shri Jamini Bhusan Saha:
এটা একটা কনফিউশন হল না কি?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে যথারীতি বিবৃতি দেওয়া হবে।

Shri Kashi Kanta Maitra:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে, এ প্রশ্নের জবাব দেবেন কিন্তু আমরা জানতে চাই এই অধিবেশনের মধ্যে তিনি এর জবাব দেবেন কিনা? কারণ তাঁর কাছে একটা ডেফিনিট এ্যাসিওরেন্স পেতে চাই?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
দু' এক দিনের মধ্যেই দেবো।

Shri Birendra Narayan Roy:
কাঁথি মিউনিসিপ্যালিটির যে সব কমিশনারস আপত্তি করেছিলেন তাঁরা কি সবাই নমিনেটেড মেম্বার?

(উত্তর নাই)

Shri Sudhir Chandra Das:
এই মিউনিসিপ্যালিটিতে কমিশনারস যারা আছেন তাঁরা সবাই নোমিনেটেড মেম্বারস সেজন্য তাঁরা রিপ্রেজেনটেশান পেয়ে তাঁরা মত পরিবর্তন করেছেন। এটা কি আপনি জানেন যে, কমিশনারস যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই নমিনেটেড মেম্বার ৫।৭ বৎসর ধরে সরকারের মনোনীত সদস্য হয়ে সেখানে আছেন?

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman:
এ প্রশ্নের উত্তর আমি এখন দিতে পারবো না।

Mr. Deputy Speaker: I won't allow any more supplimentary on the question of Municipality.
যদি পঞ্চায়েত সম্বন্ধে কিছু বলবার থাকে তাহলে আপনি সাপ্লিমেণ্টারী করুন

Shri Kanai Lal Bhattacharya:
স্যার, রিপ্লাইটা আর একবার পড়তে বলুন।

Selection Committee for Panchayat Secretaries

***3.** (Admitted question No. *114.)

Shri Sudhir Chandra Das:

স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কাঁথি, রামনগর ও এগ্‌রা থানার অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির সেক্রেটারী মনোনয়ন করিবার জন্য কোন কমিটি আছে কিনা ; এবং

(খ) কমিটি থাকিলে, ঐ কমিটির সভ্য কাহারা ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

(ক) জানা নাই,

(খ) এ প্রশ্ন ওঠে না।

এর সঙ্গে আর একটু কিছু জানিয়ে দিই তাহলে ভুল উঠবে না, তাই জানিয়ে দিচ্ছি পঃ বঃ পঞ্চায়েৎ নিয়মাবলীর ৪৩ ধারা অনুযায়ী মহকুমা শাসক সংশ্লিষ্ট মহকুমার অঞ্চল পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর জন্য দরখাস্ত ঘোষণা করবেন এবং প্রতি পদের জন্য ৪টি নাম সুপারিশ করিয়া এডিং-এর নিকট পাঠাইবেন. পঞ্চায়েৎ নিয়মাবলীতে উক্ত পদগুলির মনোনয়নের জন্য মহকুমা শাসকের কোনরূপ কমিটি গঠনের কথা বলা হয় নাই।

[12-40—12-50 p.m.]

আমরা কোন সরকারী নির্দেশনামায় কাঁথি মহকুমা শাসককে কাঁথি, রামনগর ও এগরা থানার পঞ্চায়েত সেক্রেটারী মনোনয়ন করবার জন্য কোন কমিটি গঠন করবার নির্দেশ দিই নাই। কাঁথি মহকুমা শাসক এই মনোনয়নকার্যের সুবিধার জন্য নিজে কোন কমিটি গঠন করেছেন কিনা তা সরকারের জানা নেই বলে এই উত্তর দেওয়া হয়েছিল। কালকে অবশ্য এই রকম সংবাদ পাওয়া গেছে যে মহকুমা শাসক এইরূপ কোন কমিটি গঠন করেন নাই।

Shri Sudhir Chandra Das:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে উত্তর দিলেন তাতে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে সরকার মহকুমা শাসককে নির্দেশ দিয়েছেন সবটাই বাছাই করে নেবার জন্য। আমার জিজ্ঞাস্য আপনি এটা জানেন কিনা সেই মহকুমা শাসকের কাছে কংগ্রেস কমিটিগুলি গিয়ে বা চিঠি দিয়ে তাকে প্রভাবিত করে ঠিক করবার কোন ব্যবস্থা করেছেন ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

কংগ্রেস এম. এল এ বা গিয়ে প্রভাবিত করবেন কিনা পি এস. পি এম. এল. এ. গিয়ে প্রভাবিত করবেন তা আমি জানি না। মহকুমা শাসককে বলা হয়েছে তিনি আমাদের কাছে নাম পাঠাবেন এইটুকু বলতে পারি।

Shrimati Santi Das:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন এস ডি ও. নাম পাঠানোর করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পাঠান। আমার বক্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে এক জন পঞ্চায়েত অফিসার আছেন, তিনি ডিস্ট্রিক্টের পঞ্চায়েতগুলি পরিদর্শন করেন। তাঁর মতামতের উপর কেন নির্ভর করেন না বা তাঁকে কেন ডাকা হয় না ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

আমি আগেই বলেছি, আপনি হয়ত শোনেননি, কিভাবে অঞ্চল পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী হবে তার জন্য একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মাবলী এই এ্যাসেম্বলীতে পেশ করা হয়েছিল এবং সেই নিয়মাবলীর ৪৩ ধারা অনুযায়ী মহকুমা শাসকের উপর ভার দেওয়া আছে।

Shrimati Santi Das:
বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয় তাতে দেখা গেছে যে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান ম্যাট্রিকুলেট হওয়া চাই। কিন্তু এতদিন ধরে যাঁরা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের আণ্ডারে ক্লার্ক হিসাবে কাজ করছিলেন তাঁদের কেসগুলি কন্সিডার করা হবে কিনা বা হয় কিনা?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
সাধারণতঃ যদি বাইরের প্রার্থী হয় তাহলে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান হচ্ছে ম্যাট্রিকুলেট। কিন্তু অঞ্চল পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারী যাঁরা ছিলেন তাঁদের ইণ্টারভিউ দেওয়া হয় এবং মহকুমা শাসক তাঁদের ডেকে যদি মনে করেন উপযুক্ত তাহলে প্যানেলে তাঁদের নাম পাঠিয়ে দেন।

Shrimati Santi Das:
যে ক্লার্কগুলি ১৬।১৭।২১ বছর ধরে কাজ করেছে তাদেরও সিলেকশান করা হয় না। পরে তারা আমাদের কাছে এসে যখন দরবার করে তখন নাচারগালি আমরা তাদের এস ডি ও.র কাছে পাঠাই। তাদের অভিজ্ঞতার কোন মূল্য দেওয়া হয় না কেন? এই রকম কেস সৌরেন বাবুর কাছে আসে কিনা জানি না কিন্তু আমাদের কাছে আসে এবং আমাদের জনসাধারণের কাছে খুব অপদস্থ হতে হয়। এর যদি প্রতিবিধান করেন তাহলে খুশী হব।

[No reply]

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:
এই যে তিনটা থানায় এগরা, কাঁথি এবং রামনগর, অঞ্চল পঞ্চায়েত সেক্রেটারী মনোনয়ন করার জন্য এস ডি ও আপনাদের কাছে যে যে নামগুলি পাঠিয়েছিলেন সেই নামগুলি কি পড়তে পারবেন? তাদের মধ্যে আপনারা কাকে কাকে সিলেক্ট করেছেন সেটা কি জানতে পারি?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
কি নাম পাঠিয়েছেন আমার কাছে নেই, কাকে সিলেক্ট করা হয়েছে তাও আমার কাছে নেই এবং আদৌ অল সিলেকটেড হয়েছে কিনা এখন বলতে পারব না।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:
একটা প্রশ্ন করা হয়েছে এবং আমি তার স্পেসিফিক সাপ্লিমেণ্টারী জানতে চেয়েছি। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এটার সম্বন্ধে জবাব দিতে পারলেন না। তাহলে আমাদের এই প্রশ্ন করার প্রয়োজন কি যদি তাঁরা এই সামান্য খবরগুলি না দিতে পারেন? তিনি বলেছেন আদৌ অল নোমিনেটেড হয়েছে কিনা জানি না। অথচ তাঁর ডিপার্টমেণ্ট থেকে করা হয়েছে। তাহলে এখানে এসে লাভ কি?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে সিলেকশন কমিটি অব পঞ্চায়েত সেক্রেটারিস নট পঞ্চায়েত সেক্রেটারী। যদি পঞ্চায়েত সেক্রেটারী সম্বন্ধে জানতে চান, পুনরায় প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়া যেতে পারে।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:
এখানে সেক্রেটারী মনোনয়ন প্রভৃতি সব কিছু রয়েছে। কাজেই আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনারা সেক্রেটারী মনোনীত করেছেন কিনা?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
আমি কি নিয়মে হয় বলে দিলাম। এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে কোন কমিটি আছে কিনা—কমিটি নেই এটাই আমি জানাচ্ছি।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:
কি নিয়মে হয় আপনি সেটা বলেছিলেন কিন্তু সেই নিয়মটা কিভাবে কার্য্য করছেন সেটা বলে দিন।

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে সেটা তো আমি আগেই বল্লাম—এ বাদ দিয়ে আপনি যদি নাম চান তাহলে পুনরায় প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারি।

Shri Sanat Kumar Raha:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় উত্তর দিলেন যে এস. ডি. ওরা সেখান থেকে প্যানেল ঠিক করে গভর্নমেণ্টের কাছে পাঠাবেন এবং সেখান থেকে আপনারা চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করে দেবেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েৎ অফিসার আছেন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। এই পঞ্চায়েৎ বিভাগীয় কাজগুলি থ্রু ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েৎ অফিসার আসাবে, না বরাবর এস. ডি. ও. মিনিস্টারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
৪৩ ধারানুযায়ী মহকুমা শাসকের উপর ভার আছে।

Shri Sanat Kumar Raha:
এস. ডি. ও. সেই প্যানেল পাঠাবেন কার আছে এবং ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েৎ অফিসারকে না জানিয়ে অঞ্চলের এই সব কাজগুলি বরাবর সরকারী দপ্তরে আসবে, না থ্রু ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েৎ আফিসার আসবে?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
মহকুমা শাসক সরাসরি এটা সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, তবে এমন হতে পারে যে ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েৎ অফিসারকে তিনি দেখিয়ে নিতে পারেন, হয়ত ডেকে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন কিন্তু আইনে আছে মহকুমার শাসক অ্যাপ্লীকেসান আহ্বান করবেন এবং বিচার করে নামের ৪টা নামের প্যানেল সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

Shri Sailendra Nath Adhikary:
আমি মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়কে জিজ্ঞাসা করছি যে যাঁরা ইউনিয়ন বোর্ডের ক্লার্ক ছিলেন এবং এক্সপেরিয়েন্সড ক্লার্ক তাঁদের সেক্রেটারী হিসাবে অ্যাবসর্ব করবার জন্য কোন লিখিত নির্দেশ গভর্নমেণ্ট মহকুমা শাসক বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের দিয়েছেন কিনা?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
লিখিত নির্দেশ কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না, তাঁদের অ্যাবসর্ব করতে হবে তা নয়। আমি ইতিপূর্বে উত্তরে বলেছি যে অন্যান্য লোক যদি ম্যাট্রিকুলেট না হয় তাহলে তাঁদের ডাকবেন না, আর এখানে যাঁরা পূর্বে সম্পাদক ছিলেন তাঁদের ইনটারভিউতে ডাকবেন—ডেকে মহকুমা শাসক তাঁর বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী প্যানেল করে পাঠাবেন।

Mr. Deputy Speaker: Questions over.

Unstarred Questions to which Written Answers were laid on the Table

Prices of some essential Food articles

1. (Admitted question No. 40.)

Shri Mrigendra Bhattacharyya:
খাদ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি গত ১৯৬১-৬২, ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যগুলির মূল্য কিরূপ ছিল:

(ক) চাল—

(১) সরু, (২) মাঝারি, (৩) মোটা;

(খ) ডাল—

(১) মুগ, (২) মশুর, (৩) ছোলা, (৪) মটর, (৫) অড়হর, (৬) বিউলি;

(গ) আটা এবং গম;

(ঘ) পাঁউরুটি;

(ঙ) মাছ;

(চ) মাংস;

(ছ) ডিম; এবং

(জ) আলু—

(১) নৈনিতাল, (২) দেশী?

The Minister for Food and Supplies:

প্রয়োজনীয় মূল্যতালিকা এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to unstarred question No. 1

Statement showing minimum retail prices of some essential food articles in Calcutta.

(Prices in rupees per kilogram)

Commodity.	Last week of November 1963 (30-11-63)	A year ago (24-11-62)	2 years ago (25-11.61)
1. Rice—			
(a) Fine	..	0.83	0.66
(b) Medium	0.93	0.80	0.63
(c) Coarse	0.87	0.74	0.58
2. Pulses (Split)—			
(a) Moong (Ordinary)	0.87	0.81	0.76
(b) Masur	0.83	0.79	0 60
(c) Gram	0.66	0.64	0.63
(d) Matar	0.75	0.76	0.64
(e) Arhar	0.95	0.80	0.65
(f) Kalai	0.91	1.07	0.78
3. Atta	0.44	0.44	0.44
4. Whole-Wheat	0.40	0.40	0.40
5. Bread (Great Eastern) 453.6 gms.	0.48	0.44	0.44
6. Fish (Rohu)	3.62	3.53	3.55
7. Meat (Goat)	4.00	4.00	3.76
8. Egg (Duck) per pair	0.37	0.36	0.36
**9. Potato	0.55	0.61	0.89

**Prices of indigenous varieties are only quoted.

Price of Paddy

2. (Admitted question No. 46.)

Shri Sudhir Chandra Das:

খাদ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ধান্যের নিম্নতম ও উচ্চতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার প্রস্তাব আছে কিনা; এবং

(খ) নূতন ধান্যের বর্তমান মহকুমাওয়ারী মূল্য কী?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) ধান্যের উচ্চতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার কোন প্রস্তাব বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

(খ) একটি মূল্যতালিকা এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to clause (Kha) of unstarred question No. 2

Average minimum wholesale price of aman paddy in West Bengal as on 11th December, [illegible]

Subdivision.	Wholesale price of Paddy in rupees per quintal
Calcutta	No Paddy Market
Burdwan (Sadar)	40.84*
Asansol	48.19*
Katwa	40.20*
Kalna	54.81
Birbhum (Sadar)	39.00*
Rampurhat	39.59*
Bankura (Sadar)	39.90*
Vishnupur	39.71*
Midnapore (Sadar North)	38.26*
Mindapore (Sadar South)	34.20*
Contai	36.13*
Tamluk	35.75*
Ghatal	39.17*
Jhargram	36.04*
West Dinajpur (Sadar)	36.68*
Raiganj	35.78*
Islampur	32.62*

Subdivision.	Wholesale price of Paddy in rupees per quintal.
alda (Sadar)	42.53*
booch Behar (Sadar)	30.00*
unhata	28.00*
lathabhanga	29.56*
ufanganj	28.00*
lekliganj	29.38*
'adia (Sadar)	48.00*
anaghat	37.61*
looghly (Sadar)	42.18*
handernagar	47.50*
rampore	44.16*
rambagh	40.87*
owrah (Sadar)	56.26
luberia	55.00
arjeeling (Sadar)	No Paddy Market.
iliguri	33.77* (4-12-63)
urseong	No Paddy Market.
alimpong	Ditto.
4-Parganas (Sadar)..	45.55*
iamond Harbour	44.84*
arrackpore	No Paddy Market.
araset	No transaction.
asirhat	45.16*
ongaon	43.56 (4-12-63)
urshidabad (Sadar)	53.66
albagh	44.00*
angipore	43.01*
andi	40.30*
alpaiguri (Sadar)	32.77*
lipurduar	32.00*
urulia	38.90*

*New Paddy.

Price of Mustard Oil

3. (Admitted question No. 83.)

Shri Ananga Mohan Das:

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্তমান মাসে এই রাজ্যে সরিষার তৈল কি দরে বিক্রয় হইতেছে;

(খ) গত বৎসর এই সময়ে উহার মূল্য কত ছিল; এবং

(গ) সরিষার তৈলের মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তাহার জন্য সরকার বে পরিকল্পনা করিতেছেন কি না?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) ও (খ) প্রয়োজনীয় মূল্যতালিকা এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) রাজ্যের অধিকাংশ চাহিদাই অন্যান্য রাজ্য হইতে আমদানি করা হয়। ঐ সব রাজ্যের দর উঠানামার উপর এখানকার দর নির্ভর করে। যাহা হউক, আমদানি ও অন্যা আনুষঙ্গিক খরচাদি ও ব্যবসায়ীদেব মুনাফার ন্যায্যতা এবং তদনুযায়ী, তৈলের ও তৈ বীজের ন্যায্যমূল্য সম্বন্ধে রাজ্যসরকারকে উপদেশ দিবার জন্য গত ১৩ই ডিসেম্বর সরকার ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি লইয়া একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত তৈলবীজ উন্নয়ন প্রকল্পে অন্যান্য তৈলবীে মধ্যে উন্নত ধরনের সরিষার বীজ বিতরণ দ্বারা এই রাজ্যে সরিষাবীজেব অভাব দূরীক ও সরিষার চাষ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা পরোক্ষে সরিষার তৈলেব মূল্য বৃ রোধের সহায়ক হইবে।

Statement referred to in reply to clauses (Ka) and (Kha) of the unstarred question No. 3.

Statement showing minimum retail prices of mustard oil in the district headquarters of We Bengal.

(Retail prices in rupees per Kilogra

District.	As on 7-12-63.	A year ag (8-12-62).
Calcutta	2.45	2.6
24-Parganas (Sadar)	2.50	2.6
Nadia (Sadar)	2.50	2.6
Murshidabad (Sadar)	2.50	2.5
Burdwan	2.40	2.8
Birbhum (Sadar)	2.31	2.3
Bankura	2.38	2.6
Midnapur (Sadar North)	2 40	2.6
Hooghly (Sadar)	2.5	2.6
Howrah (Sadar)	2.50	2.5
West Dinajpur (Sadar)	2.56	2.8
Jalpaiguri (Sadar)	2.60	2.9
Darjeeling (Sadar)	2.75	2.9
Malda (Sadar)	2.53	2.8
Cooch Behar (Sadar)	2.68	2.8
Purulia	2.40	2.4

Gram Sabhas

(Admitted question No. 98.)

Shri Sudhir Chandra Das:

স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গ্রাম সভাগুলিকে সরকার হইতে ১৯৬৩ সালে কোন সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কিনা ;

(খ) সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকিলে, তাহার পরিমাণ কত ; এবং

(গ) সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রামসভাগুলির জেলাওয়ারী তালিকা কি ?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats:

(ক) প্রত্যক্ষভাবে সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতকে কোনও সাহায্য দেন না।

সরকার প্রদত্ত সাহায্য বিভিন্ন অঞ্চল পঞ্চায়েতের নামে দেওয়া হয়। অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলি ঐ সাহায্য, অন্যান্য খাতে প্রাপ্ত আয়ের সহিত একত্র করিয়া তাহা হইতে নিজেদের খরচ চালাইয়া পরে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে বিতরণ করেন।

(খ) এবং (গ) প্রশ্ন উঠে না।

Price Stabilisation Board

5. (Admitted question No. 109.)

Shri Kashi Kanta Maitra:

খাদ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যমান স্থিতিশীল রাখায় এবং উহা সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা আয়ত্তাধীন রাখার জন্য রাজ্যসরকার কি সর্বস্তরে বিশিষ্ট দল নিরপেক্ষ বেসরকারী প্রতিনিধি বিশেষজ্ঞ ও যোগ্য সরকারী প্রতিনিধিদের যোগ্য ক্ষমতাসম্পন্ন কোন "প্রাইস" স্ট্যাবিলাইজেসন বোর্ড গঠন করার কথা বিবেচনা করিতেছেন ;

(খ) এই মূল্য বৃদ্ধি সম্পূর্ণ রোধ করার জন্য রাজ্যসরকারের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং

(গ) পরিকল্পনা থাকিলে তাহার বিবরণ ?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) রাজ্যসরকার তাহাদের নিযুক্ত প্রাইস এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা সর্বভারতীয় সমস্যা।

(খ) ও (গ) এরূপ কোনও একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নাই। তবে জনসাধারণ যাহাতে ন্যায্যমূল্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পায় সেই কারণে মডিফায়েড রেশনিং ও ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত ন্যায্য দামে চাউল ও গম সরবরাহের ব্যবস্থা চালু রাখা হইয়াছে। অবস্থা বিশেষে খয়রাতি সাহায্য হিসাবে বা কার্যের বিনিময় সাহায্য বাবত চাউল ও গম বিতরণের ব্যবস্থা আছে।

ন্যায্যমূল্যে গমজাত দ্রব্য বিক্রয় সঙ্কল্পে স্থানীয় কেন্দ্রীয় সরকারের গুদাম হইতে চাকী ও ফ্লাওয়ার মিলগুলিকে গম বণ্টন করা হইতেছে।

"ইস্টার্ন রাইস জোন স্কীম" এর মাধ্যমে ব্যবসায়ী মারফত উড়িষ্যা হইতে ধান্য ও চাউল আমদানি করা হইতেছে। ইহা ব্যতিরেকে ব্যবসায়ীগণের সহিত এক অলিখিত চুক্তি দ্বারা মাঝারী ও সরু চাউলের উচ্চতম মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায়িগণ চাউলের বিভিন্ন গ্রেড ও তাহাদের গুণ অনুসারে মূল্য নিরূপণ করিবে স্থির হইয়াছে।

চিনি নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। গুড় সরবরাহ ও বণ্টন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাদেশ অনুযায়ী করা হইতেছে।

"ওয়েস্ট বেঙ্গল ফুড গ্রেন্স মার্জিন অব প্রফিট (কণ্ট্রোল) অর্ডার, ১৯৬৩" দ্বারা চাউল, ডাইল, দেশী গম ব্যবসায়ীদের উচ্চতম মুনফার পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ন্যায্যমূল্যের মৎস্য জনসাধারণ যাহাতে পান তজ্জন্য মৎস্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স লইবার প্রথা ও মৎস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্তমানে এই ব্যবস্থা খাস কলিকাতা ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ভিতর চালু আছে।

সরিষার তৈল ও ডাইলের ন্যায্যমূল্য সম্বন্ধে রাজ্যসরকারকে উপদেশ দিবার জন্য গত ১৩ই ডিসেম্বর সরকারী ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি লইয়া দুইটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে।

মূল্যবৃদ্ধি রোধ সম্পর্কে অন্যান্য ব্যবস্থা বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন।

[12-50—1 p.m.]

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:
স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির তরফ থেকে নভেম্বরের মিডলে অ্যাসেম্বলী সেসান ডাকবার জন্য গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়েছিল। আমরা প্রত্যেক বছর এই দাবী জানিয়ে এসেছি যে অ্যাসেম্বলী সেসান ওভার হয়ে যাবার পর নেক্সট অ্যাসেম্বলী সেসান কবে হবে এ সম্বন্ধে জানানো হোক এবং গত অ্যাসেম্বলী সেসনে আমাদের চীফ হুইপ মহাশয় জানিয়েছিলেন যে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি অ্যাসেম্বলী সেসান ডাকা হতে পারে, সেই ভাবে আমরা সমস্ত তৈরী হয়েছিলাম। শুধু তাই নয় খাদ্যাবস্থা অবনতির জন্য আমরা অ্যাসেম্বলী ডাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং গভর্নরকে অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু ডাকা হল না। হঠাৎ আমরা সামনস পেলাম যে ২৭এ ডিসেম্বর থেকে অ্যাসেম্বলী সেসান সামন করা হল এবং প্রোগ্রামে দেখতে পাচ্ছি যে মাত্র ৫ দিনের জন্য অ্যাসেম্বলী বসবে।

এখানে এই পাঁচ দিনের মধ্যে এই এসেম্বলীতে কতখানি কাজ হতে পারবে তা আমার জানা নেই। স্যার আর একটা কথা এখানে বলে রেখে দিই যে আমি যতদূর পর্যন্ত খবর পেয়েছি যে আপনার ডিপার্টমেণ্ট অর্থাৎ এই লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ সরকার করে নি। যদি করা হোত তাহলেই আজকে আমাদের স্পীকার মহাশয় এখানে অনুপস্থিত থাকতেন না। তিনি তাঁর প্রোগ্রাম তাহলে হয়তো চেঞ্জ করে নিতেন। অর্থাৎ গভর্নমেণ্টের খেয়াল হোল এসেম্বলী ডেকে দিলেন। আমি যে কথা শুনতে পেলাম যে এই এসেম্বলী ডাকার পেছনে সরকারের একটা উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্য যদি এই হয় তাহলে এটা অত্যন্ত অন্যায়। এই উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে ভুবনেশ্বর কংগ্রেস সেসনে কংগ্রেসী মেম্বাররা যোগ দিতে যাবেন, তাঁরা কলকাতায় আসবেন, কিছু টাকা পাইয়ে দেবার জন্য এই এসেম্বলীর সর্ট সেসন ডাকা হয়েছে। এই সর্ট টাইমের মধ্যে এসেম্বলীর কোন বিসনেস হতে পারে না —আমরা জানি যে যেকটা বিল সিলেক্ট কমিটিতে গেছে তার একটি বিলও এই এসেম্বলীতে পাস হবে না। সুতরাং শুধু শুধু আমাদের সমস্ত প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে এই বছরের শেষে অর্থাৎ ক্রিস্টমাস-এর পরে এবং নিউ ইয়ারের সময়—বড় দিনের সময় যখন বেশীরভাগ লোক বাইরে চলে যায় বেশীরভাগ লোক স্টেসন লিভ করে সেই সময় এই এসেম্বলী সেসন ডাকা হোল এবং আমাদের দাবী যে ডাকাই যদি হয়ে থাকে তাহলে সেখানে ভুবনেশ্বরে কংগ্রেসী সেসনের জন্য নয় তাহলে এই এসেম্বলী কনটিনিউ করতে হবে। যে কয়টা বিল সিলেক্ট কমিটি থেকে রিপোর্ট হয়ে এসেছে সেই বিল কয়টি এই এসেম্বলীতে বিচার বিবেচনা করা হবে এবং তা পাশ হয়ে গেলে পর এসেম্বলী ক্লোজ করা হবে। কংগ্রেস পক্ষের সুবিধার জন্য এই এসেম্বলী নয় এটা আমরা দাবী করছি।

Shri Nani Bhattacharjee:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এই ধান উঠবার আগে যাতে এই এসেম্বলী সেসন ডাকা হয় যাতে খাদ্য বিতর্ক সুরু করা যায় যাতে নূতন খাদ্যনীতি গ্রহণ করা হয় সেজন্য চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু আমরা এই সময় ঠিক এসেম্বলী সেসন হবে এটা আশা করি নি। তার কারণ ধান এর মধ্যে বহু জায়গায় উঠে গেছে এবং এমন কি অনেক জায়গায় বিক্রিও হচ্ছে—কিন্তু তার আগে সরকারের খাদ্যনীতি ঘোষিত হওয়া উচিত ছিল। পরিষ্কারভাবে যেটা কানাইবাবু বললেন সেটা আমারও মনে হচ্ছে যে এই এতো সংক্ষিপ্ত সেসনের অর্থ এই যে কংগ্রেসী পক্ষে এম. এল. এ. যারা আছেন তাদের কলকাতা পর্যন্ত সরকারী খরচে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং উদ্বৃত্ত যা পাবেন তার দ্বারা ভুবনেশ্বরের কাজটাও শেষ করিয়ে দেওয়া এবং সেই ভুবনেশ্বরের দিকে তাকিয়ে আজকে এই এসেম্বলী সেসন ডাকা হয়েছে, এটাই আমাদের মনে হয়েছে। সেখানে যদি কোন সদিচ্ছা থাকে ট্রেজারী বেঞ্চের তাহলে কানাই বাবু যে কথা বল্লেন যে যে সমস্ত বিল এখানে আলোচনার জন্য সিলেক্ট কমিটি থেকে এসেছে অর্থাৎ সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট যে সমস্তগুলি পাশ করা হবে সেগুলি হলে পর আমরা যেন যেতে পারি। নাহলে আমরা মনে করবো যে শুধু একটা পার্টির স্বার্থে সরকারী অর্থ এত অপচয় করা হচ্ছে ও জনসাধারণের অর্থ অপচয় করা হচ্ছে যা করার অধিকার কারও নেই—ট্রেজারী বেঞ্চেরও নেই।

The Hon'ble Jagannath Kolay:

স্যার, আমরা জানি গত সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখ পর্যন্ত এখানে অ্যাসেম্বলী চলেছে এবং তারপর পূজার ছুটি হয়ে যায়। তারপর ১৫ই নভেম্বর কালীপূজা হয়ে যাবার পর অনেকে চিঠি দেন অ্যাসেম্বলী বসান দরকার বলে। এদের মধ্যে শৈলেনবাবু আছেন, কাশীকান্ত মৈত্র আছেন, কানাই ভট্টাচার্য আছেন, শশাঙ্কবাবুও বলেছিলেন, কমুনিস্ট পার্টির অনেকেও বলেছিলেন অ্যাসেম্বলী বসান হোক। সেইজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই সব রিপ্রেসেনটেসন আসার পর ডিসেম্বরের শেষে সেসান ডাকা হয়েছে। কোন মেম্বার এম. এল. এ, যারা এ. আই. সি. সি'র মেম্বার তাদের সকলের যাবার প্রয়োজন হচ্ছে। কিন্তু আপনারা ডাকতে বলেছিলেন বলে অ্যাসেম্বলী কল করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে আপনারা চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন বলে তিনি রাজী হয়েছিলেন। আপনারা বলছেন কংগ্রেস মেম্বারদের কিছু ভাতা পাইয়ে দেবার জন্য এই অ্যাসেম্বলী সেসান এখন ডাকা হয়েছে—এটা একেবারেই অসত্য।

(এ ভয়েস : তাহলে অ্যাসেম্বলী চলুক।)

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাত্র কুড়িজন কংগ্রেসী এম. এল. এ ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস সেসান অ্যাটেণ্ড করতে যাবেন, তার জন্য আমাদের এই অ্যাসেম্বলী সেসান বন্ধ হতে পারে না। তাতেও কংগ্রেস মেজরিটি থাকবে। সুতরাং অ্যাসেম্বলী সেসান চলতে থাকুক এবং এখানকার সমস্ত বিজনেস শেষ হবার পর যেন তা বন্ধ হয়। আগামী চার তারিখে কি পাচ তারিখে এই অ্যামেণ্ডিং বিলগুলি পাস করে দিয়েই সেসান শেষ হয়ে গেল বললে চলবে না। আমাদের দাবী হচ্ছে—সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট যে কয়টি আমরা পেয়েছি তার আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অ্যাসেম্বলী চলুক।

Shri Sailendra Nath Adhikary:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, জগন্নাথবাবু অন্যান্য নামের সঙ্গে আমার নামও উল্লেখ করলেন। আমিও চিঠি দিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীকে, তাতে বলেছিলাম ইমিডিয়েটলী সেসান ডাকতে। কিন্তু তখন তিনি ডাকলেন না। তারপর এখন অ্যাট দি ফ্যাগএণ্ড অব দি ইয়ার তিনি অ্যাসেম্বলী ডাকলেন। এমন সময়েই তিনি সেসান ডাকলেন যখন অন্ততঃ পক্ষে প্রত্যেক এম এল এ'র নিজস্ব এলাকায় থাকা উচিত। তার কারণ এখন চাষীদের ঘরে ধান উঠছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন সেই ধান তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার জন্য বিভিন্ন রকমে ব্যবসাদাররা চেষ্টা করছেন। ১২।১৩ টাকা মণ দরে তারা কিনছে। সেই

অবস্থাকে রেসিস্ট করবার জন্য আমাদের মত এম. এল. এ'দের সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত। তার উপর আবার পঞ্চায়েৎ ইলেকসন এসেছে। সেখানে যে কত কি কাণ্ড হচ্ছে তাকে আর যা হোক গণতন্ত্র বলে না। আমাদের শৈলবাবু ছিলেন তার প্রথম ও প্রধান সহায়ক। আমি তাতে আরো বলেছিলাম দেশে যখন ৫৫ টাকা মণ দরে চাল বিক্রী হচ্ছে র্যাকেটিয়ার্স তার সুযোগ নিচ্ছে। তখন এর আশু সমাধান করা দরকার। তখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিজে বলেছেন আমাদের ঘরে ধান, চাল নাই—আমরা কি করে রেশনিং করি এই সব কথা বলে তিনি দর একেবারে উর্দ্ধে উঠিয়ে দিলেন। তখন আমাদের অ্যাসেম্বলীর কোন অভিমত নেওয়া হলো না। আর আজ সামান্য কয়জন কংগ্রেসী এম. এল. এ'দের সুবিধার জন্য এই সেসান ডাকা হয়েছে। মাননীয় কানাইবাবু যে অভিমত প্রকাশ করেছেন আমি তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলছি এই অ্যাসেম্বলী সেসানকে আরো কনটিনিউ করতে হবে।

Mr. Deputy Speaker: This is not the relevant occasion.

ওটা ফুড ডিবেটের সময় বলবেন, তখন এ সব অ্যালাউ করবো।

Shri Anadi Das:

স্যার, এই অ্যাসেম্বলী সেসান বসা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, আমরা তখন খাদ্য মন্ত্রীকে বলেছিলাম যে ভাবে চালের দর বাড়ছে, তাতে অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করুন, হাউস ডাকুন। তখন তিনি বললেন চাষীদের ঘর থেকে চালধান চলে গেছে, এখন আর আমি কিছু করতে পারবো না। সুতরাং ধান উঠলে সেসান ডাকা হবে। আর এখন চাষীদের হাত থেকে ধান চলে যাক—সেটা গভর্নমেণ্টের দেখবার দরকার নাই। যেমন চলছে, তেমনি চলুক। অ্যাসেম্বলী মেম্বারদের কিছু সে বিষয়ে বলবার অধিকার নাই।

আর এই যে সেসান হচ্ছে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ওঁরা যা বলছেন, আমিও তাই দাবী করছি—এসেম্বলীর সমস্ত কাজ যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ হাউস চালান হোক।

Mr. Deputy Speaker:

এখন থাক—ফুড ডিবেটের সময় বলবেন।

Shri Kanai Pal:

স্যার, আমার একটি পয়েণ্ট অব অর্ডার আছে। আমি জানতে চাচ্ছি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা কার্য পরিচালনায় যে বিধি রয়েছে, যে সমস্ত ফর্ম রয়েছে যে সমস্ত এজেণ্ডা রয়েছে, এবং অন্যান্য কাগজপত্র যা ছাপা হয়, সেগুলি বাংলায় ছাপাতে কি অসুবিধা আছে? কি ডিফিকালিটি আছে যে আজও তা কার্যকরী করা হচ্ছে না। যাতে অধিকাংশ সদস্য এই হাউসের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার কাজেই কবে এই গুলি বাংলা ছাপা হবে সেটা আমি আপনার কাছে জানতে চাই।

Mr. Deputy Speaker: This is not a point of order.

[1—1-10 p.m.]

Adjournment motion

Mr. Deputy Speaker: I have received notice of an adjournment motion from Shri Nani Bhattacharjee and Shri Nikhil Das on the subject of release of political prisoners. I have refused consent.

Calling attention to matters of urgent public importance

Mr. Deputy Speaker: I have received nine notices of calling attention on the following subjects, namely :—

(1) Construction of circular railway around Calcutta—by Shri Ananga Mohan Das.

(2) & (3) Cholera epidemic in West Bengal—by Shri Birendra Narayan Ray and Shri Sanat Kumar Raha.

(4) & (5) Transfer of Chilahati chits No. 1 & 2 under No. 12 South Berubari Union—by Shri Amarendra Nath Roy Prodhan and Shri Sambhu Charan Ghosh.

(6) Strike by workers of Jay Engineering Works Ltd.—by Shri Niranjan Sen Gupta.

(7) Release of Shri Amarendra Nath Roy Prodhan and others arrested in Berubari movement—by Shri Sambhu Charan Ghosh.

(8) Reported bestial attack on a large number of women of the minority community in village Dighaldi, Dist. Comilla, East Pakistan,—by Shri Kashi Kanta Maitra.

(9) Problem of non-registered medical practitioners of West Bengal—by Shri Kashi Kanta Maitra:

I have selected the notice of Shri Birendra Narayan Ray and Shri Sanat Kumar Raha on the subject of cholera epidemic in West Bengal. The Hon'ble Minister-in-charge will please make a statement or give a date.

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay: Sir, I am ready with the reply.

স্যার, গত অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি কলেরা মহামারী প্রথম আত্মপ্রকাশ করে মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পৌরসভা অঞ্চলে। পরে মুর্শিদাবাদের অন্যান্য এলাকার সঙ্গে মালদহ, নদীয়া ও বর্ধমান জেলাতেও অল্পবিস্তরভাবে মহামারী দেখা দেয়। অবস্থা এখন সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন এবং এই কয়েক মাসের অবস্থা সংক্ষেপে বলা হইল। মুর্শিদাবাদে আত্মপ্রকাশের তারিখ ৭.১০.৬৩, আক্রান্তের সংখ্যা ২২৮৭ এবং মৃতের সংখ্যা ৭২৭। বর্ধমানে আত্মপ্রকাশের তারিখ ২৮.১০.৬৩, আক্রান্তের সংখ্যা ২৫৪ এবং মৃতের সংখ্যা ১২১, নদীয়ায় আত্মপ্রকাশের তারিখ ১.১১.৬৩, আক্রান্তের সংখ্যা ৪০৪ এবং মৃতের সংখ্যা ১০৩। মালদহে আত্মপ্রকাশের তারিখ ২০.১০.৬৩, আক্রান্তের সংখ্যা ১৯৩ এবং মৃতের সংখ্যা ৮০। যেহেতু মুর্শিদাবাদ জেলায় এ মহামারী প্রথম আত্মপ্রকাশ করে এবং রোগীর সংখ্যা এই জেলাতে অত্যধিক সেহেতু মুর্শিদাবাদের ঘটনা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ আলোচনা বাঞ্ছনীয়। গত ১৯শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হয়, সেই সপ্তাহ ধুলিয়ানের পৌরসভার প্রশাসক (এ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটি) কলেরা মহামারীর সংবাদ জানান। সংবাদ পাওয়া মাত্রই জেলার স্বাস্থ্যাধিকারিক (চিফ মেডিকেল অফিসার) নির্দেশ মত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তখনকার মত আক্রান্ত অঞ্চলের অবস্থা শান্ত হয় বটে কিন্তু অল্প সময়েই সূতী, রঘুনাথগঞ্জ, লালগোলা ও ভগবানগোলা অঞ্চলে কিছু কিছু কলেরার খবর পাওয়া যায়। এই সময় মালদহ জেলার মানিকচক অঞ্চলে ২।১টি মৎস্যজীবি রোগগ্রস্ত হয়। দেখা যায় যে রোগটি প্রথমে পদ্মার প্রধান খাত (চ্যানেল) ও পরে গঙ্গা ও ছোটখাট নদীর নিম্নপ্রবাহ অঞ্চলে সংক্রামিত হচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে নদীর জল দূষিত হয়েছে। অবস্থা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্যকৃত্যক (ডিরেক্টরেট অব হেলথ সার্ভিসেস) মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন স্বাস্থ্য কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রথমে একজন প্রবীন মহামারী বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যপরিদর্শকের তত্বাবধানে তিনটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সংস্থা ও ৭ জন স্বাস্থ্য সহকারীকে উপযুক্ত ঔষধাদির সঙ্গে মুর্শিদাবাদে পাঠান। পরে আরও ৮টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সংস্থা,

৫ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও ৫০ জন স্বাস্থ্য সহকারীকে বিভিন্ন জেলা থেকে মুর্শিদাবাদে মোতায়েন করা হয়। মালদহ জেলাতেও ৫টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সংস্থা ও ১৫টি স্বাস্থ্যসহকারী একজন প্রবীন মহামারী বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে পাঠান হয়। সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান, হাওড়া, নদীয়া, হুগলী ও কলিকাতার স্বাস্থ্য প্রশাসনিক অধিকারিকগণকে (ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার) যাথযথভাবে সতর্ক করা হয়।

এই জেলাগুলি গঙ্গা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত, অন্ততঃ দুই মাইল ব্যাপী গ্রামগুলিতে ও অঞ্চলগুলিতে অবিলম্বে কলেরার টীকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। ফলে যদিও নদীয়া বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় কলেরা দেখা দিয়াছিল তথাপি অবস্থা আয়ত্বের বাইরে যেতে পারেনি।

মুর্শিদাবাদের সম্বন্ধে বলা যায় যে এই মহামারী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যাধিকরণের প্রায় সমস্ত প্রবীণ স্বাস্থ্যকর্মী এমন কি স্বাস্থ্যকৃত্যক অধিকর্তা (ডিরেক্টার অব হেলথ সার্ভিস) পর্যন্ত সেখানে সমবেত হন। উপদ্রুত অঞ্চলের প্রতিটি থানায় থানায় এক একটি অভিজ্ঞ কর্মীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যাপকভাবে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য জিয়াগঞ্জ পৌর এলাকায়, বেলডাঙ্গা অঞ্চলে শক্তিপুর ও নওদা অঞ্চলের পাটকাবাড়ী অঞ্চলে জরুরী হাসপাতাল খোলা হয়। এই জেলায় ৪৬টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২৮টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সংস্থা ও ২২৬টি স্বাস্থ্য সহকারী একযোগে কলেরা মহামারী নিয়ন্ত্রণ কল্পে নিযুক্ত ছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলার উপদ্রুত অঞ্চলে প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক নদীর জল পান বা সাংসারিক কাজে ব্যবহার করে। এই ৭ লক্ষ লোকের পানীয় জলের বিকল্প বন্দোবস্ত হয় নলকূপ না হয় সাধারণ কূয়া বা পুষ্করিণীর মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। নদীর জল ব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকার ১০০টি জরুরী নলকূপ খনন করার ব্যবস্থা করেন। স্বাস্থ্য কর্মীরা ও অন্যান্য প্রতিষেধক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কূপ ও পুষ্করিণীর পরিশোধনের ব্যাপক বন্দোবস্ত করেন। ১৯শে অক্টোবর রোগ মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশের পর এবং ৩০শে নভেম্বর মহামারী নিরোধের পূর্বে অর্থাৎ প্রায় ৬ সপ্তাহ সময়ের মধ্যে উপদ্রুত অঞ্চলে ৪,৪২,৮৭২ জনকে কলেরা প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হয়।

কোন সরকারী কর্মচারী বিহার সরকার বা পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে দোষ দিয়েছেন এ কথা আমার জানা নেই। বাস্তবিক পক্ষে উপ-স্বাস্থ্য কৃত্যক অধিকর্তা মুর্শিদাবাদে কার্যে রত থাকাকালীন সরকারকে যে সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন তাতে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছিল যে স্থানীয় লোকের এরূপ ধারণা সত্ত্বেও এ রোগ যে বিহার থেকে আমদানী করা হয়েছে সে রকম কোন প্রামান্য নথি নেই। আমি যতদূর জানি স্বাস্থ্যকৃত্যকের কেন্দ্রের বা জেলার কর্মীরা কারও উপর দোষ দেননি। অবস্থার অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে সকলেই বিনা প্রতিবাদে নিজ নিজ কাজ করেছেন।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য এই যে এবারে নদীর জল এবং স্রোত হঠাৎ কমে যায়। ফলে নদীর নিজস্ব পরিশোধক ক্ষমতা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ এই জেলার বাসিন্দাদের কেউ কেউ কলেরা আক্রান্ত এবং সর্পদষ্ট রোগীদের মৃতদেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার অভ্যস্ত। মহামারীর প্রথম অবস্থায় ধুলিয়ানে যে মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসান হয় এ খবর সত্য। তৃতীয়তঃ উপদ্রুত এবং উদদ্রুত সম্ভাব্য কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা কলেরা প্রতিষেধক টীকা গ্রহণে নিদারুন অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ফলে আয়ত্বাধীন করবার পক্ষে বিলম্ব ঘটে।

এই সব কথা বিবেচনা করে আমার মনে হয় সরকারের তরফ থেকে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং নানাবিধ প্রতিশোধকের ব্যবস্থা যেমন, জরুরী হাসপাতাল, নলকূপ, টিকা দেওয়া ইত্যাদি দ্রুত বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্য কর্মীরা ছাড়াও অন্যান্য সরকারী এবং বেসরকারী ব্যক্তির সর্বপ্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল নতুবা এই মহামারী এত অল্প সময়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হোত না।

[1-10—1-20 p.m.]

Shri Nani Bhattacharjee:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমার একটা অ্যাডজোর্নমেণ্ট মোশন ছিল যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী যারা আছেন তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হোক এবং বেরুবাড়ী প্রতিরোধ আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন ও ডি. আই. পি. ডি অ্যাক্টএ যারা অ্যারেস্ট হয়ে আছেন তাঁদের সকলকে ছেড়ে দেওয়া হোক। আমি মনে করি না দেশের এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থার দিকে তাকিয়ে এঁদের এখনও জেলে রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেজন্য আমি চেয়েছিলাম যে এই বিষয়ে আলোচনা এখানে হোক এবং মুখ্যমন্ত্রী যিনি পুলিশ মন্ত্রী তিনি এ বিষয়ে একটা স্টেটমেণ্ট দিন। কিন্তু এটা অ্যাডমিট না করার দরুণ আমরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

Mr. Deputy Speaker: It is a continuing fact.

Shri Nani Bhattacharjee:

প্রয়োজনীয়তার দিকে তাকিয়ে আমরা আশা করেছিলাম এ বিষয়ে একটা আলোচনা হবে এবং মুখ্যমন্ত্রী একটা স্টেটমেণ্ট করবেন। কিন্তু তা না হওয়ায় আমরা ওয়াকআউট করছি ৫ মিনিটের জন্য।

[At this stage the members of the R.S.P. Group staged a walk out.]

Shri Jyoti Basu:

আমরা এক বছরের অধিককাল বিনা বিচারে আটক হয়ে জেলে ছিলাম কিন্তু এখনও ২৫ জন যাঁরা এইভাবে বিনাবিচারে ডি. আই. আর.'এ আটক আছেন তাঁদের বিষয়ে উনি কি কিছু বলবেন কারণ আমরা ভেবেছিলাম যে অ্যাসেম্বলী সেসান হবার আগে তাঁরা ছাড়া পাবেন। এর একটা উত্তর তাঁর কাছ থেকে জানতে চাই।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখন আমি কিছু বলতে পারব না, বিবেচনা করে দেখছি।

Shri Jyoti Basu:

আমাদের বেলায় তো ১ বছর হয়ে গেল বিবেচনা করতে, এঁদের বেলায় কি তাই হবে? এটা যদি আইনসঙ্গত কিছু হোত তাহলে আমি হয়ত এত জোর দিয়ে বলতাম না। আমাদের বিনা বিচারে আটক সেটা আইনসঙ্গত নয়। এই ডি. আই. আর. সংবিধান বহির্ভূত তথাপি আমরা ১৩ মাস জেল খেটে বেরুলাম। কিন্তু এখনও ২৬জন তথাপি বন্দী আছেন। সেজন্য আমি জিজ্ঞাসা করছি আজকে কি ওঁর পক্ষে বলা সম্ভব নয় ১২।১৩ দিন ধরে একটা আলোচনা ওঁরা নিশ্চয় ক্যাবিনেটএ করেছেন। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি এখন ঠিক কিছু বলতে পারছি না।

Shri Anadi Das:

আমাদেরও কিছু বলার আছে।

Shri Jyoti Basu:

২।১ দিনের মধ্যে জানতে পারব কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা কতকগুলি বিষয়ে বিবেচনা করছি, সেকথা এখন প্রকাশ করতে পারব না। আমাদের বিবেচনা করা শেষ হয়ে গেলে আমি জানিয়ে দেব।

Shri Jyoti Basu:

এটা কবে শেষ হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যতশীঘ্র পারি আমরা বিবেচনা শেষ করব।

Shri Jyoti Basu:

এটাতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না, সুতরাং এর প্রতিবাদ করে ,আমাদেরও ওঁদের সঙ্গে বাহিরে যেতে হবে।

[At this stage the members of the C.P.I. block staged a walk out.]

Shri Anadi Das:

এই ডি. আই. আর-এর কি ভাবে অপপ্রয়োগ হয়েছে তার অনেকগুলি নিদর্শন আছে। কাজেই এটা অত্যন্ত জরুরী হয়ে আমাদের কাছে এসেছে। খাদ্য আন্দোলনে এখনও বহু লোক বিচারাধীন আছেন এবং এখানে কানাইবাবু এই রকমভাবে আণ্ডার ট্রায়াল ছিলেন। সুতরাং এই জিনিষটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে নেতা হিসাবে তাঁদের যে মর্যাদা সেটাও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। আমাদের ডিভিসান ৩ হিসাবে রাখা হয়েছিল, কোন জামীন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাকে মুখ্যমন্ত্রী উপলব্ধি করছেন না। এই উপলব্ধি না করার ফলে আজকে এই অ্যাডজোর্নমেণ্ট মোশন আমরা এনেছিলাম। সেই অ্যাডজোর্নমেণ্ট মোশন গৃহীত না হওয়ার জন্য আমার পূর্ববর্তী বন্ধুদের সঙ্গে আমরাও ওয়াক আউট করছি।

[At this stage the members of the R.C.P.I. staged a walk out.]

Shri Hemanta Kumar Basu:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, শম্ভু ঘোষ মহাশয় যে এডজোর্নমেণ্ট মোশান এনেছেন বেরুবাড়ীর ব্যাপারে, আমরা তাতে, আমাদের প্রতিবাদই করছি। কারণ এ ব্যাপারে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এবং এডজোর্নমেণ্ট মোশান এখানে না হ'তে দেওয়ায়ও প্রতিবাদ জানাই। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি যে, বেরুবাড়ীর ব্যাপারে যাদের ডি. আই. রুলে গ্রেপ্তার করা হল—ঐ ডি. আই. রুলের অপব্যবহার করে যেটা এর আগেও বলেছিলাম। আমরা ইমারজেন্সিকে সাপোর্ট করেছিলাম, কিন্তু আমরা দেখছি যে এর অপব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা নিশ্চয়ই অন্যায় এবং সমর্থনযোগ্য নয়। খাদ্যের ব্যাপারে কুচবিহারের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের এখনও ছাড়া হয় নি। আমাদের স্বর্ণশিল্পীদেরও অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি বলেছিলাম বেরুবাড়ীর ব্যাপারে যাদের ধরা হয়েছে তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক কারণ হাইকোর্ট থেকেও জরীপের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখছি এ ব্যাপারে কিছুই হচ্ছে না। এটা অত্যাধিক অন্যায় বলে মনে করি এবং এর প্রতিবাদে আমরা কিছুক্ষণের জন্য এ্যাসেম্বলী ছেড়ে যাচ্ছি।

[The members of the Forward Block Party then staged a walk out.]

Shri Kashi Kanta Maitra:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই। আমরা এ বিধান সভায় দেশের জরুরী অবস্থা সমর্থন করেছিলাম দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে। কিন্তু সরকার যে ভাবে দেশের স্বার্থ নিয়ে ছেলেখেলা করছেন তা বলে শেষ করা যায় না। একদল চেয়েছিল দেশের মাটিকে বিকিয়ে দিতে এবং তাদের জন্য এই ইমারজেন্সি ইত্যাদি হয়েছিল। কিন্তু আর একদল যারা বেরুবাড়ীর ব্যাপারে ভারতবর্ষের মাটিকে আঁকড়ে রাখিবার জন্য আন্দোলন করছে ঐ পাকিস্তানকে না দেবার জন্য, যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেছে তাদের আজকে অন্যায় ভাবে কারাগারের অন্তরালে রেখে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখছি মাননীয় বিধান সভার সদস্য শ্রীঅমর রায় প্রধানকে ডি. আই. রুলে আটক রাখা হয়েছে। আমরা আরও জানি স্বর্ণশিল্পীরা যে আন্দোলন করেছিল সেই আন্দোলনের জন্য বহু কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে রয়েছেন। আমাদের মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারেই সরকার যেন একটা অদ্ভুত ব্যাপারের সৃষ্টি করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ও আমাদের শ্রদ্ধাভাজন মাননীয় ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্য শ্রীহেমন্ত বসু মহাশয় যে বক্তব্য রেখেছেন তার সঙ্গে একমত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা কিছুক্ষণের জন্য এই সভা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।

[The members of the P.S.P. Party then staged a walk out.]

Shri Girish Mahato:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের পুরুলিয়া জেলার খাদ্য আন্দোলনের ব্যাপারে আমাদের মাতৃস্থানীয়া নেত্রী শ্রীমতি লাবণ্যপ্রভা ঘোষের উপর যে ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং অনেককে যে ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা সভা ত্যাগ করছি।

[The members of the Lok Sevak Party then staged a walk out.]

Shri Bijoy Kumar Banerjee:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের অনেক বন্ধুরা চলে গেলেন। বিনা বিচারে যাদের আটক রেখেছেন তার বিরুদ্ধে আগেও প্রতিবাদ করেছি, এবং আজও করছি আপনারা কিছু লোককে ছেড়ে দিচ্ছেন আবার কিছু লোককে ছাড়ছেন না। তাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তাদের বিরুদ্ধে খুব বেশী কিছু অভিযোগ নেই। কারণ যাদের আটকে ছিলেন তাদের তাহলে ছেড়ে দিতেন না। সুতরাং আমি বুঝতে পাচ্ছি না আজও কেন সব লোককে আটকে রাখা হয়েছে। আমি নির্দলীয় সদস্য। আমার সঙ্গে সবাইয়ের এক মত নাও হতে পারে, তবে যারা মেনে নেবেন তাঁদের সঙ্গে একমত হয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।

[Shri Bijoy Kumar Banerjee, Shri Birendra Narayan Ray and Shri Mono Ranjan Baksi then staged a walk out.]

[1-20—1-45 p.m.]

LAYING OF ORDINANCES

The Murshidabad Estate Trust, (Amendment) Ordinance, 1963

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to lay before the Assembly the Murshidabad Estate (Trust) (Amendment) Ordinance, 1963 (West Bengal Ordinance No. III of 1963), under Article 213 (2) (a) of the Constitution of India.

The Police (West Bengal Amendment) Ordinance, 1963

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, I beg to lay before the Assembly the Police (West Bengal Amendment) Ordinance, 1963 (West Bengal Ordinance No. IV of 1963), under Article 213 (2) (a) of the Constitution of India.

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Ordinance, 1963

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: Sir, I beg to lay before the Assembly the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Ordinance, 1963 (West Bengal Ordinance No. V of 1963), under Article 213(2) (a) of the Constitution of India.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Ordinance, 1963

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: Sir, I beg to lay before the Assembly the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Ordinance, 1963 (West Bengal Ordinance No. VI of 1963), under Article 213(2) (a) of the Constitution of India.

The West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Ordinance, 1963

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I beg to lay before the Assembly the West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Ordinance, 1963 (West Bengal Ordinance No. VII of 1963), under Article 213(2) (a) of the Constitution of India.

LAYING OF REPORTS, RULES, ETC.

Amendments to the West Bengal Premises Tenancy Rules, 1956

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: Sir, I beg to lay before the Assembly amendments to the West Bengal Premises Tenancy Rules, 1956.

The Defence of India (West Bengal Requisitioning and Acquisition of Immovable Property) Rules, 1963

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: Sir, I beg to place on the Table of the Assembly the Defence of India (West Bengal Requisitioning and Acquisition of Immovable Property) Rules, 1963.

Report of the Joint Committee on the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1963

The Hon'ble Jagannath Kolay: Sir, I beg to present before the Assembly the Report of the Joint Committee of the Houses on the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1963.

Report of the Joint Committee on the West Bengal Gramdan Bill, 1963

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: Sir, I beg to present before the Assembly the Report of the Joint Committee of the Houses on the West Bengal Gramdan Bill, 1963.

First Report of the Committee on Estimates

Shri Baidyanath Banerjee: Sir, I beg to present before the Assembly the First Report of the Committee on Estimates.

Motion for extension of time for presentation of Report of the Joint Committee on the West Bengal Mining Settlements (Health and Welfare) Bill, 1962

Shri Baidyanath Banerjee: Sir, I beg to move that the time for presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the West Bengal Mining Settlements (Health and Welfare) Bill, 1962, be extended till the 31st March, 1964.

The motion was adopted.

Motion for extension of time for presentation of Report of the Committee of Privileges

Mr. Deputy Speaker (Shri Ashutosh Mallick): I beg to move that the time for presentation of the Report of the Committee of Privileges in the matter of privilege referred to the Committee, arising out of the complaint of Shri Kamal Kanti Guha against the first editorial article of the Jugantar, dated the 4th August, 1963, be extended till the end of the first week of the next session of the Assembly.

The Motion was adopted.

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes]

[After adjournment]

[1-45—1-55 p.m.]

Statement on food situation

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পশ্চিমবাংলায় প্রায় সমস্ত খাদ্যদ্রব্য যে ঘাটতি এ কথা কারো অবিদিত নয়। আমরা বাঙ্গালী বলে চালের উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করি অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করি না কিন্তু বর্তমানে মাছের জন্য এবং সরিষার তেলের জন্য ডালের জন্য লোকের মনে মূল্য বৃদ্ধির হেতু নানা রকম প্রশ্ন জেগেছে। যদিও সরিষার তেলেব দাম যা না হলে বাঙ্গালীর চলে না তার দাম গত বছরের তুলনায় এবারে মোটেই বাড়েনি তবুও মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আপনি জানেন যে সরিষার তেলের মূল্য নিয়ে অনেক রকম প্রশ্ন উঠেছে। যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য না হলে আমাদের চলে না তার অধিকাংশ বাহিরে থেকে অর্থাৎ অন্যান্য প্রদেশ থেকে আমাদের আনতে হয়, যেমন আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে সরিষার তেল আমাদের পশ্চিমবাংলায় খুব বেশী উৎপন্ন হয় না। যেটুকু সরিষা উৎপন্ন হয় তা থেকে আমরা পূর্বে পেতাম ২ লক্ষ ৩২ হাজার মণ তেল মাত্র এবং আমরা বাহির থেকে কিছু সরিষা আমদানী করে আমাদের পশ্চিমবাংলা তেল কলগুলিতে যা তেল তৈরী করতাম তার পরিমাণ ছিল ১০

লক্ষ মণের কিছু বেশী আর উত্তর প্রদেশের মিলগুলি থেকে আমরা ২ লক্ষ মণ তেল আমদানী করতাম ১৯৪৭।৪৮ সালে। মোট তেল আমরা পেতাম এর দরুণ ১৪ লক্ষ মণ কিন্তু বর্তমানে ৬২।৬৩ সালে সেই জায়গায় আমরা ৩১ লক্ষ মণ তেল পাচ্ছি—৩ লক্ষ ৩৫ হাজার মণ আমাদের পশ্চিমবংগের উৎপন্ন সরিষার থেকে ১৪ লক্ষ ৫৩ হাজার মণ আমাদের পশ্চিম বাংলা বাহিরে থেকে এনে সরিষার থেকে তেল নিস্কাষণ করে এবং যেখানে আমরা ২ লক্ষ মণ তেল আমদানী করতাম উত্তর প্রদেশ থেকে তার পরিবর্তে এখন আমদানী করছি ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার মণ অর্থাৎ ১৯৪৪।৪৫ সালে ১৪ লক্ষ মণ সরিষার তেল আমরা ব্যবহার করতাম এখন সেই জায়গায় ৩১ লক্ষ মণ সরিষার তেল আমরা ব্যবহার করছি।

Shri Nikhil Das:
স্যার, চিফ মিনিস্টার যে স্টেটমেণ্ট করছেন সেটার কি লিখিত কপি আমরা পাবো ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমি এখানে যে মৌখিক বিবৃতি দেব সেগুলি মাননীয় সদস্যরা সকলে কালকে পেয়ে যাবেন কেন না আমাদের বিতর্ক আরম্ভ হবে ২রা এবং ৩রা জানুয়ারী। ডাল এবং ছোলা সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা সেরূপ। আমরা আমাদের পশ্চিম বাংলায় আগে সর্ব প্রকার ডাল তৈরী করতাম, মসুরির ডাল, মুগের ডাল ইত্যাদি ছোলা বাদ দিয়ে এবং অন্যান্য কলাই তৈরী করতাম ৬৪ লক্ষ মণ আর বাহির থেকে আমদানী করতাম ডাল ২০ লক্ষ মণ। এখন সেই জায়গায় তৈরী করছি পশ্চিম বাংলায় ৭১ লক্ষ মণ ডাল আর বাহিরের থেকে অন্য প্রদেশ থেকে আমদানী করার ৪৪ লক্ষ মণ ডাল আর ছোলা। আর ছোলা আমাদের পশ্চিম বাংলায় হোত মাত্র ১৫ লক্ষ মণ এবং বাহিরের থেকে আনতাম ২৩ লক্ষ মণ। আমাদের এখন ডাল এবং ছোলা মিলিয়ে আমরা খাচ্ছি প্রায় ১৩৮ লক্ষ মণ যেখানে আগে খেতাম ৪৭।৪৮ সালে ৯৯ লক্ষ মণ।

গুড়ের বেলায়ও তাই। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩৮ লক্ষ মণ গুড় আমরা খেতাম পশ্চিমবাংলায় আর এখন খাচ্ছি ৬৪ লক্ষ মণ এর মধ্যে বাইরের থেকে আগে আনতাম ১২ লক্ষ মণ। আর এখন আনছি ২৫ লক্ষ মণ। আর বাকীটা আমাদের পশ্চিমবাংলা আমরা তৈরী করে নিচ্ছি।

তারপর চিনি—আগে ১৯৪৭-৪৮ সালে আমরা পশ্চিমবাংলায় চিনি ব্যবহার করতাম ২৪ লক্ষ মণ। ১৯৬২-৬৩ সালে ৯৩ লক্ষ মণ আমরা ব্যবহার করছি। আমাদের পশ্চিম বাংলায় খুবই সামান্য পরিমাণ চিনি আমরা উৎপাদন করে থাকি।

দুধ—আমাদের এখানে দুধ বাইরের থেকে আসে না। ১৯৪৭-৪৮ সালের যতটা হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখছি—তখন আমাদের দুধ হোত ১ কোটি ৬০ লক্ষ মণ। আর এখন হচ্ছে ২ কোটি ১২ লক্ষ মণ।

আমাদের পশ্চিমবাংলায় মাছের উৎপাদন যা আমরা আগে ভাবতাম বোধ হয় বেশী কিছু বাড়ে নি। কিন্তু সমগ্র পশ্চিমবাংলায় আগে ছ হোত ২১ লক্ষ মণ, এখন সেই জায়গায় হচ্ছে ৩২ লক্ষ মণ। এই কলকাতায় এবং হাওড়ায় আগে ৭ লক্ষ মণ মাছ আসতো বছরে। এখন সেই ৭ লক্ষের জায়গায় ২ লক্ষ মণ আসছে। আগে আসতো ১ লক্ষ মণ মাছ আমাদের গ্রাম থেকে এবং অন্যান্য স্টেট থেকে বা রাজ্য থেকে আসতো ২ লক্ষ মণের কিছু বেশী। আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসতো ৪ লক্ষ মণ। সেই জায়গায় আজকে এখন পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে আসছে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার মণ মাছ, এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে আসছে ২ লক্ষের জায়গায় ৭ লক্ষ মণ মাছ।

(শ্রীকানাই লাল ভট্টাচার্য—আগে বলতে কতদিন আগে বলছেন ?) অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সালে—আমাদের স্বাধীনতার আগের বছর।

—আর পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে আসছে এখন ১০ লক্ষ মণের উপর মাছ। আর সেখানে আগে আসতো মাত্র ৪ লক্ষ মণ মাছ, আমাদের পশ্চিমবাংলায় সমস্ত জিনিসের জন্য প্রায় বাইরের উপর নির্ভর করতে হয়। এবং এগুলির দর যখন বাড়ে তখন বাইরে কি দর আছে সেই দরের উপর তা নির্ভর করে। আমরা এটা দেখছি। অধিক সংখ্যক জিনিস—যেমন সরিষার তেল বা ডাল বা গুড় বা চিনি এসবের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে আমাদের হাতে কোন কর্ত্তৃত্ব নেই। এবং বাইরের দামের উপর এগুলির মূল্য উঠানামা নির্ভর করে। আগে বেশী পরিমাণ আসতো বাইরের থেকে। এটা আমাদের অত্যন্ত আনন্দের কথা যে এখন আলু উৎপাদন খুব বেড়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে ৭২ লক্ষ মণ আলু আমাদের এখানে উৎপন্ন হোত এখন সেখানে ২ কোটি মণ আলু আমরা উৎপন্ন করছি।

এবার চালের কথা আমি বলবো যেটা আমাদের বাঙ্গালীর পক্ষে খুব প্রয়োজন। চালে পশ্চিমবঙ্গ যে বরাবর ঘাটতি তা সকলে জানেন। আমাদের এখানে স্বাধীনতার পরে ১৯৫৪ সালে জুলাই মাস পর্যন্ত স্টাটুটরী রেশনিং ছিল সহরতলী এবং শিল্পাঞ্চলে। সেই সময় আমরা দেখছি যদিও কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলে অল্প মূল্যে, নির্ধারিত মূল্যে রেশন কার্ড মারফৎ চাল বা গম আমরা দিতাম—কিন্তু সেই সময় গ্রামাঞ্চলে চালের দাম খুব বেশী হোত। আমি বেশী সময় নেবো না। এ সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলবো মাত্র। ১৯৫২ সালে কুচবিহারে জানুয়ারী মাসে ৪০ টাকা ছয় আনা চালের দর হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে ৩৮ টাকা ৭ আনা আর মে মাসে ৩৮ টাকা পাঁচ আনা। জুলাই মাসে ২৯ টাকা ২ আনা, সেপ্টেম্বর মাসে ৪৩ টাকা ১২ আনা অক্টোবর মাসে ৪১ টাকা ১১ আনা, আবার ১৯৫৮ সালে কুচবিহারে মে মাসে ২৮ টাকা চালের দাম উঠে গিয়েছিল। জুলাই মাসে ২৯ টাকা ৩৫ নয়া পয়সা সেপ্টেম্বর মাসে ২৯ টাকা ১৬ নয়া পয়সা, অক্টোবর মাসে ৩৪ টাকা ৫৫ নয়া পয়সা আর ১৯৬৩ সালের মে মাসে সেখানে হয়েছিল ২৯ টাকা ৮৬ নয়া পয়সা। জুলাই মাসে ৩১ টাকা ৭৩ নয়া পয়সা, সেপ্টেম্বর মাসে ৩২ টাকা ৮৫ নয়া পয়সা, অক্টোবর মাসে ৩৫ টাকা ৮৪ নয়া পয়সা। আর মালদহেতে ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে চালের দাম উঠেছিল ৩৪ টাকা ৬ আনা, ফেব্রুয়ারীতে ৩৩ টাকা ৭ আনা, মে মাসে ৩৫ টাকা। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে ৪০ টাকা ১০ আনা তার পর সেপ্টেম্বর থেকে কমে যেতে আরম্ভ করলো। ১৯৫৮ সালে মালদহে জুলাই মাসে দাম হয়েছিল ৩০ টাকা ৪৭ নয়া পয়সা, সেপ্টেম্বর মাসে ৩১ টাকা ৮৫ নয়া পয়সা দাম উঠে ছিল—তারপর থেকে কমতে আরম্ভ করলো। মালদহে ১৯৬৩ সালে ৩৪ টাকা ৩৪ নয়া পয়সা পর্যন্ত দাম উঠেছিল অক্টোবর মাসে।

[1-55—2-5 p.m.]

হাওড়া জেলায় ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে চালের দাম পল্লী অঞ্চলে—হাওড়া টাউন স্ট্যাটুটরী রেশনিংয়ের অধীন ছিল—উঠেছিল ৩৩ টাকা ৫ আনা। মে মাসে ৩৩ টাকা; জুলাই মাসে ৪০ টাকা ১০ আনা সেপ্টেম্বর মাসে ৩৩ টাকা ২ আনা অক্টোবর মাসে ৩২ টাকা নয় আনা। তার পর থেকে কমতে আরম্ভ করলো। আর ১৯৫২ সালে মুর্শিদাবাদে পর্যন্ত জুলাই মাসে ৩১ টাকা ১১ নয়া পয়সা দর উঠেছিল—তার পর কমতে আরম্ভ করলো। আর জলপাইগুড়িতে ১৯৫২ সালে ৩৩ টাকা ৬ আনা দর উঠেছিল মণ প্রতি। ১৯৫৮ সালে জলপাইগুড়িতে ৩৪ টাকা ৫ নয়াপয়সা দর উঠেছিল। এই বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যদি কেবলমাত্র এবং শিল্পাঞ্চলে হাওড়া সহর নিয়ে স্ট্যাটুটরী রেশনিং করি—যদি আমরা রেশনিং করতে রাজী হই তাহলে পরে গ্রামাঞ্চলে আমাদের সরবরাহের প্রশ্ন থেকে যায় মূল্য বৃদ্ধির প্রশ্ন থেকে যায়। আমাদের পশ্চিমবাংলায় অবশ্য লোকসংখ্যা ধীরে ধীরে খুবই বাড়ছে। এবং আমি কিছু সময় নিলেও ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত আমাদের পশ্চিমবাংলায় কত কি উৎপন্ন হয়েছে আমরা ভারত গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে কত পেয়েছি বা যখন থেকে উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবাংলা নিয়ে একটা চালের জোন হোয়েছে তখন থেকে কি পেয়েছি—কত গম পেয়েছি ভারত গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে —আমাদের মাথা পিছু এভেলেবিলিটি কত এগুলি গত কয়েক বছরের তা এখান উল্লেখ করতে চাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়। ১৯৪৭ সালে আমাদের পশ্চিমবাংলায় উৎপন্ন হয়েছিল চাল, আমন আউস

বোরো এবং কিছু পরিমাণ গম ইত্যাদি আর বার্লি সামান্য কিছু এই সমস্ত নিয়ে আমাদের উৎপন্ন হয়েছিল ৩৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টন। আমাদের চাল হচ্ছে ৩৫ লক্ষ ১৯ হাজার টন আর বাকীটা গম ইত্যাদি। এই যখন হল তখন ভারত গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে পেয়েছি মাত্র ৫৬ হাজার টন চাল—আর গম ভারত গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে পেয়েছিলাম ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টন—আর মাথা পিছু তখন লোকে প্রতি দিন পেয়েছিল চাল ১৪ পয়েণ্ট ৩৯ আউন্স (১৪.৩৯)। আর সমস্ত প্রকার চাল ডাল ইত্যাদি নিয়ে তণ্ডুল জাতীয় সিরিয়াল ১৫.৪০ আউন্স মাথা পিছু কনজিউম হয়েছিল। তার পরের বছর আমাদের উৎপাদন একটু কমে গেল—৩৫-এর জায়গায় চাল হোল সাড়ে ৩৪ লক্ষ টন। গম ইত্যাদি সব নিয়ে পশ্চিমবাংলায় ৩৫ লক্ষ ২১ হাজার টন তণ্ডুল জাতীয় সিরিয়াল আর বাইরের থেকে আমরা—ভারত গভর্নমেণ্টর কাছ থেকে পেলাম মাত্র ৮৯ হাজার টন—চাল আর গম আমরা ভারত গভনমেণ্টের কাছ থেকে পেয়েছিলাম ২ লক্ষ ৯ হাজার টন—আর মাথা পিছু সেই বছরে খেলাম ১৪.৬৮ আউন্স—তার পরের বছর ১৪.২০ আউন্স, তার পরের বছর ১৪.৬৯ আউন্স তার পরের বছর ১৪.৬৯ আউন্স তার পরের বছর ১৫.৫৮ আউন্স মাথা-পিছু প্রতি দিন। তার পরের বছর ১৫.৩৭ আউন্স তার পরের বছর ১৬. সামান্য আউন্স—তার পরের বছর এভেলেবিলিটির হয়তো সব খাইনি—১৯.১৪ ২৪ আউন্স—তার পরের বছর ১৩.৪৫ আউন্স তার পরের বছর ১৪.৮৮ আউন্স তার পরের বছর ১৫.৮৫ আউন্স তার পরের বছর ১৪.৯৮ আউন্স তার পরের বছর ১৫.২৩ আউন্স তার পরের বছর ১৫ সামান্য আউন্স তার পরের বছর ১৫.৮৮ আউন্স তার পরের বছর ১৪.৭৪ আউন্স। আর এ বছর, আমাদের অবশ্য এখনও শেষ হয়নি, তবে হিসাব করে দেখলাম ১৪.৩৫ আউন্স আমরা মাথা পিছু পাচ্ছি।

কিন্তু অবস্থা হচ্ছে গমের পরিমাণ আমাদের ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। ১৯৪৭ সালে যেখানে আমরা ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টন গম খেয়েছিলাম সেখানে গত বৎসর আমরা ৬ লক্ষ ১৫ হাজার টন গম খেয়েছিলাম এবং এই বৎসর ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত আমরা খেয়েছি ৯ লক্ষ ৫৬ হাজার টন গম। এই গম খেয়ে আমরা ঘাটতি অনেকটা পূরণ করেছি। এবারে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমাদের এখানে মাথাপিছু কত ক্যালোরির প্রয়োজন সেটা মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়ই জানেন। আমাদের যাঁরা পুষ্টি নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা বলেন যে আমাদের ২ হাজার ২৫০ ক্যালোরি প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষে অতটা আমরা পাই না। আমরা ভারতবর্ষে এ্যাভারেজ—এ পাই ১ হাজার ৯৮০ ক্যালোরি। আমি হিসেব করে দেখছিলাম আমাদের দেশে শুধু চাল খায়, একটু তেল খায়, একটু গুর, ডাল খায় তারা কত পায়। চাল এবং গম আমি ধরিনি বা ১৬।১৫ ধরিনি। আমি ১৪ আউন্সের বেশ ধরেছি এবং তাতে দেখা গেল আমাদের এখানে সামান্য চাল, ডাল ইত্যাদি নয়ে আমরা দৈনিক প্রায় ১ হাজার ৮০০ ক্যালোরি পাচ্ছি। এটা অবশ্য ঠিক যে এটা পর্যাপ্ত নয়। পুষ্টি সম্বন্ধে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁর বলেন এটা পেলে আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। তারপর, আমাদের এখানে যে লোকসংখ্যা বাড়ছে সেটা বলাই বাহুল্য। আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের এখানে পূর্ব বাংলা থেকে ৩২ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী এসেছে এবং বাংলার বাইরে থেকেও লোক এসেছে। ১৯৫১ সালের যে লোক গণনার হিসেব আছে তাতে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবাংলার বাইরে থেকে যার এখানে এসে বসবাস করছে এবং চাল খাচ্ছে তাদের সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৮ লক্ষ সেখানে ১৯৬১ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে ৫৫ লক্ষ। এই যে ৩৮ লক্ষের জায়গায় ৫৫ লক্ষ হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে প্রায় ১৭ লক্ষ লোক বেশী হয়েছে। স্যার, আজকে সকলেই চাল খেতে চায় এবং মনে করে চাল উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং চাল খেলে ভাল হবে। আমি হিসেব করে দেখছি আমাদের পশ্চিমবাংলায় যদি লোকসংখ্যা এত না বাড়ত তাহলে খাদ্য সমস্যা এত কঠিন হোত না। তারপর কথা হচ্ছে যে আমাদের চালের ফলন কমে গেছে এবং বার বার সেকথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমরা একথা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উত্থাপন করেছি যে পশ্চিমবাংলায় যখানে আড়াই লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হোত সেখানে এখন ১১ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হচ্ছে। এই জমিতে আমরা আউস ধান করতে পারি এবং কোন কোন জমিতে আমন ধানও করতে পারি। এই আড়াই লক্ষ একরের জায়গায় ১১ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ করে আমরা আমাদের দেশে যে ১০০টি পাটকল আছে তাতে পাট জোগান দিচ্ছি এবং এই পাটের জন্য ভারত সরকার

প্রায় ১৪০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন। একথা যেমন ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঠিক যে, এই ধান জমিতে পাট চাষ করবার জন্য আমাদের ধানের ফলন কমেছে। এছাড়া আমরা মেস্তাও চাষ করছি এবং ৩ লক্ষ একর জমিতে মেস্তা আছে। যে জমিতে আমরা মেস্তার চাষ করি সেই জমিতে ধান হবে বলে মনে হয় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি করলে পর আমাদের মত ঘাটতি প্রদেশে চালের দাম ঠিক রাখতে পারি। চালের দাম কত হবে সেটা নির্ধারণ করতে গেলে প্রথমেই আমাদের ভাবতে হবে উৎপাদকের কথা যে, কি মূল্য উৎপাদককে দিতে হবে। আমরা নিজেরা আলোচনা করেছি, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে এখনও আসিনি। সকলের মত নিয়ে আমরা [illegible] জানুয়ারী তারিখে পাকাপাকি একটা সিদ্ধান্ত করব যে ধানের দর বেঁধে দেওয়া যায় কি। এর কত বেঁধে দেওয়া যেতে পারে।

[. . 2-15 p.m.]

ধানের দাম বেঁধে দেওয়া যায় কিনা এবং কত দেওয়া যেতে পারে। চালের দাম বাঁধতে গেলে মিল কত দামে বিক্রী করবে, পাইকার কত দরে বিক্রী করবে এবং কলকাতা সহরাঞ্চলের বাইরে থেকে যেখান থেকে চাল আনতে হয় সেই আনার খরচ খরচা বাদ দিয়ে রিটেলারকে কত দরে চাল দেবে এবং রিটেলার কত দরে কনজুমারকে বিক্রী করবে এগুলি আমাদের আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। আমরা কতকগুলি আলোচনা করেছি, আমাদের পার্লামেন্টে আলোচনা হয়েছে, আমি বলেছি এই হাউসে উভয় পক্ষের [illegible] ধানের দর নির্ধারণ কি করা হবে না হবে কি রকম দর নির্ধারণ করা হবে ৩১শে জানুয়ারী [illegible] ঘোষণা করবো। আগে ঠিক ছিল একদিন খাদ্য বিতর্ক হবে, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি এক দিনের হবে না, ২৭ এবং ৩০শে জানুয়ারীও হবে। ৩১শে জানুয়ারী খাদ্যনীতি কি হবে সে বিষয়ে ঘোষণা করবো। একটা কথা বলে দেওয়া ভাল, এ বছর সময়মত বৃষ্টি সময়মত না হওয়ার দরুণ যদিও কোন কোন অঞ্চলে যেমন নদীয়া জেলার, মুর্শিদাবাদ জেলার, পশ্চিম দিনাজপুরের এক অংশে এবং হুগলী জেলার একটা অংশে এবং বাঁকুড়া জেলার তিনটি থানায় ফসল কম হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মোটামুটি সমগ্র পশ্চিম বাংলা ধানের ফসল ভাল হয়েছে. কতটা হয়েছে এখন ঠিক বলতে পারব না, কেন না আমাদের ঠিক পাকা হিসাবে পেতে বোধ হয় আরও দু তিন মাস দেরী হবে. কিন্তু মোটামুটি আমি যে হিসাব পেয়েছি আমাদের কৃষিবিভাগ থেকে তাতে দেখাচ্ছে আমাদের পশ্চিম বাংলা এই বছর ধানের ফলন গত বছরের তুলনায় অনেক বেশী হবে। শুধু তাই নয় উড়িষ্যাতেও এবার ধানের ফলন বেশী হবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন উড়িষ্যা থেকে—যবে থেকে উড়িষ্যা-পশ্চিমবাংলা একটা জোন হয়েছে, উড়িষ্যা থেকে ৩ লক্ষ টনের উপর ট্রেডের মাধ্যমে চাল কিনি- কিছু ধানও কিনি,--ধান চাল মিলিয়ে ৩ লক্ষ টনের উপর হবে তো কম হবে না। কিন্তু গত বছর উড়িষ্যার ধানের ফলন কম হয় কিন্তু আমাদের তুলনায় কম হয়নি, এবং ওখানে মূল্য বাড়তে থাকে এবং তাদের কোন কোন অঞ্চলে মূল্য ৩৫ টাকা পর্যন্ত মণ উঠে যায়। সেই সময় উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে তিনি আমাদের পশ্চিম বাংলাকে চাল দিতে পারবেন না। উড়িষ্যা থেকে আমরা মাত্র ১ লক্ষ ১৮ হাজার টনের মত চাল পেয়েছি। যেখানে ৩ লক্ষ টনের বেশী পাই, সে জায়গায় পেয়েছি ১ লক্ষ ১৮ হাজার টন। এ বছর উড়িষ্যার খুব ভাল ফসল হয়েছে। আমার সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী এবং সরবরাহমন্ত্রী মহাশয়ের আলোচনা হয়েছে, তাঁরা মনে করেন, ৪ লক্ষ টনের মত চাল আমাদের দিতে পারবেন। একটা কথা হয়েছে উড়িষ্যা সরকার নিজেরা তা সংগ্রহ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে দেবেন বিতরণের জন্য। আমি যখন একথা শুনলাম তখন খুব আনন্দিত হলাম, উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠিও লিখেছি আপনারা যদি সংগ্রহ করেন, যতটা সংগ্রহ করেন আমরা সবটাই নিতে প্রস্তুত আছি এবং আমাদের সরকার দোকান থেকে ফেয়ার প্রাইস শপ থেকে সেই চাল আমরা বিক্রী করতে আমরা প্রস্তুত আছি কিন্তু উড়িষ্যা সরকার এখন ঠিক করেছেন তাঁরা

কোন রকম প্রকিওরমেণ্ট করবেন না, অনেক কারণ আছে এবং তারা বলেছেন ট্রেডের মাধ্যমেই চাল আসবে। তাঁরা মনে করেন এবং আমরাও মনে করি এ বছর ৪ লক্ষ টন-এর মত উড়িষ্যা থেকে চাল আমরা পাব। গত বছর কিছু পরিমাণ চাল আমরা নেপাল থেকে পেয়েছি আমরা আশা করছি এবারেও নেপাল থেকে ৪০ হাজার টনের মত চাল পাব। গত বছর ইতিমধ্যে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত ৯ লক্ষ টনের মত গম আমরা খেয়েছি।

অবশ্য চাল যদি বেশী হয় তাহলে গম হত। আমাদের দেশে লোক এত খাবে না তাহলে ৭ লক্ষ টন যে খাবে সে বিষয় সন্দেহ নাই। কেন না আমি পূর্বেই বলেছি ১৯৪৭ সালে সেখানে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টন গম খেয়েছিল এ বছরে সেখানে আমার প্রায় ১০ লক্ষ টন গম খেতে চলেছি। কাজেই ১৪।১৫ টাকায় গম পাওয়া যায় এবং গম খাওয়ার অভ্যাসও হয়েছে। তবে ১০ লক্ষ টন গম আমরা খাব না কেন না বোধ হয় এবার ধানের ফলন ভালোই হয়েছে, তবুও আমরা মনে করছি যে ৭ লক্ষ টন গম আমরা খাবো ৭ লক্ষ টন গম এবং উড়িষ্যা থেকে ৪ লক্ষ টন এবং নেপাল থেকে ৪০ হাজার টন চাল পাই তাহলে ১১ লক্ষ ৪০ হাজার টন আমাদের হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এ বছরে ৯৬ হাজার টন চাল দিয়েছেন, আগামী বছরে তাঁরা ১ লক্ষ টন দেবেন বলে আশা করছি। অর্থাৎ তাহলে এই সব মিলিয়ে উড়িষ্যা নেপাল, কেন্দ্রীয় সরকারের চাল এবং ৭ লক্ষ টন গম মিলিয়ে ১২ লক্ষ ৪০ হাজার টন আপাততঃ আমাদের এই রকম হবে। পশ্চিম বাংলা আমরা মনে করছি আমনের ফলন ৪৮ লক্ষ টন হবে এবং আউস ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টন হয়েছে—তাহলে দুটো মিলিয়ে যে ৫২ লক্ষ ৮৫ হাজার: এবং সামান্য পরিমাণে কিছু বোরো হয়েছে অর্থাৎ প্রায় ৫৩ লক্ষ টন চাল। এই ৫৩ লক্ষ টন চাল, উড়িষ্যার ৪ লক্ষ টন, নেপাল ৪০ হাজার টন, আর এ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১ লক্ষ টন চাল এবং তার উপর ৭ লক্ষ টন গম এর উপর আমাদের নির্ভর করে আমাদের খাদ্য বাজেট তৈরী করতে হবে এবং এগুলি আমাদের চিন্তা করে দর নির্ধারণ করতে হবে। এ দর নির্ধারণ সম্পর্কে আর একটা কথা বলা উচিত। উড়িষ্যা থেকে যে দরে আসে তার উপর তাদের যাতায়াতের খরচা বাদ দিয়ে কিছু লাভ তাদের দিতে হবে—তা না দিলে কেন তারা আমাদের চাল পাঠাবে। অতএব সেই হিসাবে আমাদের দর ঠিক করতে হবে। উড়িষ্যা থেকে ফলো ঠিক ঠিক ভাবে যাতে হয় সেটা দেখতে হবে নেপাল থেকে ৪০ হাজার টন পাবো এবং উড়িষ্যা থেকে ৪ লক্ষ টন আশা করছি, পাবো কারণ এবার তাদের ফসল ভালো হয়েছে। এ সমস্ত হিসাবগুলি মনে রেখে আমাদের খাদ্য সম্বন্ধে তবা জানুয়ারী যে বিতর্ক হবে তখন আমাদের সব ঠিক করতে হবে।

(শ্রীকানাই লাল ভট্টাচার্য্য:—আমাদের প্রভিন্সের প্রয়োজন কত?)

সে নিয়ে অনেক তর্ক আছে। আপনারা শুনলেন ১৪।। আঃ, ১৭ আঃ খেয়েছে। কাজেই কত দরকার সেটা বলে তিক্ততার সৃষ্টি করবো না। গত ১৬ বছর হিসাব দিয়ে বললাম যে ১৪।। আঃ কম চাল এবং গম কোন বারেই খায়নি। এই জিনিষটা ১৭ আঃ কাছাকাছি উঠেছে। কাজেই আমরা নিশ্চয়ই যতটা খাবো তার উপর সব নির্ভর করবে। (শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র:—আপনারা ফেয়ার প্রাইস সপে দিচ্ছেন ১ কে. জি, চাল এবং গম। এই পরিমাণে হিসাব করে কি দেখেছেন যে সেটা ১৩.৬ আঃ না ১৪ আঃ বেশী?) মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় জানেন যে আমাদের স্টাটুটরী রেশনিং চালু নেই, আমরা এটাকে মডিফেয়েড রেশনিং বলি। অথাৎ খোলা বাজারেও চাল পাওয়া যায় তবে গ্রামাঞ্চলে যাদের অবস্থা খারাপ আমরা তাদের চাল দিই, অন্য লোককে চাল দিই না এবং গম আমরা সকলকে দিই। গ্রামকে ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—ক, খ, গ। ক-কে চাল দিতাম এবং খ ও গ কে দিতাম না। তবে গম আমরা দিতাম। কাজেই আমরা ১ কিলো চাল ও ১ কিলো গম দিই। অবশ্য ২।৩ কিলো তারা নিতে পারেন—কোন বাধা ছিলনা এবং খোলা বাজারেও সেটা পাওয়া যায় তা নিতে কোন বাঁধা নেই। কাজেই গম যে পরিমাণ প্রয়োজন তত পরিমাণ পেতে পারেন কোন আপত্তি নেই কেবল মাত্র একটা হিসাব ছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফেয়ার প্রাইস সপ থেকে এক কিলো চাল নিতে গেলে এক কিলো গম নিতে হবে।

2-15—2-25 p.m.]

কবল এই মাত্র বাধা, ২ কিলোগ্রাম পর নিতে পরেন, ৩ কিলোগ্রামও নিতে পারেন। গজে কাজেই আমরা যেটা দিই তার উপরই নির্ভর করছে, কাজেই ১৪ আউন্স বা ১৫ াউন্সের হিসাব ধরে হবে না লোকে খোলা বাজার থেকে কিনতে যেত না আমি যা তোম তা যদি পর্যাপ্ত হ'ত আমি যা দিই তা যদি স্টেটুটারী হত—খোলা বাজার যদি দ্ধ করে দেওয়া হত, তাহলে এসব হিসাব এর কথা উঠতো না। অবশ্য মাননীয় দস্যগণ যদি বলেন—না আমাদের বিবেচনা করে দেখা উচিত যে খোলা বাজারে কেবারে বন্ধ করে দেওয়া হবে স্টেটুটারী রেশনিং চালু করা হবে এবং সরকারকে প্রকিওরমেণ্ট করতে হবে, এবং কলিকাতা বা শিল্পাঞ্চলে কোন রকম কেউ চাল বিক্রি করতে পারবে না খোলা বাজারেতে তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। কাজে কাজেই আমরা যেটা দিই সেটা যাদের ক্রয় শক্তি কম তাদের কিছু সাহায্য করবার জন্য। খোলা বাজার যখন আমরা এখনও বন্ধ করিনি, তখন খোলা বাজারে সকলেই কিনতে পারেন। এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক পরিবারই যে, ১৪, ১৬ কি ১৭ আঃ খাচ্ছেন তা আমি জানি না আমি এইটুকু জানি আমাদের দেশে যারা উৎপাদক বর্ধমান জেলার বা আমাদের হুগলী জেলার গোঘাট থানার বা আমাদের বাঁকুড়া জেলার যারা চাল উৎপন্ন করেন মাননীয় সদস্যদের যাঁদের গ্রামের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তারা এ বিষয় আমার সংগে একমত হবেন যে, কৃষক পরিবার গড়ে ১৮ আঃ করে ডেলি খায়। অবশ্য চাল মানে ভাত, মুড়ি ইত্যাদি মিলিয়ে তারা ১৮ আঃ খায়। আমি এমন পরিবারের কথা জানি যারা গড়ে দৈনিক মাথা পিছু ২০ আঃ করে খায়। কাজে কাজেই আমরা কত খাবো সেটা নির্ভর করছে আমাদের পাওয়ার উপর এবং তার মূল্যের উপর। কেন না যত অংশা কম পাবো বাজারে ততই আমাদের মূল্য বৃদ্ধি হবে। সেই জন্য একটু আগেই বলেছি যে আমাদের ভাবতে হবে যে আমরা স্টেটুটারী রেশনিং করতে পারবো কিনা এবং এটা আমাদের ভীষণ ভাবতে হবে। স্টেটুটারী রেশনিং যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশেষ করে যে সময় বাংলা দেশে ভীষণ দুরভিক্ষ হয়েছিল—যাতে কেও বলেন ১৫ লক্ষ আবার কেউ বলেন ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছেন, সেই দুরভিক্ষের পর আমাদের এখানে রেশানিং চালু হয়েছিল কলকাতা সহরে, হাওড়া সহরে এবং শিল্পাঞ্চল গুলিতে। মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়ই জানেন সে সময় কলকাতার বাইরে থেকে ২৪-পরগণা বা মেদিনীপুর থেকে মাথায় করে মেয়েরা চাল নিয়ে আসতো। আমরা হিসাব করে ছিলাম যে প্রত্যহ অন্তত: ১০, ১২ হাজার লোক, ৫ সের বা ৭ সের বা ১০ সের৷ করে চাল নিয়ে আসতো। এবং সেই চাল আমাদের দেশের লোকেরা ৪০, ৫০, বা ৬০ টাকা মণ দরে সেই চাল কিনে খেতো, অবশ্য সেটা চোরাবাজার থেকে। এবং মহিলারাই সেই কাজ করতেন। আমরা যখন বিনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করি এবং পরে যখন বার বার বলি খুব ভেবে চিন্তে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তখন এসব কথাগুলি আমরা স্মরণ রাখা উচিত যে, এরূপ যদি করি এবং সংযত যদি না হই চাউল খাবার অভ্যাস যদি পরিত্যাগ করতে না পারি তাহলে পর বাইরে থেকে চাল আসবে এবং ঐরূপ উচ্চ মূল্যে ৪০-৫০ টাকা দরে চাল বিক্রি হবে। আমি এটাই বলছিলাম কি সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করবো সেটা ঠিক করবার পূর্বে এই সমস্ত বিষয়গুলি যদি আলোচনা করি তাহলে ভাল হয়। আমি বেশী কথা বলতে চাই না, মাননীয় সদস্যদের কাছে যেটুকু বলেছি, আমার মনে হয় কালকে মাননীয় সদস্যরা সেটা পাবেন। এবং ২রা জানুয়ারী বা ৩রা জানুয়ারী আপনাদের সকলের কথা শুনে আমরা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো সেটা ঠিক করবো।

Shri Nikhil Das:

উনি পলিসির কথা কিছু বললেন না। খাদ্য নীতি সম্বন্ধে এই যে ফুড পলিসি এ সম্বন্ধে যে স্টেটমেণ্ট দিলেন কিন্তু এটাতেতো ফুড সিচুয়েসেন সম্বন্ধে কোন পলিসি দিলেন না যার উপর এই ডিবেট হবে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে আমরা নীতি গ্রহণ করবো।

Shri Nikhil Das:

গভর্নমেন্টের ফুড পলিসির উপর ডিবেট হবে প্রথম এই প্রস্তাব ছিলো। কিন্তু উনি যে ফুড পলিসি ঘোষণা করলেন তাতে কতকগুলি স্ট্যাটিসটিক্স এর কথা বললেন। চালের দাম কত পড়বে এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম কি হবে সে সম্বন্ধে কিছু বললেন না।

এবং সেটা বললেন যে ৩ তারিখে দেবেন। তাহলে কিসের উপর দাঁড়িয়ে আমরা ডিবেট করব? গভর্নমেন্টের পলিসি যদি আমরা না বুঝি তাহলে, কার উপরে দাঁড়িয়ে আমরা ডিবেট করব?

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ওঁরা প্রথমে বলেছিলেন যে আজকেই ফুড ডিবেট হবে এবং আজকে যে ফুড ডিবেট হবে না সেটা জগন্নাথ বাবু গত কাল আমাদের ইনফর্ম করেছেন। অন্য দিকে আমরা দেখছি যে গভর্নমেন্ট তাঁর নীতি সম্বন্ধে এখনও স্থির করতে পারেন নি। তাহলে ডিবেট কিসের উপর হবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না।

Mr. Deputy Speaker:

ওর স্টেটমেন্টের উপর হবে?

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

এই ষ্টেটমেন্টের উপর ডিবেট হয়?

Shri Kamal Kanti Guha:

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, কত গুড় আসছে, কত তেল খাই তার উপর ডিবেট নয়। সরকারকে একটা সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণ করতে হবে যে কিভাবে চাল কিনবে কিভাবে তাঁরা চলবেন তার উপর ডিবেট হবে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

উভয় পক্ষের মাননীয় সদস্যদের মন্তব্য, বক্তৃতা শুনে ৩রা জানুয়ারী তারিখে আমি যখন বলব তখন আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব।

Shri Kamal Kanti Guha:

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, উনি যদি সেদিন সকলের শেষে বলে চলে যান তাহলে আমাদের বলবার কোন স্কোপ থাকবে না। তাহলে ফুড ডিবেট করে কি লাভ হবে? আপনি নিজেই বলুন উনি বলেছেন যে আমাদের বক্তব্য শোনার পর একটা নীতি নির্ধারণ করবেন। সেই নীতি যদি আমাদের পছন্দ না হয় বা আমাদের যদি কিছু বলার থাকে তাহলে সেই বলার স্কোপ কোথায় পাব?

Mr. Deputy Speaker:

আপনাদের মন্তব্য আপনারা বলুন না?

Shri Kamal Kanti Guha:

আপনি সরকার পক্ষের কথাটা বিচার করে দেখুন, তারপর আমাদের বক্তব্য শুনুন। আমরা ফুড ডিবেট করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। বাংলা দেশের মানুষ ফুড ডিবেটে কি নীতি নির্ধারিত হবে সেটা জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব। পেপার সে সম্বন্ধে সারা বাংলাদেশকে সচেতন করে দিয়েছে। সারা দেশের লোক আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে যে আমরা আগামী বছরের জন্য কি নীতি নিয়ে চলব। আমরা বলে যাব তারপর উনি হয়ত বলে বসবেন আমি কিছু করতে পারলাম না বা উনি যেটা করবেন সেটা সদস্যদের মনঃপূত নাও হতে পারে। কাজেই নীতি সম্বন্ধে ওঁনার যা বক্তব্য সেটা আমাদের কাছে রাখুন এবং আগামী-কাল লিখিত যে বক্তব্য এখানে পেশ করা হবে তার সঙ্গে তিনি যদি তাঁর বক্তব্য রাখেন তাহলে আমাদের পক্ষে ফুড ডিবেট করা সুবিধা হবে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে তাঁদের মন্তব্য শুনে কি নীতি গ্রহণ করা হবে তা ঠিক করব এবং আগে যদি কি নীতি গ্রহণ করা হবে সেটা আমাদের ক্যাবিনেটের ডিসিসান নিয়ে বলে দিই তাহলে ডিবেটই হবে, নীতির পরিবর্তন হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্যদের কথা শুনে আমরা মনে মনে যে নীতি ঠিক করেছি সেটা পরিবর্তনও করতে পারি। কাজে কাজেই আমি আগে কিছু না বলে কি অবস্থা আছে, মাননীয় সদস্যরা কি বলবেন তা মনোযোগ সহকারে শুনে তারপর যেটা করা দরকার সেটা করব।

Shri Nikhil Das:

ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের কথা হল এই যে উনি যখন গভর্নমেণ্টের ফুড পলিসি এ্যানাউন্স করবেন তারপর আবার কি সেটা আলোচনা করার সময় আমরা পাব? উনি স্যার একটা কথা বললেন—গভর্নমেণ্ট যদি একটা পলিসি এ্যাসেম্বলীতে এ্যানাউন্স করেন তাহলে আমাদের কথা শুনে তা নাকি পরিবর্তন করা যায় না। এটা কি ডেমোক্রাসি? গভর্নমেণ্ট যদি একটা ভুল পলিসি নেন এবং আমরা যদি সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলি এবং তাতে যদি ওঁরা বুঝতে পারেন যে সেটা ভুল তাহলে কি তা পরিবর্তন করবেন না? তাহলে এটা কি ডেমোক্রাসি? এ্যাসেম্বলী থাকার অর্থ কি? গভর্নমেণ্ট যদি কোন একটা পলিসি নিয়ে থাকেন সেটা যদি ভুল হয় বা শুদ্ধ হয় তাহলে সেটা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব। তারপর তিনি পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু পরিবর্তন করতে পারবেন না এটা কোথা থেকে বুঝলেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

গভর্নমেণ্ট যদি ক্যাবিনেটের ডিসিসান নিয়ে একটা ফুড পলিসি এখানে ঘোষণা করে দিতেন তাহলে খুব কম স্কোপ থাকত সেটা পরিবর্তন করবার। আমরা সেজন্য ১৪ দিন ধরে আলোচনা করছি, আজকেও এক ঘণ্টা আলোচনা করেছি। আমরা ঠিক করেছি যে উভয় পক্ষের মতামত শুনে যে এই আমাদের অবস্থা, এই অবস্থার উপর নির্ভর করে আগামী বছরে আমাদের কি খাদ্য নীতি হবে সে সম্বন্ধে সকলের কাছে উপদেশ চাইছি এবং সেই উপদেশ অনুসারে খাদ্য নীতি নির্ধারণ করব।

[2-25—2-35p.m.]

Shri Jyoti Basu:

আমি বলছি উনি যা বললেন ভালো কথা, এইরকম কথা অনেক দিন শুনিনি যে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদের সব কথা শুনে তারপরে ওঁরা একটা নীতি নির্ধারণ করবেন কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে এ নভেম্বর আমরা একটা চিঠি পেলাম—একটা চিঠি আমাদের ব্লক থেকে লেখা হয়েছিল ১৪ই নভেম্বর তার উত্তর ২৩ এ নভেম্বর পেলাম ডা: প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের কাছে লেখা। সেখানে বলা হচ্ছে যে কোন এসেম্বলী অধিবেশনের দরকার নেই এই সব বিষয় আলোচনা করবার জন্য। আমরা ফেব্রুয়ারী মাসে যখন মিলিত হব এই বলে চিঠির একটা উত্তর আমরা গভর্নমেণ্ট থেকে পেলাম। তাহলে তখন কোন নীতি ছিল না গভর্নমেণ্টের কারো সঙ্গে পরামর্শ করার। আপনি জানেন যে প্রত্যেকে চিঠি লিখেছিলেন এ বিষয়ে এসেম্বলী এবং কাউন্সিল দুটো ডাকবার জন্য কিন্তু ওঁরা তখন বলেছিলেন আমরা ডাকবো না, এই লেখা আছে যে ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা ডাকবো। এখন ধান উঠতে আরম্ভ করেছে অথচ এখনও কোন নীতি নির্ধারিত হলো না। এটা একটু আশ্চর্য লাগছে না কি যে সরকারের কোন পলিসি ছিল না তবে দয়া করে ওঁরা বললেন, শ্রীকোনে বললেন যে আপনারা যখন বলেছেন আমি ওঁকে বলেছি উনি বলেছেন ডেকে দাও। কাজেই একটা ডেকে দিলেন আমাদের আনলেন। সেজন্য মনে হচ্ছে এটার গুরুত্ব নেই সত্যি। আমি এটা বলছি না যে কেবিনেট যা বললেন আমরা যাই বলি ওঁরা এই কান দিয়ে শুনবেন ও ওকান দিয়ে বের করে দেবেন এবং যা নীতি

ছিল তাই হবে, আমাদের কথার কোন মূল্য দেবেন না ওঁরা এটাও ঠিক নয়। কিন্তু এটা নিশ্চয় হওয়া দরকার সরকার যখন আছেন তখন ওঁরা একটা কিছু বলবেন যে আমরা এ রকম চিন্তা করছি এই ভাবে আমরা চলব ভাবছি। তা না বলে উনি খালি কতগুলি স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে গেলেন কতকগুলি সমস্যা বলে গেলেন—এই রকম বক্তৃতা তো প্রফুল্লবাবু দশ বছর ধরে দিয়ে যাচ্ছেন। আমি পুরোনো প্রসিডিংস ১০ থেকে পড়ে দেবো দেখবেন এসব নানা রকম স্ট্যাটিসটিক্স আছে ক্যালোরি ট্যোলেরি এ সমস্ত আছে কিন্তু যেটা সবাই জানতে চায় সেটা বলছেন না। আমি এটা বলছি না যে এটা ফাইন্যাল তাহলেও খারাপ হতো। এটা ঠিক সেটা আমি এ্যাপ্রিসিয়েট করি। ওঁরা যদি বলতেন কেবিনেটে আলোচনা করে এই জিনিষটা আমরা ঠিক করেছি এবং তারপরে যদি বলতেন যদি প্রয়োজন মনে হয় আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আলোচনা করে আমরা এটুকু বদলাব এটুকু বদলাতে পারবো না তাহলে সব থেকে ভালো হত কিন্তু সেটা যখন করলেন না তখন মনে হচ্ছে কোথাও একটা কিছু ফাঁকি আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। কত লক্ষ টন ফলন হবে কি দাঁড়াবে সেটা পরের কথা, মানুষ তা নিয়ে ব্যস্ত নয় কিন্তু আমরা কি আলেচনা করব কোন স্ট্যাটিসটিক্সটা ঠিক কোনটি বেঠিক সেটা তো পরের বছর দেখব হলো কিনা।

সেজন্য আমার কথা হচ্ছে কোন একটা নীতি গ্রহণ করেছেন কিনা? ওঁদের প্ল্যানিং কমিসনে আলোচনা হয়েছে, এবার এই সমস্ত লুট পাটের পর প্রেসিডেণ্ট পর্যন্ত রেফারেন্স করেছেন বাংলা দেশের বিষয়ে দোকান লুট হবার পর। তারপর আমরা দেখেছি যে এই নিয়ে এখনকার সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন সংবাদপত্রে যেটুকু দেখেছি। এত ঘটনা ঘটে গেল তা সত্ত্বেও ওঁরা একটি ইণ্ডিকেশান দিতে পারলেন না যে আমরা এই রকমভাবে চিন্তা করছি এটাই আশ্চর্য কাজেই আমরা এর প্রতিবাদ করছি এখনও সময় আছে, আজকে হয় তো উনি পারবেন না কিন্তু কালকে এসে উনি যদি এ বিষয় একটা ইণ্ডিকেশান দেন যে আমরা এরকম ভাবছি তাহলে পরে সব থেকে গণতান্ত্রিক হয়—সত্যি বুঝবো যে আমাদের কথা শুনলেন কোন নীতি নির্ধারণ করবার আগে। তা না হলে মনে হয় একটা ফাঁকি আছে কোথায়।

Shri Kashi Kanta Maitra:

আমি এ কথা বলতে চাচ্ছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি রেখেছেন তার উপর কোন আলোচনা চলে না সেটা ব্যাংগ করে বলতে গেলে আমার মনে জাগছিল যে আগে জিজ্ঞাসা করি তাহলে গণজিকা এবং অহিফেনের প্রডাকসানের স্ট্যাটিসটিক্স দেখে বলেন সে ব্যাপারে ডেফিসিট কিনা। এটা একটা ছেলে খেলা হচ্ছে ৫০ টাকা চালের দাম উঠে গেল, পার্লামেণ্টে টমাসের নির্লজ্জ উক্তি আমরা শুনেছি। আমি একথা তাকে বলতে চাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী বা টেজারি বেঞ্চের সদস্যরা যেন একথা মনে না করেন যে আমরা এখানে আলোচনা করে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের মনের মধ্যে যে বিক্ষোভের ঝড় উঠেছে সেটাকে ছাড়বার জন্য এখানে এসেছি বক্তৃতা দিয়ে লোকের পেট ভরবে না। আমি জানতে চাচ্ছি আশু সমস্যা যেটা—হারভেষ্টিং সিজেন শেষ হয়ে গেছে এবং আমরা জানি এই সময় চাষীর ডিস্ট্রেসড স্টেজ সুরু হয়ে গেছে, বিভিন্ন জেলার সংবাদ আমার কাছে এসেছে কাজেই আমি জানতে চাচ্ছি মোটামুটিভাবে মুখ্যমন্ত্রী এই কথাগুলি জানেন কিনা যে প্রকিওরমেণ্ট পলিসি রাখতে চাচ্ছেন কিনা, কমপালসারি লেভি আমাদের কাছে রাখবেন কিনা।

আমি জানতে চাইছি যে আসল সমস্যা ধান-হারভেষ্টিং সিজন শেষ হয়ে গেছে এবং আমরা জানি এই সময়েতে চাষীর যে অবস্থা ডিস্ট্রেস সেল সুরু হয়ে গেছে। আমি জানতে চাচ্ছি মোটামুটিভাবে যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় একথাটা জানেন কিনা প্রকিওরমেণ্ট পলিসি রাখতে চাচ্ছেন কিনা—কম্পালসারি লেভি ব্যাপার তিনি আমাদের কাছে রাখবেন কিনা। বাংলা দেশে আরও অন্তত ১০ হাজার ফেয়ার প্রাইস সপ চালু করবেন কিনা। কারণ এস. কে. পাতিল—বিদায়ী খাদ্য মন্ত্রী তিনি বলেছেন অন্ততঃ পক্ষে আমাদের কাছে যা স্টক আছে তাতে আরও পাঁচ হাজারের মত আরও সস্তা দরে

চালের দোকান আমরা চালু করতে পারি—অন্তত: পক্ষে সেই পাঁচ হাজার সস্তা দরের চালের দোকান তিনি দিতে পারবেন কিনা এই কথাগুলি আমি জানতে চাচ্ছি এবং এই প্রস্তাব রাখলে আমরা আলোচনা করতে পারতাম। এর আগের বার আমি বলেছিলাম বিধানসভার খাদ্য বিতর্কের সময় যে আমাদের এখানে একটা প্রাইস কনসাল-টেটিভ কমিটি হোক তাতে সমস্ত বিরোধী দলের সভ্যদের নেওয়া হোক। তিনি আজকে গণতন্ত্রের কথা বলছেন যে তিনি বিরোধী পক্ষের কথা না শুনে তিনি এখন কিছু বলবেন না তাহলে আমরা এটা জেনে নেই যে কংগ্রেসের বক্তব্যটা কি—এই প্রকিওরমেণ্ট পলিসি ও কম্পালসারি লেভি সম্বন্ধে। এবং আরও অধিক সস্তা দরে চালের দোকান চালু করা সম্বন্ধে এবং অন্যান্য ব্যাপারে? যে সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে তার দাম কমাবার জন্য, প্রাইজ স্টেবিলিজেসন বা মার্কেট স্টেবিলিজেসন বোর্ড করবার জন্য তাদের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং সেই পরিকল্পনা যদি কোন টেনটেটিভ প্রপোজ্যাল থাকে তাহলে পরে আমরা আমাদের বক্তব্য রাখতে পারি। প্রডাকসন ফিগারের উপর কোন তাত্ত্বিক ডিসকাসন করে কোন ফল হবে না এটা আমরা তাকে বলতে চাই এবং আর একটা কথা হচ্ছে যে কংগ্রেস পার্টিকে তিনি এই কথা বলতে চান কি যে কংগ্রেস পার্টির সভ্যরা সব ওপেন মাইণ্ড নিয়ে এসেছেন? তাদের কাছে ফ্রি মাইণ্ডেড দিয়ে দেওয়া হবে যে ফ্রি হ্যাণ্ড তারা পাবেন এবং যে যা ইচ্ছা এখানে বক্তৃতা করতে পারবেন? আমরা কাগজে যুগান্তরে স্টেটসম্যানে, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে, আনন্দবাজার দিনের পর দিন গত সাত দিন ধরে আমরা পড়ছি যে চালের ধানের দর বাঁধা হবে। এই রকম একটা ডিটেলস খবরও আমরা আনন্দবাজারে দেখেছি যে বিভিন্ন রকম চাল—১৫ এবং ১৬ টাকায় বাঁধবেন। এবং অন্যান্য রিটেলেতে তার দাম কত হবে সে সম্বন্ধেও বেরিয়ে গেছে। কাজেই আমরা জানতে চাচ্ছি এই সমস্ত স্টেটমেণ্টের কোন বোনাফাইডি নেই? কাগজের লোকেরা কি একেবারে কাইটফ্লাইং করছেন? নিশ্চয়ই না। কাগজের প্রতিনিধিরা ক্যাবিনেটের মধ্যে রয়েছেন এবং ক্যাবিনেটের মধ্যে থেকে সেই সমস্ত ক্লু বা ইঙ্গিত তারা পাচ্ছেন বাংলা দেশের লোক আজকে চেয়ে আছে বিধানসভায় কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমি জিজ্ঞাসা করছি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়কে—তিনি তো উদ্ধত যতদূর হতে পারেন হয়েছেন, তার এ্যারোগ্যান্স তিনি ত্যাগ করুন এবং তার এই উৎপাতি নীতি পরিত্যাগ করে তিনি সত্যিই দেশের কাছে এসে বলুন যে আমরা মোটামুটিভাবে ভাবছি এই করবো এবং আমরা বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তাদের বক্তব্য শুনবো। এবং এই এসিওরেন্স তার কাছ থেকে পেতে পারবো কিনা যে আগামী কালও তিনি যদি তাঁর স্টেটমেণ্ট করেন —বিরোধী পক্ষের বক্তব্য বলবার পর—বিরোধী পক্ষকে নিয়ে তারে কনসাল্ট করে তাদের বক্তব্য শুনে তবে তাঁর ফাইনাল স্টেটমেণ্ট করবেন স্পীকার দি ডিবেট ইজ ওভার এণ্ড নট বিফোর দ্যাট—উই ওয়াণ্ট দ্যাট ক্যাটাগরিক্যাল এসিওরেন্স।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
বিরোধী দলের বক্তব্য শুনে আমরা আমাদের খাদ্যনীতি নির্ধারণ করবো।

Shri Kamal Kanti Guha:
চিফ মিনিস্টার বলেছেন যে সেপ্টেম্বর মাসে কুচবিহারে ৩০ টাকা চালের দর ছিল কিন্তু আসলে তা নয় সেই সময় সেখানে চালের দাম ছিল ৪০ টাকা—কাজেই তিনি যে অসত্য ভাষণ দিচ্ছেন তার উপর কোন ডিবেট হয় না। তাঁর নীতির কথা বলুন—কি নীতি তিনি নেবেন।

[2-35—2-45 p.m.]

Shri Bijoy Kumar Banerjee:
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি অনেকক্ষণ থেকে বলবার চেষ্টা করছি। আমি জানি না এখানে কি করলে বা কি নিয়মে এসেম্বলী চলে এবং আমরা কিই বা করতে এসেছি। আজকে আমরা যা শুনলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে চালের ব্যাপারে তাতে একটু অবাক হচ্ছি। আমি ভেবেছিলাম যে শুধু চালের ব্যাপারই তার কাছ থেকে শুনবো—এখন সেই

জায়গায় গম, সরষের তেল, ডাল, চিনি ইত্যাদি সমস্ত কিছুই হয়ে গেলো। আমি অন্ততঃ জানি উনি যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এটা দেখাতে চাচ্ছেন সত্যিই আমি ওঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু আমার যে অভিজ্ঞতা তাতে এতদিন আমি এখানে এসেছি আমাদের কোন দিন একটা সম্মিলিত চেষ্টা তার কমা ফুলস্টপ বা একটা এডিসন বা সাবট্রাকসন এখানে কিছুই হয়নি যে আজকে তিনি হঠাৎ আমাদের কথা শুনে তিনি এই রকম কিছু করবেন। ওঁর নিজের যা বরাবরের মতামত তা তিনি উল্টে ফেলে দিলেন—আজকে উনি যা বলেছেন যে স্ট্যাটুটারী রেশনিং সেটা উনি বিরোধীতা করেছেন সে কাগজ আমার কাছে আছে। উনি বলেছেন যে রেশনিং এখানে হবে না। চালের দাম ধানের দাম বাঁধা যাবে না, এই সব জিনিস হয় না এর দাম কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আজকে তার সমস্ত কথা উল্টে ফেলে শুধু আমরা যদি বলি এই হোক তাহলে তিনি এটা করবেন? এ কথা কি সহজে আমরা বুঝতে পারি? বলেন তো ভাল—তবে এটুকু আমি জানতে চাই—এবারে যখন চাল এতো বেশী হবে হিসাব পাওয়া গেছে তখন এবার চালের [illegible] কত? ২২ লক্ষ টন তো শুনেছিলাম এই কয় দিন আগে—এবং এই [illegible] ঘাটতি কতো এবার এখানে চাল ডালের দর বাঁধবার জন্য যে [illegible] সেটা কাদের সুবিধার জন্য করা হবে? হয়তো অল্প যারা এই সব [illegible] তাদের সুখ সুবিধা—যে দ একটা বার্নীর উপর নির্ভর করে অনেকের সর্বনাশ হয়ে [illegible] আবার কিছু লোক কোটিপতি হয়ে গেছে এই [illegible] এই রকম [illegible] আমাদের দিয়ে এটা [illegible] নিয়েছেন যে বিরোধী [illegible] এটা [illegible]—[illegible] সম্বন্ধে কোন মতামত দিতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণ [illegible] আমাদের কাছে [illegible] ওঁর যতকিছু স্টেটমেন্ট [illegible] সম্বন্ধে তার সবই আমার কাছে [illegible]—আজকে [illegible] সেটা বলেছেন সেটা শুধু পুনরুক্তি নয় আজকে উনি [illegible] আশ্বাস দিয়েছেন [illegible] তার বিরোধীতা করেছেন বরাবর। ওঁর [illegible] ছিল [illegible] রেশনিং হবে না। [illegible] আজ তিনি বলছেন আপনারা মত দিলেই হবে—এ [illegible] কথা। আমি [illegible] পারছি না। আজকে ঘাটতি আছে কিনা একথা [illegible] চাচ্ছি এর কোন [illegible] সেই ঘাটতি ধরা হয়। আমার তো মনে হয় [illegible] খুব [illegible] সাপোর্ট—তিনি [illegible] সাপোর্ট আমার [illegible] এখানে [illegible] ঘাটতি দেখানো হয়েছে সে [illegible] বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মানুষের [illegible] অসাধু ব্যবসাদারকে বড় লোক করবার সুযোগ [illegible] সরকার দিয়েছেন [illegible] আমরা জানি। আজকে [illegible] তিন দিন পরে [illegible] ইচ্ছা [illegible] ঠিক করে [illegible] করতে হবে না। আমি তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, [illegible]—কিন্তু কোন [illegible] কথা নয়—কারণ আমরা এখানে ছেলেখেলা করতে আসি নি—আমরা দেখেছি চাল [illegible] [illegible] কি হয়েছে এর [illegible] এখানে চলছে। [illegible] এই রকম [illegible] নিদর্শন আমরা দেখি নি। সুতরাং আজকে চালের সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট [illegible] [illegible]। উনি বলুন এবছর চালের ঘাটতি কত?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য মহাশয়কে এই কথা বলতে পারি [illegible] আজকে আমি যে বিবৃতি দিয়েছি তাতে পুনরুক্তি থাকতে পারে এবং মাননীয় সদস্য এখানে যেসব কথা বলছেন তাতেও পুনরাবৃত্তি রয়েছে। ওঁর ঐ একই কথা এখানে অনেকবার শুনেছি—এ কথা বলে কোন লাভ নেই। আমি যা বিবৃতি দিয়েছি তাতে আমি চাচ্ছি যে বিরোধী দলের বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু কথা শুনে আমরা একটা নীতি গ্রহণ করবো। তার সমালোচনা হোক তা শুনে আমরা চলে গেলাম—এবার কিন্তু আমি চাচ্ছি মাননীয় বিরোধী দলের বন্ধুরা যাঁরা আছেন তাদের কথা বলুন যে এই করা উচিত আমরা সেটা বিবেচনা করবো ক্যাবিনেটে আমরা এই সিদ্ধান্তই করেছি যে আমরা সবাই মিলে এই খাদ্য নীতি স্থির করবো এবং সবার কথা শুনবো।

Shri Mrigendra Nath Bhattacharyya:

তাঁর দলের সভারা কি এমেণ্ডমেণ্ট দিয়েছেন তিনি সেটা হাউসে রাখুন তিনি বলুন তাঁরা কি সাজেসান দিয়েছেন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তাদের পলিসি কি হবে।

Mr. Deputy Speaker:
তার কেন শুনে শুনে বলে লাভ কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আপনারা সবাই কি বলেন তা শুনে আমি বলবো এবং পলিসি ঠিক করবো।

Shri Nathanial Murmu:
স্যার, আমরা আজকে যে রিভাইজড প্রোগ্রাম পেয়েছি সেখানে ২রা তারিখ—যে কথাটি বলা হয়েছে—ডিসকাসন অন ফুড পলিসি এই কথা লেখা আছে—অন ফুড পলিসি ... ফরমুলেট ফুড পলিসি—অন ফুড পলেসি যখন দেওয়া আছে তখন ... আমাদের সামনে এই ফুড পলিসি ... একটা স্টেটমেন্ট থাকবে। আজকে প্রোগ্রামে দেখবেন ফুড সিচুয়েসনের উপর কোন ডিসকাসন নেই—অন ফুড পলিসি—যেটা ... কাছে টেবিল করা আছে।

Mr. Deputy Speaker:
ফুড পলিসির কথাই হচ্ছে।

Shri Nathanial Murmu :
কি করে হতে পারে ...

Shri Manoranjan Hazra:
... মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিবৃতি ... উল্লেখ করেন নি যেটা বহু লোকের ... কারখানার মালিকরা ... শ্রমিকদের ন্যায্যদামে খাদ্য দেবে সেটা ... বলেন নি। এটা যদি বলেন ... আমাদের ডিবেট-এর সময় আলোচনা করতে ... হয়। এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?

Shri Sailendra Nath Adhikary:
স্যার, মুখ্যমন্ত্রী ফুড-এর উপর একটা স্টেটমেন্ট দিলেন এবং ফুড-এর উপর ডিবেট হবে একথা ... বললেন যে, সব শুনে ফুড পলিসি ঠিক করব। আমার প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমানে গভর্নমেন্ট-এর যে ফুড পলিসি আছে সেটার উপর ডিবেট হবে, না নূতন পলিসির উপর ডিবেট হবে? যদি হয় ... ফুড কি ... ঠিক ... দিয়েছেন। ... আমরা কি ... যে পুরানো ফুড পলিসির উপর ডিবেট হবে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
ফুড পলিসি কি হবে—কি হওয়া উচিৎ তার উপর আলোচনা হবে। এখানে শুধু আলোচনা হবে না—আলোচনা হবে—কার কি ... আছে সব শোনা হবে।

Shri Sailendra Nath Adhikary:
তার আগে বিভিন্ন অপোজিসন পার্টির লিডারদের ডেকে তাদের কি কনফিডেন্সে নেবেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
এটা হাউসে নেবার পর তাদের সঙ্গে আলোচনা করবো। ক্যাবিনেটে কোন সিদ্ধান্ত করলে ... চড়ন শক্ত ... আমরা চাচ্ছি সকলে মিলে পলিসি গ্রহণ করব। যদি ... সদস্যেরা মনে করেন যে দলের নেতাদের সঙ্গে ... ডিসকাসন-এর পর আলোচনা করা দরকার তাহলে সেই সিদ্ধান্তের জন্য আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

Shri Kanai Lal Pal:
মুখ্যমন্ত্রী এখানে যেভাবে কথা রাখলেন সেটা আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত হয়ে পড়ছে। তিনি স্পষ্টভাবেই বললেন আমরা যদি একটা ফুড পলিসি ঠিক করে দিই হাউসে আলোচনার পর তাহলে সেটা রদবদল করা খুবই কঠিন হবে। এটা কি কোন গণতান্ত্রিক চিন্তা?

উনি গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে বলছেন লিডারদের ডেকে আলোচনা করে ঠিক করবেন। আমরা কিসের উপর আলোচনা করব? আমরা যদি একটা সাজেসন রাখি এবং তারপর তিনি অন্য সিদ্ধান্ত করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে আমাদের বলার সুযোগ কখন আসবে, কিভাবে আসবে? আজকে বিরোধীপক্ষের তরফ থেকে ফুড এর উপর আলোচনা কেন স্থগিত রাখতে বলা হয়েছে? এর কারণ হোল তিনি একটা পলিসি আগে থেকে আমাদের লিখিতভাবে দেবেন এবং আমরা সেটা সুস্থভাবে দেখে আমাদের মতামত রাখব এবং তারপর সেটা তিনি বিবেচনা করবেন কি করবেন না সেটা চিন্তা করবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বলছেন তাতে মনে হচ্ছে আমাদের কাছে কোন ফুড পলিসি রাখার মানে হচ্ছে ভবিষ্যতে তার কোন রদবদল হবে না। এটা একটা অদ্ভুত ধারণের চিন্তা। আমার কথা হচ্ছে এই চিন্তা পরিত্যাগ করুন এবং ফুড-এর আলোনায় আমরা যাতে সুযোগ গ্রহণ করতে পারি তার জন্য আজ বা কাল ফুড পলিসি ডিক্লেয়ার করুন।

Mr. Deputy Speaker:

চিফ মিনিস্টার যে কথা বলেছেন তারপর আর আলোচনা চলে না। অর্থাৎ তিনি বলেছেন সমস্ত লিডারদের ডেকে ফুড পলিসি ঠিক করবেন, কাজেই তারপর আলোচনা করার আর মানে হয় না। এ সম্বন্ধে আমি আর ডিসকাসন করতে দেব না এবং আপনাদের বলছি যে, আপনারা অনুগ্রহ করে চুপ করুন এবং আমাকে কাজ করতে দিন।

[2-45—2-55 p.m.]

Procession of fruit sellers

Shri Monoranjan Roy:

স্যার, কমলা লেবুর বিক্রেতারা ধর্মঘট করে আছে। তারা এখানে এসেছে। আমি এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তারা মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন এটা শুনলাম, এটা সত্য কিনা, যদি সত্য হয় তাহলে তারা কোথায় দেখা করবে সেটা জানতে চাই, তারা তো এসে বসে আছে।

Shri Nikhil Das:

অন্য বিজিনেস ধরার আগে আমি আপনার মাধ্যমে এটা বলতে চাই যে এর পরে যে বিলগুলি আসছে ডিসকাশনের জন্য সেগুলি আমরা পড়ার সময় পাইনি, আজকে যে শেডুল্ড প্রোগ্রাম ছিল তা'তে লে করতে পারেন, কিন্তু এখন তো সেটা চেঞ্জ হয়েছে যে ডিসকাশন হবে তাতে সাফিশিয়েণ্ট টাইম না পেলে পর না পড়তে পারলে পর আমরা এ্যামেণ্ডমেণ্ট দিতে পারব না, আমরা সকলেই এ্যামেণ্ডমেণ্ট দিতে চাই, আমি শুধু এ্যামেণ্ডমেণ্ট সার্কুলেশন মোশনের উপর দিয়েছি, ক্লজ বাই ক্লজ এ্যামেণ্ডমেণ্ট দিতে চাই। বিল থরোলী না পড়তে পারলে আমাদের ডিসকাশন করার অসুবিধা হবে। সেজন্য এ বিষয়টা একটু বিবেচনা করে দেখবেন।

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: Sir, I beg to introduce the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963, and to place before the House a statement required under rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Shri Bhadra Bahadur Hamal:

স্যার, এণ্টায়ার দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের ইণ্টারেস্ট কমলা লেবুর সঙ্গে জড়িত। আমি জানতে চাইছি এই যে যারা অপেক্ষা করে আছে তাদের সঙ্গে মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় দেখা করবেন কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি দেখা করবো না করবো এ সম্বন্ধে লিখে পাঠিয়েছি আগেই, তারা একটা মেমোরেণ্ডাম দেবে। এটা আমি ঠিক করে দিয়েছি দেড় ঘণ্টা আগেই।

The Hon'ble Sayamadas Bhattacharyya:

এই আইন পাশ হয়েছিল ১৯৬২ সালে.... ।

Shri Jyoti Basu:

অন এ পয়েণ্ট অব অডার স্যার, কথা হচ্ছে আগে যে প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছিল এই সব বিল আসবে এসব কথা নেই, এখন পরিবর্ত্তন করা হয়েছে. পরিবর্ত্তন করে শেষের দিকে লাগান হয়েছে, কাজেই হঠাৎ করার দরুণ আজকে সম্ভব নয় আলোচনা সুরু করা এবং শেষ করে দেওয়া, উনি ইণ্ট্রোডিউস করে রেখে দিতে পারেন, কিন্তু আলোচনা করা আমাদের সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কাল এটা থেকে সুরু হবে।

The Hon'ble Jagannath Kolay:

জ্যোতিবাবু যেটা বলেছেন আজকে ইণ্ট্রোডিউস করে রেখে দেওয়া যাক, কাল আলোচনা হবে। এতে আমার কোন আপত্তি নাই।

The Hon'ble Sayamadas Bhattacharyya:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants (Amendment) Bill, 1963 উত্থাপন করতে গিয়ে আমি এইটকুম বলছি যে এ সম্পর্কে যে আইনটা হয়েছে সেটা ১৯৬২ সালে পাশ হয়েছে এবং সেই আইন অনুসারে এই ব্যবস্থা আছে যে পাবলিক ল্যাণ্ড বা সরকারী ভূমির উপর যেখানে জোর অনধিকার দখলীকৃত আছে তাদের দ্রুত উচ্ছেদ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আইনটা প্রয়োগ করতে গিয়ে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কোন কোন জায়গায় অনেকগুলো অনধিকার দখলীকৃত আছে তাদের উচ্ছেদ করতে গেলে প্রত্যেক দখলীকৃতের নামে আলাদা আলাদা মামলা রুয়ের করবার প্রয়োজন আছে বলে প্রত্যেকের উপর আলাদা আলাদা পরোয়ানা জারী করতে হয়। অনেক সময় আমরা ভুল নাম ও ঠিকানা পেয়েছি এবং অনেক সময় কোনও নাম বা ঠিকানা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তার ফলে এই আইনের যে মূল উদ্দেশ্য সরকারী ভূমি থেকে দ্রুত অনধিকারের জন্য দখলীকৃতদের উচ্ছেদ করার যে উদ্দেশ্য সেটা ব্যর্থ হতে বসেছে। সেজন্য আমরা নূতন একটা বিধান বলে ঐ ত্রুটি দূর করবার চেষ্টা করছি, এই পাবলিক ল্যাণ্ড-এর একটা সজ্ঞা বদলান দরকার হয়েছে। এ সম্পর্কে গতবার আমাদের কোন কোন সদস্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সেটা হচ্ছে যে পাবলিক ল্যাণ্ড বলতে লোকাল অথরিটির অধিকারকৃত জমি বোঝাবে। যেমন দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিঃ, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশান, হিন্দুস্থান স্টীল লিঃ ইত্যাদি অনুরূপ কর্তৃপক্ষগণ যদি দেখেন তাদের জমি অন্যায় ভাবে দখল হয়ে আছে তাহলে এই আইনের বলে অন্যায় দখলীকৃতকের উচ্ছেদ করা যেতে পারে তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর একটা কথা যে এই উচ্ছেদের কাজে কেউ যদি বাধা সৃষ্টি করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করবার প্রয়োজন হতে পারে। সেজন্য একটা বিধান করা হয়েছে। এই সংশোধনগুলি যখন প্রয়োজন হয়েছিল তখন বিধানসভার বিধান মণ্ডলীর অধিবেশন চলছিল না, সেজন্য মূল আইন সংশোধন করে একটা অধ্যাদেশ জারী করা হয়েছিল।

Shri Nikhil Das:

স্যার, আমি বলছি যে প্রোগ্রাম চেঞ্জ হয়েছে এবং নূতন প্রোগ্রাম আমাদের কাছে এসেছে। সুতরাং যে বিলগুলি আমাদের কাছে আছে সে বিলগুলির সম্পর্কে আমাদের এখন কনসিডারেশন করার অসুবিধা আছে। সেজন্য বলছি যে আজ হাউস অ্যাডজোর্ন হোক, কালকে হবে।

Mr. Deputy Speaker:

আপনি সার্কুলেশন মোশন-এ বলুন।

Shri Nikhil Das:

সার্কুলেশন মোশন-এ আমার যে বক্তব্য সেটা কালকে বলব।

Mr. Deputy Speaker:

আমি বলছি যে আজ ইনট্রোডাকশান হোক, সার্কুলেশান হোক তারপর যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে সে সম্বন্ধে কাল বলবেন, কারণ এটা তো এখন পর্যন্ত কনটিনিউ করছি।

Shri Nikhil Das:

আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট আমি কাল দু'চ বলব, আজ আর কোন ডিসকাশান হচ্ছে না।

Adjournment

The House was then adjourned at 7 p.m. till 9 a.m. on Saturday, the 28th December, 1963, at the "Legislative Buildings", Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Legislative Building, Calcutta on Saturday, the 28th December 1963, at 9 a.m.

Present.

Mr. Deputy Speaker (Shri Ashutosh Mallick) in the Chair, 10 Hon'ble Ministers, 3 Hon'ble Ministers of State, and 184 Members.

[9-00—9-10 a.m.]

Ruling on the use of the word 'Deshodrohi'

শ্রীজ্যোতি বসুঃ মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই বিষয়ে আলোচনা শুরু হবার আগে আপনার কাছে আমার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, স্পীকার থাকলে সুবিধা হত। আমরা যখন বিনা বিচারে জেলে আটক ছিলাম, আমাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তাও আমরা জানি না, সেই সময় এখানে একজন মন্ত্রী আমাদের লক্ষ্য করে কাপুরুষোচিত আক্রমণ করেছিলেন এবং আমাদের দেশদ্রোহী বলেছিলেন। সেই দেশদ্রোহী কথা নিয়ে, আপনি সেই সময় নিশ্চয়ই ছিলেন, আপনি জানেন যে স্পীকার একটা রুলিং দেন। সেই রুলিং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আমরা যাঁরা এম এল-এ জেলে ছিলাম তাঁরা জেল থেকে চিঠি দিয়েছিলাম এবং আশা করেছিলাম অন্ততঃ এইটুকু সৌজন্যবোধ থাকবে যে আমাদের চিঠির জবাব দেবেন। কিন্তু আজ অবধি আমরা সেই চিঠির জবাব পাইনি। তারপর, আমরা দেখলাম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যতীন চক্রবর্তী মহাশয় এই বিষয়টা নিয়ে একটা আলোচনা তুলেছিলেন এবং আমরা সৌভাগ্যবশতঃ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ঠিক একটা উল্টো রুলিং দিয়েছিলেন। আমরা জানি পার্লামেন্টে যে রীতি নীতি আছে তাতে একজন সভ্য কখনও এইরকমভাবে আর একজন সভ্যকে দেশদ্রোহী বলতে পারেন না এবং এটা মেজ পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিসেও আছে। কমন্সের হাউসে এই নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে, দিল্লীতে পার্লামেন্টে আলোচনা হয়েছে, এগুলি আমরা বরাবরই জানতাম। কিন্তু এক বছরে অনেক ঘটনার সংগে এই ঘটনা হয়েছে যে এখানে আমাদের স্পীকার যে রুলিং দিলেন, অবশ্য তিনি নানাভাবে রুলিং দেবার চেষ্টা করেছেন, দেশদ্রোহী শব্দটা সংস্কৃত থেকে এসেছে, তার অর্থ এই ইত্যাদি বলে, তাতে বুঝলাম যে একজন সভ্য আর একজন সভ্যকে দেশদ্রোহী এই আখ্যা দিতে পারবেন এ্যাসেম্বলীর ফ্লোরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে আমরা স্পীকারকে লিখেছিলাম যে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে সেটা জানান। সরকার থেকে আমাদের যে একটা অর্ডার দিয়েছিল সেটা আমি কোট করে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম। তাতে কোথাও লেখা নেই যে আমরা দেশ-দ্রোহিতার কিছু করেছি। সেখানে একটা লাইনও নেই যে আমরা অমুক কাজ করিয়াছি বলিয়া আমাদের ধরিয়া রাখিয়াছে। আমরা ভবিষ্যতে কিছু করতে পারব এজন্য তাঁরা আমাদের বিনা বিচারে এবং এখন প্রমাণিত হয়েছে সংবিধান বিরোধী একটা আইনে এতদিন গ্রেপ্তার করে রেখেছিলেন। সংবিধান বিরোধী মনে রাখবেন, এটা আমার কথা নয়, সুপ্রীম কোর্টের জজ এই কথা বলেছেন যে এগেন্সট দি প্রভিসান অব দি কন্সটিটিউসান, এই ভাষা। সেই আইনে আমাদের ধরে রাখা হল এবং যদি অভিযোগ থাকত তাহলে বুঝতাম যে এই কাজের জন্য আমাদের ধরে রাখা হয়েছে। আমি গভর্ণরের অর্ডার কোট করে দিয়েছিলাম, তাতে কোথাও লেখা নেই যে আপনারা এই কাজ করিয়াছেন বলিয়া আপনাদের ধরিয়া রাখা হইয়াছে। অথচ মন্ত্রী মহাশয়রা এই সমস্ত কথা বলেছেন। এটা তাঁদের পবিত্র কর্তব্য বলে তাঁরা মনে করেন—আমাদের কাপুরুষোচিতভাবে আক্রমণ করে এই রকমভাবে তাঁরা ধরে রেখেছেন। কারণ, আমরা চাইছি ওঁদের গদিচ্যুত করতে। সেজন্য ওঁরা এইসব করবেন এটা আমরা জানি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ আই এ্যাম সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ। স্পীকার যখন আসবেন সেই সময় এটা তুললে ভাল হয়। আমি মনে করি আর এই বিষয়ে প্রোসিড করার প্রয়োজন নেই।

শ্রীজ্যোতি বসু: আপনার ডিফিকাল্টি বুঝতে পারছি। সেজন্য ভাবছিলাম গতকাল বলব কিনা। যাহোক, আমি এটা তুললাম এই জন্য যে পরে না আবার কথা হয় আপনি সময় পেয়েছিলেন কিন্তু তুলেননি কেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: আমি বলব আপনি এটা তুলেছিলেন।

Adjournment motion

Mr. Deputy Speaker: I have received notice of an adjournment motion from Shri Girish Mahato on the subject of ill-treatment of police over the Satyagrahis in Purulia. I have refused consent.

Calling attention to matters of urgent public importance

Mr. Deputy Speaker: I have received 13 notices of calling attention on the following subjects, namely :—

(1) Police firing in the last week of November 1963 at Echapore—from Shri Birendra Narayan Ray.

(2) Non-payment of conveyance charges and meal charges to the released detainees under D.I. Rules—from Shri Sanat Kumar Raha.

(3) Joint Indo-Pak survey for the proposed transfer of Berubari to Pakistan—from Shri Amarendra Nath Roy Prodhan.

(4) Strike at Falpatti in Jorasanko, Calcutta—from Dr. Narayan Chandra Roy.

(5) Implementation of 12-Year course in the secondary schools of West Bengal—from Shri Sambhu Charan Ghosh.

(6) Mismanagement of administration in the Bangeswari Cotton Mills Ltd., Serampore—from Shri Panchu Gopal Bhaduri.

(7) Retrenchment of workers in Laxmi Chemical & Industries Private Ltd., Kharagpur—from Shri Narayan Choubey.

(8) & (9) Police firing on 29th November, 1963, at Maniktola under Noapara P.S., 24-Parganas—from Shri Jamini Bhusan Saha and Shri Bhabani Mukhopadhyay.

(10) Evacuation notice on the refugees of Durgapur area, New Alipur, Calcutta—from Shri Somnath Lahiri.

(11) Death of Narendra Nath Choudhuri due to assault by the Sub-Inspector of Police of Sadar P.S., Malda—from Shri Nathaniel Murmu.

(12) Police of the Government in distribution of sugar in urban and rural areas—from Shri Monoranjan Baksi and Shri Bhakti Bhusan Mandal.

(13) Realisation of agricultural loan and cottage industry loan in West Bengal—from Shri Gour Chandra Kundu.

I have selected the notice of Shri Narayan Choubey on the retrenchment of workers in Laxmi Chemical & Industries Private Ltd., Kharagpur. Hon'ble Minister-in-charge may please make a statement on the subject or give a date for the same.

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:
আমি বৃহস্পতিবার দেব।

Shri Girish Mahato :
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি যে মোশানটা দিয়েছি সেটা আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। এই মোশানটা নাকোচ করে দেয়া উচিৎ নয়।

Mr. Deputy Speaker :
আপনি এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন না।

Shri Girish Mahato :
আমি বলছি সেখানে যাঁরা সত্যাগ্রহ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বহু সত্যাগ্রহী আছেন যাঁদের নামে কেস করা হয় নি। তাঁদের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে, পুলিশী বর্বরতা করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, যদি এটাকে এড়ানো হয় তাহলে সরকার আজ যে খাদ্যনীতির ব্যবস্থা করছেন এই নীতির কোন মানে হয় না। কেননা আমরা জানি যে যারা চোরাকারবার করছে, খাদ্য লুটপাট করছে তাদের আজকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে।

[9-10—9-20 a.m.]

সেইজন্য এটা আমি বলবো যে এই সরকারের এই নীতি এটা খাদ্যনীতি নয় এটা দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়—এটা সরকারের প্রশ্রয়ে করা হয়েছে এই বাংলাদেশের বিশিষ্ট জনগণের নেতারাও সেখানে ছিলেন.........

Mr. Deputy Speaker:
গিরিশবাবু আপনি বসুন এবার হয়েছে।

Shri Nikhil Das :
মিঃ ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এটা একটু সিরিয়াস—আপনি কথাটা একটু শুনুন।

Walk-out

Shri Girish Mahato :
সকলে দেখুন—এই রকম হচ্ছে আমাদের সরকার যে সরকার আমাদের কোন দাবী মানছেন না কোনোও অনুনয় টিকছে না—এই অন্যায়ের প্রতিবাদে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।

Shri Jyoti Basu:
মিঃ ডেপুটি স্পীকার আপনি একটা রুলিং দিলেন যে এটা গ্রহণ করবেন না, এটা কি কোন টেকনিক্যাল কারণে গ্রহণ করবেন না উনি যে এ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন দিয়েছেন?

Mr. Deputy Speaker : This is a past event. This is not an urgent matter of public importance.

Shri Jyoti Basu:
ওরা তো আসার সুযোগ পান নি। আমি যখন জেলে ছিলাম তখন কাগজে দেখেছিলাম যে শ্রীমতি ঘোষের উপর অনেক আক্রমণ হয়েছিল—সেখানে সত্যাগ্রহের সময় এই রকম পর্যন্তও হয়েছে—সেটা যদি কোন টেকনিক্যাল কারণে আপনি ডিসএলাউ করেন তাহলে বলুন সেটা বদলে দেওয়া যায়—অবশ্য আমি ওটা পড়ি নি।

Mr. Deputy Speaker :
এটা পাস্ট ইভেন্ট, কাজেই এটার উপর এ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন হয় না—এটা রিসেন্ট অকারেন্স নয়।

Shri Jyoti Basu:
আমি তো জানি যে এটাকে আনার আগে কোন সুযোগই ছিল না।

Mr. Deputy Speaker :
এটা তো রিসেন্ট অকারেন্স নয়—এটাকে আপনারা অন্যভাবে আনতে পারেন—এখানে হাফ এ্যান আওয়ার ডিসকাসন রয়েছে, টু এন্ড এ হাফ আওয়ারর্স ডিসকাসন রয়েছে, তাতে নিয়ে আসুন—এ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশনে আসতে পারে না কারণ এটা রিসেন্ট অকারেন্স নয়।

Shri Jyoti Basu:
আমি জিজ্ঞাসা করছি যদি হাফ এ্যান আওয়ার ডিবেট চাওয়া হয় তাহলে কি আপনি সেটা এ্যালাউ করবেন?

Mr. Deputy Speaker:

আপনি দেন তো তার পর আমি বিবেচনা করে দেখবো যে এটা হাফ এ্যান আওয়ার ডিসকাসনে দেওয়া যায় কিনা।

Shri Nikhil Das:

উনি যে এ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশনটা দিয়েছিলেন তার উপর জ্যোতিবাবু যে কথা বললেন যে এটা টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ডে আপনি নাকি নাকচ করেন নি, কিন্তু আমি খবরের কাগজে দেখেছি যে সেখানে শ্রদ্ধেয়া লাবণ্যপ্রভা দত্তের উপর অত্যাচার হয়েছে। সে সম্পর্কে আমরা একটা আলোচনা চেয়েছিলাম—এখন দুটো সেসনের মধ্যখানে আমরা কোন সেসন পাই নি সেইজন্য আলোচনা করতে পারি নি।

[গোলমাল]

তাই আমরা এর প্রতিবাদে লোকসেবক সংঘের যে লোকেরা বেরিয়ে গেল আমরাও এর প্রতিবাদে তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছি।

[আর এস পি পার্টির সভাকক্ষ ত্যাগ]

Shri Hemanta Kumar Basu:

এই যে এ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশন, এটা এখানে আলোচনা করবার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কোন টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ডে আপনি যদি এটাকে বাদ দিয়ে থাকেন তাহলে এটা অন্যভাবে নিয়ে এলে আপনি কি তা এলাউ করবেন যদি এলাউ করেন তাহলে অবশ্য আমরা ওয়াকআউট করবো না?

Mr. Deputy Speaker:

আপনারা দিলে তো তবে সেটা নিয়ে কিছু করা যায় কিনা সেটা দেখা যাবে।

Shri Hemanta Kumar Basu:

সেখানে স্যার, পুলিশের অত্যধিক অত্যাচার হয়েছে এবং লাবণ্যপ্রভা দত্ত যিনি এখানে ছিলেন তার উপর হয়েছে—আরও অনেকের হয়েছে এমনকি পাশবিক অত্যাচার পর্যন্ত হয়েছে। কাজেই এরজন্য নিশ্চয়ই এডজোর্ণমেণ্ট মোশন এলাউ করবার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু যখন সুযোগ দেওয়া হোল না তখন নিশ্চয়ই আমরাও ওয়াকআউট করছি।

Mr. Deputy Speaker:

আচ্ছা তাহলে আসুন।

[এই সময়ে ফরোয়ার্ড ব্লক এবং কমিউনিস্ট পার্টির সভাকক্ষ ত্যাগ]

Shri Sailendra Nath Adhikary:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয় লোকসেবক সংঘের তরফ থেকে যে এ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশন দেওয়া হয়েছে, সেটা আপনি এই টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ডে নাকচ করলেন যে ওটা রিসেণ্ট অকারেন্স নয়। আমার সাবমিশন হচ্ছে এইটুকু যে between the period when the thing actually occurred and the sitting of the Assembly, এর মধ্যে আর কোন এ্যাসেম্বলী বসে নাই। এটা রিসেণ্ট অকারেন্স-এর মধ্যে যদি নাও পড়ে, তবুও এই এ্যাসেম্বলী যখন বসেছে, সেই সময় তিনি ফার্ষ্ট অপারচুনিটি পেয়েছিলেন এটা তুলবার; অথচ আপনি সেটা টেকনিক্যালি রঙ বলে আলোচনা করতে দিলেন না।

Mr. Deputy Speaker:

আপনি অন্যভাবে দিতে পারেন।

Shri Sailendra Nath Adhikary:
আমরা এ নিয়ে শুধু ডিসকাসন নয়, গভর্ণমেণ্টকে সেনসার করতে চাই—মিনিষ্টারকেও সেনসার করতে চাই। এই পুলিশ বিশিষ্ট মহিলা কর্মীর উপর অত্যাচার করেছে। তারপরও যদি আজ মিনিষ্টী গদীতে বসে থাকে, তারজন্য আমি তাকে সেনসার করতে চাই। সে সম্বন্ধে আলোচনার একটা আবেদন ছিল, অথচ আপনি আমাদের উপর অনুগ্রহ করলেন না। এজন্য আমি দুঃখিত। লোকসভা সংঘের ওয়াক-আউটকে সমর্থন করে আমাদের পার্টীর তরফ থেকে আমরাও ওয়াক আউট করছি।

Mr. Deputy Speaker:
আচ্ছা যান।

[At this stage the P.S.P. members staged a walk-out.]

Shri Kanai Pal:
স্যার, একদিকে এ'রা গদীতে বসে আছেন, আর অন্যদিকে নারীর উপর পুলিশের অত্যাচার চলেছে। অথচ যে ব্যাপার নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা করবার সুযোগ দিতেও তাঁরা রাজী নন্। এটা রিসেণ্ট অকারেন্স নয় এই রকম একটা অবৈধ অজুহাত দেখিয়ে আপনি সে বিষয়ে আলোচনা করতে দিতে সুযোগ দিলেন না। এরই প্রতিবাদে আমরাও ওয়াক আউট করছি।

[At this stage the R.C.P.I. members staged a walk-out.]

Shri Bejoy Kumar Banerjee:
স্যার, আমাদের যে অবস্থা হয়েছে লোকেদের হয়ে যে কিছু বলবো—এঁদের জন্য তাও বলবার উপায় নাই। এই যদি অবস্থা হয়—ভাল মন্দ যা হয়েছে, তা যদি এখানে বলাও না যায়, তাহলে আমরা এখানে কি করতে এসেছি? একে কি বলে ডেমোক্রেসী! তা তো বানচাল হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় এতে করে আমাদের ভবিষ্যতই অন্ধকার। আজকে আমাদের বিরোধীপক্ষ থেকে সকলে চলে গেছে এটা ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তা বলবার সুযোগও আমরা পাচ্ছি না। তাহলে এখানে থেকেও তো কোন লাভ নাই। কাজেই আমিও চলে যাচ্ছি।

Mr. Deputy Speaker:
যান।

[At this stage the Independent members staged a walk-out.]

Motion for extension of time for presentation of Report of Committee on Public Accounts

Dr. Pratap Chandra Chunder: Sir, with your kind permission I beg to move that the time for presentation of the Report of the Committee on Public Accounts on the Appropriation Accounts and the Finance Accounts of the State for 1960-61 and the Audit Report thereon be further extended till the 24th March, 1964.

Mr. Deputy Speaker: I take it that the House has no objection.

GOVERNMENT BILLS

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963, be takekn into consideration.

Mr. Deputy Speaker: The amendment of Shri Nikhil Das is out of order as there is some technical defect but he can speak on it.

[9-20—9-30 a.m.]

Shri Nikhil Das:

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই যে
West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill
যেটা আমাদের কাছে এসেছে, তাতে আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে এই আইনটা গত বৎসর আমরা পাস করেছিলাম। কিন্তু ছ'মাস পেরোতে না পেরোতে একটা অর্ডিন্যান্স হলো—ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে। সেই অর্ডিন্যান্সকে এই সেসানে বিল হিসাবে আমাদের সামনে আনা হলো।

Circulation motion out of order on Technical ground

Mr. Deputy Speaker:

টেকনিক্যালি ওটা সারকুলেসান মোশন হয় না। আপনি এটা জানেন যে অর্ডিন্যান্স ছ'সপ্তাহের মধ্যে বিল হওয়া উচিত। আপনি বলেছেন ৩১এ মার্চ, ১৯৬৪—এই টেকনিক্যাল ডিফেক্ট হয়েছে। যা হোক আপনি বলুন।

Shri Nikhil Das:

আমি এখানে যে প্রশ্ন আপনার মাধ্যমে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে ৬ মাস যেতে না যেতে এই মেজর এ্যামেণ্ডমেণ্টগুলোর দরকার হোল। আপনি যদি বিলটি দেখেন তাহলে দেখবেন ওনার-এর ডেফিনেসন পাল্টান হয়েছে, পাবলিক ল্যাণ্ড-এর ডেফিনেসন পাল্টান হয়েছে, ড্যামেজ কিভাবে দেওয়া হবে সেই রীতি পদ্ধতি পাল্টান হয়েছে এবং প্রথমে ক্ষমতা দেওয়া ছিল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে যে তিনি এই কাজ করতে পারবেন, কিন্তু এখন সেই ক্ষমতা এস-ডি-ও পর্যন্ত এক্সটেণ্ড করা হয়েছে। এই তিনটে জিনিস সামনে রেখে এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট আমাদের সামনে এসেছে। আমার প্রথম কথা হচ্ছে পাবলিক ল্যাণ্ড-এ যারা বসে আছে তাদের জন্য অলটারনেটিভ এ্যাকমোডেসন-এর ব্যবস্থা না করে তাদের যদি পট করে তুলে দেওয়া হয় তাহলে তারা যে অসুবিধার সম্মুখীন হবে সে সম্পর্কে এই বিলে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। পাবলিক ল্যাণ্ড-এ আছে তারা অত্যন্ত দুঃস্থ লোক, তাদের কোন জমিজমা নেই, তারা পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে এবং গরীব মানুষ বলে অভাবের তাড়নায় সেখানে রয়েছে। কাজেই এই লোকগুলোকে অলটারনেটিভ এ্যাকমোডেসান না দিয়ে যদি আইনের প্যাঁচে তুলে দেওয়া হয় তাহলে অত্যন্ত অন্যায় করা হবে। গতবারের বিলে এটা ছিলনা এবং এই যে এ্যামেণ্ডিং বিল এসেছে তাতেও সেটা নেই। এই বিলে সরকারের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে যাতে তাদের জোর করে তুলে দেওয়া যায়। স্যার, গতবারের এ্যাক্টে ছিল পাবলিক ল্যাণ্ড-এর ওনার হবেন গভর্নমেণ্ট এবং লোকাল অথরিটি, কিন্তু এখন সেখানে কোম্পানী এবং কর্পোরেসন ঢুকেছে। অর্থাৎ গভর্নমেণ্ট কণ্ট্রোলে যদি কোন কোম্পানী বা কর্পোরেসন হয় এবং তাদের যদি জায়গা হয় তাহলে সেগুলি এই পাবলিক ল্যাণ্ড-এর ভিতর পড়বে। এর ফলে আমরা দেখছি জিনিসটাকে আরও বিস্তৃত করে দিলেন এবং সেখানে যারা বসে আছে তাদের যাতে উৎখাত করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করলেন। আমি সার্কুলেসন মোসন দিয়েছিলাম কিন্তু আপনি টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ড-এ তা বাতিল করে দিয়েছেন। কিন্তু তবুও আমি বলতে চাই এই জায়গায় যারা বসে আছে তাদের তুলবার আগে মন্ত্রীমহাশয়ের এই চিন্তা করা উচিত ছিল যে তারা কেন বসে আছে এবং তাদের তুলে দিলে তারা কোথায় গিয়ে জায়গা গ্রহণ করবে। এই প্রশ্ন তাঁর মনে আসা উচিত ছিল এবং সেকথা মনে রেখে তাদের অলটারনেটিভ এ্যাকমোডেসন-এর ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। স্যার, এখানে যা দেখছি তাতে দেখা যাচ্ছে সরকার যদি কোন ল্যাণ্ড রিকুইজিসন করেন বা লিজ নেন তাহলে প্রশ্ন শুধু সেখানেই নয়, বা যে জায়গা অলরেডি সরকারের হাতে রয়েছে সে জায়গা সম্বন্ধেও প্রশ্ন নয়। তাঁরা যদি ভবিষ্যতে কোন জায়গা নিতে চান—অর্থাৎ গভর্নমেণ্ট কণ্ট্রোল-এ একটা কোম্পানী বা কর্পোরেসন

হবে অন্য জন্য যদি জায়গা নিতে চান এবং সেখানে যদি কোন লোক বসে থাকে তাহলে তাদের জন্য অলটারনেটিভ এ্যাকমোডেসন-এর ব্যবস্থা না করেও তাদের তুলে দেওয়া যাবে এবং সরকার সেই জায়গা নিতে পারবেন। শুধু তাই নয়, আরও ক্ষমতা নেওয়া হচ্ছে যে, সেখানে যারা বসবাস করছিল তারজন্য সরকার পক্ষের অফিসার যদি মনে করেন যে তারা সেই জায়গা জমির ক্ষতি করেছে তাহলে তার জন্য ক্ষতিপূরণের প্রভিসন পর্যন্ত করা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষ যারা সেখানে বসে আছে তাদের উৎখাত করবার ক্ষমতা রাখা হোল এবং তারপর ক্ষতিপূরণের একটা বোঝা চাপান হোল যে বোঝা তারা বইতে অক্ষম। কাজেই আমার বক্তব্য হোল যেসব অসুবিধা রয়েছে সেই অসুবিধা দূর করে তারপর যেন তিনি এই বিল আমাদের কাছে আনেন।

Shri Gopal Banerjee:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এই আইন সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন, এজন্য যে এর প্রয়োগ যেভাবে হচ্ছে ইতিমধ্যে দু-একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকার যে জমি সংগ্রহ করেছিল, সেই সব জমিতে কিছু কিছু লোকও, নিশ্চয়ই সরকারী ভাষায় বে-আইনীভাবে, বসে রয়েছে। তাদের এতদিন পর্য্যন্ত এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে তোমরা যে যেখানে বসে রয়েছ সেখানটা মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়া হবে। এখন দেখছি সেসব জায়গায় উচ্ছেদের নোটিশ পড়ে গেছে। আগে উচ্ছেদ করতে গেলে যত সব বিধি ব্যবস্থার মধ্যে যেতে হত, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করলে, ম্যাজিস্ট্রেট বলে দেবে যে তোমাদের উচ্ছেদ হতে হবে তখন পুলিশ দিয়ে জবরদখল উচ্ছেদ করবে এরকম ক্ষমতার জন্য কেন আইনের প্রয়োজন হল? বে-আইনী যেখানে উচ্ছেদ করা কঠিন সেখানে কোন মর‍্যাল জাস্টিফিকেশন নেই বে-আইনী দখল করে বসে থাকার, কিন্তু অনেক জায়গায় যেখানে এখন প্রয়োগ হচ্ছে সেখানে একটা মর‍্যাল গ্রাউন্ড হচ্ছে—তারা কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি বিশেষ করে রিফিউজীদের ক্ষেত্রে, বাধ্য হয়ে তারা কোন কোন সরকারী জমিতে বসে গেছে এবং যদি একটুখানি খোঁজ খবর নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে এতে সরকারী বিভাগের ট্যাসিট কন্সেণ্ট ছিল। অর্থাৎ তোমরা বসে যাও তারপর তোমাদের ব্যবস্থা করে নেব। এখন কিন্তু আইন পাশ হবার পর যদি সরাসরি দরখাস্ত করে নোটিশ দেয় এক মাসের তাহলে তুলে দেবার ব্যবস্থা হবে। আর একটা জায়গায়ও প্রয়োগ হচ্ছে। কতকগুলি সেণ্টার ছিল রিসিভিং সেণ্টার যেমন শিয়ালদহ স্টেশন, সেখান থেকে ১৯৫৭ সালে তাদের ভবঘুরে বানিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল। কাশীপুর অথবা টালিগঞ্জে, এইসব জায়গায়-স্পেশাল রিসিভিং সেণ্টার ছিল, সেখানে এ্যাক্ট থার্টিনে এখন দেখছি উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় নিখিলবাবু যেটা বললেন তাদের কোন বিকল্প ব্যবস্থা দেওয়া হয়নি। এখানে ঘটনা হচ্ছে যদিও ১৯৫৭ সাল থেকে তাদের ভবঘুরে বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হল এখন বলা হচ্ছে তোমরা বে-আইনী রয়েছ, চলে যাও। তারা নিজেরা সেখানে যায়নি, সরকারী গাড়ীতে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, নিয়ে গিয়ে কথা ছিল যে তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবে। শিয়ালদহ স্টেশন অঞ্চলে যারা রয়েছে তারা যাতে কলকাতার আশে পাশে থাকার সুবিধা পায় এবং শিয়ালদাকে কেন্দ্র করে জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেবার ব্যবস্থা করার কথা ছিল কারণ তারা শিয়ালদাকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছে। কাশীপুরই বলুন অথবা টালীগঞ্জ ক্যাম্পই বলুন অথবা বর্ধমানে মানকড় এবং মেদিনীপুরের বালীচকের কথাই বলুন সেখানে কিছু কিছু লোক যারা সেখানে ছিল কিছু কিছু জীবিকার ব্যবস্থা করেছে, তাদের বিকল্প বসবাসের ব্যবস্থা না করেই তাদের বলে দেওয়া হয়েছে নোটিশ দেওয়া হয়েছে তোমরা বাড়ী ঘর ছেড়ে দাও, চলে যাও। আইনের যেভাবে প্রয়োগ হচ্ছে তাতে সেখানে যারা অন্যায়ভাবে রয়েছে, তাদের যদি বেদখল করা হত, উচ্ছেদ করা হত তাহলে কেউ আপত্তি করতনা কিন্তু আইনটা সেভাবে প্রযুক্ত না হয়ে যাদের রিলিফ দেওয়া দরকার তাদের উপর জবরদস্তি প্রয়োগ হচ্ছে। আমি এই বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি এটা বুঝি যে আইনে এরকম একটা ব্যবস্থা রাখা কঠিন কেননা আইনটা সবারই ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে রিফিউজীদের ক্ষেত্রে যারা কলোনীতে প্লট দখল করে আছে তাদের বিকল্প ব্যবস্থা না

করে সরান অসম্ভব, এবং করলে মার পিট দাংগার ব্যাপার হবে বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। সেটা কোনমতেই করা উচিত নয়। ভবঘুরে ক্যাম্পে যারা রয়েছে তারা সরকারী গাড়ীতে করে সেখানে গেছে, সরকার তাদের ডোল খাইয়েছে, হঠাৎ কোন কারণ নেই সরকারী ডোল বন্ধ করে দিয়ে বলা হল তাদের তোমরা ক্যাম্পের লোক নও, পাবলিক এভিক্‌শন এ্যাক্টে তাদের উচ্ছেদ করে দেওয়া হবে, তারা উচ্ছেদ হবে, এক মাসের নোটিশ দেওয়া হবে ইত্যাদি। এভাবে যদি আইনটা প্রযুক্ত হয় তাহলে ৫।৬ হাজার পরিবার রাস্তায় দাঁড়াবে। তাদের জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়নি। আইনটা যদি এভাবে মারাত্মকভাবে প্রযুক্ত হয় তাহলে বিশৃংখলা চরমভাবে বাড়বে এবং কিছু পরিবার শিয়ালদার রাস্তাঘাটে যাযাবরের মত অবস্থায় পরিণত হবে এভাবে আইনটা প্রয়োগের ফলে। কাজেই যদি বিকল্প ব্যবস্থার কথা আইনে না থাকে তাহলে আইনটা এভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়, এবং এভাবে প্রয়োগ করলে লক্ষ লক্ষ লোক-এর সর্বনাশ হবে। এটা মনে রেখে আইনটা কার্যে পরিণত করা উচিত।

[9-30—9-40 a.m.]

শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কোলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে সেখানে এই আইন অনুসারে কিছুদিন আগে নোটিশ জারী করা হয়েছে যে প্রায় ১৩০টা পরিবারের উপর যে তোমরা ওখান থেকে উঠে চলে যাও। এই পরিবারগুলি যে জমি নিয়ে আছে সেই জমিগুলি এমন কিছু ভীষণ ভাল জমি ছিল না—জংগল, জলা, জমি ছিল—সেখানে পূর্ববঙ্গের এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু উদ্বাস্তু ভাড়াটে এসে বহুকাল ধরে সেই জমি ভরাট করে সেখানে মাথা গুঁজে আছে। অতীতে এই সমস্ত রিফ্যুজিদের যখন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় নি তখন মন্ত্রিমহাশয় অনেক সময় বলেছেন যে তোমরা ওখানে আছ থাক, চিন্তা কি পরে যখন আমরা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারব তখন হবে। এখন অনেক বছর পর এই নূতন আইনের সুযোগে হঠাৎ তাদের উপর নোটিশ জারী করা হল যে তোমরা উঠে যাও। এর ফলে ১২৬টা পরিবার মানে প্রায় ১ হাজার লোক যেখানে ১০।১৫ বছর ধরে বাস করছে, নিজেরা খরচ করে কোন রকম একটা স্ট্রাকচার করে মাথা গুঁজে আছে সেখানে আজ এই আইনের বলে এক কথায় তাদের পথে দাঁড় করান হবে। এখন তাদের উপায় কি হবে? সরকার বলবেন যে আইনে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। কারণ এই আইনে তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবার ব্যবস্থা নেই। আবার পরে হয়ত বলা হবে যে তোমরা এতদিন ছিলে বলে তোমাদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করা হবে এবং এই ব্যবস্থাগুলো আরও কঠোর করার জন্যই এই এমেণ্ডমেণ্ড এসেছে। কোন কোন জায়গায় পাবলিকের কাজে প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে সেই জমি সরকারের দখল করা হয়ত প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু যেখানে ১০।১৫ বছর ধরে মানুষ বাস করে আসছে যেখানে প্রায় স্বাভাবিক এসে গেছে সেখানে গিয়ে তাদের উৎপাটিত করার কি প্রয়োজন হল? সরকার যদি তাদের কোন রকমে থাকবার জায়গা দিতে পারতেন তাহলে হোত। এ কথা নিশ্চয় স্বীকার্য্য যে সরকার থেকে আইনগতভাবে তাঁদের কোন দায়িত্ব থাক বা না থাক নীতিগতভাবে নিশ্চয় মানুষের বাসস্থান সংগ্রহ করে দেবার দায়িত্ব সরকারের আছে। তাঁরা বলে থাকেন যে আমাদের কল্যাণ রাষ্ট্র। আপনাদের যখন কল্যাণ রাষ্ট্র তখন মানুষের অকল্যাণ করার উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রে যখন মানুষ কোন রকমে মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে নিয়েছে—সে ক্ষেত্রে জমি কেড়ে নিয়ে তাদের রাস্তায় দাঁড় করানোর কি যুক্তি সেটা আমি বুঝতে পারি না। এ দিক থেকে আইন সংশোধন করা উচিত ছিল। উল্টো দিক থেকে যে যাতে অন্ততঃ পক্ষে এই সমস্ত মানুষকে হঠাৎ বাস্তুচ্যুত করতে হলেও তাদের অন্য কোথাও একটুখানি থাকবার জায়গা সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থা করা। সরকার কোন ক্ষেত্রে এইরকম করেন নি তা বলছি না—কোন কোন ক্ষেত্রে দিয়েছেন, কিন্তু এখানে আইনের বলে তাঁরা যে প্রচণ্ড ক্ষমতা দিয়েছেন তার ফলে সরকারী মহলে অতীতে যেখানে একটু শুভবুদ্ধি দেখা গিয়েছিল এখন তা আর দেখা যাবে না। এখন আর মানুষ এসে সরকারের কাছে কোন দাবী করতে পারবে না

ব আমাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে যেহেতু তোমরা আমাদের উৎপাটিত করতে চাও। সে জন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে এই সংশোধনী আইন সরকার প্রত্যাহার করুন বরং এই আইনকে ঠিক-ভাবে প্রয়োগ করবার মত একটা সংশোধন তাঁদের আনা উচিৎ।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ অধিকারী : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়,
West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963.
যেটা হচ্ছে এভিকসানের উপর তার সম্বন্ধে আমার আগে যারা বলে গেলেন তাঁদের যে সমস্ত কথা সে সমস্ত কথা তো আছেই, তাছাড়া আমি একটা জিনিষ বুঝতে পারছি না এভিকসান এমন কি জরুরী হল যার জন্য প্রথমে অর্ডিন্যান্স প্রোমালগেট করতে হয়েছিল। এটাতে আমার তাই একটু আশ্চর্য লাগে। তার কারণ অর্ডিন্যান্স সাধারণতঃ জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কোন উপায় না দেখে জারী করছেন। কিন্তু আমরা দেখছি একটা এভিকসান য়্যাক্ট ছিল তার উপর এটার এমন কি জরুরী হল যার জন্য ২।৩ মাসের মধ্যে আমাদের মহামান্য রাজ্যপালকে দিয়ে এটা করতে হল। এটা তাই আমার কাছে দুর্বোধ্য ব্যাপার। আমরা দেখেছি সরকারের এমন অনেক য়্যাক্ট আছে যার জন্য কোন অর্ডিনান্স হয় নি। বরং কোন য়্যাক্টে এমেণ্ডমেন্ড করার জন্য লেজিসলেচারের কাছে আনা হয়। কিন্তু এটা যেন করা হয়েছে ষষ্ঠী পূজা করার মত, একটু ফল বেল পাতা দিলেই অর্ডিন্যান্স হয়ে যায়।

কিন্তু এর পিছনে যে উদ্দেশ্য তা হ'চ্ছে ডিসরিগার্ডিং অফ ডেমোক্রেসি, তা না হলে অর্ডিন্যান্স জারী করবার একটা ষ্ট্যাণ্ডিং য়্যাক্ট থাকার পরেও এমন কি সিচুয়েশন হল যে যার ফলে যে সামান্য ২।৩ মাসের ব্যবধানের জন্য একটা অর্ডিন্যান্স জারী করতে হলো এবং তাই এখানে নিয়ে আসা হোল? আমি আশা করি মন্ত্রিমহাশয় এটার কি আরজেন্সি ফিল করেছেন তা আমাদের কাছে বলবেন। দ্বিতীয় কথা. হচ্ছে এভিকেসান, আনঅথরাইজড অকুপেশন-এর উপর। এটা সবাই চায়, তার কারণ এ, পাবলিক প্রোপার্টি—
It is the property of the State
কিন্তু যখন দেখতে পাচ্ছি যে, লজ অফ দি ল্যাণ্ড ঠিক থাকা সত্বেও তার ইমপ্লিমেন্টেশন-এর ব্যাপারে দুই রকম নীতি দেখা যাচ্ছে। আমি আপনার কাছে বলছি, এবং আপনি একটু খবর নিলেই এটা বুঝতে পারবেন যে, কলকাতার আশে পাশেও অনেক জমি আছে যেগুলি বড় বড় ক্রোড়-পতির করে রাখা হয়েছে তারাই সেগুলি কুক্ষিগত করে রেখেছে আনঅথরাইজড ভাবে। তাদের উপরে কিছুই হয় না। তাদের উপর কিছু করবার কল্পনাও এ'রা করেন না। কিন্তু আবার দেখতে পাচ্ছি রাজশাহী থেকে গতবার সেই হ্যালোকাষ্ট-এর পর যখন হাজার হাজার সাঁওতাল, ধাঙ্গড়, ও হাজার হাজার সাধারণ মানুষ চলে আসে। আমি মুর্শিদাবাদ জেলায় থাকি। আমার কনসটিটিউন্সি-র মুকুন্দ বাগের কুসুম খোলায় গভর্নমেন্ট-এর ল্যাণ্ড-এ তারা আশ্রয় নেয়। সামান্য ৩ বা ৫ কাঠা জায়গা নিয়ে মাথা গুঁজবার জন্য। তখন তাদের উপর এই এ্যাভিক্সন অ্যাক্ট প্রয়োগ করা হল। আশ্চর্যের কথা এটা দেখতে পাচ্ছি এই আনঅথরাইজড অকুপেশন-এ অনেক বড় বড় ভাগ্যবান লোক, এবং ক্রোড়পতি তারা নির্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছে। এটা ডিপার্টমেন্ট-এর এটা সবাই জানেন। কেউ যদি না জেনে থাকেন তবে আবার পুনরুক্তি করছি। এটা দেখা হোক যে, কোথায় কোন আনঅথরাইজড ল্যাণ্ড আছে। তা একটা কমিশন বসিয়ে দেখা হোক, সেই কমিশন রিপোর্ট দিক্। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে মানুষ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসছে, অথচ সেখানে তারা আশ্রয় পায় না। তাদের রিফিউজি বলে স্বীকার করবার সাহস পর্যন্ত নেই এই গভর্ণমেন্ট-এর। অপর দিকে তাদের বাঁচতে হবে, আর সেই বাঁচতে গিয়ে তারা একটা পতিত জমিতে বসেছেন। তাদের উপর ইভিকশন করবার জন্য নোটিশ জারী করা হয়েছে। আবার আমি দেখলাম তারই থেকে ৬ মাইল দূরে আর একটা জায়গায় কয়েক ঘর ভাগ্যবান উদ্বাস্তু বসান হল। এবং সেই বসাবার কর্তা হলেন মুর্শিদাবাদের কংগ্রেসের পণ্ডিত শ্রীদুর্গাপদ সিংহ। তিনি এখানে এম, এল, এ ছিলেন। সেখানে কিন্তু ইভিকশন অ্যাক্ট প্রয়োগ করা হ'ল না বা এই ইভিকশন ধারা সেখানে গেল না। তার কারণ হচ্ছে যিনি এই

আনঅথরাইজড অকুপেশন করাচ্ছেন তিনি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি বা সম্পাদক। তিনিই ডি-ফ্যাক্টো, লিডার। এবং তাঁর সংগে যোগাযোগ হচ্ছে এখানের চৌরঙ্গীর, এবং চৌরঙ্গীর নির্দেশ হচ্ছে

Writers' Buildings—This is the position,

আমরা প্রতিবারই এ সব দেখছি। অন্য কিছু বলবার নেই। এই আইনটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন-টেশান ব্যাপারে যে এপ্রোচটা হবে সে এপ্রোচটা অন্ততঃ সরকারের কাছ থেকেই এপ্রোচ হওয়া উচিত। একটা ইকুইটি বজায় রাখা দরকার। একটা ইকুয়েটবল এপ্রোচ হওয়া দরকার। একটা তার মধ্যে সেন্স অফ পজিশন বজায় রাখা দরকার। একটা ইমপার্সিয়াল এপ্রোচ হওয়া দরকার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোন ব্যাপারেই আমাদের পশ্চিমবংগ সরকারের পক্ষ থেকে —তা সে যে কোন ভাল অ্যাক্ট হোক না কেন সে অ্যাক্টকে ইম্প্লিমেনটেশান করতে গিয়ে দুই রকম নীতি নেওয়া হচ্ছে। একটা হচ্ছে যারা ভাগ্যবান যারা ১৬ বৎসর ধরে রাজত্ব করছে, আর একটা হচ্ছে দুর্ভাগ্যদের জন্য। সেজন্য আমি এই কথাটা আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে তুলে ধরবার জন্য বলছি। আপনারা মস্তিষ্কটা পরিস্কার করান, এবং সমস্ত জিনিস দেখুন, তাহলেই আপনারা দেখতে পাবেন প্রত্যেক জিনিস নিজের নিজের ধারায় বা মূল্যে নির্ধারিত হচ্ছে।

[9-40—9-50 a.m.]

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এই বিল সম্পর্কে যখন দফাওয়ারী আলোচনা হবে তখন আমি বেশী করে বলব। কিন্তু দু' একটা কথা বর্তমানে না উল্লেখ করে পারছি না। এই বিলের মধ্য দিয়ে একটা উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে এই যে আমি উদাহরণ দিয়ে বলি, যেমন কোতরঙ গভর্ণমেন্ট কলোনী, সেখানে সরকার একবার জমি দখল করলেন এবং হাই কোর্টে কেস করার পর সরকার সেখানে পরাজিত হলেন এবং সেই সব জমি সেখানে ছেড়ে দিতে হল। ইতিমধ্যে পুনর্বাসন দপ্তরের কোন উৎসাহী কর্মচারীর মাধ্যমে সেখানে বহু রিফিউজীকে বসিয়ে দেওয়া হয়। এখন কথা হচ্ছে এই আইন কার্যকরী করা হল, এখানে কালেক্টরকে ক্ষমতা দেওয়া আছে যে তিনি যেটা মনে করবেন সিভিল কোর্টে যাওয়ার উপযুক্ত তিনি সেটাকে সিভিল কোর্টে পাঠাবেন। ফলে স্থানীয় লোকের সংগে রিফিউজীদের একটা সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেবার চক্রান্ত এই বিলের মধ্যে রয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনেকবার বলেছি যে আপনি আপনার দপ্তর খুব সততার সংগে চালাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু আপনার দপ্তরে যে চক্রান্ত ধীরে ধীরে মহীরূহে পরিণত হচ্ছে সেটা আপনি দেখতে পান না। এ ক্ষেত্রে আমাদের সেই কথাই বলতে হচ্ছে। এই আইনের ৪ ধারাতে পরিষ্কারভাবে কালেক্টরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে তিনি যেটাকে মনে করবেন সিভিল কোর্টে যাওয়ার উপযুক্ত তিনি সেটাকে সিভিল কোর্টে পাঠাবেন। তার মানে হচ্ছে রিফিজী এবং স্থানীয় লোকের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেবার চক্রান্ত এই বিলের মধ্যে রয়েছে। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এই রকম ক্ষতিকর এবং চক্রান্তমূলক ধারাকে বাতিল করবেন।

Shri Nani Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1964.

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি একটা-আধটা দৃষ্টান্ত আপনার মারফত মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে রাখছি আইনের অপব্যবহার কিভাবে হয়েছে সেটা দেখানর জন্য। মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী বোধহয় জানেন যে সাল কুমার ইউনিয়নের জলদা পাড়া মৌজায় এবং তার সংলগ্ন সাল কুমার মৌজায় সরকারী জমিতে প্রায় ১৫০ জন লোক দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছিল, আনঅথরাজইড স্ট্রাকচার তৈরী করেছিল কোন রকমভাবে জংগল পরিষ্কার করে এবং এই আশায় তারা ওখানে বসবাস করছিল যে তাদের জমি পত্তনী দেওয়া হবে, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী জানেন কিনা জানি না তাঁর দপ্তরে এই মর্মে দরখাস্ত তারা দিয়েছিল যে এই সমস্ত জমির পত্তনী তাদের দেওয়া হোক এবং সেই অঞ্চলের যে তহশীলদার সেই তহশীলদার তাদের কাছ থেকে টাকাও নিয়েছে, এই ভরসা দিয়ে টাকা নিয়েছে যে সেই জমির পওনী তাদের দেওয়া হবে। সেই পওনী

পাওয়ার আশায় তারা এই রকম ধরণের করেছে এবং সেই জল্দা পাড়ার কিছুটা জোত ল্যাণ্ড তারা ঠিক করলেন ফরেস্টে দিয়ে দেওয়া হবে। ফরেস্টে হস্তান্তর করা হল না। তা সত্ত্বেও দেখা গেল যে এই আইনের বলে সেখানে রাতারাতি হাতি যাচ্ছে, পুলিশ যাচ্ছে এবং পুলিশ গিয়ে জোর জবরদস্তি করে ঘরবাড়ী ভেংগে দিয়ে তাদের বাস্তুচ্যুত জমি চ্যুত করা হচ্ছে। এই অবস্থাটা কিছু দিন আগে সাল কুমার ইউনিয়নের জলদা পাড়া এবং সাল কুমার মৌজায় ঘটে গেছে। সেই সমস্ত তহশীলদার, দুর্নীতিপূর্ণ অফিসার তারা তাদের প্রলুব্ধ করেছে, সাধারণ তাদের বাস্তুর আশাতে টাকা দিয়েছে এবং মনে করেছে যে তারা পত্তনী পাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে তারা সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। তারপর মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রিমহাশয় জানেন যে কুমারগ্রাম থানা থেকে আরম্ভ করে ফলাকাটা থানা পর্যন্ত এবং জলপাইগুড়ি জেলার সদর মহকুমায় এবং বিভিন্ন জায়গাতে গ্রেজিং ব্লক একটা চড়াই মহল দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। সেই চড়াই মহলে শত শত রিফিউজি ১০।১২ বছর ধরে বসবাস করে আসছে। তারা বহু জায়গা থেকে বার বার রাজস্ব মন্ত্রীর দপ্তরে আবেদন করেছে যে এই সমস্ত চড়াই মহল যেন ডিনোটিফাই করা হয়, খাস মহলের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তাদের পওনী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজস্ব মন্ত্রিকে জানাতে চাই যে এই সমস্ত কোন কিছু আজ পর্যন্ত করা হয়নি এবং তারপর মাঝখানে এই আইন এখানে যেভাবে সংশোধন হওয়ার জন্য এসেছে তাতে যে কোন অবস্থায় তারা উচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে। ঠিক এই অবস্থা পশ্চিম দিনাজপুরে আছে, মালদহে আছে, মুর্শিদাবাদে আছে, বিভিন্ন জায়গায় এই রকম পাবলিক ল্যাণ্ডের উপর বহু উদ্বাস্তু এসে বসেছে।

সেখানে তাদের বিকল্প পুনর্বসতির ব্যবস্থা না করেই সেই উচ্ছেদের খাঁড়া তাদের উপর ঝুলানো হচ্ছে এবং যে কোন সময় এই আইন বলে তাদের উচ্ছেদ করবার সুযোগ এই সরকার এবং দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্র পেয়ে যাচ্ছে, সেই সুযোগে এই আইনের মার্ক করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই আইনের একটা উদ্দেশ্যের কথা কোথাও নেই, অন্ততঃ এর মধ্যে দেখলাম না। যেমন ল্যাণ্ড য়্যাকুইজিসান অ্যাক্ট: সেখানে বলা হচ্ছে পাবলিকের প্রয়োজনে যদি কোন জমি দখল হয় তাহলে সেটা নিয়ে নেয়া হবে। এখানে কি উদ্দেশ্যে জমি সংগ্রহ করা হবে বা পাবলিক ল্যাণ্ডে যে সমস্ত আনঅথরাইজড অকুপ্যাণ্টরা বসে আছে তাদের উচ্ছেদ কি উদ্দেশ্যে করা হবে সেই উদ্দেশ্যের কোন কথা এই আইনে লিপিবন্ধ করা হয়নি। সেখানে সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্রের খেয়াল খুসী চরিতার্থ করবার উপর এই আইনটা ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। সেখানে যদি বলা হত যে পাবলিকের কাজের জন্য বা একটা টাউনসীপ গড়ে তুলবার জন্য কিম্বা এই ধরণের জনসাধারণের একটা সামগ্রিক কল্যাণমূলক কাজের জন্য এই জমিটা ব্যবহার করা হবে এবং তার ফলে উচ্ছেদ হচ্ছে তাহলে সেখানে প্রয়োজনের কথাটা বুঝা যেতে পারতো কিন্তু সে রকম কোন বিধান নাই এই সংশোধনীর মধ্যে; না, মূল আইনের মধ্যে কোথাও দেখলাম না। তবে ফলে যথেচ্ছা ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে এবং এর ফলে এই আইন য়্যাবুজড হবে। আমি আগেই বলেছি যে তাদের মধ্যে অধিকাংশই রিফিউজী এবং তারা ১০।১২ বছর ধরে জংগল টংগল পরিস্কার করে কোন রকমে মাথা গুজে আছে—তাদের উচ্ছেদের আর একটা অস্ত্র শানানো হচ্ছে এই আইনের মধ্য দিয়ে। সুতরাং আমি মনে করি এই বিল এখানে আসার আগে এটাকে সার্কুলেসনে দেয়া হোক্।

Shri Balai Lal Das Mahapatra: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 28th February, 1964.

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, এই বিলটা যে আকারে আনা হয়েছে তাতে আমি মনে করি সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার বেড়ে যাবে। কারণ আমরা দেখছি যে ব্যাপক ক্ষমতা যেভাবে হাতে নেয়া হয়েছে তাতে পুলিশ যথেষ্ট পরিমাণে অত্যাচার করবে এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়ের বিশেষভাবে চিন্তা করা করা উচিৎ ছিল। এই বিলটা আনবার সংগে সংগে বাংলাদেশের যে বিশেষ বিশেষ সমস্যা রয়েছে, যেমন ভূমি সমস্যা, বেকার সমস্যা সেগুলি তাঁর চিন্তা করা উচিৎ ছিল। তিনি জানেন লক্ষ লক্ষ বেকার লোক রয়েছে যারা সরকারী জমির উপর কোথাও ছোট ছোট

দোকানপাট করে জীবিকা নির্বাহ করছে। তিনি এও জানেন যে ভূমি সমস্যা কি ভয়ঙ্কর আকারে দেখা দিয়েছে এবং তিনি জানেন যে লক্ষ লক্ষ লোকের মাথা গুঁজবার স্থান নেই। বহু জায়গায় সরকারী জমি পড়ে আছে যেগুলি সরকারী কাজে লাগেনি, অথচ সেখানে ছোট ছোট দোকান করে লোকে জীবিকা নির্বাহ করছে কিন্তু এখানে যেভাবে আইন এনেছেন তাতে করে যদি এই আইনটা প্রয়োগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে সহস্র সহস্র লোক রাস্তায় দাঁড়াবে এবং এই আইনে যে ব্যবস্থা আছে তাতে অত্যাচারের সীমা কতদূর পর্যন্ত যাবে তা মাননীয় ডেপুটী স্পীকার-মহাশয়, আপনি জানতে পারছেন ; কারণ বলছেন ৬ মাস জেল এবং ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে। শুধু তাই নয়, যারা এই জমিতে বসবে তার জন্য যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার পাশাপাশি জমির যে খাজনা তার ডবল দিতে হবে, এইভাবে অত্যাচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

[9-50—10 a.m.]

আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করবো যে এইভাবে একটা কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করে যাতে এই বিলটাকে না আনেন—যেন প্রত্যাহার করেন—অথবা সংশোধিত একটা কিছু আনুন যাতে সেখানে জনগণের ভাল হয়। যদি সেখানে সরকারী জায়গায় প্রয়োজন না থাকে—কোন কাজের জন্য যদি দরকার না থাকে তাহলে সেখানে যারা বসেছে তাদের সেইভাবে সুযোগ দেওয়া হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করতে না পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত যেন সেখানে আইনটি প্রয়োগ না হয়। আমি উদাহরণ দিতে পারি যে কাঁথিতে এমন বহু যায়গা পড়ে আছে সেজন্য সরকারের কাছে আমরা বা সেখানকার স্থানীয় লোক অনুরোধ জানিয়েছে সেখানে দোকানপাট করবার জন্য এবং এতে সরকারের আয়ও হতে পারতো। কিন্তু সরকার সেই জায়গা সাধারণ মানুষকে দোকানপাট করতে দিচ্ছেন না। এখনও পর্যন্ত আমি জানতে পেরেছি যে যেখানে সাধারণ লোক দোকানপাট করে আছে তাদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে উচ্ছেদের জন্য—তাদের আদালতে যেতে হচ্ছে এবং লোক নানা-ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সেজন্য আমি এটাকে মন্ত্রিমহাশয়কে বিবেচনা করতে বলবো—কারণ আজ বাংলাদেশে যে রকম ভূমি সমস্যা, বেকার সমস্যা সে কথা চিন্তা করে আইনটিকে সংশোধিত আকারে আনুন এই অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জি : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমার এই যে সংশোধনী প্রস্তাব আমি এনেছি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে তাতে নীতিগতভাবে আমার কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। কারণ এই বিধানসভায় মাত্র কয়েকদিন আগে একটা আইন হোল, আবার সেগুলি মূলগতভাবে বদলাবার আর একটা আইন আমাদের কাছে এসেছে, কারণ এর বদলাবার প্রয়োজনীয়তা হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে যে এই আইন যারা রচনা করেন তাদের নিশ্চয়ই অকর্মন্যতা বা অপদার্থতা এর জন্য দায়ী এটা ধরা যেতে পারে। সেদিন আলোচনা করবার পর সরকারী তরফ থেকে যে সমস্ত জিনিস এখানের থেকে পাশ করানো যায় নি সেগুলি আবার অর্ডিন্যান্স মারফত আবার এই রকম এমেন্ডমেন্ট এনে এগুলি আর একবার গ্রহণ করবার একটা সুব্যবস্থা হয়েছে। এই সমস্ত কি করে গণতন্ত্রে হয় তা আমি বুঝতে পারছি না। অনেক আগে দেখেছি যে রাতারাতি আইন হয় আবার তা বদলানোও হয়। কিন্তু এই রকম নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে কোন সভ্য জগতে কোন জায়গায় হয় কিনা এটা আমাকে বলবেন দয়া করে। অবজেক্ট এণ্ড রিজনসেতে এই কথা বলেছেন যে এই আইন সাম ডিফিকাল্টিজে এই রকম করা হয়েছে। যেমন আমি একটু পড়ে দিই

For removing some difficulties in the working of the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) Act of 1962.

একথা আমরা ওঁর কাছ থেকে জানতে চাই যে এই আইন যখন এই বিধানসভায় এসেছিল অবশ্য তার সঠিক তারিখ আমার জানা নেই বোধ হয় ১৯৪৩ সালে সেই আইন এখানে এসেছিল কিনা এবং সেইটাই যদি ১৯৬২ সালে এসে থাকে তাহলে কবেকার এই আইন? সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এখানে সমালোচনা আমরা করেছি এবং এখন দেখছি যেটুকু বাকী ছিল সেটা অর্ডিন্যান্সের দ্বারা

দিয়ে এলে। আপনারা গণতন্ত্রের কথা বলেন, আপনারা বলেন সমাজতন্ত্র গড়ছেন—এখানে সোস্যালিষ্টিক প্যাটার্ণ অব সোসাইটির কথা যে বলেন এটা বাজে কথা, মিথ্যা কথা। এসব আপনাদের কার্যকলাপের মধ্যে তার কোন প্রমান পাচ্ছি না। আমাদের অনর্থক হয়রাণি করছে—লোকের এই সব পয়সা দেবে কে? এই সব আমাদের নিজেদেরই পয়সা যাচ্ছে—কেন এই রকম হয়?

তারপর আর একটা জায়গায় লিখেছেন যে কালেক্টর যা ভাল মনে করবেন তাই করবেন। আইন আছে, আদালত আছে এবং চিরকাল ধরে যা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে না এসে এটা কি হচ্ছে? একটা স্বেচ্ছাচারীতা হচ্ছে, আপনারা যাতা করবার একটা ক্ষমতা দিচ্ছেন। হতে পারে সে আপনাদের গভর্ণমেন্টের মনোনীত লোক কিন্তু তাই বলে জনসাধারণের যে রাইট আছে—তার যে অধিকার আছে আইনগতভাবে তাকে যে কনষ্টিটিউসন্যাল অধিকার দিয়েছে সেটা কেড়ে নিয়ে একজনকে নিযুক্ত করে দিলেন ?

কিন্তু তাই বলে জনসাধারণের যে রাইট, তাদের যে অধিকার আছে আইনতঃ কন্সটিটিউসন বা সংবিধান তাদের যে অধিকার দিয়েছে, সেই অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। একজনকে তাঁরা নিযুক্ত করছেন—তিনি যদি মনে করেন এই জমি আপনি বোনাফাইড ব্যবহার করছেন না, তিনি যদি বলেন আপনি তল্পীতল্পা নিয়ে উঠে যান, তাহলেই হলো। কেন? এ নিয়ে আপিল করতে চান করবেন, জজের কাছে যেতে চান যাবেন। যদি আপনারা আইন করতে চান, এমন লোককে দিয়ে আইন করান। যাঁরা আইন করতে জানেন। এই রকম নজীর ইংরেজ আমলেও পাবেন না। ৫০।৬০ বছর এমন কি একশো বছর সে সব আইন হয়ে গেছে, অথচ আজও সেই আইনের কোন সংশোধনেরও প্রয়োজন হয় নাই; তার সার্থকতাও নাই। কিন্তু আমাদের যে সরকার, তাঁরা যে আইন করছেন, তিন দিন পরে তার সংশোধনের প্রস্তাব করছেন। তাই আমি বলি এই বিধানসভা থেকে নির্দেশ দেওয়া উচিত যাতে করে পুনঃপুনঃ এই রকম ধরণের সংশোধন যেন মন্ত্রীরা আনতে না পারেন।

শ্রীকানাই পাল : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাচ্ছি। আমি সীমান্ত জেলার অধিবাসী নদীয়া থেকে আমি এসেছি। সরকার পক্ষ থেকে খুব ঘটা করে এই বিধান সভায় বলা হয়েছে যে সেখানে যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছে, তাদের নাকি শুধু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয় নাই, অর্থনৈতিক পুনর্বাসনও অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা যারা সেখানে বাস করছি, আমরা জানি -এই দুটোর কোনটাই বিশেষ কিছু হয় নাই। সেখানে সাধারণ লোক যারা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের পুনর্বসতির জন্য এগিয়ে এসেছে; যারা বন জঙ্গল ছাফ করে একটুখানি ঘরবাড়ী তৈরী করে মাথা গুজে বাস করছে, যারা এখানে ওখানে ছোটখাট সরকারী জমির উপর দোকান তৈরী করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করছে, এই সংশোধনী আইনের যে খড়্গ, সেটা তাদের উপর এসে পড়ছে। কিন্তু আমরা দেখছি না যারা জমিদার অবস্থাপন্ন লোক তারা যে বে-আইনীভাবে জমি দখল করে বসে রয়েছে যাতে জন-সাধারণের কোন স্বার্থ পূরণ হচ্ছে না বরং ক্ষতিই হচ্ছে তাদের কিছুই হচ্ছে না। কিংবা যে সমস্ত খাল বিল সংস্কারের ব্যবস্থা হচ্ছে, সেখানে জমিদারদের পক্ষ থেকে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেই বাধা দূর করবার চেষ্টা করা হচ্ছে না। এই আইনের দ্বারা সেই বাধা দূর হবে বলে আমি মনে কর্বাছ না। আমি মনে করছি এই আইন প্রয়োগ হবে এই দেশের দুঃস্থ জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে। এটা মনে করবার আমাদের কারণ ঘটেছে। একটা বিশেষ ঘটনার উপর নয়—, সরকারের এই যে আইন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম যে সব আইন তৈরী করেছেন এবং যে অবস্থায় যাদের উপর এইসব আইন প্রয়োগ করবেন বলে তাঁরা প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে তাদের উপর প্রযুক্ত হয় নাই। এই যে ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট পাস করা হয়েছে, পুরান সিকিউরিটি অ্যাক্ট তো ছিলই। সেখানে যে কারণে এই আইন পাস করা হয়েছে, ঠিক উল্টো কারণে তা প্রয়োগ করা হয়েছে। আমি নিজে তার জাজ্বল্যমান

প্রমাণ। মিউনিসিপ্যাল অফিসে একটা প্রস্তাব চীন-ভারত সংঘর্ষের জন্য এনেছিলাম, সরকার সেটা প্রমাণ করতে পারছেন না যে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে সেই প্রস্তাব করেছি। আমি যে সব বক্তৃতা করেছিলাম তার মিথ্যা ডকুমেন্ট তৈরী করবার চেষ্টা হচ্ছে।

[10—10-10 a.m.]

তার উপর আমার ঘরবাড়ী লুঠ হয়েছে, সর্বস্ব লুঠ হয়েছে। তারপর আমি যখন তার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে যাচ্ছি তখন আমাকে বলা হোল, আপনার বাড়ীঘর যে লুঠ হয়েছে সে সম্পর্কে আপনি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে যে দরখাস্ত দিয়েছেন তার এনকোয়ারী করবার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে থানায় ডাকছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে সেখানে নিয়ে আমাকে বন্দী করা হোল এবং জামীন পর্যন্ত পাওয়া গেল না। আইনের আশ্রয় যাতে না পাই তার জন্য সাক্ষীর জেরা শেষ হওয়া সত্বেও আমি কোলকাতার বাইরে যেতে পারব না এরকম জিনিস শুধু আমার বিরুদ্ধেই নয়, বহু লোকের বিরুদ্ধে রয়েছে, অনাদিবাবুর বিরুদ্ধে রয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টির লোকের বিরুদ্ধে রয়েছে এবং অন্যান্য বামপন্থীদের বিরুদ্ধে রয়েছে। স্যার, আমরা দেখেছি প্রত্যেক জায়গায় এইভাবে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে এবং তথা-কথিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরকার যা করছেন তার বিরুদ্ধে এইসব জিনিস প্রযুক্ত হচ্ছে। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে যেখানে প্রতিশ্রুতি দেওয়া নেই যে এটা জনস্বার্থের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে না—আমি তার বিরুদ্ধে। সেই ব্যাপার এখান থেকে পাশ না হওয়াই ভাল।

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্যদের বক্তৃতা খুব মনোযোগ সহকারে শুনতে শুনতে আমি দেখলাম তাঁদের মধ্যে দুটি ভাগ আছে। একদল বলছেন এবং যেমন এইমাত্র একজন সদস্য বললেন এই আইন মোটামুটি অত্যাচার এবং পীড়নমূলক, বলাইবাবুও সেকথা বলেছেন। তবে সুখের কথা হচ্ছে মাননীয় সদস্য গোপাল ব্যানার্জী মহাশয় বলেছেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এরকম আইনের প্রয়োজন থাকতে পারে এবং মরাল জাস্টিফিকেসন-ও থাকতে পারে। এটা সুখের কথা হলেও দুঃখের কথা হচ্ছে যে আইন তাঁরা এই বিধান সভায় পাশ করেছেন তারপর সেই আইনের পুরোপুরি সমালোচনা করা বা নিন্দা করা এটা আমার মনে হয় বিধান সভার নিয়ম সংগত নয়। যাহোক, এখন কথা হচ্ছে মূল আইন সংগত ছিল কিনা সেটা অবান্তর, আসল কথা হচ্ছে সংশোধন কতটা প্রয়োজন আছে। মাননীয় সদস্যগণ কোন কারণে হয়ত আমার কথায় কর্ণপাত করেননি, কিন্তু সংশোধন কেন প্রয়োজন সে সম্পর্কে গতকাল সংক্ষেপে আমি বলেছিলাম। যাহোক, সংশোধন করার কারণ সম্পর্কে আমি আবার বলছি। মাননীয় সদস্য বিজয়বাবু বললেন, এটা কি ব্যাপার? এখনই সংশোধনের দরকার হয় কেন? ৬ মাস যেতে না যেতে আবার সংশোধনের কেন প্রয়োজন হোল? স্যার, আমরা যদি বিজয়বাবুর মত সত্য সত্যই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতাম তাহলে খুব ভেবেচিন্তে এমন আইন করতে পারতাম যেটা ১০০ বছরের মধ্যে পাল্টাতে হোতনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমরা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। শুধু তাই নয়, শৈলেনবাবুর মত আমাদের মস্তিস্ক সাফ নয়, তাঁর মস্তিস্ক এতই সাফ যে তিনি দূরদৃষ্টি রেখে আইন করতে পারেন। তবে তিনি যদি আমাদের কাছে কোন অভিমত দিতেন তাহলে আমরা খুসী হতাম—কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি কোন অভিমত দেননি। যাহোক, আমি এটুকু বলতে পারি যে, আইন যখন করা হয় তখন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছিল। বিজয়বাবু এটুকু ভুল করে বলেছেন যে, মূলতঃ আইনের পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু আইনটি যদি তাঁরা দয়া করে পড়তেন তাহলে কোন সদস্যই বলতে পারতেন না যে এটা মূলতঃ পরিবর্তন করা হয়েছে। মৌলিক কোন পরিবর্তন করা হয়নি এবং উদ্দেশ্য ঠিকই আছে। তবে সেই উদ্দেশ্য পালন করতে গিয়ে কিছু কিছু যা অসুবিধা দেখা দিয়েছে সেগুলি দূর করবার জন্যই এই সংশোধনী বিধেয়কটি উপস্থিত করা হয়েছে। এখন দেখা যাক এই অসুবিধাগুলি কি? প্রথম কথা হচ্ছে মূল আইনে প্রথা আছে যে, ফার্স্ট ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট-কে এ বিষয়ে ভার দেওয়া যেতে পারে। এই ভার নুতন করে দেওয়া হচ্ছেনা। অনেকে মনে করছেন এস, ডি,

ওকে ভার দেওয়া হয়েছে। এতে লেখা ছিল অ্যান অফিসার নট বিলো দি র‍্যাঙ্ক অব ফার্স্ট ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেট। সেটা এখানেও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে এস, ডি, ও-কে দেওয়া যেতে পারে। তারপর, আর একটা কথা হচ্ছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড, দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড এরকম যে সমস্ত পাবলিক অথরিটি আছে তাদের কাছ থেকে বহু বিবরণ, বহু অভিযোগ পাওয়া গেছে যে তাদের স্বত্বের জমির উপর বসে আছে অনধিকার দখলকারীরা যাদের উচ্ছেদ করবার জন্য কোন সুবিধাজনক ব্যবস্থা নেই।

এখনি উচ্ছেদ করা যেতে পারে, সেতো দেওয়ানী আদালতের সাহায্যে। মাননীয় সদস্যগণ জানেন বিশেষ করে যাঁরা মফঃস্বল থেকে এসেছেন, তাঁরা জানেন যে সেচ বিভাগের বহু জায়গায় অনধিকার দখল করে আছে, ফলে সেচের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। মাননীয় সোমনাথবাবু বললেন তারা ১০।১২ বছর ধরে যখন বসে আছে তখন তাদের আর উচ্ছেদ করা উচিত নয়। ১০।১২ বছর ধরে যেহেতু তারা একটা সেচের জায়গা, কি একটা সেচের খাল কি নালা কি নদী অথবা একটা সেচের বাঁধ দখল করে সেচের উদ্দেশ্য ব্যাহত করছে, বাঁধ নির্মাণের কাজ ব্যাহত করছে এই কারণেই শুধু তাদের অধিকার জন্মায়না। অধিকার হয় যদি কোন মাননীয় সদস্য মনে করেন আর এর ফলে সমস্ত পাবলিক অথরিটিকে এরকমভাবে একটা উচ্ছেদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, আমি মাননীয় সদস্যগণের কাছে বলতে পারি যে এ সম্পর্কে পূর্বেই কাউন্সিলে কয়েকজন মাননীয় সদস্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কিন্তু তখন এখান থেকে এই বিধেয়কটি গৃহীত হবার পর যাওয়া হয়েছিল বলে সংশোধন করার সময় ছিলনা, কিন্তু তখনই আমি তাঁদের যুক্তির সারবত্তা বুঝেছিলাম কিন্তু সংশোধন করবার উপায় ছিলনা। তারপর হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য লোকাল অথরিটির কাছ থেকে বিবিধভাবে আমার কাছে বলা হয়েছিল অত্যন্ত শীঘ্র এই আইনটি সংশোধন করে তাদের কাজের সুবিধা করে দেবার জন্য, সেজন্য জরুরী অধ্যাদেশটি জারী করা হয়েছিল। তখন বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন ছিলনা কাজে কাজেই বাধ্য হয়ে এই অধ্যাদেশ প্রয়োগ করেছিলাম।

আর একটা কথা হচ্ছে—আপনারা যে সব বলেছেন তার মধ্যে বেশীর ভাগ কথা যা হয়েছে তাতে একটা আশংকা ফুটে উঠেছে যে উদ্বাস্তুদের বিশেষ করে উচ্ছেদ করবার জন্যই একটা শাণিত অস্ত্র সরকার গ্রহণ করেছেন। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কিছু কিছু সরকার গ্রহণ করছেন, তা হয়ত সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক না হতে পারে তা একেবারে বর্জনীয় বা নিন্দনীয় এটা বলবার কোন কারণ নাই। যারা প্রকৃত উদ্বাস্তু এবং যারা আশ্রয়প্রার্থী এবং যাদের পুনর্বাসন প্রয়োজন তাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই আইন প্রয়োগ করা হবে এটা আমি মাননীয় সদস্যগণকে আশ্বাস দিতে পারি। শ্রীযুত মনোরঞ্জন হাজরা মহাশয় বলেছেন একটা কথা, তিনি দুবার উচ্চারণ করলেন, বললেন এই কথা যে ম্যাজিস্ট্রেট সিভিল কোর্টে পাঠিয়ে দেবেন, সিভিল কোর্ট মামলা করবেন। ঠিক তা নয়। কথাটা হচ্ছে সেকশন ফোর-এতে বলা হয়েছে ....

the Collector is satisfied that any person concerned is not in unauthorised occupation of the public land or is of opinion that a bona fide dispute regarding title to the public land exists, he shall make and order cancelling the proceedings and referring the parties to the civil court.

সেখানে প্রসিডিংস বাতিল করে দেবেন এবং পার্টি সিভিল কোর্টে আশ্রয় নিতে পারবে। তিনি একটা মামলা রুজু করবেন তা নয়, মামলার উদ্ভব করে দেবেন তা নয়, যেখানে সিভিল ডিস-পিউট আছে তারা মোটামুটি ঠিক করবেন—দেওয়ানী আদালতের আওতাভুক্ত কোন বিষয় রয়েছে কিনা, সেখানে দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় নেবার জন্য পরামর্শ দিতে পারবে। সেখানে আদালতে গিয়ে মামলা রুজু করবে না। দ্বিতীয় যে জিনিস মনে হচ্ছে তাই এখন বলতে চাচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মনে করি মাননীয় সদস্যগণ কিছুকাল আগে জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে যে আইনটা বিধানসভার পাশ করেছিলেন, যে বিধেয়ক গ্রহণ করেছিলেন, যেটা পরে আইনে পরিণত হয়েছিল তারই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কয়েকটি সংশোধনী উপস্থাপিত করা হয়েছে। আশা করি তাঁরা সে সংশোধনগুলি গ্রহণ করবেন।

Shri Balai Lal Das Mahapatra:

বেকার এবং ভূমিহীনদের উচ্ছেদের বেলায় সেই আশ্বাস দিচ্ছেন, যেমন উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে দিয়েছিলেন।

The motion that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Syamadas Bhattacharyya that the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963, be taken into consideration, was then put and agreed to.

[10-10—10-20 a.m.]

Clauses 1 to 6

The question that clauses 1 to 6 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963.

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: Sir, I beg to introduce the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963, be taken into consideration.

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, বিহার থেকে কিছু কিছু এলাকা যা আমাদের পশ্চিমবাংলার সংগে সংযুক্ত হয়েছে সে সব এলাকায় বিহার ভূমি সংস্কার আইন প্রযুক্ত ছিল এবং এখনও আছে। বিহার ভূমি সংস্কার আইনের সংগে পশ্চিমবাংলার আইনের অনেক পার্থক্য আছে। পশ্চিমবাংলার আইনের যে যে ধারা আছে সেই সেই ধারা যাতে বিহার থেকে আমাদের সংগে সংযুক্ত অঞ্চলের উপর যাতে প্রয়োগ করা যেতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংশোধন বিধায়কটি আপনাদের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে।

Shri Nikhil Das: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1964.

স্যার, আমাদের যে ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেট এ্যাকুইজিসান এ্যাক্ট আছে সেই এ্যাক্ট-এর এ্যামেণ্ড-মেন্ট আনতে পারত। কিন্তু তা তাঁরা করলেন না। আমরা বলছি যে আসলে তো এস্টেট এ্যাকুই-জিসান এ্যাক্ট-ই অসম্পূর্ণ আছে। সেই অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে কোন এ্যামেণ্ডমেণ্ট নাই। সেই অসম্পূর্ণতা দূর করে ভাল করে এ্যামেণ্ডমেণ্ট করলে তো অনেক ল্যাণ্ড আসতে পারত এবং তা আসা উচিত ছিল। যাই হোক, এই এ্যামেণ্ডমেন্ট-এর ফলে যে ল্যাণ্ডগুলো আসবে সেগুলো কৃষকরা পাবে না সেগুলো সম্পর্কে কোন কথা এই এ্যামেণ্ডমেন্ট-এর মধ্যে নেই। সেজন্য আমি এই সারকুলেশান মোশান মুভ করছি।

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st July, 1964.

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমার এই বিলটি দেখে আশ্চর্য লাগছে, কারণ বিহারের যে অংশ আমাদের সংগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার জন্য কিছু করা হয়নি এটা দেখে। প্রায় ৬।৭ বৎসর হতে গেল, তখন আমাদের এখানে এষ্টেট এ্যাকুইজিসান বিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এত দেরী হ'ল কেন? এর ভেতরে সরকারের উদ্দেশ্য যা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হচ্ছে,—সেটা হ'ল যদি সঙ্গে সঙ্গে এই আইনটা বিহারের ঐ এলাকায় প্রয়োগ করা হ'ত তাহলে সে সময়ের মধ্যে জমিদার, জোতদারদের প:ক্ষ অসম্ভব হ'ত বেনামী হস্তান্তর করা, এবং আইনের যে উদ্দেশ্য—যা কিছু ভাল তা ব্যর্থ করা। তা না করে এই আইনের এখন আর কি উ:দ্দশ্য থাকতে পারে? ৫ বৎসর আগে কি এই আইন আসতে পারতো না?

Mr. Deputy Speaker:

এ আবার যদি সারকুলেসান মোশন-এ দেন তাহলে আবার দেরী হয়ে যাবে।

Shri Hare Krishna Konar:

আমার বক্তব্য আমাকে বলতে দিন। অথচ আমাদের এখন সর্বনাশ ক:র দেবার পর আপনারা লোককে দেখাতে চান যে, দেখ আমরা এই আইন প্রয়োগ করছি। পুরুলিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকদের আপনারা দেখাতে চান। অথচ এতে কাজ কিছু হবে না এবং এই আইন কার্যে প্রয়োগও হবে না। কেবল সাময়িক স্তোকবাক্য দেওয়া হচ্ছে যে, আমরা তোমাদের জন্য চেষ্টা করছি। আমরা এই ট্রান্সফার্ড এরিয়া-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি, এবং কৃষকদের কাছে এই কথা বলতে চাই যে, এই আইনে ঐ সব জোতদারদের সাহায্য করেছে এবং তার জন্যই ৬।৭ বৎসর অপেক্ষা করা হয়েছে। আজকে যখন সব শেষ হয়ে গেল, তখন দেখানোর জন্য এটা আসছে, এবং বলা হচ্ছে একই ষ্টেটে এ ধরণের দুই রকম ব্যবস্থা থাক:তে পারে না, এবং আজকে সেই কারণে এই বিল আনা হয়েছে - এ অবস্থা প্রতিকারের জন্য। আমার বক্তব্য রেলিভ্যাণ্ট এবং আমি সারকুলেশান চাচ্ছি। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন অন্য ভাবে এটা আসে না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এষ্টেট এ্যাকুইজিসান এ্যাক্ট এ্যামেণ্ড করা হয়েছে, এবং এ্যামেণ্ড করা হলে এ্যাক্ট-এর সমস্ত কিছুই এসে যায়। তাহলে স্বভাবতঃই এই কথা বলতে হয় এই এ্যাক্ট কি প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং তার অবস্থা আজ কোথায় দাঁড়িয়েছে? গত দু-এক বছর ধরে এটা বিশেষভাবে দেখছি যে, দিল্লীতে আমাদের যে প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রী থাকেন—তাঁদের থে:ক আরম্ভ করে একেবারে নীচের স্তরের সাধারণ কংগ্রেসের লোক, একটা কথাই বলছেন —ভূমি সংস্কারের কথা। অর্থাৎ এতদিন যে স্তোকবাক্য দিয়েছিলেন তারা এখন বল:ছন ভূমি সংস্কাব আইন করতে চাই--ও তার এ্যাপলাই চাই। আমরা বিরোধীপক্ষ গত ১০ বৎসর ধরে বলে আসছি, যে, আইন করেছেন তা ভুল করেছেন, ইউ আর প্লেয়িং উইথ দি লাইফ অফ 'দ নেশান। এই কথা আমরা বারবার বলছি। এবং আমরা গঠনমূলক অনেক কিছু বলি। আমরা বলতে চাই জমিদার, জোতদারদের বাঁচাতে বা স্বার্থ রক্ষা করে তাদের পক্ষে মৌলিক কিছু কবা সম্ভব নয়, কিন্তু তা স:ত্তও আমরা বলি কিছুটা করা যায়। অন্যান্য দেশেও বুর্জোয়া গভর্নমেন্ট কিছু আছে, এমন কি জাপান গভর্নমেণ্ট, যেটা আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল সে গভর্ণমেণ্টও যুদ্ধের পর ভূমি সংস্কার করেছিল। এবং ভূমি সংস্কার বলতে ঐ জাপানও পর্যন্ত বেশ কিছু পরিমাণ জমি জমিদারদের, জোতদারদের কাছ থেকে নিয়ে কৃষকদের বিলি করেছিল। অবশ্য যদিও সেটা তারা নিজেদের অনুযায়ী করেছিল। আমরাও তাই বলেছিলাম গভর্নমেন্ট-এর মৌলিক কিছু করবার ক্ষমতা না থাকলেও, কিছু তো করা যায় যাতে নাকি এগ্রিকালচারাল প্রোডাকসান-এ কৃষকদের কিছু সহায়তা করা যায়।

[10-20—10-30 a.m.]

আমরা বারবার একটা কথা বলেছি যে এই রকম ধাপ্পা দেবেন না যে শুধুমাত্র কিছু সার আর কিছু সেচের জল হলেই উৎপাদন বাড়ে। যদিও সাধারণের ধারণা সেচ সার দিলে হয়, কিন্তু সেচ সার দিলেই হয় না। কারণ যারা উৎপাদন করবে, বিশেষ করে আমাদের মত পশ্চাৎপদ

দেশে কৃষির জন্য যারা মেহনত, পরিশ্রম করবে তারাই হচ্ছে মেন ফ্যাক্টর প্রধান উপাদান কৃষি উৎপাদন বাড়ানর দিক থেকে। যদি কৃষকের অবস্থা ভাল না হয়, জমিতে সার প্রয়োগ করবার ক্ষমতা তার না থাকে, যদি কৃষক তার উৎপন্ন ফসল ভোগ করতে না পারে, যদি জমিগুলি থাকে বড় বড় জমিদার জোতদারদের হাতে যাদের একমাত্র স্বার্থ হচ্ছে মুনাফা করা, উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, তাহলে যতই চিৎকার করুন না কেন উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে না। এটা হচ্ছে আমাদের গত ১০ বছরের অভিজ্ঞতা। যাঁরা ইতিহাসের আইনগুলি বোঝেন তাঁরাই এটা বলে দিতে পারেন। আমরাও সেই ভাবে বলেছিলাম যে আপনারা যে পথে চলছেন সে পথ হচ্ছে সর্বনাশের পথ, বাংলাদেশের কৃষি নিয়ে ছেলেখেলা করছেন। কিছু কিছু যে উৎপাদন বাড়েনি তা নয়, সেচ সার দিলে কিছু বাড়ে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না, সমস্যার জটিলতা বাড়ে। আজকে যে সমস্যা বেড়েছে ক্যান ইউ ডিনাই? শুধু মাত্র প্রকৃতিকে দায়ী করলে চলেনা, প্রকৃতি সব দেশে আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা সেজন্য বরাবর বলেছিলাম যে এই ভূমি সংস্কার ব্যবস্থাকে কৃষি উৎপাদন এবং কৃষকের উন্নতি এর সংগে জড়িত করে দেখা দরকার। দ্বিতীয়তঃ বলছিলাম একটা মূল কথা, জমির কেন্দ্রীভূত অবস্থা সম্বন্ধে। আইনের কথা বলবেন না, খাতা দেখে বলবেন না যে ৭৫ বিঘার বেশী জমি রাখতে পারবে না। কাকে ধাপ্পা দিচ্ছেন? বাংলাদেশের কৃষককে এইভাবে ধাপ্পা দেবেন না। আমরা বলেছিলাম কার্যতঃ ইন রিয়ালিটি জমি যাতে কেন্দ্রীভূত অবস্থায় না থাকে, দ্বিতীয়তঃ, যাতে গরীব কৃষক চাষ করবার মত জমি পায়। আমরা কোন ইউটোপিয়ান নয় যে সমস্ত কৃষক জমি পেয়ে যাবে। কিন্তু যথা সম্ভব ম্যাক্সিমাম নাম্বার অব পেজ্যাণ্ট যাতে জমি পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে, আর বাকি শিল্পোন্নয়ন, অন্যান্য ব্যবস্থায় করা যেতে পারে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে যদি বাংলা দেশের গ্রামের দিকে তাকান যায় তাহলে কি দেখা যাবে? আপনারা তো গ্রামে যান ভোট নিতে, কি দেখেছেন? জমির কেন্দ্রীভূত অবস্থা কমেছে? যে কোন গ্রামে চলুন, বিরোধী পক্ষ চলুন আপনারা চলুন, দেখিয়ে দিন যে ১০ বছর আগে এই কৃষকের জমি ছিল না, আপনাদের ভূমি সংস্কার আইনের ফলে তার হাতে এত জমি এসেছে। বরং উল্টো দেখা যাবে, গ্রামে যাদের হাতে কিছু কিছু জমি ছিল গত ১০ বছরে আপনাদের ভূমি সংস্কার আইনের ফলে, আপনাদের ইকনমিক এণ্ড আদার পলিসির ফলে তাদের জমি আরো চলে গেছে। অর্থাৎ এক দিকে জমির কেন্দ্রীভূত অবস্থা এবং আর এক দিকে বেশীর ভাগ কৃষক জমিহীন। কেমন করে কৃষকের উন্নতি হবে? কেমন করে খাদ্য সংকট দূর করবেন? যদি উৎপাদন বাড়েও কিছু, আপনি আটকাচ্ছেন কি করে যদি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে খাদ্য জমা থাকে? বাকি লোকের হাতে যদি ফসল না আসে তাহলে আপনি কেমন করে হোর্ডিং মজুতদারী বন্ধ করবেন?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : ইট ইজ নট উইদিন দি স্কোপ অব দি বিল। আপনি সাধারণভাবে বক্তৃতা করছেন। এস্টেটস এ্যাকুইজিসান এ্যাক্ট এক্সটেণ্ডেড হচ্ছে, তার ব্যাপারে বলুন। আপনি সমস্ত বলছেন কেন?

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি আমাদের চেয়ে অভিজ্ঞ—আপনি গত এক বছর ধরে নিশ্চয়ই কাগজে পড়েছেন যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী থেকে সকলেই ভূমি সংস্কার নিয়ে কেমন বিচলিত। আমরা ভূমির উপর ও'দের কাছে বারেবারে নির্দিষ্ট প্রস্তাব রেখেছি, বারেবারে বলেছি যে যে সব ভুল ত্রুটী দেখা গেছে, বুঝা গেছে সে ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে একটা সংশোধন নিয়ে আসুন। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তিনি ভদ্রলোক, খুব ভদ্রভাবে কথা বলেন এবং আমরা জানি তিনি যুক্তি দেবার চেষ্টা করেন, শান্তভাবে কথা বলেন কিন্তু বারেবারে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এটা ঐ উদ্দেশ্যে করছি, আমরা একটা কমপ্রিহেনসিভ বিল নিয়ে আসবো। কত বছর ধরে তিনি বলছেন যে কমপ্রিহেনসিভ বিল নিয়ে আসবো কিন্তু কমপ্রিহেনসিভ বিল আসছে না এবং এ কি অস্বীকার করতে পারেন যে গত দশ বছর ধরে ভূমি সংস্কারের যেটুকুন আইন ছিল নষ্ট করেছেন? গত এক বছরে আরো কি হয়েছে—যে কোন জেলায় চলুন, সেখানে গায়ের জোরে বলুন, আর সংগঠিত শক্তিই বলুন, আইনের সুযোগ নিয়ে যেখানে সেখানে বেনামী হয়েছে, বেআইনী হয়েছে আমরা তা ধরবার চেষ্টা করেছি, সাহায্য করেছি—আগেকার বিমল বাবুকেও সাহায্য করেছি, ও'কেও সাহায্য করেছি। গত এক বছর ইমার্জেন্সীর সুযোগ নিয়ে

করেছেন? আমি প্রত্যেক জেলায় ডিটেলড্ রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারিনি এই কয়দিন তবে আমি কংক্রীট কতকগুলি গ্রামের নাম দেব, যেমন মালদহ, ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর, কাকদ্বীপ অঞ্চল, শিলিগুড়ী প্রভৃতি জায়গায় যে জমি উদ্ধার করেছিলাম, সে জমি আইনের বলে সংগ্রহ করেছিলেন ভেস্টেড্ জমি তাও চলে গেছে—সেই জমি আমরা জেলে গিয়ে আটকাতে পারিনি (কংগ্রেস বেঞ্চ হইতে কণ্ঠস্বর : কোর্ট আছে) চমৎকার ব্যাপার। আইন করবো, আর এই কংগ্রেসের রাজত্বে কখনও বলবো সংবিধান, কখনও বলবো কোর্ট, কখনও বলবো ম্যাজিস্ট্রেট, তাহলে কি এটা সত্যই একটা টকিং হাউস য়্যাসেম্বলী, আইন শুধু ভাঁওতা দেবার জন্য, কারণ আইন করে আমরা কিছু করতে পারিনা। যদি দরকার হয় সংবিধান পরিবর্তন করুন—আপনাদের হাতে তো পার্লামেন্ট আছে, সেখানে মেজরিটি রয়েছে, কেন করতে পারেন না? আমি বলতে চাই বারেবারে মানুষকে যে প্রতারণা করা হচ্ছে এই প্রতারণা বেশীদিন করা যায় না এটা খেয়াল করা প্রয়োজন, কারণ দমদমের মানুষ আজ না খেয়ে মরেনি ১৩৫০ এর মত। তারা আজকে একটা নূতন পরিচয় দিয়েছে এবং প্রয়োজন হলে কৃষকরাও গ্রামে সেই অবস্থা সৃষ্টি করবে। আমি তাই বলেছি এই যে জমি নিয়ে ছেলেখেলা হচ্ছে পুরুলিয়ায় য়্যাপ্লাই করছি বলে এর সংগে অন্ততঃ আমাদের জড়িত করবেন না, আমরা এই ছেলেখেলার মধ্যে নেই, আমরা এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে। আপনারা যদি সঠিক কিছু করতে চান, সামগ্রিকভাবে কিছু সংশোধন করতে চান তাহলে আমাদের সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন তা নাহলে কোন সহযোগিতায় আমাদের পাবেন না, এই আমার বক্তব্য।

Shri Nathaniel Murmu:

মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই ওয়েষ্ট বেংগল এস্টেট য়্যাকুইজিসান (সেকেন্ড) য়্যামেন্ডমেন্ট বিল সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে বিহারের যে এলাকা পশ্চিমবাংলায় এসেছে পুরুলিয়া এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় ইসলামপুর মহকুমা সেই এলাকায় আজ পর্যন্ত বিহার টেনান্সী য়্যাক্ট অনুযায়ী সেখানকার জমিজমার স্বত্ব স্বামিত্ব নির্ধারিত হত, আমি বিশেষ করে বলবার চেষ্টা করেছি বিধানসভায় প্রথম অধিবেশনে যে বিহার থেকে যে এলাকা এসেছে সেই এলাকার ভূমির স্বত্ব স্বামিত্ব একটু অন্য রকম এবং অবিলম্বে বাংলাদেশের যে ভূমি সংস্কার আইন এবং জমিদারী দখল আইন আছে তার মধ্যে যত ত্রুটী বিচ্যুতি থাকুক না কেন, সেটাকে যদি তাড়াতাড়ি সেই এলাকায় চালু করা যায় তাহলে সেই এলাকায় কিছুটা সুফল পাওয়া যেতে পারে, মাননীয় ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী সেই অঙ্গীকার দিয়েছিলেন এবং আজকে তিনি চেষ্টা করেছেন সেই এলাকাকে বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার এবং জমিদারী দখল আইনের আওতায় আনার জন্য কিন্তু আমরা যেটা আশা করেছিলাম, তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিগত বাজেট অধিবেশনে যে একটা সংশোধিত বিল আনবেন সেটা দেখছি না। আমি নির্দিষ্ট ঘটনা এবং সমস্যাগুলির উল্লেখ করছি—বিহারের ইসলামপুর এলাকার কিষেণগঞ্জ সাবডিভিসান যেটা পশ্চিম দিনাজপুরের সংগে যুক্ত হয়েছে সেখানে বিহার টেনান্সী য়্যাক্টে চুকামী বলে একটা স্বত্ব রয়েছে সেই চুকামী স্বত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে কোন স্বত্ব নয়।

[10-30—10-40 a.m.]

সেখানকার জমিদার জোতদারদের আওতায় বহু লোক সেখানে চুকামি জমি নিতো তারা ইজারা নিয়ে জমির ফসল ভোগদখল করতো এবং তারা একটা ফসলের অংশের দাম দিতো তারা যেটা দিতো সেটা খাজনা নয় ট্যাক্স নয়—সেলামীর মত দিয়ে আসতো এবং এইভাবে ৪০।৫০ বছর ধরে এই ইসলামপুর এলাকায় চুকামী সর্তে জমি ভোগদখল করছে। কিন্তু বিহারের সেই ইসলামপুর এলাকা যখন বাংলা দেশে এলো এবং বাংলাদেশের এই ভূমি সংস্কার বা জমিদারী দখল আইন যখন চালু হোল তখন সেখানকার সেই জমির মালিকরা দেখলো যে আজকে হোক কালকে হোক বাংলা এই ভূমি সংস্কার বা জমিদারী দখল আইন বাংলা দেশে প্রবৃত্ত হবে এবং তখন আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবো। এবং সেই সুযোগে তারা নূতন রায়ত সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে লাগলো। আপনি জানেন স্যার, পাকিস্তান থেকে যেসব বড় বড় লোক

এসেছে—টাকাওয়ালা লোক এসেছে যারা এই এলাকায় জোতদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চান তাদের মধ্যে এই ইসলামপুর এলাকায় এই অবস্থা ঘটেছে এবং যারা ৩০।৪০ বছর ধরে চুকামী সর্তে জমি ভোগ দখল করছে সেখানকার জোতদাররা সেই জমি নূতন জোতদারদের পত্তন দিয়েছে অর্থাৎ খোসকবলা করে দিয়েছে। যেমন আমি নাম করে বলছি, দু জন বড় জোতদারের নাম বলছি একজন হচ্ছে কিষানগঞ্জের জমিদার, তার নাম হচ্ছে রাজেন্দ্র প্রসাদ। আমাদের ভূত-পূর্ব মাননীয় সভাপতি (ভারতের) রাজেন্দ্র প্রসাদ নন। ইনি আর একজন রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং সম্পূর্ণ ইসলামপুর মহকুমার একের দশমাংশ জমি হচ্ছে তার। তিনি এই এলাকার বহু অংশের বহু জমি এই চুকামী সর্তে সেখানকার চাষীদের দিয়েছিলেন যারা অধিকাংশই উপজাতি, সাঁও-তাল বা মুণ্ডা। কিন্তু এই তিন চার বছর থেকে দেখা যাচ্ছে নূতন নূতন রায়ত তারা সেখানে সৃষ্টি করছেন—খোসকবলা করে জমি দেওয়া হচ্ছে এবং এতদিন ধরে যারা চুকামী সর্তে ভোগদখল করছিল তাদের সংগে আজকে সংঘর্ষ তৈরী হচ্ছে এবং যার ফলে রক্তারক্তি হচ্ছে। তাই সেখানে আজকে যখন এই জিনিসটা চালু হতে যাচ্ছে তাতে সেখানে দেখতে পাই সেখানকার যারা জমির মালিক যারা ৩০।৪০।৫০ বছর ধরে ভোগদখল করছে যদি আজকে যদি সাধারণভাবে এই আইন চালু করা যায় তাহলে সেখানে তাদের সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে। মাননীয় ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী আমাদের বলেছিলেন যে এই চুকামী সর্ত সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃতভাবে অনু-সন্ধান করা হবে যাতে সেখানকার চাষীদের সেখান থেকে উচ্ছেদ না হয় তার জন্য তিনি ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এই ২ বছরের মধ্যে অসংখ্য চাষী উচ্ছন্ন হয়েছে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে এই আমাদের বিধানসভার সদস্য এবং কংগ্রেসের একজন খুব দুর্দান্ত প্রতাপশালী ব্যক্তি.........

[লাল আলো জ্বলিয়া ওঠে]

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয় আমি খুব একটা উল্লেখযোগ্য কথা বলছি এই বিলটি সম্পর্কেই বলছি যদি আপনি লাল আলো জ্বালিয়ে রাখেন তাহলে আমার পক্ষে অসুবিধা হয়। এই বিধানসভার সদস্য মিঃ আসাদুল্লা চৌধুরী ইসলামপুর এলাকার লোক যার কথায় ওঠে বসে—এ সম্পর্কে প্রসংগত বলা যায় যে সেখানে বে-আইনী ট্রান্সমিটার ধরা পড়লে হাওয়া হয়ে যায় তার সম্বন্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা করতে পারে না—তিনি এইভাবে হাজার হাজার জমি সেই এলাকায় ভোগদখল করতেন। তিনি সেই জমি বেনামী করেছেন এবং চুকামী সর্তে যে সমস্ত চাষীদের বসিয়েছিলেন তাদের উৎখাত করছেন, নূতন নূতন লোকদের পত্তন দিয়ে সেখানে জমিদার জোতদার সৃষ্টি করেছেন। এই অবস্থায় মাননীয় ভূমিরাজস্ব মন্ত্রীর কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যাতে চুকামী সর্তের চাষীরা যাতে উচ্ছেদ না হয় তার জন্য চেষ্টা করবেন। এটা কিভাবে করবেন তা তিনিই জানেন। সেখানে এই আইনটাকে ইমপ্লিমেণ্ট করার সময় তিনি বলেছিলেন, যে সেটেলমেণ্টের সময় যেটা এখন ইস-লামপুর মহকুমার চলছে, সেই সেটেলমেণ্টের সময় এই ব্যাপারটি তিনি সতর্কতার সঙ্গে বিবে-চনা করা হবে এই কথা বলেছিলেন এবং এও বলেছিলেন যে যদি প্রয়োজন হয় তিনি নূতন বিল বা আইন আনবেন। সেটা যাতে পরবর্তী পর্যায়ে আনা হয় সেজন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে তিনি বার বার বলেছেন ভূমি সংস্কার আইন এবং জমিদারী দখল আইন সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে একটা কম্প্রিহেনসিভ এ্যাক্ট যেটাতে ব্যাপকভাবে সমস্ত কিছু কভার করে যেতে পারে এই আইন আনবেন এবং আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু হরেকৃষ্ণবাবু যে কথা বলেছেন যে এই সব দেখা যাচ্ছে যে ছোটখাট সংশোধনী তিনি আনছেন এবং মূল যে সমস্যাটা সেটা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। ভূমি সংস্কারের যে সম্ভাবনা আজকে থেকে ১০ বছর আগে যা ছিল সেটা অনেক দূরে সরে গেছে। ১০(২) ধারায় যে জমিটুকু চাষীরা পেয়েছিল আজকে বহু রকম মামলা করে সেই জমিও হারাবার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

আমি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে বলছি। তপন থানার এক-জন বিরাট জোতদার মহাদেব ভগৎ—মিতাক্ষরায় যে জমি ভেষ্ট করেছিল, তিনি তার সমস্ত জমি ভোগদখল করছেন। মিতাক্ষরায় যে মামলা চলছে—তিনি জোর দিয়ে বলছেন যে মামলায় তিনি জিতবেনই। এ যাবৎ দেখা গেছে যতবার তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ততবারই তিনি

জিতেছেন। এইভাবে দু-বছর ধরে মন কড়ালী কি দিয়ে যে চাষীরা জমি ভোগদখল করতো, তাদের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং দখলের দাবীতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার ডিগ্রী হয়েছে এবং তাদের ঘর বাড়ী যত ডিগ্রী করে ক্রোক করা হয়েছে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জানাচ্ছি আইন করবার সময় তিনি উদ্দেশ্যের কথা বলেন, সেই উদ্দেশ্যকে যদি তিনি রূপায়িত করতে চান, তাহলে এই সম্পর্কে একটা কমপ্রিহেন্সিভ এ্যাক্ট করবার চেষ্টা তিনি তাড়াতাড়ি করুন। তা নাহলে তাঁর যত শুভেচ্ছাই থাকুক না কেন কিছুতেই কিছু হবে না। তার নিজের অসামর্থ্যের জন্য একদিকে চাষীর ঘরবাড়ী ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং অন্য দিকে ছোট জোতদারদের খেসারতের ব্যাপারে টালবাহানা করা হচ্ছে। জমিদারী দখল আইনে দখলী সম্পত্তির যারা ইন্টারমিডিয়ারী —বড় জোতদার নয়—ক্ষতিপূরণের টাকা তাদের দেওয়া হবে বলে দিনের পর দিন ঘোরান হচ্ছে। আজও তারা টাকা পাচ্ছে না। মধ্যবিত্ত জোতদার পরিবার যারা, তাদের একটা লিভিং স্ট্যাণ্ডার্ড ছিল, তা তারা বজায় রাখতে পারছেন না। তাঁরা মোটামুটি তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করতেন তা এখন তাঁরা পারছেন না। ক্ষতিপূরণের টাকা পাচ্ছেন না বলে তাঁদের অবস্থা ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছে।

ঐ ইসলামপুরে এলাকায় চুকানি স্বত্বের যাতে একটা সুব্যবস্থা হয়, তার সত্বর ব্যবস্থা করুন। আমার সাজেসান হচ্ছে এই সংশোধন বিলকে ১৯৫৬ সালে যখন ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট চালু হয়েছিল, তখন থেকে রেস্ট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট দেওয়া হোক্। তা যদি দেন, তাহলে আমরা দেখবো—সেই আইনের আওতায় বহু জমি আমরা ধরতে পারবো, চুকানি স্বত্বের জমিও হস্তচ্যুত হবে না।

Shri Bhakti Bhusan Mandal: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 17th July, 1964.

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমি বিলটা সার্কুলেসানে দিতে এই জন্য বলছি যে অনেকবার আমরা রাজস্ব মন্ত্রীকে বলেছিলাম যে তিনি বুদ্ধিমান হলেও তিনি যে সরকারে আছেন, সেই সরকারের বুদ্ধি না থাকার জন্য বা বুদ্ধিহীনতার জন্য পরের পর এই আইনের এ্যামেণ্ডমেন্ট করতে হচ্ছে। তার বিশেষ কারণ—আমি একটা একটা করে দিচ্ছি।

বেঙ্গল টেনান্সী এ্যাক্ট তিনি রিপিল করতে চান ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট দিয়ে। আমরা সবাই বলেছিলাম ভূমি সংস্কার আইন যদি করতে হয়, তাহলে এষ্টেট এ্যাকুইজিসান এ্যাক্ট এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট এই দুটো কম্বাইন করে ভাল করে বিবেচনা করে—জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি করে যাতে প্রকৃতপক্ষে একটা ভাল কাজ হয় —তার ব্যবস্থা করা হোক্। তা না করে—একটু একটু করে তিনি কেবল এ্যামেণ্ডমেন্ট করছেন। এই এ্যামেণ্ডমেন্টগুলি করার পর এমন দাঁড়াচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি যেন ডিস্ট্রিক্ট ল্যাণ্ড রিফর্মস হচ্ছে—তা বেশ ভালভাবে বুঝতে পারছি। যেমন তিনি কয়েকদিন আগে ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট-এর কয়টি ধারা চালু করেছিলেন। তাতে দেখা গেল ২৬(এফ) দ্বারা বেঙ্গল টেনান্সী এ্যাক্ট যেন রিপিল হয়ে যাচ্ছে এমনই তার ইমপ্লিকেসান। যে আইন যেখানে চালু হবার দরকার, সেই সেকসান চালু করলেন না। প্রস্তাব হয়ে গেল যে জমিগুলি বিক্রী হবে, সেই জমি প্রিএম্পসান আইনে, সেই প্রিএম্পসান বেঙ্গ টেনান্সী এ্যাক্ট অনুযায়ী হবে না, ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট অনুযায়ীও হবে না। শুধু তাই নয়—বার বার আমরা বলেছি, মাঝে মাঝে যখন এ্যামেণ্ডমেন্ট করতে রাজী আছেন বা করছেন, তখন সেটেলমেন্ট এ্যাক্ট-এর খানিকটা প্রভিসান-এর এ্যামেণ্ডমেন্ট কেন করছেন না এটা ওপেন সিক্রেট—যে সব ভাগচাষী বীরভূম, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও অন্যান্য জায়গায় আছে—তাদের নামে সেটেলমেন্টের রাইট্ অব্ রেকর্ডে ইনসার্ট হয় নাই।

[10-40—10-50 p.m.]

না হবার ফলে কি দাঁড়িয়েছে? সেখানে যে সমস্ত লোক ছিল তাদের শুধু বর্গাদার এ্যাক্ট অনুযায়ী বঞ্চিত হতে হয়নি, তাদের আন-এমপ্লয়েড হতে হয়েছে। আমি বিশেষ করে একটি ঘটনার প্রতি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ঘটনাটি মাস চারেক আগে ঘটেছে এবং

সেখানে খুন হয়েছে। বীরভূম জেলার দুবরাজপুর হচ্ছে আমার কন্সটিটিউএন্সী। সেখানে ধীরু ভুঁই নামে একজন ভদ্রলোক যার বিরাট জমি আছে সেই জমিগুলো গভর্নমেন্ট-এ ভেস্ট করেছে, কিন্তু গভর্নমেন্ট-এর এতই অপদার্থতা যে ১০(২) নোটিশ দিয়ে যে পজেসন নিতে হয় সেই ব্যবস্থা করা হয়নি। কতগুলো সাঁওতালকে গভর্নমেন্ট-এর স্লিপ-এ ১০ টাকা খাজনা হিসেবে সেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হোল। কিন্তু ধান কাটার সময় দেখা গেল সেই জোতদার ধীরু ভুঁই কতগুলো গুন্ডা জোগাড় করে সাঁওতালদের বিরুদ্ধে হামলা করতে গেল এবং ধান যাতে না কাটতে পারে তার ব্যবস্থা করল। এর ফলে ভাগচাষীদলের একটি লোক খুন হোল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : আপনি বিলের বিষয় তো কিছুই বলছেন না।

Shri Bhakti Bhusan Mondal:

এর রেলেভেন্সী-টা বোঝা দরকার সেই জন্যই এটা বললাম। যাহোক, আমি বলতে চাই যে, আপনারা ভুল পথে যাবেন না। এস্টেট এ্যাকুইজিসন এ্যাক্ট এবং ল্যান্ড রিফর্ম এ্যাক্ট এই দুটোকে কম্বাইন না করে যদি আইন করেন তাহলে হতে পারে না। উনি যে আইন রিপিল করতে যাচ্ছেন তাতে আমরা দেখছি বেঙ্গল টেনান্সী এ্যাক্ট রিপিল করতে গেলে এটা বিপ্লব আনার দরকার ছিল এবং সেটা করতে গেলে এই ল্যান্ড রিফর্ম এ্যাক্ট এবং এস্টেট এ্যাকুই-জিসান এ্যাক্ট-কে একসঙ্গে করা দরকার। এ জিনিস যদি না করা হয় তাহলে উনি যতই চেষ্টা করুন না কেন আবার ৭ দিন বাদে তিনি আর একটা আনবেন এবং সেটা কেন আনবেন সেকথা এখন বলতে চাই। পুরুলিয়ার যেটা আমাদের মধ্যে এসেছে তাতে ছোটনাগপুর টেনান্সী, নন-ট্রান্সফারেবল টেনান্সী সম্পর্কে উনি কিছু চিন্তা করছেন কি? সে সম্বন্ধে তিনি যদি চিন্তা করতেন তাহলে তাঁর জানা উচিত ছিল কোন কোন জায়গায় নন-ট্রান্সফারেবল টেনান্সী আছে। তিনি যদি তা না জানেন তাহলে তো আবার একটা লিগ্যাল ইমপ্লিকেসন এ্যারাইস্ করবে এবং আর একটা ছোটখাট এ্যামেণ্ডমেন্ট আসবে। তারপর, ফরেস্ট সম্বন্ধে আমি বার বার পয়েন্ট আউট করেছি যে ৩০।৪০ বছর আগে কতগুলো জমি হয়ে গেছে যেগুলোকে ফরেস্ট বা জংগল বলে বলা হয়েছে। সেখানকার লোকেরা বলছে এগুলো জংগল নয়, এগুলো জমি হয়ে গেছে। কাজেই আমি বলতে চাই যে, এরকম ছোটখাট এ্যামেণ্ডমেন্ট না এনে কম্প্রিহেনসিভ ওয়েতে করুন। কিছুক্ষণ আগে তিনি আমাদের দিকে ভেংগছি কেটে বলেছেন যে ও'দের মাথায় বোধহয় আমাদের চেয়ে ভাল বুদ্ধি আছে। কিন্তু সত্যি সত্যিই এতে আপনি অদূর দৃষ্টির পরিচয় দিচ্ছেন। স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে বিরোধী পক্ষের যাঁরা এ বিষয়ে কিছু জানেন তাঁদের কি বিল রচনা করবার সময় বা সিলেক্ট কমিটি করবার যখন চেষ্টা করেছেন তখন পরামর্শ করতে ডেকেছেন? আপনি উপর তলার লোক কাজেই সত্যিকার গ্রামে কি অবস্থা চলছে সেটা জানবার দরকার মনে করেন না। একটা বিল আইন করে দেন—কিন্তু তারপর গ্রামে যে কি অবস্থার সৃষ্টি হয় সেটা আপনি বুঝতে চান না। কাজেই আমি বলতে চাই এই আইনকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেট এ্যাকুইজিসন এ্যাক্ট এবং ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট-কে কম্বাইন করে একটা ভাল আইন করুন এবং আপাততঃ এটাকে সার্কুলেসন-এ দিন।

Shri Girish Mahato :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, পুরুলিয়া বিহার থেকে বেরিয়ে পশ্চিমবাংলার সংগে যুক্ত হয়েছে। যুক্ত হওয়ার পর আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে আমরা এখন না স্বর্গে না মর্তে। আগে বিহার সরকারের শোষণমূলক আইনগুলি আমাদের উপর চালু ছিল, এখন বাংলা সরকারের শোষণের আইনগুলি পুরুলিয়ার উপর চালু হয়েছে। আজকে যে বিল, সংশোধনী বিল এখানে এসেছে এটা আজ পাশ করা হবে জানি; কিন্তু আমার অনুরোধ এই যে, এই বিলটাকে জনসাধারণের কাছে সার্কুলেশন করা হোক। এরকম বহু বিল আছে যেগুলি জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর। আজ থেকে বহু দিন আগে যখন পুরুলিয়া বাংলার সংগে যুক্ত হয়েছে তখন সেখানে বাংলা-আইন চালু হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে এমন কতকগুলি বিহারের আইন ছিল যা দ্বারা জনসাধারণের বহু ক্ষতি হয়েছে। আমি অনুরোধ করছি যে এ আইনটা জনসাধারণের কাছে সার্কুলেট করা হোক।

Shri Tarapada Roy:

স্যার, আমি সর্বপ্রথমে অভিনন্দন জানাই মন্ত্রিমহাশয়কে কারণ তিনি যে বিল আনয়ন করেছেন এটা হচ্ছে সারা পুরুলিয়ার জন্য। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে মাননীয় সদস্যরা অনেকে দোষারোপ করেছেন, তাঁরা বোধ হয় এই বিলটাকে ভাল করে পড়েন নি। এই বিলের এ্যামেণ্ডমেন্ট মাত্র পুরুলিয়ার জন্য, এর আগে এক বছর পূর্বে যাতে পুরুলিয়ার জমিদারী নেওয়া যায় তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অক্টোবর মাসে ১৯৬২ সালে নিয়ে গিয়েছিলাম, আপনারা বোধ হয় জানেন না যে পুরুলিয়ায় সেটলমেন্ট অপারেশন হয়নি তার জন্য জমিদারী উচ্ছেদ হয়নি। কিন্তু কংগ্রেস থেকে চাপ দেওয়া হয় এবং সরকারকে অনুরোধ জানাই যে ১লা বৈশাখ থেকে এটা হওয়া উচিত। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর পুরুলিয়ার জমি বঙ্গ-ভূক্তি হয়েছে, ঐ তারিখের পর যদি কেউ ট্রান্সফার করে থাকে এবং কেউ চ্যালেঞ্জ জানায় তাহলে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এই বিল যদি সার্কুলেশনে দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় আরও দেরী হবে সরকার ১লা বৈশাখ থেকে নিতে পারবেন না, আমি পুনরায় অভিনন্দন জানাই যাতে ১লা বৈশাখ থেকেই সমস্ত জমি নেওয়া হয়।

[10-50—11 a.m.]

Shri Balai Lal Das Mahapatra: Sir, I beg to move that the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st February, 1964.

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমি বুঝতে পারলাম না যে ১৯৫৬ সালে পুরুলিয়া বঙ্গভুক্তি হয়েছে তখন এতদিন পর অর্ডিন্যান্স করে এই সংশোধনী আইন আনতে হল কেন? কংগ্রেস থেকে তাঁরা চাপ দিয়েছেন বলে তারপর এটা আনতে হয়েছে এবং তারাপদবাবু যা বললেন তাতে এটাই দেখি। তাহলে কি বিহারের অংশটা বাংলাদেশে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না? কারণ ও'র কথা থেকে বুঝতে পারছি যে কংগ্রেস থেকে চাপ দিয়েছেন তার জন্য এটা এসেছে। যাই হোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা আশা করেছিলাম এবং গত অধিবেশনে মন্ত্রীমহাশয়ের বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং তিনি দীর্ঘদিন এই দপ্তরে এলেন ও তাঁকে বলেছি যে ব্যাপক আকারে এটা আনতে বলেছিলাম। আমরা জানি যতদিন জমিদারী দখল আইন এবং ভূমি সংস্কার আইন ব্যাপক পরিবর্তন না হয় ততদিন এই বাংলার গ্রামীন অর্থনীতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আমরা জানি বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যা যাদের আজ ভিখারীর মত হাত পাততে হচ্ছে কিছুতেই সমাধান হতে পারে না। সেজন্য তাঁকে ব্যাপক আকারে সংশোধন আনবার জন্য আমরা বার বার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আন-রেজিস্টার্ড আমলানামা মারফত যে সমস্ত জমি বেআইনী হয়ে আছে এবং লক্ষ লক্ষ একর জমি উইলের মারফত যে সমস্ত বেআইনী হয়ে আছে সেগুলি যাতে দখল করা যায় সেজন্য আমরা সংশোধনী প্রস্তাব আনবার জন্য বলেছিলাম। আমরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি দেবোত্তর, কলকারখানা, চা বাগান, মেছো ভেড়ী, ফলের বাগানের নামে এবং এমন কি কোলকাতায় যারা জমি নিয়ে ফটকাবাজী করছে সেই সমস্ত জমিগুলোকে জমিদারী দখল আইনের আওতার মাঝখানে আনা হয়নি। সেজন্য সেগুলিকে সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে এনে বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি গত অধিবেশনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যত শীঘ্র হয় এটা বিবেচনা করব। কিন্তু তিনি এইভাবে খুচরা খুচরা করে জিনিসগুলো আনবার কারণ কি আছে বুঝতে পারছি না। তাঁরা বলছেন ভূমি সংস্কার করতে চাই, কৃষকদের হাতে জমি দিতে চাই। কিন্তু তাঁরা যে খুচরো খুচরো ভাবে সংশোধন এনে কমা, ফুলস্টপটা সংশোধন করতে চান সেটা আমরা পছন্দ করি না। সেজন্য আমরা অনুরোধ করেছিলাম যে ব্যাপক আকারে একটা সংশোধন নিয়ে আসুন তাহলে সত্যিকারের ভূমি সংস্কার হতে পারে। তিনি আমাদের কাছে গত অধিবেশনে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন যে ৫।৬ লক্ষ একর জায়গা এতদিনে তিনি দখল রাখতে পেরেছেন। কিন্তু আমি মনে করি এখনও লক্ষ লক্ষ একর জমি সরকারের আওতায় আসতে পারে। আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে যেখানে রায়তের যে সংজ্ঞা আছে তার পরিবর্তন হওয়া দরকার। রায়ত

সে নিজে বা তার আত্মীয় স্বজনের দ্বারা, বা লেবারের দ্বারা চাষ করতে পারে। এই সংস্কার পরিবর্তন হওয়া দরকার এবং আমরা মনে করি ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর জায়গার সিলিং আরও ছোট করা দরকার। এই সমস্ত বিবেচনা করে তিনি জমিদারী দখল আইনের পরিবর্তন আনতে পারেন এবং তাহলে তিনি অভিনন্দনযোগ্য হতেন। কিন্তু তা না করার দরুন এইভাবে এনে তিনি বিধানসভার সময় নষ্ট করে বাংলাদেশের জনসাধারণের সঙ্গে এবং প্রকৃত কৃষকদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন বলে আমরা মনে করি।

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্যগণ যে সমস্ত কথা বললেন তা সব ভাল ভাল কথা, খুব সুচিন্তিত কথা, বিজ্ঞের কথা, অভিনন্দনযোগ্য কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে সংশোধন বিধায়ক যেটা আনা হয়েছে তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথাটা। আমার সংশোধনী বিধায়কের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাক্ট য়্যাকুইজিশান য়্যাক্ট যা চালু আছে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশে বিহারের থেকে আনা বঙ্গভুক্তি জায়গা ছাড়া। কাজেই এই আইনটা ট্রান্সফার্ড টেরিটোরিতে প্রয়োগ করার কথাও দেখতে হবে। মাননীয় সদস্যগণ যদি একটু ভাল করে আমাকে বুঝিয়ে দিতেন যে বিহারের থেকে যে সমস্ত ভূমি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হল সেখানে এই আইন প্রয়োগ করবার ফলে কৃষকদের কি ক্ষতি হবে, কি লাভ হবে, সেটা বিশ্লেষণ করে কষ্ট করে একটু বিতর্ক করতেন তাহলে আমি উপকৃত হতাম এবং সত্যি সত্যি তাদের ধন্যবাদ দিতাম। সেদিকটা কেউ দেখাননি, তাঁরা সবই বললেন এস্টেট য়্যাকুইজিশান য়্যাক্ট-এ কত ক্ষতি হচ্ছে, কি রকম খারাপ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সাধারণভাবে সরকার কত খারাপ কত দুর্নীতিপরায়ণ। অতএব এ সব কথা না বলে এই আইনটা প্রয়োগের ফলে ট্রান্সফার্ড টেরিটোরীর উপকৃত হবে কিনা, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষিত হবে কি হবে না সেটা আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। মাননীয় সদস্যগণ জানেন বিহার ল্যান্ড রিফর্মস আইন অনুযায়ী কৃষি জমির কোন সীমারেখা ছিল না। তাতে একজন কৃষক একজন ইন্টারমিডিয়ারী যত খুশি কৃষি জমি নিজের নামে রাখতে পারবেন। কিন্তু এস্টেটস য়্যাকুইজিশন এ্যাক্ট যেটা চালু আছে তাতে কৃষি জমি রাখা যাবে না। এখন সেটাই প্রয়োগ করা হচ্ছে। আগে তারা যত খুশি জমি রাখতে পারতেন ঐ বিহার ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট অনুসারে আমরা নিতে পারতাম না আন্ডার রায়তই জমি যত খুশি তার থাক না কেন। আমরা বিহার ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট-এ তা নিতে পারতাম না। এখন সেখানে এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট প্রয়োগ করে সেসব নিতে চাই। এরূপভাবে কতকগুলি বিধান যা আমরা মনে করি যে, কৃষকদের পক্ষে ভালই হবে,- তা জোতদার, মহাজন বা ধনিকদের পক্ষে হবে না। এই সমস্ত বিধানই আমরা প্রয়োগ করবার জন্য চেষ্টা করছি। আমি একান্তভাবে আশা করি সংশোধনী বিধায়কটি বিনা বাধায় গৃহীত হবে।

The motion that the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Syamadas Bhattacharyya that the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Shri Nikhil Das: Sir, I beg to move that in clause 2, in proposed section 61(1), in line 4, after the word "apply" the words "with such modifications as may be necessary" be inserted.

Sir, I beg to move that in clause 2, in proviso to proposed section 61(1), in line 4, after the words "be construed as a reference" the words "but such reference shall not be deemed to limit or restrict the scope of section 2(p) of this Act" be inserted.

স্যার, যে কথাটা আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীনাথানিয়েল মুর্মু বলেছেন, সে কথার দিকে লক্ষ রেখে আমরা বলতে চাই এ্যাপ্লাই-এর পর এটুকুন থাক উইথ সাচ মডিফিকেসান এ্যাজ মে বি নেসাসরি। যাতে চুকানী সর্ত যা আছে তা যাতে আইনে আনা যায়। এই হচ্ছে আমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট আনার উদ্দেশ্য।

The motion of Shri Nikhil Das that in clause 2, in proposed section 61(1), in line 4, after the word "apply" the words "with such modifications as may be necessary" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Nikhil Das that in clause 2, in proviso to proposed section 61(1), in line 4, after the words "be construed as a reference" the words "but such reference shall not be deemed to limit or restrict the scope of section 2(p) of this Act" be inserted, was put and lost.

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that in clause 2, in paragraph (ii) of proposed section 61(2), lines 6 to 8, for the words beginning with ", if possible," and ending with "so restored" the words "not be restored to him and due compensation shall be payable for such land or interest" be substituted.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that in clause 2, in paragraph (ii) of proposed section 61(2), lines 6 to 8, for the words beginning with ", if possible," and ending with "so restored" the words "not be restored to him and due compensation shall be payable for such land or interest" substituted, was put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble, Title

The question that the Preamble and the Title of the Bill do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to

The Murshidabad Estate (Trust) (Amendment) Bill, 1963

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to introduce the Murshidabad Estate (Trust) (Amendment) Bill, 1963, and to place before the House a statement required under rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

(Secretary read the title of the Bill)

Sir, I beg to move that the Murshidabad Estate (Trust) (Amendment) Bill, 1963, be taken into consideration.

After the parent Act, namely, the Murshidabad Estate (Trust) (Amendment) Bill, 1963, was passed some time in February, 1963 providing for creating a Trust in respect of the properties enjoyed by the late Nawab Bahadur of Murshidabad for the benefit of his sons and daughters and the properties vested in the Official Trustee from 1st May, 1963, the Nawab Bahadur filed a Write Petition, under the Constitution of India, before the High Court challenging the validity of the Act. The Nawab Bahadur thereafter wrote to the then Chief Minister expressing his desire to settle the matter requesting that the Act might be amended with certain better and more suitable provisions for the maintenance of Nawab Bahadur and the members of his family in the following lines:

(1) A lump payment to the Nawab Bahadur for meeting certain personal liabilities;

(2) Specific provision for payment of allowances to the sons and daughters of the late Nawab Bahadur by any wife other than the Nawab Begum of Murshidabad; and

(3) Payment of fixed amount out of the political pension to him without prejudice to his rights to receive the balance of the income from this source after meeting necessary costs and charges as provided in the Act.

These were considered by the Government and the provisions that were agreed to by the Government were communicated to the Nawab Bahadur, who thereupon did not proceed with the Writ application to the High Court.

The detailed provisions are contained in the Act itself and I need not take the time of the House in going into the details.

With these words I commend my motion for the acceptance of the House.

[11—11-10 a.m.]

Shri Nikhil Das: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1964.

মাননীয় ডেপ্‌টি স্পীকার মহাশয়, আমি আমার পাব্‌লিক ওপিনিয়ন এলিসিট করার জন্য যে সার্কুলেশান মোশান আছে সেই মোশান ম্ভ করছি।

Shri Abhoy Pada Saha:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এর আগের সেসানে এই ম্‌র্শিদাবাদ এস্টেটস (ট্রাস্ট) এ্যাক্ট আমাদের এই হাউসে পাশ হয়েছে। ম্‌র্শিদাবাদের নবাবের সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য একটা ট্রাস্ট গঠিত হবে এবং সেই ট্রাস্ট কিভাবে কাজ করবেন সে সম্বন্ধে এই এ্যাক্ট তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমরা তখনই বলেছিলাম যে ম্‌র্শিদাবাদের একটা ফ্যামিলির সম্পত্তি, তার ভাল মন্দ এই নিয়ে আমাদের এত মাথা ব্যথা কেন। আমাদের এই বাংলাদেশে বহ্‌ সমস্যা আছে, এখানে কোটি কোটি দ্‌ঃখী গরীব নানা রকম শ্রেণীর লোক আছে, তাদের জন্য কোন ভাল আইন না এনে ঐ একটা মাত্র সংসারের জন্য আমরা সমস্ত সদস্যরা কেন আইন তৈরী করব? দেশে যে আইন চাল্‌ আছে যে আইন দ্বারা সমগ্র পরিবার পরিচালিত হচ্ছে সেই আইন তাদের উপর প্রযোজ্য হচ্ছে না কেন? সেই পরিবারের সম্পত্তি স্‌ষ্ঠ্‌ভাবে চালনার জন্য, সম্পত্তি ঠিক রাখার জন্য কেন একটা আইন তৈরী করতে হবে? আমরা কি ব্যক্তি বিশেষের জন্য এখানে বসে আইন করব? তাহলে বাংলা দেশের আইনসভার কাজ কি ব্যক্তি বিশেষের জন্য আইন তৈরি করা? সমস্ত বাংলাদেশে যে সব লোক বাস করে তাদের শ্‌ভাশ্‌ভ, তাদের জীবনযাত্রা কিভাবে চলবে এই চিন্তাধারা বাদ দিয়ে কি আমরা ব্যক্তি-গতভাবে আলোচনা করি? এই এ্যাক্ট দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে বাংলাদেশের আইনসভা

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পরিবারের জন্য চলে, তাদের ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই আইন-সভার কাজ চলে, সমস্ত দেশের লোকের জন্য নয় ; সেটা হচ্ছে গৌণ ব্যাপার, মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে ঐসব শ্রেণীর লোকের জন্য আমরা এখানে বসে বিচার বিবেচনা করব, আইন করব।

গত অধিবেশনে মুর্শিদাবাদ ট্রাষ্ট এ্যাক্ট হল, আবার তার জন্য অর্ডিন্যান্স করতে হল, এই অধিবেশনে অর্ডিন্যান্সকে আবার উপস্থাপিত করে য়্যামেণ্ডমেণ্ট করতে হচ্ছে। নানারকম ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্টকে, আমাদের এই আইনসভাকে। কারণ যে এ্যাক্ট করলেন সেই এ্যাক্ট হাইকোর্টে চ্যালেনজড্ হয়েছে। সেই এ্যাক্ট ঠিকমত প্রযোজ্য হবে না এই চিন্তা করে আবার এই অধিবেশনে এ্যামেণ্ড্মেন্ট আনতে হচ্ছে। কেন যে আমরা ঐ একটামাত্র ফ্যামিলীর জন্য এই ঝামেলায় পড়বো এটা আমাদের আইনমন্ত্রী জবাব দেবেন। এই এ্যাক্ট যাতে সমগ্রভাবে ঐ নবাব ফ্যামিলীর লোক বাঁচতে পারে সেইভাবে করাই উচিৎ ছিল, কারণ নবাব ফ্যামিলীতে বহু গরীব লোক আছে যারা খেতে পায় না, নবাবের সংশ্লিষ্ট বহু ফ্যামিলী আছে এই রকম—তাদের জন্য কোন চিন্তা নেই, তাদের জন্য কোন কিছু করা হয়নি এই য়্যাক্টে। ঐ নবাব ফ্যামিলী তাদের বংশধরদের মধ্যে তাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এমন লোক আছে যারা খেতে পায় না, যারা মুটে মজুরের পর্য্যায় নেমে গেছে—তাদের জন্য কেবল ব্যবস্থা এই বিলে করা হয়নি, করা হয়েছে যারা কোটিপতি নবাব ফ্যামিলীর বড় লোক তাদের জন্য, তারা কে কত পেনসন পাবে কে কত সম্পত্তির ভাগ পাবে, কিভাবে তাদের জীবন যাত্রা চলবে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু সেই আত্মীয়দের মধ্যে যারা গরীব তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা এই য়্যামেণ্ড-মেণ্টে নেই, বিলেও নেই।

Shri Sanat Kumar Raha:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মুর্শিদাবাদ জেলার নবাব বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব। আজ সেই নবাবের ভাগ্য বিধানসভার সদস্যদের হাতে নির্ভর করছে। এই বিলটা তার প্রমাণ যে যাঁরা নবাবী যুগে নবাবী বাদশাহীদের ছায়ার কাছে ঘেঁষতে পারেননি আজ সেই সমস্ত নবাবদের ভাগ্যের বিচার হবে খানিকটা বিধানসভার প্রাঙ্গনে। আমি বলতে চাই সে যুগ আজ নেই, নবাব নেই, বাদশা উজীর নেই। কংগ্রেসের একটা অংশের পক্ষ থেকেও এই প্রস্তাব আনা হয়েছে যে নবাব বাদশাহদের প্রিভিপার্সকে বিলোপ করে দেয়া হোক কিন্তু এই বিলের পরিধির মধ্যে সে কথা আসে না। আসেনা এইজন্য যে নবাবের ঐতিহাসিক সম্পত্তি যার ইতিবৃত্ত আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পাই এবং সেটা শেষ পর্যন্ত বৃটিশ পার্লামেণ্ট থেকেও খানিকটা আইনসিদ্ধ হয়েছে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদীর আওতায় যে এই নবাবের পাওনা গণ্ডা কি আছে তার হিসাব নিকাশ তারা ঠিক করে দেবেন, এমনকি আমাদের রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল না এই নবাবের সমস্ত সম্পত্তিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে, বাজেয়াপ্ত করে নেবার বা তাঁকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাঁর সম্পত্তি জনসাধারণের কাজে লাগাবার যেভাবেই হোক ইতিহাসের গতিচক্রে আজকে নবাবের যাঁরা বংশধর তাঁদের মধ্যে একটা প্রয়োজন এসেছে যে তাঁদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের একটা বিধান করার জন্য বিধানসভার আশ্রয় নিতে হবে, তার জন্য তাঁরা আবেদন করেছেন রাষ্ট্রের নিকট, রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করেছেন এবিষয়ে এবং তাঁদের বংশধরদের জন্য একটা বিল রচনা করেছেন। নবাব বাহাদুর মৃত, তাঁর ছেলে নবাব, তাঁর ভায়েরা আছেন, নবাব বাহাদুরের তিন পত্নী এবং বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সেই সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারার কথা এই বিলে লেখা আছে।

[11-10—11-20 a.m.]

কিন্তু এটা ঠিক আমার পূর্ববর্তী বক্তা অভয়বাবু যে কথা বললেন এই বিল রচনা কালে সেখানে নবাবের ষ্টেট পরিচালনার জন্য যেসব কর্মচারী বহাল করা হোল সেই এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন-এতে যারা আছেন সেই কর্মচারীর দল তারা কি করে চলবেন তার কোন ব্যবস্থা এতে করলেন না। হয়ত উত্তরে বলবেন যে ট্রাষ্টির ব্যাপারে আমরা এতে ঢুকতে চাই না। সরকার যখন হাত দিয়েছেন, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের তখন কর্তব্য হচ্ছে এই যে অতবড় রাষ্ট্রের অধিকারী হয়ে আপনারা এতোবড় নবাবের ষ্টেটে হস্তক্ষেপ করছেন তখন তার সর্বাঙ্গীন কুশল দেখবার দায়িত্ব

আপনাদের নিতে হবে। শুধু ট্রাস্টিকে ছেড়ে দিলে চলবে না। সব ছেলে এবং মে একজোট হয়ে একটা ভলেণ্টারী এগ্রি বা প্যাক্টের মধ্যে গেলে চলবে না। এগ্রিমেণ্টের ম কর্মচারীদের কোন অংশ দুঃখিত আছেন কি সুখী হয়ে আছেন সেটা দেখতে হবে—নবাব সম্পত্তি বিস্তৃর্ণ—কোন কোন কর্মচারীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হয়ে বঞ্চিত হয়ে যাবে তার বে বিচার নেই সে সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করা উচিত। নবাবের সম্পত্তি বিস্তৃর্ণ—তার হিস আমরা মুর্শিদাবাদ জেলায় থেকেও পাই না এবং সম্ভবও নয়। এই বিল আনবার সময় য মন্ত্রীমহাশয় নবাবের কত সম্পত্তি আছে যদি বলতে পারতেন—অন্তত মোটামুটি বলতে পারতে যে এতো টাকার সম্পত্তি, এতো টাকা বার্ষিক আয় এবং সেই বার্ষিক আয় থেকে এতো টা খরচ হবে এ্যাডমিনিস্ট্রেসন-এর জন্য এত টাকা খরচ হবে তার ঘর সংস্কার, তার বাড়ী দাল সংস্কারের জন্য, এতটাকা খরচ হবে লাইব্রেরী ইত্যাদির জন্য তাহলে বুঝতাম যে বিলটি এব সংহতিপূর্ণ বা বিশ্লেষণমূলক এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। এই বিল দেখে যে কোন পৃথিবী যে কোন দেশের লোক বলবে যে একটা পরিবারের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট মাথা ঘামি মারা গেলো। একটা নবাবের তিন রকম পত্নী, তার ছেলেমেয়ে তাদের কি করে গ্রাসাচ্ছাদন দেও যায় এবং নবাবকে কি করে ৬ লক্ষ টাকা ৭ লক্ষ টাকা ৩ লক্ষ টাকা পর পর দেওয়া যায় ও মে রিলিফ দেওয়া যায় কিনা এই বিলে এটাই আছে। এই মোর রিলিফ কথাটা আছে—রিলিফ আর মোর রিলিফ। নবাব রিলিফ চান—নবাবকে রিলিফ দিতে হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমে সেই রিলিফ দেবার ব্যবস্থা করার জন্য এই বিল নিয়ে এসেছেন। এই বিলে লেখা আছে নব বাহাদুরকে মোর রিলিফ দেবার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। ত্রাণমন্ত্রী বলবেন যে রিলি কাদের জন্য?—আজকে নবাবকেও রিলিফ দেওয়া হবে। আমি এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করি যে নবাবে সম্পত্তি থেকে যে আয় সেই আয়কে কিভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে তার ব্যাখ আমরা চাই এবং নবাবের সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধরতে হবে। কিন্তু ইতিহাস বা সমা বিজ্ঞান যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা এই কথাই বলবো যে নবাবের সম্পত্তি দিয়েছে—এই সম্পত্তির অধিকারী কারা? সেই সম্পত্তির অধিকারী যদি মাটির মানুষ হ তাহলে সে কথা আমরা বিবেচনা করতে বাধ্য। কাজেই এই যে নবাবী ইতিহাস, নবাবের সম্পা তার হিসাব নিকাশ আমরা চাই যে কতটা সম্পত্তির তিনি ছিলেন অধিকারী এবং কি করে তা ভাগবণ্টন হোল এবং শুধু পুত্র কন্যার জনাই কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? সেই সম্পত্তির ব্যয়ে কোন অংশ কিসে খরচ হবে, শতকরা কতখানি এ্যাডমিনিস্ট্রেসনেতে, কতখানি প্রিজারভেসন অব মনুমেণ্টের জন্য শতকরা কতভাগ মাইনরিটির জন্য ইত্যাদি কোন কথাই এই বিলের মধ্যে নেই। আমি জানতে চাই শুধু কি এই সম্পত্তি তার ছেলে এবং মেয়েরা ভোগ করবে? এখানে এক প্রিন্স সাহেব বসে আছেন হয়তো তিনি মনে খুব ক্ষুব্ধ হতে পারেন যে আমাদের অং তিনি কাটবেন কিনা। আমি বলতে চাই যে অঙ্কের কাটাকাটির প্রশ্ন নেই। নবাব বাহাদুর যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাকে আর একটা কথা জানাচ্ছি।

এক কালীন ৬ লক্ষ টাকা একসঙ্গে দিচ্ছেন; তারপরে দিচ্ছেন ৭ হাজার টাকা; তারপর দিচ্ছেন ৩ হাজার টাকা; আবার দিচ্ছেন ২ হাজার টাকা। একই ফ্যামিলীর লোক আপনার একই ভাই-বোন আপনারা—অথচ কেউ পাচ্ছেন ১২শো, কেউ পাচ্ছেন ১২ হাজার, আবার কেউ পাচ্ছেন ৬ লক্ষ। এক বিচিত্র ব্যাপার। অবশ্য আমি আপনাদের পারিবারিক কলহে হস্তক্ষেপ করে আরো উৎসাহিত করতে চাই না। শুধু এইটুকু বলতে চাই—নবাব বাহাদুরের সম্পত্তি তাঁর বংশধররা না পাবেন—পান, আমি দাবী করছি তাঁর প্যালেস-এর ভবিষ্যৎ কি হবে? তাঁর লাইব্রেরীর কি হবে? হাজার হাজার বছরের ইতিহাস বিজড়িত যার সঙ্গে, হাজার হাজার অমূল্য পুস্তক ও রচনা সমৃদ্ধ লাইব্রেরী তা কি উই পোকায় কাটবে এখন, না, ঠিকভাবে সংরক্ষিত হবে? সেই সব কিছুই এই বিলের মধ্যে নাই।

স্বর্গত ডাঃ রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি প্যালেস সম্বন্ধে বলেছিলেন সেটা মিউজিয়াম হিসেবে রাখা হবে যা সারা পৃথিবীর লোকে এসে দেখবেন। সেই প্যালেসের হাজার দুয়ার তাঁরা এসে দেখবেন, যার ঐতিহাসিক মূল্য আছে, লোকে দেখে মুগ্ধ হবেন।

এই বিল তাঁরা গ্রহণ করবেন—সেকথা আমরা জানি। তবে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে বলি—তিনি শুনবেন—এই বিলে যে কোন বরাদ্দ থাক এ্যাডমিনিস্ট্রেসন-এর জন্য যে খরচ তাঁরা করবেন তাতে যেন বঞ্চিত না হয় ঐ যে সব কর্মচারীর দল যাঁরা এতদিন ধরে ঐ এস্টেটের কাজকর্ম করছেন। আর প্যালেস এবং লাইব্রেরী যথাযোগ্যভাবে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করুন। নবাব বাহাদুরের সম্পত্তি হাজার হাজার বিঘা জমি আছে, সেই জমিতে কলেজ করা যায়, ইউনিভার্সিটী করা যায়। সেই জমিতে স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটী প্রতিষ্ঠিত করে সেই জমির সদ্ব্যবহার করুন। এই বিলের প্রণেতা ও নবাব বাহাদুরের ট্রাস্টের সদস্যদের কাছে এবং তাদের যাঁরা বংশধর তাদের কাছে সেই আবেদন জানাচ্ছি আপনারা সকলে মিলে প্যালেস ও লাইব্রেরী এবং জমির সদ্ব্যবহার করুন। যাতে ঐ সবগুলি আমাদের দেশের কাজে লাগতে পারে এবং তাহলে বর্তমান যুগোপযোগী একটী বিল রচিত হবে।

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, our Bill is an amendment Bill. It has a long history behind. At first, the Central Government had passed the Murshidabad Act of 1891. Thereafter several legislations took place in this House. We also passed a Bill last year. One question has, however, arisen as to why we should deal with the properties of this individual. Naturally we have to deal with the properties of this individual because it has a past history and it has to be adjusted.

I have already explained that after the Bill was passed there was litigation in the High Court as a result whereof this compromise was arrived at and we are incorporating the provisions of that compromise. I do not think that we should devote more time about this matter.

I, therefore, commend my motion for acceptance of the House

The motion that the Murshidabad Estate (Trust) (Amendment) Bill, 1963, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that the Murshidabad Estate (Trust) (Amendment) Bill, 1963, be taken into consideration was then put and agreed to

Clauses 1, 2, 3 and 4

The question that clauses 1, 2, 3, and 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble and Title

The question that preamble and Title of the Bill do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the Murshidabad Estate (Trust) (Amendment) Bill, 1963, as settled in the Assembly, be passed,

The motion was then put and agreed to.

[11-20—11-30 a.m.]

The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963.

The Hon'ble Iswar Das Jalan Sir, on behalf of the Chief Minister I beg to introduce the Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963, and to place before the House a statement required under rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

(Secretary then read the title of the Bill)

I beg to move that the Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963, be taken into consideration.

Shri Nikhil Das: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1964.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রলিশ (ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৬৩ আমাদের সামনে এসেছে এবং এটা তুলতে গিয়ে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি সি সেন এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তাতে তিনি বলেছেন আমাদের গণতন্ত্রের যে আইন চালু আছে তাতে কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের গঠণতন্ত্রে আছে যিনি চাকুরী দিয়েছেন তাঁর চেয়ে যিনি নীচে চাকুরী করেন তিনি যদি বরখাস্ত করেন তাহলে সেটা আমাদের গঠণতন্ত্রে বাধে এবং সেইজন্যই তাঁরা এটা পাল্টে দিচ্ছেন। কিন্তু এই পাল্টাতে গিয়ে রেট্রস্পেকটিভ এফেক্ট-এর কথা যা বলেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে, যেদিন থেকে এই এ্যাক্ট এফেক্টেড হবে সেদিন থেকে এটা দেওয়া হবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে দিন থেকে আমাদের কনস্টিটিউসন চালু হয়েছে সেদিন থেকে দেওয়া হোক। যে লোকগুলোকে বে-আইনীভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে তাতে তাদের উপর যাতে এটা রেট্রস্পেকটিভ এফেক্ট দিয়ে আরোপ করা হয় সেটা দেখা উচিত। হয়ত চাকুরী দিয়েছেন এস পি এবং চাকুরী খেয়েছেন ডি এস পি যেটা আমাদের কনস্টিটিউসন অনুযায়ী ঠিক হয়নি, ইররেগুলার হয়েছে, কাজেই এই রেট্রস্পেকটিভ এফেক্ট যেদিন থেকে আমাদের কনস্টিটিউসন চালু হয়েছে সেদিন থেকে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা দেখছি যেদিন থেকে এ্যাক্ট চালু হবে সেদিন থেকে এর ব্যবহার হবে। তারপর, দেখছি পুলিশের ব্যাপার যেটা গভর্নর নিজে করতেন সেটা এখন স্টেট গভর্নমেন্ট নিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এটা নেবার আগে এ্যাসেম্বলীতে জিনিসটা রাখবেন এবং এ্যাসেম্বলীর এ্যাপ্রুভাল নিয়ে তারপর এটা করবেন। কি অসুবিধার জন্য গভর্নর-এর হাত থেকে নিয়ে নিচ্ছেন জানিনা, কিন্তু নেবার আগে এ্যাসেম্বলীর এ্যাপ্রুভাল-এর প্রয়োজন আছে এবং সেই এ্যাপ্রুভাল নিয়ে তারপর রুলস করুন। তারপর, লাউডস্পিকার এবং মাইক্রোফোন সম্বন্ধে উনি বলছেন যে, এটা পাবলিক নুইসেন্স বন্ধ করবার জন্য এসেছে। কিন্তু স্যার, আপনি দেখবেন কোলকাতা শহরে লাউডস্পীকার বেজেই চলেছে অথচ বিরোধী-পক্ষের লোকেরা যখন পাবলিক মিটিং করবার জন্য লাউডস্পীকার এবং মাইক্রোফোনের পার্মিসন নিতে যায় তখন তাঁদের অনেক ফ্যাচাং সহ্য করতে হয়। দরখাস্ত করলেও পার্মিসন পাবে কিনা কেউ জানে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে আসলে এই মাইক্রোফোন এবং লাউডস্পীকার-এর ব্যাপারটা পাবলিক নুইসেন্স বন্ধ করবার জন্য হয়নি, আমাদের বিরোধীপক্ষের পাবলিক মিটিং-এর উপর এটা আরোপ করা হবে এবং সেইজন্যই এটা থ্রুআউট ওয়েস্ট বেঙ্গল চালু করতে চাচ্ছেন। স্যার, এর আগে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় আমরা যে সভা সমিতি করেছি তাতে মাইক্রো-ফোন-এর জন্য কোন পার্মিসন নিতে হয়নি। কিন্তু এখন দেখছি পাবলিক নুইসেন্স-এর নামে এটা সারা পশ্চিমবাংলায় ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আমরা আগে লাউডস্পীকার যখন তখন ব্যবহার করতাম, কিন্তু এখন তাঁরা তার উপর বাধা নিষেধ আরোপ করে আমাদের অধিকার হরণ করছেন। কোলকাতা শহর এবং শহরতলীতে এটা চালু আছে, কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি পাবলিক নুইসেন্স-এর জন্য এটা কখনও বন্ধ হয়নি। দুর্গাপুজো, অন্নপ্রাসন প্রভৃতি ব্যাপারে লাউডস্পীকার বেজেই চলেছে। কিন্তু আমরা যখন পাবলিক মিটিং করবার জন্য মাইক্রোফোন-এর পার্মিসন চাই, লাউডস্পীকার-এর পার্মিসন চাই তখন আমাদের যে কি অসুবিধা হয় তা আর বলবার নয়। যদি কোন জমিতে হয় তাহলে জমির মালিকের পার্মিসন নিতে হয়, যদি কর্পোরেসনের পার্কে হয় তাহলে কর্পোরেসনের পার্মিসন নিতে হয় এবং এর ফলে অনেক সময় পার্মিসন পাইনা বলে আমরা মিটিং করতে পারিনা। কোলকাতা এবং শহরতলীর জন্য যখন এটা করা হয় তখন আমরা এই বলে প্রতিবাদ করেছি যে, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করবার জন্য এটা করা হচ্ছে, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপরেই আসলে এটা প্রতি-ফলিত হবে এবং আমাদের মিটিং করবার অধিকার হরণ করবার জন্যই সারা পশ্চিমবাংলায় এটা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুনরায় আজ আবার আপনার মাধ্যমে বলতে চাই মাইকের ব্যবহার নিষেধ করে সারা পশ্চিমবাংলায় এটা যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন তার ফলে অনেক অসুবিধা দেখা দেবে কাজেই এই বিল সার্কুলেসন-এ পাঠান দরকার। একথা বলে সার্কুলেসন মোসন মুভ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Sanat Kumar Raha:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এ্যামেন্ডিং বিল আনার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে এ্যাপয়েন্টিং অথরিটি ডিস্‌মিস করতে পারে, এটা সংবিধান সম্মত করবার জন্য, রেগুলেট করবার জন্য এই বিল আনা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়েছে বলে এই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে এসেছেন। মোটামুটি এই বিলের উদ্দেশ্য সদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করা থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে অপ-প্রয়োগ হয় সেটাই আমি জানাতে চাই। মাইকের যাতে অপ-প্রয়োগ না ঘটে সেজন্য বিভিন্ন জায়গায় জনসাধারণের পক্ষ থেকে সরকারী কর্মচারীদের কাছে এবং কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা যায় যদি সাধারণ লোক মনে করে যে মাইকের যথেচ্ছাচার ঘটেছে। মাইকের যথেচ্ছাচার ব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয় অন্যদিক থেকে মাইক প্রচার দ্বারা সামাজিক চেতনা যেমন বাড়ান দরকার তেমনি সংস্কৃতি রুচিবান হবার জন্য মানুষের প্রচেষ্টাও থাকা দরকার। সরকারী আইন সেদিক থেকে সাহায্য করতে পারে এটা বিশ্বাস করলেও আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। মাইকের ইউজ সম্পর্কে আমি জানি মাঝে মাঝে এস ডি ও-কে ফোন করেও মাইক ব্যবহার করার সুযোগ হয়, এইরূপ বড় বড় প্রধান প্রধান লোককে আমি জানি। আবার দরখাস্ত করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অর্ডার পাওয়া যায় না মাইক ব্যবহারের জন্য এও আমার অভিজ্ঞতা আছে। হালে আমি বহরমপুরে এস ডি ও-কে রবিবার দিন বলি যে আমরা একটা পাবলিক মিটিং ডেকেছি, মাইক ব্যবহার করতে অনুমতি দিন, কমিউনিস্ট পার্টির সদ্য মুক্ত বন্দীদের সম্বর্ধনা জানাতে চাই, খাদ্য এবং অন্যান্য বিষয়ের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই, স্বর্ণশিল্পীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে চাই এ বিষয়ে আমাদের মাইক ব্যবহারের ক্ষমতা দেওয়া হোক। আজকে আমরা প্রচারে বেরোব, এক ঘন্টা করে আমরা রোজ প্রচার করবো এবং তিন দিন পরে মিটিং করবো। এস ডি ও বললেন হবে না, কাল সোমবার দিন ছাড়া কোন উপায় নাই, আপনি দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবেন, তারপর বিচার বিবেচনা করবো. তাঁর কোন উৎসাহ দেখলাম না। আমলাতান্ত্রিক মত যে ক্ষেত্রে আইনতান্ত্রিক সব তাই দেখলাম। তিনি বলতে পারতেন প্রচার যা হয় করুন, থানায় একটা খবর জানিয়ে দিন অশান্তি না হয় সেটা দেখুন তারপর পিটিশন পেলে অর্ডার দিয়ে দেব। যাই হোক এস ডি ও বললেন বে-আইনী কিনা এটা স্থির করেন ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি হুকুম জারী করেন তাঁর অনুজ্ঞা নিয়ে এসব ব্যবহার করতে হবে। সম্পূর্ণরূপে আমরা বাধ্য হলাম মিটিং-এর প্রচার বন্ধ রাখতে। যেখানে একটা মিটিং প্রিপারেশন করতে সাত দিন সময় লাগে প্রচারের মারফৎ মিটিং করা যা ভাল মনে করি সেখানে মাইক ব্যবহারের সুযোগ পেলাম মাত্র একদিন তাও ২ ঘন্টা। যেদিন মিটিং হবে সেই মিটিং-এর কথা আমরা বললাম সাড়ে তিনটা থেকে আরম্ভ করে সাড়ে সাতটায় শেষ হবে। তিনি সেটা কেটে দিয়ে বললেন না ৬টার সময় শেষ হবে। আমলাতান্ত্রিক অফিসারের হস্তক্ষেপের ফলে এইরূপই হয়। জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক আছে, মিটিং করবো ময়দানে, কোন পাবলিক এ্যানাউন্স হবে না কিন্তু তা সত্বেও সে ব্যবস্থা হবার সম্ভাবনা নাই।

[11-30—11-40]

এখানে শান্তিপূর্ণভাবে মিটিং হবে মিটিং-এর সময় বেলা ৩½টা থেকে ৬টা। মাঠ, ময়দান, গঙ্গার ঘাট এসব বিবেচনা করা সত্বেও এস ডি ও সাহেব মনে করলেন যে এটা কমিউনিস্ট পার্টির মিটিং অতএব প্রচারটা যত কম হয় এবং সময় যত কম তার ব্যবস্থা করা দরকার বলে তিনি অন্য ব্যবস্থা করলেন। আমার ধারণা আপনারা এই আইনের ফলে যেসব ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের হাতে দিচ্ছেন—ম্যাজিস্ট্রেট, এস ডি ও-কে দিচ্ছেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এ দেবার ফলে শেষ পর্যন্ত অবস্থা হবে কি তা বলা দরকার। আমি আশঙ্কা প্রকাশ করি যে এই মাইক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার আদেশ দেবার ফলে বিরোধী দলের প্রচার কথাবার্তার দ্বারা মাইক মারফৎ প্রচার করার যে অধিকার ছিল সে অধিকার সঙ্কুচিত হবে এবং আমলাতন্ত্রের মারফৎ অনেক সীমাবদ্ধ করা হবে। কাজেই এই যে বিল আনা হয়েছে—এই বিলের ভাল কথা ছাপার অক্ষরে লেখা

থাকলেও এই বিলের শেষ উদ্দেশ্য হবে যে মাইক্রোফোন এমনভাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে যাতে করে বিরোধীপক্ষ মাইক্রোফোন আর ব্যবহার করতে না পারে। এবং তা করলে যে কোন পাবলিক এ্যানাউন্স-এর অজুহাতে টেনসান পিরিয়ড মাইক্রোফোন কেড়ে নেবেন, রাস্তা থেকে ভেহিকেলস কেড়ে নিয়ে এ্যারেষ্ট করে নেবেন, ৫০০ টাকা জরিমানা করবেন। এই সমস্ত ধারা এই আইনের মধ্যে আছে। কাজেই অত্যন্ত আশঙ্কার সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এই বিল আসার ফলে আমরা সমূহ সম্ভাবনা উপলব্ধি করছি যে ভবিষ্যতে বিরোধী বামপন্থী দলগুলির উপর এই বিল গিয়ে খড়্গ হিসাবে দাঁড়াবে। আমলাতান্ত্রিকভাবে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এস ডি ও এর উপর তাঁরা সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন এবং তাঁদের দ্বারা এই বিলের উদ্দেশ্য স্বার্থক ভাবে পূর্ণ হবে। আমি তাই মনে করি যে এই বিল চালু করতে গেলে যে ধরণের আমলাতন্ত্রের উপর খবরদারী দিয়েছেন তাতে সঙ্গে সঙ্গে এই প্রোভিসন্ থাকা উচিৎ যে কোন বিরোধীদল জনসভার জন্য যে পরিমাণ মাইকের প্রয়োজন হয় সে সম্পর্কে যেন কোনরকম বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা না হয় এবং ঢালাওভাবে কোন পলিটিক্যাল পার্টি বন্ধ করার জন্য হুকুম যেন না থাকে। আমি মনে করি না যে কোন পলিটিক্যাল পার্টি বন্ধ পাগলের মত দিন রাত মাইক নিয়ে পাবলিক এ্যানাউন্স করে বেড়াবেন। আমার মনে হয় এই বিলটা বিবেচনা করে গ্রহণ করা উচিৎ এবং এই ভাবে আমাদের বিল নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ, কার্য্যকরী করা উচিৎ যাতে মাইকের যেন সদ্ব্যবহার করা হয় অথচ জনসাধারণের পক্ষ থেকে বা যে সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি আছে তাদের ক্ষমতা কার্টেল্ড করা না হয়, ব্যক্তি স্বাধীনতা অপহৃত না হয়। এই কথা বলে আমি শেষ করছি।

Shri Monoranjan Hazra:

স্যার, এই বিল সম্পর্কে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য রাখব। অনেকের হয়ত মনে আছে যে ১৯৬২ সালে নির্বাচনের পূর্বে—অর্থাৎ ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাস—শুধু যে রাজনৈতিক পার্টির উপর এই মাইক নিয়ন্ত্রণের আদেশ হয় তা নয় এছাড়া আরও কান্ড আছে। আমাদের দেশে একজন নাট্যকার যিনি সম্প্রতি সাহিত্য অ্যাকাডেমী পুরস্কার পর্যন্ত পেয়েছেন—শ্রীউৎপল দত্ত তিনি কোলকাতার রাস্তায় ১৯৬১ সালে ডিসেম্বর মাসে বহু জায়গায় নাটক অভিনয় করেন। আজকে প্রতিভা জনসাধারণের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসে। আনন্দ উৎপাদন এবং সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন করাব জন্য এই ধরণের শিল্পীরা যখন কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নাটক করেন তখন তাঁদের মাইক দেওয়া হয় না। আমার সে দৃশ্য মনে আছে যে ডালহৌসী স্কোয়ারে যখন এই নাটক হচ্ছিল তখন সেখানে মাইক না থাকা সত্বেও হাজার হাজার লোকে সেখানে ধুলোতে বসে তাঁর নাটক দেখেছিলেন। অবশ্য তার পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি তাঁর অঙ্গার নাটক যেটা মিনার্ভায় হচ্ছিল তখন ইমারজেন্সির সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস পক্ষ থেকে সেখানে গুন্ডামী সত্বেও আপত্তি হয়নি। আজকে আমলাতন্ত্ররা কংগ্রেস গুন্ডামীকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন এবং এই বিল যদি পাশ হয় তাহলে সেইভাবে হয়ত সাংস্কৃতির সমস্ত অনুষ্ঠানের উপর এই খড়্গ গিয়ে পড়বে। অতএব এই বিলে ক্লিয়ার থাকা উচিৎ যে কোন রাজনৈতিক পার্টি বা সাংস্কৃতি মান উন্নয়নকারী কোন প্রতিষ্ঠানের উপর কোনরকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। এ যদি লেখা না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে ১৯৬৭ সালে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে কংগ্রেস আগে থাকতেই নেমে পড়েছেন। অবশ্য আমরা দিল্লীতে কংগ্রেস পক্ষ থেকে যে ফতোয়া দিয়ে নির্বাচন সুরু করা হবে তা দেখে এসেছি এবং এখন থেকে তারজন্য বোধ হয় এই বিল আনছেন। এতে সংবিধানগত মানুষের যে অধিকার তাকে ব্যাহত করার একটা চক্রান্ত দেখতে পাচ্ছি। সেজন্য এই বিলে পরিস্কার যেন লেখা থাকে যে কোন রাজনৈতিক দল কিম্বা কোন উচ্চতর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপর এটা প্রয়োগ করা হবে না।

Shri Kamal Kanti Guha:

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, যে বিল আমাদের সামনে এসেছে এ সম্পর্কে সরকার পক্ষের অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমরা জানি সদ্ইচ্ছাভাবে মাইক বাজিয়ে নাগরিকদের শান্তি ভঙ্গ করা হয়, সারা রাত গান বাজনা বাজিয়ে মাইক বাজিয়ে মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত করা হয়, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যাঘাত করা হয়। আমরা নাগরিক হিসাবে

দেখেছি সাধারণ মানুষের সুখ শান্তি এতে ব্যাঘাত হচ্ছে। আমরা এ ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছি যাতে আমাদের এলাকায় এ ধরণের মাইক না বাজে। কিছুদিন আগের কথা বলছি জগদ্ধাত্রী পূজো হয়ে গেল, তখন আমরা এস ডি ও-র সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম যে সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কোন মাইক বাজান চলবে না, কারণ তখন ছেলেদের পরীক্ষা আসন্ন। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমার শাসক ইচ্ছা করলে ঐ মাইক বাজানর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। আমাদের এখানে বক্তব্য হচ্ছে আমরা যারা রাজনীতি করি, সভাসমিতি করি মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আপনি নিশ্চই জানেন যে, আমরা বিশেষ উদ্দেশ্যে সভাসমিতি করে থাকি।' আমরা কোন হল্লা করবার জন্য, বেলেল্লাপনা করবার জন্য যখন তখন মাইকে গান বাজাই না বা বম্বের হিন্দি সিনেমার গান বাজাই না। কিন্তু ২।১ ঘণ্টা--নাগরিকদের সচেতন করবার জন্য বা আমাদের বক্তব্য রাখবার জন্য, সরকার যে সমস্ত যদৃচ্ছাচারণ চালাচ্ছেন সেগুলিকে জানাবার জন্য আমরা মিটিং করি। আমরা আমাদের দাবী পেশ করি জনসভায়। আমাদের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে জানানো, এবং সে প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আজকে যদি আপনারা মনে করেন আমাদের বক্তব্য বলতে দেবেন না এবং এই ভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক স্বার্থে বন্ধ করে দেবেন তাহলে এ ধরনের ভাঁওতা করে আইন করতে পারেন এবং বলতে পারেন যে, বিরোধীদলের কোন বক্তব্য রাখা চলবে না বা সরকারের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা করা চলবে না। সেজন্য বলছি সরকারের যদি উদ্দেশ্য থাকে যে নাগরিকদের জীবন যাতে অশান্তি না হয়; মাইক বাজিয়ে শান্তি ভঙ্গ না হয়, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার ব্যাঘাত না হয়, বা রোগীর অশান্তি না হয়, সেজন্য নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে তাহলে আমরা তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারতাম। সরকার পক্ষ থেকে যদি বলা হত কোন দাবী জানাবার জন্য মাইক ব্যবহার করা হয় তাহলে তাতে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না তাকে আমরা অভিনন্দন জানাতাম। কিন্তু আমরা দেখছি মহকুমা শাসকের হাতে এই আইন যদি গিয়ে পড়ে তাহলে একবার ঐ মহকুমা হাকিমের কাছে আর একবার পুলিশ অফিস-এ তোতবির তদারক করে মাইকের অনুমতি নেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। আর একটা ঘটনার কথা বলি। এই যে, কেনেডি মারা গেলেন এর জন্য সমস্ত দেশের লোকের জন্য আমরা একটা শোকসভা আহ্বান করেছিলাম। তাতে ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে পারমিশান বা পুলিশের কাছে তোতবির করা সম্ভব হয়না। হয়ত এরূপ একটা ঘটনা ঘটে যায় তখন জনসাধারণকে সচেতন করবার দরকার আছে, তখন সে সুযোগ সুবিধা থাকবে না অনুমতি নিয়ে মাইক ব্যবহার করা ছাড়া। সেজন্য আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে দাবী পেশ করবো যে বিরোধীদল যখন মাইক ব্যবহার করবে তখন তাদের উপর যেন এই নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কারণ আমরা যখন খুশি মাইক ব্যবহার করি না। এই বিলটা যদি এভাবে আসে তবেই এই বিল সমর্থন করতে পারি।

[11-40—11-50 a.m.]

Shri Sailendra Nath Adhikary:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, এই যে এ্যামেণ্ডমেণ্টটা এসেছে এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট সম্বন্ধে আপনার মাধ্যমে আমি দু'একটা কথা এই হাউসের সামনে রাখতে চাই। এই এ্যাক্টটা হচ্ছে ১৮৬১ সালের এ্যাক্ট। এই এ্যাক্টের পটভূমিকা কি ছিল সেটা আমাদের দেখা দরকার। ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে একটা মহা বিপ্লব হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধারণ মানুষ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। বৃটিশ শাসন সেই বিদ্রোহকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করবার পর সেই শাসনকে যখন কায়েম করতে গেল তখন তাদের যে কতগুলি জিনিস দরকার হয়েছিল তার মধ্যে এই এ্যাক্টও তাদের দরকার হয়েছিল। তাদের সেই পৈশাচিক প্রতিহিংসা কায়েম করে রাখবার জন্য, লোকের মনে একটা ভয়ের ভাব রেখে দেওয়ার জন্য তারা এই এ্যাক্ট ইনিসিয়েট করেছিল। এই এ্যাক্ট যদি ভালভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যদিও এটা দেখতে ৫ আইনের একটা বিল কিন্তু আসলে এটা একটা প্যাচ দেওয়া আইন ছিল। আমরা আশা করেছিলাম যে দেশ স্বাধীন হবার পর এর একটা মূলগত পরিবর্তন আসবে, কিন্তু সেটা হয় নি। এখন দেখছি যেটা এসেছে সেটা

আরো খারাপ। এ্যাক্ট ৫ এর সেকসান ৭এ ডিসমিসাল এবং ডিগ্রেডেসন ইত্যাদি করা সম্বন্ধে কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া আছে। এখন এ্যাপয়েন্টিং অর্থারিটি যে তার বাইরে যে ক্ষমতাটা প্রয়োগ করা হচ্ছে সেখানে আমাদের কনস্টিটিউসানের আর্টিকেল ৩১১-কে কণ্ট্রাভিন করা হচ্ছে। এটা যখন বোঝা গেল যে যে এ্যাক্ট চলে আসছে সেটা আর্টিকেল ৩১১-কে কণ্ট্রাভিন করছে তখন ওঁরা বলছেন যে এটা আনতে বাধ্য হলাম এবং সেটাকে এন্যাক্টমেণ্ট করার সময় বলা হচ্ছে আর্টিকেল ৩৭৭কে কন্ট্রাভিন করে যে অর্ডার পাশ হয়েছে সেগুলি রেট্রসপেক্টিভ এফেক্ট হয়ে যাবে। আমি স্যার, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি আর্টিকেল ৩১১ অব দি কনস্টিটিউসান, যেটা হচ্ছে সুপ্রীম অর্থারিটি, সেই সুপ্রীম অর্থারিটির যে আর্টিকেল সেটাকে কণ্ট্রাভিন করে যে কাজগুলি হয়েছে সেগুলি যদি সাবর্ডিনেট বডির আণ্ডারে এ্যাক্ট দ্বারা কনফার্ম করে সেই কণ্ট্রাভেনসানকে নাকচ করে দেওয়ার ক্ষমতা এই লেজিসলেচারের আছে কিনা সেটাও আমাদের চিন্তা করা উচিত। অর্থাৎ যারা ভিক্টিমাইজড হয়েছে, আর্টিকেল ৩১১ কণ্ট্রাভেনসান হয়েছে বলে তারা এখন বলতে পারে। কারণ, ৩১১ কণ্ট্রাভেনসান হয়েছে, সেখানে সো কজ করা হয় নি, তাদের সাফিসিয়েণ্ট রিজিন দেওয়া হয় নি, তাদের চার্জ সিট দেওয়া হয় নি, অথচ তাদের ভিক্টিমাইজড করা হয়েছে। আজকে যখন এটাকে এ্যাপ্রুভ করতে যাচ্ছেন তখন সেই সমস্ত হতভাগ্য—আপনি পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে জানেন, সেখানকার যে সমস্ত অফিসার তাদের কথা যানেন, সেখানে যারা কর্তা সুপারিনণ্টেডেণ্ট থেকে আরম্ভ করে তারা সর্বেসবা, কিন্তু বেহারা কনেষ্টেবল তাদের জীবনের কোন মূল্য নেই, এমনও আমরা জানি পুলিশ অফিসারের, পুলিশ সুপারিনণ্টেডেণ্টের ছেলেকে কাঁধে নেয়নি বলে কনষ্টেবল ভিক্টিমাইজড হয়ে গেছে। কাজেই এই রকমভাবে সেকসান ৭ প্রয়োগ করা হয়েছে। এবং সেটা এখন দেখা যাচ্ছে ৩১১কে কণ্ট্রাভিন করেছে। অতএব এই কণ্ট্রাভেনসানের ফলটাকে আমরা বজায় রাখতে চাচ্ছি কেন? কাজেই এখানে সেকসান ২ বলে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা ঠিকমত দেওয়া হয়নি বলে আমার মনে হয়। সেখানে উচিত ছিল আগে যেগুলি হয়ে গেছে সেগুলি এর আওতার মধ্যে আসবে এবং তারা তার সুযোগ পাবে।

তারপর স্যার, অ্যাক্ট ৫-এর সেকশন ৩৪-এ কতকগুলি দেয়া আছে যে কি কি হলে এগুলি ভায়োলেসন হবে। আপনি তো স্যার, এমন একটা এলাকায় থাকেন যে এলাকায় হামেশায় দেখতে পাবেন যে গরীব রিকসাওয়ালা, গরীব ফলের দোকানদাররা এই অ্যাক্টে বলি হচ্ছে এবং এই অ্যাক্টে এমন একটা অবস্থা হয় যে রুজিরোজগার করবার জন্য হয়ত ১।৫ মিনিট দাঁড়িয়েছে। অমনি সংগে সংগে তাকে প্রসিকিউসান করা হয়ে গেল অথচ সাফিসিয়েণ্ট টাইম দেবার কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। এইভাবে গরীবদের উপর ৫ আইনের সেকশন ৩৪ অভিশাপ হয়ে আছে, তার উপর গোদের উপর বিষফোঁড়া করবার জন্য ওঁরা আর একটা সেকশন যোগ করছেন সেটা হচ্ছে ৩৪(এ) এবং এই ৩৪(এ) দেখা যাচ্ছে, প্রথম হচ্ছে

If in the opinion of the Magistrate of the district or any Subdivisional Magistrate or Magistrate of first class it is necessary etc.

এখানে স্যার, আপনাকে আমি বলছি ইফ ইন দি অপিনিয়ন এই কথাটা অত্যন্ত ভেগটার্ম। আইনে এই রকম ধরনের কথা রাখার মানে হচ্ছে একজিকিউটিভের হাতে অসম্ভব পাওয়ার দেয়া এবং একজিকিউটিভের হাতে সেই পাওয়ার দেয়া মানে হচ্ছে দুর্নীতিকে জাগিয়ে দেয়া। আজকে if in the opinion of the Magistrate.

ওপিনিয়ান,

What is the opinion,

তার কোন নমেনক্লেচার, কোন ডেফিনিসান আজ পর্যন্ত হয় নি। আমার একটা ধারনা হয়ে গেল। ধারনা কিভাবে হল। তার এজেন্সী কি, এই ধারনা করতে গেলে তাকে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, প্রসিডিওর কি এ সম্বন্ধে কিছু বলা হল না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ওপিনিয়ান হয়ে গেলে এই সেকসান কার্যকরী হবে। এখানে স্যার, আমি বলছি তারা তো মানুষ। আমি বলতে চাই না তারা সবই খারাপ, আমি কেবল বলতে চাচ্ছি তারা মানুষ, এক-হিউম্যানিটিজ, তাদেরও ভুল হতে পারে এবং এই ভুলের ফলে হবে কি এই যে সেকসান ৩৪

বেআ হচ্ছে সেই সেকসান একটা পীড়নমূলক সেকসান হিসাবে দাঁড়াবে। তারপর ধরুন স্যার, মাইক্রোফোন ইউজের ব্যাপারে এর আগে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলে গেছেন। অনেক জায়গায় মাইক্রোফোন মিস ইউজড হয়েছে সত্য কথা কিন্তু সেখানে মিস ইউজড হচ্ছে, সেখানের জন্য কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিৎ. অথচ আইনে এমন কতকগুলি ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে যেখানে মিস ইউজ হয়ত বাদ যাবে কিন্তু সেটা সত্যিকারের ইউজফুল ইউজ অর্থাৎ পলিটিক্যাল পার্টী বা সোসাল অর্গানাইজেসনের মাইক্রোফোন দরকার হবে ধরুন ইলেকসনের সময় মাইক্রোফোনের দরকার হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত ইলেকসন রুলস অন্যভাবে হয় এবং সেই মাইক্রোফোন রাত্রি ১১টা পর্যন্ত ইউজ করা হয়ে অমুককে ভোট দাও বলে। বর্ধমান ইলেকসনে দেখলাম, সেখানে আমরাও বলেছি, ওঁরাও বলেছেন। পাব্লিক গ্রিভানস জানাবার জন্য মাইক্রোফোনে প্রচার করা যায়। এগুলি এক জিনিস, আর লারে লাপ্পা গাওয়া আর তার সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করা এবং মাইক্রোফোন ইউজ করে লোকের মাথা ধরিয়ে দেয়া আর এক জিনিস কিন্তু সেকসন ৩৪-এ সে রকম নেই—মুড়ি মশলা সব এক সংগে করা হয়েছে।

যার ফলে আমি মনে করছি যে এর আগে স্যার, প্রসেসনস এন্ড এসেম্বলী কন্ট্রোল বিল এই রকম আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাব্লিক ওপিনিয়নের চাপে ওঁরা আনতে সাহস পান নি। এখন খিড়কির দরজা দিয়ে এই রকমভাবে পিসমিল ওয়েতে কতকগুলি আইন এমেন্ডমেন্ট করে এই বিলটি ওঁরা সেই প্রসেসন কন্ট্রোল বিল নিয়ে আসতে চাচ্ছেন। উপরে দেখতে পাচ্ছি যে এটাকে স্থগিত রাখা হয়েছে। সেইজন্য আমার পার্টির তরফ থেকে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা গণতন্ত্রকে মানি। গণতন্ত্রের যে পরীক্ষানিরীক্ষা আমরা তাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। গণতন্ত্র মানে যদি আপনারা মনে করেন যে এই মেজরিটির ভোট দিয়ে আপনারা যা করবেন সেটা আমাদের মেনে নিতে হবে গণতন্ত্র মানে যদি মনে করেন যে আমি শৈলেন অধিকারী এই ১৫০।১৫৬ জনের তরফ থেকে বলা হোল যে না মহাশয় আপনি শৈলেন অধিকারী নন আপনি অমুক ব্যক্তি তাহলে আমি আর শৈলেন অধিকারী থাকলাম না দ্যাট ইজ নট গণতন্ত্র। গণতন্ত্র মানে এই নয় যে ৫১ জন মূর্খ ৪৯ জন ইনটেলিজেন্ট পিপলকে গাইড করবে। গণতন্ত্র মানে হচ্ছে ফ্রম দি বটম সেটাকে রূপায়ণ করবার যে পদ্ধতি যেটা আমাদের দেশের শুধু পদ্ধতি নয় গতন্ত্রের পদ্ধতি এবং এগুলিকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এবং তা কাজে লাগাতে গেলে এই রকম ধরনের যে আইন সেই আইনগুলি ভালভাবে সাজিয়ে জনসাধারণের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে জনসাধারণের বিপক্ষে নয়।

[11-50—11-58 a.m.]

Shri Balai Lal Das Mahapatra: Sir, I beg to move that the Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th March, 1964.

মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমি আর একটা সারকুলেসন মোসনের কথা বলেছি। তার কারণ হচ্ছে এই ১৮৬১ সালে পরাধীন ভারতের যে আইন ছিল তখন বৃটিশ সরকার শাসন ও শোষণ করবার জন্য আইন করতো কিন্তু এখন সেই প্রশ্নের পরিবর্তন হওয়া দরকার। এবং সেইভাবেই সংশোধনী আসার দরকার ছিল এবং এর ব্যাপক সংশোধন দরকার বলে আমি মনে করি। কিন্তু দু একটা রুলস তারা যা করবেন তাতে কার হাতে এটা নিবেন এবং মাইক্রোফোন নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য একটা সংশোধনী প্রস্তাব আসবে এটা আমি আশা করতে পারি নি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমগ্র দেশে আজ চুরি-ডাকাতি, ঘুষখোরী এই সমস্ত বেড়ে যাচ্ছে যার বড় অংশীদার হচ্ছে পুলিশ। সেখানে পুলিশকে কি করে সমগ্র দেশে দুর্নীতি মুক্ত করা যায় এবং সমস্ত দুর্নীতি কিভাবে বন্ধ করা যায়, কিভাবে জনসাধারণকে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানো যায় সেইভাবে যদি তাঁরা একটা সংশোধনী প্রস্তাব আনতেন এবং তার সঙ্গে যদি আর আর যেগুলি এনেছেন সেগুলি যদি আনতেন তাহলে হয়তো

আমরা সেটা সমালোচনা করে আমাদের সংশোধনী প্রস্তাব দিতাম কিন্তু এইভাবে একটা বিল আনবেন এটা আমি ভাবতে পারি নি। আমি আপনাকে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে গত অধিবেশনের সময় মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীমহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তাঁকে একটা কথা বলেছিলেন যে দুর্নীতি ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং এইজন্য প্রত্যেকটি ইউনিয়নে এক একটি করে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা দরকার এবং এও বলেছিলাম প্রত্যেকটি গ্রামে যারা প্রতিনিধি-স্থানীয় তাঁদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা দরকার অপরাধ নিবারণ কমিটি এইটে ঘোষণা করা হোক। তাঁরাই ঐ পুলিশের উপর যেমন দৃষ্টি রাখবেন তেমনি সেখানে অপরাধ প্রবণ ব্যক্তি আছে দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তি যারা আছে তাদের উপর তাঁরা দৃষ্টি রাখবেন এবং তাতে জগন্নাথ কোলে মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই রকম ধরনের তাঁরা একটা কমিটি করবেন। এই কমিটি করলে পুলিশের কার্যকলাপ লক্ষ্য রাখা যেতো এবং সংগে সংগে সরকার তাদের দ্বারা পরামর্শও পেতে পারতো যে কি করে সমস্ত গ্রামে এই দুর্নীতি বন্ধ করা যায়, চোরাকারবারী বন্ধ করা যায়, ঘুষখোরী বন্ধ করা যায় এবং পুলিশ যে ভাবে সমস্ত মামলা-মকর্দমা উলোট-পালট করে দেয়, বানচাল করে দেয় সে সম্বন্ধেও জানতে পারতেন। সেইভাবেই একটা সংশোধনী প্রস্তাব আনা দরকার। কিন্তু তা তাঁরা আনেন নি। রুলস সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন আমিও তাই বলতে চাই যে যা খুশী মত রুলস তিনি তৈরী করবেন আর বিধানসভার সদস্যরা তা জানতে পারবেন না এটা কিন্তু উচিত নয়। কাজেই যদি সত্যিকারের গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করেন তাহলে যে রুলসই তাঁরা করুন না কেন তা বিধানসভার সামনে আনা উচিত, তার সম্মতি গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ মাইক্রোফোন সম্বন্ধে এই যে এই ধারাতে দুটি প্রধানতঃ জিনিস এসেছে এবং বাংলা দেশের সম্বন্ধে তারা রুলস করবেন এবং কিভাবে শান্তিমূলক ব্যবস্থা করবেন এ সম্বন্ধে বলা আছে আমি আর সে কথা বলে সময় নিতে চাই না এ সম্বন্ধে অনেকেই বলেছেন। আমি মাইক্রোফোন সম্বন্ধে বলতে চাই তাতে বলবার আছে যে সেখানে যারা সত্যিকারের সুরুচিসম্পন্ন যারা গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা তারা কখনও সারা রাত ধরে মাইক বাজান না -তারা হাটে বাজারে মাইক নিয়ে ঘুরে বেড়ান না। ৪টা থেকে ৭টা পর্যন্ত মাইক দিয়ে সভা সমিতি করেন। এবং এই অধিকার আমাদের গণতন্ত্র দিয়েছে। কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণ করবার কোন অধিকার আপনাদের নেই। যদি বন্ধ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে করে থাকেন বা কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে করে থাকেন তাহলে এটা ভীষণ অন্যায় হবে বলে আমি মনে করি। যদি তাঁরা এটা করতেন যে ৪টা থেকে আরম্ভ করে রাত্রি ৭।৮টা পর্যন্ত যদি মাইক হয় তার উপর কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে তাহলে ভাল হোত। কারণ আমি জানি এক একটি জায়গা এমন আছে যে বিয়েতে তারা সারা রাত ধরে মাইক চালায়।

যেখানে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে, সেখানে সত্যিকার মানুষের বিরক্তি সৃষ্টি হচ্ছে এটা স্বীকার করছি। ৫টার পরে মাইক বাজালে সমাজ বিরোধী কাজে কি করে উস্কানী দেওয়া হয় তা বুঝতে পারছি না। ক্যালকাটা পুলিশ এ্যাক্ট-কে আজকে এর দ্বারা সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। আমরা জানি স্কুল যেখানে চলছে—১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত—তার কাছে মাইক বাজাতে পারবে না, হাসপাতালের সামনে মাইক বাজাতে পারবে না—সেটা আমরা বুঝি। কিন্তু এই রকম ব্যাপকভাবে এই আইন প্রয়োগের কি অর্থ থাকতে পারে তা বুঝতে পারি না! সুরুচিসম্পন্ন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি যাঁরা সন্ধ্যার সময় এক আধটু গানবাজনা করেন, এই আইন তাঁদের উপরও আপনারা প্রয়োগ করছেন। যাঁরা জনসাধারণের দাবীদাওয়া নিয়ে গণআন্দোলন করেন, সে সম্বন্ধে তাদের সচেতন করবার জন্য, তাঁদের মাইক ব্যবহার প্রয়োজন। কাজেই এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবন্ধ করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট সময় করা উচিত। গভর্ণমেন্টের অনুমতি নিয়ে যাতে তাঁরা প্রয়োজনমত মাইক ব্যবহার করতে পারেন—তার ব্যবস্থা করা দরকার।

দ্বিতীয়তঃ আর একটা কথা বলতে চাই। এখানে যে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে—শুধু একশো টাকা জরিমানা নয়,—তার জিনিস সিজ করা হবে এমন কি ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা

একশো টাকা জরিমানা নয়,—তার জিনিস সিজ করা হবে এমন কি ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানার ব্যবস্থা আছে। এমন অনেক লোক আছে যারা মাইক বা লাউড স্পীকার কিনে ভাড়া দিয়ে ব্যবসা করে খায়, তাদের সেই সব জিনিসপত্র ফরফিট বা বাজেয়াপ্ত করবার ব্যবস্থাও এই আইনে করা হয়েছে। এটা বাস্তবিকই অত্যাচারমূলক। তাই আমি দাবী করছি—যারা সমাজে অসুবিধা সৃষ্টি করছে তাদের জন্য কঠোর ব্যবস্থা হোক। সাধারণভাবে সকলের জন্য এত কড়াকড়ি উচিত নয়। সাধারণ লোক যারা হাটে, বাজারে মাইক বা চোঙ্গার সাহায্যে ছোটখাট জিনিসপত্র সামান্য ওষুধপত্র বা বিড়ি প্রচার করে বিক্রী করছে—ফেরী করছে, তাদের উপরও এই আইন প্রয়োগ হচ্ছে। এইভাবে ব্যাপকভাবে মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করলে সমাজের ও দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে। সেইজন্য এই আইনের সংশোধন আনবার আগে আমি এই অভিমত প্রকাশ করছি—যাতে সকলের কাছে এটা প্রচার করা হয়—তার জন্য ১৯৬৪ সালের ১৫ই মার্চ পর্যন্ত জনমত সংগ্রহের জন্য দিতে বলছি।

Adjournment

The House was then adjourned till 12 noon on Monday, the 30th December, 1963, at the "Assembly House", Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Legislative Building, Calcutta, on Monday, the 30th December, 1963, at 12 noon.

Present:

Mr. Deputy Speaker (Shri ASHUTOSH MALLICK) in the Chair, 10 Hon'ble Ministers, 3 Hon'ble Ministers of State and 190 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[12-00—12-10 p.m.]

Pro-Chinese history text books

***4.** (Admitted question No. *1.)

Shri Ananga Mohan Das:

শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য শরৎ পুস্তকালয় কর্তৃক প্রকাশিত কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় ও শোভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "আধুনিক যুগের পৃথিবী", এবং ক্যালকাটা বুক হাউস কর্তৃক প্রকাশিত, হিমাংশুভূষণ সরকার কর্তৃক প্রণীত "আধুনিক যুগের ইতিহাস" নামক ইতিহাস পুস্তকে চীনের পক্ষে প্রচারের মত বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ পুস্তক দুইটির কত কপি ছাপান হইয়াছে, এবং

(২) ঐ লেখক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন;

(গ) এই ধরনের চীনের পক্ষে প্রচারমূলক অন্য কোন পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ হইয়াছে কিনা; এবং

(ঘ) যদি (গ) এর উত্তর "হ্যাঁ" হয়, তবে (১) ঐ পুস্তক বা পুস্তকগুলির নাম কি এবং (২) সরকার ঐ পুস্তকগুলি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

(ক) শরৎ পুস্তকালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় এবং শোভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত 'আধুনিক যুগের পৃথিবী' নামক অষ্টম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য ইতিহাসের পুস্তকে কিছু ভুল এবং আপত্তিজনক অংশ ছিল।

ক্যালকাটা বুক হাউস কর্তৃক প্রকাশিত এবং হিমাংশু ভূষণ সরকার কর্তৃক প্রণীত 'আধুনিক যুগের ইতিহাস' নামক পুস্তকে কোন আপত্তিজনক অংশ আছে কিনা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইতেছে।

(খ) (১) এই পুস্তক দুইটির কত কপি ছাপানো হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই।

(২) 'আধুনিক যুগের পৃথিবী' নামক পুস্তকটির অনুমোদন মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং প্রকাশককে এ পুস্তক বিক্রি করিতে এবং ছাপাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

'আধুনিক যুগের ইতিহাসে' যদি কোন আপত্তিজনক অংশ থাকে তাহা হইলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(গ) না।

(ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

Shri Ananga Mohan Das:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে এই যে আপত্তিজনক অংশ লেখা হয়েছে তার ফলে বা তা প্রচার করার ফলে আমাদের জাতীয় সংহতির কোন অনিষ্ট হবে কিনা ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

যদি কোন ভুল ধারনার সৃষ্টি না হয় তাহলে আপত্তিজনক কথাটা ওঠে কেন।

Shri Monoranjan Hazra:

এই পাঠ্যপুস্তক কি সরকার বাজেয়াপ্ত করেছেন ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

বাজেয়াপ্ত করেছে কিনা সেই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই। তবে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এর অনুমোদন বন্ধ করেছে।

Shri Monoranjan Hazra:

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এটা বন্ধ করেছে এটা একটি কথা, এবং সরকার আপত্তিজনক দেখে এটা বাজেয়াপ্ত করেছেন সেটা আর একটি কথা।

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

আমি উত্তরে বলেছি সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে কিনা সেটা আমি জানি না। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এর অনুমোদন তুলে নিয়েছে এবং প্রকাশককে বলেছে এই বই আর বার করবেন না।

Shri Kamal Kanti Guha:

আপত্তিজনক বিষয় কি ছিল জানাবেন কি ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

এই হাউসে এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে—তবে আপত্তিজনক বিষয় কি ছিল তা যদি জানতে চান তাহলে পরে জানাব।

Shri Ananga Mohan Das:

সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে এই ধরণের আপত্তিজনক আর কোন বই আছে কিনা জানাবেন কি ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

আর কোন বই আছে কিনা সেটা আমার জানা নেই।

Shri Ananga Mohan Das:

এই ধরনের আর কোন আপত্তিজনক বই আছে কিনা সেটা খোঁজ করবেন কিনা বা এর জন্য কোন কমিটি গঠন করবেন কিনা ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

কমিটি গঠন করবার প্রয়োজন দেখছি না। বই অনুমোদন করেন মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এবং তাঁরা যাচাই করে এটা করেন। তবে সত্যিকারের আপত্তিজনক কিছু আছে কিনা এ সম্বন্ধে হোম ডিপার্টমেণ্টে খোঁজ করতে পারেন।

Shreemati Santi Das:

আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক আপত্তিজনক পুস্তকের অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়েছে। আমার যতটা জানা আছে এমন অনেক স্কুল আছে যেগুলি হাইয়ার সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড কর্তৃক এডেড নয়, এই আন এডেড স্কুলগুলিতে যাতে এই পুস্তকগুলি পাঠ্যতালিকাভুক্ত না করা হয় তার জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কিনা ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ প্রকাশককে জানিয়ে দিয়েছে এই বই আর বার করবেন না।

Shri Sanat Kumar Raha:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি, সরকার এমন কোন নীতি নির্ধারণ করেছেন কিনা যার উপর ভিত্তি করে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কোন পুস্তক আপত্তিজনক কিনা এটা ঠিক করে দেবে নাকি শুধু চীনের কাহিনী নিয়ে বলেই আপত্তিজনক?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
এই বই নিয়ে যে প্রশ্ন হয়, মাননীয় কুচবিহারের সদস্য ইতিপূর্বে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই হাউসে আলোচনা হয়েছিল আবার আমি পড়ছি—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চীন কোথায় কোথায় ছিল তার মধ্যে আসাম কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া এগুলির উপর অধিকার ছিল একথা লেখা ছিল, এটা সত্য নয় এবং এজন্য বই উইথড্র করেছি।

Shri Kamal Kanti Guha:
যখন অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল তখন কিন্তু এই অংশটি দেখা হয়নি?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
বলতে পারি না, অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল অনেকদিন আগে—৮।১০ বছর পূর্বে।

Shri Kamal Kanti Guha:
আপনি খোঁজ নিয়েছেন কি অনুমোদন দেওয়ার আগে এটা এই অংশটা দেখা হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
সেরকম খোঁজ নেওয়া হয়নি।

Shri Birendra Narayan Ray:
কয়েকটি স্কুলে আধুনিক যুগের পৃথিবী চালু আছে জানেন কি?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
আমার জানা নেই।

Shri Sailendra Nath Adhikari:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন ৮।১০ বছর আগে এই বইগুলি পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল, তার ভিত্তিতে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি যে ৮।১০ বছরের মধ্যে অনুমোদন বিভাইজড করার মত কি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি যাতে চীনের দাবী স্বীকার করা হত বলে মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে। এই অনুমোদন রিভাইজ করার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়নি কেন?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
এই ব্যবস্থা অবলম্বন করবে বোর্ড, বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন থেকে পুস্তকগুলি মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল, ব্যবস্থা যা নিতে হবে তা করবে বোর্ড, প্রত্যেকটি বই হয়ত করে না, যেটার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, এসেম্বলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, তার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, তারা দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে বই বন্ধ করে দিয়েছে।

Shri Kashi Kanta Maitra:
যখন মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কোন পুস্তক অনুমোদন করেন তখন সেই বই অনুমোদন পাবে কি পাবে না তার সম্বন্ধে কোন ক্রাইটেরিয়ান আছে কিনা, কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড আছে কিনা, না থাকলে মিনিস্ট্রির পক্ষ থেকে কোন ডাইরেকটিভ দেওয়া হয়েছে কিনা না কি অটোমেটিকেলী তারা করে দিচ্ছে, এই বই এ্যাপ্রুভড হচ্ছে তাতে প্রসিডিওর কি ইনভলভড আছে জানতে চাই।

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
মিনিস্ট্রি থেকে কোন ডিরেকটিভ আছে কিনা, কোন মান হবে, কোন বই অনুমোদন করা হবে এ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ আছে কিনা সেটা আমার জানা নাই। সাধারণতঃ কোন্ বই পাঠ্য পুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হবে সেটা বিচার করবার জন্য কমিটি আছে, তারা বিচার করে বলে দিলে সেটা এ্যাপ্রুভড বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।

Shri Kashi Kanta Maitra:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যখন দেখলেন এই বইয়েতে আপত্তিজনক অংশ রয়েছে, সেটা জানবার পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা দপ্তর থেকে বোর্ডের কাছে কোন এক্সপ্লানেশন চেয়েছেন কিনা কোন্ সারকামস্টানসে এই ধরনের বই এ্যাপ্রুভড হল?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
আমি তো বলেছি যে এই—এ্যাপ্রুভ্যাল দেওয়া হয়েছিল অনেক দিন আগে, এখন যে অবস্থা তখন সেরকম অবস্থা ছিল না বলে এদিকে লক্ষ্য রাখা হয়নি খুব, এক্সপ্লানেশন কল করা হয়েছে বলে জানি না, তবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল এই বইয়েতে আপত্তিজনক অংশ রয়েছে ব্যবস্থা অবলম্বন করুন এবং আর যদি কোন বইয়েতে এরকম থাকে তবে সংশোধন করে দিন।

[12-10—12-20 p.m.]

Shri Kashi Kanta Maitra:
৮।১০ বছরের মধ্যে এই রকম ঘটনার টের পাওয়া গেল না। চীন ভারতবর্ষ যদি আক্রমণ না করত তাহলে বোধ হয় এটা এই রকম ভাবেই থাকত। এখন প্রশ্ন হয়েছে যে আসাম চীনের অংশ এটার জন্য কি চীনা আক্রমণ হয়েছিল?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে তাতে লেখা আছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আসামের কথা। মোটামুটি এই ভুল হয়েছে বলে বোর্ড এটা স্বীকার করে নিয়ে তুলে নিয়েছে। এবং এর সঙ্গে চীনা আক্রমণের কোন প্রশ্ন আনা উচিত নয়।

Shri Kashi Kanta Maitra:
বোর্ড যখন এই রকম কোন পাঠ্যতালিকা অনুমোদন করে সেই পাঠ্যতালিকার মধ্যে যদি কোন আপত্তিজনক কিছু থাকে যেটা জাতীয় সম্মানের পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর ব্যাপার তখন তার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আমরা জানতে চাই যে বোর্ড কি কি সারকমসটেন্সে-এ এই সমস্ত পাঠ্যপুস্তক আ্যাপ্রুভ করেন অর্থাৎ কি কি মেথডস প্রাসিডিওর আছে এই ব্যাপারে বা সেখানে কোন এক্সপার্ট বডির কাছে দেওয়া হয় কিনা?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
এই বই অনুমোদন করার জন্য একটা এক্সপার্ট কমিটি আছে। তাঁরা দেখেন যে এই রাইট অনুমোদন করা যাবে কি যাবে না যে বিষয়ে তাঁরাই সিদ্ধান্ত করেন।

Shri Kamal Kanti Guha:
এক্সপার্ট কমিটি তাঁদের যে যোগ্যতা বজায় রাখতে পারছেন না সেটা কি আপনারা বুঝতে পারছেন না।

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra: That is a matter of opinion.

Shri Kamal Kanti Guha:
যে এক্সপার্ট কমিটি এটা অনুমোদন করে তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?

Mr. Deputy Speaker:
আমার মনে হয় এ প্রশ্ন উঠে না।

Shreemati Santi Das:
৭।৮ বৎসর পূর্বে যে বইটার এডিসন হয়েছিল। তার পরে রিনিউড এডিশন এর সময় সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড কি এই বইটা দেখেননি বা যদি দেখেও থাকেন তাহলে তাঁরা পারমিশান দেন কি করে ছাপবার?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
তা সঠিকভাবে বলতে পারব না।

Shreemati Santi Das:
এ বিষয়টা কি মন্ত্রিমহাশয় অনুসন্ধান করে জানাবেন

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
প্রশ্ন করলে জানিয়ে দেব।

Shri Sailendra Nath Adhikari:
এই বইটাতে কোন এক শতাব্দীতে আসাম যে চীনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটা ইনটেগর‍্যাল পার্ট ছিল এটা ভুল তথ্য বলে আপনি স্বীকার করেন কিনা ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
আমি তো বলেছি এটা ভুল ও আপত্তিজনক।

Shri Sailendra Nath Adhikari:
apart from anyother legal or international questions
এই ভুল তথ্য পরিবেশিত করে ১০ বছর ধরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে ছাত্রদের একটা ভুল তথ্য পড়িয়ে তাদের নষ্ট করেছেন এটা কি আপনি স্বীকার করেন ?

Mr. Deputy Speaker: That is a matter of opinion.

Shri Sailendra Nath Adhikari:
১০ বছর ধরে একটা ভুল তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে এ বিষয়ে মিনিস্টারদের কোন দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি এটা লজ্জার বিষয় যে এ্যাসেম্বলী যখন তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তখন তাদের খেয়াল হল। সেজন্য আমি জিজ্ঞাসা করছি যে এটা কি আমরা আশা করব না যে বাংলা দেশের ছেলেরা সত্যিকারের শিক্ষা পাক এবং তারজন্য আপনারা চেষ্টা করবেন ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
১০ বছর কি ৮ বছর তা বলতে পারব না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যতগুলি বই মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ অনুমোদন করেছেন তার প্রত্যেকটি মাছি মারা কেরাণীর মতন করে দেখার সময় তাঁদের দপ্তরের নেই। কিন্তু যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তা ঠিক হবে।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় হাউসের সামনে বলেছেন যে, এই সমস্ত বই-এর তথ্য ঠিক আছে কিনা তা মাছি মারা কেরাণীর মত দেখবার সময় নেই। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি মনে করেন না যে, পাঠ্যপুস্তকে ভুল থাকা মারাত্মক জিনিষ ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
আমি নিশ্চয়ই এটা মারাত্মক জিনিষ বলে মনে করি। কিন্তু এর জন্য বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশান আছে ও তাদের কমিটি আছে, এবং তাদের উপর ভার ন্যস্ত আছে পুরাপুরি ভাবে। প্রত্যেকটা জিনিষ বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশানের দেখার সময় হয় না এটাই বলছি।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay:
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে, বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশান পাঠ্য পুস্তক এই ভাবে ৮।১০ বৎসর ধরে চালিয়ে দিচ্ছেন তার সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় কি স্টেপ নিয়েছেন এক্সপার্ট কমিটির মাধ্যমে প্রত্যেক পাঠ্যপুস্তক দেখার জন্য কোন এক্সপার্ট কমিটি করবেন ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
প্রত্যেক পাঠ্য পুস্তক দেখবার মত এখন এ ধরনের কোন এক্সপার্ট কমিটি গঠন করার কোন পরিকল্পনা নেই।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay:
মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন এই পাঠ্য পুস্তক বন্ধ করা ছাড়া যে সমস্ত বই প্রকাশ হয়েছে পাঠ্য পুস্তক হয়ে এবং স্কুলে স্কুলে ছেলেদের পাঠান হয়েছে সেগুলি পড়ান বন্ধ করবেন কি না?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
আমার যতদূর খবর এই বইগুলির সমস্ত স্কুলে পড়ান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তবে যদি মাননীয় সদস্য কোনখানে পড়ান হচ্ছে এ খবর আমাকে জানান তাহলে নিশ্চয়ই তার প্রতিকার করবো।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay:
আমি মনে করি এই কোশ্চেন সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আরো বিশদভাবে এই হাউসকে জানাবেন যে কি স্পেসিফিক স্টেপ দেওয়া হয়েছে, এবং তাহলে হাউসের এবং দেশের পক্ষে ভাল হবে।

(নো রিপ্লাই)

Shri Kashi Kanta Maitra:
আমি বলছিলাম যে মাছি মারা কেরাণীর মতন করে দেখা হয় না। আমি অনুরোধ করবো এ উক্তি উনি প্রত্যাহার করুন। গত ১০ বৎসর ধরে যে অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন, এবং যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন, এরপর মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ সম্বন্ধে এই উক্তি করার ফলে এই দায়িত্বহীনতাকে আরও প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করি এবং একজন মন্ত্রীর পক্ষে এ ধরণের অমার্জনীয় উক্তি করা উচিত নয়।

Mr. Deputy Speaker:
মাছি মারা বলা অন্যায় নয়। আপনি জানেন যে মাছির মাথার সবটাই চোখ মাছির অপর একটি নাম সহস্রাক্ষী—। মাছি মারা কেরাণী এটা কেরাণী পক্ষে গৌরবের বিষয় নিন্দার কথা নয়। মাছি মারা কেরাণী মানে বিচক্ষণ কেরাণী যে কেরাণী মাছিকেও মার মানায় সে মাছি মারা কেরাণী। মাছি মারা কেরাণীর ন্যায় দেখা মানে ভালভাবে দেখে সব দেখা। অতএব মাছি মারা কেরাণী বলায় এটা অন্যায় নয়।

Shri Kamal Kanti Guha:
এজন্যই বলছি যে, কারণ সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এবং বিধান সভার ভেতর থেকে এরকম ধরনের উক্তি উচিত নয়। সেজন্য বলছি উনি এটা প্রত্যাহার করুন যাতে বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশান ভবিষ্যতে আর কোন দিন এরূপ না করেন।

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
আমি এ কথা বলছি যে, যে ভার ন্যস্ত আছে বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশানের উপর তাদের এক্সপার্ট কমিটি করেছেন তারা যে বইটা প্রকাশ করেছেন তা খুঁটিনাটি ভাবে দেখা হয়নি। এই কথাটা বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে গভর্নমেণ্ট এর পক্ষ থেকে ভালভাবে দেখা হয়নি। বোর্ড থেকে দেখা উচিত একথা বলা উদ্দেশ্য নয়। বাংলা ভাষায় আমার হয়ত ত্রুটি থাকতে পারে. আমি বলছি যে ভারটা ন্যস্ত আছে বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশানের উপর তার খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কাজ দেখা সরকার থেকে হয় না।

[12-20—12-30 p.m.]

Shri Monoranjan Sen Gupta:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় প্রশ্নোত্তরে যেটা বললেন সেটা ইসাম, না, ইরাম জানাবেন কি?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

আমার জানানর কোন আপত্তি ছিল না। এর আগের বারে প্রশ্নটা এমন টাইপ হয়ে গেছে যে পড়তে গিয়ে দেখলাম পড়তে পারব না। সেজন্য জিনিসটা পরিষ্কার করে বলি—ইসাম, ইরাম দুটো কথাই ছিল। এ্যাসেম্বলীতে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বইটা পড়া পুরো হয়েছে. একটু দেখে নিলে জানতে পারবেন।

Shri Sambhu Charan Ghosh:

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বললেন যে বোর্ড অব সেকেণ্ডারি এডুকেশান এর একটা কমিটি আছে যারা পাঠ্য পুস্তকগুলি স্ক্রুটিনি করে। আমি শিক্ষা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান কার অধীনে আছে। এটা কি বর্তমানে সরকারের অধীনে নেই? তা যদি থাকে তাহলে বোর্ড অব এডুকেশান কমিটি যেটা স্ক্রুটিনি করে সেটাও তো সরকার দ্বারা পরিচালিত। তাহলে এই সমস্ত গলদ থাকে কেন?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি যেমন সরকারের অধীনে নেই সেই রকম বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান একটা স্ট্যাটুটরী বডি।

Shri Sambhu Charan Ghosh:

বর্তমানে বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের হাতে আছে। হি ইজ এ্যাপয়েন্টেড বাই দি গভর্নমেণ্ট।

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের হাতে থাকলেও বোর্ডের স্ট্যাটুটরী পাওয়ার ক্ষুণ্ন হয় নি।

Shri Sailendra Nath Adhikari:

এই এক্সপার্ট কমিটির মেম্বার কারা সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

Mr. Deputy Speaker:

ওটা এ প্রশ্ন থেকে আসে না।

Shri Kanai Pal:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যদি যা খুসী তাই উত্তর দেন, যদি কিছু না জানান তাহলে তার জন্য দীর্ঘ সময় প্রশ্ন হতে পারে। তার জন্য তারাই দায়ী, আমরা দায়ী নই।

Land revenue rates

***5.** (Admitted question No. *47.)

Shri Sudhir Chandra Das:

ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, সরকার জমির খাজনা বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন; এবং

(খ) উত্তর "হ্যাঁ" হইলে, কি হারে বৃদ্ধি করা হইবে?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

(ক) ও (খ) বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Shri Sudhir Chandra Das:

কত দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

সেটা এখনই বলতে পারব না।

Shri Sudhir Chandra Das:
আয়ের ভিত্তিতে জমির খাজনা নির্ধারণ করার কথা বিবেচনা করা হবে কিনা ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:
আমি একটু সংক্ষেপে বলে দিই। খাজনা বৃদ্ধির কথাটা বিবেচনাধীন আছে এই কথা বলছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে যাদের অল্প জমি তাদের খাজনা যাতে না বাড়ে সেই বিষয়ে সরকার একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যাদের বেশী জমী আছে তাদের ফসলের মূল্য বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৭ সাল থেকে কোন রকম খাজনা বৃদ্ধি আইনতঃ বন্ধ ছিল অর্থাৎ ১৯৩৭ সাল থেকে বস্তুতঃ খাজনা বৃদ্ধি বেশী হয়নি, এবং ১৯৩৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি যদি ছেড়েও দেওয়া হয় উৎপন্ন ফসলের মূল্য বৃদ্ধির কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, এই সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে যাদের বেশী জমি আছে তাদের জমির উপর খাজনা বৃদ্ধির অবকাশ আছে সরকার মোটামুটিভাবে এই ধারণা পোষণ করেন।

Shri Sudhir Chandra Das:
আমার প্রশ্নটা খুব পরিস্কার হয়নি। আমি পরিস্কার জানতে চেয়েছিলাম আয়ের ভিত্তিতে জমির খাজনা ধার্য্য করা হবে কিনা ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:
আমি এক কথায় হ্যাঁ, কি না, উত্তর দিতে পারব না। তবে কারোর উপর খাজনা বৃদ্ধি হলে তার মোট আয় কত সেটা নিশ্চয়ই আমাদের দেখা দরকার অর্থাৎ খাজনা কতটা যোগ্য সেটা নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখা দরকার।

Shri Kashi Kanta Maitra:
যে প্রশ্নটা সুধীরবাবু করতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে অধিক পপুলেশনের বেলায় সহরের বেলায় যে আর্নিং দেখে তার উপর ইনকাম ট্যাক্স লেভী করা হয়, সেখানে সে প্রিন্সিপলে ট্যাক্সেসন স্ট্রাকচার তৈরী করা হয়েছে, আপনি গ্রামে যে ভূমি রাজস্বের পরিকল্পনা করছেন সেখানে ঠিক সেই প্রিন্সিপিল ভূমি রাজস্ব, এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ডের বেলায় কি করবেন, না সেখানে অন্য স্ট্যাণ্ডার্ড বা ক্রাইটেরিয়ান অ্যাডপট করবেন ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:
এখানে ইনকাম ট্যাক্সের প্রিন্সিপিল অনুসরণ করা সম্ভব হবে না, এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সের বেলায় সেটা সম্ভব হতে পারে—ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যাপারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কনভিনিয়েনসের দিকে দৃষ্টি রেখে খুব সম্ভব এরকম করা যেতে পারে যে সেখানে জমি হয়ত সেচের জল দ্বারা পুষ্ট হয় সেখানে কিছুদূর পর্যন্ত জমির খাজনা বৃদ্ধি না করে তার উচচ সীমায় অধিক যে সব জমি আছে তার উপর খাজনা বৃদ্ধির করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। আমি কোন সুনির্দিষ্ট কথা বলছি না, আমি চিন্তাধারার কথা বলছি।

Shri Kashi Kanta Maitra:
৫ একর যাদের জমি আছে প্রফিটলেস এগ্রিকালচারিস্ট তাদের সম্পূর্ণ ভূমি রাজস্ব মকুব করার কথা আমরা শুনে আসছিলাম এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে বারবার এটা বলে এসেছি—এটাকে আপনারা বিবেচনা করছেন কি না ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:
না।

Shri Bhakti Bhusan Mondal:
আপনি যে কথা বল্লেন যে প্রাইস ইণ্ডেক্স বেড়ে যাচ্ছে, সেই হিসাবে তারা অনেক দাম পাচ্ছে বলে আমরা ট্যাক্সেসন করবার চেষ্টা করবো কিন্তু প্রাইস ইণ্ডেক্স যদি ডাউন হয়ে যায় তাহলে সেই আবার কি সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্স কমাবেন ?

Mr. Deputy Speaker: Make a question of opinion.

Shri Bhakti Bhusan Mondal: It is not a question of opinion, it is a very straight question, Sir.

Mr. Deputy Speaker:
এরকম সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন হয় না।

Shri Bhakti Bhusan Mondal:
আপনি যে ট্যাক্সেসনের কথা বলছেন করবো বলে ভূমি রাজস্ব সেটাই কি মেথড অব ট্যাক্সেসন আপনারা ফলো করবেন সে সম্বন্ধে কাইগুলি একটু বলুন।

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:
আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে একটাই দিকে নজর রাখতে হবে। অর্থাৎ যার উপর করভার বৃদ্ধি হবে তিনি সেটা চালু করতে পারবেন কি পারবেন না, তিনি অতিরিক্ত কিছু বাড়তি ফসল উৎপাদন করুন কি না করুন, তার সংসারের প্রয়োজন কি রকম এই সবগুলি মোটামুটি বিবেচনা করা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। মাননীয় সদস্য বোধ হয় সে সব কথাই জানতে চাচ্ছেন কিন্তু ভূমি রাজস্ব যেখানে লক্ষলক্ষ কৃষকের কাছ থেকে আদায় করা হয়ে সেখানে প্রতিটি কৃষকের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা বিবেচনা করে কর ধার্য করা সম্ভব কিনা সেটা বিবেচনা করে কর ধার্য করা সম্ভব কিনা সেটা বিবেচনার কথা, তবে সরকার এই মত পোষণ করেন যে সাধারণভাবে সকলের উপর খাজনা বৃদ্ধি করাটা বোধ হয় সংগত হবে না।

Shri Bhakti Bhusan Mondal:
বেসিসটাকে ল্যাণ্ডের ইনকামের উপর হবে, না ইন টোটো সমস্ত বিষয়টা কন্সিডার করা হবে?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:
আমি মাননীয় সদস্যের কথাটা সব বুঝতে পরলাম না, বোধ হয় উনি খুব জটিল কথা বলছেন। আমি যেটুকু ইংগিত দিয়েছি বোধ হয় তার বেশী ব্যাখ্যা করা বর্তমান সময়ে আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

[12-30—12-40 p.m.]

Shri Nani Bhattacharjee:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি যে আন ইকনমিক হোল্ডিং যেগুলি গ্রামাঞ্চলে আছে তার ট্যাক্স রেহাই হবে কিনা?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:
আমি সে রকম কোন কথা বলতে পারবো না আমি শুধু এই কথা বলছি যে ফসলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যেখানে কৃষক অধিক উৎপাদন করতে পারে অধিক জমি থাকার জন্য সেখানে আমাদের আশা আছে মাননীয় সদস্যগণ সেই সব ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির কথা নিশ্চয়ই সুপারিশ করবেন।

Shri Nani Bhattacharjee:
মাননীয় মন্ত্রী কি বলবেন যে আন ইকনমিক হোল্ডিং যখন বলা হচ্ছে তখন নিশ্চয়ই তাদের রাজস্ব দেবার ক্ষমতা নেই সে ক্ষেত্রে ট্যাক্স মাফের কথা বিবেচনা করবেন না?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:
এই আন ইকনমিক হোল্ডিং বল্লেন তাদের যে দেবার ক্ষমতা নাই এটা নাও বুঝাতে পারে—সমস্ত বিষয়টা হচ্ছে এই যে সেই কৃষকের কতখানি জমি আছে, তার করভার বহন করবার কতখানি ক্ষমতা আছে এই সব বিবেচনা করে কর ধার্য করার কথা সরকার বিবেচনা করছেন।

Shri Nani Bhattacharjee:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি যে কি পরিমাণ জমি থাকলে সেটা আন ইকনমিক হোল্ডিংস হবে না?

Mr. Deputy Speaker:

এটা কোশ্চেনে কভার করে না, আমি কি করে এলাউ করি।

Shri Nani Bhattacharjee:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় একটু আগে বললেন যে জমির পরিমাণ এবং ফসলের উৎপাদন দেখে কর ধার্য করা হবে—এটা আন ইকনমিক হোল্ডিং হবে কিনা সেটা তিনি বলতে পারছেন না—এতে নিশ্চয়ই প্রশ্ন আসে যে জমির পরিমাণ কতখানি হলে পর তা আন ইকনমিক হোল্ডিং হবে না ?

Mr. Deputy Speaker:

এখন উনি সেটা বলতে পারেন না।

Shri Nani Bhattacharjee:

গভর্নমেণ্ট একটা নীতি ঘোষণা করেছেন—সে দিকে তাকিয়ে বলুন কি পরিমাণ জমি থাকলে তা আন ইকনমিক হোল্ডিং হবে না ?

Mr. Deputy Speaker:

এটা মন্ত্রিমহাশয় বিবেচনা করছেন—এটা উত্তর দেবার কথা নয়।

Shri Bejoy Kumar Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রী কি বলবেন যে যাদের জমি বেশী আছে তাদের খাজনা বৃদ্ধি হবে—এখন জমিদারী আছে কিনা জানি না—যাহোক বেশী যাদের জমি আছে তাদের জমির ফসলও বেশী হয়—এখন সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ার দরুন তাদের বেশী খাজনা দেবার ক্ষমতা আছে কিনা সেটা মন্ত্রিমহাশয় কি বিবেচনা করবেন ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

মাননীয় সদস্যকে এই আশ্বাস আমি দিতে পারি যাদের অল্প জমি আছে, যাদের করভার বহন করবার ক্ষমতা কম তাদের উপর করভার বৃদ্ধি করবার কোন প্রস্তাব নেই—তবে মাননীয় সদস্য যদি বলেন জমিদারী, জোতদারী চলে গেছে—এখন তারা গরীব হবে পড়েছে তাদের খাজনা বাড়ানো উচিত নয়, নিশ্চয়ই তাহলে আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই।

Shri Bejoy Kumar Banerjee:

আপনি কাদের খাজনা বাড়াবেন এবং কাদের খাজনা কমাবেন কি করে সেটা নির্ধারিত হবে—এ সম্বন্ধে কি কোন আইন হবে না ইচ্ছামত হবে ?

Mr. Deputy Speaker:

ওটা ঠিক প্রশ্ন হোল না—আপনি আলাদা প্রশ্ন করুন।

Shri Kashi Kanta Maitra:

আপনি বললেন যে ৫ একর পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব করবেন না—কেবল বাস্তুজমির খাজনা মকুব করবেন—এতে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি—মনে হচ্ছে বাস্তুজমি সম্বন্ধে ফাইন্যাল ডিসিসন নিয়েছেন—এই ডিসিসন নেওয়ার আগে সেটা বাড়িয়ে ৫ একর না করলেও অন্তত ৪ একর পর্যন্ত করতে বিবেচনা করবেন না ? আমি চাই না যে হিয়ার এণ্ড নাউ এ্যানাউন্স করে দেন ; আমি বলছি ৫ একর জমি যাদের আছে তারা মোর অর লেস প্রফিটলেস এগ্রিকালচারিস্ট একথা আপনি স্বীকার করেছেন—এখন আমি জানতে চাই সেই হিসাবে আপনি একজন একনমিস্ট হিসাবে—এই প্রশ্ন বিবেচনা করবেন কিনা এবং এই আশ্বাস আমাদের দিতে পারেন কিনা ? এর বেশী কিছু চাই না...

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

আমি বলতে পারি সাধারণভাবে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি যাতে হয় তার জন্য সরকার বিবেচনা করবেন তবে একথা আমি বিশ্বাস করি না ...শুধু খাজনা যদি তুলে দেওয়া হয় তাহলে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হবে। আমি জানি ... জায়গায় তারা খাজনা দিয়েছে আবার কোথাও তারা খাজনা দেন নাই ২০ বছর ধরে—পাশাপাশি এই দুই রকম কৃষকদের অবস্থা তুলনা করে দেখা গেছে যে তাদের কোন অবস্থার উন্নতি হয় নি—কাজেই খাজনা অতি সামান্য ব্যাপার কৃষকদের পক্ষে – কৃষকদের উন্নতি আরও অন্যান্য অবস্থার উপর নির্ভর করে—আমি আবার বলতে চাই যে সরকারের এখনও বিবেচনাধীন আছে—হয়তো শীঘ্র সে বিষয়ে আপনাদের কাছে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে আসতে পারবো।

Shri Nikhil Das:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বল্লেন জমির খাজনা বাড়ানোর কথা তিনি চিন্তা করছেন—খুব অল্প জমি যাদের আছে তাদের খাজনা মকুব করবার কথা তিনি চিন্তা করছেন কি?

Mr. Deputy Speaker:

এর আগে তো তিনি বলে দিয়েছেন যে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করছেন।

Shri Nikhil Das:

কি বিবেচনা করছেন—সেটা জানতে চাই?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

সমস্ত কথা যদি এখন বলে দেবো তাহলে বিবেচনার থাকলো কি?

Shri Sudhir Chandra Das:

আপনি বলেছেন যে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে—যেখানে উৎপাদন কম হচ্ছে যেমন আপনার বাড়ীর কাছে পাঁশকুড়ায়—সেই সব জায়গায় খাজনা বৃদ্ধি করবে কি?

Mr. Deputy Speaker:

এখানে এই প্রশ্নটা আসে না—উনি বলেছেন যে বিবেচনাধীন আছে কেন আবার এনিয়ে প্রশ্ন করছেন?

Resignation of the President and Vice-President of Murshidabad District School Board

***6.** (Admitted question No. *65.)

Shri Birendra Narayan Ray:

গত ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সালের অতিরিক্ত ৭৬২ নং (অ্যাডমিটেড প্রশ্ন ১৪২০) প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করিয়া শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাইবেন কি যে উক্ত স্কুল বোর্ডের সভাপতি ও সহ-সভাপতি মহাশয় যে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছিলেন তাহা গৃহীত হইয়াছে কিনা?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

হ্যাঁ।

Shri Birendra Narayan Ray:

উক্ত স্কুল বোর্ডের সভাপতি ও সহ-সভাপতি কবে পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন।

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

আমি পড়ে দিচ্ছি—মুর্শিদাবাদ জিলা বিদ্যালয় পর্ষদের সভাপতি শ্রীসৈয়দ কাজেম আলি মির্জা ও উপ-সভাপতি শ্রীসত্যব্রত ভট্টাচার্য উভয়েই স্ব স্ব পদ হতে পদত্যাগ করেছিলেন। ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় গ্রামীন প্রাথমিক শিক্ষা আইনে পদত্যাগ সম্বন্ধে কোন আইন বিধিবদ্ধ না থাকায় বিধি নির্দেশক মহাশয়ের সম্মতিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক সভাপতির পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইয়া ৭।১১।৬৩ তারিখে বিশেষ সভায় শ্রীমহম্মদ অবদুস সত্তারকে যথাযথসভাপতি পদে নির্বাচিত করিয়াছেন।

Shri Birendra Narayan Ray:
কোন তারিখে তিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছিলেন ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
আমি সঠিক তারিখ এখন বলতে পারবো না।

Shri Birendra Narayan Ray:
মাননীয় ডেপুটি স্পীকারমহাশয় আমি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করছি যে কোন তারিখে পদত্যাগপ দাখিল করেছেন তার জবাব মন্ত্রী দিচ্ছেন না—এভয়েড করে যাচ্ছেন—তার বিশেষ কার কি যার জন্য তিনি বলতে পারছেন না ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
আপনি প্রশ্ন করেছেন যে পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে কিনা—আমি তার উত্তর তো আগে দিয়েছি। তারিখের কথা তো আপনি বলেন নি।

Shri Sailendra Nath Adhikari:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বল্লেন যে শ্রীকাজেম আলি মির্জা এবং সহ-সভাপতি সত্যব্রত ভট্টাচা প্রেসিডেণ্ট অ্যাণ্ড ভাইস-প্রেসিডেণ্ট অব দি মুর্শিদাবাদ স্কুল বোর্ড পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন এবং সেই পদত্যাগপত্র গৃহীতও হয়েছে। সরকার যখন তাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন তখন সরকার কেন বলতে পারছেন না যে কবে তাদের পদত্যাগপত্র দাখিল করা হয়েছে ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
এটা তো প্রশ্নে ছিল না—কাজেই আমি বলতে পারবো না।

Shri Sailendra Nath Adhikari:
যার উপর এফেক্ট হয়েছে তার অরিজিন বলতে পারবেন না যে কবে পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
তবে একথা বলতে পারি যে অনেক দিন আগে দাখিল করেছিলেন ঠিক সেই তারিখটা কবে তা এ প্রশ্নে বলতে পারবো না। রুর‍্যাল প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট-এ এসম্বন্ধে কোন আইন বিধিবদ্ধ না থাকায় অসুবিধা হয়েছে। কাজেই সঠিক উত্তরটা এখন বলতে পারছি না।

Shri Sanat Kumar Raha:
মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল -বার্ডের যিনি সভাপতি তিনি ৬ মাস আগে এই পদত্যাগপত্র দিয়ে ছিলেন সেকথা তিনি বিধনসভায় জানিয়েছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে তিনি পদত্যাগ পত্র দিয়েছেন কিন্তু গৃহীত হয়নি। তখন প্রশ্ন করা হয়েছিল কি কারণে গ্রহণ করা হয়নি ? তখন বিধানসভায় তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি যে কি কারণে তিনি পদত্যাগপত্র দিয়েছিলেন। আজকে জানাবেন কি, কি কারণে এই সভাপতি মহাশয় পদত্যাগ পত্র দিয়েছিলেন ?

[12-40—12-50 p.m.]

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
কি কারণে পদত্যাগপত্র দিয়েছিলেন সেটা আমি বলতে পারি না।

Shri Sanat Kumar Raha:
স্কুলবোর্ডের সভাপতির পদে যেখানে কাজেম আলী মির্জা ছিলেন সেখানে আব্দুল সত্তারকে আনা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি কংগ্রেসের বামপন্থী ক্যাম্প থেকে প্রলোভন

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

এ থেকে এই প্রশ্ন ওঠে না।

Shri Kashi Kanta Maitra:

এই স্কুলবোর্ডগুলো বেঙ্গল প্রাইমারী এ্যাক্ট এর দ্বারা গভর্নড হয় এবং স্ট্যাটুটারি বডি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি আপনারাও বলেন যে এটা স্ট্যাটুটারি বডি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি এবং এগুলি গভর্নমেন্ট-এর এ্যাপেনডেজ নয়। এই যদি আপনারা পলিসি নিয়ে থাকেন তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এটা কি আপনাদের পলিসি যে, কোন মিনিস্টার কোন স্কুল বোর্ডের সঙ্গে অ্যাজ হেড এ অব দি স্কুল বোর্ড জড়িত থাকতে পারবে না এবং যদি থাকে তাহলে অ্যান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, ইম্পার্শিয়াল এ্যাণ্ড স্ট্যাটুটরি ক্যারেক্টার অব দি বোর্ড কনসার্নড ইজ স্পয়েল্ড—এটা কি স্বীকার করেন?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

এরকম কোন নিয়ম আছে বলে আমার জানা নেই।

Shri Kashi Kanta Maitra:

আপনার উক্তি থেকে এটা কি ধরে নিতে পারি বা কাজেম আলী মির্জা যে মন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগ করেছেন তাথেকে কি এটা ধরে নিতে পারি যে, কোন মিনিস্টার ক্যানট কণ্টিনিউ আইদার অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অর ভাইস চেয়ারম্যান অব দি স্কুল-বোর্ড। মে আই টেক ইট ফ্রম ইওর অ্যানসার?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

আমার উত্তর থেকে এরকম ধরার কোন কারণ নেই বা যেহেতু কাজেম আলী মির্জা মন্ত্রী ছিলেন সেহেতু তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন একরম কথা আমি বলিনি।

Shri Kashi Kanta Maitra:

তাহলে এটা কি আপনাদের নীতি যে, মন্ত্রী হিসেবে যিনি থাকবেন তিনি ক্যাবিনেট মিনিষ্টার থাকাকালীন বা কাউন্সিল অব মিনিস্টার-এর সভ্য থাকাকালীন ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড-এর চেয়ারম্যান থাকতে পারবেন না?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

এরকম কোন নীতি কোনখানে বিধিবদ্ধ নেই এবং গৃহীত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

Shri Bejoy Kumar Banerjee:

মন্ত্রিমহাশয় বললেন পদত্যাগপত্র দাখিল করেছে। কিন্তু উনি কি সেই পদত্যাগপত্র দেখেন নি? এই কোশ্চেন-এ ডিটেলস্ রয়েছে, স্পেসিফিক্যালি বলা হয়েছে যে, পদত্যাগপত্র যে দাখিল করেছে তা গৃহীত হয়েছে কিনা? কাজেই পদত্যাগপত্রের ডেট সম্বন্ধে এখন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে সেটা ইর্‌রেলেভেণ্ট নয়। উনি যদি না দেখে থাকেন তাহলে উনি অন্যায় করেছেন, ওঁর সেটা দেখা উচিত। স্যর, আমরা চাই যে সমস্ত বিষয় আমরা জানতে চাইব ওঁরা তার সদুত্তর দেবেন—বিশেষকরে ওঁর ডিপার্টমেণ্ট যখন এখানে আছে। কিন্তু উনি এখন বলতে পারছেন না যে কবে পদত্যাগপত্র দাখিল করেছে।

Mr. Deputy Speaker:

যদি উনি বলতেন যে কবে পদত্যাগপত্র দাখিল করেছে তাহলে নিশ্চয়ই জানাতেন।

Shri Bejoy Kumar Banerjee:

পদত্যাগপত্র দাখিল হয়েছে এ সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন করা হয়েছে তখন তাঁর না জানার কি কারণ থাকতে পারে? তাছাড়া তাঁর ডিপার্টমেণ্ট যখন নোট নিচ্ছেন তখন তিনি বলবেন না কেন? যাহোক, আমরা আমাদের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট ছাড়ব না, আমরা এর জবাব চাই।

Mr. Deputy Speaker:
ফাণ্ডামেণ্টাল মাস্ট কার্টেল করা হচ্ছে না, আপনি আবার প্রশ্ন করুন।

Shri Bejoy Kumar Banerjee:
উনি যদি এরকম প্রশ্নের জবাব না দেন তাহলে আমি আপনার কাছে জানতে চাই এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা আপনার আছে কিনা ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
প্রশ্ন করবার সময় যদি ভালভাবে করতেন তাহলে নিশ্চয়ই বলা যেত।

Shri Sailendra Nath Adhikari:
স্যার, মাননীয় খগেনবাবু একটা অবজেকশনেবল কথা বলেছেন। প্রশ্ন করার সময় উনি বললেন আমরা যেন ভাল করে প্রশ্ন করি, আমরা কি খারাপ করে প্রশ্ন করি ? স্যার, এর মধ্যে আপনার সম্মান জড়িত আছে। লিখিতভাবে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল, আপনি সম্মতি দিয়েছিলেন তথাপি উনি এ কথা বললেন উনি হোল হাউসকে কণ্টেম্পট করেছেন, আমাদের ডিগ্‌নিটি নষ্ট হয়েছে, আপনার কাছে রুলিং চাই, এইভাবে হোল হাউসকে বি-লিটল করতে পারেন কিনা

Mr. Deputy Speaker:
ভালভাবে করবেন মানে অন্যায়ভাবে করেছেন মানে তা নয়।

Shri Sanat Kumar Raha:
মুর্শিদাবাদের স্কুল বোর্ডের সহকারী সভাপতি শ্রীসত্যব্রত ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে অডিট রিপোর্টে যে সব স্ট্রিকচার ছিল তার জন্যই কি পদত্যাগপত্র দাখিল করতে বাধ্য হয়েছে ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
আমারতো সেরকম জানা নাই।

Shri Birendra Narayan Ray:
আপনি বলেছিলেন অপের অপচয় সম্বন্ধে স্কুল বোর্ডের সম্বন্ধে স্ট্রিকচার আছে, অডিট রিপোর্ট করেছে, আজকে বলেছেন জানা নেই। এর মধ্যে কি কোন কণ্ট্রাডিকশন নাই।

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
স্ট্রিকচার আছে সেটা আপত্তি করছি না, জানি না, তাও বলিনি, কিন্তু সেই কারণেই পদত্যাগপত্র দাখিল করেছে সে খবর আমার জানা নাই। এই প্রশ্নের উত্তর আমিই তো এসেম্বলীতে দিয়েছিলাম, কাজেই আমি জানি।

Shri Deb Saran Ghosh:
পদত্যাগপত্র আপনি দেখেছেন কিনা ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
না দেখিনি, কারণ পদত্যাগপত্র আমার কাছে আসেনি।

Contract labour in Factories

*7. (Admitted question No. *142.) **Shri Kashi Kanta Maitra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) how many factories in the State are employing contract labour and the total number of such labourers at present; and

(b) if the State Government has any plan to go into the question of abolition of contract labour in factories in this State?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar: (a) No information is available. Annual returns submitted by factories do not include these categories of workers.

(b) The Labour Department has already issued notice for introduction of the Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Act, 1963, with a view to making the principle employer of every industry liable for the working conditions as well as service conditions of the persons employed by any Contractor for the execution of work which is part of, or incidental to and necessary for, the work of such industry and which is sufficient to employ whole-time workmen and is not of an intermittent or temporary nature.

Shri Kashi Kanta Maitra: Will the Hon'ble Minister be pleased to state if he is in a position to say if the statutory benefits like provident fund, gratuity, etc., are also made admissible to this category of contract labour?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar: I have already stated that we are going to introduce a Bill whereby the employer will be made liable for the working and service conditions of the contract labour, as are applicable to permanent workers.

[12-50—1 p.m.]

Shri Kashi Kanta Maitra: As far as I could gather the answer was that no information is available. I am asking, is there not any machinery under the State Government which could be utilised to collect this information? How is it that no information is available although a specific question has been put to the effect as to what is the number of contract labour in the State?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar: I can inform the honourable member that under the ruling of the Supreme Court to the effect that persons employed through contractors do not come within the perview of 1948 Act, and, therefore, they were not included. Now we are going to modify the Act and they will be included therein.

Shri Kashi Kanta Maitra: Is the Hon'ble Minister aware that in States like Bihar they have already appointed a Committee representing all the different parties in the State Legislature to go into the question of abolition of contract labour and is the Hon'ble Minister in a position to give this House an assurance that such a Committee will be appointed to go into the question of contract labour as such in this State also?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:

আমি পূর্বেই বলেছি যে আমরা বিল আনছি, গেজেট হয়ে গেছে—মাননীয় সদস্য যদি তা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমরা কি করতে যাচ্ছি।

Shri Nani Bhattacharjee:

আপনি এর আগে বলেছেন যে কেবলমাত্র পারমানেন্ট ন্যাচারএর যে সমগ্র কাজ সেই সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে কনট্রাক্টর যে সমস্ত ওয়ার্কার দের কাজে লাগায় তাদের প্রিনসিপ্যাল এমপ্লয়ার সে বিভিন্নরকম সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য বাধ্য থাকবেন। এই সম্পর্কে একটা আইন আসছে। কিন্তু অস্থায়ী কাজের জন্য সে ক্ষেত্রে কণ্ট্রাক্ট লেবার লাগানোর ব্যাপার এখন থেকে যাচ্ছে। সে জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি বিশেষ করে বাংলাদেশের এই রকম অবস্থায় কণ্ট্রাক্ট লেবার-এর ক্ষেত্রে টেম্পোরারি, এমপ্লয়মেন্ট হোক, ক্যাজুয়েল অর ইনটারমিট্যাণ্ট হোক সে সব একেবারে তুলে দেবার কথা ভাবছেন কিনা?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:
বর্তমানে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

Shri Nani Bhattacharjee:
আপনি কি বলবেন নীতিগতভাবে তাঁরা কণ্ট্রাক্ট লেবার, এমন কি অস্থায়ী লেবার ইণ্টারমেটেণ্ট—তুলে দেওয়া হোক চান কিনা ?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:
এটা মতামতের প্রশ্ন। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে অনেক সময় তা সম্ভব হয় না। যেমন ছোট একটা কাজের জন্য একটা ছোট কণ্ট্রাক্ট যদি কেউ দেন তাহলে সেখানে পারমানেণ্ট নেচার অব ওয়ার্ক কেউ করেন না সেজন্য এক্ষেত্রে আইন করে কিছু করা সম্ভব নয়।

Shri Nani Bhattacharjee:
ইণ্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স-এ কণ্ট্রাক্ট লেবার সম্বন্ধে কি সুপারিশ করা হয়েছে ?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:
সে সুপারিশ অনুযায়ী বিল আনা হচ্ছে।

Shri Nani Bhattacharjee:
সুপারিশ কি হয়েছে ?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:
সুপারিশের ডিটেলস আমার কাছে নেই তবে এটুকুন বলছি যে তাঁরা যে লাইনএ সুপারিশ করেছেন তার চেয়ে বেশী করছি।

Shri Somnath Lahiri:

এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যেমন ক্যালকাটা ট্রাম কোং-তে কতকগুলি কাজ নিয়োজিত শ্রমিকের দ্বারা করান হচ্ছে সেখানে সেই শ্রমিকের বদলে নূতন করে কন্ট্রাক্ট লেবার ইনট্রোডিউস করারই চেষ্টা করা হচ্ছে। এই রকম ধরণের রিপ্রেজেন্টেশন যা করা হয়েছে সে সম্বন্ধে শ্রমদপ্তর কি নীতি গ্রহণ করেছেন ?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:
আমি পূর্বেই ত বলেছি তার জন্য এই বিল আনা হচ্ছে যাতে পারমানেণ্ট ন্যাচার অব ওয়ার্ক টেম্পোরারী ওয়ার্কার দিয়ে করালে তারা যেন পারমানেণ্টদের সুযোগ সুবিধা পান। এর জন্য বিল গেজেট করা হয়েছে এবং আনাও হয়েছে।

Shri Somnath Lahiri:
বিল কি এই সেসানে আসবে ?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:
আমি নোটিশ দিয়েছিলাম কিন্তু এখন লিস্টএ দেখছি নেই।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:
তাহলে এটা কি মালিকদের সঙ্গে পরামর্শ করে আনবেন ?

(No reply)

Shri Nikhil Das:

উনি যেটা আনছেন এবং আমরা যে বিল পেয়েছি সেটা হচ্ছে অ্যামেণ্ডমেণ্ট টু ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট্স অ্যাক্ট তাতে কণ্ট্রাক্ট লেবার নিতে পারবে কি পারবে না সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নেই। একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে কণ্ট্রাক্ট লেবার যদি যায় সেই কণ্ট্রাক্ট লেবার এমপ্লয়মেণ্ট-এর ব্যাপারে প্রিন্সিপাল এমপ্লয়ারদের রেসপনসিবেল করে আমরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট করতে পারব। কিন্তু কনট্রা

লেবার নিতে পাববে কি না পারবে সে সব কিছু নেই। যেমন ধরুন এক জায়গায় পারমানেণ্ট ওয়ার্কার আছে ২ হাজার ৫০০—সেখানে ৫০০কে সবিয়ে দিল এবং সেখানে কণ্ট্রাক্ট-এব মাধ্যমে ৫০০ নিল। সুতরাং এই যে প্রশ্ন কণ্ট্রাক্ট লেবার-এর সেটা থেকেই যাচ্ছে, এ সম্বন্ধে কিন্তু কোন কথা এই বিলে নেই। আমরা যে বিলের কপি পেয়েছি সেটা হচ্ছে অ্যামেণ্ডমেণ্ট টু ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস অ্যাক্ট এখানে প্রশ্নটা স্পেসিফিক ছিল অ্যাবোলিশন অব কণ্ট্রাক্ট লেবার সেই অ্যাবোলিসন অব কণ্ট্রাক্ট লেবার-এব সঙ্গে ঐ প্রশ্ন আসে না—অর্থাৎ অ্যামেণ্ডমেণ্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস অ্যাক্ট-এর সঙ্গে এই প্রশ্ন যুক্ত নয় সুতরাং অ্যাবোলিসন অব কণ্ট্রাক্ট লেবার এর ব্যাপারে সরকার কিছু চিন্তা করছেন কিনা?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:

আমরা এখন কোন প্রশ্ন চিন্তা করছি না। এব এখন কিছু করাও সম্ভব নয়।

Cases filed in Basanti Bhag-court, 24-Parganas, 1962-63

*8. (Admitted question No. *157.)

Shri Khagendra Nath Naskar:

ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) চব্বিশপরগনা জেলার অন্তর্গত বাসন্তী ভাগ কোর্টে ১৯৬২-৬৩ সালে কতগুলি মোকদ্দমা রুজু হইয়াছিল;

(খ) তন্মধ্যে প্রজা উচ্ছেদের মোকদ্দমা কয়টি;

(গ) উপবিউক্ত সালে উক্ত মোকদ্দমার ফলে কয়টি প্রজাকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে; এবং

(ঘ) উচ্ছেদেব কাবণ কি?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

(ক) মোট ৩৫০টি।

(খ) মোট ৬০টি।

(গ) একটি ক্ষেত্রে একজন বর্গাদারকে উচ্ছেদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু উক্ত আদেশ এখনও নির্বাহ করা হয় নাই।

(ঘ) (১) বর্গাদার বর্গাজমি নিজে চাষ না করায়; এবং

(২) পরপর তিন বৎসর উক্ত জমির ফসলের মালিকের অংশ না দিয়া পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের বিধান লঙ্ঘন করায়।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ নস্কর: এই যে, ৬০টি উচ্ছেদ হয়েছিল, এই ৬০টির উচ্ছেদের কারণ জানাবেন কি?

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য: ৬০টির উচ্ছেদ হয়নি একটির উচ্ছেদ হয়েছে। আপনার প্রশ্নের মধ্যে ভুল রয়ে গেছে উচ্ছেদের মকদ্দমা ভাগচাষী অফিস-এর কাছে বর্গাদারদের উচ্ছেদের মামলার ৬০টির ১টি উচ্ছেদ করা হয়েছে। যে কারণে উচ্ছেদ হয়েছে তা 'খ'-এর প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে।

শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী: বাকিগুলি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

দি অনারেবল শ্যামাদাস ভট্টাচার্য: বাকিগুলি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে বলে আমার ইনফরমেশান তবে সঠিকভাবে বলতে পারবো না।

Cultivation of Government Khas lands in Merigunj Union by the peasants

***9.** (Admitted question No. *158.)

Shri Khagendra Nath Naskar:

ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) চব্বিশপরগনা জেলার অধীন মেরীগঞ্জ ইউনিয়নে এই বৎসরে চাষের পূর্বে কতজন চাষীকে কোন কোন্ তারিখে সরকারী খাস জমিতে চাষ করিবার অধিকার দিয়া কতগুলি পারমিট দেওয়া হইয়াছিল;

(খ) ইহা কি সত্য যে পারমিটের মধ্যে কিছু সংখ্যক পারমিট ধান কাটিবার পূর্বে ক্যানসেল্ড করা হইয়াছে;

(গ) যদি (খ) প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হয় তাহা হইলে—

(১) কতগুলি পারমিট ক্যানসেল্ড করা হয়,

(২) পারমিট ক্যানসেল করার কারণ কি, এবং

(৩) চাষীরা যে খরচ করিয়া চাষ করিয়াছে তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে কিনা?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

(ক) ৭৪জন কৃষককে পারমিট দেওয়া হইয়াছিল। তারিখ অনুযায়ী পারমিট ইস্যুর সংখ্যা নিম্নে দেখান হইল।

১২-৭-৬৩	তারিখে	১টি	অনুমতিপত্র
১৫-৭-৬৩	"	১টি	"
১৭-৭-৬৩	"	২টি	"
২০-৭-৬৩	"	৩টি	"
৩০-৭-৬৩	"	২৭টি	"
৩১-৭-৬৩	"	৯টি	"
২-৮-৬৩	"	১টি	"
৫-৮-৬৩	"	১৭টি	"
৬-৮-৬৩	"	১০টি	"
৯-৮-৬৩	"	১টি	"
২৩-৯-৬৩	"	২টি	"

(খ) হ্যাঁ।

(গ) (১) ১৮টি।

(২) তদন্তের ফলে জানা যায় যে, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন আদৌ জমি চাষ করেন নাই। কয়েকজনের জমি অপরে চাষ করিয়াছে এবং কিছু জমির স্বত্ব আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে। কাজেই এই সমস্ত ব্যক্তিদের অনুমতিপত্র বাতিল করা হয়।

(৩) ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ নস্কর: এই যে বলেছেন পারমিট কেন্সেল করা হয়, চাষ করেনি বলে, ওটা অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাহলে পারমিট যেখানে একজনের নাই সেখানে অন্য জনে চাষ করে কি করে?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

১৮টা ক্ষেত্রে পারমিট কেন্সেল করা হয়েছিল। ১৮টা ক্ষেত্রেই জানা গেছে যে যাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল তারা চাষ করেনি অন্যে করেছে।

Shri Khagendra Nath Naskar:

অন্যে চাষ করে কি করে?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya:

আসল গলদটাও ওখানে যার নামে পারমিট দেওয়া গেল, দেখা গেল তিনি চাষ করছেন না, তিনি একটা ভাগচাষী নিযুক্ত করেছেন, কিম্বা আর একজন চাষী নিযুক্ত করেছেন, তিনি তাঁর ফসলের অর্দ্ধাংশ নেবার জন্য চেষ্টা করছেন। নানা গলদ দেখা গেল বলে, লাইসেন্সগুলি বাতিল করতে হল লাইসেন্স ঠিকই দেওয়া হয়েছিল, লাইসেন্স দেবার পর দেখা গেল সে জমি যার নামে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তিনি চাষ করছেন না, অন্য একজন চাষ করছেন, যদি আর একজন চাষ করে থাকে, তাহলে তাকেই লাইসেন্স দেওয়া উচিত, অন্যাকে দেওয়া উচিত নয়।

Mr. Deputy Speaker: Question time is over.

(Starred questions to which answers were laid on the Table.)

Pay-scales of librarians, peons and clerks in schools

***10.** (Admitted question No. *188.)

Shri Sanat Kumar Raha:

শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কেরাণী, পিয়ন ও লাইব্রেরিয়ানদের বেতন-স্কেল সরকার বর্দ্ধিতহারে পুনর্নির্ধারণ করিয়াছেন কিনা?

The Minister for Education:

হাঁ। ১-৪-৬২ তারিখ হইতে সংশোধিত হারে বেতনক্রম চালু করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

Managing Committee of the Prasannamayee Higher Secondary School

***11.** (Admitted question No. *189.)

Shri Sanat Kumar Raha:

শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, কান্দী মহকুমার গোকর্ণ অঞ্চলে প্রসন্নময়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে অভিভাবকগণের পক্ষে পূর্ণ সংখ্যা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় নাই, এবং

(খ) উক্ত ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে কে কে সদস্য এবং মোট সদস্য কত জন আছেন?

The Minister for Education:

(ক) না।

(খ) ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণের নাম:—

১। শ্রীনির্মলকান্তি সাহা, এস ডি. ও. কান্দী	বিভাগীয় প্রতিনিধি।
২। শ্রীত্রিপুরাচরণ রায়	সম্পাদক (স্থাপয়িতার উত্তরাধিকারী)।
৩। শ্রীবিগলানন্দন ঘোষ	স্থাপয়িতার উত্তরাধিকারীর মনোনীত।
৪। শ্রীআসগর আলী	ঐ
৫। শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী	অভিভাবক প্রতিনিধি।
৬। শ্রীসন্তোষ কুমার সাহা	ঐ
৭। শ্রীকমললোচন রায় চৌধুরী	ঐ
৮। শ্রীইন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জী	বিদ্যোৎসাহীদের প্রতিনিধি।
৯। শ্রীদুর্গাচরণ রায়	চিকিৎসকদের প্রতিনিধি।
১০। শ্রীশশধর দাস (প্রধান শিক্ষক)	পদাধিকারবলে।
১১। শ্রীহরিদাস সিন্হা	শিক্ষক প্রতিনিধি।
১২। শ্রীনির্মল চন্দ্র চক্রবর্তী	ঐ

Spectacle frame manufacturing factory, Howrah

***12.** (Admitted question No. *231.) **Shri Nikhil Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) what are the reasons of the disastrous fire in a spectacle frame manufacturing factory of Howrah on 8th December, 1963, where eight workers were burnt to death;

(b) whether there was any irregularity or non-compliance with the provisions of the Factories Act; and

(c) whether Government has got the report of the last inspection by the Factory Inspector?

The Minister for Labour: (a) A fire accident took place at about 4 p.m. on the 9th December, 1963, in Bagree Optical Industries, 31 G.T. Road, Salkia, Howrah. When a worker was engaged in heating spectacle frames on an electric heater by placing the frames on an iron plate placed on the heater for the purpose of bending the nose of the spectacle in a Bending Machine, one spectacle frame caught fire due to over-heating. 12 bags of Celluloid scraps and filings were stored adjacent to the working bench. The fire soon spread to the adjacent bags which were very near to the door of the premises. The fire further spread to the roof of the shed made of corrugated iron sheets on bamboo strusses, which collapsed and trapped some workers, as a result of which 8 workers were killed.

(b) Yes. The Inspector of Factories inspected the place in May 1963, and the proprietor was asked to submit application with plan. The application with plan was submitted but not in proper order. The proprietor was asked to modify the plan and to carry out necessary changes in the structure and lay out. This has not been complied with.

(c) Yes.

Registration of the Bengali youth as unskilled labourers in Employment Exchanges.

***13.** (Admitted question No. *259.)

Shri Bhabani Mukhopadhay:

শ্রম বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি হইতে নবেম্বর মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলিতে কত জন বাঙালী যুবক অদক্ষ শ্রমিকরূপে কার্য করিতে সম্মতি জানাইয়া নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

(খ) তালিকাভুক্ত ঐ যুবকদিগের মধ্যে কত জনের চাকরি পাওয়ার সংবাদ জানিতে পারা গিয়াছে ; এবং

(গ) উপরি-উক্ত যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা এখনও বেকার আছেন তাঁহাদের কর্মে নিয়োগের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

The Minister for Labour:

(ক) ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী হইতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট ২,৭৭,৭০৩ জন অদক্ষ শ্রমিকরূপে নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতজন বাঙ্গালী তাহার পরিসংখ্যান নাই। কারণ, বাঙ্গালী-অবাঙ্গলী হিসাবে কোন পরিসংখ্যান এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলিতে রাখা হয় না।

(খ) তালিকাভুক্ত ২,৭৭,৭০৩ জন অদক্ষ শ্রমিকদিগের মধ্যে ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী হইতে নভেম্বর পর্যন্ত মোট ২৬,৩৮০ জনের চাকুরী পাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতজন বাঙ্গালী তাহার পরিসংখ্যান নাই।

(গ) বৃহৎ, ক্ষুদ্র, কুটীর ও গ্রামশিল্প এবং কৃষি উন্নয়ন মাধ্যমে কর্মসংস্থান করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTIONS

(to which written answers were laid on the Table)

Moyna Basin Scheme

6. (Admitted question No. 7.) **Shri Ananga Mohan Das:**

সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ময়না বেসিন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে কি;

(খ) কাজ আরম্ভ না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি; এবং

(গ) এই পরিকল্পনার কাজটি কতদিনের মধ্যে শেষ করিবার প্রস্তাব আছে?

The Minister for Irrigation and Waterways:

(ক) না, পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে।

(খ) কারণ প্রকল্পটি এখনও প্রস্তুতির পর্যায়ে রহিয়াছে।

(গ) বর্তমানে বলা সম্ভব নয়।

Price of Aman Rice

7. (Admitted question No. 12.) **Shri Ananga Mohan Das:**

খাদ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে বর্তমানে নূতন চাউলের মূল্য প্রতি কিলোগ্রাম ৭৫ নয়া পয়সা স্থির হইয়াছে,

(খ) সত্য হইলে, ইহা কি প্রকার চাউলের মূল্য;

(গ) সরু, মাঝারি ও মোটা এই তিন প্রকার নূতন চাউল ব্যবসায়ীগণ কি দরে বিক্রয় করিবেন; এবং

(ঘ) চাষীদের নিকট হইতে কি মূল্যে সরু, মাঝারি ও মোটা ধান ক্রয় করা হইবে তাহা সরকার নিরূপন করিয়া দিতেছেন কি?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) ও (খ) গত ২২এ নভেম্বর সরকার ও স্থানীয় 'রাইস মিলার্স' ও অন্যান্য চাউল ব্যবসায়ীগণের সহিত এক অলিখিত চুক্তি (জেন্টলম্যান'স এগ্রিমেন্ট) যোগে বর্তমান মাসের (ডিসেম্বর) ২রা হইতে দাদখানি, চামরমনি, সীতাশাল, বাকতুলসী ও অন্যান্য সুগন্ধি চাউল ব্যতীত নূতন মাঝারি ও মোটা চাউলের খুচরা সর্বোচ্চ বাজার দর কিলোগ্রাম প্রতি পঁচাত্তর নয়াপয়সা স্থিরীকৃত হয়।

(গ) উল্লিখিত সর্বোচ্চ মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে চাউলের গুণানুসারে উহার মূল্য ব্যবসায়ীগণ স্থির করিবেন।

(ঘ) বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Bridge over Dobandhi River on Pingla-Paramanandapur Road

8. (Admitted question No. 14.) **Shri Ananga Mohan Das:**

পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পিংলা পরমানন্দপুর রাস্তার দোবাঁধি নদীর পুল নির্মাণের পরিকল্পনা ঐ পরিকল্পনায় মঞ্জুর হইয়াছে কিনা ;

(খ) মঞ্জুর হইয়া থাকিলে উহার মোট এস্টিমেট কত ; এবং

(গ) উহার কাজ কবে আরম্ভ হইবে ?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) দশ লাখ টাকা।

(গ) প্রস্তাবিত পরিকল্পনা জলসেচ বিভাগের অনুমোদনের পর আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

Sluice Gates in Moyna and Pingla police-stations

9. (Admitted question No. 17.) **Shri Ananga Mohan Das:**

সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে ময়না ও পিংলা থানার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং অতি উচ্চস্থানে জল সরবরাহের জন্য কোন কোন বাঁধে কয়েকটি করিয়া স্লুইস নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে,

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) বাঁধগুলির নাম কি এবং প্রতিটি বাঁধে কয়টি করিয়া স্লুইস নির্মাণের পরিকল্পনা আছে,

(২) উহাদের জন্য মোট কত টাকা খরচ করা হইবে,

(৩) ৮নং হুদ্দায় কয়টি স্লুইস হইবে এবং উহা কোন কোন স্থানে হইবে ও প্রত্যেকটির জন্য বরাদ্দ কত, এবং

(৪) ১৪নং হুদ্দায় কয়টি স্লুইস কোথায় কোথায় হইবে ?

The Minister for Irrigation and Waterways:

(ক) হ্যাঁ, স্লুইস নির্মাণের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে।

(খ) (১) বাঁধগুলির নাম এবং প্রস্তাবিত স্লুইসের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাঁধের নাম		স্লুইসের সংখ্যা
জল নিষ্কাশনের স্লুইস		
পিংলা থানার ৮ নং হুদ্দায়	১ম মাইলে লক্ষীপারীতে ...	১টি
উচ্চস্থানে জল সরবরাহের স্লুইস		
পিংলা থানার ৮নং হুদ্দায়	১ম মাইলে .	১টি
ময়না থানার ১৪নং হুদ্দায়	৬ মা ৫ ফার্লং এ .	১টি
ময়না থানার ১৪নং হুদ্দায়	৭ মাইলে জানকীবচকে .	১টি
ময়না থানার ১৪নং হুদ্দায়	পরমানন্দপুরে ..	১টি
ময়না থানার ১৪নং হুদ্দায়	৫ মাইলে দেনাচকে ...	১টি
ময়না থানার ১৪নং হুদ্দায়	৪ মা ৫ ফার্লএ ...	১টি
ময়না থানার ১৪নং হুদ্দায়	৩ মা ৪ ফার্লংএ ...	১টি
ময়না থানার ১১নং হুদ্দায়	৩ মা ৪ ফার্লংএ শিউলিপুরে ...	১টি

(২) বর্তমানে বলা সম্ভব নহে, কারণ আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ এখনও চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয় নাই।

(৩) এই প্রশ্নের উত্তর (খ) (১) প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটি স্কুইসের জন্য বরাদ্দ কত হইতে পারে তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই।

(৪) এই প্রশ্নের উত্তর (খ) (১) প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত হইয়াছে।

Mayna-Paramandapur-Pingla Road

10. (Admitted question No. 18.) **Shri Ananga Mohan Das:**

পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে ময়না-পরমানন্দপুর-পিংলা রাস্তা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মঞ্জুর হইয়াছিল;

(খ) উহার এস্টিমেট মোট কত টাকার হইয়াছিল এবং এ পর্যন্ত কত টাকা খরচ হইয়াছে;

(গ) উক্ত রাস্তার কাজ কবে আরম্ভ হইয়াছে এবং কবে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়; এবং

(ঘ) উক্ত রাস্তার ময়না থানার মধ্যের অংশের মাটির কাজ কবে শেষ হইবে?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) এস্টিমেট ১৩,৭৯,০০০ টাকা। মার্চ ১৯৬৩ পর্যন্ত ৮,৬৭,৬৪৬ টাকা খরচ হইয়াছিল এবং আগামী মার্চ পর্যন্ত আরও ১,৩০,০০০ টাকা খরচ হইবে বলিয়া মনে হয়।

(গ) ১৯৫৮ সালে আরম্ভ হইয়াছিল। কেলাঘি নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতুটি ছাড়া রাস্তার কাজ ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(ঘ) ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে।

Import of rice

11. (Admitted question No. 24.) **Shri Kashi Kanta Matra:**

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে উড়িষ্যা, অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ, নেপাল রাজ্য হইতে মোট কি পরিমাণ চাউল সরকারী সূত্রে এবং বেসরকারী ব্যবসায়ী সূত্রে আমদানি হয়েছিল;

(খ) যেসব বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই সব চাউল বিভিন্ন রাজ্য হইতে আমদানি করেন তাহাদের নাম কি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা কি;

(গ) নেপাল, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ হইতে এই আমদানি করা চাউল বেসরকারী ব্যবসায়ীরা কত টাকা মণ দরে খরিদ করেন এবং আগস্ট, সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৬৩) বাজারে সেই সময় এই সব চাউল কি দরে বিক্রয় হইতেছিল,

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে নেপাল হইতে আমদানিকৃত চাউলের বিক্রয় ব্যাপারে রাজ্যসরকারের খাদ্য দপ্তরের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, এবং

(ঙ) ইহা সত্য হইলে, খাদ্য দপ্তর চাউল বিক্রয়ের ব্যাপারে সরকারী নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিয়াছিলেন কি?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) সরকারী সূত্রে কোনও চাউল আমদানি হয় নাই। বেসরকারী সূত্রে আমদানিকৃত চাউল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(ঘ) না।

(ঙ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of the unstarred question No. 11.

(Figures in terms of Rice in Metric Tonnes).

Month.	Orissa.	Nepal.	U.P.	Andhra.
January	10,525	..	4,119 (January–March)	..
February	17,185	..		..
March	29,079	..		..
April	30,129	..	1,260	..
May	24,107	..	113	..
June	6,804	..	310	..
July	37	11,842	112	..
August	..	2,073	..	..
September	..	1,857	168	717

Statement referred to in reply to clause (Kha) of the unstarred question No. 11.

(Statement showing the quantity of Nepal Rice imported.)

Serial No.	Name and address of the importer.	Total Q. Kg.
1	Brijraj Choudhury, Biratnagar (Nepal)	7,528·41
2	Motilal Manick Chand, Biratnagar (Nepal)	50,663·99
3	Shankar Trust Co., Biratnagar (Nepal)	25,217·93
4	Krishnalal Nanak Chand Bhadrapur (Nepal)	10,122·40
5	Shri Rangili Rice & Oil Mills, Biratnagar (Nepal)	24,907·86
6	Sampat Chand Gyanchand, Biratnagar (Nepal)	9,925·24
7	Hand Sugar Co. Ltd., 9 Ramkumar Rakhit Lane, Calcutta ..	18,605·21
8	Anand Kumar Rice Mills, Rajbiraj (Nepal)	895·91
9	Todi Brothers & Co., Biratnagar (Nepal)	9,855·57
		1,57,722·52 or 15,772 M.T.

U. P. Rice

Serial No.	Name and address of the importer	Quantity imported up to September 1963. Metric Tonnes.
1.	Messrs. Jai Hind Supply Co. Private Ltd., 48 Canning Street, Cacutta ..	253
2.	Messrs. R. S. Bhagat & Bros., 4 Ramkumar Rakshit Lane, Calcutta ..	1,281
3.	Messrs. Jiwanmall Ramlal, Siliguri	1,161
4.	Messrs. Maheswari Co., Siliguri	434
5.	Messrs. Calcuttta Traders Co., 28 Amratolla Srreet, Calcutta	1,032
6.	Messrs. Jaichandlall Shyamsundar, Siliguri	150
7.	Messrs. Maheswari Stores, Siliguri	20
8.	Messrs. Sheu Bhagwan Agarwala, Asansol	125
9.	Messrs. Haran Ch Sadhukhan, 1/9 Raicharan Sadhukhan Road, Calcutta ..	157
10.	Messrs. Aditya Kr. Mahato, 35/A Basantalall Saha Road, Calcutta ..	22
11.	Messrs. Poddar Trading Co., 166 Keshab Sen Street, Calcutta ..	22
12	Messrs. Ramchandra Nanda Kumar, 161/1 Mahatma Gandhi Road, Calcutta	22
13	Messrs. Rice and Paddy Supply Agency, 3/2 Madan Street, Calcutta ..	179
14	Messrs. Hemraj Purusottam, 176 Jamunalall Bazar Street, Calcutta ..	135
15.	Messrs. Suraj Bhan Manjiram, Siliguri	70
16.	Messrs Hukumchand Ashoke Kumar, 140/3 Maharshi Debendra Road, Calcutta.	44
17	Messrs. Kaluram Prahladrai, Ramganj, Burdwan	318
18.	Messrs. Beni Prasad Agarwal, 140/1 Maharshi Debendra Road, Calcutta-5	303
19.	Messrs. Mahabir Rice Mill, 6 Canal Road, Tollygunge, Calcutta	89
20.	Messrs. Banwarilal Ramkumar, 167 Netaji Subhas Road, Calcutta ..	90
21.	Messrs. Gouridatt Chottilall Ramganj, Burdwan	85
	Total .	6,082

Names and addresses of importers of rice

From Orissa—Orissa and West Bengal forming one Zone, known as Eastern Rice Zone, movement was free and the names of traders importing Orissa rice are not available.

From Andhra—The Government of India permitted the Andhra traders to despatch rice to West Bengal and those merchants sold rice to the licensed dealers of West Bengal. A few despatch advices were received but most of the reports did not contain the name of the purchasers in West Bengal.

Statement referred to in reply to clause (Gha) of the unstarred question No. 11.

(Price in rupees per quintal)

Name of the State.		August		September	
		Cost Price	Selling Price	Cost Price	Selling Price
Nepal	..	Varied from 76·25 to 81·00	Varied from 77·35 to 81·37	Varied from 76·69 to 91·29	Varied from 77·70 to 93 10
Andhra	..	Nil.		Varied from 81·05 to 84·48	Varied from 85·07 to 87·75

Orissa—Orissa Government suspended movement of rice on trade account sometime in June and there had been no arrival of Orissa rice in August. Only 208 tonnes of rice arrived from Orissa in the last week of September. The minimum retail price of such rice of coarse variety was not less than Rs. 29.80 per maund as the average wholesale price of common rice in Orissa for naked grain was about Rs. 24 per maund The importers had to provide for the loss arising out of Orissa Government's twenty-five per cent. levy at Rs 16 70 per maund, gunny, railway freight and other incidental charges

U.P.—There was no arrival of U.P. rice in August. Only 168 tonnes of rice had been imported in Ranigunj Area of Burdwan district. The information regarding landed cost and sale price is not available

Price of Aman Paddy

12. (Admitted question No. 25.) **Shri Kashi Kanta Maitra:** খাদ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় বর্তমানে (ডিসেম্বর ১৯৬৯) ধানের দর কত এবং নূতন চালের (কেজি) দরই বা কত,

(খ) সরকার কি অবগত আছেন যে, রাজ্যের কয়েকটি জেলায়, যেমন পশ্চিম দিনাজপুরে ৮ টাকা মণ দরে চাষীর ঘর থেকে ধান বিক্রী হচ্ছে (ডিসট্রেস সেল);

(গ) অবগত থাকিলে, এই প্রকার (ডিসট্রেস সেল) বন্ধ করার জন্য রাজ্যসরকারের কোন সংস্থা আছে কিনা?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) একটি মূল্য তালিকা এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) না।

(গ) বর্তমানে এ প্রশ্ন উঠে না।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 12

Average minimum retail price of rice and wholesale price of aman paddy in West Bengal as on 11th December, 1963:

Subdivision	Retail price of Rice in rupees per kilogram	Wholesale price of Paddy in rupees per per quintal
Calcutta	0.75	No Paddy Market.
Burdwan (Sadar)	0.73*	40.84*
Asansol	0.71*	48.19*
Katwa	0.72*	40.20*
Kalna	0.95	54.81*
Birbhum (Sadar)	0.74*	39.00*
Rampurhat	0.75*	39.59*
Bankura (Sadar)	0.69*	39.90*
Vishnupur	0.75*	39.71*
Midnapur (Sadar N.)	0.70*	38.26*
Midnapur (Sadar S.)	0.69*	34.20*
Contai	0.69*	36.13*
Tamluk	0.71*	35.76*
Ghatal	0.66*	39.17*
Jhargram	0.68*	30.04*
W. Dinajpur (Sadar)	0.71*	30.68*
Raiganj	0.73*	35.78*
Islampur	0.75*	32.62*
Malda (Sadar)	0.77*	42.53*
Cooch Behar (Sadar)	0.62*	30.00*
Dinhata	0.73*	28.00*
Mathabhanga	0.62*	29.56*
Tufanganj	0.60*	28.00*
Mekliganj	0.72*	29.38*
Nadia (Sadar)	0.75*	48.00*
Ranaghat	0.73*	37.01*
Hooghly (Sadar)	0.82*	42.18*
Chandernagar	0.79*	47.50*
Serampore	0.83*	44.16*
Arambagh	0.71*	40.87*

Subdivision.	Retail price of Rice in rupees per kilogram.	Wholesale price of Paddy in rupees per quintal.
Howrah (Sadar)	0.88	56.26
Uluberia	0.82	55.00
Darjeeling (Sadar)	0.92	No Paddy Market.
Siliguri	0.88 (4-12-63)	33.77* (4-12-63)
Kurseong	0.85*	No Paddy Market.
Kalimpong	0.78*	No Paddy Market.
24-Parganas (Sadar)	0.72*	45.55*
Diamond Harbour	0.70*	44.84*
Barrackpore	0.77	No Paddy Market.
Baraset	0.76	No Transaction.
Basirhat	0.67*	45.16*
Bongaon	0.67*	43.56* (4-12 63)
Murshidabad (Sadar)	0 85*	53.66
Lalbagh	0.78	44.00*
Jangipore	0 74*	43.01*
Kandi	0.72*	40.30*
Jalpaiguri (Sadar)	0 81*	32.77*
Alipurduar	0.80*	32.00*
Purulia	0 65*	38 90*

N.B.—(*)=New Rice/Paddy.

Rate of rice

13. (Admitted question No. 35.) **Dr. Colam Yazdani:**

খাদ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সহিত চাউল ব্যবসায়ীদের চাউলের দর সম্পর্কে মৌখিক চুক্তি কোন্ তারিখে সম্পন্ন হয়;

(খ) ঐ চুক্তির পূর্বে কলিকাতায় ও অন্যান্য জেলায় চাউলের দর কত উঠিয়াছিল,

(গ) ঐ চুক্তির ফলে কলিকাতায় ও অন্যান্য জেলায় চাউলের দর কত নামিয়াছিল; এবং

(ঘ) বর্তমানে আমন ধান উঠিবার ফলে প্রতি জেলায় চাউলের দর কত?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) প্রথমটি ১৬-১০-৬৩ তারিখে এবং দ্বিতীয়টি ২২-১১-৬৩ তারিখে।

(খ) (গ) ও (ঘ) প্রয়োজনীয় মূল্য তালিকা এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to clauses (Kha), (Ga) and (Gha) of the unstarred question No. 13.

Statement showing average minimum retail prices of Rice in rupees per Kilogram in the districts of West Bengal.

Districts.	Prices on 9-10-63.	Prices on 16-10-63.	Prices on 23-10-63.	Prices on 30-10-63.	Prices on 20-11-63.	Prices on 27-11-63.	Prices on 4-12-63.	Prices on 11-12-63.
Calcutta	1·05	1·07	0·89	0·89	0·86	0·87	0·75	0·75
Burdwan	1·04	1·02	0·95	0·91	0·91	0·91	0·85	0·78
Birbhum	1·01	1·03	0·95	0·93	0·85	0·78	0·75	0·75
Bankura	0·98	1·04	0·96	0·97	0·79	0·78	0·75	0·72
Midnapore	0·94	1·00	0·90	0·88	0·84	0·80	0·72	0·69
West Dinajpur	0·91	0·91	0·91	0·91	0·91	0·82	0·76	0·73
Malda	0·94	0·97	0·93	0·92	0·91	0·78	0·79	0·77
Cooch Behar	0·92	0·93	0·92	0·93	1·00	0·90	0·72	0·66
Nadia	0·98	0·98	0·86	0·86	0·86	0·86	0·86	0·74
Hooghly	0·97	1·05	0·91	0·91	0·86	0·84	0·82	0·79
Howrah	0·95	1·02	0·95	0·92	0·87	0·86	0·86	0·85
Darjeeling	0·93	0·93	0·93	0·87	0·93	0·93	0·86	0·83
24-Parganas	0·97	0·99	0·88	0·86	0·84	0·82	0·77	0·72
Murshidabad	1·00	1·01	0·94	0·92	0·87	0·80	0·79	0·77
Jalpaiguri	0·99	0·97	0·94	0·88	0·94	0·93	0·87	0·81
Purulia	0·80	0·87	0·86	0·84	0·70	0·67	0·66	0·65
State Average ..	0·96	0·99	0·92	0·90	0·87	0·83	0·79	0·75

Establishment of Health Centre at Bantalia, Midnapore

14. (Admitted question No. 48.) **Shri Sudhir Chandra Das:**

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কাঁথি থানার বানতালিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের কি ব্যবস্থা হইতেছে; এবং

(খ) ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য কত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে?

The Minister for Health:

(ক) নির্বাচিত স্থানে যাতায়াত করিবার যোগ্য পথ না থাকায় উদ্যোক্তাগণ ঐ রাস্তা নির্মাণের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং ঐ কার্য প্রায় সমাধা হইয়া আসিয়াছে। ইহার পরই স্বাস্থ্য-কেন্দ্র নির্মাণ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(খ) এখনও কোন টাকা মঞ্জুর করা হয় নাই তবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নির্মাণের ব্যয় আনুমানিক ৯৬,২০০ টাকা হইবে।

The Khukurdaha Bridge on Chatal-Panskura Road

15. (Admitted question No. 53.) **Shri Mrigendra Bhattacharyya:**

পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাস্তার দুবরাচাটাই নদীর উপর খুকুড়দহ পুল নির্মাণ ১৯৬১ সালের জুলাই মাসের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার প্রস্তাব ছিল,

(খ) সত্য হইলে, এ পুলটি এ যাবত নির্মিত না হওয়ার কারণ কি;

(গ) এ পুলের নির্মাণকার্য ত্বরান্বিত করার কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে, এবং

(ঘ) কতদিনের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হওয়ার আশা করা যাইতে পারে?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) হাঁ।

(খ) বিভিন্ন ঠিকাদারের চূড়ান্ত ব্যর্থতার দরুন কার্যের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

(গ) বর্তমানে অভিজ্ঞাত সেতু নির্মাণকারী ঠিকাদারের দ্বারা সেতুটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) ১৯৬৪ সালের জুন মাসের মধ্যে।

Flood Enquiry Commission's (Mansingh Commission) report on Palaspai Khal

16. (Admitted question No. 55.) **Shri Mrigendra Bhattacharyya:**

সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গ বন্যা তদন্ত কমিশনের (মান সিং কমিশন) রিপোর্ট অনুযায়ী ঘাটাল মহকুমার পলাশপাই খালের মহিষ ঘাটিতে অতিরিক্ত নিকাশী পুল নির্মাণের এবং গমরাই খালের পূর্ণ সংস্কারের প্ল্যান এবং এস্টিমেট সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না;

(খ) কমিশনের উক্ত সুপারিশ কত দিনের মধ্যে কার্যকরী করা হইবে; এবং

(গ) এতদিন এই সুপারিশ কার্যকরী না করার কারণ কি?

The Minister for Irrigation and Waterways:

(ক) চেতুয়া সাবডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত কলমিজোল খালের পুনর্বিন্যাসকরণ, মহেশ খালীর উপযুক্ত স্লুইস নির্মাণ এবং গমরাই খালের পুনসংস্কারের প্রকল্প প্রস্তুত করার জন্য বন্যা তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জরীপ ও অনুসন্ধান কার্য সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রয়োজনীয় নক্সাদি এবং বিশদ প্রাককলন (ডিটেলড এস্টিমেট) বর্তমানে প্রস্তুতির পর্যায়ে আছে।

(খ) বর্তমানে বলা সম্ভব নহে।

(গ) কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নক্সাদি এবং বিশদ প্রাককলন প্রস্তুত করিবার জন্য বিস্তারিত অনুসন্ধান কার্য চালাইতে সময় লাগিয়াছে।

Establishment of a Health Centre at Bhaitgarh, Midnapore

17. (Admitted question No. 70.) **Shri Sudhir Chandra Das:**

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কাঁথি থানার ভাইটগড় এ জি হাসপাতাল উঠিয়া যাওয়ায় ঐ এলাকার সন্নিকটস্থ কোন স্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

(খ) উত্তর যদি হাঁ হয়, তাহলে সরকার সে সম্বন্ধে কি কি ব্যবস্থা এ পর্যন্ত করিয়াছে?

The Minister for Health:

(ক) এ জি হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু বহির্বিভাগ চালু আছে। এখনও ঐরূপ কোনও পরিকল্পনা নাই।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Kalaberha bridge in Bhagabanpur police-station

18. (Admitted question No. 71.)

Shri Sudhir Chandra Das:

পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--

(ক) ভগবানপুর থানার কলাবেড়া পুলটি নির্মাণের কণ্ট্রাক্টর নিযুক্ত হইয়াছে কি না;

(খ) উত্তর হাঁ হইলে, কোন্ তারিখে কণ্ট্রাক্টরকে কার্যের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং

(গ) পুলটি নির্মাণের কার্য কবে শেষ হইবে?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) হাঁ।

(খ) ২রা ডি ম ৯৬১।

(গ) ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসের শেষে আশা করা যায়।

Consolidation of small plots of lands

19. (Admitted question No. 84.) **Shri Ananga Mohan Das:**

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, একই গ্রামের একই চাষীর বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড ভূমি থাকায় জমির সীমানা সম্পর্কে এবং চাষ আবাদের অসুবিধা হয়;

(খ) অবগত থাকিলে, উহা নিবারণের জন্য খণ্ড খণ্ড জমিগুলিকে একত্রীকরণের কোন পরিকল্পনা আছে কি; এবং

(গ) একই ব্যক্তির একই গ্রামের বিভিন্ন খতিয়ানে যে সমস্ত জমি রহিয়াছে সেইগুলিকে একই খতিয়ানভুক্ত করার কোন প্রস্তাব আছে কিনা?

The Minister for Land and Land Revenue:

(ক) ও (খ) হাঁ।

(গ) বর্তমানে এইরূপ কোন প্রস্তাব নাই। তবে ১৯৫৬ সালের পঃ বঃ ভূমি সংস্কার আইনের বিধানগুলি কার্যকরী করা হইলে পর বিষয়টি বিবেচিত হইবে।

Distribution of Sugar

20. (Admitted question No. 88.) **Shri Ananga Mohan Das:** খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গে চিনি বণ্টনের জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে;

(খ) মেদিনীপুর জেলার ময়না থানায় ১ নং অঞ্চলে প্রতি মাসে কত করিয়া চিনি বণ্টন করা হয়;

(গ) ইহা কি সত্য যে উক্ত থানার উক্ত অঞ্চলে গত নভেম্বর মাসে জনসাধারণকে চিনি দেওয়া হয় নি; এবং

(ঘ) সত্য হইলে ইহার কারণ কি?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) বিশদ বিবরণ সংলগ্ন পত্রে দেওয়া হইল।

(খ) জেলা শাসক কর্তৃক সেপ্টেম্বর মাস হইতে চিনি বণ্টন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর জনসাধারণের মধ্যে (মিষ্টি ও চায়ের দোকান সহ) চিনি সরবরাহের পরিমাণ:

সেপ্টেম্বর—১৭ কুইন্টাল।

অক্টোবর—২০ কুইন্টাল।

নভেম্বর—২২ কুইন্টাল।

ডিসেম্বর—১৮ কুইন্টাল।

(৫-১২ তারিখে বরাদ্দকৃত)

(গ) সত্য নয়।

(ঘ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 2

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে চিনি বণ্টনের ব্যবস্থা

জনসাধারণকে রেশন কার্ডের মাধ্যমে নিম্নলিখিত হারে চিনি দেওয়া হয়—

কলিকাতা—শিল্পাঞ্চলে:

প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে প্রতি সপ্তাহে ৩০০ গ্রাম।

প্রতি অপ্রাপ্তবয়স্কের জন্য প্রতি সপ্তাহে ২০০ গ্রাম।

দার্জিলিং জেলার—সহরাঞ্চলে:

গ ও খ শ্রেণী—৪০০ গ্রাম প্রতি প্রাপ্তবয়স্ককে প্রতি সপ্তাহে এবং ২০০ গ্রাম প্রতি অপ্রাপ্তবয়স্ককে প্রতি সপ্তাহে।

ক শ্রেণী—২৫০ গ্রাম প্রতি প্রাপ্তবয়স্কক প্রতি সপ্তাহে এবং ২০০ গ্রাম প্রতি অপ্রাপ্ত বয়স্ককে প্রতি সপ্তাহে।

অন্যান্য জেলাসমূহে (দার্জিলিং জেলা ব্যতীত) মাথা পিছু প্রতি সপ্তাহে

শহরাঞ্চলে

গ শ্রেণী—২৫০ গ্রাম।
খ শ্রেণী—২০০ গ্রাম।
ক শ্রেণী—১০০ গ্রাম।

গ্রামাঞ্চলে

সকল শ্রেণীকে মাথা পিছু প্রতি সপ্তাহে ২৫০ গ্রাম (জেলা শাসকের নির্দেশানুসারে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুসারে সরবরাহ করা হয়)।

Teachers of Dhubulia Home

21. (Admitted question No. 111.)

Shri Kashi Kanta Moitra:

উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে 'ধুবুলিয়া হোমে' গত ১০ই নভেম্বর তারিখে ৬ জন কর্মরত শিক্ষককে বিদ্যালয় দপ্তর থেকে ছাটাই এর নোটিশ দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদের জন্য কোন বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় নি,

(খ) সত্য হইলে এই ছাটাই শিক্ষকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা হইতেছে কি,

(গ) ইহা কি সত্য যে, এইসব শিক্ষকেরা সরকারের নিকট হইতে পাওনা (এরিয়ার পে) পাইতেছে না এবং এ সম্বন্ধে ঐ বকেয়া পাওনা বহু আবেদন ও নিবেদন সত্ত্বেও পরিশোধ করা হয় নি,

(ঘ) সত্য হইলে, এর কারণ কি?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation:

(ক) হ্যাঁ, গত ১০ই নভেম্বর তারিখে ধুবুলিয়া হোমের ৬ জন শিক্ষককে ছাটাইয়ের নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

(খ) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য তাঁহাদের নাম ৫ই ডিসেম্বর তারিখে বাংলা এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস ডাইরেক্টরের স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

(গ) ও (ঘ) সাধারণভাবে কোন বকেয়া বেতন (এরিয়ার পে) তাঁদের পাওনা নাই। তবে সম্প্রতি ১৯৬১ সালের ১০ই জুলাই তারিখের বাংলা গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহাদের বেতনের হার সরকার কর্তৃক সংশোধিত ও বর্ধিত হইয়াছে। তদনুসারী তাঁহাদের প্রাপ্য দাবী যথাযথ নিয়ম অবলম্বনে মঞ্জুর করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আশা করা যায় এই শিক্ষকেরা এই বাবদ তাঁহাদের প্রাপ্য শীঘ্রই পাইবেন।

Augmentation of Paddy Production in Midnapore district

22. (Admitted question No. 6.)

Shri Ananga Mohan Das:

কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলাতে যাহাতে ফসল বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য সরকার কি পন্থা অবলম্বন করিতেছেন;

(খ) ঐ জেলায় জমিতে দেওয়ার জন্য সার ও উৎকৃষ্ট বীজ যাহাতে কমমূল্যে প্রত্যেক চাষী পায় তাহার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হইতেছে কি না ;

(গ) বর্তমান বৎসর ঐ জেলায় ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা মঞ্জুর করার প্রস্তাব আছে কিনা ; এবং

(ঘ) প্রস্তাব থাকিলে কোথায় কোথায় মঞ্জুর হইবে ?

The Minister of State for Agriculture:

(ক) সরকারের পক্ষ হইতে ফসল বৃদ্ধি করাইবার উদ্দেশ্যে বাজার অপেক্ষা কম মূল্যে উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়াও যেসকল পঞ্জীভুক্ত উৎপাদনকারী সরকার হইতে প্রাপ্ত বীজ প্রজনন করেন তাহাদের প্রিমিয়াম প্রদান করার ব্যবস্থা হইতেছে। পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার চাষীদিগকে সরবরাহ করা হইতেছে এবং কোন কোন রাসায়নিক সার চাষীদিগের মধ্যে প্রচলন বৃদ্ধির জন্য শতকরা ২৫ ভাগ কম মূল্যে সরবরাহ করা হইতেছে। চাষীদিগকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দ্বারা আর্থিক সাহায্য করা হইতেছে। উন্নত-ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি যাহাতে চাষীরা বহুল পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে সেজন্য উক্ত যন্ত্রপাতির মূল্যের শতকরা ৫০ ভাগ অর্থ সাহায্য করা হইতেছে। পোকা মাকড়ের আক্রমণ হইতে শস্য-সমূহ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কীটনাশক ঔষধসমূহ এবং যন্ত্রপাতিও অর্ধমূল্যে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গভীর নলকূপ এবং অন্যান্য যেসকল স্থানে নদী হইতে পাম্প সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে সকল স্থানে রবীশস্য উৎপাদন করিতে চাষীদিগকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে কমমূল্যে ছোলা, খেসারী, বরবটি, প্রভৃতির বীজ সরবরাহ করা হইতেছে। চাষীদিগকে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য যেসকল প্রধান ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করা হইয়াছে এইগুলি তাদের অন্যতম। দ্রব্যমূল্য ও পরিবহণ ইত্যাদির খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন সার বিক্রয়ের প্রাসংগিক ব্যয়ের (ইন্সিডেণ্টাল চার্জেস) তুল্য পরিমাণ সাহায্য (সাবসিডি) দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

(খ) 'ক' অংশে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত কিছু বলিবার নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে রাসায়নিক সারের মূল্য কমাইবার জন্য ভারত সরকারের সহিত আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। বাজার অপেক্ষা কম মূল্যে ও অধিক পরিমাণে উন্নত ধরনের বীজ সরবরাহ করিবার জন্য আরও অধিক সংখ্যায় বীজ পরিবর্ধন ক্ষেত্র স্থাপিত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

(গ) হাঁ।

(ঘ) মেদিনীপুর জেলায় ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা কমিটির হাতে এযাবৎ ৫,৫৩,০০০ টাকা আবণ্টন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সবং, তমলুক, গড়বেতা, এগরা, ঘাটাল, দাসপুর ১ম ও ২য় ব্লক, নন্দীগ্রাম ১ম ও ২য় ব্লক, চন্দ্রকোনা ২য় ব্লক এবং শালবনী প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা নির্বাহের জন্য এপর্যন্ত ৪,৮৬,৪৮৪.৫৯ নয়া পয়সা উক্ত কমিটি কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং আরও কতকগুলি পরিকল্পনা তাঁহাদের বিবেচনাধীন আছে।

Ramchandrapur Subsidiary Health Centre in Monya police-station

23. (Admitted question No. 8.)

Shri Ananga Mohan Das:

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, ময়না থানার রামচন্দ্রপুর সাব হেলথ সেণ্টারের জন্য স্থানীয় ব্যক্তিগণ ১৯৫১ সালে সরকারের নিকট কিছু টাকা জমা দিয়াছে ;

(খ) সত্য হইলে, উক্ত টাকার পরিমাণ কত এবং কোন্ তারিখে উহা জমা দেওয়া হইয়াছে ;

(গ) ঐ হেলথ সেণ্টার স্থাপনের জন্য আজ পর্যন্ত কোন স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে কি ;

(ঘ) যদি (গ) প্রশ্নের উত্তর হাঁা হয়, তবে কারণ কি ; এবং
(ঙ) এ হেলথ সেণ্টার স্থাপনের কাজ কি নাগাদ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

The Minister for Health:

(ক) হাঁা (১৯৫১ সালে নহে ১৯৫৩ সালে)।

(খ) ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে ৭,000 টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

(গ) ও (ঘ) প্রথমে যে স্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা নির্মাণ কার্যের অনুপযোগী বিবেচিত হওয়ার বিকল্প স্থান নির্বাচন সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

(ঙ) সঠিক বলা সম্ভব নয়।

Establishment of a Primary Health Centre at Pingla

24. (Admitted question No. 9.)

Shri Ananga Mohan Das:

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলার পিংলায় প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার স্থাপনের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে ;

(খ) উক্ত স্থানে অবস্থিত জেলা বোর্ডের ডাক্তারখানাটিকে সরকার গ্রহণ করিয়া এখনই আউটডোর হাসপাতালরূপে চালু করিবার কোন প্রস্তাব আছে কি ; এবং

(গ) পিংলা হেলথ সেণ্টারের গৃহ নির্মাণ কাজ কবে আরম্ভ হইবে ?

The Minister for Health:

(ক) জেলা পর্ষদের দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংলগ্ন জমি দানস্বরূপ না পাওয়া যাওয়ায় ল্যাণ্ড একুইজিশান প্রসিডিংসের দ্বারা জমি সংগ্রহ করা হইয়াছে। এবং জেলা পর্ষদের বর্তমান চিকিৎসালয় ও উহার তলস্থ জমি হস্তান্তর সম্পর্কে উক্ত পর্ষদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা হইতেছে।

(খ) না।

(গ) সঠিক বলা সম্ভব নহে।

Hamra and Jalchak Subsidiary Health Centres in Pingla police-station

25. (Admitted question No. 11.)

Shri Ananga Mohan Das:

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পিংলা থানার হামরা ও জলচক সাব হেলথ সেণ্টারগুলি স্থাপনের প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে কিনা ;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁা হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) উহাদের মধ্যে কোনটির কাজ কবে আরম্ভ হইয়াছে, এবং কবে গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হইবে ; এবং কবে উহা খোলা হইবে, এবং

(২) অপরটির কাজ কি কারণে আরম্ভ হয় নাই এবং উহার কাজ কবে আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

The Minister for Health:

(ক) হাঁা।

(খ) (১) জলচক উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে, উহা শীঘ্রই চালু হইবে।

(২) অনুমোদিত অর্থের বহু ঊর্ধ্বে টেণ্ডার দাখিল হইয়াছিল বলিয়া হারমা-উপস্বাস্থ্যকে নির্মাণের জন্য এতদিন ঠিকাদার নিয়োগ সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি ঠিকাদার নিযুক্ত হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে শীঘ্রই নির্মাণকার্য আরম্ভ হইবে।

Roads in Midnapore district

26. (Admitted question No. 15.)

Shri Ananga Mohan Das: পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মেদিনীপুর জেলায় যে সমস্ত রাস্তা মঞ্জুর হইয়াছিল তাহাদের নাম কি এবং তাহাদের দৈর্ঘ্য ও প্রত্যেকটির এস্টিমেট কত;

(খ) উহাদের মধ্যে কোনগুলির কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই এবং কতগুলির কাজ শেষ হইয়াছে;

(গ) যেগুলির কাজ এখনও শেষ হয় নাই তাহাদের নাম কি; এবং

(ঘ) কতদিনে তাহাদের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) নিচে একটি তালিকা দেওয়া হইল (১নং তালিকা)।

(খ) দীঘা শিবনন্দির এপ্রোচ রোডের কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই এবং এই জেলায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত ৪৫টি প্রকল্পের মধ্যে ২৫টির কাজ শেষ হইয়াছে।

(গ) ও (ঘ) নিচে একটি তালিকা দেওয়া হইল (২নং তালিকা)।

The Statement referred to in reply to clause (Ka) of the unstarred question No. 26

Serial No.	Name of project	Mileage	Estimated amount
1	2	3	4
			Rs.
1	Approaches to the Bridge over river Silabati at Ghatal ..	..	3,00,000
2	Upgrading the link road from O. T. Road to Panskura Railway Station including construction of two bridges .. .	..	3,26,000
3	Gopiballavpur Nayagram Road	26	26,15,350
4	Balighai-Mohanpur Section of Balighai-Kudi-Mohanpur-Solpatta Sona-Kama Road	10	10,00,000
5	Mohanpur-Solpatta-Sona Kama Road	13.50	15,00,000
6	Tamluk-Moyna Road	10	10,47,200
7	Moyna-Paramanandapur-Pingla Road	20	17,79,000
8	Potashpur-Banguchak Road	16	15,00,000
9	Debra-Marhatolla-Kasai Bank	6	5,00,000
10	Potashpur-Bhagwanpur Road	15	14,09,700
11	Upgrading Keshpur-Narajole Section of Midnapur-Keshpur-Narajole Road	9	7,09,600
12	Keshpur-Chandrakona Road	12	12,00,000
13	Dihijuri-Binpur-Silda-Hatiari G. T. S. to Bankura Border ..	20	12,00,000
14	Sankrail-Kalaikunda Road	10	10,00,000

Serial No.	Name of project	Mileage	Estimated amount
1	2	3	4
15	Parihati-Jamboni-Fekoghat Road	24	16,00,000
16	Jhargram-Jamboni Road	8	8,00,000
17	Construction of an Approach Road to Digri Sanatorium ..	2	45,300
18	Mahisadal-Geonkhali Road	6	4,73,100
19	Bhagawanpur-Bajkul Road	10	10,00,000
20	Khejuri Heria Road	12	10,63,600
21	Rasulpur river to Khejuri Section of Contai Khejuri Road ..	4	3,00,000
22	Khurpai Ramphanpur Road	11	5,98,900
23	Birsingha-Radhamanar Road	3	2,27,200
24	Contai Road-Darua Maidan . .	1.25	38,000
25	Contai Jaunput Road	5	2,60,190
26	Digha Fore-shore	..	1,36,900
27	Road from Dakhinsitala (on Contai Digha Road to Pedarpatna)	4 30	2,00,000
28	Kharagpur Keshiary	16 5	8 22,900
29	Narendra Lal Khan Road in Midnapur .. .	2	1 87 000
30	Link Road from N. L. Khan Road (Keranitola Junction) to B. M. Road . ..	1 5	95 000
31	Extension of Radhanagar Birsingha Road up to Kharar Municipality	..	30,500
32	Dharsa Belpahari	10	3,91,757
33	Belda Keshiary Nayagram Road	16	13,49,000
34	Gopiballavpur Fekoghat	8	7 66,000
35	Construction of a link Road between N. L. Khan and Midnapur Keshpur Narajole Road . .	(5,150 ft.)	73,833
36	Heria-Mugberia Road	6	5,70,000
37	Barda-Kharar Road	4	2,00,000
38	Dudkundi-Manikpara-Sardiha-Bombay Road	5	2,61,293
39	Rajpara-Pramathpally Road	..	45,400
40	Narayanpur-Silda Road	1	60,000
41	Mechada-Tamluk Road with link to N. H. 6	10.5	5,00,000
42	Approach road to Norghat ferry on Tamluk Contai ..	..	37,900
43	Extension of Contai-Jaunput Road up to Fish curing yard ..	..	12,725
44	Link Road between Contai-Belda and Contai-Tamluk by passing Contai Bazar	..	32,850
45	Approach road to Shiva temple at Digha	..	37,900

The Statement referred to in reply to clauses (Ga) and (Gha) of the unstarred question No. 26

Serial No.	Name of the roads not yet completed	Anticipated date of completion
1	2	3
1	Gopiballavpur-Nayagram Road	March, 1965.
2	Mohonpur-Solapota-Sonkauia Road	March, 1965.
3	Tamluk-Moyna Road	July, 1964.
4	Moyna-Paramanandapur-Pingla Road	March, 1965.
5	Patashpur-Banguachak Road	March, 1965.
6	Debra-Marhatolla-Kasai Bank Road	March, 1964.
7	Patashpur-Bhagwanpur Road	March, 1965.
8	Upgrading Keshpur-Narajole Section of Midnapur-Keshpur-Narajole Road.	March, 1965.
9	Keshpur Chandrakona Road	December, 1964.
10	Dahijuri-Binpur-Silda-Hatiari G. T. S. to Bankura Border ..	March, 1965.
11	Sankrail-Kalaikunda Road	March, 1965.
12	Parihati-Jamboni-Fekoghat Road	March, 1965.
13	Jhargram-Jamboni Road	July, 1964.
14	Bhagwanpur-Bajkul Road	July, 1964.
15	Khejuri-Heria Road	March, 1965.
16	Rasulpur river to Khejuri Section of Contai-Khejuri Road ..	July, 1964.
17	Road from Dakhin Sitala (on Contai Digha Road) to Dadanpatra	March, 1965.
18	Gopiballavpur-Fekoghat Road	March, 1964.
19	Heria-Mugberia Road	March, 1965.

Roads and bridges in Third Five-Year Plan

27. (Admitted question No. 16.)

Shri Ananga Mohan Das:

পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই রাজ্যে কতগুলি রাস্তা ও পুল নির্মাণের প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে ;

(খ) মেদিনীপুর জেলায় এই পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ রাস্তা মঞ্জুর হইয়াছে এবং তাহাদের দৈর্ঘ্য ও মোট এস্টিমেট কত ;

(গ) উহাদের মধ্যে কোন্ কোন্‌টির কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং কতদূর কাজ অগ্রসর হইয়াছে;

(ঘ) বাকীগুলির কাজ কবে আরম্ভ হইবে;

(ঙ) এই পরিকল্পনায় মেদিনীপুর জেলায় যে সমস্ত পুল মঞ্জুর হইয়াছে তাহাদের নাম কি এবং তাহাদের এস্টিমেট কত; এবং

(চ) উক্ত পুলগুলির মধ্যে কয়টির কাজ আরম্ভ হইয়াছে?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) ২৮৫টি রাস্তা ও ৪৯টি সেতু নির্মাণের কাজ তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে প্রায় ১২টি ক্ষেত্রে একই রাস্তার উপর একাধিক সেতু নির্মাণের কাজকে একটি সেতুনির্মাণ প্রকল্প হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে।

(খ), (গ) ও (ঘ) সকল বিবরণসহ নিচে একটি তালিকা পেশ করা হইল

(ঙ)

নাম		এস্টিমেট (লক্ষ টাকায়)
(১) তমলুক-কাঁথি রাস্তায় হলদি নদীর উপর সেতু (কেবলমাত্র নক্সা ও প্রারম্ভিক কার্য্যের জন্য)	...	১.৫০
(২) বরদা-খাবার রাস্তার উপর সেতুসমূহ	...	১.০০
(৩) খেজুরি-হেঁড়িয়া রাস্তার হাই টাইড ক্যানেলের উপর সেতু		৩.০০
(৪) ময়না-পিংলা রাস্তার দোঁজদির উপর সেতু	...	১০.০০
(৫) ঘাটাল-চন্দ্রকোণা রাস্তায় বাঁকা (শিলাই) সেতু	...	৪.০০
(৬) কেশবপুর-চন্দ্রকোণা রাস্তায় কুবাই-এর উপর সেতু		৪.০০

(চ) কেশবপুর-চন্দ্রকোণা রাস্তায় 'কুবাই'-এর উপর সেতু নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

Statement referred to in reply to clauses Kha, Ga and Gha of the unstarred question No. 27

Serial No.	Name of Projects (Roads)	Mileage	Estimated amount as provided in Third Five Year Plan (Rs. in lakhs)	Up-to-date progress
1	2	3	4	5
1	Upgrading Potashpur-Bangurchak Road	18·0	11·01	Upgrading work in progress with improvement works.
2	Upgrading Dehjuri-Binpur-Silda-Hatiari G. T. S. to Bankura Boarder Road ..	20·0	11·03	Work in progress.
3	Upgrading Sankrail-Kalaikunda Road	7·0	7·0	Improvement not yet completed due to want of L. A. Hence work taken up for only 4 miles
4	Upgrading Debra-Marhatolla Kassai Bank Road	6·2	1·37	Work in progress simultaneously with improvement works.
5	Upgrading Resulpur-Khejuri Section of Contai-Khejuri Road . ..	7·0	2·8	Work in progress.
6	Upgrading Panhati-Jamboni Fekohat Road, (Excluding major Bridges) .. .	18·0	11·00	Collection of materials started.
7	Upgrading Khejuri-Heria Road	13·0	3·00	Work in progress.
8	Upgrading Dakshinatala Dadanpatra Road .	4·5	3·00	Work will be taken up shortly.
9	Upgrading Contai-Junput Road	5·5	1·25	L. A. to be initiated.
10	Upgrading Link Road from Mechanda-Tamluk Road to N. H. 6	1·5	12·00	Work to be taken up shortly.
11	Widening the crust of Egra-Potashpur Road . ..	9·0	5·00	Collection of materials started.
12	Widening the crust and providing additional culverts on Khirpai Ramjibanpur Road	12·0	6·50	Ditto.
13	Widening the crust and providing additional bridges on Khirpai Chandrakona Road	13·0	5·10	Ditto.

14	Debra-Sabong Road diversion at Balichak with a bridge over Midnapore High level canal	1·0	4·00	Plan under preparation.
15	Contai by pass connecting roads to Tamluk-Digha and Belda ..	3·0	5·00	Ditto.
16	Tamluk diversion including bridge over the Sankarar Khal	3·00	6·50	Work will be taken up shortly
17	Extension of Mahisadal-Geonkhali Road up to Geonkhali Bazar .	1·0	2·00	Plan under reparation.
18	Nandigram-Maldaha Road via Gokulnagar .	8·0	12·50	Ditto.
19	Hatigaria-Kultikri-Bhamal Rohini Ragra	15·0	20·00	Ditto.
20	Kalaberia-Pirakata Dhansol Lalgarh Road ..	22·0	33·00	Advance collection of materials started.
21	Kalmijore-Gopiganj	9·0	12·50	Plan under preparation.
22	Egra-Ramnagar	18·0	30·00	Advance collection of materials are being arranged.
23	Keshbiari-Kulbani	6·0	12·00	Plan under preparation.
24	Sankrail-Bhasiul	3·0	4·00	Ditto.
25	Mohanpur Solpatta Road extension to Orissa Border	1·0	1·15	Advance collection of materials started.
26	Garbeta-Humgarh	8·0	10·0	Ditto.
27	Barbetia-Jamna	12·0	18·00	Plan under preparation.
28	Digha Chandaneswar Temple Road (portion in West Bengal) including widening of existing road to have double lane width of crust from Digha to end of air strip	2·0	5·00	Ditto.
29	Bishnupur (on H. N. 6) Loyada Chak Kripan excluding Kangsabati Bridge) Part "A" and part "C" stage	10·00	14·00	Collection of materials will be done shortly.
30	Gopiballavpur-Baripada Road (portion in West Bengal)	10·00	12·00	Plan under preparation.

Dhubulia and Taherpur Refugee Camp, Nadia

28. (Admitted question No. 30.)

Shri Kashi Kanta Moitra:

উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরে ও তাহেরপুরে মোট কত পরিবার বাস করছে এবং বর্তমানে এই দুই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা এবং

(খ) এই দুই অঞ্চলে বেকার সক্ষম উদ্বাস্তু যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য এই দুটি অঞ্চলে কলকারখানা সংস্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation:

(ক) তাহেরপুর—১২,৯৭৩ জন সমন্বিত ২,৩৬৭টি পরিবার ; ধুবুলিয়া—১৫,৫৪০ জন সমন্বিত ৪,৯৭৯টি পরিবার।

(খ) তাহেরপুর শরণার্থী উপনিবেশে শরণার্থীদের পুনর্বসতি দেওয়া হইয়াছে। এখানকার কর্মক্ষম বেকারদের জন্য সরকার রিহ্যাবিলিটেশান ইণ্ডাস্ট্রিস করপোরেশনের মাধ্যমে একটি 'উৎপাদন কেন্দ্র' স্থাপন করিয়াছেন। এই কেন্দ্রের কর্মীদের কর্মসংস্থানের দ্বারা ৪০০ শত পরিবারের ভরণপোষণ চলিতেছে। তদ্ব্যতীত, উৎপাদনমূলক কর্মে ব্যক্তিগত উদ্যোগ সৃষ্টিকল্পে সরকারী উদ্যোগে একটি 'তন্তুবায় সমিতি' এবং 'খাদি গ্রামোদ্যোগ সমিতির' তাহেরপুর শাখা স্থাপন করা হইয়াছে।

রিহ্যাবিলিটেশান ইণ্ডাস্ট্রিস করপোরেশন তাহাদের বর্তমান উৎপাদন কেন্দ্রটির পরিচালনা করিতে গিয়া যেসকল অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে তাহেরপুর উপনিবেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

ধুবুলিয়া শরণার্থীদের জন্য একটি আশ্রয় সদন (হোম) আছে, উপনিবেশ নাই। সরকার ইহার অধিবাসীদের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। যখন কোন স্থানে ইহাদের পুনর্বসতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে তখনই সেই স্থানে তাহাদের জন্য উৎপাদন কেন্দ্র বা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট্স্ স্থাপন করিবার প্রশ্ন বিবেচনা করা হইবে। এই ধরণের সমস্যা সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন।

Construction of sluice at Mahespur

29. (Admitted question No. 51.)

Shri Mrigendra Bhattacharyya:

সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ঘাটাল মহকুমার দাসপুর সার্কেলের মহেশপুরে (কংসাবতী নদীতে) প্রস্তাবিত সেচপুল নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে বরাদ্দ করিবার বিষয় সরকার চিন্তা করিতেছেন কি ;

(খ) এই পুলটির নির্মাণের কাজ শেষ করার ব্যবস্থা করা হইতেছে কিনা ;

(গ) এই সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত বিহারীচক অতিরিক্ত নিকাশী পুলের অসমাপ্ত কাজ এবং উক্ত পুলের বাহিরের নালা কাটানোর কাজ ইং ১৯৬৪ সালের বর্ষার পূর্বেই শেষ করিয়া পুলটির কার্য চালু করার প্রস্তাব আছে কি ;

(ঘ) উক্ত নালার জন্য গৃহীত জমি ও ঘরের মূল্য দেওয়া হইয়াছে কি ;

(ঙ) মূল্য দেওয়া না হইলে কতদিনে দেওয়া হইবে ?

The Minister for Irrigation and Waterways:

(ক) হাঁ।

(খ) ইহা এখন বিবেচনাধীন আছে। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পর্যালোচনার পর আগামী আর্থিক বৎসরে পুনর্নির্মাণকার্য আরম্ভ হইবে আশা করা যায়।

(গ) হাঁ।

(ঘ) জমির মূল্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঘরের দখল না পাওয়ায় তাহার টাকা এখনও বিলি করা সম্ভব হয় নাই।

(ঙ) মালিকগণ ঘরের দখল ছাড়িয়া দিলে ঘরের মূল্য দেওয়া হইবে।

Dry-doles in the districts of West Bengal

30. (Admitted question No. 56.)

Shri Mrigendra Bhattacharyya:

ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবাংলার কোন্ জেলায় কত জনকে ১৯৬৩ সালের (১) জুলাই, (২) আগস্ট, (৩) সেপ্টেম্বর, (৪) অক্টোবর, (৫) নভেম্বর মাসে ড্রাইডোল দেওয়া হইয়াছে;

(খ) উক্ত ড্রাইডোলে চাল দেওয়া হইয়াছিল, না শুধুই গম দেওয়া হয়;

(গ) গম দেওয়া হইয়া থাকিলে, গম ভাঙ্গার জন্য প্রতি জেলায় উক্ত কোন্ কোন্ মাসে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে; এবং

(ঘ) গম ভাঙ্গার জন্য মাথাপিছু কত পয়সা দেওয়া হয়?

The Minister for Relief:

(ক) ও (খ) একটি বিবরণ এতদ্সহ উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) ও (ঘ) শুধুমাত্র খয়রাতি সাহায্য হিসাবে বিতরিত গম ভাঙ্গার জন্য কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় নাই তবে গম বা আটায় খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইলে আহার্য প্রস্তুতের নিমিত্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য নিম্নরূপ হারে আর্থিক সাহায্য দিবার ব্যবস্থা আছে—

প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু আর্থিক সাহায্যের হার

(১) খয়রাতি সাহায্য হিসাবে গম দেওয়া হইলে—প্রাপ্তবয়স্ক ১৬ নয়া পয়সা; অপ্রাপ্তবয়স্ক ৮ নয়া পয়সা।

(২) খয়রাতি সাহায্য হিসাবে আটা দেওয়া হইলে—প্রাপ্তবয়স্ক ৬ নয়া পয়সা; অপ্রাপ্তবয়স্ক ৩ নয়া পয়সা।

Statement referred to in reply to [illegible] unstarred question No. [illegible]

Name of the District	No. of persons to whom dry-doles were given during the period from July to November, 19[illegible]					Name of the commodity in which dry-doles were given.
	July	August	September	October	November	
1	2	3	4	5	6	7
1 Malda	38,419	41,053	42,174	50,971	40,204	Wheat and rice.
2 Bankura	40,627	31,285	46,720	63,858	54,591	Wheat.
3 Purulia	53,116	69,519	83,275	69,816	91,821	Wheat.
4 Jalpaiguri	30,215	50,371	57,770	82,611	87,549	Wheat and rice.
5 Cooch Behar	14,410	68,389	53,023	1,05,601	106,996	Wheat and rice.
6 West Dinajpur	52 226	52,530	68,123	94,089	74,715	Wheat and rice.
7 Nadia	66,836	87,747	60,630	81,996	101,722	Wheat.
8 24-Parganas	330 406	374,159	533,289	539,523	558,014	Wheat and atta.
9 Midnapore	133,791	167,108	201,235	229,366	262,390	Wheat, atta and rice.
10 Hooghly	114,351	203,278	207,353	281,178	364 777	Wheat and atta.
11 Howrah	8,827	12 948	9,913	16,979	14,350	Wheat.
12 Burdwan	59,741	87,857	85,519	146,742	165,989	Wheat.
13 Birbhum	59,335½ units	95,166½ units.	131,619½ units.	165,473½ units	171,009½ units.	Wheat.
14 Murshidabad	50,752	51,586	56,358	68,329	71,784	Wheat and atta.
15 Darjeeling		No dry doles given.				Does not arise.

Budget of Gram and Anchal Panchayats of Murshidabad district

31. (Admitted question No. 62.)

Shri Birendra Narayan Ray:

গত ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ তারিখে প্রদত্ত অতারকিত ৭৩২ নং (এ্যাডমিটেড প্রশ্ন নং ১৩৮৯) প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করিয়া শাসন ও পঞ্চায়েৎ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) উক্ত তথ্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে কিনা; এবং

(২) সংগৃহীত হইয়া থাকিলে তাহা কি?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats:

(১) হাঁ।

(২) উল্লিখিত প্রশ্ন ১৩৮৯নং ও তাহার উত্তর এতৎসহ দেওয়া হইল।

Reply referred to in reply to clause (2) of the unstarred question No. 31.

(ক) ইহা কি সত্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলার কোন কোন গ্রাম পঞ্চায়েৎ এবং অঞ্চল পঞ্চায়েৎ নির্দিষ্ট দিনে তাহাদের বাজেট পেশ করেন নাই,

(খ) সত্য হইলে উক্ত পঞ্চায়েতগুলির সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে; এবং

(গ) [illegible] অবলম্বন না করা হইলে তাহার কারণ কি?

(ক) [illegible]

(খ) [illegible] আইনের ৬৩(১) ধারা অনুসারে একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে উপস্থাপন [illegible] করা হইয়াছে।

(গ) [illegible]

Taxi Permits

32. (Admitted question No. 64.)

Shri Birendra Narayan Ray:

স্বরাষ্ট্র (পরিবহন) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গত [illegible] মাসে কলিকাতায় কতটি নূতন ট্যাক্সির জন্য কতজন আবেদন করিয়াছেন;

(খ) উক্ত আবেদনকারীদের মধ্যে কতজনকে উক্ত পারমিট দেওয়া হইয়াছে।

(গ) যাহারা পারমিট পাইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও পরিচয় কি এবং তাঁহাদের মধ্যে কয়জন প্রাক্তন স্বর্ণশিল্পী?

The Minister for Home (Transport):

(ক) কলিকাতার আঞ্চলিক পরিবহণ সংস্থার বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ৪ঠা হইতে ২৬এ জুনের মধ্যে ৯,৯৩৭ জন নূতন ট্যাক্সি পারমিটের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন,

(খ) উক্ত আবেদনকারীদের মধ্যে ২,৭৮২ জনকে উক্ত পারমিট প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে;

(গ) যাঁহাদিগকে উক্ত পারমিট প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে ৬৩৫ জন স্বর্ণশিল্পী আছেন। যাঁহারা পারমিট পাইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও পরিচয় দেওয়া এক্ষণে সম্ভবপর নয়।

Tahashildars in Pingla police-station

33. (Admitted question No. 81.)

Shri Ananga Mohan Das:

ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি —

(ক) রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত তহশীলদারগণ যাঁহারা কমিশনে খাজনা আদায় করেন তাঁহাদিগকে সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য করিবার কোন সরকারী প্রস্তাব আছে কি ;

(খ) নিম্নতম মজুরী আইন অনুসারে তাঁহাদের বেতন ধার্য করিবার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি না ;

(গ) ইহা কি সত্য যে পিংলা থানার তহশীলদারগণ গত ১৩৬৯ সালে আদায়ী টাকা পাঠাইবার জন্য প্রাপ্য এম ও কমিশনের টাকা আজও পান নাই ;

(ঘ) সত্য হইলে, উহার মোট পরিমাণ কত ;

(ঙ) এম ও পাঠাইবার জন্য স্থায়ী এ্যাডভান্স হিসাবে কত টাকা তহশীলদারগণকে দেওয়া হয় এবং পিংলার তহশীলদারগণ উহা পাইয়াছে কিনা ; এবং

(চ) তহশীলদারগণ কণ্টিজেন্সি বাবদ কত টাকা পান এবং যদি কিছুই না পান, তাহা হইলে ঐ বাবদে তাঁহাদিগকে কোন টাকা দিবার প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা ?

The Minister for Land and Land Revenue:

(ক) তহশীলদারগণকে খণ্ডকালীন (পার্ট টাইম) সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য করা হয়।

(খ) উক্ত আইন তহশীলদারগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

(গ) ও (ঘ) ৩২.৫৫ টাকার একটিমাত্র বিল ব্যতীত এম ও কমিশনের সব বিলগুলিই পরিশোধ করা হইয়াছে. উক্ত বিলটি মহাগাণনিকের অফিসে পূর্ব নিরীক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছে।

(ঙ) প্রত্যেক তহশীলদারকে ৩০ টাকা পর্যন্ত অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। পিংলা থানার তহশীলদারগণ অগ্রিমের জন্য আবেদন করেন নাই।

(চ) তহশীলদারগণকে কণ্টিজেন্সি বাবদ কোন নির্দিষ্ট অর্থ দেওয়া হয় নাই। ১৩৬৯ সালে কেরোসিন ও আনুষঙ্গিক খরচা বাবদ ১০ টাকা করিয়া মঞ্জুর করা হইয়াছিল। কাগজ কলম, পেন্সিল ইত্যাদি স্থানীয় সরকারী অফিস হইতে সরবরাহ করা হয়।

Contai-Petua and Contai-Khejuri Roads

34. (Admitted question No. 97.)

Shri Sudhir Chandra Das:

পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সুন্দরবনে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য কাঁথি-পেটুয়া রাস্তাটি পিচ করিবার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

(খ) কাঁথি-খেজুরী রাস্তার শ্যামচক হইতে পেটুয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি পিচ করিবার পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং

(গ) যদি (খ) প্রশ্নের উত্তর হাঁ। হয় তবে এ পরিকল্পনা রূপায়নের কি ব্যবস্থা হইতেছে ?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) ও (খ) না।

(গ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Employees of Dhubulia Refugee Camp

35. (Admitted question No. 110.)

Shri Kashi Kanta Maitra: উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাননীয়া মন্ত্রিমহাশয়া অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরের কর্মচারীদের নূতন বেতনহার গত ৩০এ জুলাই, ১৯৬১ তারিখে দেবার কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়;

(খ) সত্য হইলে, এ পর্যন্ত তাদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করা হইয়াছে কিনা;

(গ) উক্ত পাওনা পরিশোধ করা না হইলে তাহার কারণ কি;

(ঘ) এই কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা বাবদ সরকারের তহবিলে মোট কি পরিমাণ টাকা জমিয়া আছে; এবং

(ঙ) ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরের এই সমস্ত কর্মচারীদের যাবতীয় বকেয়া পাওনা কতদিনের মধ্যে পরিশোধ করা হইবে?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation:

(ক) ইহা আংশিকভাবে সত্য, গত ইং ১৯৬১ সালের ৩০এ জুলাই তারিখে কলিকাতা গেজেটে যে পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত বেতনের হার প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা ধুবুলিয়া শিবিরের সকল কর্মচারীর উপর প্রযোজ্য ছিল না এই বেতনের হার মাত্র কয়েক শ্রেণীর কর্মচারীর উপর প্রযোজ্য ও অসম্পূর্ণ ছিল। এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরে বিগত ২৬এ সেপ্টেম্বর তারিখে পুনরায় একটি সংশোধিত সরকারী আদেশ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়, এতদসত্ত্বেও দুই শ্রেণীর শিবির কর্মচারীর (সুপারিন্টেন্ডেন্ট আর অ্যাসিস্টান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট) পরিবর্তিত বেতনের হার অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই।

(খ) ও (গ) পরিবর্তিত বেতনের হার উক্ত শিবিরের যেসমস্ত শ্রেণীর কর্মচারীর উপর প্রযোজ্য তাহাদিগের পরিবর্তিত হারে বেতন নির্ধারণ এবং তদনুসারে তাহাদের বকেয়া প্রাপ্য হওয়ার আনুপূর্বিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কর্মচারীর কৃত্যক বহির সমাধান করা এবং পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গের মহাগাননিক মহোদয়ের অফিসে প্রেরণ করিয়া তথা হইতে পরীক্ষা এবং চূড়ান্ত অনুমোদন লওয়ার কার্য চলিতেছে।

(ঘ) উক্ত কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য বিশেষ কোন তহবিল আবণ্টিত হয় নাই, উহাদের প্রাপ্য টাকা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হইবার পর বেতন বিলির সাধারণ নিয়মে উহা প্রদত্ত হইবে।

(ঙ) উপরি-উক্ত কারণে নির্দিষ্ট কোন তারিখ উল্লেখ করা কঠিন তবে আশা করা যায় অনতিবিলম্বে তাঁহারা তাহাদের প্রাপ্য পাইবেন।

Rehabilated Refugees in Andamans

36. (Admitted question No. 112.)

Shri Kashi Kanta Maitra: উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাননীয়া মন্ত্রিমহাশয়া অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে আন্দামানে পুনর্বাসনপ্রাপ্ত আনুমানিক চার হাজার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুকে বাস্তুত্যাগের নোটিস দেওয়া হইয়াছে,

(খ) নোটিস দেওয়া থাকিলে, এ বিষয়ে রাজ্যসরকারের পুনর্বাসন দপ্তর এ পর্যন্ত কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, এবং

(গ) ইহা কি সত্য যে, যেসব জমি হইতে উক্ত উদ্বাস্তুদের উৎখাত করা হইবে সেইসব জমি বেশি দামে অন্যদের বিক্রয়ের চেষ্টা চলিতেছে?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation:

বিষয়টি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায় রাজ্যসরকারের এ ব্যাপারে কিছু বলিবার নাই। সঠিক সংবাদের জন্য ভারত-সরকারকে পত্র দেওয়া হইয়াছে।

একমাত্র লোকসভায় প্রশ্ন উত্থাপনের দ্বারাই এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাইতে পারে।

Adjournment Motion

[1-00—1-10 p.m.]

Mr. Deputy Speaker: I have received a notice of an Adjournment Motion on the subject of Electrical Package Plan for Durgapur from Shri Kashi Kanta Maitra. I refuse consent to it.

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

Mr. Deputy Speaker: I have received 13 notices of Calling Attention on the following subjects:—

(1) Transfer of Chilahati village together with Berubari to Pakistan—by Shri Ananga Mohan Das.

(2) Police action for suppression of Berubari Peoples' movement against the proposed transfer of the area to Pakistan—by Shri Amarendra Nath Roy Prodhan.

(3) Irregular supply of sugar from M. R. shops—by Shri Sanat Kumar Raha.

(4) Opinion of the Government on the identity of the Sadhu of Shoulmari—by Shri Sambhu Charan Ghosh.

(5) Want of Bus route in Satyen Bose Road, Howrah—by Shri Dulal Chandra Mondal.

(6) Election of Panchayats under Jadavpur P. S., district 24-Parganas—by Shri Khagendra Kumar Ray Chowdhury.

(7) Strike of the workers in Jay Engineering Works—by Shri Niranjan Sen Gupta.

(8) Economic strain of the local people of border districts due to large scale migration of Hindus from East Pakistan—by Shri Nikhil Das.

(9) Eviction of refugees by the military authorities at Durgapur, New Alipore, Calcutta—by Shri Somnath Lahiri.

(10) Supply of rice and sugar in the M. R. shops, district Nadia—by Shri Gour Chandra Kundu.

(11) Deduction from Government subvention the heavy expenditure of Municipal election—by Shri Girija Bhusan Mukherjee.

(12) Token strike in the protest of suspension of 4 employees of Marwari Relief Society Hospital, Calcutta, on 26-12-63—by Shri Sanat Kumar Raha.

(13) Non-payment of conveyance charges and meal charges to released detenues under the D. I. Rules at the time of release—by Shri Sanat Kumar Raha.

I have selected the notice of Shri Niranjan Sen Gupta on the subject of strike of workers in the Jay Engineering Works. The Hon'ble Minister-in-charge may please make a statement to-day, if possible, or give a date for the same.

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:

এ সম্বন্ধে আমি শুক্রবার বলবো।

Law and Procedure regarding Elections of Municipalities under adult franchise

The Hon'ble S. M. Fazlur Rahman: Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to make a statement in regard to the law and procedure for the preparation of the electoral rolls on the holding of the first general elections of municipalities under adult franchise.

The first general elections of the municipalities on the basis of adult franchise are being held according to the provisions of the Bengal Municipal Act, 1932, as amended by the Bengal Municipal (Amendment) Act, 1962, and the orders issued by Government under section 21 (2) of that Act.

According to section 21 of the Bengal Municipal Act as amended, electoral rolls are to be prepared by the Subdivisional Magistrate or any other Magistrate of the first or second class authorised by him.

The franchise for the election has been prescribed as follows in sub-section (2) of section 23 as amended.—

> "Save as otherwise provided in this Act, a person who resides in a ward of the municipality and whose name is included in the electoral roll for the time being in force for election of members to the West Bengal Legislative Assembly from an area which includes the area comprised in the municipality, shall be qualified to be an elector of that ward".

Persons who are of unsound mind or are confined in prison or in lawful custody of the police are, however, disqualified to vote.

The power of the State Government under section 20 of the Bengal Municipal Act to divide a municipality into wards having been delegated to the Commissioners of Divisions, the municipalities where general elections are being held on the basis of adult franchise have been delimited into single-member wards by the Divisional Commissioner concerned after consideration of the views of the Commissioners of the municipality at a meeting as required by the said section.

The procedure to be followed in the matter of preparation and publication of the municipal electoral rolls has been prescribed in the West Bengal Commissioners of Municipalities (First General Election) Orders, 1963, issued by the State Government under section 24 of the Bengal Municipal Act as amended. According to these orders the Registering Authority, i.e., the Subdivisional Magistrate or the Magistrate authorised in this behalf is required to prepare in form A appended to the said orders a preliminary electoral roll containing the names of all persons qualified to vote under the Act. To expedite the preparation of the electoral rolls instructions were issued by Government to the effect that the preliminary electoral roll should be prepared and published after splitting up the existing Assembly electoral roll pertaining to the municipality according to the new wards. Detailed instructions were also issued to the Local Officers in this regard.

After publication of the preliminary roll as many as three opportunities as stated below have been given for filing claims for inclusion in the roll:—

(1) within 15 days of the date of publication of the preliminary electoral roll to the Registering Authority;

(2) within 15 days from the date of publication of the final electoral roll to the District Magistrate under section 529A of the Bengal Municipal Act; and

(3) at any time between the date of publication of the preliminary electoral roll and the last date of disposal of appeals under section 529A by the District Magistrate, such inclusion being made by the Registering Authority either suo motu or on receipt of applications from the persons concerned before publication of the amendments made by the District Magistrate under section 529A.

The third opportunity mentioned above is intended for those persons whose names may have been subsequently included in the Assembly roll either as a result of its periodical revision or on application made to the Electoral Registration Officer by payment of the prescribed fee.

According to section 23(1) no person shall be qualified to be elected a Commissioner unless he is entitled to vote. This is, however, subject to certain disqualifications prescribed in section 22 of the Act. One of these disqualifications is that the candidate must not be in arrears for more than 3 months in payment of any municipal rate or tax. Similar disqualification has been prescribed in the Acts relating to other Local Bodies in this as well as in other States which are also constituted on the basis of adult franchise. For example, under section 15 of the West Bengal Panchayat Act 1956, a person is not eligible for election as a member of a Gram Panchayat if any tax, toll etc., due from him for the previous year remains unpaid. Section 75(1)(g) of the Calcutta Municipal Act 1951, also similarly disqualifies a person who fails to pay any arrear of any kind due by him to the Corporation within three months after service of a special notice on him.

The Delhi Municipal Corporation Act 1957, the Bombay Municipal Corporation Act, 1888, the Bombay Provincial Municipal Corporation Act, 1949 and the Madras City Municipal Act, 1919, also contained provisions imposing disqualifications for candidates for election as members of these bodies all of which are constituted on adult franchise.

[1-10—1-20 p.m.]

The dates for the first general election of the Municipalities under adult franchise are being fixed by the State Government under section 24 of the Bengal Municipal Act. Under the West Bengal Commissioners of Municipalities First General Election Orders, 1963, already referred to, the procedure for conduct of elections prescribed in rules 19 to 52 of the previous West Bengal Municipal Election Rules, 1960, and the forms prescribed therein, have been adopted with certain minor modifications. According to this procedure the nominations are to be called for at least 45 days before the election day and received not less than 35 days before such day by the Election Officer appointed by the District Magistrate who will also scrutinise the nominations and publish the final list of candidates not less than 15 days before the date fixed for the election. The procedure for the conduct of the election is practically the same as that which has been followed hitherto in regard to the municipal elections.

Shri Nani Bhattacharjee:

এ সম্বন্ধে আমার একটা বক্তব্য আপনার কাছে রাখবো . . .

Mr. Deputy Speaker:

এটাতে আর ডিসকাসন হতে পারে না।

Shri Nani Bhattacharjee:

আগে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বললেন যে যখন এডাল্ট ফ্রেঞ্চাইস নীতি স্বীকার করে নিয়ে এমেণ্ডমেন্ট করা হোল মিউনিসিপ্যাল আইনে, তারপরে ইলেকসন কিভাবে চলবে না চলবে সেটা পিপলস রিপ্রেজেনটেসন এ্যাক্ট দ্বারা গাইডেড হবে এবং তার থেকে কতকগুলো প্রশ্ন উঠেছিল এবং সেই প্রশ্নের সং উত্তর সেই সময়ে কোন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী দিতে পারেন নি। আজকে তিনি যে ষ্টেটমেণ্ট দিলেন তাতে আরও কনফিউসন অনেকখানি বেড়ে গেল। অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি পড়া সত্বেও বুঝবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সবটা ফলো করতে পারি নি। সুতরাং কনফিউসন আরও অনেকখানি বেড়ে গেল। সেইজন্য আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি যে অন্ততঃ এই বিভিন্ন ষ্টেটমেন্টের একটা কপি আমাদের দেওয়া হোক এবং এর আগে যে সমস্ত নকুলগুলি দেওয়া হয়েছিল সেই প্রসিডিংস-এর কপিগুলি এর সঙ্গে দেওয়া হোক এবং আধ ঘণ্টা অন্ততঃ আপনি একটা সময় ঠিক করে দিন যাতে এই মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনসংক্রান্ত বিষয় আলোচনা হতে পারে যাতে একটা পরিস্কার ভাইডিয়া আমরা নিতে পারি তার জন্য আমি আপনার কাছে অনুরোধ রাখলাম।

Mr Deputy Speaker:

এই ষ্টেটমেণ্ট যদি সারকুলেট করা হয় তার কথা আমি চিন্তা করে দেখবো।

Incorrect statement by a Minister

Shri Jyoti Basu:

মিঃ ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনার হয়তো মনে আছে যে সেদিন মন্ত্রী শৈলকুমার মুখার্জি যদিও তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী নন তবুও কিন্তু উনি একেবারে গড় গড় করে বলে গেলেন এবং খুব সঠিকভাবে বলেছেন তিনি এই মনে করে গেলেন ঠিক উল্টো কথাগুলো উনি বলে গেলেন। এখন আমি জানতে চাই দুজন মন্ত্রী দু রকম বললেন। উনি একজন ক্যাবিনেট মিনিষ্টার ফাইনান্স মিনিষ্ট্রিতে আছেন এবং এই ডিপার্টমেণ্টে আগে ছিলেন মনে হচ্ছে। উনি কিছুই জানেন না- কেন জিনিসটিই উনি ষ্টাডি করেন নি। অবশ্য এতে কিছু এসে যায় না কারণ কংগ্রেস মন্ত্রীরা এই রকম করেই থাকেন। কিন্তু আমি বলছি প্রসিডিংসে দুটোই ঢুকলো আর কি। উনি যা বলেছেন আগের দিন তা এবং উনি এখন যা বললেন সেটাও। আমার শুনে মনে হোল উনি এখন যা বলেছেন এটাই বলেছেন এটাই ঠিক কারণ কতকগুলি পলিসি বা ধারাগুলো উনি বলেছেন। কিন্তু উনি যা বললেন, সরাসরি বলে দিলেন যে পিপলস রিপ্রেজেনটেসন এ্যাক্ট সবাসরিভাবে কার্যকরী করা হবে এবং তার মানে কারও যদি এলিগ্যান্স থাকে তার প্রশ্ন উঠে না। অন্যায়ভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট কেটে দিয়েছে নমিনেশন এই সব অনেক কথা উনি বলে গেলেন। সেজন্য আমি বলছি যে এটা অন্ততঃ ঠিক হোক যে ঐ আর একজন ক্যাবিনেট মিনিষ্টার যা বলছেন সেদিন সেটা ঠিক নয় যদি এটা ঠিক হয়। কারণ এটাই যে উনি পড়ে গেলেন সেটা ঠিক কি না জানিনা- মনে হোল শুনে হয়তো এটাই ঠিক ধারাটার গুলো বলে গেলেন বলে। সেজন্য ওনারা যা বলছেন যে সারকুলেট করা হোক এবং ষ্টেটমেণ্ট করা হোক যে উনি যেটা বললেন সেটা উইথড্র করছেন। তা না হলে দুজন ক্যাবিনেট মিনিষ্টার এইভাবে এই রকম জিনিস রাখতে পারেন না। আর শৈলবাবু যদি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে যে উনি যা বলেছেন এটা ঠিক নয় উনি নিজে যা বলেছেন সেটাই ঠিক তাহলে উনি ওঁর সঙ্গে বসে একটা ব্যবস্থা করে নিন। মোটকথা একটা ষ্টেটমেণ্ট আমাদের কাছে দিন তা নাহলে অসুবিধা থেকে যাচ্ছে। ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাছে, এস ডি-ওদের কাছে এবং আমাদের পক্ষেও অসুবিধা থেকে যাচ্ছে।

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee: Sir, I am sorry that my statement the other day has created some confusion in the minds of the members and I apologise for that. *But the final statement made by the Minister-in-charge of Local Self-Government today, of course in consultation with me, is the correct position. When I referred to the Representation of the Peoples Act on that day*, what I meant was that all steps for preparation of electoral rolls were taken under that Act.

I am sorry for it. I have clarified the position that if that statement has gone I am sorry for that. This statement is final. What has been made today is final and it will be circulated to you all. Already the Deputy Speaker has given a direction that it will be circulated to you. But this is a final statement.

Mr. Deputy Speaker: This will be circulated to you. I have asked the office to circulate it.

Shri Nikhil Das:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, উনি কি বললেন যে সেদিন উনি যা বলেছিলেন সেটা ভুল বলেছিলেন?

Shri Jyoti Basu: The other day he made the statement Probably, Shri Saila Kumar Mukherjee has forgotten that Therefore he should be given a copy of the speech he made the other day In that statement he categorically stated . . .

Mr. Deputy Speaker: No, No. He apologises for it

Shri Jyoti Basu: In that policy statement there is a qualification that probably we misunderstood him. I should say there is no question of misunderstanding. He made it aboslutely clear the other day that the question of disqualification for non-payment of arrear dues did not arise. That was the statement he made But this is contradicted by the Local Self-Government Minister.

Shri Kashi Kanta Maitra: I cannot but say the Hon'ble Minister just now stood up to say that "I am sorry I am afraid, there was confusion" I do not understand that. Even if there was any confusion it was the confusion of the head and brain of the Hon'ble Minister What I am making is that there is no confusion so far as the members of the House are concerned. Specific points are taken that if any member who has been a party would be disqualified when he files nomination paper for scrutiny. He said: "No, no. Representation of the Peoples Act is there and under the Representation of the Peoples Act proper qualification is given " Now, the only test is if you are an adult or a voter or if your name is included in the electoral roll. But he is now saying, "No, no I may correct it." It is not that the members of the House were confused He misled us. He wanted to trick us.

Mr. Deputy Speaker: No further discussion on this matter will be allowed.

Shri Kashi Kanta Maitra: The Hon'ble Minister has no business to mislead the members of the House in this way. He is only saying about confusion. He is confused; we are not confused.

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee: I had some confusion. This statement was made in consultation with me and the honourable members may take it as a final statement so far as the legal position is concerned.

Shri Monoranjan Hazra:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি বলতে পারি—শৈলবাবু সেদিন যে স্টেটমেন্ট করেছিলেন এ সম্পর্কে তার উপর নির্ভর করে জনাই-এর এক ভদ্রলোক হাইকোর্টে কেস দায়ের করেছেন।

GOVERNMENT BILLS

The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963

[1-20 – 1-30 p.m.]

Shri Nani Bhattacharjee:

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, এই এ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা এই হাউসের সামনে আনা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি দু-একটী কথা বলতে চাই। প্রথম কথা যে এই বিলের মধ্যে বা এর আগে যে অর্ডিন্যান্স হয়েছিল, সেই অর্ডিন্যান্সে একটা নূতন নিয়ম ঢোকান হয়েছে সেটা হলো এই মফঃস্বল অঞ্চলে বা বিভিন্ন জেলাতে মাইকের যে ব্যবহার, সেই ব্যবহার সেখানকার সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিসারের অনুমতি সাপেক্ষ হবে।

আমি মনে করি এমন কোন কারণ ঘটেনি যাতে করে এই ধরণের শক্ত আইন সম্বন্ধে বা মাইক [illegible] যেতে পারে। আগের পুলিশ আইন যেটা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে সেই আইনেও মাইক সম্বন্ধে কোন বিধান ছিলনা বা কোন সর্ত আরোপ করা হয়নি। কিন্তু নূতন বিলে যখন এই সর্ত আরোপ করার কথা ভাবা হচ্ছে তখন বলা হচ্ছে যে মাইক বাজান, মাইকের ব্যবহার এবং মাইকের মারফৎ প্রচার করা এটা একটা নুইসেন্স। স্যার, এটাকে নুই-সেন্স এর পর্যায়ে ফেলা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে দ্যাট কজেস সিরিয়স্ নয়েস টু দি পাবলিক এ্যান্ড অলসো এনডেঞ্জার্স পাবলিক হেলথ। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা এটা কি করে জনসাধারণের বিরক্তিভাজন হচ্ছে? কোন একটা মিছিলে যদি মাইক ব্যবহার করা হয় বা কোন একটা বিষয় প্রচার করবার জন্য যদি মাইক ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটা পাবলিক বা জনসাধা-রণের উদ্দেশ্যেই প্রচার করা হয়। কাজেই জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যখন প্রচার করা হয় তখন সেটা কি করে জনসাধারণের বিরক্তিভাজন হতে পারে সেটা আমি বুঝতে পারছিনা এবং ঠিক তেমনি এই ধরণের প্রচার কি করে জনস্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হতে পারে সেটাও আমার মাথায় ঢুকছেনা। এখানে বলা হচ্ছে ইট এনডেঞ্জার্স পাবলিক হেলথ। পাবলিক হেলথ-এর পক্ষে এটা কি করে হানিকর? ধরুন, দিনের বেলায় একটা প্রচার হচ্ছে বা একটা মিটিং-এ মাইক ব্যবহার করা হচ্ছে বা কোন একটা বিষয় আগে যেমন ঢোলা পিটিয়ে প্রচার করা হোত সেই রকম আজকে মাইক এর মারফৎ প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু সেটা পাবলিক হেলথ-এর পক্ষে কি করে হানিকর হতে পারে সেটা আমার মাথায় ঢুকছেনা। আমার মনে হয় এই সমস্ত বাজে অজুহাত দেখিয়ে গোটা বাংলাদেশে মাইকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হচ্ছে এবং যে ধরনের প্রচারের মাধ্যমে একসঙ্গে ১।২ হাজার লোকের মধ্যে প্রচার করা যেত সেটা বন্ধ করা হচ্ছে এবং যে ধরণের আমলাতান্ত্রিক শাসন চলছে তাতে আমি মনে করি এর অপব্যবহার হবে। মন্ত্রীমহাশয় হয়ত বলবেন আমরা মিটিং-এর জন্য প্রচার বন্ধ করছিনা, মিছিলে মাইকের ব্যবহার বন্ধ করছিনা বা রিক্সা বা গাড়ীতে করে যদি প্রচার করা হয় সেটাও বন্ধ করছিনা—আমরা বন্ধ করছি রাত দুটো-আড়াইটের সময় যে মাইক বাজান হয় সেটা। কিন্তু আমি বলব এই ধরণের আমলাতন্ত্রের হাতে পড়ে এর অপব্যবহার হবে এবং এইসব অজুহাতে তাঁরা মাইক বন্ধ করবেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন কেউ যদি রাত ১।২টা পর্যন্ত মাইক বাজায় তাহলে পাবলিক অতিষ্ঠ হয় এবং তখন যে একটা পাবলিক সেন্সর হয় তাতে যে মাইক ব্যবহারকারী সতর্ক হন তার ভূরিভূরি উদাহরণ আছে। কাজেই এরজন্য নূতন করে আইনের সংশোধন প্রয়োজন হয়না। পাবলিক যদি বিরক্ত হয় তাহলে তাঁরা যে বিরক্ত প্রকাশ করেন সেটাই সেন্সর হিসেবে কাজ করে এবং তার ফলে দেখা গেছে এই রকম ধরণের অন্যায়ভাবে মাইক ব্যবহারকারী আর রাত জুড়ে ইহা প্রচার করতে সাহস করেনা। কিন্তু এরজন্য যদি বলা হয় মাইকের ব্যবহার সাধারণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে তাহলে আমি বলব এটা একটা অছিলামাত্র। শুধু তাই নয়, আমি মনে

করি এই অছিলা দেখিয়ে আমাদের মাইক ব্যবহার করার যে গণতান্ত্রিক অধিকার আছে সেটা সরকার কেড়ে নেবার কথা ভাবছেন কাজেই আমি বলতে চাই এই যে নূতন বিধি যেটা ৫ ধারায় সন্নিবেশিত করা হচ্ছে সেটা নূতন করে এখানে আনা উচিত নয় এবং সেদিকে তাকিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করছি এটা পুনর্বিবেচনা করুন এবং একে সার্কুলেসন-এ দিন।

Shri Anadi Das: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th June, 1964.

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এই বিলের স্টেটমেণ্ট অব অবজেক্টস্ এণ্ড রীজন্স-এ যে কথাগুলি আছে যে অফিসারের কনস্টেবলকে নিয়োগ করবার বিধি ছিল পুলিশ এক্টে তার চাইতে নিম্নতন অফিসার ডিসমিস করতে পারে, এখন সেটা বুঝা যাচ্ছে সংবিধান বিরোধী তাই যদি হয় তাহলে আমি বুঝতে পাচ্ছি না সংবিধান তৈরী হবার পর এত বছর কেটে গেল, ১২।১৪ বছর কেটে গেল এত দেরীতে কেন এদিকে দৃষ্টি এলো? নিজের কর্মচারীদের সংবিধানিক অধিকার দিতে তাঁরা যে কতখানি উদাসীন এই ঘটনা দ্বারাই তা প্রকাশিত হচ্ছে, অন্যের জন্যতো দূরের কথা। এই যে সেকশন পাঁচ আইন তাতে পুলিশের হাতে যে কিভাবে সাধারণ মানুষ নিগৃহীত হচ্ছে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রেলওয়ের ধার থেকে কয়লা কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে, গরীব মেয়েছেলে, এখন সে যদি পুলিশকে আট আনা পয়সা দিতে অস্বীকার করে তাহলেই তার উপর পাঁচ আইন নিযুক্ত হয়। এইভাবে পুলিশ আইন চলে, এই সমস্ত কথা বিবেচনা করে এই আইনকে ঢেলে সাজান দরকার ছিল এটাই আমি বলতে চাই। মাইকের সম্পর্কে যে কথা সে বিষয়ে প্রত্যেক সদস্য বিরোধিতা করেছেন। এই মাইক নিয়ে যে আশঙ্কা সে সম্বন্ধে কথা হচ্ছে যেখানে সেখানে মাইক শুনতে শুনতে সাধারণ মানুষের কান ঝালা পালা হয়ে যাচ্ছে, রোগীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে, ছাত্ররা পড়াশুনা করতে পারছে না, এর একটা প্রতিবিধান হওয়া দরকার। এটা আজকের ব্যাপার নয় এটা বহুদিন ধরে হচ্ছে, সরকার কোন কান দিচ্ছেন না। আজ যখন খাদ্য আন্দোলন শেষ হয়েছে তখনি এই আইনটা আনা হয়েছে। কেন আনা হয়েছে? এর পেছনে উদ্দেশ্য কি? আমার পূর্বে নলিনীবাবু বলেছেন পাবলিক সেন্সার আছে, তা সত্ত্বেও মাইকের ব্যবহার কমা রোধবার জন্য আইনের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু সেটা এমনভাবে হওয়া উচিত নয় যাতে সাধারণের ডিমোক্রেটিক রাইট ডিমোক্রেটিক মুভমেণ্ট বন্ধ হয় সাধারণের মধ্যে চেতনা বিস্তারের জন্য যে কথাগুলি বলা দরকার তা যাতে বলা যেতে পারে সেজন্য মাইকের ব্যবহার রেস্ট্রিকটেড হওয়া উচিত নয়। এটা যদি এখানে বিলে পরিষ্কারভাবে বলা না হয় তাহলে সেটা নিষিদ্ধ হওয়ার সুযোগ থেকে গেল। কলকাতায় আমরা দেখেছি এই আইন আগে ছিল, মাইক ব্যবহার করতে গেলে পারমিশন নিতে হয় কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় যখন ক্লাবের ছেলেরা কোন ব্যাপারে মাইক ব্যবহারের জন্য পারমিশন চাইত সেখানে কংগ্রেসের লোকেরা রেকমেণ্ড করে দিলে সহজেই তারা মাইক ব্যবহারের পারমিশন পেয়ে যেতো। কাজেই আইন থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে যেসব মাইক ব্যবহার হত তা বন্ধ হচ্ছে না। অথচ পাবলিক ওপিনিয়ন তৈরী করবার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে রেস্ট্রিক্টেড হচ্ছে। সেটা কলকাতায় ছিল সে এখনটা, আজকে গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হবে কিন্তু অন্যায়ভাবে মাইকের যে ব্যবহার সেটা আটকান যাবে না। যেখানে জনসাধারণের উন্নতির জন্য, তাদের মানসিক উন্নতির জন্য, জ্ঞান বিকাশের জন্য, চেতনা বৃদ্ধির জন্য মাইকের ব্যবহার দরকার সেখানে কিন্তু মাইকের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয় আমি একটা ঘটনা দিতে পারি। খাদ্য আন্দোলনের সময় হাওড়ায় আমরা অসংখ্য মাইক ব্যবহার করেছিলাম তার ফলে আমাদের আজকে জেলে পোরা হয় ডি. আই রুল এ্যাপ্লাই করে।

[1-30—1-40 p.m.]

আমরা না কি মাইকের উপর এমন কথা বলেছি যে আইনে ডি আই আর এর ভাইওলেসান হয়েছে। এর ফলে হয়েছে কি যারা মোটর, মাইক দিয়েছে তাদের পুলিশ ডেকে ডেকে বলেছে যে তোমরা কেন ঐ এসব দিয়েছিলে। আইনে না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ এইভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য মাইকের ব্যবহার করার উপর হস্তক্ষেপ করবার জন্য এই যে চেষ্টাগুলি করছে তাতে আইনে যদি এই ব্যবস্থা থাকে তাহলে এই অধিকার খর্ব করবার

প্রচেষ্টা যে কি সাংঘাতিক ভাবে হবে সেটা আমরা এখন থেকেই বুঝতে পারছি। তাই আমি বলছি যে এই বিলেতে যেভাবে মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে ব্যবস্থা হচ্ছে সেটাকে সারকুলেসান-এ দেওয়া হোক। এটাকে সারকুলেসান-এ দেওয়া হলে লোকে বুঝতে পারবে যে গভর্নমেণ্টের ক্রমাগত চেষ্টা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক রাইট-এর উপর হস্তক্ষেপ করা। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি প্রোসেসান সভা শোভাযাত্রা ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁরা বিল এনেছিলেন, কিন্তু জনসাধারণের চাপে সেই বিল প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন—সেটা পাশ করা হয়নি। আজ মাইকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অপব্যবহারের জন্য যে মনোভাব জনসাধারণের আছে সেই সুযোগ নিয়ে মিটিং, মিছিল, পথসভা, জনসাধারণের কথাগুলি বলার সুযোগ না থাকে তার ব্যবস্থা এই বিলে আনা হয়েছে। সেজন্য আমি এই বিলের বিরোধীতা করি এবং আশা করি সারকুলেসান-এ দেবার জন্য যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

Shri Gour Chandra Kundu:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, কিছুদিন আগে আমাদের এই বিধানসভায় ওয়েস্ট বেঙ্গল কন্ট্রোল অফ প্রোসেসান এ্যাণ্ড অ্যাসেম্বলী বিল একটা এসেছিল, সেই বিলের যেটা মূল কথা ছিল এই বিলের মধ্যে খানিকটা সেই কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় বাংলাকে পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস সরকার মানুষের জীবনে যে দুঃখদুর্দশা এনে দিয়েছেন সেই দুর্দশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্য মানুষ সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল ইত্যাদির যখন আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠেন। এজন্য আমরা দেখি পশ্চিম বাংলার কোলকাতা শহরকে মিছিলের শহর বলে। মিছিল করা মিটিং করা আমরা জানি গণতন্ত্রের একটা ধারা? আমাদের কংগ্রেস সরকার ও প্রধান মন্ত্রী নেহরুর গণতন্ত্রের কথা বলে বলেন যে আপনারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করুন, হিংসাত্মক পদ্ধতিতে করবেন না। এখন তাহলে মিটিং, মিছিল, সভা করা কি হিংসাত্মক পদ্ধতিতে পড়ল? আমরা মনে করি এটা হিংসাত্মক পদ্ধতি নয়—এটা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি দুঃখদুর্দশার কথা সরকারের কাছে জানান ও জনমত সৃষ্টি করার এটা একটা উপায়। আজ যখন সরকার এই পদ্ধতি বন্ধ করবার জন্য চেষ্টা করছেন তখন আমরা মনে করি সরকার আজ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন ফ্যাসিজম্ এর দিকে এগিয়ে চলেছেন। সেজন্য আমরা এই বিলের তীব্র বিরোধীতা না করে পারছি না। আপনি জানেন আমাদের দেশে এই সরকারের রাজত্বে গত ১৫ বছর ধরে সাধারণ কৃষকশ্রমিক, মধ্যবিত্ত ইত্যাদি সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনে একটা চরম দুরবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাই আজ তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করছে, আন্দোলন করছে, ধর্মঘট করছে এবং তার মধ্য দিয়ে জনসাধারণ ক্রমশঃ ক্রমশঃ কংগ্রেস সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন এবং তার প্রতিধ্বনি আমরা কিছুদিন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পাই। কংগ্রেস রাজত্বে যতই দিনের পর দিন কংগ্রেস বিরোধী হচ্ছেন বলে তারা বুঝতে পেরেছেন এবং আগামী নির্বাচনে বা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হয়ত তারা আর গদীতে বসে থাকতে পারবেন না তাই তাঁরা নানা রকম দমন পীড়ন ইত্যাদি করে জনমত দমন করার চেষ্টা করছেন, আন্দোলন ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন। আমরা দেখেছি ভারত রক্ষা বিধি ও জরুরী অবস্থার অপপ্রয়োগ করা হল—বিশেষ করে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে দমন করার জন্য বিনা বিচারে ২ বছর ধরে মানুষকে আটকে রাখা হল, আজও আমরা দেখছি কম্যুনিষ্ট পার্টির বহু কর্মী ও নেতাকে বেআইনী ভাবে আটক করে রাখা হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আজকে আমরা দেখছি সেই ভারত রক্ষা বিধির অপপ্রয়োগ করে মানুষের সভা সমাবেশ করবার যে আকাঙ্খা তা দমন করা হচ্ছে এবং ভারত যখন কিছু হল না এই ভারত রক্ষা বিধি বা জরুরী অবস্থা চালু করে যখন না কি এ সব দমন করা গেল না তখন এ বিল আবার আনছেন। বর্ধমানের নির্বাচনে দেখলাম কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা এবং নিন্দা চাপান সত্ত্বেও তাঁরাই বেরিয়ে এল। এখন কি করে আর একটা আক্রমণ করা যায় সভা, শোভাযাত্রা বন্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা করছেন। আমরা মনে করি যে পরীক্ষার সামনে যদি মাইক চলে তাহলে তা অন্যায় এবং তা

বন্ধ করা দরকার, এবং তার জন্য ১৪৪ ধারা আছে, এবং এরূপ বিধান করা হোক রাজনৈতিক পার্টির মিটিং-এ এভাবে মাইক দিয়ে বন্ধ করতে পারবো এই রকম কোন বিধান রেখে যদি করা হয় তাহলে বুঝতাম সরকারের সদিচ্ছা আছে, কিন্তু আজকে আমরা জানি মফস্বলের সহরে যদি মিটিং করতে যাই, এস ডি ও র কাছে যদি পারমিসান নিতে হয়—এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যদি পারমিসান নিতে হয় তাহলে সে মিটিং করা আমাদের পক্ষে একটা চরম দুরূহ হয়ে দাঁড়ায় আর তাছাড়া আমরা জানি যে মফস্বল সহরগুলিতে এস ডি ও এবং ডি এম সাধারণত কংগ্রেসের মন্ত্রিসভার নির্দেশ অনুসারে চলে। কংগ্রেস মন্ত্রীরা তাঁদের ফোনে বলে দেন অমুক মিটিং করতে পারবে না অমুক মিটিং করতে পারবে না, তাহলে দেখা যাবে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা যখন যাবেন সে মিটিং-এ যদি ৭ জন লোকও হয় তাহলেও তার ঢোল পিটানোর ব্যবস্থা হবে। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি যদি মিটিং করতে যায় আর তাতে যদি ৬-কি ১২ হাজার লোকও হয় তাহলেও সে মিটিং করতে দেওয়া হবে না। এই ভাবে ক্ষমতাকে অপপ্রয়োগ করা হবে, যেমন ভাবে ডি আই রুলকে অপপ্রয়োগ করে বিরুদ্ধদের কণ্ঠ রুদ্ধ করবার চেষ্টা হয়েছে, তেমনি এই আইনের অপপ্রয়োগ করে কমিউনিস্ট পার্টির ও বিরুদ্ধদের কণ্ঠরোধ ও সাধারণ মানুষের দাবী দাওয়া আন্দোলন বন্ধ করবার একটি হীন প্রচেষ্টা আইনের মধ্যে রয়েছে। সেজন্য মনে করি এই আইনটি জনমত সংগ্রহ করবার জন্য পাঠান হোক, জনতার রায় নেওয়া হোক। যদি গণতন্ত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা এই মন্ত্রীসভার থাকে বা মন্ত্রী মহাশয়ের থাকে তাহলে জনমত সংগ্রহের জন্য পাঠান হোক, এই কথা বলেই আমি শেষ করছি।

Shri Deb Saran Ghosh:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের পুলিস আইনের যে সংশোধনী বিল এসেছে তাতে সরকারের মধ্যে এক দুরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টা ফুটে উঠেছে। আমরা এ বিলের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের পুলিস আইনে ১৪৪ ধারা জাতীয় যেসব আইন আছে সেসব আইনেই এর যা উদ্দেশ্য তা পূরণ করা সম্ভব হত বলে মনে করি। কিন্তু তা না করে সরকার বহু টাকা খরচ করে এ্যাসেম্বলী ডেকে কাগজপত্র তৈরী করে একটা নূতন ধারা সংযোজন করার জন্য ঐ পুলিস আইনের ১৪(এ) ধারা সংযোজন করার জন্য এই বিলটা আমাদের সামনে এনেছেন। স্যার, এই বিলের মাধ্যমে যে জিনিষটা এঁরা করেছেন সেটার বিরুদ্ধে আমরা অর্থাৎ আমরা বহুদিন লড়াই করে বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের জনসাধারণ যে মৌলিক অধিকার অর্জন করেছে এই বিলের দ্বারা বা এই আইনের দ্বারা সেই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। স্যার, ওরা যে কথা বলেছেন যে, মাইক ব্যবহারের ফলে জনসাধারণের বা জনস্বার্থের ক্ষতি হবে, কিন্তু আমরা তা আদৌ মনে করি না। এবং সে কথা এর আগে আমাদের দলের নেতা ননীবাবু বলেছেন। এছাড়া জনসাধারণের স্বার্থের ক্ষতি পুলিসের হাতে যথেষ্ট আইন থাকা সত্ত্বেও করা হয় না। আমরা জানি যে সমস্ত এলাকায় কলকারখানা আছে যে সমস্ত থেকে ধোঁয়া এবং যে সমস্ত ময়লা জল বেরিয়ে আসে, তাতে ঐ সমস্ত কলকারখানার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেদের সেই সমস্ত ময়লা জলে এবং ধোঁয়ায় স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। অথচ সরকারের পুলিস আছে বা পুলিস আইন আছে কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না। সাধারণ কয়েকটা মধ্যবিত্ত পরিবারের যারা অল্প টাকার ব্যবসা করে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহ করে তাদের উপরে এই আইনের খড়্গ তুলে তাদের ঐ ব্যবসা থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা চলেছে। শুধু তাই নয় আমরা জানি মাইক এই গরীব মানুষ যারা মাইকের ব্যবসা করে তাদের এই মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়ার অর্থ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা। এবং এতে খুব ভাল ভাবেই এটা বোঝা যাচ্ছে যে এই সমস্ত লোক ধনে প্রাণে মারা যাবে।

[1-40—1-50 p.m.]

একজন হয়ত রিক্সায় করে মাইক বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই রিক্সাকে পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা এই বিলে রয়েছে। আমি সেজন্য মনে করি সাধারণ মানুষকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে

বঞ্চিত করার যে অপচেষ্টা চলেছে এটা চলতে দেওয়া উচিত নয়। আমার বিশ্বাস যদিও সরকার জনসাধারণের মৌলিক অধিকার নষ্ট করবার চেষ্টা করছেন তাহলেও তা ব্যর্থ হবে এই কারণে যে মহাভারতের যুদ্ধ যদি আবার সুরু হয় তাহলে অর্জুনের পাঞ্চজন্যের অপেক্ষায় মহাভারতের জনসাধারণ থাকবে না। ফরাসী বিপ্লবের সময় মাইক্রোফোন ছিল না, রাশিয়া বিপ্লবের সময় মাইক্রোফোন ছিল না, কিন্তু জনসাধারণকে সেই বিপ্লব থেকে বিচ্যুত করার ক্ষমতা কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি রাখতে পারে নি। সেজন্য মন্ত্রীমহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আপনাদের হাজার হাজার অপচেষ্টা ব্যর্থ হবে, জনসাধারণ সেই দুরভিসন্ধিকে ব্যর্থ করে দেবে। সেজন্য আমি বিলটা সার্কুলেশানের দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

Shri Bhakti Bhushan Mandal:

Sir, I move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 1964.

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে এই সরকার যেটা সহজভাবে করার প্রয়োজন সেটা যখন করতে না পারেন তখন নানা রকম কায়দা ভাজেন। এটা হচ্ছে এই সরকারের সব চেয়ে বড় কেরামতী। যেমন আমরা দেখছি প্রিভেণ্টিভ ডিটেনসান এ্যাক্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট এই সমস্ত এ্যাক্ট পাশ করার সময় বলেছেন যে সমাজবিরোধী, ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার তাদের উপর এগুলি প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল এ্যাপ্লিকেশানের সময় দেখা গেছে এগুলি সব চেয়ে বেশী এ্যাপ্লাই করা হয় সাধারণত: পলিটিক্যাল পার্টির লোকদের উপর। যেমন আমরা দেখছি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের পরে আমরা কতকগুলি সুবিধা সুযোগ পেয়েছিলাম, এই সরকার সেগুলি ইচ্ছা করে নষ্ট করে দিয়েছেন। আমরা ফুড মুভমেণ্টের সময় দেখেছি যদিও জেল কোডে লেখা আছে যে যে পলিটিক্যাল এবং ডেমোক্র্যাটিক মুভমেণ্ট হবে তাতে যদি কোন জেল হয় তাহলে তাদের ক্লাস ওয়ান বন্দী হিসাবে রাখতে হবে। কিন্তু দেখা গেছে সেই জেল কোডকে ভায়োলেট করে এই সরকারের যত্না কর্মচারী অর্থাৎ এস ডি ও এবং আরো সব ফার্স্ট ক্লাস অফিসার ট্রায়াল প্রিজনার হিসাবে রেখেছেন। কাজেই আমরা দেখছি আমাদের যে অধিকার লড়াইয়ের পর পেয়েছিলাম সেই অধিকার খর্ব করতে করতে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, তুলনা করা যায় জারের যেমন রাশিয়া ছিল সেই অবস্থায় বাংলা সরকার এসে পৌঁছেছেন। আমি তাই উদাহরণ স্বরূপ বলছি যে যেমন জেল কোডের অবস্থা দেখলাম, তেমনি আমাদের সিভিল ক্ষমতা আমরা পেয়েছি সেটুকু নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। কনস্টিটিউশান প্রথমে আমাদের যেটা ক্ষমতা দিল। কারণ, তখন প্রথম স্বাধীনতা পাওয়া গেছে, কংগ্রেস প্যানিকটা তখন গভর্নমেণ্টের মাথায় ঢোকেনি, সেটাকে ক্রমশ: খোঁচ করতে করতে যাতে মানুষের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, যেমন এই মাইকের ব্যাপারটা করেছেন। আমি এইটুকু বলতে পারি এই আইনটা শেষ পর্যন্ত টিকবে না, কারণ এটা মানুষের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটকে হিট করবে, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে এটা আলট্রা ভাইরিস হচ্ছে। যদিও বলা হচ্ছে অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে এই আইনটা প্রয়োগ করা হবে কিন্তু আমরা জানি ডিস্ট্রিক্ট এবং সাবডিভিশানে গভর্নমেণ্ট কর্মচারী অর্থাৎ এগজিকিউটিভ অফিসাররা সাধারণত: মাইক ব্যবহার করতে দেবেন না। এটুকু আমি কেন বলছি, কারণ, যে ক্ষমতাটা দেওয়া আছে—প্রিভেণ্টিভ সেক্সান অবদি ক্রিমিন্যাল প্রোসিডিওর কোড, সেটা সাফিসিয়েণ্ট ক্ষমতা আছে টু মেণ্টেন পিস এ্যাণ্ড ট্রানকুইলিটি। এই আইনটা করা হচ্ছে এই জন্য যে বামপন্থী বা গভর্নমেণ্ট বিরোধী যারা তারা যাতে কোন রকম ভাবে মাইক না পান তার ব্যবস্থা করা। এটা স্পেড পলিসি হিসাবে নেওয়া হয়েছে।

এখানে বলা হচ্ছে যে মাইক কনফিস্ট করা হবে—এমন কোন প্রোভিশান নেই যদি সে জানতে পারে সে তার মাইক যে কোন সময়ে কনফিস্ট হয়ে যাবে তাহলে মাইক দেবে। শুধু তাই নয়। যে গাড়ী, রিক্সা, প্রভৃতি ব্যবহার করা হবে সেটাও কনফিস্ট করে নেওয়া হবে। এই যে কনফিসকেশনের অবস্থা, এতে আমরা দেখতে পাই যে চেষ্টা করলেও কোন মাইক পাবোনা। এবং না পাওয়ায় ফলে আমাদের গণতান্ত্রিক মুভমেণ্টগুলির কাছে ব্যাঘাত ঘটবে এবং সেই

ব্যাঘাত ঘটানোর জন্যই এই সরকার চেষ্টা করছেন। কাজেই এই আইনের কোন প্রয়োজন ছিল না। এটা নিষ্প্রয়োজন। আর একটা কথা আমি বলছি সেটা হচ্ছে ক্লজ ২(এ)-তে যেটা বলা হয়েছে,

conditions of service, recruitment, disciplinary proceedings, punishment

এগুলি গভর্নমেণ্টকে একটা রুল করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু আমরা মনে হয় যে যে ভাবে গভর্নমেণ্ট আজকে এই রুলগুলি করেছেন এবং সেভাবে সাধারণ লোককে ছাঁটাই করার ব্যবস্থা করছেন তাতে করে এগুলি অ্যাক্টে ক্যাটিগরীক্যালী বলতে হয় যে এই এই দোষ থাকলে ছাড়িয়ে দেয়া হবে বা বিক্রয় করা হবে। এটা না বল্লে সরকারের হাতে ক্ষমতা দিলেও এমনভাবে এটা প্রয়োগ হবে যে তাদের অধীনস্থ যে সমস্ত কর্মচারীরা আছে তাদের কোন রকম স্বাধীনতা থাকবে না, কারণ গভর্নমেণ্টের দয়া দানের উপর তাদের বাস করতে হবে। কাজেই আমি বলি এই যে দুটো সেকসন ইনসার্ট করার কথা হচ্ছে আমার মনে হয় এটা সম্পূর্ণ গণতন্ত্রবিরোধী সেজন্য এটাকে সার্কুলেসনে পাঠানো দরকার।

Shri Cirish Mahato:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয় আজকে আমাদের সামনে এই যে সংশোধনী বিল উপস্থিত করা হয়েছে এই বিলে মাইক, গাড়ী প্রভৃতি ব্যাপারে যে বিভাগ করা হয়েছে তাতে নাগরিক অধিকারকে বিপন্ন করা হয়েছে। এই বিলে আছে যে মাইক, গাড়ী প্রভৃতিকে সীজ করা হবে, সীজ করে বিচার করা হবে এবং বিচার করে বাজেয়াপ্ত করা হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মাইক একেবারে বন্ধ করা হচ্ছে না মাইক চলবে—যদি মাইক জনসাধারণের ক্ষতি করে তাহলে বিচার করে সেটা বাজেয়াপ্ত করা হবে এই হচ্ছে এই বিলের মূল উদ্দেশ্য আমাদের পুরুলিয়া জেলায় সেদিন কংগ্রেসী শাসনে আমরা দেখলাম যে সত্যাগ্রহের সময় নিরীহ সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি চার্জ হল—সেখানে পুলিসের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাদের শাস্তি হল না, উপরন্তু নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করা হল। এই রকম বহুবার দেখেছি যে আইন যাদের জন্য প্রয়োজন তাদের উপর প্রয়োগ হয় না। উল্টে জনসাধারণের যারা উপকার করে, জনসাধারণের যারা সেবক তাদের উপর আইন প্রয়োগ করা হয়। কংগ্রেস সরকার যে দুর্নীতি করবে, শোষণ করবে সেই দুর্নীতি বা শোষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে কোন পলিটিক্যাল পার্টিকে প্রচার করবে তা করতে দেয়া হবে না এটা এই বিলের মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য এই বিলটা যদি পাশ হয়ে যায় তাহলে মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেই অধিকারকে নষ্ট করা হবে। শুধু তাই নয়, আজকে এই কংগ্রেস সরকার চতুর্দিকে ঘোষণা করছেন, সমাজতন্ত্রবাদ তৈরী করতে হবে কিন্তু দিনের পর দিন কংগ্রেসের যে একচেটিয়া আইন চলছে তাতে আমি বলবো যে সমাজতন্ত্র নাম না দিয়ে এই কংগ্রেসী রাজত্বের নাম দিতে হবে একচেটিয়াতন্ত্র। এই রকম একচেটিয়া শাসন চালিয়ে জনসাধারণের মৌলিক অধিকারকে নষ্ট করার জন্য আজকে মাইকের উপর আইন করা হচ্ছে। তাই আমি এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

[1-50—2 p.m.]

Shri Sambhu Charan Chosh:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আমাদের এই বিধান সভায় এর আগে ২টি প্রতিক্রিয়াশীল বিল এসেছিল—একটা হচ্ছে ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিটিং এণ্ড প্রসেসন কণ্ট্রোল বিল, যে বিলের মধ্যে একথা বলা হয়েছিল যে সভা এবং শোভাযাত্রা পরিচালনা করার জন্য আমাদের পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা জনমত এবং প্রগতিশীল শক্তির চাপে সেদিন সে বিলটি গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। সেদিন সে বিলটি গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও তার যে স্পিরিট বা তার মধ্যে যে মূল সুরটুকু ছিল, সেই মূল সুরটি এই নূতন বিলের মধ্যে সন্নিবেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আর একটা প্রতিক্রিয়াশীল বিল আমাদের হাউসের সামনে এসেছিল, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক পারফরমেন্স বিল। আমার যতদূর স্মরণ আছে যে সেই ওয়েষ্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক পারফরমেন্স বিলের মধ্যে একথা বলা

ছিল যে যদি কোথাও কোন ড্রামা, বা মেলো ড্রামা কমিক, ফার্স বা মিউজিক্যাল সোরি করতে হয় তাহলে পুলিস কতৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। সৌভাগ্যের কথা সেদিন কোথাও কোন ড্রামা, বা মেলো ড্রামা কমিক, ফার্স বা মিউজিক্যাল সোরি করতে হয় তাহলে পুলিস কতৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। সৌভাগ্যের কথা সেদিন জনসাধারণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চাপে সেগুলি আমরা এখানে গ্রহণ করতে দিই নি এবং সেই বিল আইনে পরিণত হতে পারে নি। কিন্তু সেই ওয়েস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক পারফরমেন্স বিলের মধ্যেও যে মূল সুরটুকু ছিল সেই মূল সুরটি এই নূতন বিলের মধ্যে সন্নিবেশ করা হয়েছে—অর্থাৎ আমি যে কথা বলতে চাই যে এই নূতন সংশোধিত আইনের মধ্যে দেখছি যে শুধু মাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এর মধ্যে নেই—অন্যান্য ক্ষেত্রে যে গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই।।স্বীকৃতিকে কেমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যও এই বিলের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ এই সংশোধিত বিলের মধ্যে ৫নং ধারায় আমরা কি দেখছি—আমরা দেখছি যে যদি লাউড স্পীকার ব্যবহার করতে হয় তাহলে পুলিস কতৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। যে লাউড স্পীকার এবং মাইক্রোফোন বা যা আমাদের সভাসমিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দরকার হয়—সেখানে যেমন আমাদের রাজনৈতিক অধিকারকে খর্ব করছে তেমনিভাবে মাইক্রোফোন যা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সঙ্গীত অনুষ্ঠান ইত্যাদি আমরা দেখেছি যে তার জন্য সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ এই দুটি দিকে প্রসেসন কন্ট্রোল বিল এবং ড্রামাটিক পারফরমেন্স বিলে যা দেখেছিলাম এগুলি পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করার একটা অস্ত্র এই বিলের মধ্যে রয়েছে। মাইক যদি ব্যবহার করতে না পারি তাহলে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। যদি মাইক ব্যবহার করতে না পারা যায় তাহলে কোন রাজনৈতিক অনুষ্ঠানও সম্ভব নয়। সেই জন্য দুটি কারণ থাকে যেমন একদিকে রাজনৈতিক যে অধিকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পেয়েছে সংবিধান সম্মতভাবে সেই অধিকারগুলি অপহরণ করার একটা কৌশল এর মধ্যে রয়েছে। এতে সাংস্কৃতিক জীবনে আমাদের যে একটা দিক আছে—গণতান্ত্রিক অধিকারের দিক—সেই দিকটা খর্ব করা হয়েছে এই আইনের মধ্যে দিয়ে। আর একটা কথা আমি বলতে চাই যে আজ আশ্চর্য হচ্ছি যে আজকে বিংশ শতাব্দীর বুকে দাঁড়িয়ে আমরা একটা যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছি যে যন্ত্রটি আমার মনে হয় যে সেটা আজকে বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞানের যুগে আজকে যে একটা যন্ত্রের সাহায্যে হাজার হাজার মানুষের সামনে আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য আমাদের যে কোন ধরণের সুস্থ বক্তব্য, সাংস্কৃতিক মূলক বক্তব্য রাখি সেই সুযোগ থেকে অবহেলিত করা হচ্ছে। বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি হয়েছে সেই অগ্রগতিকে ব্যাহত করা হচ্ছে। যদি কেউ বলে যে মোটর গাড়ী ব্যবহার নিষিদ্ধ করে গরুর গাড়ী ব্যবহার করতে হবে সেটা যেমন হয় ঠিক তেমনি আজকে এই বিলের মধ্যে সেই প্রভিসনটা রাখা হয়েছে, যে মাইক ব্যবহার না করে গলা চেচিয়ে আমাদের রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্ত কিছু বক্তব্য তাদের কাছে রাখবো। আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত অবৈধ, অত্যন্ত অন্যায় করা হয়েছে। এবং আর একটা সাংঘাতিক কথা এর মধ্যে আছে, সেদিকে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে সেকসন ৫তে দেখতে পাচ্ছি যে তাতে বলা হচ্ছে যে শুধু মাত্র মাইক্রোফোন নয়

microphones, loudspeakers or other apparatus for amplifying human voice এই other apparatus for amplifying human voice.

বলতে কি বুঝেন? শুধু মাত্র মাইক্রোফোন নিয়ন্ত্রণ বল্লে বুঝতাম যে মাইক্রোফোন ব্যবহারের জন্য পুলিশের অনুমতি নিতে হবে—শুধু এম্প্লিফায়ারের কথা থাকলে বুঝতে পারতাম যে আমাদের সভাসমিতি বা কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে হলে পুলিশের অনুমোদন নিতে হবে। কিন্তু এই ধারাতে পরিষ্কারভাবে দেখছি এবং মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি or other apparatus for amplifying human voice.

এতে শুধু মাত্র মাইক ব্যবহার করার বারণ নেই—এতে যে সমস্ত গরীব মানুষ ফেরীওয়ালা যারা চানাচুর বিক্রি করে চোঙ্গার সাহায্যে তাদের কাছে যে চোঙ্গা রয়েছে তাও যারা চানাচুর বিক্রি করে তাদেরও পুলিশের অনুমোদন নিতে হবে যে আমি চোঙ্গা ব্যবহার করতে পারবো কিনা।

এই অ্যামপ্লিফাইয়িং হিউম্যান ভয়েস—বলতে আমি মনে করি—রেডিও এর মধ্যে পড়ে। বিভিন্ন সহরে এবং গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের বাড়ীতে যে রেডিও আছে, তার মধ্য দিয়েও মানুষের ভয়েস অ্যামপ্লিফাইড হচ্ছে। যে সমস্ত গান বা বক্তৃতা আমরা রেডিওতে শুনি, তাও আমরা অ্যামপ্লিফাইড হিউম্যান ভয়েস শুনছি। মাইক বা অ্যামপ্লিফাইয়ার যোগে গরীব মজুর সাধারণ মানুষ যারা চানাচুর বিক্রী করে, এমন কি চোঙ্গা ব্যবহার করতে গেলেও পুলিস কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে কিনা এবং বাড়ীতে রেডিও রাখলে ও পুলিস কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে রাখতে হবে কি না তা আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই, কেন না—রেডিও ও চোঙ্গার মধ্য দিয়ে আমরা অ্যামপ্লিফাইড হিউম্যান ভয়েস শুনতে পাই। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে আরও জিজ্ঞাসা করছি—সিনেমার মধ্য দিয়েও আমরা অ্যামপ্লিফায়েড হিউম্যান ভয়েস শুনি, এটাও এর মধ্যে পড়ে কিনা? কারণ সিনেমায় যা ভয়েস শুনি সেও অ্যামপ্লিফাইড হিউম্যান ভয়েস আমরা শুনি। কাজেই এই ধারা তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অধিকার খর্ব করবার জন্য—এখানে রাখছেন। কেবল একটা উদ্দেশ্য আরোপ করা হয়েছে—তা নয়, এর একটা প্রচ্ছন্ন ইন্টারপ্রিটেশান পুলিস কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ভাবে করতে পারেন। সেই জন্য আমি পরিস্কার করে দিতে চাই—মাইক বা অ্যামপ্লিফাইয়ার এমন কি চোঙ্গা যা গরীব চানাচুর বিক্রেতা ব্যবহার করে থাকে তার জন্যও পুলিস কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে কিনা। আমরা বাড়ীতে যে রেডিও শুনি, তাও অ্যামপ্লিফাইড হিউম্যান ভয়েস তার জন্যও কি পুলিস কর্তৃপক্ষের পারমিশান নিতে হবে? সিনেমায় যে অ্যামপ্লিফাইড হিউম্যান ভয়েস শুনি, তার জন্যও কি পুলিস কর্তৃপক্ষের পারমিশান নিতে হবে? কাজেই এই সব বিভিন্ন কারণে আমি এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করছি। মন্ত্রীমহাশয় আমাদের সব যুক্তি বিবেচনা করে এই বিলকে সার্কুলেসনে রাখবার জন্য যে আবেদন আমরা করেছি সেটা তিনি নিশ্চয়ই মঞ্জুর করবেন।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Mr. Deputy Speaker, I have heard with attention the observations made by the honourable members on this Bill I feel that more attention has been paid to the provisions of the Bill than it deserved. This is a very simple Bill. The first portion releates to the regularisation of certain appointments and dismissals in the Police Department and nothing else. The second portion relates to the regulation of microphones and loudspeakers

Sir, an identical Bill so far as Calcutta is concerned was passed by this very House in 1957 and it has been in operation for the last six years I do not think heaven have fallen down After all, the Judiciary has got to decide as to the punishment to be given It is the District Magistrate or the Subdivisional Magistrate who has to decide whether any regulation should take place or not. After all, everybody recognises that the use of microphones and loudspeakers should not be misused. Therefore it is clearly provided that whether the Magistrate thinks that "it is necessary so to do for the purpose of preventing annoyance to, or injury to the health of, the public or any section thereof, or for the purpose of maintaining public peace and tranquillity" he may regulate the use of microphones, etc. Nobody denies that these are very good objectives. Nobody denies that this restriction is necessary.

My friend has said that it is liable to be misused. Certainly every Act is liable to be misused. We should prevent the misuse and not the Act itself. Then, it is said that this will apply to political parties. Well microphones may be used and annoyance may be caused by the political parties or by religious parties or by any party. So far as the Bill is concerned, the simple thing is that the District Magistrate or the Subdivisional Magistrate will be entitled to put restriction or regulation on the use of

microphones by anybody whether it is a political party or not or whether it is a religious party or not. If annoyance is created by a party that has to be prevented.

Under the circumstances I do not think I should take more time of the House when a Bill conveying identical provisions with regard to Calcutta had already been passed and has been in operation for the last six years.

The motion that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that the Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clauses 1 and 2

The question that clauses 1 and 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[2—2-10 p.m.]

Clause 3

Shri Nikhil Das: Sir, I beg to move that in clause 3, in proposed section 2A(1), in line 3, after the words "may make rules" the words ", subject to the approval of the State Legislature," be inserted.

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, ক্লজ থ্রি-র উপর আমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট হচ্ছে আইনে আগে ছিল রুলস রিলেটিং টু রিক্রুটমেণ্ট, কণ্ডিসন অব সার্ভিস, ডিসিপ্লিন্যারি প্রসিডিংস এ্যাণ্ড পানিসমেণ্ট এটা গভর্নর নিজে করতেন, কিন্তু এখন স্টেট গভর্নমেণ্ট সেই ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিচ্ছেন। আমি সেখানে যোগ করতে চাই দি স্টেট গভর্নমেণ্ট মে মেক রুলস সাবজেক্ট টু দি এ্যাপ্রুভাল অব দি স্টেট লেজিসলেচার। অর্থাৎ তাঁরা যে রুলসগুলো করবেন সে সম্বন্ধে দয়া করে স্টেট লেজিসলেচার-এর এ্যাপ্রুভাল নেবেন। একথা বলার কারণ হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি এই ধরনের লোক কাকে কাকে চাকরী দেওয়া হবে, তার কি কি গুণ হবে, কোথায় ডিসিপ্লিন্যারি এ্যাকসন নেওয়া হবে এবং রিক্রুটমেণ্ট কিভাবে হবে এই সব করতে গিয়ে সরকার যে রুলস তৈরী করেন তাতে অনেক অসুবিধা দেখা যায় যেমন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের কর্মচারীদের ব্যাপারে যে রুলস তৈরী করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে তাঁদের কণ্ডিসন অব সার্ভিস হিসেবে, ডিসিপ্লিন্যারি এ্যাকসন হিসেবে যে রুলস করেছেন সেটা কর্মচারীদের উপর পীড়নমূলক হচ্ছে। কাজেই এক্ষেত্রেও পীড়নমূলক হিসেবে দেখা দেবে এই আশঙ্কা আমাদের হচ্ছে এবং সেই জন্য বলছি সরকার যখন গভর্নর-এর হাত থেকে নিজে ক্ষমতা নিচ্ছেন তখন এ বিষয়ে আইনসভার এ্যাপ্রুভাল নেবেন এটা যোগ করুন।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I don't think that Governor is not equivalent to State Government under the present condition. Secondly, it is not such a matter that it requires approval of the Legislature. I, therefore, oppose the amendment.

The motion of Shri Nikhil Das that in clause 3, in proposed section 2A(1), in line 3, after the words "may make rules" the words ", subject to the approval of the State Legislature," be inserted, was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

Shri Nikhil Das: Sir, I move that in clause 4, in proposed section 7A, in last line, after the words "validly passed" the words "if such rule, regulation or order are approved by proper authority after appropriate review" be added.

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, ক্লজ ফোর-এ আমার যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট তাতে বলছি যে, এধরনের ঘটনা ঘটেছে যিনি চাকুরী দিয়েছেন তাঁর চেয়ে নিম্নতম কর্মচারী চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেছেন এবং এই ধরনের ঘটনা পুলিস ডিপার্টমেণ্টএ ঘটেছে। কিন্তু এখন দেখছি এটা নাকি কনস্টিটিউশন অব ইণ্ডিয়া অনুযায়ী আইনসিদ্ধ নয়—অর্থাৎ যিনি চাকুরী দেন তাঁর চেয়ে নীচের কর্মচারী চাকুরী খেতে পারেন না এবং এই আইন সিদ্ধ নয় বলেই এটা এখন পাল্টাচ্ছেন। তারপর, দেখছি এই ১২।১৩ বছর ধরে যে বে-আইনী কাজগুলো করা হয়েছে সেগুলো এখন আপনারা আইনসিদ্ধ করে নিতে চাচ্ছেন—অর্থাৎ এই ১২।১৩ বছর ধরে যে সমস্ত কর্মচারীদের উপরের কর্মচারীরা নিয়োগ করেছেন কিন্তু তাঁর নীচের কর্মচারীরা তাদের বরখাস্ত করেছেন সেগুলো এখন আইনসিদ্ধ করে দিতে চাচ্ছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই ১২।১৩ বছর ধরে যাদের চাকুরী খাওয়া হয়েছে সেইসব ব্যাপারে একটা স্ক্রুটিনি হোক যে, তারা ঠিক ঠিকভাবে করেছেন কিনা। এই ধরণের ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয় যে, যিনি চাকুরী দিয়েছেন তার চেয়ে যিনি নিম্নপদস্থ কর্মচারী তাঁর সঙ্গে ঝগড়া থাকার ফলে হয়ত একজন অসহায় কর্মচারী চাকুরী হারিয়েছেন। সুতরাং এগুলি যখন আইনতঃ অসিদ্ধ দেখা যাচ্ছে তখন পুরান আইনের অসিদ্ধ কাজগুলি একটা প্রপার অথরিটির কাছে আসুক এবং তাঁরা দেখুক এই সব ক্ষেত্রে অন্যায় করা হয়েছে কিনা। যদি দেখে অন্যায় করা হয়েছে তাহলে যেগুলি বরখাস্ত করেছে সেগুলি বাতিল হয়ে যাবে এবং যদি দেখা যায় যে, ঠিক আছে—কোন প্রতিহিংসামূলক ব্যাপার থেকে হয়নি তাহলে সেগুলি সিদ্ধ হয়ে যাবে। এই কারণে আমি আমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট-এ বলছি যে, একটা প্রপার স্ক্রুটিনি হোক—এমনিকরে ১২।১৩ বছর ধরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে সেইগুলিকে ভ্যালিড বলে পাশ করা ঠিক হবে না।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I don't think it requires any reply. It is clearly mentioned in the Bill that it should not be by any authority subordinate to the authority by which the respective appointments are made. It is in consonance with the constitution that this has been done

The motion of Shri Nikhil Das that in clause 4, in proposed section 7A, in last line, after the words "validly passed" the words "if such rule, regulation or order are approved by proper authority after appropriate review" be added, was then put and lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 5

Shri Sudhir Chandra Das: Sir, I beg to move that in clause 5, the following proviso be added to the proposed section 34A(1):—

"Provided that where the Schools and Government Offices are situated within 200 yards of a public road, the S.D.O may determine a period for operating microphones and loudspeakers, etc., excepting school and office hours and for which no permission shall be required."

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এই যে অপপ্রয়োগের কথা এখনি বলাই লাল দাস মহাপাত্র মহাশয় বললেন যে অপপ্রয়োগ হচ্ছে এবং এখনও হতে পারে সেজন্যই আমার এ্যামেণ্ড-মেণ্ট আনা যাতে যে অপপ্রয়োগ নিবারণ করা যায়। আমি যেখান থেকে এসেছি সেই

কাঁথি মহকুমায় আইন এমন ভাবে হচ্ছে যে ধরতে পারেন ২০ দিন সেখানে কাঁথি সহরের সাবডিভিশনাল টাউনে মাইক বাজান হয়নি। একেবারে অর্ডার দেওয়া হয়েছে হাসপাতালের স্কুলস এবং অফিসের চারিদিকে দু'শ গজের মধ্যে মাইক বাজান চলবে না, এই আদেশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে দেওয়া হয়েছে। এটা স্বীকার করি যে হাসপাতালে সব সময় নীরবতা দরকার। কিন্তু এই আদেশের ফলে কি হয়েছে? দরিদ্র ব্যবসায়ী যারা তারা মাইক কিনে ব্যবসা চালাতে পারে না, অনুমতি পাবার উপায় নাই। অনুমতি নিতে গেলে সব সময় জরুরী প্রবস্থার জন্য এস ডি ও-কে পাওয়া যায় না এবং এভাবে অপপ্রয়োগের ফলে সাধারণের মধ্যে এই আশঙ্কা প্রকট হয়ে উঠেছে যে তাহলে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা যাবে কি করে? আজকে সেখানে যে অবস্থা তাতে কোন পলিটিক্যাল পার্টির যদি প্রয়োজন হয় হঠাৎ মাইক বাজাবার তাহলে যদি অনুমতি পাওয়া যায় এস ডি ও-এর তাহলে প্রচার হবে, নইলে হবে না। এই অবস্থা চলতে পারে না। মাইকের কিছু অপব্যবহার হয় একথা আমি স্বীকার করি এবং নিয়ন্ত্রণ যেভাবে করা দরকার সেটা যদি ভালভাবে প্রয়োগ করেন এবং আইনটা সেভাবে করা হয় তাতে আমাদের আপত্তির কারণ নাই। সেজন্য আমি মানুষের স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য মাইকের জন্য মহকুমা শাসক বা জেলা শাসকের অনুমতি নিতে হবে যে অর্ডার দিয়েছেন। সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে একটা খোলা সময় থাকা দরকার যাতে অফিস আওয়ার্স নয়, স্কুল আওয়ার্স নয় এমন সময়ে দু'শ গজের মধ্যে হলেও পারমিশনের দরকার হবে না সেই রকম একটা প্রভিশন রুল ফাইভের পরে থাকা দরকার।

[2-10—2-20 p.m.]

এটা যদি করা যায় তাহলে অপপ্রয়োগের হাত থেকে কিছুটা বাঁচা যেতে পারে। অপপ্রয়োগ হবে এটা জানা কথা, কেন না আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশান যা বলছে পুলিশের হাতে যদি ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে রক্ষা নেই। সেজন্য সেখানকার এস. ডি. ও. বলছেন আমি নিজে ক্ষমতা রেখেছি পুলিসকে দিইনি। কিন্তু আপনাকে আমরা পাব কখন এবং খোলার সময় না হলে কি করে লোকে জরুরী প্রচার করবেন? এস. ডি. ও. কোথায় থাকবেন তাঁর অনুমতি নিয়ে জরুরী প্রচার করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই রকম অবস্থা থাকা উচিত নয়। এই রকম অবস্থা প্রতিকারের জন্য একটা ফাঁক যদি আইনের মধ্যে রাখা হয় তাহলে সমস্ত দল, সম্প্রদায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পোলিটিক্যাল দল এবং বিভিন্ন কাজের জন্য যদি জরুরী প্রয়োজনে একটা প্রচারের দরকার হয় সেটা একটা খোলার সময় করতে পারেন। এই রকম একটা দেওয়া উচিত ছিল। ওঁরা বলেন যে আমাদের হাতে ক্ষমতা দিয়েছেন, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট করে নিয়েছেন। এখন স্টেটমেণ্ট অব অবজেক্টস অ্যাণ্ড রিজেনস এর মধ্যে দেখলাম যে এটা মূলত কোলকাতা অ্যাণ্ড সুবারবনস-এর মধ্যে চালাবার উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যটা এত ব্যাপক হল কি করে বুঝতে পারলাম না অর্থাৎ তাড়াতাড়ি করে সমস্ত গ্রামাঞ্চলে কি এমন অশান্তি হল যে এটা করতে হল। আজকে মেদিনীপুর জেলায় কাঁথিতে কি অশান্তি হল যে সেখানে এটা জারী হয়ে গেল। পাবলিক অ্যানয়েন্স যদি হয়ে থাকে তাহলে স্কুল ও অফিস টাইম ব্যতিরেকে একটা টাইম-এ বাজালে কি অসুবিধা হতে পারতো পাবলিক তা জানে না এবং সে রকম পাবলিক কোন দরখাস্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে করেছিলেন কিনা তা জানা নেই। তবে এটা ঠিক যে রাত্র ১০।১১ পর্যন্ত মাইক যেটা বাজান হয় সেটা বন্ধ করা উচিত এবং সেটাও আমরা চাই। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়াতে তিনি এবং মহকুমা শাসক এটা যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করবেন এবং স্টেট গভর্নমেণ্ট-এর কাছে কোন রিপ্রেজেনটেসন দিলে বা ব্যক্তিগত ভাবে বা পাবলিক এর পক্ষ থেকে দিলে তিনি সেটা মোডিফাই করতে পারবেন, অথবা সেই অর্ডার ক্যানসেল করতে পারবেন। কিন্তু স্টেট গভর্নমেণ্ট এর কাছে যাতে না আসতে হয় সেজন্য আমি এই প্রোভিসানটা দিলাম। আমি মনে করি এটা যথেষ্ট বিবেচনা সহকারে সমস্ত মহকুমার শহরে এই অবস্থা হবে এবং অফিস সব মহকুমায় চারিদিকে বেড়ে গেছে সেই অফিস কোয়ার্টারএর ২০০ গজের মধ্যে মাইক বাজান যাবে না এটাই হবে জেলা শাসকদের নির্দেশ। সুতরাং এই জিনিসটা আমি পরিষ্কারভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাছে বিবেচনা করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি যে এটুকুন যদি করেন তাহলে আপনাদের কাছে রিপ্রেজেনটেসনে আসতে হবে না যার জন্য হয়ত অনেক সুযোগ সুবিধা তারা পেয়ে যাবে।

Shri Nikhil Das:

স্যার, আমার ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ কেন আউট অব অর্ডার হল তা বুঝতে পারছি না, কিন্তু তাহলেও আই অ্যাম মুভিং অ্যামেণ্ডমেণ্ট নং ১৯।

Mr. Deputy Speaker:

পরে বলবেন।

Shri Sanat Kumar Raha: Sir, I beg to move that in clause 5, the following proviso be added to proposed section 34A(1):—

"Provided that meetings and announcement for meetings of political parties and function of cultural organisations and its publicity which requires microphones, etc. will not come under the purview of this clause.".

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পুলিশ বিলের সংশোধনী আনা হয়েছে, এর একটা দিকের চিত্র সমর্থন যোগ্য কিন্তু তার ব্যবহারিক দিকটা সম্বন্ধে আমার মনে হয় দেশের লোককে চিন্তা করতে হবে যে, বাংলা দেশের কি ধরণের পরিবেশের মধ্যে পুলিশ বিলের এই সংশোধনী আনা হল এবং কি করে দেশ সচেতন এবং জাগ্রত করা যায়। আমার মনে হয় বাংলা দেশের ২টা ক্ষুধা আছে—এবং কংগ্রেসের নীতির তাই কর্তব্য যে, একটা দিক যেমন আমাদের সমাজ চেতনার দিক রয়েছে সাংস্কৃতিক প্রচারের, সকলে তেমনি আর একটা দিক সম্বন্ধে সকলে একমত যে আমলাতন্ত্রকে খানিকটা শিষ্ট করতে হবে, শিক্ষিত করতে হবে যে, কি করে তারা দেশের জনসাধারণ শুভ পাত্র হতে পারে। আমার মনে হয় বিলে যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়েছেন সেটা হচ্ছে আইনে যেটা রাখা আছে যে মাইক্রোফন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হবে, এবং সেখানে আমরা একটা সর্ত দিচ্ছি। অথচ এই ভাবে মাইক্রোফোনের ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণটা মেনে নিলে সমাজেরই ক্ষতি হবে। মাইক্রোফোনের ব্যবহারে পলিটিক্যাল পার্টির প্রচার বাড়ে এবং অপর দিকে জনচেতনাও বাড়ে উভয়কে যুক্ত করে রাখা বিশেষ ভাবে উচিত। আর সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যার আছে তাদের পক্ষে প্রচার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি সর্বাংগসুন্দর করার জন্য এই মাইক্রোফোনের ব্যবহার যুক্ত করে তার উপর নিয়ন্ত্রণ করা কোন প্রকারেই উচিত নয়। সমাজের এই চেতনা বাড়ানোর জন্য এই প্রচেষ্টাকে জাগ্রত করবার জন্য এটা থাকা দরকার, এটা ঠিক ব্যবসায়িদের মত পলেটিক্যাল পার্টি, সিনেমার গান বাজিয়ে বেড়ায় না, বা দিনরাত সিনেমার গান দিয়ে তারা প্রচার করে বেড়ায় না। প্রশ্ন হচ্ছে পলেটিক্যাল পার্টির নিশ্চয়ই এটা লক্ষ্য নয়, বাংলা দেশের লোককে ডিসটার্ব করা এই আইন দিয়ে। তাই আমার কথা হচ্ছে সামাজিক চেতনা বোধ বাড়ানোর জন্য এর প্রয়োজন আছে। এবং যেখানে সামাজিক চেতনা বাড়ছে সেখানে এর প্রয়োজন আছে আমলাতন্ত্রকে খানিকটা শিষ্ট করাও। অপর দিকে সেখানে আমলাতন্ত্রকে চালাও ক্ষমতা আপনারা দিচ্ছেন, আর না হয় সরকার চান সেখানে এই বিরোধী দলের কথা-পলেটিক্যাল পার্টির সংগঠন, মিটিং প্রচারের ক্ষেত্রে বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঐ মাইকের ব্যবহার হতে পারবে না। আপনারা বলে গেছেন আগে এ ধরণের সিমিলার এ্যাক্ট হয়ে গেছে অতএব এইরকম এ্যাক্টের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। আমার অনুরোধ যে ধরণের এ্যামেণ্ডমেণ্ট এসেছে, এ ধরণের এ্যামেণ্ডমেণ্ট তিনি ভবিষ্যতে একটা রূপ নিন। কাজেই আমার যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট রেখেছি সেটা বিচার বিবেচনা করে গ্রহণ করবেন এটা আমরা চাই। আমরা চাই পলেটিক্যাল পার্টির সাংস্কৃতিক দিকের চাহিদা আপনারা মেটান।

The motion of Shri Sudhir Chandra Das that in clause 5, the following proviso be added to the proposed section 34A(1):—

"Provided that where the Schools and Government Offices are situated within 200 yards of a public road, the S.D.O. may determine a period for operating microphines and loud speakers, etc., excepting school and office hours and for which no permission shall be required.", was then put and lost.

The motion of Shri Sanat Kumar Raha that in clause 5, the following proviso be added to proposed section 34A(1):—

> "Provided that meetings and announcement for meetings of political parties and function of cultural organisations and its publicity which requires microphones, etc., will not come under the purview of this clause.",

was then put and lost.

[2-20—2-30 p.m.]

The question that clause 5 do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES

Abdul Bari Moktar, Shri
Abul Hashem, Shri
Ahamed Ali Mufti, Shri
Ashadulla Choudhury, Shri
Bankura, Shri Aditya Kumar
Bandyopadhyay, The Hon'ble Smarajit
Banerjee, Shri Jahar lal
Banerji, Shri Sankardas
Barman, Shri Shyama Prosad
Beri, Shri Daya Ram
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Bejoy Krishna
Bhattacharyya, The Hon'ble Syamadas
Bhowmik, Shri Barendra Krishna
Bose, Shri Promode Ranjan
Chakravartty, Shri Jnantosh
Chatterjee, Shri Mukti Pada
Chattopadhyay, Shri Brindabon
Chattopadhyay, Dr Susil Ranjan
Chunder, Dr Pratap Chandra
Dakua, Shri Mahendra Nath
Das, Shri Abanti Kumar
Das, Shri Ambika Charan
Das, Shrimati Santi
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Das Gupta, Dr Susil
Dhar, Shrimati Charu Shila
Dhara, Shri Sushil Kumar
Dutt, Shri Ramendra Nath
Dutta, Shrimati Sudha Rani
Fazlur Rahman, The Hon'ble S. M.

Hansda, Shri Debnath
Hansdah, Shri Bhusan
Hazra, Shri Parbati Charan
Hembram, Shri Kamala Kanta
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jana, Shri Prabir Chandra
Jehangir Kabir, Shri
Karam Hossain, Shri
Khan, Shri Gurupada
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Lutfal Haque, Shri
Mahammed Giasuddin, Shri
Mahato, Shri Debendra Nath
Maity, Shri Bijoy Krishna
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, Shrimati Niharika
Mandal, Shri Krishna Prasad
Misra The Hon'ble Sowrindra Mohan
Mitra, Shrimati Biva
Mohammad Hayat Ali, Shri
Moitra, Shri Arun Kumar
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shrimati Santilata
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ajoy Kumar
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, The Hon'ble Bijoy Singh
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radha Krishna
Poddar, Shri Badri Prasad
Pramanik, Shri Puronjoy
Pramanik, Shri Tarapada
Prasad, Shri Shiromani
Ray, Shri Kamini Mohan
Roy, Shri Pranab Prosad
Roy, Shri Tara Pada
Saha, Dr. Biswanath

Santra, Shri Jugal Charan
Saren, Shri Mangal Chandra
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sarkar, Shri Narendra Nath
Sen, Shri Bijesh Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Sharma, Shri Jaynarayan
Singha, Shri Hiralal
Singhadeo, Shri Raj Rajeswari Prosad
Sinha, Shri Phanis Chandra
Wangdi, The Hon'ble Tenzing

NOES 56

Abul Mansur Habibullah, Shri Syed
Adhikary, Shri Sailendra Nath
Bagdi, Shri Lakhan
Banerjee, Shri Bejoy Kumar
Banerjee, Shri Gopal
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jagat
Basu, Shri Jyoti
Besterwitch Shri A. H
Bhaduri, Shri Panchu Gopal
Bhattacharjee, Shri Nani
Bhattacharya, Dr Kanai Lal
Chakravarty, Shri Haridas
Chowdhury Shri Benoy Krishna
Das Shri Anadi
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Nikhil
Das, Shri Sudhir Chandra
Das Gupta, Shri Sunil
Das Mahapatra, Shri Balai Lal
Dhibar, Shri Radhika
Ghosh, Shri Deb Saran
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shri Sambhu Charan
Golam Yazdani, Dr.
Guha, Shri Kamal Kanti

Halder, Shri Hrishikesh
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Jaleswar
Hazra, Shri Monoranjan
Josse, Shri Lakshmi Ranjan
Kisku, Shri Mangla
Kundu, Shri Gour Chandra
Mahata, Shri Padak
Majhi, Shri Kandru
Mandal, Shri Adwaita
Mandal, Shri Bhakti Bhushan
Mandal, Shri Siddheswar
Mitra, Shrimati Ila
Mukhopadhyay, Shri Bhabani
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Murmu, Shri Nathaniel
Nawab Jani Meerja, Shri Syed
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Mohammad
Pal Shri Kanai
Raha, Shri Sanat Kumar
Ray Chowdhury Shri Khagendra Kumar
Roy, Shri Bijoy Kumar
Roy, Shri Monoranjan
Roy Dr. Narayan Chandra
Saha, Shri Abhoy Pada
Saha, Shri Jamini Bhusan
Sarkar, Shri Dharanidhar
Soren Shri Suchand

The Ayes being 87 and the Noes 56, the motion was lost

Clause 6

The question that clause 6 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963 as settled in the Assembly be passed.
The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill, 1963.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I beg to introduce the West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill, 1963, and to place before the House a statement required under rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Santra, Shri Jugal Charan
Saren, Shri Mangal Chandra
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sarkar, Shri Narendra Nath
Sen, Shri Bijesh Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Sharma, Shri Jaynarayan
Singha, Shri Hiralal
Singhadeo, Shri Raj Rajeswari Prosad
Sinha, Shri Phanis Chandra
Wangdi, The Hon'ble Tenzing

NOES 56

Abul Mansur Habibullah, Shri Syed
Adhikary, Shri Sailendra Nath
Bagdi, Shri Lakhan
Banerjee, Shri Bejoy Kumar
Banerjee, Shri Gopal
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jagat
Basu, Shri Jyoti
Besterwitch, Shri A. H
Bhaduri, Shri Panchu Gopal
Bhattacharjee, Shri Nani
Bhattacharya, Dr. Kanai Lal
Chakravarty, Shri Haridas
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Anadi
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Nikhil
Das, Shri Sudhir Chandra
Das Gupta, Shri Sunil
Das Mahapatra, Shri Balai Lal
Dhibar, Shri Radhika
Ghosh, Shri Deb Saran
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shri Sambhu Charan
Golam Yazdani, Dr.
Guha, Shri Kamal Kanti

defined in rule 2. In this case, however, it is rule 72(1), it is not on the table of the House that a statement has to be laid but it has to be placed before the House. The members must know what the circumstances are so that they can debate the point. I am taking it as a point of privilege as well as order because I feel that this is a matter of importance. Rightly or wrongly, the Government passes an Ordinance. May be, in this case the passing of the Ordinance was perfectly justified. I am not on that point. In point of fact, after the circumstances are explained perhaps we shall find that the passing of the Ordinance was wholly justified. I am not on that point at all. I am on the point of procedure. If parliamentary democracy has to be maintained and if the rule of law has to be observed, our rule has to be given some meaning. Here, Sir, as you said yourself, this statement has been placed on the table and not before the House. Therefore, discussion on this Bill may be stopped or prevented until tomorrow, or until a later hour today, until members are given copies of the statement explaining the circumstances as to why the passing of the Ordinance became necessary. A very important right is being taken away from the legislators, i.e., in spite of there being a State Legislature the Governor still has certain legislative functions. Those legislative powers ought to be resorted to only in circumstances which render the exercise of it very necessary and not in each and every case. Therefore, it is necessary for the members to know what are the circumstances and let the statement of the Minister under rule 72 be circulated to be members so that the members may know the reasons why this extraordinary Ordinance making power was resorted to in this case. This is my submission.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, Article 213 says, "If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both the Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate Ordinances as the circumstances appear to him to enquire". Sir, the urgency of this Bill lies in the fact that the school session begins on the 1st of January.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Where is the statement. The Minister standing upon his feet must give a statement. We must have the statement. We are going to discuss it.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: If I can quote rightly my papers.

Shri Siddhartha Shankar Ray: We must have the papers, the statement.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: The statement was there. When I moved the amendment I made a statement.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Has any member received the statement? We are not fighting on a very important matter here, but we are fighting on a vital matter of procedure.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chudhuri: The statement is there in the Bill and I submitted a statement with my notice here.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Unless the members get the statement that does not count at all.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chudhuri: I am not responsible for that. I have made that statement required under rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business.

Shri Siddhartha Shankar Ray: We are not going to take any reading of the statement. The statement must be circulated.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I think "reading" of the statement means "placing" it before the House. Therefore I am reading out the statement.

Mr. Deputy Speaker: Mr. Ray, there is a ruling given by Mr. Bankim Chandra Kar that "placing" means the Minister will read the statement

Shri Bejoy Kumar Banerjee: এই রেওয়াইবী কত।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I am reading the statement.

Appointment of the new President has o be made with effect from 1st of January, 1964 from which date the West Bengal Board of Secondary Education Act, 1963 (West Bengal Act V of 1963) will be brought into force As it was found necessary to appoint a President for a short time the provision of section 9(2) needed an amendment. The amendment could not be made by an amending Act before 31st December, 1963 It was, therefore, considered necessary to promulgate the West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Ordinance of 1963 (West Bengal Ordinance No 7 of 1963).

This was the statement that I submitted with my ordinance.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Do I take the circumstances being this? I have just heard the Hon'ble Minister saying that because the President could not be appointed in the meantime therefore this urgent circumstances had arisen Is that so?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: It is so The President could not be appointed immediately for such a long term as five years and it needed an appointment of the President for a shorter term than five years

Shri Siddhartha Shankar Ray: Why? These are the circumstances which must be placed before the House The Act was passed in the middle of 1963 Why was it not possible to have a President appointed during the last six months?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: It is necessary to appoint a President who is in the know of the administration of the present Board of Secondary Education, and certainly we cannot take a decision immediately whether he should be appointed for such a long period as five years

Shri Siddhartha Shankar Ray: I cannot follow it. The Act was that the President would be appointed for a period of five years. But since the Act was passed saying that the President would continue for a period of five years—it was passed six months back—why appointment could not be made for a period of five years? Was anybody approached? Did anybody refuse to become President for a period of five years?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Everybody cannot be qualified enough for the post of President of a Board of Secondary Education. He must be a man of experience as well as academically qualified

Therefore, it is difficult to choose a person who can be appointed immediately for a long term of five years. Moreover, it is necessary to have a President appointed who has the knowledge of working of the administration of the Secondary Board. For the President of the proposed Board it is difficult to know in advance who is qualified on the one hand and who is available on the other, because he may require notice and he may have other occupations for the present. Therefore, it is deemed necessary to appoint a President for a shorter term.

[2-40—2-50 p.m.]

Shri Siddhartha Shankar Ray: Is it the Hon'ble Minister's statement that since qualified persons cannot be obtained for five years, let us appoint an unqualified person?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: No, no that is not. Of course we shall appoint a President qualified to be a President. I need not go into that statement at this stage. You shall have to wait and see whether the President who is agitated after the appointment of the President and not before.

Sir, I beg to move that the West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill, 1963, be taken into consideration.

Shri Sailendra Nath Adhikary:
স্যার সিদ্ধার্থবাবু যে রুলিং চেয়েছেন সে সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে পারলাম না।

Mr. Deputy Speaker: Under rule 72(1), the Minister is only to read the statement while introducing the Bill, and under rule 72(2), the Minister is only to lay the statement. This is the ruling given by Shri Bankim Chandra Kar.

Shri Siddhartha Shankar Ray: But Rule 72(1) and Rule 72(2) have no connection with each other. These are entirely different things.

Mr. Deputy Speaker: Under Rule 72(2) the Minister is only to lay the statement.

Shri Siddhartha Sankar Ray:

স্যার, পরে মুস্কিল হবে কাজেই ভালভাবে চিন্তা করে বলুন যাতে পরে কোন গোলমাল না হয়।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

স্যার, আপনি হাউস এ্যাডজোর্ন করে পরে রুলিং দিন।

Shri Siddhartha Sankar Ray:

স্যার, আপনার এক্সপেরিয়েন্স আমাদের সকলের চেয়ে বেশী। আপনি দেখুন ৭২(২)- তে বলা হচ্ছে

Whenver an Ordinance, which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a bill pending before the House, then it is laid before the House. Is this an Ordinance which incorporates a Bill pending before the House

Mr. Deputy Speaker:

৭২(১) এ্যাপ্লাই করা হয়েছে। রুল রয়েছে বলে আমি পড়লাম।

Shri Siddhartha Sankar Ray:

১২(২)টা দেখুন।

Mr. Deputy Speaker:

আমি তো দুটোই পড়লাম।

Shri Siddhartha Sankar Ray:

স্যার, [illegible] অ্যান এক্সপেরিমেন্টস পার্সন আপনি দেখুন গোলমাল রয়েছে। আপনি ১২(১) এর ১২(২) এই দুটোকে গুলিয়ে ফেলেছেন—এই দুটো আলাদা জিনিস। কাজেই আপনি যখন রুলিং দেবেন তখন ১২(১) সম্বন্ধে দেবেন।

Shri Bijoy Kumar Banerjee:

[illegible] রয়েছে যে, [illegible] স্যার বি [illegible] বিল [illegible] উইথ দি বিল [illegible]। অর্থাৎ বিলের [illegible] স্টেটমেন্ট দিতে হবে এবং [illegible] দিলে হবে না—লিখিত স্টেটমেন্ট দিতে হবে। স্যার, এঁরা আমাদের কনস্টিটিউশনাল রাইট কেড়ে [illegible] এঁরা ক্রমাগত অর্ডিন্যান্স করছেন অথচ বলছেন অর্ডিন্যান্স হবে না। এঁরা নোটিশ [illegible] অ্যাসেম্বলী হবে। তাহলে আবার অর্ডিন্যান্স [illegible] এবং আমাদের কনস্টিটিউশনাল [illegible] কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এরকম করলে [illegible] হবে না। [illegible] আপনি [illegible] রুলিং দেবেন।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

[illegible] একটি কথা বলতে চাই যে [illegible] শ্রীবাস্তার [illegible] এবং উইথ দি বিল [illegible] দরকার সেটা আমরা পাইনি। এর উইথ দি বিল [illegible] নট [illegible] কাজেই [illegible] ঠিক হচ্ছে কিনা [illegible] বিবেচনা করে বলুন।

Mr. Deputy Speaker:

[illegible] রুলিং [illegible] সেতো আমি বলেছি।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

[illegible] শুনুন, শ্রী [illegible] যদি একটা রুলিং দিয়েও থাকেন তাহলেও আপনি এটা [illegible] যে এটা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না যে রুলিং [illegible] সেটা [illegible] দরকার।

Mr. Deputy Speaker:

[illegible] প্রয়োজন হয় না, [illegible] কমিটিতে [illegible] করলেই হবে। [illegible] ইন্টারপ্রিটেশান [illegible] করুন।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

[illegible] মহাশয় যে পরিপ্রেক্ষিতে এই রুলিং দিয়েছিলেন যেভাবে উনি রিপোর্ট করেছিলেন আজকের [illegible] যে অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে তা এক নয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে অর্ডিন্যান্স এনেছেন তার জন্য যে স্টেটমেন্ট এবং উইথ দি বিল হওয়া দরকার সেটা দেননি, তখন যে অবস্থা [illegible] আর এখন যে অবস্থা তা এক নাও হতে পারে। কাজেই কি অবস্থার মধ্যে [illegible] রুলিং দিয়েছেন সেটা বিবেচনা করা দরকার। আমাদের এখানে যা হচ্ছে তাতে ডিমোক্রেসী [illegible] জিওপার্ডি আমাদের এখানে এসেম্বলী সেশন হচ্ছে, আপনাদের নোটিশ দেওয়ার কথা, তারপর নোটিশ পাবার পর অর্ডিন্যান্স করেছেন কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না, ২৭ তারিখে [illegible] বিলটা পাশ করে নিতে পারতেন, মেজরিটি আপনাদের রয়েছে। এই যে গণতন্ত্রকে [illegible] করার চেষ্টা হচ্ছে এ সম্বন্ধে যদি আপনার চেয়ার থেকে সাপোর্ট না পাই, তাহলে ডিমোক্রেসীর উপর হস্তক্ষেপ হয়ে যাচ্ছে। এটা সিরিয়াস ব্যাপার, আপনি এটা সিরিয়াসলী কনসিডার করুন।

Mr. Deputy Speaker:
এসেম্বলী সামন করা আর এসেম্বলী মীট করা এক কথা নয়। হোয়েন দি এ্যাসেম্বলী ইজ ইন সেসন।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:
প্রয়োজন কখন হচ্ছে? ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড থাকতে পারে, তারপর থাকতে পারছে না। অর্ডিনান্স এর প্রয়োজন হয়েছে ৩১এ ডিসেম্বর থেকে ফার্স্ট জানুয়ারী থেকে অথচ ২৭এ ডিসেম্বর আমাদের এসেম্বলী বসেছে, সে প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে নিতে পারতেন ৪ দিনের মধ্যে, কিন্তু সেটা না করে তাদের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতা তাঁরা ব্যবহার করলেন। এই যে ক্ষমতা ব্যবহার করলেন এটা ঠিক হয়েছে কিনা এ সম্বন্ধে আপনাকে রুলিং দিতে হবে। প্রসিডিওরাল যে রুল বলেছে সিদ্ধার্থবাবু যেটা বললেন, সেন্টিমেণ্ট দেওয়া হয়নি ঐ সঙ্গে। কিন্তু অর্ডিনান্স করেছেন এই অর্ডিনান্স হতে পারে না। এটা আপনি একটু কনসিডার করে দেখুন।

Mr. Deputy Speaker:
রুলস কমিটিতে একটা এক্সপ্লানেশন দিলেই হবে, এটা কোন রুলিং-এর কথা নয়।

[2-50—3 p.m.]

Shri Siddhartha Sankar Ray:
মাননীয় হরেনবাবু এটা মুভ করেছেন বলে বলছি। হরেনবাবু যৌবনে স্বরাজ্য পার্টির নেতা ছিলেন। তাঁর একটা বক্তৃতা আমার মনে আছে—রেকর্ড-এ পাওয়া যাবে—তিনি এগুলো ল'লেস ল বলে বর্ণনা করেছিলেন। অর্ডিনান্স মেকিং পাওয়ারকে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী থেকে চিরকাল কংগ্রেস বলে এসেছে ললেস ল স্বাধীন ভারতে যাতে সে ললেস ল পাশ না করা হয় তার জন্য এই সমস্ত রুলস করা হয়। আমরাও চাই যাতে ললেস ল পাশ না হয়। কিন্তু দরকার হলে ১০০ বার অর্ডিনান্স পাশ করা হবে। শুধু এটুকু বলতে চাই যে অর্ডিনান্স যে পাশ করবেন সেটা কি সারকামসটেন্স-এ করলেন সভ্যদের একদিন আগে কি জানান উচিত ছিল না? কারণ হরেনবাবু বললেন ৬ মাস ধরে প্রেসিডেণ্ট হিসাবে একজন কোয়ালিফাইড লোক বাংলাদেশে পাওয়া গেল না। আজকে এটা বলছেন কিন্তু এটা যদি ২ দিন আগে জানতে পারতাম তাহলে খোঁজ করতে পারতাম। এখন এবিষয়ে অ্যাডভারটাইজমেণ্ট হয়েছে কিনা, বা কেন অ্যাডভারটাইজমেণ্ট করেন নি বা যদি হয়ে থাকে তাহলে কে কে অ্যাপ্লাই করেছিল এ সব তো জানতে হবে? এটা কি মেনে নিতে হবে যে ৬ মাস ধরে বাংলাদেশে একটা কোয়ালিফাইড লোক নেই। কোয়ালিফাইড লোক বাংলাদেশে পাওয়া যায় নি এটা কি কথা। তাহলে কি ১লা জানুয়ারী ৪ দিনের মধ্যে একটা কোয়ালিফাইড লোক পাওয়া যাবে? এটারও আমি বিরোধীতা করছি না। আমি বলছি যে আমরা এদিকে বসে আছি বলেই বিরোধীতা করছি তা নয়, কংগ্রেসের যারা আছেন তাঁদের অধিকার আছে জানার যে এটা কেন হল, আপনারা কি জানেন (কংগ্রেস সভ্যদের প্রতি) এটা কেন হল? এই বিলটা মুভ করার আগে আমাদের সকলকে যদি একটা দিন আগে একটা প্রিণ্টেড সার্কুলার দিয়ে দিতেন তাহলে আমরা খোঁজ করতাম এবং হয়ত সমর্থন করতে পারতাম। এর আগের সেসন-এ যখন বেঙ্গল সেকেণ্ডারী এডুকেশন অ্যাক্ট এল তখন তো আমি সমর্থন করেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে যে না জেনেশুনে কি করে সমর্থন করব? অর্থাৎ বিরোধীতা করতে হলে বা সমর্থন করতে হলেও জানতে হবে ব্যাপারটা কি? আপনি যদি আমাদের সমর্থন চান তাহলে কারণ জানাতে হবে। আশা করি কংগ্রেসের তরফ থেকে একজনও আমাকে সমর্থন করবেন। এটাতো বিধান সভার সদস্যদের অধিকার। (ডা: প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র—এসব বাহাত্তরে আইন) প্রতাপবাবু ঠিকই বলেছেন আমি অনুরোধ করছি যে আগে আমরা জেনে নিই ব্যাপারটা কি তারপর এটা দেবেন এবং এটা আজ না হয় নাই নিলেন পরে নিতে কি আপত্তি আছে—অর্ডিনান্স তো পাশ করা আছে?

Shri Sankardas Banerji: Mr. Deputy Speaker, Sir, the whole question is whether rule 72(1) applies in this case or not. The rule never says anything more than this that whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, there shall be placed before the House along with the Bill a statement. Whether the statement is sufficient or not is not the question. Now, the rule says that a statement is to be placed before the House. .. ...

Dr. Kanai Lal Bhattacharya: Along with the Bill.

Shri Sankardas Banerji: Along with the Bill I had been a Speaker here and so far as I know about these matters, the usual practice was that the statement was printed with the Bill so that these difficulties could be obviated. On this occasion—let us speak quite frankly about it because the question of privilege of the House is involved--it was not done. You can take it as that is an omission. Now, I understand that the Hon'ble Minister for Education, while sending the Bill, sent along with it a copy of the statement. Actually that is exactly what has happened. But it was not, as Dr. Bhattacharya points out, placed before the House along with the Bill. Now, of course, the statement has been read out. The question of sufficiency is entirely a different matter. You may say, "I am not satisfied with all that has been mentioned in the statement It should have been more explicit because we want to know more about it" But quite apart from that it can hardly be considered to be illegal or an infringement on the right of the House. I am not bothered about what Shri Bankim Chandra Kar, who was Speaker of the House, might have stated. The plain reading of the rule is and the plain reading must stand that along with the Bill a statement must be placed. That statement and sufficiency thereof, of course, members can complain about that it is not sufficient In this particular case the Hon'ble Minister of Education has read it out. Therefore, you have the advantage, although, I may say so, very strict regularity has not been there, but apart from that I do not think there has been any particular infringement on the fundamental rights of the House which some of the honourable members have been alleging

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ফানডামেণ্টাল রাইটস-এর কথা বলা হয় নি, বলা হয়েছে প্রোসিডুরাল রাইট ইনফ্রিঞ্জ হয়েছে কিনা ? এই প্রোসিডুরাল ডিফেক্ট হলে আমাদের কি অসুবিধা তা সিদ্ধার্থবাবু বলেছেন। আমরা অপোজিশনরা সে সম্বন্ধে রুলিং চাইছি।

Mr. Deputy Speaker:

যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে রুলস কমিটিতে প্লেস করুন।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya: How can you change it? It is a right given to us.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: How can you change the rule, Sir? Whether a statement is sufficient or not, that question will always be debated.

Mr. Deputy Speaker: I am not going to change the rule. I have referred to the explanation in respect of the circumstances.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Circumstances are fully explained in the statement that was filed with the Ordinance and further, it is going to be explained in the Statement of Objects and Reasons. What more do you want? Somebody may say that that statement is not sufficient. Others may say that it is quite sufficient. That is a different question.

Shri Siddhartha Sankar Ray:

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় আমায় ভুল বুঝেছেন, কিম্বা আমার হয়ত পরিস্কারভাবেই বলা হয়নি। স্টেটমেণ্ট সাফিসিয়েণ্ট কিনা সে সম্বন্ধে ডিসকাস করতে পারবো না, কিন্তু স্টেটমেণ্ট সাফিসিয়েণ্ট কিনা তার ইল্লিগালিটি - সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে পারবো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে শঙ্কর দাস ব্যানার্জি মহাশয় ইমপারসিয়ালভাবে প্রশ্নটা আইনটা বলেছেন। উনি বলেছেন ওমিসান হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে ওমিসান যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনার রুলিং থাকছে না—ওমিসান হয়ে গেল, এবং ওমিসান হয়ে গেলে স্টেটমেণ্ট করতে হবে। শঙ্কর দাসবাবুর একটা ফ্যাক্ট ভুল বলা হয়েছে। জানি না ভুল করেই বলা হয়েছে কিনা? আসলে বিলের সঙ্গে আমরা কোন স্টেটমেণ্ট পাই নি। এখানে প্রায় মাননীয় ২০০ জন সদস্য আছেন, কেউ সেটা পেয়েছেন? কেউ স্টেটমেণ্ট পান নি। শঙ্করদাস বাবুর কাছে আরো অন্য কিছু আশা করেছিলাম। তিনি প্রায় ঠিক বলেন যেমন সেদিন শৈলবাবু একটা কথা বলেছিলেন যা আমি মেনে নিয়েছিলাম। হরেনবাবুর কথাও সেদিন মেনে নিয়েছিলাম। শঙ্করদাস বাবু এই হাউসএর স্পীকার ছিলেন। (মিঃ ডেপুটি স্পীকার——তিনি ওমিসান হয়ে গেছে একথা বলে দিয়েছেন, সুতরাং আবার কি?)—স্যার, এই বলে দিয়েছেন যদি হয় তাহলে কি করে চলবে. বিলটার পরে নেবেন। আমি হয়ত লিখিত ভাবে যখন জানব এর গ্রাউণ্ড পাবে তখন জেনে নেবো কিন্তু আমাদের অধিকারটা কেন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে?

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

আমরা এখানে যেটা প্রশ্ন করেছিলাম সেটা অন্যায় ভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন. আমরা যেটা প্রশ্ন করেছিলাম সেটা অধিকারের প্রশ্ন রুল ৭২(১) অনুযায়ী। যে কথা বলা হয়েছে স্টেটমেণ্ট বিলের সঙ্গে দিতে হবে। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের কনফিউস সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন। তিনি স্টেটমেণ্ট অব অবজেক্ট অ্যাণ্ড রিজেন যেটা রয়েছে সেটাকে সেই স্টেটমেণ্ট বলা হচ্ছে না. বলা হচ্ছে অর্ডিনান্সটা কেন করা হল সেই সম্পর্কে যে স্টেটমেণ্ট।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I submitted the statement along with the Ordinance.

এটা আমার নয় ডিপার্টমেণ্ট সার্কুলেট করতে ভুলে গেছে, স্টেটমেণ্ট আমি করেছি।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

২টা স্টেটমেণ্ট বিলের সঙ্গে নেই, একটা স্টেটমেণ্ট আছে. আপনার ডিপার্টমেণ্টকে সার্কুলেট করতে দেওয়া হয়েছিল. আপনার ডিপার্টমেণ্ট ভুলে গেছে—সামথিং লাইক দ্যাট সুতরাং মোসন এ যদি রুলিং দেন—কি হবে, স্টেটমেণ্ট অ্যালং উইথ দি বিল। ইট ইজ ডেঞ্জারাস আপনি এটা বলুন যে ওমিসান হয়ে গেছে, তাহলে বুঝতে পারি, কিন্তু রুলিং দিয়ে বলে দিলেন ওই স্টেটমেণ্ট দেওয়ার মানে মিনিস্টার এখানে পড়ে গেলেই হবে এ্যালং উইথ দি বিল হবে এ রুলিং দেবেন না।

Mr. Deputy Speaker:

আমি এ রুলিং দিই নি, এ রয়েছে!

Shri Sankardas Banerji: Let us not add to the long list of rulings I think in the present case no serious inroad has been made so far as the rights and privileges of the members are concerned.

[3—3-30 p.m.]

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

মিঃ ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এ সম্বন্ধে আপনার রুলিং শুনতে চাই। আমরা জানতে চাই ভবিষ্যতে স্টেটমেণ্ট এ্যালং উইথ দি বিল থাকবে কিনা? যদি না থাকে তাহলে সেটা বেআইনী বলে গণ্য হবে কিনা?

The Hon'ble Jagannath Koley:
শঙ্করদাস বাবু বলেছেন বিলের সঙ্গে স্টেটমেন্ট আসা উচিত ছিল। কিন্তু উনি একটা সেপারেট স্টেটমেণ্ট পাঠিয়েছেন, সেটা পড়ে দিলেন। শঙ্করদাস বাবু বলেছেন যে ইনফ্রিঞ্জমেণ্ট হয় নি। তবে ভবিষ্যতে এমন আর হবে না এবং কোন কিছু গোল মাল হবে না। যদি ভবিষ্যতে অর্ডিন্যান্সের সঙ্গে স্টেটমেণ্ট না আসে তাহলে সেই বিল নেওয়া হবে না। আমি আপনাদের কাছে এ্যাপিল করছি যে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয় যখন বলেছেন তখন এটা নিয়ে নিন।

Shri Nikhil Das:
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, সিদ্ধার্থ বাবু যে পয়েণ্ট তুলেছেন সেই পয়েণ্টের উপর আপনি একটা রুলিং দিয়েছেন। সেটা ইন অর্ডার আছে। আপনাকে বলব আপনি এ ব্যাপারে দয়া করে কোন রুলিং দেবেন না।

Mr. Deputy Speaker:
আমি এ বিষয়ে একটা রুলিং দেব, কিন্তু বিল সম্বন্ধে নয়।

Shri Nikhil Das:
তাহলে যেটা দিয়েছিলেন সেটা উঠিয়ে দিয়ে বিসেসের পরে একটা ভাল করে রুলিং দিন।

Shri Bijoy Kumar Banerjee:
উনি বললেন যে সিরিয়াস ইন রোড হয়েছে। উনি একজন আইনজ্ঞ লোক, হাই কোর্টের একজন ব্যারিস্টার কজন আছে? উনি সত্য কথা বরাবর বলছেন।

Shri Sankardas Banerji: I said that there had been no serious inroad.

Shri Bejoy Kumar Banerjee:
স্যার, উনি আগে বললেন যে সিরিয়াস ইন রোড হয়েছে। আমাদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনার কাছে নিবেদন এই যে আজকে আমরা এই বিল নিতে পারব না, নিলে ভয়ানক অন্যায় হবে।

Shri Nikhil Das:
মিঃ ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনি আমাকে যে মোশান মুভ করতে বলছেন সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনি আগে এ নিয়ে সিদ্ধার্থ বাবু যে পয়েণ্ট অব অর্ডার তুলেছেন সে সম্পর্কে যদি রুলিং দিতেন তাহলে আমাদের এই আলোচনা করার সার্থকতা থাকত। কিন্তু আপনি যদি রুলিং রিজার্ভ রাখেন এবং বিলটা যেভাবে আনা হয়েছে সেটা ঠিক হয় নি, তাহলে আলোচনা করে কি হবে? সুতরাং আপনি এ সম্পর্কে রুলিং দিলে আমরা আলোচনা করব।

Mr. Deputy Speaker:
এইরকম ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে আর না ঘটে সেজন্য আমি একটা রুলিং দেব। নাউ উই ক্যান প্রোসিড উইথ দি বিল।

Shri Kashi Kanta Maitra: Mr Deputy Speaker, Sir, my point is this: If you want to give a ruling then you may do it here and now. But unless you give your ruling proceedings cannot go—it cannot be bothways. That is to say, I am submitting very respectfully, you cannot defer your decision on an important procedural issue and at the same time allow the ruling party to run the steem-roller as they like; that cannot be.

Secondly, on the question of interpretation, if you permit me, with my humble experience I submit that as regards the point that has just now been

made out by Shri Sankardas Banerji, I do not appreciate what he says. He said that he did not consider it a serious inroad on the privilege of the members of this House. I am asking with very great humility for your consideration two things. Firstly, does it imply that the Speaker or the Deputy Speaker or the Chairman can only intervene to protect and uphold the prestige and privilege of a member only when he considers that there has been a serious—note this appellation—a serious inroad on the rights and privileges of the members? That is to say, unless the Speaker or the Deputy Speaker or the Chairman considers the inroad very serious he won't intervene. That cannot be; any inroad, any encroachment unwitting encroachment even—on any of the rights and privileges of the members of the House would at once be brought for censure from the Chair. Therefore, what Shri Banerji says is absolutely irrelevant. He at the same time says that he considers that there has been breach of the privilege of the members of the House. If there is any breach of the privilege I would appeal to you to intervene in the matter and uphold the prestige, dignity, privilege and rights of the members of the House.

Then regarding what the Hon'ble Education Minister said I submit that so far as rule 72 is concerned it has two parts. It is one of the fundamental principles of all legal propositions... .....

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned for 20 minutes.

[At this stage the House adjourned for 20 minutes.]

[After Adjournment]

[3-30—3-40 p.m.]

Point of Privilege.

Shri Sambhu Charan Ghosh:

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি হাউসের বিজনেস আরম্ভ হবার আগে একটা পয়েণ্ট অব প্রিভিলেজ রাখতে চাই। আমাদের বিধানসভা যেদিন সুরু হয় ২৭এ ডিসেম্বর তারিখে সেদিন এই হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাদ্যাবস্থা বিশ্লেষণ করেছিলেন। তার কাছে আমরা বিরোধীপক্ষ থেকে দাবী করেছিলাম যে মোটামুটিভাবে একটা খাদ্যনীতি ঘোষণা করুন, তারপরে আমরা বিরোধি দলের পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবো কিন্তু সেদিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে বিরোধীপক্ষ তাদের বক্তব্য পেশ করবার পর আমাদের সরকারের খাদ্যনীতি গ্রহণ করবো কিন্তু অত্যান্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করলাম যে আজকে কাউন্সিলে মাননায় উপমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কারভাবে সরকারী নীতির ইংগিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ধানের দর ১৩ থেকে ১৫ টাকা বাঁধা হবে। আমি বলেছি আমাদের হাউসে এ সম্পর্কে আমরা দাবী করেছিলাম এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে আমাদের উপর চাপ দিয়ে সেখানে বলেছিলেন যে আমাদের বক্তৃতা শোনবার পর তিনি সরকারের একটা খাদ্যনীতি ঘোষণা করবেন সেখানে কেমন করে কাউন্সিলের অধিবেশনে মাননীয় স্মরজিৎ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় একটা খাদ্যনীতি ঘোষণা করতে পারলেন এটা আমরা বুঝতে পারছি না। কাজেই আমি মনে করি এতে বিধানসভার সদস্যদের প্রিভিলেজ ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

The Hon'ble Jagannath Kolay:

আমি বলছি যে স্মরজিৎ বাবু খাদ্যনীতি সম্বন্ধে কিছু বলেন নি।

(গোলমাল)

আরও কথা শুনুন—প্রশ্ন একটা উঠেছিল খাদ্যের দরের সম্বন্ধে যে এখন ধানের দর কততে বিক্রি হচ্ছে গ্রামে এবং তাতে স্মরজিতবাবু বলেছিলেন যে কোন কোন জায়গায় ১০ থেকে ১১।১২।১৩।১৫ টাকা অবধি বিক্রি হচ্ছে—উনি এই কথাই বলেছিলেন—খাদ্যনীতি সম্বন্ধে কিছু বলেন নি এবং সেটা কোয়েশ্চেন এ্যানসারের সময়।

Shri Sambhu Charan Ghosh:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে তাঁর বক্তব্য রাখার সময় যে কোন ভাবেই হোক আমার ধারণা যে তিনি একটা খাদ্যনীতি সম্বন্ধে বলেছিলেন। আমাদের আপনার অনুরোধ যে সেই প্রসিডিংস নিয়ে এখানে দেখানো হোক যে আমাদের প্রিভিলেজ ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিনা যদি প্রিভিলেজ ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে তাহলে যাতে আপনি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন সেজন্য আমি অনুরোধ করছি।

Ruling on placing of Statements with Bills replacing Ordinances

Mr. Deputy Speaker: Shri Siddhartha Shankar Ray has raised a point of order regarding the interpretation of rule 72(1) to Rules of Procedure of the House. He seems to be of the opinion that whenever a bill to replace an ordinance is introduced, the statement explaining the circumstances of the ordinance should be circulated to the members.

The requirement of Rule 72, Sub-rule (1) is that when a Bill replacing an Ordinance is introduced in the House, the Minister should place before the House the statement explaining the circumstances of the ordinance. Whenever such a Bill is introduced before the House—as the Bill is before the House now—the Minister should also place before the House the required statement. The expression "placing along with the Bill" means that the Bill is already before the House having been introduced by the Minister. The expression "placing before the House" means reading statement before the House by the Minister. The circulation of the statement to each and every member is not envisaged by this Sub-rule (1). Shri Bankim Chandra Kar in 1961 already gave his ruling on this point to the above effect. I adhere to that ruling. The subject-matter of Sub-rule (2) to Rule 72 is completely different and is not before the House. There is, therefore, in my opinion no substance in the point of order raised. Now we may proceed.

Shri Nani Bhattacharjee:

মিঃ ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনি যে রুলিং দিলেন সেটা আর একবার পড়লে ভাল হয়

Mr. Deputy Speaker:

রাইটিং একবার পড়লে আর পড়া যায় না—আপনি এখানে এসে দেখে যান।

The requirement of Rule 72, Sub-rule (1) is that when a bill replacing an ordinance is introduced in the House, the Minister should place before the House the statement explaining the circumstances of the ordinance. Whenever such a bill is introduced before the House—as the bill is before the House now—the Minister should also place before the House the required statement.

The expression "along with the Bill" means that the Bill is already before the House having been introduced by the Minister. "Placing before the House" means reading the statement before the House by the Minister. Circulation of the statement to each and every individual member is not envisaged by sub-rule (1). Mr. Kar in 1961 had already given his ruling on this point to the above effect. I adhere to that ruling. The

subject-matter of sub-rule (2) of rule 72 is completely different and is not before the House. There is, therefore, in my opinion no substance in the point of order raised.

Now, we may proceed.

Shri Nikhil Das: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1964.

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের সামনে এখন যে বিলটি এসেছে, সে বিলটি হচ্ছে এই আমরা কয়েকমাস আগে এই এসেম্বলীতে যে আইনটি পাশ করে দিয়েছিলাম তাতে ছিল প্রেসিডেণ্ট যাঁকে করা হবে তাঁর জীবনকাল পাঁচ বছর হবে। এখন এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল কেন আনছেন, সেকথা বলতে গিয়ে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী বললেন ছমাস ধরে খুঁজে পেতে এমন কোন উপযুক্ত লোক তিনি পান নি যাঁকে ঐ বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট করা যায়। সেই জন্য ঐ টার্ম অব অফিস পাঁচ বছর যেটা আছে, তা কমিয়ে তাঁরা নোটিফাই করতে পারবেন কখনো এক বছর, কখনো বা দু বছর, কখনো বা ন'মাস বা তিন বছর, কিন্তু পাঁচ বছরের বেশী করতে পারবেন না। এই হচ্ছে বিলের উদ্দেশ্য।

আমি এই কথা আপনার মারফতে রাখতে চাই—যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব এডুকেশান অ্যাক্টটা বিল হিসেবে এসেছিল, সেই সময় আলোচনায় আমরা যখন অংশ গ্রহণ করি তখন বার বার করে এই কথাটি শিক্ষামন্ত্রীকে বলতে আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে যেভাবে আপনি এই বিলটা এনেছেন, পরে যেটা আইনে পরিণত হয়েছে—তাকে কাজে পরিণত করবার ব্যাপারে নানা অসুবিধা দেখা দেবে। তার জন্য আমরা কতকগুলি অ্যামেণ্ডমেণ্ট সাজেস্ট করেছিলাম। কিন্তু সেদিন শিক্ষামন্ত্রী আমাদের কোন অ্যামেণ্ডমেণ্ট গ্রহণ করেন নাই। তারপর দেখা গেল সেটা অ্যাক্ট হতে না হতে ছয় মাসের ভেতর খুঁজে পেতে একজন উপযুক্ত প্রেসিডেণ্ট হবার মত লোক পেলেন না। এই না পাওয়ার জন্য এখন টার্ম অব অফিস কমিয়ে আনতে চান সরকার। এই কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন স্যার যে বাংলাদেশে প্রেসিডেণ্ট হবার মত একজন উপযুক্ত লোকের অভাব হয়ে গেছে, যাকে এই বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট করা যাবে না? এই সিদ্ধান্ত যদি আমি যে বন্ধু সব পাশে একেবারে ছেড়ে দেবে—এর কংগ্রেসের যাঁরা নেতা তাদের কথায় উঠেন বসেন—এই রকমের কোন উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়নি তাহলে কি সেটা ঠিক হবে? এখন কি সত্য বলে মেনে নিতে হবে যে বাংলাদেশে উপযুক্ত লোকের দুর্ভিক্ষ ঘটেছে যাতে করে এই বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হবার মত উপযুক্ত লোক সরকার খুঁজে পেলেন না? এবং যদি এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে এই রকমের লোক খুঁজে পেলেন না—যার উপযুক্ততা থাকবে এবং কংগ্রেসের কথায় উঠবে এবং বসবে তাহলে কি অন্যায় করা হবে? এই সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড আইন যখন আসে, তখন আমরা বার বার বলেছিলাম—সেকেণ্ডারী বোর্ড যেটা তৈরী করা হচ্ছে, তাকে একেবারে সরকারের কুক্ষিগত করা হচ্ছে, সরকারী কণ্ট্রোলে পুরামাত্রায় রাখা হচ্ছে। তার ফলে বোর্ড যেটা হবে সেটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। আজকে কি সেটা সত্য বলে পরিণত হয়নি? আমি আপনার মারফৎ বলতে চাই—তিনি এই ছোট অ্যামেণ্ডমেণ্টটা না এনে, আরো যা গলদ এই ওয়েস্ট বেঙ্গল সেকেণ্ডারী এডুকেশান অ্যাক্ট-এর মধ্যে ছিল, তার সম্বন্ধেও এই একই সঙ্গে আরো অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনতে পারতেন। তা তিনি আনলেন না।

[3-40—3-50 p.m.]

আরও বহু গলদ রয়েছে যেগুলি কার্যে পরিণত করতে যখন যাবেন তখন দেখবেন যে অনেক গলদ থেকে গেছে। এগুলি দূর না করতে পারলে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি হবে না এবং সেদিকে দৃষ্টি রেখে আমি এই প্রস্তাব এনেছি। স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা ছোট বিল হলেও একে সার্কুলেশন-এ পাঠান। একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন এ্যাক্ট যেটা চালু আছে তাতে বহু গলতি আছে, বহু অসুবিধা আছে। কিছুক্ষণ আগে কোশ্চেন আওয়ারে আমরা

শুনলাম যে, কোন জায়গায় একজন প্রেসিডেন্ট রিজাইন করেছেন। কংগ্রেসের ভেতর অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়েছে বলে কংগ্রেসের কনফিডেন্স না পাওয়ায় তাঁকে সরে যেতে হয়েছে এবং নতুন লোক কংগ্রেসের কনফিডেন্স পেয়ে সেখানে আছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের নিজেদের লোক ছাড়া অন্য কাউকে সেই বোর্ড-এ ঢুকতে দিতে চান না। এরকম করে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তার করা সম্ভব হবে না। স্যার, মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা যে ত্রুটি দেখছি তার কারণ হচ্ছে সরকারী নিয়ন্ত্রণ, আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের ঘরোয়া নিয়ন্ত্রণ। সেইজন্য আমি বলছি এটা ছোট বিল হলেও একে সার্কুলেসন-এ দিয়ে জনমত নেওয়া উচিত এবং তার ভেতর থেকে এটাই ফুটে উঠবে, যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেসান এ্যাক্ট যেটা আছে সেটা জনস্বার্থে হয়নি, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষার স্বার্থে হয়নি। সেইজন্য আমি মনে করি এটা ছোট বিল হলেও একে সার্কুলেসন-এ দেওয়া উচিত।

Shri Sambhu Charan Ghosh:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেসান (এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল আমাদের কাছে আনা হয়েছে দেখে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছি কারণ মাত্র ১১ মাস আগে আমরা এই বিধানসভা থেকে ঐ ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেসান এ্যাক্ট পাশ করে দিয়েছি। স্যার, সেকেণ্ডারী এডুকেসান বোর্ড-এর উপর যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন আমরা বিরোধীপক্ষ থেকে বারবার শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম যে তাড়াহুড়া করে এতবড় একটা বিলকে আইনে পরিণত না করে একে সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠান। কিন্তু তখন আমাদের কথা তিনি কর্ণপাত না করে তাড়াহুড়া করে এটাকে পাশ করলেন। আজকে ১১ মাস পরে তিনি বুঝতে পারছেন যে নতুন করে একটা সংশোধন বিল হাউসের সামনে আনার প্রয়োজন হয়েছে। শুধু তাই নয় আরও লজ্জার কথা হচ্ছে এটা আনার আগে তিনি অর্ডিন্যান্স-এর একটা ফতোয়া দিলেন। আমরা জানি সরকার জরুরী ব্যাপারে অর্ডিন্যান্স করে ব্যবস্থা করেন তাহলে আমাদের ধরে নিতে হয় যে সরকার একটা অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী খুলেছেন যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার মত একটা ব্যাপারের সংশোধনী বের করে আসতে পারে। স্যার, আমরা মনে করি এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এই যে সংশোধন বিল আমাদের সামনে আনা হয়েছে তার যুক্তি হিসেবে বলা হচ্ছে যে, ৫ বছরের জন্য বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেসান-এর সভাপতিত্ব করবেন একরকম গুণী বা শিক্ষিত লোক বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে না। এবং সেইজন্যই এই সংশোধনী প্রস্তাবের অবতারণা করা হয়েছে। আমি জানি না বাংলাদেশ একরকম শিক্ষিত মানুষের অভাব হয়েছে কিনা। তবে একটা বোর্ডকে ৫ বছর পরিচালনা করবেন একরকম লোক বাংলাদেশে নেই একথা আমি বিশ্বাস করি না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, যখন আমরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেসান-এর আলোচনা করছি তখন আমাদের দেখতে হয় মুদালিয়র কমিশন কি বলেছেন। তাঁরা তাদের রিপোর্টে ১৮০ প্যারায় বলেছেন যে আপনার এই সমস্ত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে ডাইরেক্টর অব এডুকেসান-কে চেয়ারম্যান করে একটা এডুকেসন বোর্ড করুন। কিন্তু এঁরা সেই সমস্ত না করে সমস্তই নিজেদের কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করছেন এবং যেহেতু নিজেদের লোক আসছে না সেহেতু এমন ভাবে পরিবর্তন করবার কথা চিন্তা করছেন যাতে নিজেদের মনোনীত লোক আসতে পারে। আমরা বলেছিলাম যে ডি পি আই-কে চেয়ারম্যান করে বোর্ড করুন বা অন্যান্য মেম্বারদের মধ্যে থেকে এক্সপেরিয়েন্সড লোককে নিন। এই রকম যদি করতেন তাহলে এই সংকটের সৃষ্টি হোত না। কিন্তু এঁদের চিন্তাধারা হচ্ছে সরকারী মনোনীত লোক হলেই তবেই তিনি প্রেসিডেন্ট হবেন।

তারপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেকশন সাত-এর প্রতি। আমাদের সামনে তিনি যে সংশোধনী বিল এনেছেন তাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেসান এ্যাক্ট-এর ৯ ধারায় ৭ নং সংশোধন করা হচ্ছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়, ৭ নম্বর ধারাটা একবার দেখুন। সেখানে পরিষ্কার আছে মূল আইনে

elected, nominated or appointed member of the Board shall hold office for term of five years.

সেখানে সমস্ত মেম্বার পাচ বছর ধরে সেখানে শাসন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, সেটা পরিবর্তন না করে নয় নম্বর ধারায় পরিবর্তন আনলেন, শুধু মাত্র প্রেসিডেণ্ট-এর ৫ বছরের জায়গায় তার কার্যকাল ঠিক করে দেবেন যখনি প্রয়োজন মনে করবেন। পরে এক্সটেনশন দেওয়া হবে। আমার মনে হয় এই পরিবর্তন মূল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান-এ্যাক্টের পরিপন্থী। এ বিষয়ে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আবেদন করছি যে এটা জনমত প্রচারের জন্য সুযোগ দেবেন।

Demonstration by the workers of Jai Engineering Works

Shri Jyoti Basu:

এই মাত্র জয় ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ৬।৭ হাজার শ্রমিক এসেছে কারন লেবার ডিপার্টমেণ্ট এবং মালিক পক্ষ দুইই তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে যে কোন মিটমাটের ব্যবস্থা করেনি, আজ থেকে নয়, ৬ মাস ধরে এ অবস্থা চলেছে, কোন উপায় না পেয়ে এখানে তারা এসেছে, স্ট্রাইক হচ্ছে, এখন এখানে লেবার মিনিস্টারকে তো দেখছি না, চীফ মিনিস্টারও নেই, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁরা সব গেলেন কোথায়, আপনি দয়া করে একটু খবর পাঠান, এদের সঙ্গে দেখা করবেন না কি করবেন, আপনি একটু খবর পাঠান। আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো, আর কি করতে পারি।

Mr. Deputy Speaker:

ওদের ডেকে পাঠিয়েছি।

Shri Jyoti Basu:

ধন্যবাদ জানালাম।

The Hon'ble Jagannath Kolay:

বিজয়বাবু চলে গিয়েছেন, একটা বিশেষ কাজ রয়েছে। মেমোরেণ্ডাম যদি পাঠান উনি দেখবেন—এটা বলে গেছেন।

LEGISLATION

The West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill, 1963

Shri Sailendra Nath Adhikary:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেসান এ্যাক্ট মাত্র কয় মাস আগে পাশ হয়েছিল। সেই সময় অপোজিশন তরফ থেকে যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং যে সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল, আজকে কি অদৃষ্টের পরিহাস যে সেগুলি ফলে যাচ্ছে। এঁরা বলেন কাজে কর্মে কবিৎকর্মা এঁরা ছাড়া আর কেউ নেই।

[এ ভয়েস ফ্রম দি কংগ্রেস বেঞ্চ: আমরা উল্টো কথাই বলি।]

আমরা তখন বলেছিলাম যে আপনারা যেভাবে চলেছেন, যে হঠকারিভাবে এই বিলটা নিয়ে এসেছেন তাতে সামান্য দিনের মধ্যেই আবার এ্যামেণ্ডমেণ্ট নিয়ে আসতে হবে। আজ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলছি যে আমাদের কথা সত্য হয়েছে।

[3-50—4 p.m.]

স্যার, স্টেটমেণ্ট অব অবজেক্টস অ্যাণ্ড রিজনস-এ বলছেন সেকসন-৯ তার সাব-সেকসান (২)-কে সাবসটিটিউট করার দরকার হয়েছে। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে একটা অ্যাক্ট পাশ হল সেটা এনফোর্স হল না, হতে যাচ্ছে ঠিক সে সময় আর একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট। এইরকম পৃথিবীর কোন অ্যাক্ট-এর ইতিহাসে আছে কিনা সেটা আমার জিজ্ঞাসা? অর্থাৎ একটা

অ্যাক্ট ইমপ্লিমেনটেসন হবার আগেই তার অ্যামেণ্ডমেণ্ট—ইট মালটিফাইস দি হোল ইনটেনসান অব দি অ্যাক্ট। কাজেই সেদিক থেকে ওঁদের যে পদ্ধতি সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে ও অ্যাডমিনিস্ট্রেসান-এর পক্ষে বিপজ্জনক। ওঁরা কিভাবে কোর্স করেন সেটা আজকে কোয়েশ্চেনে-এর সময় শুনেছি। ওঁদের কর্মপদ্ধতি এই রকম যে ওঁরা ১০ বছর ধরে এর আগের যে বোর্ড ছিল তা ইতিহাসে বিরাট সংখ্যক ভুল জিনিস অ্যালাউ করে গেছেন এবং এই রকম ধরণের নোমিনেটেড বোর্ড চলে আসছে। এখানে বলা হচ্ছে যে প্রেসিডেণ্ট পাওয়া যাচ্ছে না—প্রেসিডেণ্ট যদি না পাওয়া যায় তাহলে তার জন্য একটা সাব-সেকসন সাবস্টিটিউসান করবার কি কারণ আছে আমি বুঝতে পারছি না। কেউ যদি প্রেসিডেণ্ট হতে রাজী হন এবং যদি বলেন যে, আমি ২।৩ বছরের বেশী থাকব না তাহলে উইদিন দ্যাট সাব-সেকসান অ্যাপয়েণ্টেড ২ বছর পর তিনি রেজিগনেসান দিতে পারেন এবং সেখানে অ্যাক্ট ইনফ্রিঞ্জ করা হচ্ছে না। অথচ ওঁরা সেটায় একটা সাবসটিটিউসান নিয়ে আসছেন। তার মানে হচ্ছে এঁদের উদ্দেশ্য মহৎ নয়। এঁদের উদ্দেশ্য যে মহৎ নয় সেটা বিভিন্ন ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে। এঁরা যে অ্যাক্ট করেন সেটা অ্যাপ্লাই করবার সময় ঠিক 'সাট' পার্টি বেসিস-এ করে নিয়ে যান। সেদিক থেকে এই সাবসটিটিউসান-এর ব্যাপারে আমাদের আপত্তি হচ্ছে। এই সাবসটিটিউসান হচ্ছে করুণা বিতরণ। অর্থাৎ রাণী এলিজাবেথ যেমন করুণা বিতরণ করে ডিসথ্রোণ্টলেড ব্যারণস অ্যাণ্ড নাইটসদের হাতে রেখে দিয়েছিলেন। ঠিক সেই রকম সাবসটিটিউসান কুঞ্জ নিয়ে এসে হরেন বাবু পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে করুণা বিতরণ করে তাঁদের হাতে রেখে দেবেন। অর্থাৎ সেই ১২ বছর করে অ্যাকর্ডিং টু দি উইস অফ দি স্টেট ৫ বছর পর্যন্ত থাকতে পারবেন। ঠিক সেইভাবে সমস্ত জিনিসটা কন্ট্রোল করতে চাচ্ছেন। আমার মনে হয় এতে অত্যন্ত ভুল পথে যাচ্ছেন। ডেমোক্রেসী ফুল ফ্লেজেড হওয়া উচিত, ডেমোক্রেসির একটা সত্তা থাকা উচিত, ডেমোক্রেসীর একটা সত্তা থাকা উচিত যাতে মানুষের একটা ফ্রিডম আসবে। আজকে প্রত্যেকটা ব্যাপারে ইমপ্লিমেণ্টেসান করতে গিয়ে ওঁরা বারে বারে যদি অ্যামেণ্ডমেণ্ট নিয়ে আসেন বা ইমপ্লিমেণ্টেসান করতে গিয়ে এমন ভাবে করবেন যাতে ওঁদের স্টেট-এর উপর গভর্ণমেণ্টের হেল্‌ম-এ যাঁরা আছেন, তাঁদের হাতে থাকবে তাহলে ডেমোক্রেসী কোনদিন ভালভাবে ফাংসান করবে না ওরা তা যে করছে না তার প্রমাণ হচ্ছে চারিদিকে ডিসকনটেণ্ট। মাস্টার মহাশয়দের মধ্যে ডিসকনটেণ্ট তার কারণ তারা বেতন পাচ্ছে না, ছাত্রদের মধ্যে ডিসকনটেণ্ট ইত্যাদি সব জায়গায় ডিসকনটেণ্ট সেজন্য আপনার মাধ্যমে বলছি যে এটা সামান্য জিনিস নয়—এটা হরেন বাবু বা কংগ্রেস বেঞ্চের ব্যাপার নয়, এটা সমস্ত জাতির ব্যাপার, আগামী দিনে যাঁরা নেতা হবেন তাঁদের ব্যাপার সুতরাং তাদের সংগঠিত করবার জন্য যে অরগানাইজেসান হচ্ছে সেই অরগানাইজেসানকে যেভাবে চালু করবার চেষ্টা করা হচ্ছে তাতে প্রথমেই ইট ইজ নিইং বর্ণ আউট অব সিন—পাপের মধ্য দিয়ে এটার জন্ম হচ্ছে। এই পাপ প্রবৃত্তি যদি দমন না করতে পারেন তাহলে আমি মনে করি এডুকেসান বলতে আমাদের দেশকে অত্যন্ত নিম্ন স্তরে নামিয়ে দেওয়া হবে এবং তারজন্য ওঁরা দায়ী থাকবেন।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অধিকাংশ বক্তৃতাই মাতৃভাষায় হয়েছে সেজন্য আমি মাতৃভাষায়ই উত্তর দেবো। প্রথম সারকুলেসান মোশান করেছেন যিনি তিনি এই কথা বলেছেন যে, "আমরা বারবার বলেছিলাম যখন বিল এসেছিল আগেকার এ্যাক্ট পাশ করবার যে তাড়াতাড়ি করবেন না।" "আপনারা বিল সারকুলেট করুন, আপনারা জনমত গ্রহণ করুন। উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিল যখন কোন জায়গায় পাশ হয় এসেম্বলী বা কাউন্সীলে তখন জনমতের অধিকাংশ প্রতিনিধির ভোটেই পাশ হয়। এসেম্বলী বা কাউন্সীলে-এ যাঁরা নির্বাচিত হয়ে অধিকসংখ্যায় আসেন তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি হয়েই আসেন। যাঁরা অল্পসংখ্যক আসেন তারা সরকার গঠন করেন না, যাঁরা অধিকাংশ জনের অনুমোদন পেয়ে আসেন তাঁরাই গভর্ণমেণ্ট ফর্ম করেন। আর যারা অপোজিসানে আসেন তাঁদের কাজ গালাগালি দেওয়া এ ছাড়া আর কিছু থাকে না। ইংরাজীতে আছে

All seems yellow to the jaundiced eye.

গভর্ণমেণ্ট-এর বিরুদ্ধে যাঁদের প্রেজুডিস্ট যাইও তাঁরা যতদূর পারেন অপপ্রচার করেন। এই দেখুন আজকে সারকুলেসান মোশানের পক্ষে যে সব কথা বলা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, সারা বাংলা দেশের মধ্যে একটা উপযুক্ত লোক আমরা খুঁজে পেলাম না যাঁকে প্রেসিডেণ্ট করা যায়। আমি দু'টো কারণ বলেছিলাম। তার একটাকে এমন কি দুটোকেই, বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ বাদ না দিলে বক্তৃতা করা চলে না। আমি বলেছিলাম যে ৫ বৎসরের জন্য এক্ষুণি একজন লোক নিযুক্ত করা কঠিন। আর বলেছিলাম এই ট্রান্সিসান পিরিয়ড-এ ইতি পূর্বে বোর্ডের সঙ্গে সংশ্রব ছিল একরূপ লোক আনা দরকার। এই দুটি কথা আমি বলেছিলাম। কিন্তু এখানে সেদুটি কথাই বাদ দিয়ে বলা হয়েছে। আপনারা বাংলা দেশে উপযুক্ত লোক পেলেন না? আমি জানি। আমার ডিপার্টমেণ্টেই বহু উপযুক্ত লোক আছে, যারা সরকারী কাজ পরিচালনা করেন। আমরা সরকার পরিচালনা করি বলেই তা' জানি। তারপর বলা হয়েছে 'কুক্ষিগত' করা হয়েছে। এই কথাটি আবিষ্কার করা হয়েছে ঐ তরফ থেকে এবং বার বার বলা হয়ে থাকে 'কুক্ষিগত' 'কুক্ষিগত' স্যার শম্ভুবাবু মুদালিয়ার কমিশানের কথা বলেছেন। মুদালিয়ার কমিশানের রিকমেণ্ডেসান ছিল ডি. পি. আই প্রেসিডেণ্ড হবেন? তা করলে, কুক্ষিগত' করার দোষারোপ আরও জোর গলায় করা হত সন্দেহ নেই।

Shri Sambhu Charan Ghosh:
ডি পি. আই প্রেসিডেণ্ট হবেন সেটা পেজ ১৮০তে আছে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
যদি ডি পি আই কে প্রেসিডেণ্ট করতাম তাহলে বেশী কুক্ষিগত করা হতো নয় কি? নিশ্চয়ই সেটা ওঁরা বলতেন। এবং ওঁরা আরো বেশী জোর করেই বলতেন, সেজন্য ডি. পি আই কে প্রেসিডেণ্ট করা হয় নি। তারপর ওঁরা বলেছেন এত সত্বর বিলের এ্যামেণ্ড করা হচ্ছে? বহু আইনের এরূপ করা হয়েছে। বিলেতে এমন অনেক এ্যাক্ট আছে যা বার'বার সংশোধন করা হয়েছে। আমাদের কনষ্টিটিউসান বেশ ভাল ভাবে বিবেচনা করে করা হয়েছিল, তারও সিক্সটিন্থ কি সেভেণ্টিন্থ অ্যামেণ্ডমেণ্ট করতে হয়েছে, এই মাত্র কয় বছরের মধ্যে। তাহলে আপনারা কি বলতে চান কনষ্টিটিউসান ভাল করে বিবেচনা করে করা হয় নি। তাই আমায় বলতে হচ্ছে শুধু সমালোচনা করলে হয় না, সমালোচনার মূলে যুক্তি থাকা চাই। গালাগালি যদি দেন তাহলে আলাদা কথা। আমি সার্কুলেসান মোসানের প্রতিবাদ করছি বিলকে আইনে পরিণত করা আশু দরকার। তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে ১লা জানুয়ারী থেকে স্কুলগুলির নূতন সেসান আরম্ভ হবে। সেজন্য এ বিল খুবই জরুরী বিল এবং এখনই এই বিল পাশ হওয়া দরকার।

[4—4-6 p.m.]

The motion that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and a division taken with the following result:—

NOES 86

Abdul Bari Moktar, Shri
Abdullah, Shri S. M.
Abdul Hashem, Shri
Ahamed Ali Mufti, Shri
Ashadulla Choudhury, Shri
Bankura, Shri Aditya Kumar
Bandyopadhyay, The Hon'ble Smarajit
Banerjee, Shri Baidyanath
Banerjee, Shri Jaharlal
Banerji, Shri Sankardas
Bauri, Shri Nepal

Beri, Shri Daya Ram
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, The Hon'ble Syamadas
Bhowmik, Shri Barendra Krishna
Blanche, Shri C. L.
Bose, Shri Promode Ranjan
Chakravartty, Shri Jnantosh
Chatterjee, Shri Mukti Pada
Chattopadhyay, Shri Brindabon
Chattopadhyay, Dr. Susil Ranjan
Chunder, Dr. Pratap Chandra
Dakua, Shri Mahendra Nath
Das, Shri Ambika Charan
Das, Shri Ananga Mohan
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Das Gupta, Dr. Susil
Dhar, Shrimati Charu Shila
Dhara, Shri Sushil Kumar
Dutt, Shri Ramendra Nath
Dutta, Shri Asoke Krishna
Dutta, Shrimati Sudha Rani
Fazlur Rahman, The Hon'ble S. M.
Hansda, Shri Debnath
Hazra, Shri Parbati Charan
Hembram, Shri Kamala Kanta
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Prabir Chandra
Jehangir Kabir, Shri
Kazim Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Koley, The Hon'ble Jagannath
Latafal Haque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Maiti, The Hon'ble Abha
Maity, Shri Bijoy Krishna
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, Shrimati Niharika
Mandal, Shri Krishna Prasad
Misra, The Hon'ble Sowrindra Mohan
Mitra, Shrimati Biva
Moitra, Shri Arun Kumar
Mondal, Shrimati Santilata
Mondal, Shri Sishuram
Mookerjee, Shri Naresh Nath
Mukherjee, Shri Ajoy Kumar
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Pal, Shri Probhakar
Pramanik, Shri Puronjoy
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Tarapada
Prasad, Shri Shiromani
Raikut, Shri Bhupendra Deb

Ray, Shri Kamini Mohan
Roy, Shri Pranab Prosad
Roy, Shri Tara Pada
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saren, Shri Mangal Chandra
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sarker, Shri Narendra Nath
Sen, Shri Bijesh Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Shakila Khatun, Shrimati
Sharma, Shri Jaynarayan
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha, Shri Hiralal
Singhadeo, Shri Raj Rajeswar Prosad
Singhadeo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Kumar Jagadish Chandra
Sinha, Shri Phanis Chandra
Wangdi, The Hon'ble Tenzing

AYES 38

Abul Mansur Habibullah, Shri Syed
Adhikary, Shri Sailendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Hemanta Kumar
Besterwitch, Shri A. H.
Bhattacharjee, Shri Nani
Bhaduri, Shri Panchu Gopal
Chattoraj, Dr Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Chowdhury, Shri Subodh
Das, Shri Anadi
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Nikhil
Das, Shri Sudhir Chandra
Das Gupta, Shri Sunil
Das Mahapatra, Shri Balai Lal
Dhibar, Shri Radhika
Ghosh, Shri Deb Saran
Ghosh, Shri Sambhu Charan
Guha, Shri Kamal Kanti
Hansda, Shri Jaleswar
Kisku, Shri Mangla
Kundu, Shri Gour Chandra
Mahata, Shri Padak
Mahato, Shri Girish
Maitra, Shri Kashi Kanta
Majhi, Shri Kandru
Mandal, Shri Adwaita
Mandal, Shri Bhakti Bhusan
Mandal, Shri Siddheswar
Murmu, Shri Nathaniel
Nawab Jani Meerja, Shri Syed
Pal, Shri Kanai
Roy, Shri Bejoy Kumar
Roy, Dr. Narayan Chandra

Saha, Shri Abhoy Pada
Sarker, Shri Dharanidhar
Soren, Shri Suchand

The Ayes being 38 and the Noes 86, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that the West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill, 1963, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clauses 1, 2 and 3 and Preamble

The question that clauses 1, 2 and 3, and Preamble do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I beg to move that the West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill, 1963, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned till 12 noon on Thursday, the 2nd January, 1964

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 4-06 p.m. till 12 noon on Thursday, the 2nd January, 1964, at the "Legislative Building," Calcutta

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Legislative Building, Calcutta, on Thursday, the 2nd January, 1964 at 12 noon.

Present:

Mr. Deputy Speaker (Shri Ashutosh Mallick) in the Chair, 10 Hon'ble Ministers, 4 Hon'ble Ministers of State and 210 Members.

[12—12-10 p.m.]

শ্রীযামিনীভূষণ সাহা : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে কোয়েশ্চেন এ্যানসার সুরু হওয়ার আগে আমি আজকে আমার ২২নং এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চেন নং ১০১ সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সমস্ত কোয়েশ্চেনের এ্যানসার লাইব্রেরী টেবিলে দেখলাম কিন্তু আমার ঐ ১০১নং কোয়েশ্চেনের কোন এ্যানসার লাইব্রেরী টেবিলে নেই। আমি বুঝতে পারছি না এর কারণ কি। তাহলে কি সাপ্লিমেন্টারী করবার সুযোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে স্যার? এই দেওয়া থাকলে আমাদের সুবিধা হোত সাপ্লিমেন্টারী করবার পক্ষে এ বিষয়ে আপনি একটু দেখুন।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমি এই ১০১ নং প্রশ্নের উত্তর দেবো, মাননীয় সদস্য মহাশয় ইচ্ছা করলে সাপ্লিমেন্টারী করবেন ওটা লাইব্রেরী টেবিলে দিতে ভুল হয়ে গেছে।

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Price of rice in Midnapore district

***14.** (Admitted question No. *5.)

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাশ : খাদ্যবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে মেদিনীপুর জেলায় চাউল মণ প্রতি ৫০ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইয়াছে,

(খ) অবগত থাকিলে, ইহার কারণ কি;

(গ) যে সমস্ত ব্যবসায়ী ঐ দামে চাউল বিক্রয় করিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা,

(ঘ) সরকার কি অবগত আছেন যে, এই বৎসর মেদিনীপুর জেলায় নবেম্বর মাসে ধানকলের মালিকগণ ১২ টাকা মণ দরে চাষীদের নিকট হইতে নূতন ধান ক্রয় করিতেছেন অথচ চাউল ৩২ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিতেছেন;

(ঙ) অবগত থাকিলে, এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন; এবং

(চ) কৃষকগণ যাহাতে ধানের ন্যায্যমূল্য পায় তাহার ব্যবস্থা করা এবং সরকার হইতে ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

দি অনারেবল অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় : (ক) না, (খ) প্রশ্ন উঠে না (গ) প্রশ্ন উঠে না। (ঘ) মেদিনীপুর জেলার বালিচক নামক স্থানে নবেম্বর মাসের ২৪ তারিখ হইতে ২৯ তারিখের মধ্যে চাষীদের নিকট হইতে নূতন ধান ১২ টাকা মণ দরে ক্রয় করা হইয়াছিল। উক্ত ধান হইতে

প্রাপ্ত চাউল ৩০।১১।৬৩ ও ৫।১২।৬৩ তারিখের মধ্যে মণ প্রতি খুচরা ২৬·০০ নঃ পয়সা হইতে ২৬·১২ নঃ পয়সা দরের মধ্যে বিক্রয় হইয়াছিল। (ঙ) ধান ও চাউলের মূল্য বাঁধিয়া দিবার প্রশ্নটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। (চ) কৃষকগণ ধান্যের ন্যায্য মূল্য পাইবেন না এরূপ আশ-ঙ্কার কোনও কারণ নাই। সরকার হইতে ধান্য ক্রয়ের ব্যবস্থার কোনও পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাসঃ আপনি যে বল্লেন (ক) প্রশ্নের উত্তরে না এতে ৫০ টাকা চালের মণ হওয়া সত্বেও এরূপ বলার কারণ কি?

দি অনারেবল স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় : মেদিনীপুর জেলায় ঐ সময়কার চালের দরের তালিকা আমার কাছে আছে—তাতে দেখছি ৫০ টাকা চালের দর কোথাও হয়নি।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাসঃ কত হয়েছিল?

দি অনারেবল স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় : গত ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে বলছি —৭।৯।৬৩ তারিখে -কোর্স রাইস- মেদিনীপুর সদরে ছিল ২৯·৮৬ নঃ পয়সা নর্থে। সাউথে ছিল ৩২·১০ নঃ পয়সা কন্টাইতে ছিল ৩২ ১০ নঃ পয়সা, তমলুকে ছিল ৩১·৭৩ নঃ পয়সা, ঘাটালে ছিল ৩১·৭৩ নঃ পয়সা, আর ঝাড়গ্রামে ছিল ৩০ ৯৮ নঃ পয়সা। অক্টোবরের কথা বলি। ৫।১০।৬৩ তারিখে কোর্স রাইসের দাম মেদিনীপুর নর্থে ছিল ৩৪ ৭১ নঃ পয়সা, মেদিনীপুর সাউথে ছিল ৩৫·৮৩ নঃ পয়সা, কনটাইতে ছিল ৩৩ ৫৯ নঃ পয়সা, তমলুকে ছিল ৩৭ ৩২ নঃ পয়সা, ঘাটালে ছিল ৩৪ ৭১ নঃ পয়সা, ঝাড়গ্রামে ছিল ৩৩·৫৯ নঃ পয়সা–বেশী হয়েছিল দেখা যাচ্ছে ১৯।১০।৬৩ তারিখে মেদিনীপুর নর্থে ৪১·৮০ নঃ পয়সা সাউথে ৩৫·৪৬ নঃ পয়সা, কন্টাই ৪০ ৭১ নঃ পয়সা, তমলুকে ৪৩·৩০ নঃ পয়সা ঘাটালে ৪১ ০৬ নঃ পয়সা। ঝাড়গ্রামে ছিল ৩৫ ৮৩ নঃ পয়সা ৭৩ টাকাই দেখছি ম্যাকসিমাম হয়েছিল।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস : আপনি 'ক' প্রশ্নের উত্তরে না বলেছেন—যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা চাল বিক্রি করেছেন বেশী দামে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা? তাদের আয়ত্তে আনবার জন্য যখন মজুত বিরোধী অভিযান চালানো হয় সরকারের পক্ষ থেকে তখন ওদের গুদামে যে চাল মজুত ছিল সেই মজুত চাল সিজ করবার কোন অর্ডার দিয়েছিলেন কিনা?

দি অনারেবল স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় : না।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস : তার কারণ কি মজুত চাল যা ছিল সেগুলি সিজ না করে এটাকে মিলের সম্পূর্ণ আয়ত্তে রেখে দিলে দাম তো আরও বাড়বে কাজেই এটা কেন করা হয় নি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : সেই সময়ে চাল সিজ করবার উদ্দেশ্য কি তা আমি বুঝতে পারছি না--আমরা ঐ সময় বাজারে চালের দর নিয়ন্ত্রণ তো করি নি। কাজেই সিজ কি উদ্দেশ্যে করা হবে?

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস : জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য মজুত চালকে আটকে আপনারা বিক্রি করতে পারতেন। আমি জানি একটা মিলে ৮ হাজার মণ পাওয়া গেছে--সেটা তারা বিক্রি করতে চায় নি–সেটা ওরা রেখে দিয়েছিলেন ....

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: তাহলে বাজারে আরও সরবরাহ কমে যেতো এবং আরও আতঙ্কের সৃষ্টি হোত।

Sugar-candy

***15.** (Admitted question No. *19.) **Shri NANI BHATTACHARJEE:** (a) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Supplies Department be pleased to state—(a) whether it is a fact that sugar-candy manufacturers are given a quota of sugar at controlled rate for the manufacture of sugar-candy?

(b) if the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) whether the Government has controlled the price of sugar-candy;

(ii) if so, what is the retail controlled rate of the commodity; and

(iii) what is the quota of sugar-candy available to each individual consumer of the commodity?

(c) If the answer to (b)(i) be in the negative will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the Government consider the desirablity of (i) controlling the price of sugar-candy and (ii) arranging its sale through fair price shops?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay: (a) Yes.

(b) (i) No.

(b) (ii) Does not arise.

(b) (iii) No quota has been fixed for individual consumer.

(c) (i) The question of fixation of price is under consideration in consultation with the Directorate of Industries.

(ii) The question will be considered after the price fixation is decided

শ্রীননী ভট্টাচার্য : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি যে এই যে 'ক' প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে ঐ সুগারক্যানডির কন্ট্রোল দর ধার্য না করার কারণ কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : মিছরির চাহিদা খুব বেশী আমাদের দেশে নয় এবং আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে এই বার চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ হবার পর যাতে খুব বেশী চিনি ব্যবহার না হয় মিছরির জন্য এবং মিছরীর মূল্য যে খুব বেশী বেড়েছে এমন কোন সংবাদ আমার কাছে নেই।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বল্লেন মিছরির চাহিদা আমাদের দেশে কম এবং যারা মিছরি তৈরী করেন তাদের চিনির কোটা যাতে বেশী না দেওয়া হয় সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি বাংলাদেশে মিছরীর চাহিদা কত?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: মিছরির চাহিদা আমাদের দেশে এমন নয় যাতে করে মূল্য নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করে দিতে হবে। তাছাড়া মিছরির মূল্য খুব বেশী বেড়েছে এমন কোন সংবাদ আমার কাছে নেই।

শ্রীননী ভট্টাচার্য : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় 'বি' উত্তরে বলেছেন রিটেল কন্ট্রোল রেট বাঁধার ব্যাপার বিবেচনাধীন আছে অর্থাৎ তিনি বলেছেন— টটস্থ
This is under consideration.
এর অর্থ কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : মিছরীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে কিনা সেটা নিয়ে শিল্প বিভাগের সংগে আলোচনা করা হচ্ছে।

শ্রীঅবনীকুমার বসু : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে কন্ট্রোল রেটে সুগারক্যাণ্ডী ম্যানুফ্যাকচারারদের কি পরিমাণ চিনি দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

The following quantity of sugar have been supplied to sugar-candy factories:—

September, 1963—3685 quintals.
October, 1963—3685 quintals.
November, 1963—3685 quintals.

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী : এই যে সুগারক্যান্ডি তৈরী করবার জন্য যে চিনির কোটা দেওয়া হয়েছে বল্লেন সেগুলি সুগারক্যান্ডি হিসাবে বাজারে কন্ট্রোল দরে বা উইদিন কমন পিপলস্ রিচ্— এসেছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : মাননীয় সদস্যকে একথা আমি বলতে পারি যে আমাদের পশ্চিম-বাংলায় চিনি নিয়ন্ত্রিত হবার পর ২০ থেকে ২১ হাজার টন চিনি আমরা দিচ্ছি লোককে, আর মিছরীর জন্য ব্যবহার হচ্ছে মাত্র ৩২২ টন।

[12-10—12-20 p.m.]

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র : মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এই সুগার কন্ট্রোলের জন্য সুগার ক্যান্ডি ডাইভার্টেড হচ্ছে এবং তার ফলে সুগারের এ্যালটমেন্ট কমে যাচ্ছে, বাজারে চিনি পাওয়া যাচ্ছে না এবং কোটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এ খবর সত্য কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমার কাছে এরকম কোন সংবাদ নেই।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী : মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় কি খবর পেয়েছেন যে, এই সুগার অনেক সময় পাচার হয়ে সুগার ক্যান্ডি হিসেবে লোকের কাছে অনেক বেশী দামে বিক্রি হচ্ছে?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : কোথা থেকে পাচার হচ্ছে?

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী : বিভিন্ন দোকান থেকে এবং বিভিন্ন গুদাম থেকে পাচার হচ্ছে।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : এরকম খবর এখনও পাওয়া যায়নি, তবে যদি পাওয়া যায় তাহলে তদন্ত করব এবং অপরাধীকে ধরতে পারলে শাস্তি দেব।

Rice

*16. (Admitted question No. *23.)

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র : খাদ্যবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-

(ক) কোন্ তথ্য বা কোন্ সংস্থা-পরিবেশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সেন ঘোষণা করেন যে, কলকাতায় ঐ সময় চাউলের যে মজুত ছিল তাতে ১০ দিনের বেশি চলবে না,

(খ) গত অক্টোবরের মাঝামাঝি তথাকথিত ভদ্রলোকের চুক্তি মুখ্যমন্ত্রী ও চাউল ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পাদিত হবার পর এবং ৩৫ টাকা মণপিছু দর নির্দিষ্ট হবার পর পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানীকৃত চাউলের পরিমাণ কত ছিল;

(গ) নেপাল থেকে আমদানীকৃত চাউল সরকার মনোনীত পাইকার খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে ঐ সময়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে খোলা বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কি, এবং

(ঘ) গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চাউলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি রোধকল্পে ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে নায্যমূল্যে চাউল বিক্রয়ের কোন পরিকল্পনা রাজ্যসরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

এইরূপ ঘোষণা করা হয় নাই।

১।১০।৬৩ হইতে ১৫।১০।৬৩ পর্যন্ত কলিকাতা ও হাওড়া এলাকায় ১৫৯৪.৮ মেঃ টন এবং অন্যান্য এলাকায় ১৩৪৩.৩ মেঃ টন চাউল পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানী করা হইয়াছিল।

না। নেপাল হইতে আমদানীকৃত চাল খোলা বাজারে ব্যবসায়ীগণ নিজেরাই বিক্রয় করিয়াছিল।

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে চাল ও গম কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে ন্যায্য মূল্যের দোকান এবং অন্যান্য এলাকায় 'এম, আর সপ' মারফৎ বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র : মন্ত্রিমহাশয় (ক) উত্তরে বললেন "না"। কিন্তু আমরা গত ৪।৫ এবং ৮ই অক্টোবর তারিখে আনন্দবাজার এবং অন্যান্য পত্রিকায় মুখ্যমন্ত্রির নানা রকম বিবৃতি দেখেছি। যেমন, "অবিলম্বে চাউল না পাইলে ন্যায্য মূল্যের দোকান বন্ধ হইবে" শ্রীসেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কাগজে বেরিয়েছিল এগুলি কি কাইট ফ্লায়িং, না বেস্‌লেস?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমি এটুকু বলতে পারি যে, আমি এরকম কোন বিবৃতি দেইনি।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র: আনন্দবাজার বাংলাদেশে একটি প্রথম শ্রেণীর কাগজ এবং আমরা জানি তাদের লার্জেস্ট সার্কুলেসন। এই কাগজে ফলাও করে ব্যানার লাইনে হিট করে বলেছে যে, "অবিলম্বে চাউল না পাইলে ন্যায্য মূল্যের দোকান বন্ধ হইবে।" আমার প্রশ্ন হচ্ছে এরকম খবর বেরুবার পর মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় এটাকে রেফুট করবার প্রয়োজনীয়তা মনে করেন কিনা যাতে করে জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টি না হয়?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমার কাছে অনেক সময় সাংবাদিকরা এসে নানা রকম প্রশ্ন করেন এবং আমিও তার জবাব দিই। কিন্তু আমি এমন কোন লিখিত বিবৃতি দিইনি বা এমন কোন কথা বলিনি যা অথরাইজড। তাঁরা কি মনে করে লিখেছেন আমি জানিনা। আমি এটুকু বলতে পারি যখনকার কথা আলোচনা করা হচ্ছে তখন আমাদের ন্যায্য মূল্যের দোকানে চাল নেবার জন্য বেশী সংখ্যক লোক যাচ্ছিল। আমি তখন বোধহয় এ্যাসেম্বলীতে বলেছিলাম যে, আমাদের যে পরিমাণ চাল আছে তাতে বোধ হয় ৮৮ লক্ষের বেশী লোককে চাল দিতে পারব না।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র : মিঃ টমাস যখন এসেছিলেন তখন আপনি বলেছিলেন যে, আট পয়েন্ট পাঁচ মিলিয়নের বেশী আমরা দিতে পারব না এবং তারপর মিঃ টমাসের সংগে চুক্তি করে বললেন যে এর পরেও পাঁচ লক্ষ লোককে আপনারা দেবেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটি প্রথম শ্রেণীর কাগজে যখন এরকম খবর বেরুতে লাগল তখন আপনি মুখ্যমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে একথা মনে করেছিলেন কিনা যে, এই বিবৃতি যখন ভিত্তিহীন তখন জনগণকে আশ্বস্ত করা দরকার এবং তাদের বলা দরকার যে, আমাদের হাতে যে চাল আছে তাতে আমরা চালিয়ে যেতে পারব।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : মিঃ টমাস যখন এসেছিলেন তখন আমি বলেছিলাম আমাদের হাতে যে চাল মজুত আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে চাল আমাদের জন্য বরাদ্দ করেছেন তাতে আমরা ৮৫ বা ৮৮ লক্ষের বেশী লোককে চাল দিতে পারবনা। তবে তার উপর ভিত্তি করে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র কি লিখেছিল সেটা আমি দেখিনি এবং তখন তার প্রতিবাদ করেও কোন লাভ হোতনা।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে সাংবাদিকরা তাঁর কাছে মাঝে মাঝে যায় এবং কিছু কিছু কথা বলে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই সাংবাদিকদের কাছে তিনি মৌখিক যে উক্তি করেন সেটা কি লিখিত বিবৃতির সামিল নয় অর্থাৎ লিখিত বিবৃতির যে গুরুত্ব তাঁর মৌখিক বিবৃতির কি সেই রকম গুরুত্ব নাই?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : সাংবাদিকগণের সঙ্গে অবশ্য মৌখিক কথা হয় এবং অনেক সময় তাঁরা টিকা টিপ্পনী করে থাকেন, সেটা অথরাইজড কিছু নয়, কাজেই সংবাদ কি বেরুল না বেরুল তার বেশী কিছু না হলে লক্ষ্য করিনা।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী : মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এরকম একটা নিউজ বেরুল অথচ তার উপর গুরুত্ব দেননি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি এই নিউজ বেরুবার পর বহু জায়গা থেকে মুখ্যমন্ত্রির কাছে প্রতিবাদপত্র গেছল এবং বহু দল থেকে স্মারকলিপি গেছল, তারপরেও কি তিনি প্রেসনোট মারফৎ আনন্দবাজার বা এই সমস্ত পত্রিকায় যে উক্তিগুলি বেরিয়েছে তা প্রত্যাহার করা প্রয়োজন মনে করেননি।

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : এখানে যে চালের দাম বাড়ে তা হচ্ছে আমদানী কম হয়েছে বলে।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এটা জানেন কিনা যে এই ধরণের বিবৃতি ৪ঠা, ৫ই, ৭ই, ৮ই, ৯ই তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কাগজে যেমন যুগান্তরে, আনন্দবাজারে, বসুমতীতে বেরিয়েছিল এবং এই বিবৃতির সাথে সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চালের দাম মণ পিছু ৬ থেকে ৮ টাকা পর্যন্ত সপ্তাহে বেড়ে গেছল, এটা মুখ্যমন্ত্রির কর্ণগোচর হয়েছে কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: আমাদের এখানে যে চালের দাম বাড়ে তার মূল কারণ হচ্ছে উড়িষ্যা থেকে চালের আমদানী কমে যায়, দ্বিতীয়তঃ অন্ধ্র থেকে যে চাল আসার কথা ছিল সে চাল আসেনি, তৃতীয় কারণ হচ্ছে নেপাল থেকে যে চাল আসার কথা ছিল সে চাল এসে পৌঁছায়নি। আমার বিবৃতির জন্যই চালের দাম বৃদ্ধি হয়েছে এটা আমি মনে করি না।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র : আমার প্রশ্ন ছিল কাগজে এই ধরণের বিবৃতি বেরুবার সাথে সাথে, আপনার নামে এই বিবৃতি বেরুবার সাথে সাথে বাংলাদেশের প্রতি জায়গায় চালের দাম ৬ থেকে ৮ টাকা বেড়ে গেছে এই তথ্য আপনার কাছে এসেছে কিনা?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আমার বিবৃতির জন্য চালের দাম বাড়েনি। আমাদের দোকানে যখন অনেক লোক গেছল চাল নিতে, তখন সবাইকে আমরা চাল দিতে পারিনি, আগেই বলেছি আমরা ৮৮ লক্ষ লোকের বেশী লোককে চাল দিতে পারবনা, ক্ষমতা ছিলনা। কাজে কাজেই তারা নিজেরা প্রচার করেছে, হয়ত ১২ লক্ষ লোক এসে বলেছে আমরা দোকানে গেছলাম চাল পাইনি, আমার বিবৃতির উপর নির্ভর করে কিছু হয়নি।

শ্রীযামিনীভূষণ সাহা : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রি মহাশয় বললেন উড়িষ্যা থেকে চাল না আসার জন্য চালের দাম বেড়েছিল, কিন্তু সংবাদপত্রে এই সময় এই সংবাদ বেরিয়েছিল, যুগান্তরে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে দেখা গেছে উড়িষ্যা এবং নেপাল অঞ্চল থেকে ২ লক্ষ ২০ হাজার টন চাল আমদানী হয়েছে বাংলাদেশে, এটা কি ঠিক নয়?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : জুন মাসের পর কোন চাল আমদানী হয়নি।

শ্রীসনৎকুমার রাহা : বাংলাদেশের বাইরে থেকে যে চাল আসার কথা ছিল সেই চাল যখন এসে পৌঁছায় না তখন ক্যাবিনেটের পক্ষ থেকে ষ্টেটমেন্ট জানান হয় হোর্ডারদের যে চাল আসেনি, আর ৫।৭ দিন চলবেনা—এই রকম ধরণের ব্যবস্থা আছে কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : এই রকম ধরনের কোন ব্যবস্থা নাই।

শ্রীমতী শান্তি দাস : মিঃ টমাস, খাদ্যমন্ত্রি, কলকাতা থেকে বোম্বে গিয়ে একটা ষ্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন যে আমাদের বিজিনেসম্যানরা গভর্ণমেন্টের সংগে কো-অপারেশন করছেনা, এ সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় কিছু বলবেন কি?

দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন : এই রকম কোন খবর আমার জানা নাই।

[12-20—12-30 p.m.]

Shri Kamal Kanti Cuha:

আপনি বললেন যে উড়িষ্যা থেকে চাল না আসার জন্য চালের দাম বেড়েছে—তাহলে এটা কোন চালের দাম বেড়েছিল যেটা বাংলাদেশে ছিল সেটার দাম?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কোন চালের কথা হচ্ছে না। আমরা উড়িষ্যা থেকে মনে করেছিলাম যে ৩ লক্ষ টন চাল পাবো। কিন্তু জুন মাসে তাঁরা বললেন তাঁদের ওখানে চালের দাম বেড়েছে এবং তাঁদের ওখানে এখন চালের দাম ৩৪।৩৫ টাকা। সেখানে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পশ্চিমবাংলায় চাল দেওয়া বন্ধ করেন এবং এর জন্য তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাওয়াতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হওয়াতে উড়িষ্যার চাল জুন মাস থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

Shri Kamal Kanti Guha:

[illegible] কোন চালের দাম বেড়েছিল?

Mr. Deputy Speaker:

আপনি ফুড ডিবেট-এ এই সমস্ত প্রশ্ন করার সুযোগ পাবেন।

Shri Jamini Bhusan Saha:

[illegible]মন্ত্রী কি সংবাদ রাখেন যে চালের দাম যখন ৫০ টাকা হল তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রি-[illegible] একটা হিসাব বেরিয়েছিল যে গত ৩ মাসের মধ্যে মজুতদাররা প্রায় ৮।১০ কোটি টাকা মুনাফা করেছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

[illegible] সংবাদ ভিত্তিহীন,এর কোন মানে হয় না। কেন না মাননীয় সদস্য যাঁদের গ্রামের সঙ্গে [illegible] সম্পর্ক আছে তাঁরা জানেন যে বড় বড় চাষীদের কাছে ধানের মণ ২৩।২৪।২৫।২৬।২৭ [illegible] পর্যন্ত উঠেছিল।

Shri Anadi Das:

আপনি কি বলবেন যে ৩৫ টাকা যে তারিখে হল তার আগে যখন ৫৫ টাকা হয়েছিল তখন [illegible] [illegible] প্রয়োজন বোধ করেন নি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

[illegible] চাল বিক্রি করেন এবং যাঁরা চালের মালিক তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁরা আমার [illegible] যে আমরা কি করব ধানের দাম ভীষণ বেশী। মাননীয় সদস্যদের কাছে এটা [illegible] কোন কোন মিল ওয়ালা ধান কেনা এজন্য বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু সকলে এক-[illegible] পারেননি। তারপর তাঁরা অবশ্য সকলে রাজী হয়েছিলেন।

Shri Anadi Das:

[illegible] টাকা থেকে ৩৫ টাকা মণ কি করে হল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

[illegible] আমার কথায় লোকসান দিতে রাজী হলেন।

Shri Anadi Das:

কি দু' দিন আগে করা যেত না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

[illegible] আমরা কিছুদিন আগে থেকেই আলাপ আলোচনা করছিলাম।

Shri Jamini Bhusan Saha:

[illegible]-এর জন্য কি এই ব্যবস্থা হয়েছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তা সত্য নয়।

Shri Bejoy Kumar Banerjee:

আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে ৫০।১০০ টাকা চালের দাম হলে কি করবেন, তখন তি বলেছিলেন গম খেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। দমদমের লোকেরা যদি এইভাবে চালের দাম কমাব চেষ্টা না করত তাহলে মুখ্যমন্ত্রী এই চেষ্টা আগে করলেন না কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্যকে আমি এটা নিবেদন করতে পারি যে সময় এই ঘটনা হয়েছিল ঠিক সেই স উড়িষ্যা সরকার প্রায় ১২ হাজার টন চাল ছেড়েছিলেন, অন্ধ্র থেকে যে চাল আসবার কথা ছি সেটাও ঠিক সেই সময় এসে উপস্থিত হল এবং নেপালের চালও আসল। কাজেই এটা কা তালীয় ব্যবস্থা হয়ে গেল।

Shri Bejoy Kumar Banerjee:

এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন যে সংবাদপত্রে কখন কি লেখেন আমি তা স জানি না। আমরা আজ যে আলোচনা করতে এসেছি তা সমস্ত সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপ ভিত্তি করেই এসেছি। উনি আগে আমাদের বলেছিলেন যে আলু, গম, কাঁচকলা খাও এব এসব আমরা কাগজেই পেয়েছি। আজ যদি কাগজের কথা মিথ্যা হয় এবং সুবিধা মত সত্য মিথ বলবার যদি সুযোগ পান তাহলে আজকে এ আলোচনায় কোন স্বার্থকতা নেই।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য এতগুলো যদি বললেন এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

Shri Bejoy Kumar Banerjee:

কাঁচকলা, আলু ইত্যাদি যদি খেতে বলেন তাহলে এই সমস্ত জিনিসের দামও বেড়ে যাবে যেমন মুখ্যমন্ত্রীর বাণী প্রচারের ফলে রাতারাতি চালের দাম বেড়ে গেল। এরূপ বাণী প্রচা তিনি নিরস্ত হবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আবার অনেক জনসাধারণ আমার কাছে লিখেছেন যে আপনার কার্যের দ্বারা আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি।

Shri Bejoy Kumar Banerjee:

আজকের আলোচনার কোন সার্থকতা নেই, আজকে যদি খাদ্য আলোচনায় এসব চাপা দেবা ব্যবস্থা হয়, এরূপ বিভ্রান্তি কথা বলে তাহলে আজকের আলোচনা বন্ধ হোক।

(নয়েজ এণ্ড ইন্টারাপসান)

Shri Nani Bhattacharjee:

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আরো কিছু সাপ্লিমেন্টারী করবার সুযোগ দিন। মাননী মুখ্যমন্ত্রী বললেন ১০।১৫ কোটী বাড়তি লাভের কথা,-- যা মালিক বা ট্রেডাররা করেছিল সেট ঠিক নয়। গ্রামের যারা খবর রাখেন, তারা বলবেন এই কথা ঠিক নয়। তাহলে এই যে তার সকলে লাভ করেছিল, এরা সবাই গ্রামের উৎপাদক এটাই কি তাঁদের মত?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সকলে লাভ করেছে যারা রিটেল করে তারাও করেছে, যারা বিক্রি করেন তারাও করেছেন যাঁরা প্রসেস করেছেন তাঁরাও করেছেন?

Shri Nani Bhattacharjee:

আপনি কি বলবেন কি পরিমাণ লাভ ঐ সমস্ত ট্রেডার বিশেষ করে যারা আড়ৎদার এবং চাল-কলের মালিক তারা করেছেন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

হিসাব করে কিছু বলা যায় না।

Shri Nani Bhattacharjee:

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের নিশ্চয়ই মনে আছে, তিনি এক সময় বলেছিলেন এই জোরে যে ২৬ টাকার মধ্যে চালের দর হতে পারে। সে হিসাবই যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলে ২৬ থেকে ৫০।৫৫ টাকা কোথাও কোথাও হয়েছে। এই যে ২৬ টাকার উপরেতে বৃহৎ লাভ করলো, এর কোন হিসাব রাখেন না।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য কি হিসাব রাখেন যে ধানের দর কোথাও কোথাও ২৭ টাকা হয়েছিল?

Shri Kanai Pal:

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, কাগজে যে বিবৃতি মুখ্যমন্ত্রীর নামে বেরিয়েছিল রেফুট করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি, তার নামে যে কথা বার হয়েছিল বড় বড় হেডিং দিয়ে, তার প্রতিবাদ করার কি প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। কারণ তাঁর নামে যে বিবৃতি বেরিয়েছিল তাতে দেশের লোকের সর্বনাশ হয়েছিল।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মুখ্যমন্ত্রী কোন বিবৃতি দেননি, সাংবাদিকদের সংগে কথাবার্তা হয়েছিল। বিভিন্ন কাগজে বিভিন্ন রকম বেরিয়েছে। ধান চাষীরা ধানের দাম বেশী দেবার জন্য চালের দাম বেড়েছিল। কে কি লাভ করেছেন তার হিসাব নেই।

Shri Kashi Kanta Moitra:

আমার প্রশ্নটা জবাব দেওয়া দরকার। আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে মার্জিন অব প্রফিট কন্ট্রোল অর্ডার গত ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে হয়ে গিয়েছিল। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি

Inspite of all this Ordinance or Order being passed, why this important Statute or Ordinance was allowed to rust in disuse in Writers' Buildings till 14th of October, 1963, I am asking for a categorical answer.

[12-30—12-40 p.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মার্জিনের যে ব্যাপারটা ছিল সেটা ধান চাষীর উপর ছিল না। ধান চাষী মিলে ধান বিক্রি করবার পর মিল থেকে চাল হোলসেলার যখন নেবে তখন এই মার্জিন ধার্য হয়েছিল এবং সেই মার্জিন ঠিক ঠিক ধার্য হয়েছিল, কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

Shri Kashi Kanta Moitra:

আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি এই বিধানসভা শেষ হওয়ার সাথে সাথে মার্জিন অব প্রফিট কন্ট্রোল অর্ডার আপনারা পাশ করেছিলেন এবং সেটা দিয়ে আপনারা মার্জিন অব প্রফিট কন্ট্রোল করবেন বলেছিলেন। এ্যাকচুয়াল পার্চেজ প্রাইস যা হবে তার উপর ৫ পার্সেন্ট আপনারা ধরেছিলেন, ক্যাশ যেখানে, ক্রেডিট হবে সেখানে ২ পার্সেন্ট। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে এই আইন থাকা সত্ত্বেও ১৯৬৩ সালের ১৪ই অক্টোবরের পর থেকে আজ পর্যন্ত কেন এই আইনটাকে লাগান হল না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য এই আইনটার যা ব্যাখ্যা দিলেন সেটা ঠিক নয়। হোলসেলার এখানে ল্যান্ডেড কস্ট যেটা তার উপর তার নেওয়া আনার খরচ, ইনসিডেন্টাল চার্জ ধরে ১০ পার্সেন্ট যদি সে নগদ

বিক্রি করে তাহলে সে মার্জিন পাবে। আর রিটেলার তার কাছ থেকে যখন মাল নিয়ে যা, তখন মাল নিয়ে যাবার বহন খরচ ধরে তার উপর ৫ পার্সেন্ট রিটেলারকে দেওয়া হবে। আম ২।৩ জন লোককে গ্রেপ্তার করেছিলাম এবং বাকি সব লোকই যারা খাতা দেখিয়েছে তা এই মার্জিনের মধ্যে বিক্রি করেছে।

Shri Kashi Kanta Maitra:
আমার কাছে ফ্যাক্ট আছে, আপনারা বলেছেন যে ১৯৬৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত উড়িষ্যা থেকে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৮ শো ৬৬ মেট্রিক টন চাল আপনারা আমদানি করেছেন। জুন মাসে এ চালটা আসবার পরে জুলাই থেকে এটা বন্ধ হয়ে গেল এবং আপনাদেরই আর একজন কংগ্রেস মাতব্বর বিজু পট্টনায়ক উড়িষ্যায় রাজনীতি করতে গিয়ে সেখানে জোন ভেংগে দিয়েছেন তাতে চাল নাকি আসেনি। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে জুনের পর জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালের দাম এত বাড়ল না, অথচ সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে অক্টোবরের ১৪ তারিখ পর্যন্ত এই ১৪ দিনে ১০।১২ টাকা মন প্রতি চালের দাম বেড়ে গেল এর কারণ কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমি পূর্বেই বলেছি ধানের মূল্য বাড়ার দরুণ চালের দর বেড়েছে।

Shri Sailendra Nath Adhikary:
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি উনি বোধ হয় অক্টোবরের ১৭ তারিখে ৩৫ টাকায় যখন ভদ্রলোকের চুক্তি করলেন তখন উনি কি বেসিসে এই চুক্তিটা করেছিলেন এবং সেই ব্যবসাদারদের সংগে তাদের যে ট্রান্সপোর্ট কস্ট ইত্যাদি নানা কথা যেটা বললেন সেই সমস্ত আলোচিত হয় তিনি এই মণ প্রতি ৩৫ টাকা নির্ধারিত করেছিলেন, না, আর্বিটারিলি একটা কিছু করেছিলেন

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
মোটেই আর্বিটারি কিছু করা হয়নি। আমি আগেই বলেছি যে এই সময় উড়িষ্যা থেকে চাল আসতে আরম্ভ করল। হঠাৎ উড়িষ্যা সরকার দয়া করে ১২ হাজার টন চাল ছেড়ে দিলেন অন্ধ্র থেকে চাল আসতে আরম্ভ করল, নেপাল থেকেও আসছে। আমরা দেখলাম হিসাব করে যে উড়িষ্যা থেকে, নেপাল থেকে এবং অন্ধ্র থেকে যে চাল আসছে তার মূল্য অনেক কম, কোথাও ২৭ টাকা কোথাও ২৮ টাকা, এই রকম হচ্ছে। আমাদের কাছে চাল কলের মালিকরা এসে বললেন যে আমরা এই দরে চাল কিনেছি, দুটোর মাঝামাঝি আমরা ২৫ টাকা দর নির্ধারণ করে দিয়েছি।

Shri Bejoy Kumar Banerjee:
আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অত্যন্ত বিনীতভাবে একটা কথা বলছি যে উনি আমাদের কতকগুলি কারণ দেখালেন যে ও'র মতে এখানে চালের কমতি হয়েছে, যার জন্য লোকের কষ্ট হয়েছে। তিনি এক রকম কারণ দেখালেন আর জনসাধারণ, বা আমাদের মত সাধারণ মানুষ বা বাইরের লোকেরা অন্য কারণ বলছে। আমি জিজ্ঞাসা করছি কোন কারণটা ঠিক যার জন্য মানুষের এই কষ্ট হয়েছে আর লক্ষপতিরা কোটিপতি হয়েছে? এর জন্য তিনি কি বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে রাজী আছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমি মাননীয় সদস্যকে বিনয়পূর্বক বলতে পারি যে তিনি যে প্রশ্ন করলেন সেটা অবান্তর।

Dearness allowance for State Government employees

***17.** (Admitted question No. *26.)

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র: অর্থবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কর্মচারীদের নিকট হইতে মহার্ঘ ভাতা সম্পর্কিত কোন মেমোর্যান্ডাম সরকার পাইয়াছেন কি;

(খ) মেমোর‍্যান্ডাম সরকার পাইয়া থাকিলে, সে বিষয়ে সরকার কি সিদ্ধান্ত লইয়াছেন;

(গ) ইহা কি সত্য যে, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী কর্মচারীদের এই মহার্ঘ ভাতার দাবি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; এবং

(ঘ) সত্য হইলে, ঐ প্রতিশ্রুতি কত দিনের মধ্যে কার্যকরী করা হইবে?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

(গ) তিনি বলিয়াছিলেন যে জীবনযাত্রার সূচক যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে এবং সেই সূচক অল্পকালের মধ্যে কমিয়া না যাইলে মহার্ঘভাতা দেওয়ার প্রশ্ন সরকার বিবেচনা করবেন।

(ঘ) যতশীঘ্র সম্ভব।

Shri Kashi Kanta Maitra :

সরকারের কর্মচারীরা এই ধরণের আবেদনপত্র প্রথম কখন দেয়?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:

সেপ্টেম্বর মাসের শেষে।

Shri Kashi Kanta Maitra :

সরকারের নন্-গেজেটেড্ কর্মচারীরা এর আগে কি কোন রকম রিপ্রেজেন্টেসন বা মেমোরেন্ডাম দেয়নি যে আমাদের মহার্ঘ ভাতা দেয়া হোক এবং বেতন রিভাইজ করা হোক?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:

সেপ্টেম্বর মাসের শেষে দুটো অর্গানাইজড এ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে সরকারের হাতে এই-রূপ আবেদনপত্র বিবেচনা করবার জন্য দিয়েছিলেন।

Shri Kashi Kanta Maitra:

আমার প্রশ্নটা ছিল সরকারী কর্মচারীরা এই মহার্ঘ ভাতার দাবী সেপ্টেম্বর মাসেই প্রথম করেছেন, না বহুদিন আগে থেকেই তাঁরা এই দাবী করে আসছেন?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:

১৯৬২ সালে তো কষ্ট অব লিভিং ইন্ডেকস্ ১০ পয়েন্টের বেশী যায়নি।

Shri Kashi Kanta Maitra:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যখন চালের দাম বেড়ে গেছে এবং ইষ্টার্ন জোনে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ২২ পার্সেন্ট বেড়ে গেছে গত কয়েক মাসে তখন সেখানে পশ্চিমবংগ রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের এই দাবী কনসিডার করার জন্য কি আরো সময় লাগা দরকার?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:

সেপ্টেম্বর থেকে তো আরো গুরুতরভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে যাতে আরো শীঘ্র দেয়া যায়।

Shri Nani Bhattacharjee:

মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন যে কষ্ট অব লিভিং ইন্ডেকস্ যথেষ্ট বেড়েছে কিনা—এজন্য আমি বলছি, মাননীয় শঙ্করদাসবাবু যে সময় একথা বলেছিলেন যে তাঁর মতে কষ্ট অব লিভিং ইন্ডেকস্ যথেষ্ট বেড়েছে। আপনি কি মনে করেন কষ্ট অব লিভিং ইন্ডেকস্ যথেষ্ট বেড়েছে কিনা?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:
এটা তো ফ্যাক্টের কথা—আমি বলছি কষ্ট অব লিভিং ইণ্ডেকস্ যে নির্ধারিত হয় তা ২।১ মাসের জন্য নয়, কনটিনিউড এক বছর দু বছর দেখে কষ্ট অব লিভিং ইণ্ডেকস্ বিবেচনা করা হয়। সরকারের মতে নিশ্চয়ই কষ্ট অব লিভিং ইণ্ডেকস্ ১০ পার্সেন্টের বেশী বেড়েছে। সুতরাং এ বছর এ বিষয়টা পুনর্বিবেচনার প্রশ্ন সমীচীন।

Shri Nani Bhattacharjee:
মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন যে সরকারের এমন কোন নীতি আছে কিনা, ধরুন ৬।৭।৮ মাস কষ্ট অব লিভিং ইণ্ডেকস্ একটা জায়গায় থাকলো, তখন বেতন বৃদ্ধির প্রশ্ন আসবে—এরকম কোন নীতি আছে কিনা?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:
১৯৬১ সালে এটা পুনর্বিবেচনা করে করা হয়েছে তাতে একটা নীতি ছিল যে ভবিষ্যতে যদি কষ্ট অব লিভিং ইণ্ডেক্স ১০ পারসেন্টের বেশী বাড়ে এবং সেটা একটা কন্টিনিউড পিরিয়াডে চলে তাহলে হবে। ১৯৬২ সালে ১০ পার্সেন্টের বেশী বাড়েনি, ১৯৬৩ সালে সবে ১০ পার্সেন্টের বেশী বেড়েছে। সুতরাং সরকার নিশ্চয়ই তাদের প্রতিশ্রুতি মত এটা বিবেচনা করছেন।

[12-40—12-50 p.m.]

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:
কষ্ট অব লিভিং ইণ্ডেক্স কোনখান থেকে স্থির করা হচ্ছে?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:
১৯৬১ সালে ১১২ পয়েন্ট যে নির্ধারিত বেস আছে তার উপর ১০ পয়েন্ট বেড়েছে সেটা পূর্ব থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি একথা জানেন যে কষ্ট অব লিভিং ইণ্ডেক্স যেভাবে তৈরী করা হয় সেটা একটা ফ্রড বলে আজকে মোটামুটি স্থিরীকৃত হয়েছে?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:
এটা এই প্রশ্নের সংগে আসে না—ষ্ট্যাটিসটিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বেস থেকে এটা তৈরী করা হয়—এটা ফ্রড কেন হবে—মাননীয় সদস্য যা বল্লেন—এটাকে ফ্রড বলতে আমি অস্বীকার করবো—সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এটা তৈরী হয়।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর মন্ত্রীও একথা উল্লেখ করেছেন যখন বোম্বাইয়ে আন্দোলন হয়। যেভাবে ষ্ট্যাটিসটিক্স তৈরী করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সেটা এখন অবৈজ্ঞানিক ভাবে দাঁড়িয়েছে তা জানেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
মাননীয় সদস্যকে একথা বলা যেতে পারে যে ষ্ট্যাটিসটিক্স সম্বন্ধে যদি কোন ভুল থাকে তা কারেকসনেরও ব্যবস্থা আছে। যদি তাতে ভুল-ভ্রান্তি থাকেও তাহলেও সেই ষ্ট্যাটিসটিক্সের উপর নির্ভর করে আমাদের কাজ করতে হবে। এখানে যদি কোন মাননীয় সদস্য কোন মনগড়া কোন কথা বলেন তাহলে তার উপর তো আমরা নির্ভর করতে পারবো না!

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি একথা জানেন যে এই যেকথা বলছি এটা কোন আমার ব্যক্তিগত কথা নয়—এই প্রসংগ উল্লিখিত হয়েছিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এবং সেন্টারের কোন কোন মন্ত্রী একথা স্বীকার করেছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কেন্দ্রীয় কোন কোন মন্ত্রী একথা স্বীকার করেছেন যে ষ্ট্যাটিসটিক্সের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে —কিন্তু মাননীয় সদস্য যেটা বললেন সেটা স্বীকার করে নেওয়া যায় না। একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নির্ভর করেই পরিসংখ্যান রচিত হয়েছে। মাননীয় সদস্য যে পরিসংখ্যান এখানে উপস্থাপিত করলেন তার ভিত্তি কি আমি জানি না—কাজে কাজেই যতদিন পর্যন্ত আরও ভাল নূতন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এটা রচনা করতে না পারছি ততদিন যা আছে তাই গ্রহণ করতে হবে।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি একথা জানেন যে এই যে পরিসংখ্যান সম্পর্কে যেটার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে তিনি দাবী করছেন আমি শুধু এইটুকু বলছি যে তিনি কি বলতে চাচ্ছেন গত ২।৩ বছরে মাত্র ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এটা মনে করেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা মনে করবার কোন কথা নয়। ১৯৬১ সালে একটা বেসিসের উপর ভিত্তি করে আমরা বেতনের হার নির্ধারণ করেছিলেন এবং তাতে মোটামুটিভাবে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তারপর ১৯৬২ সালে আমাদের জীবনযাত্রার মান বেশী বাড়ে নাই, কিন্তু ১৯৬৩ সালে বাড়তে আরম্ভ করে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে সরকার এখন সমস্ত জিনিস পুনরায় বিবেচনা করছেন।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:

এই যে ১৯৬১ সালে পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে যা গৃহীত হয়েছে, সেটা কি ১৯৩৯ সালের বেস ধরে ১৯৬১ সালে সেটাই নিউট্রালাইজ করেছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখন যেটা ও'রা নির্ধারণ করবেন তার বেস হবে ১৯৬১ সাল। ১৯৬১ সালে অনেক বিষয় বিবেচনা করে সরকার সরকারী কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ করেছেন। সেই বেতন নির্ধারণ করবার পর যদি ১০ পয়েন্ট বেড়ে থাকে তাহলে পুনরায় সেটা সরকার বিবেচনা করতে পারেন। ১৯৬২ সালে ১০ পয়েন্ট বাড়েনি—অর্থ মন্ত্রী বলেছেন ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে বেড়েছে এবং এখন সমস্ত জিনিসটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:

যে প্রসংগ উত্থাপিত হয়েছে তার বেশী তো হতে পারতো। এখন কথা হচ্ছে ১৯৬১ সালে যে বেস ধরলেন সেটা কি ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে যে পরিবর্তন হয়েছে তা কি পরিপূর্ণভাবে নিউট্রালাইজ হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য হয় আমাদের বুঝবার ভুল হচ্ছে না হয় তিনি বুঝতে পারছেন না—আমার বক্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত জিনিস বিবেচনা করে ১৯৬১ সালে আমরা বেতন নির্ধারণ করেছি এবং বেতন নির্ধারণ করার সংগে সংগে আমরা একথাও বলেছি যে যদি বেশ কিছু দিন ধরে ১০ পয়েন্টের বেশী বৃদ্ধি পায় ১৯৬১ সালের তুলনায় তাহলে এ বিষয়ে পুনরায় বিবেচনা করা হবে। ১৯৬২ সালে কোন রকম বৃদ্ধি বিশেষ পায়নি—১৯৬৩ সালের শেষ দিকে বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ পয়েন্ট এবং অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে সব বিবেচনা করছেন—এটা তিনি পূর্বে বলেছেন।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে যেখানে সর্বাপেক্ষা বেশী ডিয়ারনেস এ্যালাউন্স দেওয়া হয় সেখানে এটা স্বীকৃত তথ্য যে শতকরা ৭০ ভাগ থেকে ৮০ ভাগের বেশী কোথাও নিউট্রা-লাইজ হয়নি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমাদের পশ্চিমবংগ সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন সেই নীতিতে তাঁরা স্থির আছেন এবং সেই নীতি অনুসারে তাঁরা কাজ করবেন। বাইরে কি হচ্ছে—না হচ্ছে তা আমাদের বলে কোন লাভ নেই।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:

বাংলাদেশের মধ্যে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বাংলাদেশের মধ্যে বেসরকারীভাবে কোথায় কি হচ্ছে তা এখান থেকে প্রশ্ন উঠে না।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:

আপনি কি একথা বলবেন যে এখন আপনারা পরিপূর্ণভাবে এই সরকারী কর্মচারীদের ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৩ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত যে পরিমাণ জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে নিউট্রালাইজ করবেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নিউট্রালাইজ করবো কোনটা?

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:

মহার্ঘ ভাতা ইত্যাদি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন ১৯৬১ সালের পর যদি ১০ পয়েন্ট বেড়ে থাকে সেটা ৭ দিন বা ১৪ দিন বা এক মাস দুই মাস বাড়লে হবে না সেটা যদি অনেক দিন ধরে চালু থাকে তাহলে সেটা সরকার বিবেচনা করবেন। কাজেই এখন সমস্ত জিনিসটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:

প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা কত দিনের মধ্যে এই বিবেচনাটুকু শেষ করতে সমর্থ হবেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার মনে হয় আগামী বাজেট সেসনের পূর্বেই আমাদের এই বিবেচনাপর্ব শেষ হবে।

Implementation of the West Bengal Foodgrains (Margin of Profit) Control Crder

***18.** (Admitted question No. *27.) **Shri KASHI KANTA MAITRA:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food Department be pleased to state—

(a) what machinery was set up to implement State Governments' margin of profit control order and to see if the provisions were being ignored by the rice traders in general; and

(b) whether the Food Department had examined vouchers and stock books of the rice importers, traders, wholesalers, rice mill owners before the price fixed by the so-called gentlemen's agreement was determined and approved?

being ignored by the rice traders in general; and

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay: (a) By notification issued by Government on 14th October, 1963, all officers of the Directorate of Food of the Food and Supplies Department under the Government not below the rank of an Inspector and all Police Officers not below the rank of a Sub Inspector were authorised to implement the West Bengal Foodgrains

(Margin of Profit) Control Order, 1963. Besides, detailed executive instructions were issued to the officers of this Department and Subdivisional Officers to implement the provisions of the above order.

(b) No.

[12-50—1 p.m.]

Shri Kashi Kanta Maitra:
মন্ত্রীমহাশয় বললেন নট বিলো দি র‍্যাঙ্ক অফ ফুড ইন্সপেকটর। বাংলাদেশে বিশেষকরে মফঃস্বল শহরে ফুড ইন্সপেকটর সাব-ডিভিসনে বোধহয় একজন করে থাকে এবং ডিস্ট্রিক্ট টাউনে বোধহয় ২ জনের বেশী থাকে না। এরকম অবস্থায় আমার প্রশ্ন হচ্ছে সাব-ইন্সপেকটরদের এই পাওয়ার দিলেন না কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
দেওয়া হয়নি একথা মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন। কেন দেওয়া হয়নি এ থেকে সে প্রশ্ন ওঠে না।

Shri Kashi Kanta Maitra: There is a huge fraud of hoax. He cannot implement the Act unless you intend to implement it.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen.:
মাননীয় সদস্য সব জায়গাতেই ফ্রড মনে করছেন।

Shri Kashi Kanta Maitra:
দি ক্যাট উইল কাম আউট অফ দি ব্যাগ। যাহোক, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট যখন মার্জিন অফ প্রফিট কন্ট্রোল অর্ডার চালু করলেন এবং তারপর সো কল্‌ড্ জেন্টেলমেনস্ এগ্রিমেন্ট করলেন তখন সেই এগ্রিমেন্ট রাইসের ন্যূনতম দর ৩২ টাকা এবং ঊর্ধতম দর ৩৫ টাকা করলেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওয়াজ ইট অন দি বেসিস অফ ক্যালকুলেসান মেড ইন দি মার্জিন অফ প্রফিট কন্ট্রোল অর্ডার?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
তা যদি হোত তাহলে দর ৩৫ টাকা দাঁড়াত না, তার বেশী বাঁধতে হোত।

Shri Kashi Kanta Maitra:
মার্জিন অফ প্রফিট কন্ট্রোল অর্ডার-এ আপনারা এ্যাকচুয়াল প্রাইস এবং প্রাইস পার্সেন্টেজ বেঁধে দিয়েছেন প্লাস ২ পার্সেন্ট এবং ক্রেডিট ৫ পার্সেন্ট। আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনারা এই যে ৩২ টাকা রেট বেঁধে দিলেন সেটা কি মার্জিন বেঁধে দিয়ে করলেন, না সেটা এড়িয়ে গিয়ে করলেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমি বলেছি হোলসেলার-রা ১½/২ পার্সেন্ট পাবেন এবং আনা নেওয়ার খরচ বাদে রিটেলার-রা ৭ পার্সেন্ট পাবেন। সেই দর যদি বাড়াতে যাই তাহলে যে সমস্ত হোলসেলার-এর কাছে চাল দিয়ে যে মাল মজুত দিন তাতে ৩৫ টাকা হোত না। আমরা যে জেন্টেলমেন্স এগ্রিমেন্ট করেছি তাতে আমরা যে দাম বেঁধেছি সেটা তার চেয়ে কম বেঁধেছি। এই সময় উড়িষ্যা, নেপাল এবং অন্ধ্র থেকে চাল আসতে আরম্ভ করেছিল এবং তাতে আমাদের ব্যবসাদাররা এই চাল এবং আমাদের চালের মধ্যে মূল্যের ব্যবধান লক্ষ্য করে মনে করল যে তাহলে আমরা ধান কিনে চালকল চালাতে পারব না এবং বিক্রি করতে পারব না। সেই জন্যই তারা জেন্টেলমেনস এগ্রিমেন্ট করতে রাজী হয়েছে। মার্জিন অনুসারে বাঁধতে গেলে এত কমদামে বিক্রি করতে পারত না —আরও বেশী হোত।

Shri Kashi Kanta Maitra:
এই সময় আমরা ডি-হোরডিং মুভমেন্ট করেছিলাম এবং দমদম, কৃষ্ণনগর ও কোলকাতার কয়েকটি অঞ্চলে তখন মিডিয়াম কোর্স চালের দাম ৮৬ নয়া পয়সা হয়েছিল। আপনি কি জানেন ডি-হোর্ডিং মুভমেন্ট করবার সময় চালের দাম ২৭।২৮।২৯ টাকার বেশী ছিল না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

একথা ঠিক নয়। আমি বারে বারে বলেছি এবং পুনরায় বলছি তখন যদি উড়িষ্যা, নেপাল, অন্ধ্র থেকে চাল না আসত এবং কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের চালের বরাদ্দ আরও না বাড়াতেন তাহলে এই জেন্টেলমেনস্‌ এগ্রিমেন্ট রক্ষা করা সম্ভবপর হোত না এবং বাজারে চাল পাওয়া যেত না। আমি বারে বারে বলেছি মার্জিন অব প্রফিট-এর সঙ্গে, এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে হোলসেলার বা রিটেলার-এর কোন সম্পর্ক নেই।

Shri Anadi Das:

মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, জেন্টেলমেনস্‌ এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী এই যে ৩৫ টাকা দর ঠিক করা হয়েছিল এটা তারা জেনেশুনেই করেছিল যে এই দরে তারা চাল পাবেন? এটা পাইকারী দর—খুচরা দর আরও বেশী হবে কাজেই তারা জেনেশুনে এটা করেছিল কিনা যে এই দরে কেউ চাল পাবে না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

৩৫ টাকা খুচরা দর বাঁধা হয়েছিল।

Shri Anadi Das:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি মার্জিন অফ প্রফিট বজায় রেখে পাইকারী দর আরও কম করার কথা চিন্তা করেছিলেন কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা তখন বর্ধমান, বীরভূম, টালিগঞ্জ, ২৪ পরগণা এবং মেদিনীপুরের বহু চালকলের খাতা পরীক্ষা করেছি এবং সেই খাতা পরীক্ষা করে দেখেছি বহু কৃষকের কাছ থেকে এই সমস্ত মিল মালিকরা ২৫।২৬ টাকা এবং একটি সপ্তাহে ২৯ টাকা মন দরে ধান কিনেছিল। কাজেই যে মার্জিন-এর কথা উল্লেখ করেছি সেই অনুসারে বাঁধলে চালের দর ৪৮।৪৯ টাকা হোত।

Shri Sailendra Nath Adhikary:

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন ল' এনফোর্স করলে চালের দর অনেক বেশী হত।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি তা মোটেই বলিনি, পুনরায় বলি—আমাদের এখানে ধানের দর ঠিক ছিলনা, কি দরে মিল মালিকরা ধান কিনবেন তা নির্ধারিত ছিলনা। মিল মালিকদের কাছ থেকে যখন হোলসেলাররা চাল কিনবে সেই সময় মার্জিন অব প্রফিট কত হবে সেটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, ঐ আইনের বলে হোলসেলাররা মিল মালিকদের কাছ থেকে কেনবার পর উঠা নামা বস্তা বন্দী করা, কলকাতায় আনা নেওয়া এই সমস্ত ইন্সিডেন্টাল চার্জ ধরে তার উপর হোলসেলাররা যদি নগদ বিক্রী করে তাহলে দেড় পার্সেন্ট আর ধারে বিক্রী করলে ২ পার্সেন্ট মার্জিন নেবে, কাজে কাজেই সদস্য মহাশয়রা মূল জিনিসটা বুঝতে পাচ্ছেন না যে ধানের মূল্যের উপর চালের মূল্য নির্ভর করে, ধানকল চালের মূল্য বেঁধে দেয়নি, ধানকল থেকে হোলসেলাররা যে দরে কিনবে তার উপর আনা নেওয়ার খরচ ধরার পর ক্যাশে বিক্রী করলে দেড় পার্সেণ্ট আর ধারে বিক্রী করলে দু পার্সেন্ট মার্জিন পাবে। আর যখন হোলসেলারদের কাছ থেকে রিটেইলাররা চাল নিতে যাবে তখন তার আনা নেওয়ার খরচ বাদে বস্তা খরচ বাদে শতকরা ৫ টাকা মার্জিন পাবে, এটাই বেঁধেছি।

Shri Kashi Kanta Maitra:

তাহলে কি আপনি এটাই বলছেন যে ৩২ টাকা এবং ৩৫ টাকা বেঁধে দেওয়ায় অতি মুনাফাকারী, বড় বড় আড়তদার, পাইকারী ব্যবসায়ীরা বহু টাকা লোকসান দিয়ে এগ্রিমেন্ট করেছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বহু ব্যবসায়ীর লোকসান হয়েছে, আগে লাভও হয়েছে। একটা কথা বুঝা উচিত মাননীয় সদস্যদের আমদানী বেশী হলে চালের দাম কমতে বাধ্য। উড়িষ্যা থেকে ১২ হাজার টন না পেয়ে যদি ১ লক্ষ টন পেতাম, তাহলে বাজার দর উঁচু থেকে নামতে বাধ্য হত। সমস্ত জিনিস নির্ভর করে সরবরাহের উপর।

Shri Salindra Nath Audhikari:

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে উত্তরটা দিলেন তাতে একটা জিনিস বুঝা যাচ্ছে, উনি বার বারই বলেছেন যে আমদানী এবং খরচের উপর দাম নির্ভর করে। স্যার, এটা কি? আমি প্রশ্ন করছি আর মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন, উই আর ক্রাইং ইন দি ওয়াইল্ডারনেস। তাহলে কোশ্চেন করা বন্ধ করে দিন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এই প্রশ্নের উত্তর মুখ্যমন্ত্রী কেন দেবেন প্রয়োজন হলে মাননীয় স্মরজিৎবাবুও দিতে পারেন।

Shri Sailendra Nath Adhikary:

আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এটা যখন ৩৫ টাকা মণ দরে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বাঁধলেন, ভদ্রলোকের চুক্তি করলেন, তিনি এখন বললেন তাতে অনেকের লোকসান হয়েছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই তারা লোকসান সহ্য করেও ভদ্রলোকের চুক্তি করলেন, কিন্তু ল' এনফোর্স করলে তার দর চড়িয়ে যেতেন তারা লোকসান সহ্য করতেন না, তাঁর ভাষা থেকে এটাই বুঝা গেল। এটা কি করে সম্ভব? তাদের দর কমাবার আহ্বানে তারা দর কমিয়ে যে লোকসান দিলেন সেটা কি তারা অন্ন-দান তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে এই কাজ করেছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি আগেই বলেছি, আপনি শোনেননি। উড়িষ্যা থেকে নেপাল থেকে অন্ধ্র থেকে চাল আসছিল, দাম অমনিতেই কমত, ২ টাকা থেকে ৬ টাকা কমত, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কিছু চাল পেয়েছি, আমাদের চাল যা ছিল, এই চাল এলে আমরা ৮৫ লক্ষ লোকের চেয়ে আমরা বেশী লোককে দিতে পারতাম, এ সমস্ত বুঝে ব্যবসায়ীরা এবং উৎপাদকরা ভাবল বাইরে থেকে চাল এলে দাম কমতে বাধ্য, এমন সময় আমরা তাদের ডাকি এবং তারা এসে জেন্টেলম্যান'স এগ্রিমেন্ট করে।

Mr. Deputy Speaker: Question time is over.

(1—1-10 p.m.)

Re: Question No. 22

Shri Jamini Bhusan Saha:

এই কোশ্চেন-এর উত্তর আজও লাইব্রেরী টেবিল-এ দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, পুলিশ এ্যাকসান-এ ফায়ারিং-এ মারা গেছে এবং আদিবাসীদের ঘরদোর থেকে উচ্ছেদ করেছে। অনারেবল মিনিষ্টার পরিদর্শন করে এসেছেন। এটা খুব ইমপর্টেন্ট কোশ্চেন—পার্লামেন্ট-এ উঠেছে। আগামী কাল এটাকে ক্যারেড ওভার করা হোক। এটা হচ্ছে এ্যাডমিটেড কোশ্চেন নং ১০১ এবং চীফ মিনিষ্টার-ও আছেন এ্যানসার দিতে।

Shri Jyoti Basu:

এটার কি হবে বলুন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কালকে জবাব দেব।

STARRED QUESTIONS

(to which answers were laid on the Table)

Paddy

***19.** (Admitted question No. *43.)

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস : খাদ্যবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) রাজ্যসরকারের ধান্য কিনিবার কোন পরিকল্পনা আছে কি না; এবং

(খ) পরিকল্পনা থাকিলে, ঐ ধান্য স্থানীয় আঞ্চলিক গুদামগুলিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইবে কি না?

The Minister for Food:

(ক) রাজ্য সরকারের এরূপ কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

(খ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Orissa paddy

***20.** (Admitted question No. *44.)

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস : খাদ্যবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) উড়িষ্যায় ধান্য কিনিবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে কি;

(খ) ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকিলে, তাহা কি;

(গ) উড়িষ্যা-সরকারের সহিত ধান্য কেনা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কোন আলোচনা হইয়াছে কিনা; এবং

(ঘ) আলোচনা হইয়া থাকিলে, সেই আলোচনার ফলাফল কি?

The Minister for Food:

(ক), (খ), (গ) ও (ঘ) রাজ্য সরকার কর্তৃক উড়িষ্যা হইতে ধান্য ও চাউল ক্রয় করিবার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিক্রয়ের জন্য উড়িষ্যা সরকারও ধান্য ও চাউল ক্রয়ের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। তবে 'ইস্টার্ন রাইস জোন স্কীম' মাধ্যমে ব্যবসায়ীগণ উড়িষ্যা হইতে ধান্য ও চাউল আমদানি করিতেছেন।

American wheat

***21.** (Admitted question No. *76.)

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস : খাদ্যবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) আমেরিকা হইতে পশ্চিমবঙ্গের রেশন দোকানের জন্য যে গম আমদানি হইতেছে তাহার কলিকাতা বন্দর পর্যন্ত প্রতি কুইন্টালে কি রেট পড়িতেছে; এবং

(খ) রেশন দোকানগুলিতে ঐ গম কি দামে বিক্রয় হইতেছে?

The Minister for Food:

আমেরিকায় গম ভারত সরকারের মাধ্যমে আমদানী হয় সুতরাং কলিকাতার বন্দর পর্যন্ত উহার আমদানী খরচার সম্বন্ধে কোন তথ্য রাজ্য সরকারের জানা নাই। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের গুদাম হইতে প্রতি কুইন্টাল ৩৭ টাকা ৫১ নয়া পয়সা দরে গম রাজ্য সরকার পাইয়া থাকে।

কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলে গম প্রতি কিলো ৪০ নয়া পয়সা এবং জিলায় ৪৩ নয়া পয়সা দর দরে বিক্রয় হয়।

Public thoroughfare over the Howrah bridge

***23.** (Admitted question No. *132.)

ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী : স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে—

(১) প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার দিকে হাওড়া পুলে এবং হাওড়া পুলের পূর্ব এলাকায় স্ট্র্যান্ড রোড ও মহাত্মা গান্ধী রোডে যানবাহনের ভিড়ে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়; এবং

(২) এই অচল অবস্থার জন্য সহস্র সহস্র যাত্রী মেল, এক্সপ্রেস ও স্থানীয় ট্রেন ধরতে না পারিয়া চরম দুরবস্থায় পড়ে;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) যানবাহনের ভিড় লাঘবের জন্য সরকার কি কি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন;

(২) জনসাধারণের সুবিধার জন্য চাঁদপাল ঘাটে, রামকৃষ্ণপুর ঘাটে, তেলকল ঘাটে, শিবপুর ঘাটে স্টীমার ফেরি পুনরায় চালু করিবার জন্য সরকার বিবেচনা করেন কিনা;

(৩) হুগলী নদীর উপর দ্বিতীয় পুল নির্মাণ করিবার কোন পরিকল্পনা আছে কি না; এবং

(৪) পরিকল্পনা থাকিলে, কোথায় এবং কবে হইবে?

The Minister for Home (Police):

হ্যাঁ।

(১) উক্ত ভীড় লাঘবের উদ্দেশ্যে হাওড়া পুলে ও উহার সংলগ্ন পূর্বদিকের রাস্তা সমূহে সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ঠেলাগাড়ী, গরু ও মহিষের গাড়ী প্রভৃতি মন্থরগতি যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। উক্ত সময় বৃদ্ধি করিবার এবং ট্রেলর সহ লরী ও পেট্রল বাহী লরী সমূহের চলাচল নিষিদ্ধ করিবার একটি প্রস্তাব ও কলিকাতা নগরপালের বিবেচনাধীন আছে। ইহা ছাড়া উক্ত এলাকায় যানবাহন ও মনুষ্য চলাচলের বর্তমান ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও পুনর্বিন্যাসের কয়েকটি পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পরিকল্পনা-গুলি লইয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথা কলিকাতা কর্পোরেশন, সি, এম, পি, ও, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রভৃতির সহিত আলোচনা চালান হইতেছে।

হ্যাঁ।

হ্যাঁ, উক্ত পুল নির্মাণের একটি পরিকল্পনা সি, এম, পি, ও,র বিবেচনাধীন আছে।

প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা প্রিন্সেপ ঘাট ও আউট্রাম ঘাট সন্নিহিত এলাকা উক্ত পুল নির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই নির্মাণ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা এখনই সম্ভব নহে।

Population problem in Calcutta

***24.** (Admitted question No. *133.)

ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী : স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কলিকাতার জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ লাঘব করিবার জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন; .

(খ) বৈদ্যুতিক রেলের দ্বারা পুষ্ট মফঃস্বল এলাকায় কলিকাতার জনগণকে ফিরিয়া যাইতে উৎসাহিত করিবার জন্য সরকার কোন প্রচেষ্টা করিতেছেন কিনা;

(গ) হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনের উপকণ্ঠীয় বৈদ্যুতিক রেল চলাচলের ব্যবস্থা গত কিছুকাল ধরিয়া অত্যন্ত অনিশ্চিত ও অনিয়মিত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা সরকার অবগত আছেন কি না; এবং

(ঘ) অবগত থাকিলে, স্থানীয় রেল পরিবহণের পরামর্শদাতা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার রেল চলাচলের উন্নতির জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন?

The Minister for Home (Transport):

(ক) ও (খ) পরিবহনের পরিপ্রেক্ষিতে, রেলওয়ের শহরতলীশাখাগুলির বৈদ্যুতিকরণের এবং প্রধান প্রধান রাস্তা ও ব্রীজগুলির সংস্কারের প্রকল্পগুলি কলিকাতা হইতে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল সুযোগ সুবিধা জনসাধারণকে শহরতলীতে বনবাস করিতে ক্রমশঃ উৎসাহিত করিবে।

(গ) ও (ঘ) বৈদ্যুতিকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে রেল কর্তৃপক্ষকে সময় অনুসূচী রক্ষা করিতে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। আশা করা যাইতেছে যে শহরতলী শাখাগুলির বৈদ্যুতিকরণের প্রকল্পগুলি সমাপ্ত হইবার পর যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে।

Dearness allowance for State Government employees

***25.** (Admitted question No. *144.)

শ্রীদেবশরণ ঘোষ : অর্থ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত কোনও প্রস্তাব পাইয়াছেন; এবং

(খ) পাইয়া থাকিলে, ঐ প্রস্তাব বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে?

The Minister for Finance:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) প্রস্তাবটি এখনও সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Fixation of the price of rice and paddy

***26.** (Admitted question No. *149.)

শ্রীমনোরঞ্জন বক্সী: খাদ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ধান্য ও চাউলের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং

(খ) মধ্য ও ক্ষুদ্র ধান্য উৎপাদকগণ যাহাতে ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় সে বিষয়ে সরকার চিন্তা করিতেছেন কি?

The Minister for Food:

(ক) ধান্য ও চাউলের উচ্চতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার কোন প্রস্তাব বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ একটি ঘাটতি রাজ্য। কাজেই উৎপাদকগণ যে ফসলের ন্যায্য মূল্য পাইবেন না এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ বর্তমানে আছে বলিয়া সরকার মনে করেন না।

Dengue fever

***27.** (Admitted question No. *152.)

শ্রীমনোরঞ্জন বক্সী : স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, কলিকাতা শহরে ব্যাপকভাবে 'ডেঙ্গু জ্বর'-এর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; এবং

(খ) অবগত থাকিলে—

(১) এ পর্যন্ত কত সংখ্যক ব্যক্তি সরকারী হিসাব অনুযায়ী ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন, এবং

(২) ইহার প্রতিরোধের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন

The Minister for Health:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) (১) কলিকাতার সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে মোট ৪২৭ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হইয়াছিল। যাঁহারা বাড়ীতে নিজেরাই চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা বলা সম্ভব নহে।

(২) এই রোগের প্রতিরোধের জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন—

(ক) বেহালাস্থিত মেরিণ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ছাত্রাবাসে কয়েকজন ছাত্র এই রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ছাত্রাবাসটি সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং এই ছাত্রাবাসের অভ্যন্তরে ও চতুষ্পার্শ্বে ডি ডি টি ছড়ানো হয়।

(খ) স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশান ও রিসার্চে গবেষণার ফলে জানা যায় যে, এই রোগ থাইল্যাণ্ডের হেমারেজিক জ্বর রোগের অনুরূপ এবং ইহা 'এডিস' নামক মশক দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই তথ্য অবগত হওয়ার পরে খিদিরপুর ডক অঞ্চলে ও দমদম বিমান ঘাটির সন্নিকটস্থ এডিস মশকের প্রজনন ক্ষেত্র সমূহে ডি ডি টি ছড়ানো হয়। এই মশকের কলিকাতার অন্যান্য অঞ্চলে প্রজনন ক্ষেত্রগুলির সন্ধান করা হইতেছে এবং এই মশক নিবারণের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইতেছে।

(গ) এই রোগের নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা নাই (স্পেসিফিক ড্রাগ)। কী কী ব্যবস্থা এই রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসার জন্য গ্রহণ করা উচিত তাহা আই, সি, এম, আর, (ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ) মারফত প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

Expenditure for attending the Planning Commission's meeting by the State Government Officials

***28.** ((Admited question ..o. *163.) **Shri A. H. BESTERWITCH:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state how much money was spent for the officers and the Ministers in connection with their visit to New Delhi or attending the Planning Commission's meeting held in the second week of December, 1963?

The Minister for Finance:

T.A. bills have not yet been drawn up or cashed in most cases. The informations are being collected and will be furnished as soon as exact spending is known.

Dhalta and Kasuri

***29.** (Admitted question No. *195.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা : কৃষিবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ও শহরে পাট ও ধান-চাউলের ব্যবসায় উৎপাদক বিক্রেতাকে নানারূপ ঢলতা, কসুরী ইত্যাদি দিতে হয়; এবং

(খ) অবগত থাকিলে, এই প্রকার বেআইনী আদায় বন্ধ করিবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

The Minister for Agriculture:

(ক) হ্যাঁ;

(খ) এই সকল আদায় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বাজার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি বিধেয়ক (বিল) সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Haj pilgrims

***30.** (Admitted question No. *196.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা : স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের প্রতিনিধি হিসাবে হজযাত্রীদের সহিত প্রতি বৎসর কোনও ব্যক্তিকে পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে কি না; এবং

(খ) এই প্রকার ব্যবস্থা থাকিলে, বর্তমান বৎসরে কে এই প্রতিনিধিত্ব সরকারের পক্ষে করিতেছেন ?

The Minister for Home (Political):

(ক) সাধারণতঃ রাজ্য সরকার রাজ্যের হজযাত্রীদের সহিত কোন প্রতিনিধি পাঠান না।

(খ) আগামী ১৯৬৪ হজ-মরশুমে রাজ্য হজ কমিটি এই রাজ্যের হজযাত্রীদের দেখাশুনার জন্য একজন প্রতিনিধি পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীলুৎফল হক, এম. এল. এ. আগামী ১৯৬৪ হজ-মরশুমে রাজ্য হজ কমিটির তরফে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

Advisory Committee of the Berhampore Sadar Hospital

***31.** (Admitted question No. *200.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা : স্বাস্থ্যবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বহরমপুর সদর হাসপাতাল উপদেষ্টা কমিটির সভায় সম্প্রতি সর্বসম্মতভাবে স্থানীয় এম. এল. এ-কে কমিটির সদস্যভুক্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে কি না;

(খ) হইয়া থাকিলে, কোন্ তারিখে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং

(গ) উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন কোন্ তারিখে কমিশনার করেন ?

The Minister for Health:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ৮-১১-৬২ তারিখে।

(গ) উপদেষ্টা কমিটি ৯-৮-৬০ তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য গঠিত হইয়াছিল। উক্ত কমিটি পুনর্গঠনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। নূতন কমিটি গঠনের সময় বিভাগীয় কমিশনার উপদেষ্টা কমিটির প্রস্তাবটি বিবেচনা করিবেন।

Fixation of the price of rice

***32** (Admitted question No. *229.)

শ্রীনিখিল দাস : খাদ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) চালের দাম বাঁধিয়া দিয়া তাহা কার্যকরী করিবার জন্য সরকার কি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে চালের সর্বোচ্চ দর কত টাকায় বাঁধিবার পরিকল্পনা সরকারের আছে,

(গ) চালের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি; এবং

(ঘ) চালের দাম সারা বৎসর একই রকম রাখার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

The Minister for Food: — W..

(ক) ও (খ) ধান্য ও চাউলের উচ্চতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার কোন প্রস্তাব বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

(গ) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

(ঘ) উপরিলিখিত (ক) ও (খ) প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

Fixation of the price of paddy

***33.** (Admitted question No. *230.)

শ্রীনিখিল দাস : কৃষিবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) ধানের নিম্নতম দাম বাঁধিয়া দিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে নিম্নতম দাম কত হইবে, এবং

(গ) ধানের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

The Minister for Agriculture:

(ক) ধানের নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার কোন প্রস্তাব বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

(খ) এ প্রশ্ন উঠে না।

(গ) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

Police firing at Maniktala

***34.** (Admitted question No. *232.) **Shri Nikhil Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(a) the reason of firing by police in the village of Maniktala in Ichapur area of 24-Parganas on 29th November 1963, which caused deaths to Charu Oraon and Gayatri Das and fatal injuries to many others;

(b) whether any enquiry has been made by Government into that firing incident;

(c) if so, the report of the enquiry;

(d) whether it is a fact that the firing was unwarranted; and

(e) if so, what steps have been taken by the Government in this matter?

The Minister for Home (Police):

(a) to (e)

On the 29th Nov., 1963 the Officer-in-Charge, Noapara Police Station along with 2 Sub-Inspectors and a Police force went to Maniktala in Ichapore area, P.S. Noapara, to assist the court Bailiff in delivering vacant possession of some land to a decree-holder under order of the Munsiff, 3rd Court, Sealdah, in a title suit.

The Police had to open fire on being attacked by the tribals. As a result one tribal named Shri Charu Oraon and a girl named Gayatri Das were killed.

An executive enquiry into the firing has been held by the S.D.O., Barrackpore. A case has also been started in court by the mother of the deceased girl Gayatri.

As the matter is now sub judice it is not possible to say anything more at this stage.

Theft of National Library books

***35.** (Admitted question No. *249.)

শ্রীঅশ্বিনী রায় : স্বরাষ্ট্র (পুলিস) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, আলিপুরস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার হইতে মূল্যবান পুস্তক গ্রন্থাদি অপহৃত হইয়াছে; এবং

(খ) সত্য হইলে—

(১) অপহৃত পুস্তক ও গ্রন্থাদির সংখ্যা ও মূল্য কত, এবং

(২) উক্ত পুস্তক ও গ্রন্থাদি উদ্ধারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন?

The Minister for Home (Police):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) (১) চুরি যাওয়া পুস্তক এবং গ্রন্থাদির সঠিক সংখ্যা এবং মূল্য এখনও পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায় নাই কারণ এ বিষয়ে চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ এখনও বাকী আছে। (২) ৩২ খানি চুরি যাওয়া বই, যাহার মোট মূল্য প্রায় ১০০০ টাকা, এ পর্যন্ত উদ্ধার করা হইয়াছে। বাকী পুস্তক ও গ্রন্থাদির উদ্ধারের জন্য পুলিশ নানাভাবে চেষ্টা করিতেছে।

Emergency Water Supply Scheme

***36.** (Admitted question No. *258.)

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় : উন্নয়ন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সি, এম, পি, ও, পরিকল্পিত "জরুরী জলসরবরাহ পরিকল্পনার" মধ্যে কোন্ কোন্ এলাকা অন্তর্ভুক্ত আছে;

(খ) উক্ত প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে; এবং

(গ) কবে নাগাদ পরিকল্পনার কাজ শুরু করা হইবে?

The Minister for Development:

(ক) নিম্নলিখিত এলাকাসমূহ এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

(১) **করপোরেশন এলাকা:**

১। টালিগঞ্জ
২। চন্দননগর

(২) **মিউনিসিপ্যাল এলাকা:**

১। কাঁচড়াপাড়া
২। নৈহাটী
৩। উত্তর ব্যারাকপুর
৪। ব্যারাকপুর
৫। টিটাগড়
৬। পানিহাটী
৭। খড়দহ
৮। বারাসত
৯। বজবজ
১০। বারুইপুর
১১। রাজপুর
১২। বৈদ্যবাটী
১৩। শ্রীরামপুর
১৪। কোৎরঙ
১৫। হাওড়া

(৩) **মিউনিসিপ্যাল বহির্ভূত এলাকা:**

(১) পাচুর (২) হালতু (৩) গড়ফা (৪) যাদবপুর (৫) সন্তোষপুর (৬) বাঁশদ্রোনী (৭) পূর্ব পুটিয়ারী (৮) নাঙ্গী (৯) দেউলপাড়া (১০) নিউ ব্যারাকপুর (১১) নবগ্রাম কলোনী (১২) ফোর্ট গ্লস্টার (১৩) উলুবেড়িয়া (১৪) গাউড়িয়া।

(খ) পরিকল্পনার কার্যভার--টালীগঞ্জ এলাকার জন্য কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর উপর এবং অন্যান্য এলাকার জন্য পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। উক্ত সংস্থা পাইপ, পাম্প, ইত্যাদি সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতেছে এবং আংশিকভাবে ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে। পাম্প হাউস ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার জন্য যথাসম্ভব মিউনিসিপ্যালিটির নিজস্ব জমি নির্বাচন করা হইয়াছে এবং প্রয়োজনমত জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

এই মাসের মধ্যেই কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

Cholera

***37.** (Admitted question No *260.)

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়: স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬১, ১৯৬২ এবং ১৯৬৩-এর নবেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে কলেরা আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা কত;

(খ) বর্তমান বৎসরে ব্যাপক আকারে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ কি; এবং

(গ) উহা প্রতিরোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল?

The Minister for Health :

(ক) বিবরণী ক এতৎসহ উপস্থাপিত হইল।

(খ) নদীর জল দূষিত হওয়াই অসময়ে এই রোগ বিস্তারের মুখ্য কারণ বলিয়া মনে হয়। তবে এ বিষয়ে সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে।

(গ) বিবরণী খ এতৎসহ উপস্থাপিত হইল।

Statement referred to in reply to clause (ka) of starred question no. 37

Statement showing the Deaths from Cholera throughout the State West Bengal during the years 1961 to November, 1963.

Serial No	Name of the District	Death 1961	Death 1962	Death 1963 (up to Nov.)
1	Burdwan	55	125	163
2	Birbhum	39	31	75
3	Bankura	21	36	24
4	Midnapore	105	504	391
5	Hooghly	57	56	205
6	24 Parganas	472	472	748
7	24 Parganas	577	931	1,583
8	Nadia	10	2	155
9	Murshidabad			727
10	West Dinajpur			.
11	Jalpaiguri			
12	Malda	2		67
13	Cooch Behar			8
14	Darjeeling	.	.	..
15	Purulia	..	..	..
16	Calcutta	1,110	865	1,496
	Total	2,439	3,022	5,621

Statement referred to in reply to clause (Ga) of starred question No. 37.

গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পৌর এলাকায় কলেরার প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিক মহাশয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদে এই রোগ প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্যকৃত্যক অধিকার মুর্শিদাবাদের স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে একজন প্রধান মহামারী বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে ৬ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ১১টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সংস্থা ও ৫।৭ জন স্বাস্থ্য সহকারীকে মহাকরণ এবং বিভিন্ন জেলা হইতে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। উপরন্তু স্বাস্থ্যকৃত্যক মহাশয় পর্যন্ত সেখানে

সমবেত হন। উপদ্রুত অঞ্চলের প্রতিটি থানায় এক একজন অভিজ্ঞ কর্মীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যাপক প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য জিয়াগঞ্জ পৌর এলাকায় বেলডাংগা থানার শক্তিপুর ও নওদা থানার পাটকাবাড়ী অঞ্চলে তিনটি জরুরী অস্থায়ী হাসপাতাল খোলা হয়। এই জেলার ৪৬টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২৮টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সংস্থা ও ২২৬ জন স্বাস্থ্য সহকারী একযোগে কলেরা মহামারী নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত ছিলেন। নদীর জল ব্যবহার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ জেলায় ১০০টি জরুরী নলকূপ খননের ব্যবস্থা করেন। স্বাস্থ্য কর্মীরা অন্যান্য প্রতিষেধক ব্যবস্থাদির সঙ্গে সঙ্গে কূপ পুষ্করিণী প্রভৃতি পরিশোধনের ব্যবস্থা করেন।

মালদহ জেলাতে একজন প্রধান অভিজ্ঞ মহামারী বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ৫টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সংস্থা ও ১৫জন স্বাস্থ্য সহকারীকে মহামারী প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। মালদহে ৪০টি ও নদীয়ায় ৫০টি জরুরী নলকূপ খননের ব্যবস্থা করা হয়।

কলেরা রোগ যাহাতে অন্যান্য এলাকায় ছড়াইয়া না পড়ে সেজন্য গংগার তীরবর্তী জেলাগুলির স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়। এইসব জেলাগুলিতে গংগার উভয়তীরে অবস্থিত অন্ততঃ দুই লক্ষ লোককে গ্রামগুলিতে অবিলম্বে ব্যাপকভাবে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে উক্ত জেলাসমূহে যদিও পরিস্থিতি ... কিছু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তথাপি অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যাইতে পারে নাই।

Dearness allowance for the State Government employees

*38. (Admitted question No *264)

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়: অর্থ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি -

(ক) পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারিগণের মাগ্গীভাতা বৃদ্ধির জন্য সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করিতেছেন কি

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে কবে নাগাদ এ বিষয়ে ব্যবস্থা গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়; এবং

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বিধবা ও নাবালক সন্তানদের জন্য পেনসন পরিকল্পনার অনুরূপ কোন পরিকল্পনা এ রাজ্যে গ্রহণের কথা সরকার চিন্তা করিয়াছেন কি?

The Minister for Finance:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) যত শীঘ্র সম্ভব।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষিত পরিকল্পনা অনুরূপ কোন পরিকল্পনা গ্রহণের কথা রাজ্য সরকার এখনও চিন্তা করেন নাই। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা সরকারী সূত্রে পাওয়া গেলে অনুরূপ কোনও পরিকল্পনার কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

Dearness allowances for the State Government employees

*39 (Admitted question No *268) **Shri Gour Chandra Kundu:** (a) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state whether Government of West Bengal has decided to introduce the Dearness allowances (D.A.) of all State Government employees?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, (i) from what date it will be given effect to; and (ii) at what rate?

The Minister for Finance:

(a) No. The question is, however, under the consideration of the State Government.

(b) Does not arise.

Chilahati mouza of Berubari union

***40.** (Admitted question No. *275.)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান : স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) ইহা কি সত্য যে, ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ভারত-সরকারকে জানাইয়াছিলেন যে, চিলাহাটি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়, রাজ্যসরকার ইহা মানিয়া লইয়াছেন;

(খ) (ক)-এর উত্তর হ্যাঁ হইলে, এই সংবাদ রাজ্যসরকার কি কোথাও প্রকাশিত করিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়া থাকিলে তাহা কোথায় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং

(গ) প্রকাশ করিয়া থাকিলে, রাজ্যসরকারের এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণ কি?

The Minister for Home (Political): Matters relating to the implementation of the Constitution (9th Amendment) Act, 1960, demarcation work in South Berubari Union No. 12 and alleged transfer of Chilahati to Pakistan are subjudice now

Calcutta Circular Railway

***41.** (Admitted question No. *278.)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান : স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) কলিকাতায় সার্কুলার রেলওয়ে নির্মাণের প্রকল্প কি মঞ্জুরি লাভ করিয়াছে,

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাইবেন কি ঐ প্রকল্পের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে; এবং

(গ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর "না" হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাইবেন কি, কোন্ কোন্ কারণের জন্য প্রকল্পটি মঞ্জুরি লাভ করিতে পারিতেছে না?

The Minister for Home (Transport):

(ক) না।

(খ) ওঠে না।

(গ) বিষয়টি এখনও সি. এম. পি. ও. রেলকর্তৃপক্ষ, কলিকাতা পোর্ট কর্তৃপক্ষের যুক্তভাবে পরীক্ষাধীনে আছে।

Bus-service up to Bag Anchra in Santipur police-station

***42.** (Admitted question No. *290.)

শ্রীকানাই পাল : পূর্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, নদিয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার অন্তর্গত শান্তিপুর থানার অধীন বাগ আঁচড়া পর্যন্ত যে বাস সার্ভিস চালু আছে সেই বাস বাগ আঁচড়

পর্যন্ত যায় না এবং ইহার ফলে অনেকগুলি অঞ্চলের জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে; এবং

(খ) অবগত থাকিলে, এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

The Minister for Irrigation and Waterways:

(ক) হ্যাঁ, রানাঘাট হইতে শান্তিপুর হইয়া বাগ আঁচড়া পর্যন্ত যে বাস সার্ভিস আছে, সেই বাস সুত্রগড় উচ্চবিদ্যালয় পর্যন্ত চলাচল করিতেছে কারণ ঐ স্থান হইতে বাগ আঁচড়া পর্যন্ত রাস্তা কাঁচা এবং বাস চালনার অনুপযুক্ত।

(খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে।

Purchase of machineries by the Durgapur Industries Ltd.

*43 (Admitted question No *298.) **Dr. Kanai Lal Bhattacharyya:** Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Development Department be pleased to state—

(a) whether the Government had purchased machineries from Skoda Company of Chekoslovakia recently for Durgapur Industries Ltd ;

(b) if so, the cost of the machineries;

(c) whether these purchases had been made after inviting tenders or by private negotiations;

(d) whether the Government is aware that this Company had paid a commission to the tune of Rs 8,00,000 to a few State and Union Government officials for successful negotiation of the deal, and

(e) if it is a fact that the special police is making an investigation over the entire deal?

The Minister for Development:

(a) The Durgapur Projects Limited with the approval of the Government placed orders with M/s Skoda (India) Ltd in 1963 for complete installation of a cyclonetype Washery at Durgapur.

(b) The total cost of installation of a complete Washery including supply of all machineries, equipments, etc., their erection and associated civil works including putting the plant into commission will be Rs 2,42,87,543, out of which the value of machineries and equipment both indigenous and foreign together is approximately Rs 132 lakhs. £77,106 is the total foreign exchange requirement.

(c) Global tenders were invited. Orders were placed on the basis of lowest quotation and there was no private negotiation.

(d) Government is not aware of payment of any commission by the Company for securing this order or for successful negotiations of the deal.

(e) Government has no such information.

UNSTARRED QUESTIONS

(to which written answers were laid on the Table)

Handling agents of F. P. Shops for rice

37. (Admitted question No. 28.) **Shri Kashi Kanta Maitra:**

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি -

(ক) বর্তমানে এ রাজ্যে খাদ্য দপ্তরের ন্যায্যমূল্যের চাউলের দোকানে চাউল সরবরাহকারী হ্যান্ডলিং এজেন্ট কারা এবং কি কি শর্তে তাদের নিয়োগ করা হয়;

(খ) ইহা কি সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকারের গুদাম হইতে ন্যায্যমূল্যের দোকানদারদের সরবরাহ করার জন্য কোন হ্যান্ডলিং এজেন্টের প্রয়োজন হয় না কিন্তু সম পরিমাণ চাউল সেই ন্যায্যমূল্যের দোকানে সরবরাহ দিবার জন্যই রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের হ্যান্ডলিং এজেন্ট নিয়োগ করা হয়, এবং

(গ) সত্য হইলে, এর কারণ কি?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) এ রাজ্যে খাদ্য দপ্তরের ন্যায্যমূল্যের চাউলের দোকানে চাউল সরবরাহকারী কোন হ্যান্ডলিং এজেন্ট নাই।

(খ) এবং (গ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Statement of the Chief Minister of Orissa on the rate of rice purchased by West Bengal

38. (Admitted question No. 31) **Shri Kashi Kanta Maitra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Supplies **Department be** pleased to state—

(a) if the attention of the Government has been drawn to the recent statement by the Chief Minister of Orissa that Orissa rice purchased by the rice traders and importers of West Bengal from Orissa at Rs 16 (sixteen) per maund has been sold at Rs. 32 per maund under the cover of so-called Gentlemen's Agreement of October, 1963;

(b) if the Food Department have made any enquiry into the matter since then and have taken steps against these traders who thus violated the margin of profit control order promulgated by the State Government; and

(c) while announcing the so-called Gentlemen's Agreement during October last (1963) whether the State Government took any steps to verify the price of Orissa rice per maund at which the same were purchased by rice traders in West Bengal?

The Minister for Food and Supplies: (a) The attention of the West Bengal Government was drawn to the statement in question of the Chief Minister, Orissa. A copy of the rejoinder issued to the Press by this Government is enclosed.

(b) Does not arise.

(e) No.

Statement referred to in reply to clause (a) of unstarred question No. 38.

Amrita Bazar Patrika:..15-11-63.

RICE PRICE IN ORISSA

Sir,

The attention of the Government of West Bengal has been drawn to the editorial comment in the "Amrita Bazar Patrika" of Monday (November 11) to the effect that "while consumers in West Bengal are paying Rs. 32 per maund of Orissa rice, it is, according to the Chief Minister of that State, actually selling at Rs 17 per maund there ".

According to the information available to date, the ruling price of rice in Orissa is much higher than Rs. 17 per maund, and during the second and third weeks of October, 1963, it was varying between Rs 22 and Rs. 26 per maund in that State Later on, it varied between Rs 28 and Rs. 30 per maund in some places

The State Government is also not aware of any statement having been made by the Chief Minister of Orissa relating to the sale of rice in that State at Rs. 17 per maund. As a matter of fact, the Orissa Government has represented to this Government the difficulties of Orissa traders in the matter of sale of rice in West Bengal even at the "agreed rate" of Rs 32 per maund. In case of rice being available for procurement in Orissa at Rs. 17 per maund the State Government would always be willing to purchase on Government account any quantity that the Orissa Government would be able to offer at that rate.

A. K. MUKHERJI,
Deputy Director of Publicity, West Bengal
Government, Calcutta.

Expenditure for the Cabinet Meeting held at Taki, Kalimpong, etc.

39. (Admitted question No. 57.) **Shri Birendra Narayan Ray:**

অর্থ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) টাকী কালিম্পঙ, কার্শিয়াং ও দীঘায় মন্ত্রিসভার যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার কোন্‌টি কত দিন চলিয়াছিল, এবং

(খ) ঐ বৈঠকের জন্য কোন্‌টিতে কত খরচা হইয়াছে?

The Minister for Finance:

(ক) টাকী—এক দিন, কালিম্পং এক দিন; কার্শিয়াং এক দিন এবং দীঘা এক দিন।

(খ) টাকী—৩০০ টাকা ৭১ নঃ পঃ, কালিম্পং ৩,৮৮৯ টাকা ১৫ নঃ পঃ, কার্শিয়াং ৩,৮২৮ টাকা ৪৬ নঃ পঃ; দীঘা—২,২২৭ টাকা ৯৪ নঃ পঃ।

Expenditure for Vinobaji in West Bengal

40. (Admitted question No. 66.) **Shri Birendra Narayan Ray:**

গত ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সালের ৭৫৬ নং (এ্যাডমিটেড প্রশ্ন ১২০০) প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করিয়া স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) উক্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে কি না; এবং

(খ) সংগ্রহ হইয়া থাকিলে, তাহা কি?

The Minister for Home (Publicity):

(ক) সংগৃহীত হইয়াছে।

(খ) দুইটি বিবরণী প্রদত্ত হইল।

Statement referred to in reply to clause (Kha) of unstarred question No. 40

জিলাওয়ারী খরচের হিসাব

বাঁকুড়া:		টাকা পঃ
সরকারী গাড়িতে পেট্রোল, মোবিল বাবত	...	৫৮৫·৭৮
অন্যান্য গাড়ি বাবত	.	৫৯·২৫
স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারীদের রাহা খরচ	..	৭৩·০৫
		৭১৮·০৮
নদীয়া:		
রাহা খরচ		৮৪ ৩৭
ভাতা	...	৪৭·৫০
ডাক খরচ	.	৫ ৩২
পেট্রোল		১,৫৪৪ ৮৫
অন্যান্য যানবাহনের খরচ		২৮ ৪০
		১,৭১০ ৪৪
মালদহ:		
পেট্রোল		৩,২৫৭·০০
		৩,২৫৭·০০
বর্ধমান:		
পেট্রোল ও যানবাহন খরচা		১,৬৫২·৪৫
		১,৬৫২·৪৫

		টাকা পয়সা
হুগলি ঃ		
পেট্রোল	...	১,৫১৭·০৯
		১,৫১৭·০৯
চব্বিশপরগনা ঃ		
সরকারী লঞ্চ-এর জন্য পেট্রোল মোবিল ইত্যাদি	..	১১,৩৩৭·৩৪
পেট্রোল	...	১,৪১৭·৯৫
		১২,৭৫৫·২৯
মেদিনীপুর ঃ		
পেট্রোল	.	৫৮০·৭৫
		৫৮০·৭৫
মুর্শিদাবাদ ঃ		
পেট্রোল ও মোবিল	...	১,৫১৮·৫২
পরিবাহন খরচ	.	৬৯·০০
রাহা খরচ	...	১১·৮০
		১,৫৯৯·৩২
হাওড়া ঃ		
পেট্রোল		২৯৭·০৫
		২৯৭·০৫
পশ্চিম দিনাজপুর ঃ		
মোট খরচ	...	২,৭৫৮·০০

বিশেষ দ্রষ্টব্য--কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া এবং দার্জিলিঙ জেলায় কোন খরচ হয় নাই।

রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে আচার্য বিনোবা ভাবের কলিকাতা থাকাকালীন খরচ :

		টাকা পঃ
লাউডস্পীকারের ব্যবস্থা	...	৪,৪৮৫·০০
ময়দানের সভার জন্য বেড়া দেওয়া, মঞ্চ নির্মাণ, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি	...	৯,১৬৮ ০০
ফুল ও মালা	..	৯·০০
টেলিফোন ও ইলেক্ট্রিকের ব্যবস্থা	.	১,৩৩৮ ০০
সাজসজ্জা (কলিকাতার রবীন্দ্র সরণিস্থ শিবির এবং অন্যান্য প্রার্থনা সভার জন্য মঞ্চ এবং ফটক তৈয়ারি, টেবিল ও চেয়ার সরবরাহ ইত্যাদি)	.	১৬,০৪৩·১৮
বিনোবাজী ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে খাদ্যাদি পরিবেশনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ অভ্যর্থনা সমিতিকে অনুদান	.	১০,০০০ ০০
উপনিমিত্ত খরচ		২,০০০·০০
		৪৩,০৫৩·১৮

Production of fish in Murshidabad district

41. (Admitted question No. 67.) **Shri Birendra Narayan Ray:**

মৎস্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলায় গত তিন বৎসরের প্রতি বৎসরে কত মণ মাছ উৎপাদন হয়;

(খ) ঐ তিন বৎসরের প্রতি বৎসর কত মণ মাছ (১) জেলার বাহিরে ও (২) কলিকাতায় রপ্তানি হয়; এবং

(গ) উক্ত জেলায় মৎস্যচাষের উন্নতির জন্য গত পাঁচ বৎসরে সরকার হইতে কত খরচ করা হইয়াছে?

The Minister for Fisheries:

(ক) গড়ে প্রতি বৎসরে প্রায় ৪৮,৬০০ মণ বা ১৭,৯৮,২০০ কিলোগ্রাম।

(খ) গড়ে প্রতি বৎসরে প্রায় ২৩,৪০০ মণ বা ৮,৬৫,৮০০ কিলোগ্রাম মাছ ঐ জেলার বাহিরে রপ্তানি হয়। উহার মধ্যে ১৫,১২০ মণ বা ৫,৫৯,৪৪০ কিলোগ্রাম মাছ কলিকাতায় পাঠানো হয়।

(গ) ১৯৫৮-৫৯ সন হইতে ১৯৬২-৬৩ সন পর্যন্ত এ বাবত ১,৬২,৭৫১ টাকা খরচ করা হইয়াছে।

Tubewells in Midnapore district

42. (Admitted question No. 79.) **Shri Ananga Mohan Das:**

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--

(ক) ১৯৬৩ সালের রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমে মেদিনীপুর জেলায় কতগুলি থানার কতগুলি নলকূপ নূতন হইয়াছে এবং কতগুলি রিসিংকিং করা হইয়াছে;

(খ) এই জেলায় অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে এমন নলকূপের সংখ্যা বর্তমানে কত; এবং

(গ) ঐ সমস্ত অকেজো নলকূপগুলিকে অবিলম্বে মেরামত করিবার কোন ব্যবস্থা সরকার করিতেছেন কি না?

The Minister for Health:

(ক) উক্ত জেলায় ২৭টি থানায় মোট ১৬১টি নলকূপ নূতন হইয়াছে ও ১৫৬টি নলকূপ রিসিংকিং করা হইয়াছে।

(খ) ৯০৩।

(গ) প্রতিবৎসরই রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম-এর অধীন বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ সাপেক্ষ প্রতি ৪০০ জনে ১টি ও প্রতি গ্রামে অন্তত ১টি জলউৎস স্থাপনের প্রচলিত নীতি অনুযায়ী অকেজো নলকূপগুলির পুনর্খনন করা হইয়া থাকে। উক্ত নিয়মানুযায়ী বর্তমান বৎসরে মেদিনীপুর জেলায় মোট ২১৬টি অকেজো নলকূপের পুনর্খনন সরকার কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে।

Indo-Pak Border incidents

43. (Admitted question No. 86.) **Shri Ananga Mohan Das:**

স্বরাষ্ট্র (রাজনীতি) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--

(ক) ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তান সীমান্তের কোন্ কোন্ জেলায় কয়টিস্থানে পাকিস্তানীরা হামলা করিয়াছে;

(খ) এই ব্যাপারে কয়জন ভারতীয় হত, আহত বা অপহৃত হইয়াছে; এবং

(গ) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিকগণের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং লুণ্ঠিত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য কত?

The Minister for Home (Political):

১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে ৩০এ নভেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে (ক), (খ) এবং (গ) প্রশ্নের যাবতীয় তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত বিবরণীতে দেওয়া হইল। সরকারের নিকট যে সমস্ত তথ্যাদি রহিয়াছে তাহার ভিত্তিতে ক্ষতির পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভবপর নয়।

Statement referred to in reply to clauses (ka), (kha) and (ga) of the unstarred question No 48.

Particulars of border incidents for the period from 1st January, 1963 to 30th November, 1963.

Names of districts.	Number of incidents.	No. of Indian nationals Killed.	Injured.	Kid-napped.	Loss of cattle.	Loss of other properties
24-Parganas ..	10	..	..	8 (One subsequently returned.)	32	One boat with 43 maunds of paddy, one rifle with butt and plough.
Nadia ..	24	..	1	1	208	Utensils, two cycles, radio gramophone, ornaments, clothes, one pistol and grass.
Murshidabad	7	..	..	9	318	One boat and fishing net
Malda .	15	..	..	5 (Three subsequently released.)	86	One yoke and harrow, standing paddy and five boats.
West Dinajpur	45	..	12	2 (One subsequently released.)	283	Cash, ornaments and other articles, one cart, one wrist watch clothes, ploughs, utensils and cycles
Jalpaiguri ..	14	..	..	.	61	One Singer machine, cash, clothes, ornaments and utensils, one steel trunk containing garments and silver ornamets.
Cooch Behar ..	17	1	4	3 (One subsequently released.)	154	Cash ornaments, clothes, utensils, gramophone and one cart loaded with jute.
Darjeeling ..	1	..	..	..	..	Pebbles and stones.
	133	1	17	28 (6 subsequently released.)	1,142	

Lockgate at Masagram

44. (Admitted question No. 90.) **Shri Sudhir Chandra Das:**

গত ৮ই আগস্ট, ১৯৬৩, তারিখে প্রদত্ত অতারকিত ৩৫০নং (অ্যাডমিটেড প্রশ্ন ৫০৪) প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করিয়া সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) উক্ত মশাগ্রাম লকগেট নির্মাণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে কি না;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহা হইলে, (১) ঐ লকগেট নির্মাণের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছে; এবং

(২) ঐ কাজের জন্য কন্ট্রাক্টর নিযুক্ত হইয়াছে কি না?

The Minister for Irrigation and Waterways:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) (১) রেগুলেটর সহ ঐ লকগেটের জন্য কাঁথি বেসিন জলনিকাশী প্রকল্পে ৬,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ আছে।

(২) না।

Contai Subdivisional Hospital

45. (Admitted question No. 93.) **Shri Sudhir Chandra Das:**

স্বাস্থ্যবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-

(ক) প্রস্তাবিত কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি বাবতে কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে;

(খ) প্রস্তাবিত কাঁথি মহকুমা হাসপাতালের সহিত সংক্রামক ব্যাধির কোন্ কোন্ ওয়ার্ড থাকিবে; এবং

(গ) যক্ষ্মারোগীর কয়টি শয্যা থাকিবে?

The Minister for Health:

(ক) (১) জমি সংগ্রহের জন্য ১৩,৪৭৪ টাকা এবং (২) হাসপাতাল গৃহ ও কর্মীদের আবাসগৃহ নির্মাণকার্যের জন্য ১৩,০৭,০০০ টাকা। মোট ১৩,২০,৪৭৪ টাকা।

(খ) কলেরা এবং বসন্ত রোগের ওয়ার্ড থাকিবে।

(গ) কোন শয্যা থাকিবে না।

Tubewells in Contai police-station

46. (Admitted question No. 95.) **Shri Sudhir Chandra Das:**

স্বাস্থ্যবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কাঁথি থানায় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ১৯৫৭ সাল হইতে এ পর্যন্ত মোট কয়টি নলকূপ কোন্ কোন্ স্থানে বসিয়াছে; এবং

(খ) ঐ নলকূপগুলির মধ্যে কয়টি বর্তমানে চালু অবস্থায় আছে?

The Minister for Health:

(ক) মোট নলকূপের সংখ্যা ২৪০। স্থানের বিস্তৃত বিবরণী এই সঙ্গে উপস্থাপিত হইল।

(খ) ২২২টি।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 46

U.B. No. (1)	Village (2)	No. of tubewells sunk or resunk (3)	Remarks (4)
5	Purba Amtalia	.. 1	
11	Samharibarh	.. 1	
17	Basantia A.G. Hospital	.. 1	Choked
19	Aladharput	.. 1	
11	Nayaput Jr. High School	.. 1	
12	Majilaput Jilapara	.. 1	
9	Biswanathpur, Bamunpara	.. 1	
11	Amantarouthbarh	.. 1	
19	Paikbarh	.. 1	
7	Kamarda	.. 1	
1	Sijua	.. 1	
2	Harina	.. 1	
3	Kalinagar ferrighat	. 1	
2	Rania	. 1	
3	Kharipukuria (Harisava)	. 1	Choked
4	Aorai near Bisui house	.. 1	
5	Challuveri	.. 1	
20	Barasubarnanagar	.. 1	Choked
9	Junbari	1	
9	Bangobindapur near U.P. School	. 1	
1	Panchish batia	.. 1	Choked
5.	Dhoba beria	1	
1	Hatiari	. 1	
7	Ludha, Barihpara	. 1	Choked
5	Hazichak	.. 1	Choked
5	Barchandirati	.. 1	
17	Satiabad (H.E. School)	.. 1	
2	Kumirda	1	Choked
3	Nachimda Sitalamandir	.. 1	
10	Bohalia U.P. School	.. 1	Choked
8	Haipur	.. 1	
4	Namaldiha hat	. 1	
4	Durgapur School	.. 1	
5	Dakshin Amtalia	.. 1	
1	Panihara	.. 1	
7	Taldah	.. 1	
6	Barchunpara	.. 1	
9	Biswanthpur-Jilapara	.. 1	
18	Mohisugot	.. 1	
19	Bara Bantalia	.. 1	
19	Sarsa School	.. 1	
20	Bankiput	.. 1	
17	Mohammadpur	.. 1	
11	Kamarput	.. 1	
7	Poshim Kamarda	.. 1	Choked
8	Dhaugon	.. 1	
11	Rosulpur	.. 1	

U.B. No. (1)	Village (2)	No. of tubewells sunk or resunk (3)	Remarks (4)
11	Daudpur	1	Choked
12	Bhaudu Basan	1	
15	Contai A.G. Hospital	1	
10	Pichabanihat	1	
8	Satmilbazar	1	
12	Damodarpur	1	Choked
16	Mohammadpur	1	
19	Uttar Kadua	1	
1	Amratalia	1	
1	Bamunia	1	
1	Parulia	1	
1	Baruni Fata Pur	1	
2	Harigachia	1	
2	Dakshin Kaucheswar	1	
2	Dakshin Nischinta	1	
2	Kadua	1	
2	Sewlibarh	1	
2	Ghat Khangurguribarh	1	
5	Banamalibaria	1	
7	Tatkapur	1	
7	Raghunandanpur	1	
7	Dhouriabarh	1	Choked
8	Ugra Senbargh	1	
8	Irdha	1	
11	Daudpur (Uttar)	1	
11	Samriabagh School	1	
12	Puabalibarh	1	
18	Bagmari	1	Choked
8	Kulberia	1	
18	Chinchirapur	1	Choked
19	Choto Bantalia	1	
19	Faridpur	1	
10	Sahajadapur	1	
3	Vidghar (proper)	1	
3	Kharipukuria	1	
4	Kalagachia	1	
4	Jhanbaria	1	
20	Naukarbamunia	1	
20	Haraschak	1	
3	Konaidighi	1	
5	Fulbari	1	
5	Uttaramtalia	1	
17	Dakshindeulpota	1	
17	Sekdarchak	1	
12	Jamua	1	Choked
16	Ajodhyapur	1	Choked
1	Dhandailbarh	1	
1	Dhandailbarh	1	
8	Jagonathchak	1	
8	Kachlagaria		
10	Ratanpur	1	

U.B. No. (1)	Village (2)	No. of tubewells sunk or resunk (3)	Remarks (4)
10	Rasulpur	.. 1	
10	Adambar	.. 1	
8	Ektarpur	.. 1	
8	Nashkerpoda	.. 1	
8	Surundiha	.. 1	
1	Bararodulpur	.. 1	
1	Tantulmuri	.. 1	
4	Baharchouberia	.. 1	
4	Namaldiha (Roybari)	.. 1	
10	Auraibeliachotta	.. 1	
7	Dahalakda	.. 1	
7	Gopalpur	.. 1	
7	Nilpur	.. 1	
1	Bamuniapungle	.. 1	
11	Haripur	.. 1	
19	Kalminapur	.. 1	
7	Datiamai	.. 1	
7	Karaida Nimakbarh	.. 1	Saline & choked
3	Kanaidighi	.. 1	
2	Olmaidalbarh	.. 1	
17	Kusbani	.. 1	
17	Bijapur	.. 1	
17	Samchak	.. 1	
17	Rupnagar	.. 1	
17	Kultalia	.. 1	
19	Biswanathpur	.. 1	
8	Paltaberia	.. 1	
7	Joynagar	.. 1	
3	Kanaidighi School	.. 1	
5	Amtalia	.. 1	
7	Sankhabai	.. 1	
2	Sarpai	.. 1	
17	Uttardholmari	.. 1	
2	Kumirdanorth	.. 1	
11	Damoderpur	.. 1	
2	Kakuria	.. 1	
19	Chambainagar	.. 1	
13	Baniaji North	.. 1	
8	Ugrasinbarh	.. 1	
2	Chimun Khanbarh	.. 1	
6	Deulbarh	.. 1	
20	Chaitannapur	.. 1	
20	Jagonathpur	.. 1	
19	Jhawapurtabar	.. 1	
19	Kadua	.. 1	
11	Choto Ektarpur	.. 1	
19	Bamunia	.. 1	
12	Gopinathpur	.. 1	
12	Majilapur (Sobulay)	.. 1	
2	Panchtan	.. 1	
9	Chandanpur (School)	.. 1	

U.B. No. (1)	Village (2)	No. of tubewells sunk or resunk (3)	Remarks (4)
8	Jagonathpur (Temple)	.. 1	
5	Kamarberia	.. 1	
11	Karanji	.. 1	
9	Manikpur	.. 1	
18	Jhawamanrouth Barh	.. 1	
19	Kadua Mukundapur	.. 1	
18	Baghaghol	.. 1	
17	Dakshinaria	.. 1	
6	Balia Kukraul	.. 1	
12	Amratalia	.. 1	
12	Kalaipada	.. 1	
18	Purba Gobindapur	.. 1	
4	Sunia	.. 1	
7	Karalda Niharibarh	.. 1	
11	Nayaput South	.. 1	
4	Chouberia	.. 1	
17	Dholmari	.. 1	
20	Dahasonamui	.. 1	
17	Samchah	.. 1	
9	Badalpur	.. 1	
9	Maninpur	.. 1	
2	Paschin Sarpai	.. 1	
7	Kamarder Bazar	.. 1	
16	Manikpur	.. 1	
12	Barchunruli	.. 1	
8	Ratuara	.. 1	Choked up
11	Bichunia	.. 1	
8	Dhaneswari	.. 1	
8	Satmail School	.. 1	
10	Anambazar	.. 1	
12	Subdi	.. 1	
12	Danki	.. 1	
8	Satmail Bazar	.. 1	
17	Mukundapur	.. 1	
10	Uttar Bahalia	.. 1	
17	Safiabad	.. 1	
17	Daolmaribazar	.. 1	
5	Byabartachak	.. 1	
10	Sabajputhat	.. 1	
19	Jhawa	.. 1	
11	Dasuttabarh	.. 1	
12	Purbachandanpur	.. 1	
12	Bagdiha	.. 1	
12	Hooghli	.. 1	
12	Bakshispur	... 1	
17	Uttardaulpota	... 1	
18	Purba Mahisagot	... 1	
19	Uttardanki	... 1	
19	Damodaruttarbar	... 1	
11	Pateswarpur	... 1	
11	Silampur and Ramchandrapur	... 1	

U.B. No. (1)	Village (2)	No. of tubewells sunk or resunk (3)	Remarks (4)
17	Mirjapur	.. 1	
11	Mayaput East	.. 1	
18	Baghaghol	.. 1	
2	Kancheswar	.. 1	
3	Bamunchak	.. 1	
1	Durmut 1st part	.. 1	
17	Krishnalalchak	.. 1	
1	Dhandalibarh	.. 1	
12	Majilput	.. 1	
6	Sankarpur	.. 1	
5	Mundupara	.. 1	
5	South Amtalia	.. 1	
11	Bhuiapoda	.. 1	
12	Barsispur (Sitalamondir)	.. 1	
6	Japamali	.. 1	
4	Basudebberia	.. 1	
3	Nachinda (Sitalamondir)	1	
3	Kalinagar	. 1	
2	Sikharpatrabarh	. 1	
3	Vidghor	.. 1	
8	Uttar Khasda	.. 1	
8	Dhangaon	. 1	
5	Uttar Kasafalia	1	
6	Barchunpara	. 1	
10	Subarnadighi	.. 1	
11	Nayaput High School	. 1	
11	Somundrapur	.. 1	
11	Potupukuria Anantaroutbarh	. 1	
11	Samraibarh (South)	.. 1	
18	Teghori	. 1	
19	Sarga	.. 1	
19	Dakshinpaikgarh	.. 1	
20	Dakshinharas Vhak	. 1	
20	Jagonathpur	.. 1	
20	Gopalchak	.. 1	
20	Hazara Kola	.. 1	
10	Baltalia	.. 1	
19	South Adaberia	.. 1	
20	Bankiput	.. 1	
2	Rania	.. 2	
	Total	240	

Cultivation of Boro crops

47. (Admitted question No. 106.) **Shri Kashi Kanta Maitra:**

কৃষিবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--

(ক) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বোরো ধান চাষের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কৃষি দপ্তর কোন সমীক্ষা করেছেন কি না; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ সমীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্ট কি,

(২) কি পরিমাণ বোরো ধান মোট কত একর জমিতে সমগ্র রাজ্যের উৎপন্ন করা সম্ভব?

(৩) বোরো চাষের সুযোগসুবিধার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা (যেমন সেচ, সার ইত্যাদি) অবলম্বিত হইয়াছে কি না, এবং

(৪) ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকিলে তাহা কি?

The Minister of State for Agriculture:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) (১) পশ্চিমবঙ্গের যেসকল স্থানে বোরো ধান উৎপাদন করা সম্ভব সেসকল স্থানে চাষ হইতেছে এবং অন্যান্য জেলাতে উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা থাকিলে বোরো ধান উৎপাদন করা যাইতে পারে।

(২) ১৯৬২-৬৩ সনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৬,৯০০ টন বোরো ধান মোট ৫৮,৬০০ একর জমিতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩) হ্যাঁ।

(৪) সেচ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য বোরো বাঁধ নির্মাণ, ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা, নলকূপ, পাম্প ও পুষ্করিণী সংস্কার প্রভৃতিতে সরকারী সাহায্য প্রদান করা হয়। রাসায়নিক সার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

Fixation of price of paddy

48. (Admitted question No. 107.) **Shri Kashi Kanta Maitra:**

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) রাজ্যসরকার চলতি বছরে ধানের দাম বাঁধিয়া দেবার কথা বিবেচনা করিতেছেন কি না; এবং

(খ) কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনার ব্যবস্থা সরকার করিতেছেন কি?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) ধানের উচ্চতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীনে আছে।

(খ) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

Price of rice

49. (Admitted question No 108.) **Shri Kashi Kanta Maitra:**

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) পশ্চিমবঙ্গে গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চাউলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি; এবং

(খ) এই সময়ে রাজ্য খাদ্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা এই অবস্থার প্রতিকার সাধনের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) ১৯৬১-৬২ সালের তুলনায় ১৯৬২-৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের ফলন প্রায় চার লক্ষ টন কম হইয়াছিল। তদুপরি গত মে মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত উড়িষ্যা হইতে পশ্চিমবঙ্গে চাউলের চলাচল বন্ধ ছিল। এই সমস্ত কারণে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এই প্রদেশে চাউলের অভাব দেখা দিয়াছিল এবং সাময়িকভাবে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(খ) এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ১৬-১০-৬৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উদ্যোগে চাউল ব্যবসায়ী ও সরকারের মধ্যে একটি অলিখিত চুক্তি (জেন্টলমেন্স এগ্রিমেন্ট) সম্পাদিত হইয়াছিল। এই চুক্তি অনুসারে চাউলব্যবসায়িগণ পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন মাঝারি ও সরু চাউল খুচরা মণ প্রতি ৩৫ টাকা দরে বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। উপরন্তু চাউল ব্যবসায়ীরা উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও নেপাল হইতে আমদানি করা চাউল খুচরা মণ প্রতি ৩২ টাকা দরেও বিক্রয় করিতে রাজি হইয়াছিল। অন্যান্য ব্যবস্থা হিসাবে মডিফায়েড রেশনিং ও ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত ন্যায্য দামে চাউল ও গম সরবরাহ চালু রাখা হইয়াছিল। অবস্থা বিশেষে খয়রাতি সাহায্য হিসাবে বা কার্যের বিনিময়ে সাহায্য বাবত চাউল ও গম বিতরণের ব্যবস্থা চালু ছিল।

ইহা ব্যতীত বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা গ্রহণ করার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ফুড গ্রেইনস (মার্জিন অব প্রফিট কন্ট্রোল) অর্ডার ১৯৬৩ অনুসারে এই দপ্তরের ও পুলিস বিভাগের বিভিন্ন কর্মচারীদের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত আদেশ সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে এই বিভাগের অধীনস্থ ও জেলা পর্যায়ের অফিসারদের বিস্তৃত লিখিত উপদেশও দেওয়া হইয়াছে।

Control over rice mills

50. (Admitted question No. 131.) **Shri Sudhir Chandra Das:**

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ১৯৬৩-৬৪ সালে চাউলকলের উপর কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ রাখিবার পরিকল্পনা আছে কি না?

The Minister for Food and Supplies:

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ধান ছাঁটাই কল সমেত সমস্ত চাউলকল ভারত-সরকারের রাইস মিলিং ইন্ডাস্ট্রী (রেগুলেসন) এ্যাক্ট ১৯৫৮-এর নিয়ন্ত্রণাধীন। এই এ্যাক্ট অনুসারে প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত কোন চাউল কল কাজ করিতে পারে না। এই আইন ১৯৬৩-৬৪ সালেও চালু থাকার সম্ভাবনা আছে।

Outbreak of Cholera and deaths therefrom in different districts of West Bengal

51. (Admitted question No. 135.) **Dr. Golam Yazdani:**

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গত ছয় মাসে পশ্চিমবংলার কোন্ কোন্ জেলায় কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়াছিল;

(খ) প্রত্যেক জেলায় এবং কোলকাতায় সরকারী হিসাব অনুযায়ী কোন্ মাসে কত লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে কত জনের মৃত্যু হয়;

(গ) এই রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রত্যেক জেলায় গত ছয় মাসে কত লোককে কলেরার টীকা দেওয়া হইয়াছে; এবং

(ঘ) এই রোগের চিকিৎসার জন্য মফঃস্বল এলাকায় কি কি ব্যবস্থা রহিয়াছে?

The Minister for Health:

(ক) গত ছয় মাসে পশ্চিমবাঙলার বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলি, চব্বিশপরগনা, হাওড়া, নদিয়া, কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় কলেরা রোগের প্রকোপ দেখা দিয়াছিল।

(খ) ও (গ) এতদ্‌সংলগ্ন ক্রোড়পত্র দ্রষ্টব্য।

(ঘ) কলেরারোগ চিকিৎসার জন্য প্রতি সদর ও মহকুমা হাসপাতালে সংক্রামক ব্যাধির জন্য কিছু শয্যা নির্দিষ্ট আছে। মফঃস্বলে বিভিন্ন জেলায় মোট ৫৯৮টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কলেরা রোগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। ইহা ছাড়াও ১০৭টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সংস্থা বাড়ি বাড়ি যাইয়া কলেরা রোগের চিকিৎসা করেন।

কলেরা রোগ যদি কোন এলাকায় মহামারীরূপে দেখা দেয় তখন ঐ এলাকায় বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন মত অস্থায়ী সংক্রামক হাসপাতাল স্থাপন করিয়া কলেরা রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

Statement referred to in reply to clauses (kha) and (ga) of the unstarred question No, 51

Statement showing incidence of cholera in the State from the period June, 1963 to 14th December, 1963

Serial No	Names of the districts	Attacks.	Deaths.	A.C. inoculation.
1	Burdwan	254	121	341,173
2	Birbhum	123	75	125,570
3	Bankura	7	3	72,186
4	Midnapore	502	120	158,251
5	Hooghly	133	62	207,585
6	Howrah	872	248	158,648
7	24-Parganas	810	320	362,785
8	Nadia	404	103	251,566
9	Murshidabad	2,287	727	458,126
10	West Dinajpur	.		40,715
11	Jalpaiguri			80,344
12	Darjeeling	..	..	1,632
13	Malda	193	80	400,626
14	Cooch Behar	10	8	64,603
15	Purulia	..		48,031
16	Calcutta	981	360	138,861
	Total	6,576	2,227	2,910,702

Rice of Orissa

52. (Admitted question No. 138.) **Shri Kashi Kanta Maitra:**

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে সম্প্রতি উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ১৫ টাকা মণ দরে পশ্চিমবঙ্গকে তিন লক্ষ টন চাউল দেবার প্রস্তাব করিয়াছেন;

(খ) সত্য হইলে, রাজ্যসরকার প্রস্তাব অনুযায়ী উক্ত ৩ লক্ষ টন চাউল সরাসরি খরিদ করিয়া ন্যায্য মূল্যের দোকান মাধ্যমে সস্তা দরে বিক্রয় করার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন কি না, এবং

(গ) অনুরূপ মূল্যে বিভিন্ন রাজ্য থেকে সরাসরি চাউল খরিদের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) না, ইহা সত্য নহে।

(খ) এ প্রশ্ন উঠে না।

(গ) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা রাজ্যসরকারের বিবেচনাধীন নাই।

M. R. shops in Nadia district

53. (Admitted question No. 143.) **Shri Kashi Kanta Maitra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Supplies Department be pleased to state—

(a) the total number of Modified Ration Shops in the district of Nadia at present;

(b) how many of them are actually functioning;

(c) if more of such Modified Ration Shops are proposed to be sanctioned in Nadia district;

(d) if rice is being sold through these Modified Ration Shops in the rural areas in the said district; and

(e) if so, the reasons therefor?

The Minister for Food and Supplies: (a) Six hundred and eighty-five

(b) Six hundred and fifty-seven.

(c) Yes.

(d) Not at present.

(e) Does not arise.

"Malior Bandh" in Harischandrapur police-station

54. (Admitted question No. 159.) **Dr. Golam Yazdani:**

সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি -

(ক) ইহ কি সত্য যে, মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় 'মালিওর' বাঁধের কাজ বর্তমানে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং

(খ) সত্য হইলে—

(১) ইহার কারণ কি; এবং

(২) ইহার কাজ পুনরায় চালু হইবে কিনা এবং কতদিনে হইবে;

(গ) ঐ বাঁধের প্রস্তাবিত স্লুইস গেট রেগুলেটার, ক্যানাল প্রভৃতি নির্মাণ করিবার জন্য সরকার কোনও ব্যবস্থা করিতেছেন কি না;

(ঘ) সরকার কি অবগত আছেন যে, পারো এবং বারোদুয়ারীর নিকট এই বাঁদের স্লুইস গেটের অভাবে এই বৎসর জলনিকাশের অসুবিধা হইয়াছিল;

(ঙ) অবগত থাকিলে, (১) এই দুই স্থানে স্লুইস গেট নির্মাণের কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন কি না, এবং

(২) কতদিনের মধ্যে উহাদের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

The Minister for Irrigation and Waterways:

(ক) না।

(খ) (১) এবং (২) প্রশ্ন উঠে না।

(গ), (ঘ) ও (ঙ) (১) হ্যাঁ।

(২) আশা করা যায় আগামী বর্ষার পূর্বেই স্লুইস নির্মাণ কার্য শেষ করা যাইবে।

Additional remuneration to District Magistrate and Block Development Officer of Burdwan district

55. (Admitted question No. 171.) **Shri Aswini Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that for the implementation of the Intensive Agricultural District Programme (Package Scheme) in the Burdwan district additional remuneration is being paid to—

(i) the District Magistrate, and

(ii) Block Development Officer;

(b) if so, the amount of such additional remuneration;

(c) whether the said amount, if paid, is an additional pay or allowance, and

(d) if so, total expenditure on the said account in 1962-63?

The Minister of State for Agriculture: (a) No.

(b) to (d) Do not arise.

Rural Industrial Scheme

56. (Admitted question No. 178.) **Shri Aswini Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cottage and Small Scale Industries Department be pleased to state—

(a) when the Rural Industrial Scheme as is envisaged by the Planning Commission is likely to be implemented in the State of West Bengal; and

(b) whether in implementation of the said scheme, the Government intend to develop the dying industry in the village of Kamarpara in the Bonpas Anchal under Bhatar police-station in the district of Burdwan?

The Minister for Cottage and Small Scale Industries: (a) Under the scheme for intensive development of small industries in rural areas only three Rural Industries Projects have been allotted to West Bengal by the Planning Commission. Implementation of three projects accordingly has just been taken up at Darjeeling, Baraset and Tamluk.

(b) No project has been allotted in respect of Bonpas Anchal. The question of its implementation does not, therefore, arise.

Pay Scale of Class IV staff of West Bengal Government

57. (Admitted question No. 203.) **Shri Sanat Kumar Raha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

(a) whether Government has decided to increase the pay scale of class IV employees of the West Bengal Government; and

(b) if so, when it will be given effect to?

The Minister for Finance: (a) No.

(b) Does not arise.

Scarcity of molasses in West Bengal

58. (Admitted question No. 208.) **Shri Sanat Kumar Raha:**

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবাঙলায় গুড় সংকট দেখা দিয়াছে ইহা কি সরকার অবগত আছেন,

(খ) অবগত থাকিলে, এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন; এবং

(গ) এই রাজ্যে কত পরিমাণ গুড়ের প্রয়োজন এবং মোট কত গুড় উৎপাদন করা হয়।

The Minister for Food and Supplies:

(ক) ৩০-১০-৬৩ তারিখে এই রাজ্যে গুড় (মুভমেন্ট কন্ট্রোল) অর্ডার ভারত-সরকার কর্তৃক জারি করার দরুন উক্ত তারিখ হইতে অন্য রাজ্য হইতে এই রাজ্যে অবাধে গুড়ের আমদানি বন্ধ রহিয়াছে। উপরন্তু গুড়ের উৎপাদনের দিক হইতে এই রাজ্য ঘাটতি অঞ্চল। ফলে সম্প্রতি এই রাজ্যে সাময়িকভাবে গুড়ের কিছুটা অভাব দেখা দিয়াছে।

(খ) ভারত-সরকার এই রাজ্যের জন্য ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসের দরুন ৫,১০০ মেট্রিক টন ও ডিসেম্বর মাসের দরুন ৬,০০০ মেট্রিক টন গুড় উদ্বৃত্ত রাজ্য হইতে আমদানির জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন। নভেম্বর মাসের বরাদ্দ অনুযায়ী আমদানির সমস্ত ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হইয়াছে। ডিসেম্বরের বরাদ্দ সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

(গ) এই রাজ্যে গুড়ের প্রয়োজন বছরে প্রায় ২৩০,৮০০ মেট্রিক টন এবং গুড় উৎপাদন করা হয় বছরে প্রায় ১৪০,১৬৬ মেট্রিক টন।

Re: Memorandum submitted by workers of Jessop Factory

শ্রীজ্যোতি বসু: আর একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে যে প্রায় ৪ হাজার জেসপের শ্রমিক তাঁরা ১৪৪ ধারার বাহিরে বসে আছেন এ্যাসেম্বলি-তে আসছেন। তাঁরা একটা মেমোর‍্যান্ডাম লেবার মিনিষ্টার, মুখ্যমন্ত্রী এবং আমার কাছে দিয়েছেন। তার মধ্যে দেখছি যে ১৬ জন শ্রমিককে ছাটাই করা হয়েছে, অথচ লেবার দপ্তর থেকে না কি বলেছিলেন যে এখন ছাটাই করবেন না—ষ্টাটাস কিউ মেনটেন করুন। কিন্তু লেবার দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ না করে তাঁরা ছাটাই করে দিয়েছেন। আপনি জানেন সেখানে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়। এই অবস্থায় আজকের দিনে তাঁরা শ্রমিকবিরোধ সৃষ্টি করলেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রীর কাছে একটা মেমোরান্ডাম দিয়েছেন। কিন্তু ও'রা বলছেন যে ওঁদের একটা ডিপুটেশন যদি আসে তাহলে কবে ও'রা আসবেন যাতে ওঁরা মুখ্যমন্ত্রী বা শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে পারেন।

শ্রীননী ভট্টাচার্য্য: শ্রমমন্ত্রী নিজে না হয় মুখ্যমন্ত্রী ওদের ডেপুটেশনিষ্টদের সঙ্গে কবে, কোথায় মিট করতে চান সেটা ও'রা জানতে চান।

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: মেমোর‍্যানডাম এখনও পাইনি। তবে আমি পূর্বে বলেছি, আজও বলছি যে যাঁরা প্রোসেসন নিয়ে আসেন তাঁদের সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি না। কিন্তু তাঁরা যদি আমাকে লিখেন তাহলে আমি তাঁদের সময় পরে জানিয়ে দেব। মিছিল করে এলে আমি দেখা করব না।

শ্রীজ্যোতি বসু: আমি জানি না উনি মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন?

[হাস্য]

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: মেজাজের কথা কেন বলছেন?

শ্রীজ্যোতি বসু: ওরা আপনার কাছে এসেছে যে মেমোর‍্যানডাম আছে সেটা আপনার কাছে দিতে। আপনি তাদের সংগে দেখা করবেন?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: এরূপ যারা প্রোসেসন নিয়ে আসে, তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি না। তারা যদি লিখে জানান তবে দেখা করতে পারি।

শ্রীজ্যোতি বসু: আপনি খানিকটা পরে এটা দেখে এদের ডেট দিয়ে দিন যেদিন তাদের ডিপুটেনিস্টদের সঙ্গে দেখা করবেন?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: আমি মেমোর‍্যানডাম দিলে নিশ্চয়ই দেখবো, এবং মেমোর‍্যানডাম দেখার সঙ্গে তাদের দেখা করার কোন সম্পর্ক নেই, কারণ যারা এভাবে আসে।

[Noise and interruption]

শ্রীননী ভট্টাচার্য্য: মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটা কথা জানতে চাই যে, প্রসেসান ইত্যাদি ব্যান এখনও করা হয়নি এবং সরকারের নীতিও তা নয়, দ্বিতীয় কথা তারা ১৪৪ ধারার ভেতরে আসে নি। সুতরাং এটা বে-আইনী মিছিল নয়। সরকারের এরূপ কোন নীতি ঘোষণা হয়নি যে কেউ মিছিল করে এলে বা ডেপুটেশন করে এলে, যদি তারা মন্ত্রিমহাশয়দের সঙ্গে দেখা করতে চান তাহলে দেখা করবেন না। এই ধরনের ঘোষণা অগণতান্ত্রিক ও নূতন ধরনের ঘোষণা। সেজন্য আমি চাই মন্ত্রিমহাশয় তার কথা পুনর্বার বিবেচনা করবেন, যারা গণতান্ত্রিকভাবে মিছিল করে ডেপুটেসানে এসেছেন তাদের সঙ্গে দেখার জন্য সময় এবং স্থান দিন।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার : জ্যোতিবাবু তো বলেছেন এখন এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন না।

শ্রীযামিনী ভূষণ সাহা : উনি বলুন সার যে, মিছিল করে এলে কেন দেখা করবেন না?

মিঃ ডেপুটী স্পীকার : উনি দেখা না করলে কি করা যাবে। উনি বলেছেন তো বিবেচনা করবেন। তারপর আর এসব প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীখগেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী : স্যার, ওঁর দেখা না করার যুক্তি কি?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার : আমার কথা শুনলে আমি যুক্তি দিয়ে বলতে পারি। আমি মনে করি আজকের দিনে মিছিল করে আসার প্রয়োজন নেই। শ্রমিকদের অসুবিধা হলে আমি তাদের কথা শুনি ও তাদের সংগে দেখা করি। কাজ বন্ধ করে বা এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে যদি কেউ আসেন আমি মনে করি সেটা অন্যায় তার কোন দরকার হয় না। আজকের দিনে এভাবে ডিমোন্সট্রেসন করে যারা আসেন তাদের প্রশ্রয় দিতে চাই না।

[Noise and interruption]

[1-10—1-20 p.m.]

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি তো বলেছি যা করবার আমি নিশ্চয়ই করব। শ্রমিকদের প্রতি যেখানে যেখানে অন্যায় হয়েছে তার প্রতিকার আমি করেছি এবং যেখানে যখনই দরকার হয়েছে তার ব্যবস্থা আমি করেছি। আমি মনে করি আজকের দিনে স্ট্রাইকের, প্রসেসানের কোন দরকার নেই যেহেতু তাদের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা আমরা করে রেখেছি। অতএব অহেতুক যদি স্ট্রাইক প্রসেসান করে তাহলে আমরা তাকে প্রশ্রয় দিতে পারব না।

শ্রীজ্যোতি বসু : আমি কিছু বলতাম না, কিন্তু উনি একটা খুব বড় কথা বলেছেন যেটা শুনতে খুব ভাল লাগল। উনি বলেছেন শ্রমিকদের স্ট্রাইক করবার দরকার নেই। কিন্তু আপনি কি লেবার মিনিষ্টার হয়ে খোঁজ রাখেন না ১৩ জন শ্রমিককে আপনার লেবার দপ্তরের কাছে অন্যায় করে ছাঁটাই করেছে? তাদের তো কিছু বলতে পারেন নি শ্রমিকদের সম্পর্কে কি করবেন সেটা আপনারা বলতে পারতেন।

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার : তাদের বলতে পারছি কিনা সেটা আপনি এখন জানেন না। তারা আমাদের কাছে এসেছে, আমরা এখন দেখছি তাদের কি বলা দরকার। যা করা দরকার নিশ্চয়ই করা যাবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : শ্রমিকরা তাদের রাইট আপনার কাছে জানাবে। তাদের বক্তব্য বলবার জন্য তারা আপনার কাছে আসবে।

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার : তারা আসতে পারে, কিন্তু এইরকম ডিমনস্ট্রেসান করে আসলে আমি তাদের সংগে দেখা করতে পারব না।

[নয়েজ]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : আমি পরিষ্কার এই কথা বলছি যে তাঁর বাড়ীতে গাড়ীতে করে যারা যায় তারা হচ্ছে মালিক, কারণ, তারা তাদের সুবিধার জন্য যায়। কিন্তু এই শ্রমিকরা সমস্ত দেশের লোককে জানিয়ে তাঁর সংগে দেখা করতে এসেছেন যে তাঁদের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। লেবার মিনিষ্টারের কাজ হচ্ছে এটা দেখা। তার জন্য তিনি পেড। এটা দেখতে বাধ্য তিনি। তিনি মালিকের দালালি করবার জন্য এখানে আসেন নি। তিনি পলিটিক্যাল প্রসটিটিউটের মত এখানে বসে আছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: মিঃ বোস, আপনি এ্যাসেম্বলীতে বহুকাল আছেন। আপনি কি এই রকমভাবে ডেপুটেসান আসবার পরে মিনিষ্টারের কাছ থেকে জবরদস্তি করে কিছু আদায় করবার কথা শুনেছেন?

শ্রীজ্যোতি বসু: এতে মাথা গরম করবার কিছু নেই। আমরা বলছিলাম যে উনি হয়ত এটা জানেন না, উনি এটা পড়ুন। পড়ে উনি একটা দিন দিতে পারেন কিনা আমাদের বলুন যাতে আমরা ওঁর সংগে ২।৩ দিন পরে দেখা করতে পারি। এ সামান্য ব্যাপার, কেন গোলমাল করছেন?

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: আমি প্রথমেই বলেছি যে ওটা আমাকে দিন, দিলে আমি পরে দেখতে পারি।

শ্রীজ্যোতি বসু: আমাদের খালি উনি বলে দিন ২।৩ দিন পরে কবে ওঁর সংগে আমরা দেখা করব।

দি অনারেবল বিজয়সিং নাহার: আপনার মেমোরেন্ডাম না দেখে কিছু বলতে পারব না। মেমোরেন্ডাম দিলে কি করতে হবে সেটা দেখে পরে জানিয়ে দেব।

শ্রীজ্যোতি বসু: আপনি ডাইরি দেখে একটা দিন বলে দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: মিঃ বোস, উনি একটু সময় নিচ্ছেন, আপনি এত নির্দয় হবেন না।

শ্রীজ্যোতি বসু:

ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনি তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে খোজ পাঠান ওঁর সংগে যখন হল না তখন আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে আর একবার জিজ্ঞেস করি উনি কিছু করতে পারেন কিনা। এত ভালো লোক এসেছে তানাহলে আমাদের হয়ত আবার তুলতে হবে খাদ্য আলোচনার মধ্যে এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আমাদের আবার ফেলে দিচ্ছেন। আমি বুঝতে পারছি ওঁরা দেশের মধ্যে অরাজকতাব ডেকে আনতে চান।

(কংগ্রেস বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল)

আপনি কি মুখ্যমন্ত্রীকে খবর দেবেন, তাহলে আর একবার তার সংগে আমরা কথা বলি।

দি অনারেবল জগন্নাথ কোলে: উনি কাউন্সিলে অ্যানসার দিয়েই আসবেন।

Calling attention to matters of urgent public importance

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar: Sir, with reference to the calling attention motion moved by Shri Narayan Choubey, I beg to make the following statement.

The Management of Shri Luxmi Chemicals & Industries (Private) Limited, Malancha Road, Nimpura, Kharagpur, by their notice dated 10th December, 1963, informed 26 workers that in view of the accumulation of stock resulting in partial working of the plants it would not be possible for the Management to provide them with job and as such they would be retrenched from 10th January, 1964. By that notice the workers were asked to collect their dues and legal entitlements on the 9th January, 1964.

On 14th December, 1963, a notice in form "P" of the West Bengal Industrial Disputes Rules about this retrenchment of 26 workers was also given by the Management and copies were sent to the Labour Commissioner, West Bengal and the Conciliation Officer, Howrah. In that notice the Management had offered to pay retrenchment compensation at the rate of 15 days' pay for each completed year of service and have stated that the principle of "Last Come, First Go" has been followed in selecting the workers for retrenchment.

The Union referred the dispute about this retrenchment to the Howrah Regional Office. The Labour Officer, Howrah took up this case. He visited the factory at Kharagpur on 18th December, 1963, and held a joint conference at the factory with the representatives of the Management and the Union. The records produced by the Management showed that the retrenchment became necessary due to accumulation of stock and closing down of one shift of the factory on account of the change of specification of the materials by the Railway Authorities and consequent fall in the demand of Company's goods. The Management also placed records showing that in selecting the 26 workers for retrenchment the Management had followed the principle of "last come, first go".

The dispute regarding the proposed retrenchment of 26 workers is still under conciliation and Government are awaiting the final report of the Conciliation Officer.

Mr. Deputy Speaker: I have received 11 calling attention notices on the following subjects, namely, :—

(1) Transfer of DVC Irrigation Canals, Panchet and Maithon Dams to the West Bengal Government from Shri Ananga Mohan Das,

(2) Non-implementation of controlled rates of fish fixed by the Government from Shri Sanat Kumar Raha;

(3) Reported murder of Shri Gobinda Lal Kundu at Santipur from Shri Kanai Pal;

(4) Registration of non-registered medical practitioners in West Bengal from Shri Kashi Kanta Maitra, Shri Sailendra Nath Adhikary, Shri Sudhir Chandra Das, Shri Balai Lal Das Mahapatra and Shri Nawab Zani Meerza;

(5) Reported brutal attack on women of the Minority Community in the village Dighaldi, district Commilla, East Pakistan from Shri Kashi Kanta Maitra;

(6) Dispute between the employer and employees in the Marwari Relief Society Hospital—by Shri Sanat Kumar Raha;

(7) Expected Tramways strike in Calcutta from 15th January, 1964—by Shri Somnath Lahiri;

(8) Assault on Shri Bidhu Bhusan Chowdhury by one Havildar of Assansol—by Shri Bejoy Pal;

(9) Irregularities in the election of Panchayat in Jadavpur police-station, district 24-Parganas—by Shri Khagendra Kumar Ray Chowdhury;

(10) Realisation of loans from weavers and artisans of Cottage Industry in West Bengal—by Shri Gour Chandra Kundu; and

(11) Sanction of artisan grant and rehabilitation to 12,000 fishermen of Nadia and Murshidabad—by Shri Sailendra Nath Adhikary.

I have selected the notice of Shri Ananga Mohan Das on the transfer of D. V. C. irrigation canals of Panchet and Maithon Dams to the West Bengal Government, and also the notice on the subject of irregularities in the election of Panchayat in Jadavpur police-station, district 24-Parganas by Shri Khagendra Kumar Ray Chowdhury. The Ministers-in-charge may please make a statement on the subjects to-day, if possible, or give a date for the same.

The Hon'ble Ardhendu Shekhar Naskar: Statement will be made on Saturday, the day after to-morrow.

[1-20—1-30 p.m.]

Point of privilege

ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি : স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ ছিল—আমার আজকে কোয়েশ্চেন নং ২৪—এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চেন নং ১৩৩-এর উত্তর লাইব্রেরী টেবিলে দেওয়া হয় নি। অথচ এই কোয়েশ্চেনটা খুব ইমপর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ক্যালকাটা করপোরেশন সম্বন্ধে। হয়তো এই কোয়েশ্চেনটা আর আসবে না। সেজন্য আমি অনুরোধ করছি যদি এর উত্তরটা অন্ততঃ কালকে পাই তাহলে ভাল হয়।

দি অনারেবল জগন্নাথ কোলে: আমি আজকেই লাইব্রেরী টেবিলে দেবার চেষ্টা করছি।

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য : আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ডিবেটটা যদি আজকে আর এক ঘন্টা বাড়ানো হয় তাহলে ভাল হয়........

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : আপনি একটু পরে বলবেন—আমি আগে কি বলছি শুনুন—এটা হয়ে যাক তারপর আপনি বলবেন।

Messages.

Secretary (Shri P. Roy): Sir, I beg to report that Messages have been received from the West Bengal Legislative Council to the effect that the Council at its meeting held on the 30th December, 1963, agreed to—

(1) the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963, and

(2) the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963, without any amendments.

Sir, I beg to lay copies of the Messages on the Table.

Discussion on Food Policy

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য : আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আজকে ফুড-এর উপর ডিবেট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইনসাফিসিয়েন্ট—আমাদের অনেকেরই বলবার ইচ্ছা আছে-টাইম পাচ্ছি না। সেজন্য আমি জগন্নাথবাবুকে অনুরোধ করছি—উনি তো চিফ হুইপ যদি টাইমটা আজকে অন্ততঃ ৬টা পর্যন্ত করেন তাহলে ভাল হয় এবং আমি বলবো যে ৬টা পর্যন্ত আজকে ডিবেট করা হোক।

দি অনারেবল জগন্নাথ কোলে: It will be continue up to 6

Shri Jyoti Basu:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে এই খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে আলোচনা আজকে সুরু হলো—এতে অংশ গ্রহণ করতে পারছি না। এর দুটো কারণ। যে বিবৃতি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় দিলেন,—মুখ্যমন্ত্রী কোথায় উধাও হয়ে গেছেন—নেই এখানে।

[এ ভয়েস: ঐ হাউসে আছেন।]

যা হোক যে বিবৃতি উনি দিলেন সেই বিবৃতি আমি এখানে আনিও নাই, একবার সেটা ওঁর কাছ থেকে শুনলাম, আর একবার সেটা পড়েছিলাম কিন্তু, তাতে দেখলাম ওটা একটা মূল্য-হীন জিনিষ। আমাদের খালি মনটা ভারাক্রান্ত করবার জন্য আর মানুষকে গুলিয়ে দেবার জন্য এই বিবৃতিটা উনি দিয়েছিলেন। অনেক পরিসংখ্যান এর মধ্যে আছে, তারও কোন মূল্য নাই আজকের এই আলোচনায়।

দ্বিতীয় কথা আজকে একটি প্রশ্ন নিয়ে এখানে প্রশ্নোত্তর হলো অনেকক্ষণ ধরে প্রায় আধ ঘণ্টার উপর, তখন এটা আমি লক্ষ্য করলাম যে সমস্ত জবাব দিলেন মন্ত্রীরা, এই জবাবের পরে মনে করছি, আমাদের এই খাদ্যের আলোচনা প্রহসনে পরিণত হবে। কারণ একবারও আমি শুনলাম না, আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম এতগুলি উত্তর দিলেন, মন্ত্রীরা বার বার উঠলেন, একবার কোথাও তাঁরা বললেন না যে সরকারের কোথাও কোন গলদ ছিল, সরকারের কোথাও কোন ত্রুটি ছিল। তাঁরা সমস্ত কিছু জাষ্টিফাই করে গেলেন এই বলে যে যা হয়েছে তা অনিবার্য্য ছিল; হয়ত বা অন্য কারো দোষ হতে পারে, কিন্তু ও'দের কারো কোন দোষ নেই। তখন আমি অবশ্য জেলে ছিলাম, সংবাদপত্রে পড়েছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বিবৃতি দিয়েছিলেন হতাশ হয়ে যে আমার কিছু করবার নাই যে সময় চালের দর বাড়ছে। তারপর দেখা গেল সাত, আট, দশ টাকা পর্য্যন্ত চালের দাম বেড়ে গেল। কারণ মুনাফাখোররা বুঝতে পারলেন যে সরকার তাদের কিছু করতে পারবেন না। সেই সম্পর্কে তখনও তাদের কোন আত্ম সমালোচনা দেখিনি, আজও তা দেখলাম না। সরকার কোন নীতি ঘোষণা করলেন না। তাঁরা বললেন যে বিরোধীদলের কথা শুনে বলবেন। আমাদের সঙ্গে নাকি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কালকে দেখা করবেন এবং তারপরে তিনি তাঁর নীতি ঘোষণা করবেন। সেই সময় দেখবো কি করেন? কিন্তু আমার সন্দেহ থেকে যাচ্ছে যে তাতে বিশেষ কিছু হবে না অন্ততঃ সরকার পক্ষ থেকে। তারপর জনসাধারণ কি করবেন সে অন্য কথা। যে জনসাধারণ যারা ব্যাপক, বিরাট ও মহান উদ্যোগ নিয়ে গত বৎসর, কয়েক মাস আগে আন্দোলন করে সরকারকে বাধ্য করেছিলেন এবং সমস্ত মুনাফাখোরদের বাধ্য করেছিলেন চাল বের করতে, যে চাল তাঁরা লুকিয়ে রেখেছিল এবং দাম কমাতে বাধ্য করেছিলেন, সেই জনসাধারণকে আমি প্রথমে অভিনন্দন জানাই।

আমরা কমুনিষ্ট পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী দল আমাদের সঙ্গে যাঁরা আছেন সেই সমস্ত পার্টি মিলে আমরা বহু খাদ্য আন্দোলন করেছি। খাদ্যের জন্য প্রতি বৎসর প্রায় এক বছর পর পর আমাদের খাদ্য নিয়ে আন্দোলন করতে হয়েছে এই পনের ষোল বছর ধরে। তার জন্য বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছে এবং আমরা সাধারণ মানুষকে নেতৃত্ব দেবার জন্য চেষ্টা করেছি ইতিপূর্বে। কিন্তু জনসাধারণের কাছ থেকে এবার শিক্ষণীয় বিষয়ও আছে, কিভাবে আন্দোলন করতে হয়। যাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে একত্রিত হয়ে দোকান ঘেরাও করেছিলেন, চাল ধান বের করতে এবং তা সস্তাদরে বিক্রী করতে দোকানদারদের বা মজুতদারদের যাঁরা বাধ্য করেছিলেন, তাদের অভিনন্দন না জানিয়ে আমি পারি না। কারণ আমি জানি এই জনসাধারণই বাধ্য করবেন তাদের সস্তাদরে চাল বিক্রী করতে ও দাম কমাতে যারা কালো বেপারী বড় বড় জোতদার ও আড়ৎদারদের যারা দালালী করছে, আমরা কয়েক বৎসর দেখছি এ ছাড়া আর কি ভাবে তাদের শায়েস্তা করা যাবে। বার বার এই সমস্ত কিছু পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও আজও দেখলাম সরকারের কোন আত্ম-সমালোচনা নেই। আজকে সেই জনসাধারণকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন না জানিয়ে আমি পারি না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সময় আমার কম, অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে শেষ করতে হবে। আমি শুধু এই কথা বলবো খাদ্যের কিছু ঘাটতি নিশ্চয়ই আছে। মুখ্যতঃ সমস্ত ভারতবর্ষে সংকট আমাদের দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে; তার জন্য সরকারই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। আজকে সেই দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে সরকারের অন্য কারো ঘাড়ে সেই দায়িত্ব চাপালে চলবে না। কেন না আমি শুধু মনে করিয়ে দেব- মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে নেই,- একদিনে এই অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই, বহুদিন ধরে এই রকম অবস্থা চলে আসছে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ১৯৫৫ সালে এখানে দাঁড়িয়ে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাঁকে অবশ্য সেই সময় আমরা দুর্ভিক্ষমন্ত্রী বলতাম।

[1-30—1-40 p.m.]

পুরান রেকর্ড পড়ে দেখবেন তখন তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে-ছিলেন ধানচালে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেছি। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেছিলেন বাংলাদেশে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই হয়নি, আমাদের এত

ধানচাল হয়েছে যে বাংলাদেশের মানুষকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াবার পর আমরা রপ্তানী পর্যন্ত করতে পারব এবং জেলার বিভিন্ন জায়গায় পাঠাব। একথা তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে শ্লেষপূর্ণভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন এবারে কমিউনিস্ট পার্টি এবং বামপন্থী বন্ধুদের চাকুরী চলে গেল, কেননা আমরা যখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেছি তখন আর কি নিয়ে লোককে খেপাবেন। এই বিবৃতি তিনি খাদ্যমন্ত্রী বা দুর্ভিক্ষমন্ত্রী হিসেবে আমাদের কাছে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, গত বছর যেসব কথা হোল তাঁতে তিনি প্রথমেই সুরু করলেন যে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য হবে। এইসব কথা তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন এবং আমরা লেভি অব কনফিডেন্স দেখলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখলাম হা-হুতাশ করে বললেন আমাদের কিছু করবার নেই, যা খুশী হোক। তারপরই দেখলাম ৫।১০ টাকা করে চালের দাম বাড়ল। তবে সবচেয়ে অবাক হয়ে দেখলাম যে অন্ধ্র প্রদেশ, উড়িষ্যা এবং মধ্য প্রদেশ থেকে কিছু কিছু চাল যা আসে তার সুযোগ এইসব ব্যবসায়ীরা নিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার কোন প্রতিবাদ করেছেন বা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন বা তাদের বন্ধু প্রদেশকে জানিয়েছেন বা কোন কথাবার্তা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। যদি রেকর্ড থাকে তাহলে দয়া করে দেখাবেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ আমরা শুনিনি। আমরা শুধু দেখলাম মানুষকে না খাইয়ে এরকম একটা সংকটময় পরিস্থিতি তাঁরা করেছেন। তারপর আমরা সংবাদপত্রে দেখলাম উড়িষ্যা থেকে ১৬ টাকা করে চাল এনে তাঁরা ২২ টাকায় বিক্রি করলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সরকারও ব্যবসায়ে নেমে গেলেন এবং মানুষকে দুর্ভিক্ষে, অনাহারে, অর্দ্ধাহারে রাখার সুযোগ গ্রহণ করলেন। স্যার, আমি মানুষের অবস্থার মধ্যে যেতে চাচ্ছি না কারণ সেই সুযোগ বা সময় এখন নেই বাজেট অধিবেশনের সময় সেটা করতে হবে। আমি এখন শুধু এইটুকু মনে করিয়ে দিচ্ছি যে এই কংগ্রেস রাজত্ব কি চমৎকারভাবে চলছে। এদিকে যখন ৫০ টাকা চালের দাম উঠল তখন আমরা দেখলাম পার্লামেন্ট-এ ডঃ লোহিয়ার সঙ্গে শ্রীনন্দ-র এবং পন্ডিত নেহেরুর এই নিয়ে তর্ক হচ্ছে যে, আমাদের দেশের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ দৈনিক ৩ আনা খরচ করতে পারে, না ৮·৩ আনা খরচ করতে পারে না ৫·৩ তারা খরচ করতে পারে? আমি ধরে নিলাম ডঃ লোহিয়া ঠিক কথা বলেননি। কিন্তু যদি ২।৫ আনাও ধরে নেই তাহলে দেখতে পাচ্ছি কংগ্রেস এই ১৬ বছরের রাজত্বে কি বাংলাই না গড়ে তুলেছে। তারপর, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যা দাম হয়েছে তা না বলাই ভাল। কাজেই মানুষ কি করে জিনিসপত্র কিনবে কি করে চাল কিনবে সে সম্বন্ধে ঐদিক থেকে যদি কেউ বক্তৃতা করেন তাহলে সুবিধা হয়। তারপর, এখনও যে সন্তান বিক্রি হয় সেটা আমরা কাগজে দেখেছি। কাগজের কথা বললেই এঁরা বলেন এসব সত্য নয় স্যার, কয়েক বছর ধরে আমরা এই জিনিস দেখেছি যে মানুষ এক হাজার ক্যালোরির কম খাদ্য পেয়ে ধুকে ধুকে মরেছে। শুধু কংগ্রেস রাজত্বেই আমরা একথা শুনি এবং কংগ্রেসী ডাক্তাররা বলেন যে আমাদের দেশে এ জিনিস নেই- অর্থাৎ অনাহারে মৃত্যু নেই। যদি খারাপ জিনিস খেয়ে মরে তাহলে বলেন কলেরায় মরেছে, হার্টফেল করে মরেছে—অনাহারে মরেনি। স্যার, এসব কথা আমরা বলতে পারি না। বৃটিশ রাজত্বে এই জিনিস ছিল এবং কংগ্রেস রাজত্বে দেখছি ডাক্তারদের কথাবার্তা বদলে গেছে। এবারে দেখুন গ্রামের এবং শহরের মানুষ কিভাবে এবং কোন অবস্থায় আছে।

আমি আজকের আলোচনায় এর মধ্যে যেতে চাইনা যে আমাদের দেশে পশ্চিমবাংলায় বিশেষ করে কি কি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা করতে হবে কি করা উচিত ছিল এবং তা করে খাদ্য ফসল যাতে আরও বেশী করে উৎপাদন করতে পারি। কারণ সেই সব আলোচনার জন্য এই অধিবেশন ডাকা হয়নি। এটা খাদ্যের আলোচনা এটা ঠিক কিন্তু সেজন্য ডাকা হয়নি, সেকথার মধ্যে আমি যেতেও চাইনা। শুধু এটুকুই আমি মনে করিয়ে দেবো এবং তার জন্যই বলছি সরকার দায়ী সম্পূর্ণরূপে। যা যা করা দরকার সরকার পক্ষের তা যে জানা নেই তা নয়। ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, সরকারও জানেন সেকথা, কিন্তু জেনেশুনে অপরাধ করছেন তাঁরা। লং-টার্ম মেজার দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে কৃষকদের জমি দিতে পারলেন কি? দিতে পারলেন না। প্রথম থেকেই ফাঁকির কথা, সরকারী একটা রিপোর্ট দেখলাম, কোথায় চোরাগুপ্তি হয়ে গেল, এতদিনে অন্ততঃ একটা কথা স্বীকার করেছেন সত্য রিপোর্ট কিনা জানি

না যে কয়েক লক্ষ একর জমি যা আপনাদের পাবার কথা ছিল, যে উদ্বৃত্ত জমি তাদের হাতে আসার কথা ছিল তা আসেনি। দেখলাম কৃষক উৎসাহিত হলনা, তারা জমি পেলনা। তারপর আমরা দেখলাম ময়ূরাক্ষীতে জল দিয়ে কৃষকদের উৎসাহিত করতে পারেননি, এমনই জলকর বসালেন আপনারা। এ সম্বন্ধে যেটা কমিটি পরবর্তীকালে তদন্ত করতে এসে বলে গেলেন এটা করা উচিত হয়নি এত জলকর বসান উচিত হয়নি। আমাদের কথা শুনলেন না কিন্তু যতদূর দেখলাম যেটা কমিটি এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একমত। যেটা কমিটি বললেন কৃষকদের উৎসাহিত করতে হলে, বেশী ফসল যাতে ফলান যেতে পারে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা করতে হলে প্রথম থেকে কর ধার্য করা উচিত নয়, পরবর্তীকালে শুধু যে কস্ট পড়ে বা খরচ পড়ে তাই নেওয়া উচিত। কোন রকমে তাড়াহুড়া করে প্রফিট বার করে নেবো এটা করা উচিত নয়। কারও কথা শুনলেন না। আপনারা চাষীদের উপর কর বসালেন। তারপর সারের ব্যাপার কি দেখলাম। আপনারা যে সার দিলেন তা অন্ধ্র প্রদেশে ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। অন্ধ্র প্রদেশের যে অপোজিশনের লীডার শ্রীসুন্দরায়া তিনি আমাদের এখানে আসেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কথা হয়, তিনি বললেন যে পশ্চিমবাংলা থেকে সমস্ত সার এসে এখানে ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রী হয়। তারপর সারের কারখানা করার কথা দশ বৎসর আগে থেকে ভাবা হচ্ছে, আজ অবধি সে ব্যবস্থা করতে পারেননি। এরকম আমরা দেখলাম সমস্ত দিক বিচার করে। একথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে বলেন যে এক হাজার লোক প্রতি বর্গমাইলে আমাদের দেশে বাস করে, এটা মানি, এবং এটাও মানি যে আমাদের বাংলাদেশে নূতন জমি নেই, জায়গা খুব বেশী নেই যেখানে নূতন করে ফসল ফলান যেতে পারে। কিন্তু এটা কি অনিবার্য যে বিঘা প্রতি ৩ মণ ৪ মণ করে ধান হবে গড় পড়তায়? এটা অনিবার্য ছিল না কিন্তু আপনারা কেন ব্যবস্থা করতে পারলেন না, প্রতি বিঘায় ৮।১০ মণ ধান করতে পারলেন না। ইন্টেনসিভ কাল্টিভেশনের প্রতি নজর দেওয়া হল না। আমাদের এ্যারেষ্ট হবার আগে যখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন একটা পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন কংগ্রেস পক্ষ থেকে গোবর নিয়ে এসে সার তৈরী করবেন, কৃষকদের জ্বালানীর ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা বলেছিলাম এটা একটা উদ্ভট পরিকল্পনা। সেই সব জিনিষ কখনো হবে না। কিন্তু তাঁরা লোককে ফাঁকি দেবার জন্য সেই সব বললেন কিন্তু এখন আর সেই গোবরের কথা বললেন না। এসব ফাঁকি দেন কেন? এসবতো জানা কথা সায়েন্টিফিক কথা, আমাদের এসব বলে দিলেন কিন্ত কিছুই করতে পারলেন না। মুষ্টিমেয় ধনী লোকদের স্বার্থ আমরা দেখবো, একথা বললে কিছু হার্টের পরিচয় আপনারা দিতেন কিন্তু সেই হার্টটুকুও আপনাদের নেই। এখনও যেটুকু সময় আছে তাতে আগে থেকে আলোচনার কি দরকার, করা উচিত ছিল এক মাস দুই মাস আগে সেটা করেননি, ধান উঠে গেছে, বিক্রী হচ্ছে এখন এসে বলছেন, অধিবেশন ডেকেছেন, আমাদের দিকের ওসব বন্ধুরা চিঠি লিখেছেন তবেই অধিবেশন ডেকেছেন, একবার বললেন ডাকবোনা এখন কিছুটা দেরী হয়ে গেছে। তা সত্বেও এখন সর্ট-টার্ম মেজার হিসাবে যা করার দরকার আমাদের ধারণা সে সম্বন্ধে প্রথম অসুবিধার কথা বলি। পরিসংখ্যান না হলে, স্ট্যাটিষ্টিক্স না হলে সত্যই আলোচনা করা কঠিন। কারণ কত সংগ্রহ করতে হবে, কার হাতে কত থাকবে কিভাবে বণ্টন হবে এগুলি ঠিক করা অত্যন্ত কঠিন আমাদের পক্ষে। কিন্তু আপনারা যে স্ট্যাটিষ্টিক্স দেন তাতো আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। এই মাত্র আলোচনা হয়ে গেল আমাদের আপনারা বোগাস স্ট্যাটিষ্টিক্স দেন।

[1-40—1-50 p.m.]

কারণ কোনরকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আপনারা এখানে করলেন না। এর মধ্যে পলিটিক্স খালি আসছে। অর্থাৎ স্ট্যাটিষ্টিক্স-এ যদি ভয়ঙ্করভাবে আপনাদের মুখোস খুলে দেবার ব্যবস্থা হয় তাহলে সেই স্ট্যাটিষ্টিক্স-কে আপনারা চাপা দিয়ে নূতন স্ট্যাটিষ্টিক্স আপনারা তৈরী করেন। এসবই আমরা দেখেছি। কেন আমি এটা বলছি সেটা শুনুন। আমরা গত বৎসর দেখলাম যে প্রথম দিকে আমাদের বলা হল যে ৭ লক্ষ টন চাল ধান হয়ত কম পড়বে। কিন্তু পরবর্তীকালে সেটা হয়ে গেল ২১ লক্ষ টন। প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কি করে জানলেন? অর্থাৎ যেকোন একটা ফিগার বলে দিলেই হল তাতে কিছুই হবে না। অর্থাৎ ৭ থেকে ২২ লক্ষ কয়েক মাসের মধ্যে

হয়ে গেল এবং এইভাবে কোনটার উপর ভিত্তি করে বলেছিলেন ৭ লক্ষ এবং কোনটার উপর ভিত্তি করে বলেছিলেন ২২ লক্ষ। অতএব এই সমস্ত বোগাস স্ট্যাটিষ্টিক্স আপনারা দেন। আবার পরবর্তীকালে দমদম দাওয়াই ইত্যাদি সে সব যখন হল তাতে জনসাধারণের যে চাপ সৃষ্টি হল তখনই বহু চাল বেরিয়ে এল এবং বিভিন্ন এলাকার দোকানে আমরা দেখলাম চালের দাম তাতে কমে গেল। আমরা কি কতকগুলি অর্বাচীন, না ব্যবসাদাররা মানুষকে এতই ভালবাসেন যে অনেক ক্ষতি স্বীকার করে তাঁরা সস্তাদরে ২২।২৫ টাকায় চাল দিলেন। সেজন্য আমরা বলছি যে এই সমস্ত বোগাস স্ট্যাটিষ্টিক্স-এর উপর ভিত্তি করে আমাদের প্রসিড করতে হবে। কারণ এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সেজন্য আমাদের এমন যদি কিছু করণীয় থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে ধানের দাম ১৫।১৬।১৭ টাকার মধ্যে করতে হবে। অবশ্য কি ধরণের ধান তা বুঝে সেটা যদি আমরা করি এবং আমরা যদি চালটা সেই হিসাবে ধরে ২৪।২৫ টাকা থেকে ২৭॥ অবধি করি তাহলে বোধ হয় একটা কিছু হয়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সমস্ত বছর ধরে করতে হবে। তা না করে এটা যদি এখন করলাম এবং চাষীদের কাছ থেকে সমগ্র ধান নিয়ে গেল তাতে পরবর্তীকালে যে কোন মার্কেট প্রাইস-এ বিক্রি করবে তা যেন না হয় এবং সেটাও নিশ্চয় আমরা কেউ চাই না। থ্রু আউট দি ইয়ার সমস্ত বছরের জন্য এ জিনিষটা করতে হবে। কিন্তু এখানেও একটা বিপদ আছে যেমন ১৫।১৬।১৭ টাকা ধানের দাম সেটা কি করে গ্যারাণ্টি করা যাচ্ছে এটা যদি বলে দেন তাহলে ঐ ব্যবসাদার, জোতদাররা যাঁরা গরীব, মধ্যবিত্ত কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনে তারা হয়ত এটা আরও কম দামে বেচতে বাধ্য করাবে--অর্থাৎ ১২।১৩ টাকায়। আমি শুনলুম কাউন্সিল-এ একজন মন্ত্রী বলেছেন যে ১০ টাকায় না কি ধান কোথায় বিক্রি হয়েছে। এখন ১০ টাকার ধান বলে তো চালের দাম আর থাকতে পারে না। সেজন্য আমরা ধানের দাম বেঁধে দিলেও কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে ধান যাতে কিনতে না পারে তার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। অর্থাৎ আমরা একটা ইন্টিগ্রেটেড হোল স্কীম-এর কথা বলছি এবং এটা ফেল করবে। সুতরাং আমরা কোন বিষয়ে একমত হতে পারি না। তারপর বলছি এবং এটা যদি কোথাও ফেল করে তাহলে অন্য সব ফেল করবে। সুতরাং আমরা কোন বিষয়ে একমত হতে পারি না। তারপর তৃতীয় কথা হচ্ছে যে ২২ টাকায় রেশন দোকান বা এম আর থেকে এক সের চাল ও এক সের গম সাপ্লাই এটা সাবসিডিয়ারী রেটস্-এ ক্ষতিপূরণ সরকারকে বহন করতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের কিনে নিতে হবে একটু বেশী করে এই কম দরে--তাঁদের দিতে হবে এবং সেটা ২২ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে আমি বলছি প্রায় ৭ লক্ষ যদি অর্গানাইজড ওয়ার্কার থাকে আমাদের পশ্চিম-বাংলায় তাহলে সেখানে বেশীর ভাগ জায়গায় যদি আমরা এই ব্যবস্থা করতে পারি এবং মালিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমরা বাধ্য করাতে পারি যাতে তাঁরা সেখানে রেশন শপ খোলেন সস্তা দরে দেবার জন্য তাহলে অনেকটা সরকারের কাজ লাঘব হয়ে যায়। এই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এই যে দামের কথা বললাম এগুলি করতে হলে কি করতে হবে? প্রথম কথা হচ্ছে, সরকারকে ব্যাপক ভাবে ধান চাল কেনবার ব্যবস্থা করতে হবে, তা না হলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। অর্থাৎ সরকার বাজারে ধান চাল কেনবার জন্য বায়ার হিসাবে নামবেন এবং কত কিনবেন সেটা সরকার পক্ষের সঙ্গে বসে আলোচনা না করলে আমাদের পক্ষে এই স্টেজ-এ বলা সম্ভব নয়, কারণ এখানে পরিসংখ্যানের কথা আসে।

তবে আমরা শুনেছি মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ৪ লক্ষ টন চাল উড়িষ্যা থেকে আসবে। যদি আসবার কথা হয়ে থাকে তবে সমস্ত চাল যেন সরকারের কাছে আসে। এই প্রাইভেট ব্যবসাদারদের হাতে যেন না আসে সরকারের হাতে চাল মজুত রাখতে হবে একেবারে যেন সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আসে। ২য় কথা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ১ লক্ষ টন চাল আমাদের দিচ্ছেন। কিন্তু ১ লক্ষ টন কেন দেবেন পশ্চিমবঙ্গের এই সংকটে। আমরা আগে থেকে এরূপ বলবো কেন? আমরা ১ লক্ষ টন দিয়ে আরম্ভ করবো এবং দরকার হলে তাঁরা আরও দেবেন। আমরা আরো শুনেছি ৫০ হাজার টন চাল নেপাল থেকে আসবে। কিন্তু সেটা কিভাবে আসবে। এটা কি সরকারী গুদামে আসবে না প্রাইভেট ব্যবসাদারদের কাছে আসবে। এটা যাতে সরকারের কাছে আসতে পারে তার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা, এবং আমরা দেখছি হোলসেল ট্রেড, এটা সরকারের হাতে নিয়ে আসা উচিত ও পরবর্তী কালে রাইস মিলও আমাদের নিতে হবে কো-অপারেটিভ বেসিস-এ কারণ এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই, কারণ বৎসরের পর বৎসর ধরে

দেখছি এসব জায়গা থেকে ব্ল্যাক মার্কেটিং ইত্যাদি হয়। সেজন্য বলছি সরকার যদি নিয়ে নেন তাহলে তারপর রিটেলার-এ যারা বিক্রি করবেন তাদের সরকার সাপ্লাই করতে পারবেন। এবং রাইস্ মিল থেকে কতটা নেবেন না নেবেন তার মধ্যে আমি যাচ্ছি না। আমরা দেখছি গত বৎসর যখন উড়িষ্যায় সংকট দেখা দেয় তাঁরা তখন শতকরা ৫০ ভাগ রাইস মিল থেকে লেভি করলেন। এখানে কতটা নেবেন না নেবেন সে সব এনকোয়ারীর মধ্যে আমি যাচ্ছি না। হোলসেল ট্রেড সরকার যদি নিজের আয়ত্ব করেন তাহলে ব্ল্যাক মার্কেটিং এসব বন্ধ হতে পারে। এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফুডগ্রেনস্ মারজিন অব প্রফিট কন্ট্রোল অর্ডার সেটা। প্রশ্ন উত্তরের সময় যা বললেন সব ঠিক আছে যে, ২।১ জনের খাতা পত্র ছাড়া আর সব ঠিক আছে, এটা মুখ্যমন্ত্রী কি করে বললেন তা জানিনা। তাঁর ২।৪টা ইনেস্পেক্টর তাঁরা সব খাতা দেখে আপনাকে বলেছিলেন যে, শতকরা ৯০ জনেরই খাতা ঠিক আছে কেবল ২।৪ জন অসৎ ব্যবসায়ী। কিন্তু ২।৪ জন যারা সৎ ব্যবসায়ী তাঁরা বলেন যে, আমরা কি করবো, আমরা তাদের সংগে চলতে পারিনা, এই কতকগুলি কথা এখানে বলে রাখলাম যার বিস্তৃত আলোচনা অন্য বন্ধুরা করবেন। সর্বোপরি আমি একটা কথা বলতে চাই, কংগ্রেস পক্ষে যারা আছেন তাঁরা এ ব্যাপারে একটু চেষ্টা করবেন কারণ এ সমস্ত কথা আমরা অনেকবারই বলেছি। কিন্তু আমরা দেখছি যে, কোথাও কিছু হল না। বৎসরের পর বৎসর একই চলছে। সেজন্য আমার মনে হয় আমি যা বলে আরম্ভ করেছিলাম সেই জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগীতা এবং আমাদের বিরোধী দলের যারা আছেন তাঁদের সহযোগীতা যদি সরকার না নেন তাহলে সমস্ত কিছু ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেজন্য পিপিলস্ ভিজিলেন্স কমিটি, ইত্যাদি আমাদের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তুলতে হবে, এ ব্যাপারেও আমরা সম্পূর্ণ সহযোগীতা করতে রাজি আছি। এটা যদি না করেন তাহলে ঐ বেক্ ডোর দিয়ে ধান চাল বিক্রি হয়ে যাবে এবং ২ মাস পর চারিদিকেই এঅবস্থা হবে। আমরা এটা চাই না এবং জনসাধারণও চায় না, সেজন্য আমরা সবাই মিলে যদি জনসাধারণের উপর নির্ভর করি তাহলে কাজ হবে। আমরা শেষের দিকে সংবাদ পত্রে দেখেছি যে শ্রী কে কে বিড়লা, প্রেসিডেন্ট চেম্বার অব কমার্স, তিনি বিবৃতি দিলেন যে, যারা এই আন্দোলন করছে, তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা করে বললেন যে, এরা সব এন্টি সোসাল্ এদের বিরুদ্ধে এ্যাকশান নাও। আমরাও দেখলাম সরকার সেখানে এ্যাকশান নিতে নেমে গেলেন, এবং অনেককে ধরা হল ও হামলা হল। এইভাবে আমরা দেখলাম দমদম জেলে শ্রীঅনাদি দাস, এম-এল-এ-কে এ্যারেষ্ট করে এনে ডিভিসান থ্রি হিসাবে রাখা হ'ল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় জানলাম যে, যাতে দাম কমে সেজন্য খাদ্য আন্দোলন করায় তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন।

[1-50—2-00 p.m.]

প্রতিহিংসাপরায়ণ সরকার এবং ম্যাজিষ্ট্রেট আমরা দেখলাম শ্রীঅনাদি দাস এম-এল-এ, এবং তাঁর বন্ধু যাঁরা ছিলেন তাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে ডিভিসান থ্রিতে রাখলেন। এই ভাবে আপনারা কে কে বিড়লার কথা শুনবেন, না জনসাধারণের কথা শুনবেন। এ্যাসেম্বলী বন্ধ হলে এসব উত্তর জনসাধারণের কাছে দিতে হবে এবং এবিষয়ে আমাদের প্রেসিডেন্ট ডঃ রাধাকৃষ্ণ তাঁর যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটা উদ্ধৃত করে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করবো। তিনি এ বিষয়ে এই সব দৃষ্টিভঙ্গি নেন নি যে, আমরা তাঁর বিবৃতি সংবাদপত্রে দিয়েছিলাম তিনি বলেছিলেন

"Hunger drives people mad and we cannot control hurgry people by resorting to force. People will not take the law into their hands if they are convinced that shortage affects all layers of society equally and when authorities are determined to deal ruthlessly with profiteering and black marketting."

একথা কি আপনারা মনে রেখেছেন? আপনারা জানেন জনসাধারণ যখন দেখে যে কিছু লোক ৪০।৫০ টাকায় চাল কিনে নিচ্ছে কিন্তু আমরা একবেলায়ও পেট ভর খেতে পাচ্ছি না তখন তারা কি চুপ করে থাকবে? ১৯৪২ সালের মত অবান্তর অনেক মিথ্যা কথা ঐ কংগ্রেস মহল থেকে আমরা শুনেছি, আমাদের প্রতি কটুক্তি করে আপনারা তখন বলেছেন যে কেন জনসাধারণ

লুঠ করেনি, কেন মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কেড়ে খায় নি—এই সব কথা আপনাদের কাছে শুনেছি কিন্তু আজকে কি সেসব কথা বলবেন? খেতে যদি মানুষকে না দেন তাহলে কি সেসব কথা আপনারা বলবেন? আমরা এতসব কথা বলছি না কিন্তু আমরা বলছি আপনারা যদি জনসাধারণকে বিশ্বাস করেন তাদের যদি আপনারা পাশে রাখেন তাহলে কোন মুনাফাখোর কোন ব্যবসাদার ৪০ টাকায় চাল বিক্রী করতে পারে? কারো এত সাহস নাই। কিন্তু মুনাফা-খোরী সরকার আপনারা কি তা করবেন, তার পরিচয় আমরা দুদিনের মধ্যে রাস্তাঘাটে, মাঠে-ময়দানে বাংলাদেশের সমস্ত জায়গায় পাবো।

Shri Asoke Krishna Dutta :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে আমরা এখানে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এটা আমাদের এই সমস্যাসঙ্কুল বাংলাদেশে বোধ হয় সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। একটু আগে আমাদের বিরোধী দলের নেতা জ্যোতিবাবুর বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে শুনছিলাম। জ্যোতিবাবু প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করছিলেন, আমি দেখছিলাম প্রথম ২০ মিনিট কোনরকম কনস্ট্রাকটিভ সাজেসান তাঁর কাছ থেকে এল না, শুধু পুরাণ কতগুলি কথা বলে প্রফুল্লবাবুকে গালাগালি করার চেষ্টা করেছেন। যে প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আমি বিশ্বাস করি যে এই প্রশ্নটা বাংলাদেশের আজকে সব চেয়ে গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এতে ঝগড়া, উষ্মা বা তিক্ততা সৃষ্টি করে কোন লাভ হবে না। কিভাবে সব চেয়ে ভাল পদ্ধতিতে, কিভাবে সবচেয়ে ভাল নীতি নির্ধারণ করতে পারি যাতে আমরা এই সমস্যার একটা ভাল সমাধানে উপনীত হতে পারি তার জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে। একটা কথা আমার মনে পড়ছে গত শুক্রবার যখন আমাদের নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিবৃতি দিলেন তখন বিরোধী দলের কোন কোন সদস্য সমালোচনা করে বলেছিলেন এটা কিরকম হল, এটা যেন একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার মত জিনিস হল। আজকে জ্যোতিবাবু তার পুনরাবৃত্তি করেছেন যে এটা একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন, কোন রকম নির্ধারিত পলিসি রাখেন নি যার উপর ডিবেট হবে। এটা যদি শুধু সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা চাইবেন যে সরকার একটা নীতি বলুক, আমরা তাকে বিশ্লেষণ করে সমালোচনা করে জনসাধারণের কাছ থেকে কিছু হাততালি পেতে চাই। কিন্তু যদি আমাদের সত্যিকারে উদ্দেশ্য হয় যে প্রত্যেকে আলোচনা করে এই বিরাট সমস্যার সমাধান করব, তাহলে এটাকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আমি এই সমস্যাকে ভয়াবহ সমস্যা বলব, কারণ, বছরের পর বছর খাদ্য পরিস্থিতি যেভাবে গুরুতর আকার ধারণ করেছে তাতে যাঁরা ঠিকভাবে চিন্তা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করবেন যে আজকের দিনে যদি খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ ভাবে সচেতন না হই তাহলে ভবিষ্যতে এই সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে একটা মারাত্মক সমস্যায় পরিণত হবে।

এই সমস্যার সামনে এসে আমরা কোন তিক্ততা সৃষ্টি করার বা শুধু সমালোচনা করার মনোভাব নিয়ে নিশ্চয়ই এখানে বসি নাই। আজকে আমাদের সরকারের তরফ থেকে অপো-জিশনকে কতখানি অবজ্ঞা করা হল, আর অপোজিসানের তরফ থেকে সরকারকে কতখানি গালাগালি দেওয়া হল এর জন্য নিশ্চয়ই আমরা বসি নাই। আজকে বাংলাদেশের জনসাধারণ উদগ্রীব হয়ে রয়েছে যে প্রত্যেক দলের সুচিন্তিত অভিমতের পর কিভাবে খাদ্য সমস্যার সমাধান করবার জন্য উপযুক্ত নীতি নির্ধারিত হয় সেটা দেখবার জন্য। তাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় প্রথমে কোন নীতির কথা না বলে এখানে আলোচনার পর এই সভার প্রত্যেকের মতামত শুনে, নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তারপরে নীতি নির্ধারণ করবেন বলেছেন এরজন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের সমস্যা কি সেটা দেখতে গেলে দেখা যায় যে খাদ্য সমস্যার একটা সর্ট টার্ম দিক আছে, আর একটা লং টার্ম দিক আছে। আমাদের এই দুটো দিকের কথা চিন্তা করে আজকে আলোচনা করতে হবে, কারণ এই দুটো ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত এর একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা আলোচনা হয় না। আমরা আজকে নূতন বছরের প্রথম দিকে একটা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছি। গত বছর খাদ্য পরিস্থিতির দিক থেকে খুব

একটা খারাপ বছর গেছে। আমাদের এখানে ফসল কম হয়েছে, উড়িষ্যায় সেখান থেকে বিরা পরিমাণ চাল আসতো সেখানে ফসল কম হওয়ার দরুণ খুব কম চাল আসতে পেরেছে এব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা যতখানি চাল পাবার আশা করেছিলাম ততখানি পাই নি তাই গত বছর ধান চালের দাম প্রচুর বেড়ে গেছে যার ফলে জনসাধারণ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমাদের এবৎসর বাংলাদেশে ফসল খুব ভাল হয়েছে এবং উড়িষ্যায় যা ফসল হয়েছে সেদিন মুখ্যমন্ত্রী যা বক্তৃতা দিলেন তা থেকে আমরা বুঝেছি যে প্রায় ৪ লক্ষ টন চাল আমদানীর আশা আমরা করতে পারি উড়িষ্যা থেকে। এছাড়া ভারতবর্ষের বাইরে নেপাল থেকে কিছু চাল আমরা আশা করতে পারি। সেজন্য এবছর পরিস্থিতি কিছুটা উজ্জ্বল কিন্তু গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয়ই আমাদের এই জিনিসটা স্বীকার করতে হবে যে এখন থেকে যদি ব্যবস্থা করা না হয় তাহলে পরিস্থিতি আবার খারাপের দিকে যেতে পারে। সেজন্য আমাদের চালের দর বাঁধা হবে কিনা সেটা একটু বিশেষ বিবেচনা করা উচিৎ। চালের দর বাঁধার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা রয়েছে চালের দর বাঁধতে গেলে প্রথমতঃ ধানের দর বাঁধা প্রয়োজন তা না হলে সেটাকে ঠিক রাখা যায় না। চালের দর বাঁধতে গেলে একটা বড় স্টক রাখা প্রয়োজন, অথচ আমরা দেখছি আমাদের এখানে উড়িষ্যা থেকে যে চাল আসে সেটা পুরো ট্রেড এজেন্সীর মাধ্যমে আসে। আমরা স্টকের জন্য নির্ভর করি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে যে ধান চাল পাই তার উপর। এবছর ফসল ভাল হওয়ার দরুণ এবং উড়িষ্যার ফসলের সম্ভাবনা ভাল থাকার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রায় এক লক্ষ টন আশা করি, তবে আমি এবিষয়ে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে একমত যে আরো বেশী তাদের দেয়া উচিৎ। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে যাতে একলক্ষ টনের বেশী তারা আমাদের দেন কিন্তু সেখানে অসুবিধা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার চালতো নিজেরা দেবেন না—তারা অন্য জায়গা থেকে বিদেশ থেকে আনিয়ে দেবেন বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে, সেই সবও অন্তরায় রয়েছে। তাহলেও আমাদের সেখানে দাবী করতে হবে কিন্তু প্রথমে একলক্ষ টনের বেশী আমরা আশা করতে পারি না এবং তার বেসিসে আমাদের নীতি নির্ধারণ করতে হবে। কাজেই এই একলক্ষ টন এমন একটা বড় স্টক নয় যার দ্বারা চালের দর বেঁধে প্রাইস লেভেল শুধুমাত্র তার উপর মেনটেন করানো যাবে। এটা ঠিক বলে আমরা মনে করছিনা। একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে চালের দর আমাদের বাঁধতেই হবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বা সমস্ত ভারতবর্ষের কথা ভাবলে আমরা দেখি যে শতকরা ৭০ ভাগ হল কৃষিজীবী কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতি ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থনীতির সঙ্গে খানিকটা পৃথক।

[2-00—2-10 p.m.]

আমাদের বাংলাদেশে অর্ধেক লোক কৃষিজীবী এবং অর্ধেক লোক নয়। সে জন্যই আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতি ভারতবর্ষের অর্থনীতির এদিকে কিছুটা পৃথক। (শ্রীকমলকান্তি গুহ অর্ধেকের বেশী) অর্ধেকের বেশী—যাক সামান্য বেশী হয়তো যাহোক পরিসংখ্যানের কথা আমি কমলবাবুর কাছ থেকে নিতে প্রস্তুত নয়। প্রায় অর্ধেক লোক কৃষি-জীবী অর্ধেক লোক নয়। তার মধ্যে অধিকাংশই সারপ্লাস প্রডিউসার নয়। তারা যা প্রডিউস করে হয় নিজেরাই কনজিউম করে ফেলেন অথবা যা প্রডিউস করেন তার উপর নিজেদের কিনে খেতে হয়। আমার পয়েন্ট হচ্ছে এই যে আমাদের বাংলাদেশে শতকরা ৭৫ ভাগ লোকের বেশী লোক চাল কিনে খায় তৈরী করে না তাদের সম্বন্ধে। অতএব সেদিকের থেকে বাংলা দেশের অধিকাংশ লোক প্রায় মেজরিটি চালের দর স্থায়ী এবং কম থাকার উপর তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ নির্ভর করছে। অতএব চালের দর বাঁধতে হবে যাতে সেটা লোকের যতখানি ক্রয় ক্ষমতা বা শক্তি তার মধ্যে থাকে। আমি এখানে যা আলোচনা করেছি সেটা সম্বন্ধে ভেবে দেখতে হবে। এবং এটা নির্ভর করছে ধানের দর কতটা লেভেলে বাড়ানো যায় তার উপর এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এটা আরও নির্ভর করছে যে অন্য যে সমস্ত প্রাকটিক্যাল রিজনস রয়েছে তার উপর। আমাদের এখানে যে সমস্ত আলোচনা হয়ে থাকে তার ভিত্তিতে দেখি যে সাধারণভাবে কোর্স রাইস, ২৪।২৫ তার দর—এটা অবশ্য আমার ধারণা—আজকে জ্যোতিবাবু

বক্তৃতা প্রসঙ্গে সে কথাই বলেছেন। সেটা যদি ২৪।২৫ টাকা রাখা হয় তাহলে ধানের দর—অর্থাৎ—কোর্স ধান প্রায় ১৩।১৪ টাকায় দাঁড়ায়। যাহোক কারও মতে ১৫ টাকা। আমি ভালভাবে গবেষণা করে দেখেছি যে এটা ১৩।১৪তে দাঁড়ায় যদি মিডলম্যানকে কম দেবার পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায়। আবার যদি মিলের খরচ আরও কমানো যায় তাহলে ১৩ কেন সেটা যদি ১৬।২৫ করা যায় তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই। আজকে যে পরিস্থিতি এবং তা থেকে যা হিসাব আমরা পেয়েছি এবং আলোচনায় যা বুঝেছি তাতে ২৪।২৫ টাকা চালের দর বাঁধবার ব্যবস্থা করা নিশ্চয়ই উচিত এবং একথা আমি আজকে সাবমিট করতে চাই যে সরকারের উচিত যাতে কোর্স রাইস ২৪।২৫ টাকার নীচে থাকে এই বেসিসে একটা নীতি নির্ধারণ করুন। তবে চালের দর বাঁধতে গেলে একটু বিবেচনা করতে হবে যে বাংলাদেশে কত প্রকার চাল হয়। ৭০।৮০ ভ্যারাইটির চাল হয়। সেজন্য এর খানিকটা ক্লাসিফিকেসন করে নেওয়া ভাল। অবশ্য যত ক্যাটাগরী করা হোক না কেন সবটা করা যাবে না। কিন্তু আমি যা বুঝেছি তাতে এই যে ৪টে ক্যাটাগরীতে ভাগ করা হোক। অর্থাৎ কোর্স একটা মিডিয়াম একটা ফাইন এবং আর একটা সুপার ফাইন। হয়তো অনেকে বলবেন যে সুপারফাইন-এর দর বাঁধার কি দরকার। কিন্তু এখানে প্রয়োজন আছে এইজন্য যে সুপারফাইনের দর না বেঁধে দিলে আমাদের যে সমস্ত মুনাফাখোর, যে সমস্ত মিলিওনিয়ান আছে—যে কথা আপনারা বলে থাকেন—তারা অনেক সময় ঐ ক্যাটাগরী বদল করে ফাইনকে সুপারফাইন বলে বিক্রি করবার চেষ্টা করবে। সেজন্য দর বাঁধতে গেলে প্রত্যেক ক্যাটাগরীর দর বাঁধার দরকার আছে। যদি ১৩ টাকা কোর্স ধানের দর বাঁধা হয় তাহলে ১৪।১৫।১৬ এই বেসিসে মিডিয়াম, ফাইন এবং সুপার ফাইনের দর যদি বাঁধা হয় তাহলে আমার মনে হয় উপযুক্ত জিনিস করা হবে। ১৩ টাকা ধানের দর মিনিমাম এই জন্য বলছি যেমন কানাইবাবু একটু আগে বললেন ১৩ টাকা? অবশ্য কানাই-বাবুর আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যেটা ১০।১২তে বিক্রি হচ্ছে বলে শুনে থাকি সেটা ১৩ টাকায় হওয়া উচিত, কারণ আজকে আমাদের এটা দেখতে হবে যে আমাদের কৃষকদের একটা ইনসেনটিভ দিতে হবে আমাদের এটা বিবেচনা করে দেখতে হবে.

[Dr. Kanai Lal Bhattacharjee :

আমি ওকথা বলি নি। ১৩ টাকায় কেন? আমি এই কথা বলছি আপনি কি আরও বাড়াতে চান? যা হোক যদি ১৩ টাকায় না বাঁধেন ১৫তে বাঁধুন। আমি বলছি যে ৪টে ক্যাটাগরী করা দরকার। আর একটা জিনিস যে ইনসেণ্টিভ দেওয়া দরকার যাতে ধানী জমি পাটের দিকে না চলে যায়। সেজন্য একটা ফিক্সড লেভেল করে দেওয়া দরকার। ১৩ বা ১৪ মিনিমামের প্রশ্ন নয়। যদি আমরা ফিক্সড লেভেলে ধানের দাম এবং চালের দাম বা ধানের দাম যদি মিনিমাম বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে যারা মিল মালিক যারা হোডার তারা সর্বতোভাবে আন-ইকনমিক এগ্রিকালচারিস্ট যারা রয়েছে তাদের জোর করে ফোর্স করে আরও কম দরে বেচাবার চেষ্টা করবে। সেজন্য যদি দর বাঁধতে হয় সেটা ফিক্সড করা ভাল এবং সেইটাই প্রয়োজন।

আমি এই প্রসঙ্গে আরও বলতে চাই ধানের দর শুধু বেঁধে দিলে কাজ শেষ হচ্ছে না। সেই দর বাঁধা হচ্ছে প্রথম স্তর যাতে সেই দরটা প্রপারলি মেনটেন হয়, দর বাঁধার পর, সেইটেই হচ্ছে তার চেয়ে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। সেটা দেখা দরকার এটা বিশেষ প্রয়োজন। তার জন্য প্রথম দরকার হবে চালের দর মেনটেন করতে গেলে আমি প্রথমেই বলেছি চালের ষ্টক সরকারের হাতে রাখা দরকার। কিন্তু আজকে যে পরিস্থিতি তাতে পশ্চিমবাংলার সরকারের পক্ষে বাফার ষ্টক মেনটেন করা খুবই অসুবিধা। দ্বিতীয়তঃ আমরা যদি প্রকিওরমেণ্টের দিকে জোর দিতে যাই তাহলেও যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে। কেননা এর আগে আমরা যতবার প্রকিওর-মেণ্ট পলিসি করতে গেছি ততবারই সেটা খারাপ হয়েছে। কাজেই তা সম্ভব হবে না। আমরা নিজেরা যদি প্রকিওরমেণ্ট না করি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে যদি খুব কম পরিমাণ চাল পাই প্রপোরসনেটলি তাহলে জোর করে বাফার ষ্টক করা সম্ভব হবে না। অতএব ষ্টক-এর দিকে খুব বেশী নির্ভর করা চলবে না। আমাদের আরও অন্যান্য দিকও দেখতে হবে এবং এই চালের

দরটা কম রাখার জন্য আমাদের আরও দেখতে হবে যে ধান কেনার পর অন্যান্য যে সমস্ত স্টেজ দিয়ে আসে যেমন মিলিং, হোল-সেলার, রিটেলার—এদের প্রত্যেককে কতখানি ন্যায্য কষ্ট ও ন্যায্য প্রফিট হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করে দিতে হবে। এই সমস্ত দিক দেখে প্র্যাক্টিক্যাল পসিবিলিটিজ দেখে এমন একটা কিছু এখানে আমরা জোর করে নির্ধারণ করবো না যে—হ্যাঁ এতোর মধ্যে করতে হবে। যেটা প্র্যাক্টিক্যালি পসবেল নয় এমন জিনিস আমরা নিশ্চয়ই করতে পারবো না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বহু বছর ধরে এই খাদ্য দপ্তরে রয়েছেন এবং এই দপ্তরের অধীনস্ত আর যাঁরা রয়েছেন তাঁদেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট চেতনা রয়েছে। এই খাদ্য সম্বন্ধে তাদের এক্সপার্ট এ্যাডভাইজার রয়েছে, তাদের কাছ থেকেও তিনি এই এক্সপার্ট এ্যাডভাইস্ নেবেন। এই সবগুলি জিনিসের জন্য আমি আজকে এই সভায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই সাজেসন দেবো যে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা তো রয়েছেই, তদুপরি তাঁর এক্সপার্ট এ্যাডভাইজারও রয়েছেন—তিনি আজকে এই পরিস্থিতিতে এই সভা থেকে এমন একটা কমিটি করুন যে কমিটিতে বিভিন্ন দলের ও মতের লোকও থাকবেন। আমি এই কথা বলছি না যে প্রত্যেক মতের লোকই এই কমিটিতে রাখা সম্ভব হবে। কারণ কমিটি যদি বড় হয়ে যায় তাহলে এই কমিটির কাজ সত্যিকারের কার্যকরী হবে না। কাজেই এই কমিটিকে একটু ছোট করতে হবে। ৭ জনের বা ৯ জনের এই কমিটি হবে। যিনি খাদ্যদপ্তরের মন্ত্রী তিনি চেয়ারম্যান থাকবেন। কাজেই আমি বলবো প্রপোরসন্যাল রিপ্রেজেন্টেশন-এ এই কমিটি নির্বাচিত হোক। এই যে জিনিসগুলি আলোচনা হয় এবং আবার এদিক-ওদিক থেকে সমালোচনা হয়, এদিক থেকে নিজেদের পয়েন্ট রিটারেট করা হয় যে এতখানি ধানের দর হলে এতখানি চালের দর হওয়া সম্ভব। আমি বলবো ১৩ টাকা ধানের দর হলে ২৫ টাকা চালের দর হবে। এতে হয়তো ওরা প্রতিবাদ করবে যে না, ১৬ টাকা হলে ২২ টাকা হবে। কাজেই এ রকম তর্ক-তর্কির মধ্যে না থেকে এই কমিটি যদি স্ক্রুটিনি করে যেমন এষ্টিমেট কমিটি রয়েছে, পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি রয়েছে এই ধরণের কমিটি যদি স্ক্রুটিনাইজ করে এই সম্বন্ধে তাহলে এ সম্বন্ধে রেসপনসিবিলিটি তাদেরই হবে এবং এই ক্রিটিসিজমের কোন প্রশ্নই উঠবে না এবং গালিগালাজেরও কোন প্রশ্ন উঠবে না। এইভাবে যদি একটা কনষ্ট্রাকটিভ জিনিস তৈরী করতে পারি তাহলে ভাল হয়। আজকের এই কমিটির এই জিনিসগুলি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করতে পারবে যে এই প্রাইস ষ্টেবিলাইজ করবার জন্য প্রয়োজনীয় কতখানি ধানের দর রাখলে চাষীরা প্রপার ইনসেনটিভ পাবে। কতখানি ধানের দর থাকলে চাষীদের ধানের জমি পাটের জমিতে চলে যাবে না। তারপর ধান চাল হওয়া অবধি যে যে ষ্টেজ দিয়ে কনজিউমারদের কাছে যায় হোলসেলার, রিটেলার, মিডলম্যান-এর মধ্যে দিয়ে, এখানে সেই মিডলম্যানদের কি করে কমানো যায় তার প্রাকটিক্যাল পসিবিলিটিজ দেখে হোল সেলারদের এবং রিটেলারদের কতখানি প্রপার ইনসেনটিভ দিয়ে কাজ করানো যায়, মিলার কতখানি কমের মধ্যে কাজ করতে পারে সেগুলি আলোচনার মাধ্যমে দেখা দরকার। তবে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকম মিলিংয়ের ডিফারেন্ট কষ্ট হয় কোথাও বা দেড় টাকা হয় আবার কোথাও বা তার বেশী হয় এই সমস্ত জিনিস যেখানে রয়েছে সেখানে এই রকম একটা কমিটি থাকলে ওগুলি প্রপারলি স্ক্রুটিনি করা সহজ হয়। আরও একটা কারণে এই কমিটি রাখা দরকার যে এই সমস্যাটা আজকেই শেষ হয়ে গেল আর অন্য বছরের জন্য চিন্তা করতে হবে না এমন তো পরিস্থিতি নয়। আমরা এখানে যে দরটা ঠিক করবো সেই দরটা সারা বছর যাতে মেনটেন হয় এটা দেখতে হবে। এবং এটা দেখতে হবে বলেই এই প্রশ্নটার মাঝে মাঝে রূপান্তর হবে, মাঝে মাঝে নূতন প্রশ্নের উদয় হবে এবং সেইজনাই এমন একটা পরিস্থিতির উদয় হতে পারে যে সময় আবার কমিটির অভিমত নূতন করে নেবার প্রয়োজন হবে। প্রত্যেকবারই এসেম্বলীর অন্য কাজ বন্ধ করে আমরা ফুড ডিবেট করবো, যখন সেসন থাকবে না তখন সঙ্গে সঙ্গে এসেম্বলী ইমারজেন্সি কল করবো এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে না থেকে যদি বছরের পর বছর এই সভা থেকে এবং প্রয়োজন হলে কাউন্সিল থেকেও কিছু সভ্য নিয়ে একটা এ্যানুয়েলী ইলেকটেড, প্রপোরসন্যাল রিপ্রেজেন্টেসনের দ্বারা ইলেকটেড বর্ডি থাকার মাধ্যমে এই জিনিসগুলি দেখা যাবে তাহলে নিশ্চয়ই আমার মনে হয় অনেকখানি এই সমস্যারও আমরা সুরাহা করতে পারবো।

[2-10—2-20 p.m.]

আমাদের এখানে যে ধরণের আলোচনা বা সমালোচনা হয় তাতে আমরা বছরের পর বছর একই কথা বলতে শুনেছি। যেমন, সেদিন জ্যোতিবাবু বললেন, পি, সি, সেন গত ১০ বছর ধরে খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং এই ১০ বছরে তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। প্রশ্ন যখন একই রকমের তখন তো আলোচনা বা সমালোচনা একই রকমের হয়। কাজেই আমরা এ থেকে এই জিনিসটা দেখছি যে, যেমন কনস্ট্রাকটিভ সাজেসান কেউ দিচ্ছেন না—শুধু শ্লেষ করা হচ্ছে। সরকার যেটা করছেন তাতে এঁরা শুধু শ্লেষ করেই খালাস- কারুর কোন দায়িত্ব নেই। সরকার থাকলে সমালোচনা হবে- কিন্তু সেই সমালোচনার ভয়ে সরকার তো দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারেন না বা পলিসি চেঞ্জ করতে পারেন না। যাহোক, এখন কথা হচ্ছে যে, খাদ্যকে রাজনীতির ঊর্ধে রাখতে হবে একথা বলে বিভিন্ন দলের দায়িত্বপূর্ণ সদস্যেরা যে সাজেসন দিয়েছেন সেগুলি প্রচার করা হোক এবং ভবিষ্যতে যাতে প্রয়োজনমত পলিসি চেঞ্জ করা যায়, নূতন করে করা যায় সেই জন্য একটি কমিটি করা হোক—এটাই আমার সাজেসন। আমি শুধু প্রাইস ষ্ট্যাবিলাইজেসন করে শেষ করতে বলছি না—আমি প্রথমেই বলেছি লংগ-টার্ম এবং সর্ট টার্ম ২টি প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। আমার আরও বক্তব্য হচ্ছে শুধুমাত্র এ বছর প্রাইস স্ট্যাবিলাইজেসন কমিটি করলেই হবে না একটি অত্যন্ত অপ্রিয় বাস্তব সত্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, কোন বছরে আমাদের হয়ত ঘাটতি হোল ২০।২২ লক্ষ টন এবং সেই ঘাটতির পর যে বছর আমাদের বাম্পার ক্রপ হবে সেই বছরও আমাদের ঘাটতি হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে ঘাটতি আমাদের থেকেই যাবে এবং এই বাস্তব সত্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এখন আমাদের বিচার করতে হবে যে এটার কিভাবে সুষ্ঠু সমাধান করা যায়। তারপর, বক্তব্য হচ্ছে আমাদের এই স্লোভ করলে চলবে না যে আমরা বাইরের উপর নির্ভর করব না। কেননা যদি আমরা ফেল করি, উড়িষ্যা ফেল করে তাহলে আরও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় মাঝে মাঝে বলে থাকেন আমাদের চাল থেকে গমের দিকে যাওয়া উচিত। আমার মনে হয় এই কমিটি যেটা হবে সেই কমিটির এমন সুচিন্তিত অভিমত দেওয়া দরকার যাতে সেই কমিটিতে প্রোপোরসনাল রিপ্রেজেন্টেসন বেসি-এ যে সদস্যেরা আসবেন তাঁরা স্যাটিসফাইড হবেন এবং চাল ও গমকে রাজনীতির দাবা খেলার মধ্যে না রেখে চাল কমিয়ে যাতে গমের আন্দোলন করা যায় সেটা সেই কমিটির মাধ্যমে করা উচিত। একটু আগে [illegible] ধান, চাল উৎপাদন বাড়াবার কথা বল্লেন। এটা নিশ্চয় করা উচিত। তবে তিনি তার সংগে আরও বলেছেন যে যতখানি করা দরকার ততখানি করা হয়নি এবং কোথায় ব্ল্যাক মার্কেটিং হয়েছে সেকথা অন্ধ্রের অপজিসন নেতা বলেছেন। কিন্তু এর জন্য সুন্দরাইয়াকে অন্ধ্র থেকে এখানে আনার দরকার ছিলনা। আমরা জানি আমাদের দেশে অনেক মুনাফাখোর ডিলার রয়েছে যারা ব্ল্যাক মার্কেটিং করে থাকে এবং এটা বাস্তব সত্য। এর জন্য সুন্দরাইয়াকে এখানে আসার দরকার ছিলনা। তারপর, আমরা অনেক সময় আমাদের দেশের পরিসংখ্যান দিই এবং সেই সংগে ইটালি, জাপান যারা আমাদের চেয়ে বেশী পরিমান চাল উৎপাদন করে তাদের পরিসংখ্যান দিয়ে বলি যে তারা আমাদের চেয়ে ৩।৪ গুণ বেশী ধান উৎপাদন করে। এই কমিটি সেটা বিচার করবে এবং যাদের আমাদের চেয়ে ৩।৪ গুণ বেশী ফলন হয় তাদের কোয়ালিটি দেখতে হবে। এগুলি অবশ্য এক্সপার্ট-দের এ্যাডভাইস নিয়ে বিবেচনা করা দরকার। তারপর, আমি শুধু প্রাইস স্ট্যাবিলাইজেসন কমিটি-র কথা বলছি না এর সংগে লংগ-টার্ম, সর্ট-টার্ম-এর প্রশ্ন রয়েছে এবং শুধু ফুড সাপ্লাই-র প্রশ্ন নয়, এর মধ্যে ফুড সাপ্লাই আছে, ফুড প্রোডাকসন আছে এবং এগ্রিকালচার এই তিনটে জিনিস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কিভাবে চেষ্টা করলে আমাদের ফসল উৎপাদন আরও বাড়বে, কিভাবে চেষ্টা করে আন্দোলন করে লোককে চাল খাওয়া থেকে আরও গম খাওয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং কিভাবে চেষ্টা করে সিরিয়াল ফুড থেকে নন-সিরিয়াল ফুড এর দিকে যাওয়া যায় তার চেষ্টা করতে হবে। আমরা জানি যে সমস্ত দেশ আমাদের দেশ থেকে অর্থ-নৈতিক দিক থেকে উন্নত, যাদের জীবনধারার মান আমাদের থেকে অনেক উন্নত তাদের সিরিয়াল কনজামসন অনেক কম, নন-সিরিয়াল কনজামসন অনেক বেশী। এটা নিয়ে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, নন-সিরিয়াল কনজামসন যত বেড়ে যাবে, সিরিয়াল কনজামসন তত কমে যাবে। এদিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে দেখা যাবে আমাদের যত ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট

হবে তত জীবন ধারণের মান উন্নত হবে তখন সঙ্গে সঙ্গে নন-সিরিয়াল ফুড খাবার প্রয়োজনীয়তা বাড়বে। আজ থেকে আমাদের সে বিষয় চিন্তা করা দরকার। কারণ যে কমিটি হবে এটা কি শুধু সিরিয়াল ধানচালের কমিটি হবে না সব রকম খাদ্যের জন্য হবে। এ কথা শুনে কানাইবাবুর মত বৈজ্ঞানিক লোকের হাসবার কিছু থাকতে পারে এবং তার কোন কারণ আছে বলে মনে করি না। কারণ এই সিরিয়াল ছাড়াও আরও যে সমস্ত জিনিস আছে যা আমাদের প্রয়োজন তার বিষয়ে লংগ টার্ম প্ল্যানিং করতে হবে।

(এ ভয়েস ফ্রম দি অপোজিসন : কলা খেতে হবে)

কলা খাওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। বিপক্ষ দল থেকে যারা আসবেন তাঁরা হয়ত কাঁচকলা খাবেন নিশ্চয়ই। এই ধরণের যে কমিটি হবে এটা শুধু প্রাইস ষ্ট্যাবিলাইজেসন কমিটি নয়, এটাকে একটা ফুড এ্যাডভাইসরি কমিটি এবং দর বেঁধে কিভাবে স্ক্রুটিনি করা যায়, দরটাকে মেনটেন করা যায় যে ভাবে দেখে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই সম-পরিপ্রেক্ষিতে একটি কমিটি গঠন করা উচিত এই সাজেসনই আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখতে চাই। শুধু এই ধরণের জিনিস করলেই প্রাইস ষ্ট্যাবিলাইজ হবে সেকথা আমি মনে করিনা, এর সঙ্গে জ্যোতিবাবু যে কথা বলেছেন সে জিনিস করা আমি মনে করি খুবই সমীচীন। তিনি অবশ্য বিকৃত করে বলবার চেষ্টা করেছেন। এই পলিসি-তে প্রাইস মেনটেন করতে গেলে জনসাধারণের সমর্থন দরকার। জ্যোতিবাবু দমদম দাওয়াইয়ের কথা বলেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের যদি অরাজকতা হয়, লুটতরাজ হয় তাহলে জ্যোতিবাবু এবং তার দলের সবচেয়ে সুবিধা হবে- সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশে দায়িত্বশীল সরকার রয়েছে লুটতরাজ করতে নিশ্চয়ই দেওয়া হবেনা কিন্তু দর মেনটেন করার জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজন এবং ভিজিলেন্স কমিটি যেটা সেটা যাতে ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করে সেই রকম কমিটি হওয়া প্রয়োজন। শুধু প্রয়োজন নয়। অতি আবশ্যক। কারণ যেখানে আমাদের স্টক নাই অথচ যদি দর বেঁধে দিই তাহলে প্রাইস মেনটেন করতে গেলে নিশ্চয়ই একটা ভিজিলেন্স কমিটি দরকার। তার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো এই ধরণের ভিজিলেন্স কমিটি দরকার প্রত্যেক এলাকায় যাতে যে সমস্ত মুনাফাখোর ব্যবসাদার, হোর্ডার বা যে সমস্ত রিটেইলার অন্যায় করবে বা যে সমস্ত মিল ওনার-রা অন্যায় কাজ করবে বা যে সমস্ত প্রডিউসাররা অন্যায় কাজ করবে অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতিপরায়ণ প্রোডিউসারও রয়েছে ভিজা ধান বিক্রী করে ১০।১১ টাকা, যার দাম পড়ে যায় শুকোলে ১৭।১৮ টাকা অনেক সময় প্রোডিউসাররা ধান ভিজিয়ে বিক্রী করে এই বিভিন্ন স্টেজ-এ প্রোডিউসার থেকে আরম্ভ করে কনজুমার পর্যন্ত যে দুর্নীতির স্কোপ রয়েছে সেগুলি এই ভিজিলেন্স কমিটি দ্বারা চেক করতে হবে। এ জিনিস করবার সময় মনে রাখতে হবে ভিজিলেন্স কমিটির মত একটা এক্সপ্লোসিভ জিনিসের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি সেটা যদি বিপথগামী হয় তাহলে সেটা খুব একটা খারাপ টর্ন নেবে এবং সমস্ত জিনিসকে, সমস্ত পলিসি-কে বানচাল করে দিতে পারে, তার জন্য এই ধরণের ভিজিলেন্স কমিটিই বলুন বা সিটিজেন্স রেজিস্টেন্স কমিটি বলুন এর ভার দিতে হবে কংগ্রেস দলকে, কেননা কংগ্রেসদল থেকে যখন সরকার চালিত হচ্ছে তখন নিশ্চয়ই এর দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আবেদন করবো যে নিশ্চয়ই বিরোধীপক্ষ থেকে যে সমস্ত গণতান্ত্রিক দল রয়েছে তারা সহায়তা করতে এলে গ্রহণ করবো সন্দেহ নাই কিন্তু এর দায়িত্ব অর্গানিজেসন-এর ভার দিতে হবে এমন লোকের হাতে যার গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ্যাডমিনিসট্রেসন-এর কি কি প্রয়োজনীয়তা কোথায় কোথায় কি অসুবিধা কোথায় কোথায় কি বাধা সেগুলো জানা আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি শ্রদ্ধেয় নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী অজয় মুখার্জি রয়েছেন, তিনি এ্যাডমিনিসট্রেসন-এ ছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁর নাম আমি উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি। হয়ত তাঁর চেয়ে আর ভাল লোকও থাকতে পারেন, তাঁর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর মত লোক যদি এর ভার নেন এবং মুখ্যতঃ কংগ্রেসকর্মীদের মাধ্যমে এবং অন্যান্য অপোজিসন থেকে যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সাহায্য করতে আসবেন, তাদের সাহায্যে প্রাইস ষ্ট্যাবিলাইজেসন কমিটি তৈরী হয় তাহলে প্রাইস মেনটেন করা যাবে।

[2-20—2-30 p.m.]

আমি পরিশেষে একথা বলব যে আমাদের দরকার আজ চাল এবং ধানের দুটোরই দাম বেঁধে দিতে হবে। ৪টা ক্যাটেগরি করে বেঁধে দিন এবং সেটাকে যতখানি ধানের দর বেশী রেখে, চালের দর কম রাখা যায় সেটা করা হোক। এ বিষয়ে এখানে আরও অনেকে বলবেন এবং এক্সপার্ট এ্যাডভাইস নিয়ে এটা ঠিক হবে। ১৩।১৪।১৫।১৬ এই ৪টা ক্যাটেগরি যদি আমরা মেনটেন করতে পারি তাহলে আমরা ২৫ টাকা কোর্স এবং ৩০ টাকা সুপারফাইন হিসাবে মেনটেন করতে পারব। এই সঙ্গে সঙ্গে এই সভা থেকে এবং প্রয়োজন হলে কাউন্সিল থেকে কিছু সভ্য নিয়ে প্রোপোরসনাল রিপ্রেজেন্টেসন হিসেবে ইলেকটেড একটা কমিটি হোক। এই কমিটির নাম ফুড এ্যাডভাইসরি কমিটি হোক। এই কমিটি শুধু প্রাইস ষ্ট্যাবিলাইজেসন দেখবে না, বা এখানকার সর্ট টার্ম পলিসি দেখবে না এটা ভবিষ্যতে আমরা কিভাবে খাদ্যোৎপাদন, চাল, অন্যান্য ফসল বাড়াতে পারি ইত্যাদি সমস্ত জিনিসটাই এর মধ্যে আসবে। এই জিনিসটা একটা ইউনিক হবে। এটা ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই, আমাদের স্টেট-এ এটা প্রথম হবে। এর কাজ পি, এ, কমিটি, এস্টিমেট কমিটি-র সঙ্গে ওভারল্যাপ করবে এটা করা বিশেষ প্রয়োজন। আমি মনে করি এই সঙ্গে সঙ্গে একজন গণ-আন্দোলনের বিষয়ে অভিজ্ঞ শ্রদ্ধেয় নেতার চার্জ নিয়ে পাবলিক ভিজিলেন্স বা পাবলিক রেজেস্টেন্স কমিটির অর্গানাইজ করা হোক তাহলেই আমরা চালের দর মেনটেন করতে পারব।

Shri Hemanta Kumar Basu :

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমাদের অশোকবাবু বললেন যে আমরা খালি সমালোচনা করি, কিন্তু তাকে বলছি যে আমরা তা করি না। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত যতগুলি মেমোরেণ্ডাম খাদ্যমন্ত্রী এবং তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের কাছে দিয়েছিলাম সেই মেমোরেন্ডামগুলি খুলে দেখেন তাহলে সেখানে দেখবেন যে খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা একদিকে সর্ট-টার্ম, আর অপর দিকে লং টার্ম প্রোগ্রাম এর কথা বলেছিলাম। তখন ডাঃ রায়-এর খাদ্যমন্ত্রী সেগুলির অনেকগুলি ইমপ্লিমেণ্ট করার কথাও বলেছিলেন। আজ যদি সে মেমোরেণ্ডাম অনুসারে কাজ হোত তাহলে নিশ্চয় আজকে খাদ্যসমস্যা এমন একটা শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াত না। এই রকম অবস্থায় যদি অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যায়, দেশের জনসাধারণ যদি লুটপাট করে খায় তাহলে সেই অবস্থা কে ঘটাল? ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের কথাই তার প্রমাণ যে সরকার সেটা ঘটিয়েছেন। সরকার যদি এমন অবস্থায় দেশের লোককে নিয়ে যান তাহলে লোকের আর কোন উপায় নেই হাতে আইন নেওয়া ছাড়া। জনসাধারণ যদি দেখে যে সরকার মুনাফাখোর, চোরাকারবারীদের স্বার্থ রক্ষা করছে, আর দেশের গরীব দরিদ্র জনসাধারণ অন্নাভাবে তারা দিন কাটাচ্ছে অনেকের মৃত্যুও ঘটেছে তখন মানুষ কি করবে? মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে ৩২।৩৫ টাকায় চালের দর তিনি বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু এটা তো কয়েকদিন আগে তিনি করতে পারতেন? কিন্তু যেদিন দমদম দাওয়াই দেওয়া হল এবং যেদিন দেশের লোক চালগুলোকে সিজ করে ন্যায্য মূল্যে সাধারণের মধ্যে বিক্রি করতে পারলেন সেদিন তখন মুখ্যমন্ত্রী দেখলেন যে আর কোন রাস্তা নেই, সব জনসাধারণের হাতে চলে যাচ্ছে লোকেরা সরকারকে গ্রাহ্য করবে না তখন রাতারাতি ব্যবসাদারদের ডেকে সব বলে দিলেন এবং তারা এত ভাল লোক যে জনসাধারণের জন্য তারা কম দামে বিক্রি করতে রাজী হয়ে গেল। এটার কোন মানে হয় না। ৩৫ বা ৩২ টাকা যে দর এটাও অত্যধিক দর। সেখানে আবার ৪০।৫০ টাকা দর হয়েছিল। কাজেই তার কম মূল্য এবং লোকসান দিয়ে তারা মুখ্যমন্ত্রীর কথায় রাজী হবেন তা নয়, তারা অত্যধিক লাভ করেছিল। সরকার দেখলেন যদি এইভাবে চলে তাহলে অরাজকতার সৃষ্টি করবে। যেটা রাধাকৃষ্ণ বলেছিলেন। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা তাহলে থাকতে পারে না যদি নাকি মানুষ ঠিক ভাবে খেতে না পায়, এবং এর জন্য সরকারই দায়ী। কাজেই সেদিক থেকে তারা চালের দর বাঁধতে বা কমাতে বাধ্য হয়েছেন। এটা যদি জনসাধারণের চেষ্টায় না হত, জনসাধারণ যদি সিজ না করতো ঐ গরীবদের চাল না দিত তাহলে এ অবস্থা হত না মুখ্যমন্ত্রী একটা বিবৃতি দেওয়ার ফলে ৪০।৫০ টাকা করে চালের দাম হয়ে গেল। এটা খুবই পরিষ্কার তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিলেন তাতে আমরা বলেছিলাম যে খাদ্যনীতি সম্বন্ধে সরকার আমাদের

কাছে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দিন, এবং সুস্পষ্টভাবে একটা নীতি ঘোষণা করুন কিন্তু তা করেন নি। বিরোধীদলের সংগে আলোচনা করে তিনি দর বাঁধতে চেয়েছেন। কিন্তু সরকার ইচ্ছা করলেই তাঁর নীতি ঘোষণা করতে পারতেন। যা হোক আমাদের সহযোগিতা এবং সাহায্য নিয়ে আলোচনার পর যদি বাঁধতে চান সে দর কি দর হবে তা এখন বলা যাচ্ছে না এবং সরকারের খাদ্যনীতিই বা কি হবে তা এখন বলা যাচ্ছে না। আমরা বারবার বলে আসছি চালের ব্যাপারে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হোক। যাদের হাতে থাকবে—অর্থাৎ যদি মিল মালিকদের হাতে থাকে তাহলে তার অপব্যবহার হবে এবং শোষণ করবার যে চেষ্টা সে চেষ্টা থাকবে। সুতরাং সে চেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। সেজন্য বরাবরই আমরা বলে আসছি এই রাষ্ট্রায়ত্তের কথা। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম চালের দামের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হবার আগেই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হোক। তখন তিনি বলেছিলেন প্রশাসনিক অসুবিধা আছে। আমরা বলি নিশ্চয়ই এটা দূর করা উচিত। কাজেই জনসাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এ প্রশাসনিক অসুবিধা দূর করা উচিত। জনসাধারণের কল্যাণ হোক এবং বুভুক্ষ মানুষকে অন্ন দেবার জন্য এ অসুবিধা দূর করা উচিত। কাজেই সেদিক থেকে আমাদের কথা হচ্ছে খাদ্য এবং ধান চালের ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে, এছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। মিল মালিকদের হাত থেকে নিয়ে সাধারণ মানুষকে সস্তা দরে চাল দিতে হবে। চালের দর এবং ধানের দর নিশ্চয়ই বেঁধে দেওয়া উচিত, এবং একথা আমরা বারবার বলেছি, কিন্তু আমরা দেখেছি এ পর্যন্ত তা হয় নি। যা হোক এবার আমরা দেখছি তাঁদের মধ্যে একটা নিষ্ঠা আছে কিন্তু জানিনা সরকার কতদূর করবেন বা দর বাঁধতে পারবেন। এবার যদি ধান ও চালের দর বাঁধা না হয় এবং যদি মালিকদের হাতে অবাধ ক্ষমতা থাকে তাহলে কি অবস্থা যে হবে বাংলাদেশের তা জানি না। কাজেই আমাদের পার্টির মত হচ্ছে ধান চালের দাম বাঁধা হোক সেটা নাকি অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল।

[2-30—2-40 p.m.]

মাঠে ধান থাকতে থাকতে বিক্রী হয়ে যায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বল্লেন যে ধানের দর ২৭ টাকা হয়েছিল, কেন ২৭ টাকা হয়েছিল কারা করেছিল? আমি বলছি যে জোৎদারদের ঘরে ধান আসে কিন্তু গরীব চাষী ধান রাখতে পারে না এবং গরীব চাষীর ধান মাঠে থাকতে থাকতে বিক্রী হয়ে যায়, কারণ তার যে কর্জ থাকে ঋণ থাকে সেজন্য তাকে ধান বিক্রী করতে বাধ্য হতে হয়। তাদের প্রোটেকসান দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। চাষী যাতে ধানের ন্যায্য মূল্য পায় তার জন্য কোন প্রোটেকসনের ব্যবস্থা সরকার থেকে নেই। মুনাফাখোর, মজুতদার, মিল মালিক যারা তারা আগে থেকে দাদন দেয় এবং সস্তা দরে ধান কিনে নেয় এবং সেই ধান যখন মজুতদারদের জোতদারদের ঘরে আসে তখন তার দাম ২২।২৭ টাকা হয়। তাহলে সেই টাকাটা কি চাষী পায়? ধানের দাম যদি একমাস আগে বেঁধে দিতেন তাহলে ভাল হত কারণ ইতিমধ্যে কৃষকের ঘর থেকে ধান চলে গেছে। সেদিন স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন যে ১০ টাকা দরে ধান বিক্রী হচ্ছে। কাজেই কিছু দিন আগে যদি এই নীতি গ্রহণ করতেন তাহলে গরীব চাষীদের পক্ষে অনেকখানি সুবিধা হত। আমি গরীব চাষীদের কথা বলছি বড় বড় চাষীদের কথা বলছি না যাঁরা ধান কিনে গোলাজাত করতে পারে বা বেশী দামে বাজারে বিক্রী করবার সুযোগ পেতে পারে। সেদিক থেকে আমরা বিবেচনা করে ধান এবং চালের দর বাঁধা সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট কথা হচ্ছে ধান ১৫।১৬।১৭ টাকা এবং চাল ২৫।২৬।২৭ টাকা এই দর হওয়া উচিৎ, এর মধ্যে ফারাক হওয়া উচিৎ নয়। ইচ্ছামত ধানচালের দর বাড়বে তা বাড়তে দেয়া উচিৎ নয়। এ্যাসেম্বলী থেকে আলোচনা হয় ধানচালের দর বাঁধা সম্বন্ধে যদি একটা নীতি স্থির হয় তাহলে সেটা যাতে রক্ষিত হয়, কার্যকরী হয় তার জন্য অশোকবাবু যে কমিটি করার প্রস্তাব করেছেন আমিও সেই প্রস্তাব রাখছি যে একটা সর্বদলীয় কমিটি এ বিষয়ে য়্যাসেম্বলী থেকে করা হোক, এ ছাড়া জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায় যেখানে দরকার সেখানে এক একটা কমিটি করা হোক যাতে তারা এ বিষয়ে নজর রাখতে পারেন, যাতে যে নীতি আমরা গ্রহণ করবো সে নীতির অপব্যবহার না হয়, সে নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয়। সেদিক থেকে সেসব ব্যবস্থা করতে হবে। অশোকবাবু যেকথা বল্লেন

সিরিয়াল এবং নন্-সিরিয়াল ফুড সম্বন্ধে আমি নন্ সিরিয়াল ফুডটা কি সেটা বুঝতে পারছি না। এটা কি কলা, মুলো, শাকসব্জী? সিরিয়াল ফুড বলতে গম, চাল, প্রভৃতি বুঝি। একবার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন তোমরা কলা খাও। কলা খাওয়া যে কত ব্যয়সাধ্য তা আপনারা সকলেই জানেন। সেদিক থেকে বলছি যে যদি জমিদারী প্রথা কার্যকরী হয়, জমি যেগুলি বেআইনী হস্তান্তরিত হয়েছে সেগুলি যদি উদ্ধার করে গরীব চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং সেই সংগে সেচ সারের ভাল ব্যবস্থা হয় তাহলে কেন জমির ফলন বাড়বে না, কেন ৪।৫ মণ থাকবে? জনসংখ্যা বাড়ছে, কাজেই সেই পরিমাণে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ বাড়াতে হবে। আমাদের দেশের পাটের জমিতে ৮ লক্ষ টন চাল হোত এবং তার যে ফরেন এক্সচেঞ্জের টাকা সেটা ভারত গভর্নমেন্ট পায়। সুতরাং ভারত গভর্নমেন্ট সেখানে এক লক্ষ টাকার জায়গায় ৮ লক্ষ টন দেবে না কেন? আমাদের কয়েক লক্ষ মণ চাল চায়ের মালিকরা চা শ্রমিকদের জন্য কেনে, অথচ চায়ের ফরেন এক্সচেঞ্জ যা আসে সেটা ভারত গভর্নমেন্ট পান। আমাদের ফরেন একস্চেঞ্জ আর্ন করবার জন্য আমরা পাটের জমি বাড়িয়েছি ধানের জমি কমিয়ে। চায়ের জন্য আমাদের অনেক লক্ষ টন চাল চলে যায়। কাজেই সেদিক থেকে দাবী করতে হবে যে আমাদের ৮ লক্ষ টন চাল দাও —এটা তাদের কাছে জোর করে বলতে হবে, নরম কথায় বল্লে হবে না। বেশ জোর করে ভাল করে সরকারের উপর চাপ দিতে হবে এবং অপরদিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেচ এবং সারের ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা দেখছি যে পরিকল্পনা কমিশন, কেন্দ্রিয় সরকার এবং রাজ্য সরকার একথা বলছেন যে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হচ্ছে না খাদ্যের পরিমাণ কিছু বেড়েছে বটে কিন্তু নূতন জমিতে চাষ করার জন্য উৎপাদন বাড়েনি। কাজেই সেদিক থেকে আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত হচ্ছে এই যে সরকারের যদি এ বিষয়ে সদিচ্ছা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ধানচালের কারবারটা রাষ্ট্রায়ত্ব করার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি সেটা হচ্ছে খাদ্য আন্দোলনের ব্যাপারে যাঁদের জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে আমি সরকারকে বলছি অবিলম্বে তাঁদের মুক্তি দেয়া হোক যখন খাদ্য সম্বন্ধে একটা নূতন নীতি আমরা গ্রহণ করতে চলেছি।

Strike by Tram Workers.

Shri Jyoti Basu:

ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, এবার আরো গন্ডগোলের অবস্থা। কয়েক হাজার ট্রাম শ্রমিক বাইরে এসেছেন। তাঁদের বহুদিন ধরে মালিকের সংগে কথাবার্তা চলছে, সরকার কিছুই করতে পারছেন না মালিকদের বাধ্য করতে। তারা মাগ্গীভাতা ইত্যাদি বিভিন্ন রকম দাবী করেছেন। এ বিষয়ে নিশ্চয়ই একটা হস্তক্ষেপ হবে সরকারের পক্ষ থেকে, তা না হলে তো এসব ট্রাম বন্ধ হয়ে গেলে আরো মুস্কিল। শ্রমমন্ত্রী তো চলে যাচ্ছেন--কোথায় যান মন্ত্রীরা? আপনি শ্রমমন্ত্রীকে ডেকে পাঠান, কেন না আমাদের ওখানে যেতে হবে, বলতে হবে।

Mr. Deputy Speaker:

আপনি অনুগ্রহ করে যান।

Shri Jyoti Basu:

তাদের কি বলবো এটা তো জানতে হবে, শ্রমমন্ত্রিকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

Mr. Deputy Speaker:

আপনি শ্রমমন্ত্রির সঙ্গে কথা কন।

Shri Jyoti Basu:

ও'রা কোথায় পালিয়ে যান।

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:

চীফ মিনিষ্টার কাউন্সিলে ফুড ষ্টেটমেন্ট দিচ্ছেন—দশ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বেন, আর লেবার মিনিষ্টার এখনই আসবেন।

Shri Hemanta Kumar Basu :

স্যার, এই ট্রাম বন্ধ হওয়ার জন্য কোলকাতার রাস্তায় দলে দলে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, বাসের মধ্যেও লোক ঢুকতে পারছে না। আমি নিজে ট্রামে আসি, আমি ট্রামে একটু জায়গা করতে পারলাম না। আমাকে আমার এক বন্ধুর গাড়ীতে আসতে হল। একদিনেই এই অবস্থা ঘটেছে। যদি এই রকম ট্রাম কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী আমরা পূরণ করতে না পারি তাহলে কি অবস্থা ঘটবে তা বুঝতেই পারছেন। এর আগে আমাদের মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে ১০ পার্সেন্টের বেশী কষ্ট অব লিভিং বেড়েছে। কাজেই সেদিক থেকে ট্রাম কর্মচারীরা তাঁদের দাবী নিয়ে এসেছেন। কর্তৃপক্ষ এটা অন্যায়ভাবে অস্বীকার করেছেন, তাঁরা মানতে রাজী হচ্ছেন না। কাজেই নিশ্চয়ই শ্রমমন্ত্রীর বা মুখ্যমন্ত্রীর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন।

Shri Jyoti Basu :

এই যে শ্রমমন্ত্রী এসেছেন। এবার আরো গণ্ডগোলের ব্যাপার। ট্রামের শ্রমিকদের সঙ্গে আজকে একটা কনফারেন্স ছিল আপনি জানেন বোধ হয় লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে তাঁদের ডাকা হয়েছিল, সেখানে কিছুই হল না, মালিকরা কিছু করবেন বলে মনে হচ্ছে না। সেজন্য সরকারের এগিয়ে এসে কিছু করতে হয়। ডিয়ারনেস্ অ্যালাউয়েন্স ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে আপনি জানেন তাঁরা দাবী-টাবী দিয়েছেন। আপনার সংগে তাঁরা দেখা করতে এসেছেন, কি করণীয় আছে বলুন। তা না হলে ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবে।

The Hon'ble Bejoy Singh Nahar :

আমি চাইনা ট্রাম বন্ধ হোক্। ও'রা যা দাবী দিয়েছেন সেটা আমাদের কাছে এসেছে, আমরা দেখেছি। আমাদের শ্রমদপ্তর কন্সিলিয়েসান করছেন, কন্সিডার করছেন এবং ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট পরীক্ষা করছেন। একটা কোন ব্যবস্থার মধ্যে নিশ্চয়ই আসতে হবে এবং আমি আশা করি যে ট্রামের স্ট্রাইক হবে না।

[2-40—2-50 p.m.]

Shri Birendra Kumar Maitra :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। এর আগে আমাদের মাননীয় জ্যোতিবাবু বললেন যে জন-সাধারণের আন্দোলন এবার সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তাঁর কথায় মনে হোল যে এর আগে তারা যে আন্দোলন করেছিলেন সেগুলি সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। তার কারণ হচ্ছে এবার যে আন্দোলন জন-সাধারণের পক্ষ থেকে হয়েছে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়েছিল এবং তাতে রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী কম ছিল বলেই সেটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আজকের দিনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেছেন এবং সে কথার উত্তরে আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যে কথা বলেছেন তাতে আমি বলছি যে তাদের যদি কোমরের জোর থাকতো বিশেষ করে কমিউনিষ্ট পার্টির তাহলে এই আন্দোলন একটা দাঙ্গায় পরিণত হোত। কিন্তু জনসাধারণ তাদের বাঁচার দাবীতে সেটা করেছিলেন এবং সেই জনাই এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল বলে আমি মনে করি। আমরা গ্রামে থাকি, আজকের দিনে আমরা দেখেছি যে গ্রামের লোকের কাছে বিরোধী দলের বন্ধুরা আন্দোলনের নামে গিয়ে বলেন কংগ্রেস সরকার পচা গম খাওয়াচ্ছে। একথা প্রত্যেক জায়গাতেই বলা হচ্ছে। আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই হাউসের সামনে সমস্ত বিষয়টি খোলাখুলিভাবে বলেছেন। তিনি একটা ষ্টেটমেন্টও দিয়েছেন। এবং যেভাবে এই খাদ্যনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে ডেকেছেন সেটা খুবই ভাল কথা। আজকে বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যতই কথা বলুন না কেন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবার যেভাবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান তাতে তাঁরা একটু মুস্কিলে পড়েছেন বলে এত চীৎকার করছেন। আমার কথা হচ্ছে যে আজকে মাননীয় অশোক দত্ত মহাশয় আমাদের কাছে যে কথা রেখেছেন, একটা কমিটি করার কথা, সেটা খুব ভাল কথা.। এতে আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যদি থাকেন এবং তারা যদি একটু খোলা মন নিয়ে আসেন তাহলে ভাল হয় কিন্তু যদি

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আসেন তাহলে ভাল হবে না। আমি প্রথমেই বলবো যে গ্রামে গ্রামে প্রতিনিধি নিয়ে আর এক রকম একটা কমিটি করতে হবে। এখানে বসে আমরা যে নীতি নির্ধারণ করবো সেই নীতি ঠিকভাবে কাজে পরিণত হচ্ছে কিনা সেটা দেখবার জন্য। কিন্তু সেই কমিটিতে বিরোধী পক্ষের লোককে নিলে চলবে না। শ্রীঅশোক দত্ত মহাশয় যে কথা বলেছেন যে সরকারের উপর যাদের আস্থা আছে এটা প্রয়োগ করবার জন্য সেই রকম লোকের হাতে এই কমিটি থাকবে। আমিও বলি সেই রকম করা উচিত। আজকে তাঁদের ভার দিতে হবে এবং বিরোধী দলের লোক তার মধ্যে থাকবে না। কারণ এর ফলে রাজনীতি এসে যাবার সম্ভাবনা আছে সে সম্বন্ধে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে সচেতন করতে চাই। আর একটা কথা শ্রীঅশোক দত্ত মহাশয় বলেছেন তার সঙ্গে আমি এক মত হতে পারছি না। উনি বলেছেন ১০ টাকা করে ধানের দাম বাঁধার কথা। আজকের দিনে বিচার করে দেখতে হবে যা এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে বহু জমিতে পাট উৎপন্ন হচ্ছে। আজকে ধানের উৎপাদন যখন হয় সেই ধানের জন্য চাষীকে যে খরচ করতে হয় তারা যদি সে পরিমাণ রিটার্ন না পায় তাহলে ধান উৎপাদন করার একটা ঝুঁকি নিতে অনেকেই চাইবে না। বর্ধমান জেলার ইরিগেটেড এরিয়াতে ধান উৎপন্ন করতে যা খরচ হয় আমার নিজের এলাকা, উত্তরবঙ্গে বা অন্যান্য জেলাতে যেখানে ইরিগেসনের কোন সুযোগ নাই সেখানে ধান উৎপাদন করতে অনেক বেশী খরচ হয়। আমি হিসাব করে দেখেছিলাম যে মালদা জেলাতে এক বিঘা জমিতে ধান উৎপাদন করতে খুব কম পক্ষে ৬৫ টাকা খরচ হয়। যদি পাঁচ টাকা বাদ দেই তাহলে ৬০ টাকা হবে। আমি যেমন বলছি যে একটা হাল দেবার মজুরের জন্য ২ টাকা খরচ হবে -কাদা করার জন্য ৪ খানা হাল যদি দরকার হয় তিন টাকা করে তার দাম হবে ১২ টাকা গোবর সার যদি দিতে হয় তার দাম হবে ১৮ টাকা। ধানের চাষের বিঘা প্রতি হিসাব করেছি, দুটি কাদা করার মজুর ৪ টাকা রোপার জন্য ৫ টাকা, নিড়ান ১০ টাকা, মাড়াই খরচ ১০ টাকা এবং ইত্যাদি অন্য খরচ ২ টাকা এই ৬৫ টাকা হবে। তার মধ্যে চাষী নিজে অনেকখানি পরিশ্রম করে বলে ৫ টাকা বাদ দিয়ে ৬০ টাকা ধরা যেতে পারে এবং সেইটেই ধানের দাম হবে। আমাদের উত্তরবঙ্গে অনেক জেলাতে আমার মনে হয় ৪ মণের বেশী ধান হয় না। তাহলে খুব জোর তারা ১৫ টাকা করে ৬০ টাকা পাবে এবং খড়ের জন্য ৮।১০ টাকার বেশী পেতে পারে না। এর মধ্যে দিয়ে তাদের সংসার খরচ এবং চাষের খরচ চালাতে হবে। কাজেই আজকের দিনে ধানের দাম ১৫ টাকার কম করা উচিত কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং তার কম করলে সেটা চাষীদের পক্ষে খুব আকর্ষণযোগ্য হবে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমি চিন্তা করছিলাম যে আজকে বাংলাদেশে তথা কলকাতায় যে খাদ্যের প্রয়োজন হয় সেই খাদ্য আমরা বাইরে থেকে যোগাড় করতে পারি কিনা। আমরা কলকাতাকে যদি একটা কর্ডনের মধ্যে রাখি তাহলে আমার মনে হয় খাদ্যের প্রবলেমটা অনেকখানি সলভ হতে পারে। আমি হিসাব করে দেখছিলাম কলকাতাতে মোটামুটি ৬০ লক্ষ লোক ধরলে এবং জনপ্রতি গড়ে সাত ছটাক করে খাদ্য বরাদ্দ ধরলে ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টন খাদ্য লাগতে পারে। আমি জানতে পেরেছি যে কেন্দ্রের কাছ থেকে আমরা ৫ লক্ষ টন খাদ্য পেতে পারি এবং আরও চেষ্টা করলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলে আরও বেশী খাদ্যশস্য পাওয়া যেতে পারে এবং বাকীটা গম দিয়ে এই খাদ্য সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করতে পারি। বাংলাদেশে যেটুকু ধান আছে সেইটুকু যদি খোলা বাজারে রাখি এবং আমরা সকলে যদি চেষ্টা করি আর গম খাওয়ার ব্যবস্থা গ্রামে চালু রাখি তাহলে খাদ্য সমস্যার সমাধান সহজে হতে পারে। আমার মনে হয় যে ভিজিল্যান্স কমিটির কথা বলা হয়েছে -গ্রামের লোক যখন চাইবে, এদের ক্যাপিটাল পানিসমেন্ট হোক যারা খাদ্য নিয়ে ব্ল্যাক মার্কেটিং করবে। এর জন্য এখন যে শাস্তি আছে তার চেয়েও বেশী শাস্তির ব্যবস্থা যদি থাকে তাহলে লোকের মনে ভীতির সঞ্চার হবে, সেদিক থেকে আমাদের চিন্তা করা দরকার। আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুদের আমি অনুরোধ করবো গম খাওয়ার ব্যাপারে তারা যদি গ্রামের লোককে উদ্বুদ্ধ করেন তাহলে ভাল হয়। তারপর আর একটা কথা যে বলা হয়েছে—স্টেট ট্রেডিংয়ের কথা—যেটা অন্যান্য বক্তা বলেছেন সেটা আমার মনে হয় সরকার পক্ষের এখনই এই ব্যবস্থা হাতে নেওয়া উচিত নয় অর্থাৎ হোল-সেল ব্যবস্থা। কারণ তাতে অনেক অভিযোগ উঠবে। আমাদের দেশের অনেকের রুজিরোজগার চলে যাবে। কাজেই বর্তমান অবস্থায় এই ব্যবসাটি সরকারের হাতে নেওয়া উচিত নয়।

Shri Hemanta Kumar Basu :

স্যার, এই ট্রাম বন্ধ হওয়ার জন্য কোলকাতার রাস্তায় দলে দলে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, বাসের মধ্যেও লোক ঢুকতে পারছে না। আমি নিজে ট্রামে আসি, আমি ট্রামে একটু জায়গা করতে পারলাম না। আমাকে আমার এক বন্ধুর গাড়ীতে আসতে হল। একদিনেই এই অবস্থা ঘটেছে। যদি এই রকম ট্রাম কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী আমরা পূরণ করতে না পারি তাহলে কি অবস্থা ঘটবে তা বুঝতেই পারছেন। এর আগে আমাদের মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে ১০ পার্সেণ্টের বেশী কষ্ট অব লিভিং বেড়েছে। কাজেই সেদিক থেকে ট্রাম কর্মচারীরা তাঁদের দাবী নিয়ে এসেছেন। কর্তৃপক্ষ এটা অন্যায়ভাবে অস্বীকার করেছেন, তাঁরা মানতে রাজী হচ্ছেন না। কাজেই নিশ্চয়ই শ্রমমন্ত্রীর বা মুখ্যমন্ত্রীর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন।

Shri Jyoti Basu :

এই যে শ্রমমন্ত্রী এসেছেন। এবার আরো গণ্ডগোলের ব্যাপার। ট্রামের শ্রমিকদের সঙ্গে আজকে একটা কনফারেন্স ছিল আপনি জানেন বোধ হয় লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে তাঁদের ডাকা হয়েছিল, সেখানে কিছুই হল না, মালিকরা কিছু করবেন বলে মনে হচ্ছে না। সেজন্য সরকারের এগিয়ে এসে কিছু করতে হয়। ডিয়ারনেস্ অ্যালাউন্স ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে আপনি জানেন তাঁরা দাবী-টাবী দিয়েছেন। আপনার সংগে তাঁরা দেখা করতে এসেছেন, কি করণীয় আছে বলুন। তা না হলে ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবে।

The Hon'ble Bejoy Singh Nahar :

আমি চাইনা ট্রাম বন্ধ হোক্। ও'রা যা দাবী দিয়েছেন সেটা আমাদের কাছে এসেছে, আমরা দেখেছি। আমাদের শ্রমদপ্তর কন্সিলিয়েসান করছেন, কন্সিডার করছেন এবং ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট পরীক্ষা করছেন। একটা কোন ব্যবস্থার মধ্যে নিশ্চয়ই আসতে হবে এবং আমি আশা করি যে ট্রামের স্ট্রাইক হবে না।

[2-40—2-50 p.m.]

Shri Birendra Kumar Maitra :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। এর আগে আমাদের মাননীয় জ্যোতিবাবু বললেন যে জনসাধারণের আন্দোলন এবার সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তাঁর কথায় মনে হোল যে এর আগে তারা যে আন্দোলন করেছিলেন সেগুলি সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। তার কারণ হচ্ছে এবার যে আন্দোলন জনসাধারণের পক্ষ থেকে হয়েছে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়েছিল এবং তাতে রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী কম ছিল বলেই সেটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আজকের দিনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেছেন এবং সে কথার উত্তরে আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যে কথা বলেছেন তাতে আমি বলছি যে তাদের যদি কোমরের জোর থাকতো বিশেষ করে কমিউনিষ্ট পার্টির তাহলে এই আন্দোলন একটা দাঙ্গায় পরিণত হোত। কিন্তু জনসাধারণ তাদের বাঁচার দাবীতে সেটা করেছিলেন এবং সেই জনাই এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল বলে আমি মনে করি। আমরা গ্রামে থাকি, আজকের দিনে আমরা দেখেছি যে গ্রামের লোকের কাছে বিরোধী দলের বন্ধুরা আন্দোলনের নামে গিয়ে বলেন কংগ্রেস সরকার পচা গম খাওয়াচ্ছে। একথা প্রত্যেক জায়গাতেই বলা হচ্ছে। আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই হাউসের সামনে সমস্ত বিষয়টি খোলাখুলিভাবে বলেছেন। তিনি একটা ষ্টেটমেণ্টও দিয়েছেন। এবং যেভাবে এই খাদ্যনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে ডেকেছেন সেটা খুবই ভাল কথা। আজকে বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যতই কথা বলুন না কেন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবার যেভাবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান তাতে তাঁরা একটু মুস্কিলে পড়েছেন বলে এত চীৎকার করছেন। আমার কথা হচ্ছে যে আজকে মাননীয় অশোক দত্ত মহাশয় আমাদের কাছে যে কথা রেখেছেন, একটা কমিটি করার কথা, সেটা খুব ভাল কথা। এতে আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যদি থাকেন এবং তারা যদি একটু খোলা মন নিয়ে আসেন তাহলে ভাল হয় কিন্তু যদি

হয় সেটা যদি সে না পায় তাহলে সে ফসল ফলাতে পারবে না এবং তার ফলে ধানের ফলন কমে যাবে। কাজেই প্রাইস ইনসেণ্টিভ টু দি গ্রোয়ার্স এটা দিতে হবে, অর্থাৎ যারা ধান চাষ করে তাদের ইনসেন্টিভ প্রাইস দিয়ে ধানের ফলন বাড়াতে হবে। স্যার, ধানের দামের সঙ্গে সমতা রেখে চালের দাম বাঁধতে হবে এই যে ভূত কংগ্রেসের মাথায় ঢুকেছে এই প্রসংগে আমি ২।১টি উন্নত দেশের তুলনা দেব। ডাঃ রায় প্রায়ই জাপানের কথা বলতেন। এই জাপানে পার একর ইল্ড আমাদের দেশ থেকে ৩ গুণ এবং তারা ধানে ইনসেণ্টিভ প্রাইস দিয়ে ধানের ফলন বাড়িয়েছে। শুনলে অবাক হবেন তারা ধানের ক্ষেত্রে ৩২ টাকা পর্যন্ত দাম দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র যেখান থেকে গম আসে খয়রাতি সাহায্য আসে সেখানকার অবস্থা দেখুন। জাপান যখন কৃষিতে পাচ্ছিলনা তখন যেখানে ইনসেণ্টিভ প্রাইস দিয়েছে, সেখানে ধানের দাম ২২ টাকা মণ দরে দিয়েছে, তাতে ধানের ইয়াল্ড বেড়েছে। ইয়াল্ড-এর সঙ্গে ইনসেণ্টিভ প্রাইস-এর যোগ আছে। তেমনি ইরিগেসান-এর ও ইয়াল্ড এর সংগে যোগ আছে অর্থাৎ জলসেচ ভাল যাতে হয় এবং ইনসেণ্টিভ প্রাইস যাতে দেওয়া হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ইয়াল্ড বাড়াবার জন্য। আমি সরকারী একটা কমিটি রিপোর্ট থেকে বলবো। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই কমিটি রিপোর্টে বলা আছে আমাদের এক একর জমিতে যে ধান হয় তার খরচ পড়ে ২০০ টাকা অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালের ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী ১২ টাকা করে মণ খরচ পড়ে চাষীর। কিন্তু সরকারী নীতি যদি দেখি দেখবো সেই সময় ১৯৫৮-৫৯ সালে যখন কণ্ট্রোল রি-ইম্পোজড হল, সরকার লেভি করেছেন ৮ টাকা মণ দরে অর্থাৎ সরকার কম দরে দাম বেঁধেছেন ৮ টাকা করে ধানের মণ করে দিয়েছেন। কাল মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন কুচবিহারে ১৯৫৮-৫৯ সালে ৩২ টাকা থেকে ৩৫ টাকা মণ ধান বিক্রী হয়েছে। এই ধান গরীব চাষী বাধ্য হয়ে বিক্রী করেছিল। ৮ টাকা মণ দরে গ্রামাঞ্চলে, সরকারী কথামত। প্রফুল্লবাবুর কথামত ধানের দাম ৩০।৩৫ টাকায় উঠেছে। যারা সাধারণ চাষী তারা প্রথমেই ধান বাজারে নিয়ে এসেছে কারণ তাদের বিক্রীর জন্য আনতেই হয় এবং লেভিতে ধান বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে আর বড় বড় চাষী যারা তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে হিসাবের কারচুপি দেখিয়ে গোলায় ধান জমা করে রেখে দিয়েছে এবং পরে তারা বাড়তি দামে বিক্রী করেছে যার জন্য গ্রামীন অর্থনীতিতে অসমতা গড়ে উঠেছে। এদিকে দৃষ্টি রেখে দাম বাঁধতে হবে। এই দাম বাঁধার ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে আর একটা জিনিষ খেয়াল রাখতে হবে। দামটা বেঁধে দিলাম দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল তাহলে হবে না, ভদ্রলোকের চুক্তির মত দাম বাঁধলে সেটা নিরর্থক হবে, সেটা গরীব মারা দাম, চাষী মারা দাম, জনসাধারণমারা দাম হবে। মরশুমের প্রথমে দাম বেঁধে বছরের শেষ পর্যন্ত যদি সেই দাম না রাখা যায় তাহলে সেই দাম বাঁধা প্রহসনে পরিণত হবে। আমাদের অশোকবাবু বললেন, বীরেনবাবু বললেন যে ধান চালের দাম বেঁধে দিতে হবে। কিন্তু ধান চালের দাম বেঁধে দিলেই যে তার নীচে ধান বিক্রী হবে না এবং তার উপরে চাল বিক্রী হবে না - তার গ্যারাণ্টি কোথায়? তার গ্যারান্টি আসবে কি করে। সেটা কি করে আসবে বক্তৃতা দিয়ে? ভদ্রলোকের চুক্তি করে? চোর আর বাটপারের মধ্যে চুক্তি করে? তা আনতে হলে যে নীতি গ্রহণ করতে হবে, সে পথ নিতে হবে এবং সেই পথ হচ্ছে একমাত্র স্টেট ট্রেডিং, অর্থাৎ ধান এবং চালের পাইকারী ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে এবং তা করে স্টেট ট্রেডিং করতে হবে। তাতে ফাঁকি দিলে চলবে না। জোতদার, মহাজন চালকলের মালিকের বন্ধু হয়ে বসলাম আর তাদের কাছ থেকে উল্টো পথে টাকা আসল আর এখানে বড় বড় কথা বললাম, ধান চালের দাম বেঁধে দিলাম, সেই বেঁধে দেওয়া নিরর্থক হবে, সে কথা বলার কোন অর্থ হবে না। তাই আমরা যে পলিসির কথা বলছি দ্যাট ইজ অ্যান ইনটিগ্রেটেড হোল একটা বাদ দিলে আরেকটা চলবে না।

State Trading in wholesale trading of paddy and rice.

কবে ধান চালের দাম বেঁধে দিতে হবে, তা না হলে, ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন, ধানের দাম এখন থেকে বেঁধে দিলেও, ঐ দামে ধান বিক্রি হবে না, তার চেয়ে কম দামে ধানের কলের মালিকরা, বড় বড় জোতদাররা কিনে নেবে। আপনি স্যার জানেন যদি ২২ টাকা বেঁধে দেন সেটা থাকবে না। লীন মন্থস-এ চালের দাম ২২ টাকা, ২৪ টাকা, ২৮ টাকা,

২৯ টাকা, ৩০ টাকা, ৪০ টাকা ও ৪৫ টাকা হবে। চাষী ধান বিক্রি করবে নিজের ঘর থে ১০।১২ টাকায়, আর তারা তাদের দুঃসময়ে চাল কিনে খাবে ৪০।৪৫ টাকায়। এই দ বাংলাদেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত যারা তারা সম্বৎসর কিনে খাচ্ছে। তাদের আজকে স্টেট ট্রে এর মাধ্যমে গ্যারাণ্টি দিতে হবে। ফিক্সেসন-এর ব্যাপারে যে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হ ধানের দর ১৫ থেকে ১৭ টাকা হবে—এবং বাংলাদেশের সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা তাদে সাবসিসডিসড রেট-এ অর্থাৎ ২২ টাকা দরে ফেয়ার প্রাইস শপ এবং মডিফাইড রেশন শপ মার চাল দিতে হবে। এ'রা বলবেন কি করে পোষাব, তাহলে ত ট্যাক্স বসাতে হবে। আমি ব জমা আছে। কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে ঐ ফান্ড থেকে কিছু টাকা নেবার জন্য সাবসিডাইস রেট-এ চাল দেবার ব্যাপারে যদি কথা বলতে পারেন তাহলে ২২ টাকায় চাল দিতে পারেন ট্যাক্স বসাতে হবে না। একটা সংকেত আপনাদের দেব। পি এল- ৪৮০-এর মাধ্যমে চুক্তি হয়েছে তাতে আমরা আমেরিকা থেকে গম পাই এবং সেই ফান্ডে ১১০০ কোটি টা আরও বহু পথ দেখাতে পারি যে টাকা থেকে সাবসিডাইস্‌ড রেট-এ চাল দেওয়া যেতে পারে

[3-00—3-30 p.m.]

২২ টাকা দরে সাবসিডাইস্‌ড রেট-এ চাল এম আর শপ-এর মাধ্যমে দিতে হবে। ওপে মার্কেট-এ ২২ থেকে ২৭ টাকার মধ্যে চালের দাম রাখতে হবে—তার থেকে পড়তি দাম হবে না উনি বললেন ১৫ টাকা ধানের দর হলে ভেতরের কত খরচ হবে? ভেতরের খরচ ২॥ থেকে ২৮ আনার বেশী পড়ে না। যুগান্তর আমাদের কাগজ না, সেই যুগান্তরে কয়েকদিন আগে একটা সম্পাদকীয়তে লিখেছেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ১২ মণ ধানের মধ্যে তফাৎ মা ২ টাকা। অর্থাৎ ঝাড়াই পড়তি ইত্যাদি সব মিলে ২ টাকা পড়বে। এখন চাল কলের মালি একেবারে হোলসেলার বা মিলে দাবী করছেন ৬ ৮৮ নঃ পঃ অর্থাৎ পুকুর চুরি করা ব্যবস্থা। হোলসেলার থাকছে না হোলসেলার যদি সরকার নিয়ে নেন তাহলে মাত্র মি থাকছে। আপনার মাধ্যমে একটা খবর মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেসী সদস্যদের দিতে চাই যে ১ মণে আমরা মনে করি এক মণের বেশী চাল হয় ২।৪ সের বেশী হয়। সাধারণতঃ যাদে চালকল বা চাষী পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তাঁরা জানেন ১ মণ ২ সের থেকে ১ মণ সের চাল হয়। এছাড়া যে ক্ষুদ হয় সেই ক্ষুদটা চালকলের মালিকরা চালের সঙ্গে মিশিয়ে দেন। তারপর যে কুড়ো হয় সেগুলিও বাজারে বিক্রি হয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে মিলিং কস্ট ১॥০, ১। আনার যে কথা উঠেছে সেই মিলিং কষ্ট দেবার কোন প্রশ্ন আসে না। চাল কলে মালিকরা ১২ মণ ধানে যদি এক মণ চাল দেয় তাহলে তাতে ধানের যে মার্জিন তারা পায় তাতে তাদের খরচা উঠে মুনাফা হয়ে যায়। সেজন্য খরচ সেখানে কমিয়ে ধরতে হবে এবং খরচ কমিয়ে ধরে যদি ঠিক ভাবে ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে ২ টাকা থেকে ২। আনার বেশী খরচ পড়ে না এবং তাহলে ২৪ টাকা থেকে ২৭॥ আনায় ওপন মার্কেট-এ চাল বিক্রি করা যাবে। সাব সিডাইসড রেট-এ ২২ টাকা আর ৫২ নঃ পঃ দরে আমরা একটা চাল পাচ্ছি সেটা অখাদ্য চাল সেই অখাদ্য চাল পাবার দরকার নেই। উড়িষ্যা এবং নেপাল থেকে যে চাল আসে সেটা মোট চাল এবং বাংলাদেশে যে মোটা চাল হয় সেটা ১৯ টাকা মণে এম আর শপ-এর মাধ্যমে দিতে হবে। এই রকম ইন্টিগ্রেটেড ফুড পলিসি যদি নেওয়া হয় তাহলে স্টেট ট্রেডিং কে প্রি-কন্ডিস করে সর্ট-টার্ম পলিসি হিসাবে এই পলিসি কার্যকরী হতে পারে। এবার একটা রঙিন চি হিসাবে আমরা যা পেয়েছি তা হচ্ছে যে প্রথমে কাগজে দেখলাম ৫৫ লক্ষ টন চাল আছে, আবে দেখলাম ৫৪ লক্ষ টন, মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে দেখলাম ৫৩ লক্ষ টন—অর্থাৎ যতদি যাবে তত এটা কমবে কিনা জানি না। এই ৫৩ লক্ষ টন যদি ধরে নিই তাহলে উড়িষ্যা থেকে যে ৪ লক্ষ পাবেন তা নিয়ে ৫৭ লক্ষ টন, কেন্দ্র থেকে এক লক্ষ টন নিয়ে ৫৮ লক্ষ টন, ৭ লক্ষ টন গম পাব তাহলে ৬৫ লক্ষ টন এবং নেপাল থেকে ৪০ হাজার টন পেলে ৬৫½ লক্ষ টা আমাদের হবে। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন আমাদের কাছে বলেছিলেন যে কত নামবে তা আমি জানি না। এখন ন্যাকা সেজে বলছেন কত লোকে খাবে তা জানি না। তাহলে তিনি কি করে ঘোষণা করলেন প্রথমে জুলাই মাসে যে ৬২ লক্ষ টন সিরিয়ালস দরকার? আমাদের ৪০ লক্ষ টন চাল হচ্ছে এর জন্য ৫ লক্ষ টন ডেফিসিট। ১৫½ আউন্স হিসাব তিনি কবে করলেন ও

জানি না। মাথাপিছু ১৫ই আউন্স করে হিসাব করেছেন ৩ কোটি ৭১ লক্ষ লোকের জন্য। তাঁর অঙ্কের হিসাবই আমি দিতে চাই। ১৯৬০ সালের সেন্সাস রিপোর্ট-এ ৩ই কোটি, আর তিনি ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে বললেন ৩ কোটি ৭১ লক্ষ অর্থাৎ ২ই বছরে ২১ লক্ষ লোক বেড়েছে। ২ই বছরে যদি ২১ লক্ষ লোক বেড়ে থাকে তাহলে কারুর বয়স তো ২ই বছরের উপরে নয় এবং তারা জন্ম গ্রহণ করেছে ১৯৬০ সালের পর। ১৯৬৩ সালের মাঝখানে ৬।৯।১২ মাসের শিশুরা ওঁর হিসাবে প্রায় ২১ লক্ষ গিয়ে দাঁড়াবে তারা জন্মগ্রহণ করে কি ১৫ই আউন্স করে চাল খায়। আমরা জানি ২ বছর বা ১ বছর বা ৬ মাস পর্যন্ত যাদের বয়স তারা ভাত খায় না। গরীব যারা তারা মাড় খায়, ময়দা, আটা ছোলা খায়। অর্থাৎ ওঁর যখন দরকার তখন হিসাব বাড়িয়ে দেখাবেন যে প্রয়োজন হবে। এত বেশী, আর যখন দরকার নেই তখন সেখানে কমিয়ে দেবেন।

এই যে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে অসত্য খেলা চলছে এই অসত্য খেলায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবন এবং তথা খাদ্যসমস্যাকে আরও সংকটজনক করেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আরও দু একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। এবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবার আমরা সবাই বসে খাদ্যনীতি নিয়ে আলোচনা করবো। অর্থাৎ আমাদের সকলে মিলে বসে এটা ঠিক হবে। স্যার, আমার অতীতের কথা মনে পড়েছে। গত বৎসর ১৮ই মে হেমন্তদা, আমি, অন্নিবাবু, এবং আরও কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ঐ ১৮ই মে ১৯৬৩ সাল মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন হু আর ইউ। তোমরা কারা? কেন এসেছো? তোমাদের সাথে আলাপ করে কি হবে? আমরা যা করার করবো আর তোমাদের যা করার কর। এই হচ্ছে ১৮ই জুলাই ১৯৬৩-র ঘোষণা। জুলাই মাসে সেসান হল ১৯ই জুলাই নেতারা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে হাঙ্গার স্ট্রাইক করলেন। আমরা এ্যাসেম্বলী-তে হাঙ্গার স্ট্রাইক করলাম বিরোধী দলের সব এই হাঙ্গার স্ট্রাইক করলাম, আর মুখ্যমন্ত্রী বললেন খাদ্যনীতি ঠিক আছে পাল্টাবার কোন দরকার নেই। যে খাদ্যনীতি গ্রহণ করেছি তা ঠিক আছে। সাপ্লাই ও ডিমান্ডের যে নীতি তা অপারেট করবো। গম রয়েছে গম খাও তা নাহলে চালের দাম বাড়বে, এতে কিছু করার নেই কারো কোন দোষ নেই, সুতরাং তাই আপনাদের সঙ্গে আলোচনার কোন দরকার নেই। আমাদের যে খাদ্যনীতি চলেছে তা খুবই ভাল খাদ্যনীতি। ২৪এ সেপ্টেম্বর হরতাল হল, কলকাতা সহরের যে ২৪শে সেপ্টেম্বরের ঐতিহাসিক হরতালের কথা মুখ্যমন্ত্রী নিজেও ভোলেন নি। এখনও সে হরতালের কথা ভেবে ভেবে স্বপ্ন দেখেন। ৯ই থেকে ১১ ১৩ এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। আমি বলে দিচ্ছি, এবং এ আমার কথা নয়, কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি বা পি-এস-পি এদের কথা নয়-এই হল খবরের কাগজের কথা। স্টেটসম্যানে, আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, অমৃত-বাজার সব কাগজেই আছে। স্বাধীনতার কথা বললে বলবেন ও বামপন্থীদের, সেজন্য ওর কথা তুললাম না। কিন্তু অন্য সব কাগজগুলি যাতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছাপা হয়েছে তার সব গুলিতেই এক কথাই লেখা হয়েছিল। তাহলে কি সব কাগজ অসত্য কথা বলেছে আর উনি সত্য কথা বলছেন? স্টেটসম্যান বলেছে মুখ্যমন্ত্রী যে ৭টা বিবৃতি অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে দিয়েছেন সেই ৭টা বিবৃতির ফলে চালের দাম ধাপে ধাপে বেড়ে গেছে ৩৫ টাকা থেকে ৪০, ৪০ থেকে ৪৫ ও ৪৫ থেকে ৫০ এবং ৫০ থেকে ৫৫ টাকায়, এসব সংবাদ আনন্দবাজারেও আছে। আনন্দবাজারের সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন এই যে, চালের দাম বাড়ছে এতে কি আপনি মনে করেন এতে চালকলের মালিকদের হাত আছে? উনি বলেছিলেন না—না তাঁরা একাবারে সতী সাধ্বী, তাদের কোন দোষ নেই। অর্থাৎ চালকলের, মিলমালিকদের পক্ষে ওকালতি করা। আনন্দবাজার সহ সব কাগজেই আছে যে এই ৯ই থেকে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন অক্টোবর মাসে তার ফলে এসব হয়েছে, এবং আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমাদের কপাল লাঠে উঠে গেল চালের দর একাবারে ৫৫ টাকায় উঠে গেল। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামলো এবং রাস্তায় নামলো তারা কি হাতে নিয়ে নামলো তাদের লাঠি হাতে নিয়ে, যেটিকে এখন দমদম দাওয়াই এখন বলা হয়। এবং এই লাঠি হাতে নিয়ে যেই রাস্তায় নামলো তখন লাঠি গিয়ে পড়লো ওখানে অর্থাৎ ঐ মুনাফাখোর, চালকলের মালিকরা যাদের

গুদামে হাজার হাজার, লাখ লাখ মণ চাল ছিল তাদের কাছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর আগে বলেছেন চাল তাদের কাছে নেই। এই কথাকে অসত্য প্রমাণিত করে যখন তাদের গুদাম থেকে চাল বেরুতে শুরু করেছে তখন উনি ভদ্রলোক সেজে ভদ্রলোকের চুক্তি করতে গেলেন,—কার স্বার্থে? না ঐ চোরাকারবার, মুনাফাখোর, যারা গলা কেটে ৫৫ টাকায় দাম তুলেছে। কিন্তু কৃষক্ষেতাদের তো ডাকেন নি উনি? কিম্বা ধান যারা উৎপন্ন করে তাদের ডাকেন নি, বা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের তো ডাকেন নি। কিন্তু ডেকেছেন কাদের যারা যান্ন মেক ফেমিন প্রতি বৎসর তৈরী করছে। তাদের সাথে বসে ৩২ টাকা ৩৫ টাকা বেঁধে দিলেন, হঠাৎ এই দামে একটা সেলিং প্রাইস করার ব্যবস্থা করলেন। তারপর ৭৫-এর চুক্তি করলেন তাঁদের সাথে কিন্তু ৭৫-এর চুক্তি থাকছে না, কারণ বাজারে যে চালের দর এখন ৪০ টাকা তা সবাই জানে এটা অশোকবাবু, অবনীবাবু বা প্রতাপবাবু সকলেই বলবেন। কারণ ৪০ টাকার কমে চাল খোলা বাজারে পাওয়া যায় না। যেটা মোটা সেটা ৩৫ টাকা, ৭৫ নঃ পঃ চাল বাজারে নেই এবং এটাই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। এরপর আবার যখন ভদ্রলোকের চুক্তিতে ডাকলেন তখন তারা বললেন আমরা কেউ ভদ্রলোক নই, আমরা কেউ কথা রাখতে পারবো না। এবং আমাদের যদি কথা রাখতে হয় তাহলে লাঠি মেরে রাখতে হবে। তাই আপনার মাধ্যমে একটা কথা বলতে চাই মুখ্যমন্ত্রী যদি চাল দেবার জন্য আমাদের নিয়ে বসতে চান, তাহলে সে চাল তাঁর বিকল হয়ে যাবে, সে চাল থাকবে না, কারণ জনসাধারণ জাগ্রত হয়েছে। অভিনন্দন জানাই জন সাধারণকে যারা সরকারকে বাধ্য করতে পেরেছে এই জায়গায় আনতে যে, খাদ্যনীতি তাঁর পরিবর্তন করবার যে ঘোষণা তা এ্যাসেম্বলী-তে দিতে হয়েছে। এ থেকেই জনসাধারণের জয় সূচিত হয়েছে। প্রমাণ হয়ে গেছে সরকারের অনুষ্ঠিত খাদ্যনীতি ভুল ছিল নিরর্থক ছিল, এবং তাঁরা যদি আবার চালাকি করতে চান তাহলে জনসাধারণ আবার তাদের আঘাত করতে বাধ্য হবে, এবং বাধ্য হয়ে তাদের দাবী মানাতে, এই কথা বলেই আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি।

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes]

[After adjournment]

[3-30—3-40 p.m.]

Shri Kashi Kanta Maitra :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য আলোচনায় আমার দলের পক্ষ থেকে কয়েকটা মৌলিক বক্তব্য রাখতে চাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে বিবৃতি আমাদের সামনে রাখেন তাতে সবাই বলেছেন যে কোন নীতির ইঙ্গিত নেই। যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় মনে করে থাকেন যে বিরোধী দলকে বেকায়দায় ফেলে তাদের কাঁধে বন্দুক রেখে তিনি গুলি ছুড়বেন তাহলে তিনি খুব ভুল করেছেন। কারণ বাংলাদেশের জনসাধারণের অন্ততঃ এইটুকু রাজনৈতিক সচেতনতা আছে যে এই ধরণের মেঠো ধাপ্পা বাজী তারা বুঝতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁর বিবৃতির মধ্য দিয়ে বার বার ঘাটতির কথা বলে এসেছেন। আমি নিরাশ বোধ করছি না ট্রেজারী বেঞ্চ খালি দেখে। কারণ, এই রকম সিরিয়াসনেস আমি গত ২ বছর ধরে দেখে আসছি। দেখা যাক এ সম্বন্ধে তথ্য কি। গত খাদ্য বিতর্কে আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ করে বলেছি যে বাংলাদেশে খাদ্যের ঘাঁটতি নেই এবং বাজারে টাকা ফেললে চাল পাওয়া যায়, ৪০।৪২ টাকা দাম দিলে চাল পাওয়া যায়, তখন বাজারে দাম ছিল ৩৫।৩৬ টাকা এবং আমি দেখেছি গত ১৯এ অক্টোবর তারিখে কংগ্রেসের অন্যতম নেত্রী শ্রদ্ধেয়া ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু যে বিবৃতি দিয়েছিলেন বসুমতী কাগজে তাঁর বিবৃতি ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল, তাতে তিনি বলেছিলেন পরিসংখ্যানে যে বলা হচ্ছে খাদ্য ঘাটতি রয়েছে কিন্তু আমরা কলকাতা শহর এবং শিল্পাঞ্চলে যে দৃশ্য দেখছি তাতে পরিসংখ্যানকে বিশ্বাস করা শক্ত এবং তিনি আরো বলেছিলেন আমার উক্তি পুনরাবৃত্তি করে বাজারে টাকা ফেললে চাল পাওয়া যায় এবং আমি সেদিন উডহেড কমিশানের বিবৃতি রেখে অত্যন্ত সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু গত ২ দিন ধরে কতকগুলি স্ট্যাটিস্টিক্স করেছি, আমি আশা করি গভর্ণমেন্টের ফুড ডিপার্টমেন্টের যেসব

ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার আছেন তাঁরা তার জবাব দিবেন। কারণ, এটার উপর সমস্ত নীতিটাই পরিবর্তন হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। আমি আবার বলছি যে বাংলাদেশে আদৌ খাদ্য ঘাটতি নেই এবং আমি দেখিয়ে দেব যে বাংলাদেশ সারপ্লাস রয়ে গেছে। আমি সেটা অঙ্ক কষে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশে যে বলা হচ্ছে ৩ কোটি ৭১ লক্ষ লোকের বাস আমি সেটা মেনে নিচ্ছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এর আগের বার আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে উনি ১৬ আউন্স করে ক্যালকুলেট ক'রে দেখেছেন যে ২২ লক্ষ টন ঘাটতি রয়েছে। এখন কথা হচ্ছে ৩ কোটি ৭১ লক্ষ লোকের বাস, প্রত্যেক দেশে যে সমীক্ষা হয় তাতে বলা হয় যে ৮০ পার্সেণ্ট অব দি টোটাল পপুলেসান যেটা কনজিউম করে সেটা টোটাল পপুলেসান কনজিউম করে - ১শো জন যা খাবে সেই ১শো জনের মধ্যে ৮০ জন প্রাপ্ত বয়স্ক যা খাবে সেটাই ১শো জনের খাদ্য। সুতরাং ৩ কোটি ৭১ লক্ষ লোকের ৮০ পার্সেণ্ট কষলে হিসাব পাওয়া যাবে ২ কোটি ৯৬ লক্ষ ৮০ হাজার এবং তার জন্য ১৫·৩ আউন্স খাদ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে টোটাল রিকোয়ারমেন্ট দাঁড়াবে ৪৬ লক্ষ ৪০ হাজার টন। এবং তিনি অতিরিক্ত ১১ লক্ষ লোকের কথা বলেছেন। আমি সেটাও মেনে নিচ্ছি, তাহলে অতিরিক্ত ১১ লক্ষ লোকের জন্য ঐ ১৫·৩ আউন্সের ভিত্তিতে লাগবে ১ লক্ষ ৭২ হাজার টন। মোট যোগফল হচ্ছে ৪৮ লক্ষ ১২ হাজার টন বাংলার রিকয়ারমেণ্ট ক্যালকুলেটেড এ্যাট দি রেট অব ১৫·৩ আউন্স পার ডে পার এ্যাডাল্ট। কত হলে ভাল হত সেটা প্রশ্ন নয়, আমরা কি পাচ্ছি, কি পরিমাণ আমরা খাচ্ছি সেটা দেখা যাক। বাংলাদেশে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এ্যাপ্লা-য়েড ইকনমিক রিসার্চ ১৯৬২ সালে টেকনিক্যাল সার্ভে অব ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে একটা রিপোর্ট বের করেছেন। সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট। তাতে তাঁরা বলেছেন গত ১০ বছরের স্ট্যাটিস্টিক্স দেখিয়েছেন বাংলাদেশের লোকের যে পার ক্যাপিটা কনজাম্পসান যদি ১৫·৩ আউন্সের ভিত্তিতে ২ কোটি ৯৬ লক্ষ ৮০ হাজার লোকের রিকয়ারমেণ্ট ক্যালকুলেট করা যায় তাহলে দাঁড়াচ্ছে ৪০ লক্ষ ২২ হাজার টন। আমি আবার বলছি যে মুখ্যমন্ত্রী এই দুটোকে ...র ধার করে এড়িয়ে গেছেন। আপনারা কতটা চাল দিচ্ছেন ফেয়ার প্রাইস শপে, না, এক কে জি চাল আর এক কে জি গম। উনি বলেছেন গম বেশী করে দিতে পারি। আমি সে প্রশ্নে যাচ্ছি না কিন্তু ম্যাক্সিমাম যেটা দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে পার এডাল্ট এক কে, জি, চাল। আপনারা হিসাব করেছেন কিনা জানিনা এক কে, জি, চাল সপ্তাহে হলে দিনে হচ্ছে ৫ আউন্স। সুতরাং ৫ আউন্সের ভিত্তিতে ক্যালকুলেট করি এবার। ৫ আউন্স ক্যাল-কুলেট করলে বাংলাদেশের এই ৩ কোটি লোকের জন্য লাগবে ১৫ লক্ষ ১২ হাজার টন এবং তার সঙ্গে যদি ঐ ১১ লক্ষ লোককে যোগ করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে ১৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩শো ৩৫ টন, এই হচ্ছে বাংলার রিকয়ারমেণ্ট ক্যালকুলেটেড এ্যাট দি রেট অব ৫ আউন্স যা উনি দিচ্ছেন। তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করছি বাংলাদেশে ঘাটতি কোথায়? উনি যে হিসাব দিয়েছেন তাতে বলেছেন যে বাংলাদেশে এবারে ৫৩ লক্ষ টন চাল হয়েছে, আর বাংলাদেশের টোটাল রিকয়ারমেণ্ট হচ্ছে ৪৮ লক্ষ ১২ হাজার টন। আমি ৫৩ লক্ষ থেকে ১০ পার্সেণ্ট ডিডাক্ট করছি ওয়েস্টেজ বলে, যদিও সেটা আমার ধরার কথা নয়, কেননা, উনি ক্লীন রাইসের কথা বলেছেন, সেটা বাদ দিয়েও আমি দেখছি সাফিসিয়েণ্ট রয়ে যাচ্ছে এবং সারপ্লাস রয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করছি মুখ্যমন্ত্রী যে বার বার ঘাটতির কথা বলছেন সেই ঘাটতি কোথায়? তাহলে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি -এ হল দেশের চাল, আমদানী আপনাকে করতে হবে না, বাংলাদেশে যে চাল উৎপন্ন হয়েছে আউশ, আমন, বোরো মিলিয়ে বলছে, বাংলাদেশে কোন খাদ্য ঘাটতি নেই। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে রিফিউট করে বলে দিন যে আমার স্ট্যাটিস্টিক্স সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এবারে আসা যাক বাইরের চালে। বাইরের চাল উড়িষ্যা থেকে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৮শো ৮৬ মেট্রিক টন, নেপাল থেকে ১৫ হাজার ৭শো ৭২ টন, উত্তর প্রদেশ থেকে ৬ হাজার ৮২ টন, অন্ধ্র থেকে ৭শো ১৭ টন। মোট সমস্ত জড়িয়ে এবং উড়িষ্যা থেকে বলছেন এবার আসছে ৪ লক্ষ টন এবং প্রত্যেকদিন নাকি ২৩শো টন করে আসছে আমাদের বাংলাদেশে এবং নেপাল থেকে আরো ৪০ হাজার টন পাওয়া যাবে এবং এর সঙ্গে যোগ করতে হবে ৯ লক্ষ টন গম যেটা আমরা খাই, ৭ লক্ষ টনও যদি ধরি তাহলে দেখা যাবে যে ১২ লক্ষ ৮০ হাজার ৫শো ৩৭ টন বাংলাদেশে সারপ্লাস। আর যদি এটাকে ১৬ আউন্স হিসাবে ক্যালকুলেট করেন মুখ্যমন্ত্রীর যেটা দাবি তাহলে সারপ্লাসের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১১ লক্ষ ৬১ হাজার টন। তাহলে

আমি জিজ্ঞাসা করছি বাংলাদেশে সারপ্লাস রয়ে যাচ্ছে ডেফিসিট কোথায়? আমি বলছি য আপনি গম খাওয়াচ্ছেন খাওয়ান, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যখন আপনারা ১ কেজি চালের বেশী দিতে পারবেন না তখন আপনাদের হাতে যদি এই পরিমাণ চাল থাকে তাহলে আপনারা বাংলাদেশে যে ২৫ হাজার ফেয়ার প্রাইস শপ আছে সেগুলি খুলে দিয়ে সেখান থেকে মিনিমাম ১ কেজি চাল এবং ১ কেজি গম দিন। কেননা আমি জানি যদি মডিফায়েড রেশন এবং ফেয়ার প্রাইস সপ এইভাবে মেনটেন্ড হয় এন্ড

If there is flow of supplies throughout the year, then that would be an adequate check in the open market operations.

এবং কিছুতেই খোলা বাজারে চাল ২৪।২৫ টাকার বেশী হতে পারে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নানারকম জাগলারী করে এগুলি উড়িয়ে যাচ্ছেন। আমরাও মনে করি যে ধানের দাম ১৫।১৬ টাকায় বেঁধে দেওয়া উচিত। কিন্তু শুধু যদি দাম বাঁধেন নীতি নির্ধারণ না করেন তাহলে কোন অর্থ হবে না। মুখ্যমন্ত্রী এ সম্বন্ধে কোন উত্তর দিচ্ছেন না। আমি একটা ক্যালকুলেট করেছি তাতে দেখেছি গতবার এই ৯ মাসে উড়িষ্যা থেকে যে চাল এসেছে সেই উড়িষ্যা চালে আমাদের দেশের মুনাফাবাজীরা লুটেছেন ৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। নেপাল থেকে যে চাল এসেছে তার থেকে লুটেছেন ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। ইউ. পি. থেকে যে চাল এসেছে তার থেকে লুটেছেন ২৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা এবং অন্ধ্র থেকে যে চাল এসেছে তার থেকে তারা মুনাফা লুটেছেন ৩ লক্ষ টাকা, মোট ৬ কোটি ৬১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা এটা গত কয়েক মাসের মধ্যে ওপেন মার্কেট অপারেসানে বাংলাদেশের চালের বড় বড় পাইকারদের এবং ব্যবসাদার লুটে নিয়ে গেছেন। তাদের ধরেছেন? তাদের তো আপনারা ধরছেন না। আজ মুখ্যমন্ত্রীকে এই কথা বলতে চাই যে বাংলাদেশের যে খাদ্য দপ্তর তার মত এইরকম অকর্মণ্য অপদার্থ এবং ত্রুটিপূর্ণ দপ্তর বাংলা সরকারের কোন বিভাগ নেই। আজকে তার ইতিহাস হচ্ছে কলঙ্কের ইতিহাস

[3-40—3-50 p.m.]

আজকে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে তাদের বাদ দিয়ে, তাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা করবেন না যারা এর জন্য দায়ী সে সম্বন্ধে কিছু বিচার না করে আপনারা কি করে খাদ্যনীতি নিয়ন্ত্রণ করবেন। আজকে খাদ্যনীতি নিয়ন্ত্রণ করলে আগামী কাল এই খাদ্য দপ্তর দুর্নীতি করে আবার বাংলাদেশে যে ফাটকাবাজ সৃষ্টি করবেন না তার কি প্রমাণ আছে? সুতরাং সে সম্বন্ধে আগে আমাদের ঠিক হতে হবে। আগে ঠিক করে নিতে হবে যে কারা এর জন্য দায়ী। জলপাইগুড়িতে যে সুনীল মজুমদার [illegible] যে তিস্তার জলে ঝাঁপ দিয়ে মরে গেল তার জীবন কি ফিরিয়ে দিতে পারবেন, আপনারা খাদ্যনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে? যে অগণিত মানুষ আত্মহত্যা করেছে বাজারে ৫০ টাকায় চাল কিনতে পারেনি বলে তাদের জীবন কি ফিরিয়ে দিতে পারবেন খাদ্য দপ্তরের মুখ্যমন্ত্রী? পারবেন না সুতরাং তারা যে আমাদের কাছে ন্যায় বিচার চাচ্ছেন [illegible] এই বিধান সভা একটা পরিহাসে পরিণত হবে যদি আমরা সুবিচার করতে না পারি। এই মিনিমাম [illegible] [illegible] করা [illegible]। কিন্তু সেখানে যদি মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন যে [illegible] এই আড়তদারী ব্যবসায়ী [illegible] ব্যবসায়ীদল এরা একেবারে গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতা তাহলে কোন আলোচনা [illegible] হতে পারে না। সেইজন্য এটা যদি আমরা না [illegible] [illegible] যে [illegible] যার জন্য বাংলাদেশের [illegible] মধ্যে [illegible] কোন আলোচনা এখানে হতে পারে না। আপনার এই [illegible] বেরিয়েছে সেটা অত্যন্ত নেতীবাচক। সুতরাং আজকে আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে একথাই জানাবো যে আপনারা যদি চালের দাম নির্ধারণ করতে চান তাহলে আগে নীতি নির্ধারণ করুন। সেই নীতি সম্বন্ধে আমরা বলছি যে প্রথমতঃ [illegible] বলে এসেছি, [illegible] হোলসেল রাইস ট্রেড এটাকে সোস্যালাইজ করতে হবে। সলিউসান অফ ফুড প্রোয়িং এটা আমাদের দীর্ঘ দিনের দাবী আজকের নয়, কংগ্রেস দলের পক্ষ এ্যাডকোয়েট মেসিনারী নাই, সোস্যাল ফরম্যালিটিজ নাই এই অজুহাতে সমস্ত জিনিষটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। সেজন্য আমি বলবো স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ীদের উপর, যতক্ষণ পর্যন্ত সোস্যালাইজ করতে না পারছেন

আজকে একটা এ্যাসিওরেন্স আমাদের দিন—আমাদের বলুন সরকারীভাবে যে হ্যাঁ আমরা হোলসেলটাকে সোস্যালাইজ করবো এটা স্টেট ট্রেডিং করবো। দ্বিতীয়ত এই হাউসে এ্যাসিওরেন্স দিন যে আগামী বাজেট সেসানেতে আপনারা একটা ফুল ফ্লেজেড বিল নিয়ে আসবেন এবং সেই বিল আপনারা অপোজিসনের কনসান্টে পাশ করাবেন এবং এর মাধ্যমে যে অন্তবর্তীকাল যে ২ মাস রয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে আমরা মনে করি সরকারকে খোলা বাজারে নির্ধারিত মূল্যে কিনতে হবে। বাংলাদেশে যে ৫৩ লক্ষ টন চাল উৎপন্ন হয়েছে এবং ১০ পারসেন্ট হিসাব করলে প্রায় ৫ লক্ষ টন হয় আমি মনে করি এই ৫ লক্ষ টন বাফার ষ্টক রাখা দরকার। এবং এই সংগে আমি বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের ক্রেতাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি যে তারা জানেন যে ৮৬টি কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি (লার্জ স্কেল) এবং ভিলেজ মার্কেটিং সোসাইটি করেছে ১১৯টী এদের মাধ্যমে আপনারা এই কনজ্যুমার কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্টোর চালাতে পারেন।

এবং তার মাধ্যমে রাইস পারচেস করতে পারেন। আসাম সম্বন্ধে আজকে কাগজে দেখে থাকবেন যে আসাম সরকারের গ্যারান্টিতে স্টেট ব্যাঙ্ক ১ কোটি টাকা লোন ক্রেডিট দিয়েছে সমস্ত কো-অপারেটিভ মারকেটিং সোসাইটিকে। তারা সেই ধান বাজার থেকে কিনে আমাদের বিলি করছে। বাংলাদেশের সরকারকে আমি বলবো। মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো যে তিনি স্টেট গভর্ণমেন্ট-এর পক্ষ থেকে তিনি স্টেট ব্যাঙ্কের কাছে গ্যারান্টি দিন এবং তার ভিত্তিতে যাতে এই কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি চেন ক্রেডিট পায় এবং যাতে ওপেন মার্কেট থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ধান কিনতে পারে। বাফার ষ্টক তৈরী করতে পারে সেদিকে নজর দিন। [illegible] এখনো ঠেকাতে পারবেন না এটাকে। মুখ্যমন্ত্রী বার বার বলছেন যে বড় বড় প্রডিউসারস্ এবং হোর্ডিং রয়েছে আমি বলি কারা এই হোর্ডারস্ সেটা মুখ্যমন্ত্রী ভাল জানেন। আমি জানি যে বর্ধমান সহরে চালের দাম যখন ৪৬৷৷ হয়েছিল লজ্জার ব্যাপার, বিস্ময়ের কথা যে তখন আমরা দেখেছি যে বর্ধমান অঞ্চলে সাড়ে ২৮ লক্ষ মণ চাল কয়েকজন [illegible] ঘরে ছিল। অথচ তাকে টাচ করা হয় নি।

আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যে এই হোল ওপন মার্কেটের অপারেশনের বেলায় এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন আসছে ফেয়ার প্রাইস শপ মানে কি? সে সম্বন্ধে আমার সাজেসন হচ্ছে এই যে আমরা দেখছি হোর্ডিং এজেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার এ্যাপয়েণ্ট করেছেন। কেন এটা করছেন তা বুঝতে পারছি না। সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট [illegible] গেলে হোর্ডিং এজেণ্ট লাগে না। অথচ [illegible] লাগছে এবং এই হোর্ডিং এজেণ্ট রাখবার ফলে রাইস-এর কোয়ালিটি খারাপ হচ্ছে এটা আমরা জানি। সুতরাং এটা যদি আপনারা সরিয়ে দেন তাহলে তাদের রেমুনারেসান দিতে হবে না তাহলে ন্যায্য মূল্যের দোকানে চালের দাম কমে যাবে এবং ভাল চাল পাওয়া যাবে দ্বিতীয়তঃ আমি বলছি যে অন্ততঃ ২২ হাজার রেশনের দোকানে আপনারা চালু করুন।

তৃতীয়তঃ আমি [illegible] আপনাদের একটা [illegible] করতে হবে এবং নির্ধারণ করতে হবে। এটা [illegible] উঠিয়ে দিতে হবে। [illegible] লোককে [illegible] রেশনিং এর আওতায় আনতে হবে।

চতুর্থতঃ আমি বলবো [illegible] নীতি অনুযায়ী ঐ যে মডিফায়েড রেশন শপ-এর গ্রামাঞ্চলের মালিক যারা দোকান চালায় আমি দেখেছি তারা নানা অসুবিধার মধ্যে পড়ে ঠিকমত সেই দোকান চালাতে পারে না। সুতরাং সেই অসুবিধাগুলি আপনাদের দূর করতে হবে। সেইজন্য আমি বলবো মাননীয় অশোক দত্ত কংগ্রেসের তরফ থেকে বলেছেন যে আমাদের এখানে পাটের চাষ বেশী আছে। আপনাদের ইকনমিক রিভিউ যেটা কংগ্রেসের কাগজ, সেই ইকনমিক রিভিউ কি বলেছে সে দিকে আমি শুধু এখানে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তাতে আমি দেখছি তারা যে কথা বলেছে তা লজ্জার কথা। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে কথা বলছেন না। তারা কি বলছে শুনুন।

"There may be a feeling in other States that if Bengal cannot produce her own food why the other States should take the responsibility of feeding her. It should be realised that Bengal has been producing coal, tea and jute and production of jute has gone up more than 200 per cent. during these years. The land for jute and at least some of the lands for tea can be diverted to rice production, which may help her in solving the food problem; but that will harm the nation's economy. In a country like India it cannot be that each State and each region should be self-sufficient as regards food. Bengal, as the producer of jute and tea and coal, has a claim on agricultural products of other States. She can also claim that certain amount of foreign exchange earned by jute and tea should be allowed to purchase food for West Bengal. We have just celebrated the National Solidarity Day. No State should have the occasion to feel that her problems are her responsibilities alone and that the rest of India can remain unconcerned."

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বাংলাদেশে এই যে জুট কালটিভেসন হচ্ছে, আমি বলছি যদি আদার ষ্টেটস্ খাদ্যের ব্যাপারে এগিয়ে এসে সস্তাদরে চাল আমাদের সরবরাহ করতে না পারেন, যদি তাঁরা চাল বাংলাদেশকে না দেন, তাহলে জাতীয় সংহতি সমূলে বিনষ্ট হবে। এবং আমি বলতে চাচ্ছি বাংলাদেশে ১১ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হওয়াতে বাংলাদেশের কি লাভ হচ্ছে? মিলের মালিকগুলিকে ভেবে দেখবার জন্য বলছি এই মিলের শ্রমিক কারা? এবং শতকরা ৯৯ জন শ্রমিক হচ্ছে বাংলার বাইরের লোক। অথচ এখানে বাঙ্গালীরা চাকরী পাচ্ছে না। আর মিলের মালিকরা আন্ডার ইনভয়েসিং করে, ওভার ইনভয়েসিং করে শ্রমিকদের বঞ্চিত করছেন।

তারপর এখানকার পাট চাষীরা পাটের যথাযোগ্য দাম পাচ্ছে না। পঞ্চমতঃ বাংলাদেশ খাদ্য পাচ্ছে না। অথচ ঐ ১১ লক্ষ একর জমিতে যদি তাঁরা পাটের চাষ না করেন, তাহলে বাংলাদেশে সাড়ে নয় লক্ষ টন চাল উৎপন্ন হতে পারে এবং বাংলাদেশে কখনো একেবারে ঘাটতির মুখে পড়বে না। বাংলাদেশ পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। সুতরাং আমি এই কথা বলতে চাচ্ছি যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অন্ততঃ সেন্টারকে এই কথা বলুন যে ১৫২ কোটি টাকা আমরা জুট থেকে পেয়েছি, সেই জুট এর ন্যায্য প্রোপরসানেট টাকাটা যদি তোমরা আমাদের দাও, তাহলে আমরা থাইল্যান্ড থেকে চাল কিনতে পারি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি হয়ত জানেন কলকাতা ও বাংলাদেশে চালের যে দাম থাইল্যান্ডে তার এক তৃতীয়াংশ চালের দাম। সেই চাল যদি ফরেন এক্সচেঞ্জ দিয়ে পশ্চিমবাংলা সরকার এখানে আনার ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে সেই চাল বাংলাদেশের লোয়ার মিডল ক্লাস ও মিডল ক্লাসকে ১৬ থেকে ১৭ টাকায় তাঁরা দিতে পারবেন। আর আমাদের অশোকবাবু বলছেন গম খাও। আমি বলছি, বাংলা-দেশকে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে আমরা গমের জন্য নির্ভর করে আছি আমেরিকার উপর। গম ভারতবর্ষে সাফিসিয়েন্ট নয়। আজকে সোভিয়েট ইউনিয়নে গমের ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে। সমগ্র আমেরিকা আজকে সেখানে সাহায্য করতে যাচ্ছে এবং যাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আজকে আপনারা এই গম খাওয়ার স্লোগান তুলছেন, কাল যদি আমেরিকা আমাদের গম সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়, তাহলে সারা দেশ দুর্ভিক্ষের মুখে গিয়ে পড়বে। সুতরাং এই যে তাঁরা বলছেন গম খাও এটা আমি বলছি তাঁরা একটা পলিটিক্যাল আউটলুক নিয়ে বিচার করছেন। আমি বলছি যদি আপনারা আজ ঐ গমের উপর নির্ভর করে থাকেন, তাহলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এবং আমি বলবো স্বামী বিবেকানন্দের যে জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠান পালন করলাম যে মহামানব তাঁর চেয়ে বড় সোসালিষ্ট আমরা কখনো দেখিনি, সেই মহামানব আমাদের বলেছিলেন —

"If millions die of hunger, I would call every man a traitor."

আজ যদি বাংলাদেশের লোক এইভাবে না খেয়ে মরে, তাহলে আমি স্বামীজীর উক্তি উল্লেখ করে বলবো—

"You will call every man a traitor and the Government Officers will be held responsible."

এবং আমরা বলছি যে কনজিউমারস রিসিসট্যান্স করছেন, কনজিউমারস রিসিসট্যান্স করছেন।

"What is this consumers' resistance—pompously called consumers' resistance? This is nothing but self-denial I know that consumers' resistance is good, but it is good up to a point. Congressmen should remember that when things become dearer and dearer, when situation becomes harder and harder, graver and graver, the resistance will never be just—Oh dear!—a mild one. It will have a serious repercussion and, therefore, I am asking the Congressmen to realise the consequence. Remember the eternal law, "Nature abhores vacuum". If you don't step in the vacuum somebody will fill up the vacuum and you will be held responsible for the consequence."

[3-50—4-00 p.m.]

শ্রীমতী শান্তি দাস: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, খাদ্য বিতর্কের অবতারণায় আমি সর্বপ্রথমে এই ইংরেজী নববর্ষে বিধান সভায় প্রতিটি সদস্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁদের শুভ কামনা করে আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী তথা খাদ্যমন্ত্রীকে দু-একটি কথা জানাতে চাই। খাদ্য সমস্যা আমাদের জাতীয় সমস্যা এবং এ ব্যাপারে আমাদের সকলের উপর যে একটা বিরাট দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে সে বিষয়ে সকলে আমরা একমত। কিছুক্ষণ আগে আমাদের বিরোধীদলের নেতা জ্যোতিবাবু বলেছেন যখন আমরা খাদ্য নিয়ে আলোড়ন করি এবং বিতর্কের অবতারণা করি তখন খাদ্যমন্ত্রী স্ট্যাটিসটিকস দিয়ে আমাদের গুলিয়ে দেন। কিন্তু আমরা দেখেছি এবারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিধান সভায় প্রতিটি সভ্য এবং সভ্যার কাছে এই আহ্বান জানিয়েছেন যে, তাঁদের কি মতামত, তাঁরা কি চান সেটা যেন তাঁরা এই তর্কের অবতারণায় পরিষ্কারভাবে বলেন যাতে তিনি একটা সুনির্দিষ্ট পন্থা নিতে পারেন এই খাদ্য সমস্যা সমাধান করবার জন্য। কিন্তু জ্যোতিবাবু আজকে বলছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। স্যার, আমার মনে হয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা গোল খেয়েছেন তাই তাঁদের এ ছাড়া আর কিছু বলবার নেই। যাহোক, আমরা দেখছি বিরোধী পক্ষের নেতা, যা বলছেন এবং বিভিন্ন দলের যে নেতারা আছেন তাঁরা যা বলছেন তাতে তাঁদের কারুর সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য নেই। জ্যোতিবাবু যা বলছেন, নিখিলবাবু তা অন্যভাবে বলছেন। এখন কথা হোল খাদ্য সমস্যা সমাধান করবার জন্য আমরা যদি শুধু বাকচাতুরী দিয়ে এটা সমাধান করতে চাই তাহলে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বিপদগ্রস্ত হবে। আমরা দেখছি পৃথিবীর যে কোন দেশে এই খাদ্য সমস্যা বিরাটভাবে দেখা দিয়েছে তখনই সেখানে বিপ্লব দেখা দিয়েছে। আমরা ফরাসী রিভলিউসন রাসিয়ান রিভলিউসন-এর কথা জানি এবং বর্তমানে চীনে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে এর মূল হচ্ছে তারা খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। আমাদের আজকে গ্রামের চাষীর কথা অর্থাৎ প্রোডিউসার-এর কথা ভাবতে হবে এবং তারপর চিন্তা করতে হবে কনজিউমরস-দের কথা। এই প্রোডিউসর'রা কিভাবে তাদের জীবন যাত্রার প্রাপ্য জিনিসগুলি পেতে পারে সেটা আমাদের দেখতে হবে। বিরোধী পক্ষ ধানের দর বেঁধে দেওয়ার কথা বলছেন। সরকার কিভাবে করবেন জানিনা আমার মনে হয় সাবসিডারী স্টেপ নিয়ে তাদের জীবন যাত্রার মান যাতে উন্নয়ন করতে পারি, তারা তাদের ছেলেপেলে নিয়ে যাতে সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারে সেই চিন্তা করতে হবে। চাষীরা মহাজনদের কাছে যে ধান বিক্রি করে তাতে আমরা জানি আগামী বছর চাষীরা ফসল ফলাবার জন্য এই বছরেই মহাজনদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিয়েছে। কাজেই আজকে যদি ধানের দর বেঁধে দিই তাহলে আগামী বছরে তাদের সুরাহা হবে না। এই প্রসংগে আমি আর একটি কথা বলতে চাই এবং সেটা হচ্ছে ১৫।১৭।২০।২৪ টাকা বা যে দরই ধানের হোক না কেন এক মণ ধানের একটি চাষী পরিবারের সমস্ত লোকই খাটে। যেমন,

চাষীর স্ত্রী খাটে ধান নীড়ানোর জন্য, তার ছেলেপিলে খাটে ধান ঘরে আনবার জন্য। কাজেই দেখা যাচ্ছে শুধু চাষীকে কেন্দ্র করে এক মণ ধান উৎপাদন হচ্ছে না। এমতাবস্থায় সরকারের কাছে অনুরোধ করছি এম মণ ধানের পেছনে চাষী যেটা পাচ্ছে তার উপর তার পরিবারকে সাবসিডি দিতে পারেন কিনা সেটা চিন্তা করে দেখুন। আমাদের অল ইণ্ডিয়া খাদি কমিশন-এর মাধ্যমে এই চাষী সম্প্রদায়কে, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য যে ঢেঁকি স্কীম আছে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে।

কাজেই এই সূত্র ধরে যদি চাষীকে বাঁচাতে যাই তাহলে তাদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের অন্যান্য উপায়ে সাহায্য আজকে করতে পারি কিনা তাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি কিনা সেটা চিন্তা করতে হবে। আজকে ধানচালের সমস্যা দূরীভূত করার আমি সরকারকে দুটো পলিসি নেবার জন্য অনুরোধ করবো। একটা হচ্ছে সর্ট টার্ম পলিসি। আর একটা হচ্ছে লং টার্ম পলিসি। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বিগত যুদ্ধে বিশেষ করে ইংলণ্ডে যখন তাদের ছেলেরা যুদ্ধে চলে গেল তখন হোম ফ্রন্ট গঠন করল আমাদের মত সমস্ত মহিলারা। কাজেই আজকে আমাদের দরকার এই যে সমস্ত ব্ল্যাক মার্কেটার, অথবা মহাজন অথবা সাব দালাল যারা আছে তাদের বিরোধীতা করার এবং সেজন্য সে রকম একটা বাহিনী তৈরী করার বিশেষ করে আমরা যারা কনজিউমার আছি তাদের। আমি যদি আজকে আমার স্বামীকে বলি কিছুতেই ৪০ টাকা মণ দরে চাল কিনতে দেবনা তাহলে আজকে সরকার বাধ্য হবেন চালের দাম কমাতে আমি আরও বলবো এই যে ভিজিলান্স পার্টির কথা হচ্ছে যে সম্বন্ধে মহিলারা অংশ বেশী নিবেন, সমগ্র বিশ্বে আজকে মহিলারা দেখিয়ে দিয়েছেন কি সমাজ জীবনে, কি রাজনৈতিক জীবনে কি পারিবারিক জীবনে ছেলেদের থেকে মহিলাদের অংশ কম নয়। আমি মনে করি আজকে দিনে যত সভ্যতা বেড়ে যাচ্ছে তত জীবনে জটিলতা বেড়ে যাচ্ছে এটা অস্বীকার করবার উপায় নাই, কারণ মানুষ মেকানাইজড হয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে আজকে এই রেসিসটেন্স [illegible] পার্টিতে অথবা ভিজিলান্স পার্টিতে যদি মহিলাদের নেন তাহলে আমি বলবো এখনও তারা সততার সঙ্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে নিশ্চয়ই গ্রামে এবং সহরে চালের সমস্যা দূরীভূত করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ জার্মাণীতেও ঝটিকাবাহিনী তৈরী হতে দেখেছি। আজকে যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলারা আত্মত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়েছে আত্মত্যাগ করেছে কারা-জীবন ভোগ করছে তখন দেশের স্বাধীনতা রক্ষার [illegible] দেশকে [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] জন্য মহিলারা পিছনে থাকবে এ বিষয়ে কিছুতেই আমি বিশ্বাস করি না। কাজেই আজকে আমাদের সরকারকে বিবেচনা করতে বলবো তাতে যদি এই যে সমস্ত কমিটি হয়, [illegible] গ্রামে ভিজিলান্স কমিটি হয় সেখানে মহিলাদের কথা যেন চিন্তা করেন। তারপর আবার বলবো আমরা জানি আজকে সরকার যদি মহাজন মিলওনারকে ভয় দেখাতে পারেন তাহলে তারা অতিরিক্ত মুনাফা যা করছে তা করতে পারবে না। আমি একটি বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। [illegible] খাদ্যমন্ত্রী পদে যখন [illegible] কিদওয়াই সাহেব ছিলেন তখন বাজারে চিনির অভাব হলে তিনি একটা [illegible] দিয়েছিলেন যে [illegible] লাইসেন্স [illegible] আড়তদারের [illegible] চিনির লাইসেন্স দেবেন এবং [illegible] সমস্ত [illegible] এবং এভাবে তিনি দামের সমতা রক্ষা করেছিলেন [illegible] আমি সরকারকে অনুরোধ করবো যারা নাকি অতিরিক্ত [illegible] সম্বৃদ্ধি [illegible] না হন, [illegible] করে [illegible] এবং [illegible] হয় তাহলে সরকার যেন তাদের ভয় দেখাবার জন্য নীতি গ্রহণ করবেন এবং সক্রিয়ভাবে সেই ধরণের নীতি দ্বারা তাদের দমন করার ব্যবস্থা করেন।

আমি আর একটা কথা বলবো। কনজিউমার এবং প্রোডিউসারদের মাঝখানে মধ্যবর্তী যে ষ্টেজগুলি রয়েছে অর্থাৎ মিলওনার, হোলসেলার, রিটেলার তাদের সঙ্গে আমি যুক্ত নই,

গ্রামে যাই চাষীর ঘরে বলি, নিজে কনজিউমার হিসাবে বলি এই যেসব ফারমার তারা ত ধান-চালের দামের সঙ্গেই জড়িত। আজকে তাদের ছেলেমেয়েদের যে অপুষ্টি তাতে ভিটামিন টেব-লেট, ব্রেন ট্যাবলেট যে খাওয়াবে সে জ্ঞান তাদের এখনও হয়নি। যদি সেদিক দিয়ে আমাদের দেশ পারদর্শিতা লাভ করে তো ভাল হয়। আমি শুনেছি গ্রেট ব্রিটেনের ছেলেদেরকে এই সব ভিটামিন এবং ব্রেন ট্যাবলেট খাইয়ে তাদের এনারজি রাখে কাজেই চালের দামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে অন্যান্য জিনিসের কথাও ভাবতে হবে। এখন নুতন আলু উঠেছে। তার দাম অন্যান্য বারের তুলনায় বেশী।

অথচ অন্যান্য সময় আমরা দেখেছি আলু ৪।৫ আনা হয়। আজও ডিমের জোড়া ৪০ নঃ পঃ কাজেই বাংলাদেশের ছেলেরা খাবে না কি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর তাদের বাঁচাবার জন্য যদি এই সমস্ত জিনিষগুলোকে ইন রিলেশন টু চাল দাম বাঁধা না হয় তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কি খাবে? তারা আজ কোন কোন নিউট্রেশন ফুড পায়না। এই কারণেই আমার মনে হয় সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যবসায় কমপিটিশন গভর্নমেন্ট স্টান্ড করতে পারছে না। কাজেই আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে জানাচ্ছি যে তিনি যখন ফুড পলিসি-র উপর রিপ্লাই দেবেন তখন তিনি যেন এই সমস্ত কথাগুলি চিন্তা করে দেখেন।

[4—4-10 p.m.]

শ্রীকানাই পাল : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, খাদ্যনীতি ঘোষণার নামে গত শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য ব্যাপারে সরকারের কোন নীতির অস্তিত্ব তো জানান নি উপরন্তু বর্তমান অবস্থারও কোন আলোচনা করেন নি। দশ বার বছর আগে কোন জেলায় খাদ্যের কত দাম বেড়েছিলো ফাইল থেকে সেই সব জঞ্জাল বার কোরে বিধান সভার মাথায় ঢেলে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য ঐ ধুলো সভ্যদের চোখে দেওয়ার।

সরকারী সংখ্যাতত্ত্ব সরকারের প্রয়োজন মত সরকারী দপ্তরে বানান হোয়ে থাকে বিশেষ কোরে কৃষি সংক্রান্ত সংখ্যাতত্ত্ব একবারেই নির্ভরযোগ্য নয় সে কথা বার বার প্রমাণ হোয়ে গিয়েছে। গত অক্টোবর মাসেই তা পুনরায় চরমভাবে প্রমাণিত হোয়েছে। দেশে খাদ্য নেই জনসাধারণকে খাদ্য দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের নেই সরকার সম্পূর্ণ অসহায় এই বিবৃতি দিয়ে মুনাফা শিকারীদের এই সরকার, ঘাতক ধানচাল ব্যবসায়ীদের অত্যাধিক মুনাফার পাহাড় গড়ে দিয়েছে কসাইগুলোর ছুরিতে জনসাধারণকে জবাই করতে সাহায্য করেছে কিন্তু জন সাধারণ যখন নিজেরাই এগিয়ে এসে মূল্য প্রতিরোধ আন্দোলনের জোরে দেশের ভিতর থেকেই হুহু করে চোরাই চাল বার করে চালের দাম রাতারাতি ২০ টাকা ২৫ টাকা কমিয়ে দিয়েছে প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের উক্তিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত করেছে তখন এই বিশ্বাসঘাতক চোরা কারবারীদের সরকার তাদের মন্ত্রী ও আমলারা তার দমন পীড়নের সকল রকম প্রহরণ নিয়ে এগিয়ে এসেছে কেতো প্রতিরোধ ও কেন্দ্রগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে মজুতদার ব্যবসাদারদের রক্ষা কোরতে। এই অধ্যায়ের কথা প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের দপ্তর ফিরিস্তিতে নেই অথচ ভবিষ্যতে নীতি ঠিক করতে গেলে এই অধ্যায় থেকেই শিক্ষা নিতে হবে।

প্রথমেই বলা দরকার যে ইতিমধ্যে নিজওয়াই সাহেব এবং বর্তমান খাদ্যের ফলন দেখেই চরম বিপদজনক সংবাদ দিয়ে ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বলে ভাবনা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে দেশকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়ে গেছেন এবং পাতিল সহায়ক এখনও এখানে এগিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে দেশের ভবিষ্যত বন্ধক দিয়ে বসে আছেন। মার্কিনী জমা টাকা ভারতের ভিতরে এক বিপদজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি কোরেছে। দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলার আমরা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে অতএব আমাদের আশু দাবী এই সভায় উপস্থিত করছি, সেটা হয়ত অন্যান্যের দিক থেকে পৃথক হবে।

যতদিন পর্যন্ত প্রয়োজনমত খাদ্য শস্য দেশে উৎপন্ন না হচ্ছে শহরে ও গ্রামে সর্বত্র সামগ্রিক ষ্ট্যাটুটারী রেশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এছাড়া উপায় নেই।

রেশন ব্যবস্থা চাল্ করতে হোলেই প্রোকিওরমেন্ট করতে হবে।
এবং এর জন্য লেভীও অবশ্য দরকার।

এই প্রসংগে স্বীকার করি যে দেশে রেশন-প্রকিওরমেন্ট-লেভী সম্পর্কে জনসাধারণের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে এবং এর বিরুদ্ধে জনমত আছে।

কিন্তু আজ কি আমরা চোখ বুজে থাকবো যে মডিফায়েড রেশনিং ছিল বলেই বাংলা দেশ চরম বিপর্যয় ও বিশৃংখলা থেকে কোনমতে সাময়িকভাবে বেঁচে গেছে। সকলে সারা দেশে আরও বেশি ন্যায্য মূল্যের দোকান চাইছেন। সেটা কি রেশনিং এর দাবীকে সমর্থন করে না?

অনেকে প্রকিওরমেন্ট এর কথা শুনলেই আঁতকিয়ে ওঠেন। অথচ খাদ্যের পাইকারী বাজার রাষ্ট্রায়ত্ব করতে বলেন, এ দুটোর মধ্যে তফাৎ কোথায়?

লেভী সম্পর্কেও সেই কথা। উদ্বৃত্ত নিয়ে চোরাকারবার বন্ধ করতে হলে লেভী করতেই হবে। লেভী তো উদ্বৃত্তের উপর।

আসলে গত ১৯৫০-এর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিলো সাম্রাজ্যবাদ তাদের যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে, আর ব্যবসাদারদের হাত দিয়ে সব করার জন্য।

সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের প্রয়োজন শহরের শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখার জন্য, সেখানে অন্ততঃ ন্যূনতম খাদ্যের সংস্থান করার জন্য কারণ সহরে রাজনৈতিক চেতনা বেশী, গণ সংগঠন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী -না খেতে দিয়ে পিছিয়ে পড়া গ্রামাঞ্চল থেকে জনসাধারণকে সৈন্য দলে নাম লেখাতে বাধ্য করার জন্য দেশের মূক কৃষক সম্প্রদায়ের রক্ত শুষে নেবার ব্যবস্থা করা হোয়েছিলো।

রেশন প্রকিওরমেন্ট লেভীর সকল গলদ দূর করা সম্ভব এবং তা করতেই হবে। তারজন্য আরও কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রথমতঃ রেশন ব্যবস্থা সর্বব্যাপী করতে হবে শহরে ও গ্রামে।

দ্বিতীয়তঃ রেশন ব্যবস্থায় সর্বস্তরে জনসাধারণের, সকল দলের প্রতিনিধিদের যুক্ত করতে হবে।

তৃতীয়তঃ প্রতি গ্রামে, এলাকার সরকারকে প্রথমে উদ্যোগী হোয়ে ক্রেতা সমবায় গঠন করার দায়িত্ব নিতে হবে।

চতুর্থতঃ প্রকিওরমেন্ট-- ব্যবসাদার, কনট্রাকটার মারফত করা চলবে না। সরকারের নিজস্ব প্রকিওরমেন্ট যন্ত্র গড়ে তুলতে হবে।

পঞ্চমতঃ প্রকিওরমেন্ট ধান গ্রামের প্রয়োজনের তুলনায় উদ্বৃত্ত হলে তবেই গ্রামের বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে এবং ধানের কম বেশী ১৫।১৬ টাকা দাম বেঁধে দিতে হবে ও সংগে সংগে সেই অনুপাতে চালের দামও বাঁধতে হবে।

ষষ্ঠতঃ ক্রমশঃ নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষের ন্যায্য দামও বেঁধে দিতে হবে অন্যথায় ধানের দাম স্থির থাকবে না। নিত্য প্রয়োজনীয় ও চাষের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার চাষীকে শোষণ করতে থাকবে।

সপ্তমতঃ রেশন, প্রকিওরমেন্ট, লেভী ব্যবস্থার উপর খবরদারী করার জন্য সকল দলের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে।

অষ্টমতঃ খাদ্য সমস্যার সমাধান কেবল পশ্চিমবাংলার ভিত্তিতেই করলে চলবে না, সারা ভারতের ভিত্তিতেই করতে হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে বাংলার চা, পাট প্রভৃতির কথা। বাংলার চা ও পাট যা উৎপন্ন হয় সেটা শুধু বাংলা দেশের লোকের জন্য নয়। সুতরাং ভারতের লোকের দায়িত্ব আছে বাংলা দেশের লোককে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা। এই সকল

ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই রেশন প্রকিওরমেন্ট ও লেভী ব্যবস্থার উপর থেকে জনসাধারণের বীতরাগ ও আশঙ্কা দূর করতে হবে। এ ব্যাপারে জনসাধারণ সাগ্রহে সহযোগিতা করবেন। নিছক পুরাতন মামুলী রেশন প্রকিওরমেন্ট লেভী ব্যবস্থা নয়। জনস্বার্থে ও জনসহযোগিতায় রেশন প্রকিওরমেন্ট লেভী এই হচ্ছে আমাদের আশু ব্যবস্থার প্রস্তাব, এর দ্বারা সমস্ত সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হবে। এই ব্যবস্থা বাদ দিয়ে দেশে কোন সত্যকারের পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে না। বলাই বাহুল্য যে এই ব্যবস্থার মধ্যেই খাদ্যের বাজার রাষ্ট্রায়ত্ব হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের টাকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা না কোরে কেবল ফসল নিয়ে ফটকা বাজী কালো বাজারী বন্ধ হোলো এক কথায় খাদ্য নিয়ে ব্যবসা ও মুনাফাবাজী বন্ধ হোলো।

[4-10—4-20 p.m.]

প্রসঙ্গত ব্যাঙ্ক মূলধন কি হারে খাদ্য উৎপাদনে ও খাদ্য ব্যবসায় নিয়োগ করা হয় তার হিসাব দেওয়া যেতে পারে। এই আশু ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব করা চলবে না। অবিলম্বে অর্ডিন্যান্স জারী করে এই ব্যবস্থা চালু করা দরকার। বিধানসভায় আইন পাশ সময় সাপেক্ষ। সেটা পরে হবে।

কৃষি ব্যবস্থায় চাষ সার প্রভৃতি সকল ব্যাপারে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করতে হবে এবং ফসল ফলনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। চাষীর স্বার্থে আইন করে সঙ্গে সঙ্গে রেট্রোসপেক্টিভ এফেক্ট দিতে হবে। ইজিপ্টে নাসের পর্যন্ত যা করছে এখানে সম্পূর্ণ উল্টো পথে চলা হচ্ছে। জমি রাখার সর্বোচ্চ সীমা কমিয়ে ১৫ একর করতে হবে। উদ্বৃত্ত জমি বিনামূল্যে জমিহীন চাষীকে বিতরণ করতে হবে কো-অপারেটিভের মারফত ও হোলডিংয়ের কনসলিডেশন করতে হবে কো-অপারেটিভ করে জয়েন্ট ফার্মিং করে। ঋণ, বীজ, সার সমস্ত সরকারী সাহায্য কো-অপারেটিভকেই প্রধানতঃ দিতে হবে। সকল অনাবাদী জমিতে চাষের বন্দোবস্ত করতে হবে রাষ্ট্রের দায়িত্বে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে। সকল ভাগচাষীকে অবিলম্বে সম্পূর্ণ রায়তিসত্ত্ব দিতে হবে। একচেটিয়া মালিকদের ভূয়া সমবায় ভেঙ্গে দিতে হবে। বিশেষভাবে কো-অপারেটিভগুলি মাধ্যমে জমি থেকে একাধিক ফসল তোলায় ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধানতঃ কো-অপারেটিভগুলির ভিত্তিতে গভীর নলকূপ ও ছোট ছোট সেচের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা করতে হবে। সীড মাল্টিপলিকেশান ফার্ম, সারের কারখানা প্রভৃতি আরো বাড়াতে হবে। গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ঋণ দানের মান বাড়াতে হবে। গ্রামের প্রত্যেক কো-অপারেটিভ থেকে কৃষকের ছেলে বেছে নিয়ে উন্নত চাষ প্রণালী, কেমিক্যাল সার ব্যবহার, একাধিক ফসল ফলান ও ফলনের পরিমাণ বৃদ্ধির কৌশল শিক্ষা দিয়ে তাদের গ্রামেই ফেরত পাঠাতে হবে। প্রতি জেলায় কৃষি টেকনলজি বিদ্যালয় খুলতে হবে। এর জন্য যা টাকা লাগবে তার অনেকটাই কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট স্কীম সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে। কারণ, সম্পূর্ণ ব্যর্থ এই আজগুবী স্কীম এখনও চালান কেবল ফুটো পাত্রে জল ঢালা। গ্রামে গ্রামে কিছু ফোপর দালাল ও সরকারী দলের টাউট সৃষ্টি করা ছাড়া এর দ্বারা আর কিছু ঘটেছে বলে কেউ দেখাতে পারবেন না।

পরিশেষে একটা অতি প্রচলিত সম্পূর্ণ ভুল ধারণা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। তথাকথিত স্বেচ্ছায় কো-অপারেটিভ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন দিন গড়ে উঠবে না, উঠতে পারে না, একচেটিয়া ভূমির মালিকদের ভূয়া সমবায় ছাড়া। উপর থেকে হুকুম করে, আইন করেও তা করা সম্ভব নয়। এর জন্য মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা করতে হবে সরকারী উদ্যোগে। এই উদ্যোগের মূল হচ্ছে সমস্ত সরকারী কৃষি সাহায্য প্রধানতঃ কো-অপারেটিভগুলির মারফত দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কো-অপারেটিভ বাদ দিয়ে ফ্রিডাম ফর ফ্রি এণ্টারপ্রাইজ এ বিশ্বাসীরা নিজের পথে চলতে পারবেন, আইনে কোন বাধা থাকবে না, কিন্তু সমগ্র সমাজের মঙ্গল যে পথে সেই পথেই সমগ্র সরকারী সাহায্য ও উদ্যোগকে ব্যয় করতে হবে।

জনসাধারণকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সরকারেরই দায়িত্ব, এবং সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব সেই দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। আমি কংগ্রেস দলের বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে

দিতে চাই যে যেদিন তাঁরা ইংরাজের অপোজিসান হিসাবে প্রেসার মুভমেন্টে রত ছিলেন সেদিন তাঁরা বলেছিলেন যে যে সরকার দেশের লোককে খেতে দিতে পারে না তাদের গদিতে বসে থাকবার কোন অধিকার নেই। আজ দুঃখের সঙ্গে তাদের সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে। এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে ভগবান আমাদের এক মুঠো অন্ন দিতে পারে না, সেই ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না। আমি শেষ কথা বলতে চাই যে যে সরকার দেশের লোককে খেতে দিতে পারে না, যে সমাজে মানুষ ধনীর দাস, আর নারী বিলাসপণ্য, সেই সরকার ও সমাজকে আঘাত করার, অচল করার ধ্বংস করার ন্যায়সংগত অধিকার জনসাধারণের আছে। সে সরকারের গদিতে বসে থাকবার কোন অধিকার নেই।

Shri Bejoy Kumar Banerjee :

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাত্র দশ মিনিট টাইম পেয়েছি। খাদ্য সমস্যা ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর একটা লম্বা ফিরিস্তি পড়তেই তো এক ঘণ্টা গেল। এটা পড়ে দেখছি উনি বলেছেন ভুল কথা, সেটার উপর আজকে আলোচনা হচ্ছে যে আমাদের কেবল খাদ্যের সব অভাব, বাইরে থেকে আমাদের আনতে হয় এবং বাইরের দামের উপর আমাদের এখানকার দাম উঠা-নামা নির্ভর করে। ভেবেছিলাম তিনি কেবল চালের কথা বলবেন, তা নয় চাল, চিনি, গুড় মাল, যত রকম ভাল এরকম নানা রকম পরিসংখ্যান কিছু দিলেন। তারপরে আবার তিনি বলেছেন যে আপনাদের কাছ থেকে শুনে পরামর্শ নিয়ে যেরকম দাম ঠিক হবে সে রকম দাম ঠিক করে দেব। অত্যন্ত ভাল কথা কিন্তু এত ভাল কথা সহজেই কি রকম মন চাচ্ছে না বিশ্বাস করতে। কারণ কি এখানে হাউসে অনশন হল, খাদ্য দ্রব্যের মূল্য নিয়ে কত রকম কি হল। রোজ লোকের ভীড়। তারপরে এখানে আমাদের মেম্বাররা কত কি বলেন। নীতি বদলান তারপর গত বছর ১৬ই নভেম্বর তারিখে শীতকালীন অধিবেশন হয়েছিল এবারে যখন আমাদের সহরে ভীষণ গোলমাল ছিল লোকে চাল পাচ্ছে না। গণ্ডগোল ঝামেলা তখন আমরা সকলে মিলে আবেদন নিবেদন করেছিলাম যে আমাদের একটা শীতকালীন অধিবেশন যে রকম ডাকা হয় ডাকা হোক, চিরকাল ডাকা হয় কিন্তু এবার ডাকা হল না। গত বছর ১৬ই নভেম্বর তারিখে শীতকালীন অধিবেশন হয়েছিল এবং সেটা ৯ই জানুয়ারী পর্যন্ত চলেছিল। আর এবারে যখন অত্যন্ত প্রয়োজন। এই বিধান সভায় অধিবেশন ডাকবার ডাকবার জন্য যখন এখানকার মাননীয় সদস্যরা লিখিতভাবে তাঁকে অনুরোধ করেছেন তিনি তখন বলেছেন এসব আলোচনা দরকার নেই। হঠাৎ আবার কি ভাবলেন, ২৭এ ডিসেম্বর একটা গণ্ডগোল করে দিয়ে এখানে শেষ করে দিলেন। এই যদি রাষ্ট্র পরিচালনার নিদর্শন হয় তাহলে কি হবে? পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু এসেছে, সংখ্যাধিক্য হয়েছে, তার ফলে নানা রকমে আমাদের যারা চাল খেত না তারা চাল খাচ্ছে। এই-সব পুরানো কথা আমরা শুনেছি। যদি সময় পাই তাহলে আমি প্রমাণ করে দিতে পারি এবং দেখাতে পারি যে তাঁর এই ধানের উপর যদি বাংলা দেশ নির্ভর করে তাহলে বাংলাদেশের মানুষ মরে যাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ আমার ব্যক্তিগত কথা নয়। আমরা আজকে কোথায় দাঁড়িয়েছি? যখন দেখছি রেশনের দোকানে নিজেদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ধাক্কাধাক্কি করে মরে যাবার মত অবস্থায় সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে আছে তখন সেখানে মনে করেছি অরাজকতার ব্যাপার। এই রাষ্ট্র পরিচালনা বোধহয় কেউ করছে না। আজকে এতবড় বিবৃতির মধ্যে একটা কথা সে রকম নেই। আজ আমাদের বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা আসছেন, চাল, ডালের দাম নির্ধারণ করতে তাঁরা ব্যস্ত হয়েছেন যেন সরকারের কোন দায়িত্ব নেই। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলছেন কাগজওয়ালারা কি লিখেছে কি করেছে আমি জানি না। আজ যদি এরকমভাবে রাষ্ট্র চলতে থাকে, যদি সততার সঙ্গে রাষ্ট্র না পরিচালিত হয় তাহলে দেশের কোন উন্নতিই সম্ভব নয়। কাজেই একমাত্র নীতি যেটা এদেশে হওয়া উচিৎ সেটা হল সৎ রাষ্ট্র পরিচালনা।

[4-20—4-30 p.m.]

আজকে দেশের মানুষ যাদের কিছু নেই তাদের ঠকিয়ে প্রবঞ্চনা করে জোর করে তাদের কাছ থেকে চালের দাম বাড়িয়ে লক্ষপতিকে কোটি করে দেওয়া হয়েছে। আমি চাই এ সম্বন্ধে

কিনা। ঐ রকম ভোটের দোহাই আপনারা দেবেন না। আমরা জানি এই রকম ভোট কি করে পাওয়া যায়। আমরা জানি রাষ্ট্র হাতে থাকলে ভোট পাওয়া যায় কি করে। আপনাদের ভাই বোনকে এই রকম করে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে, বিপদে ফেলে দিচ্ছেন- এটা ভাল হচ্ছে না। যদি কোন স্বাধীন দেশ আজ হোত তাহলে তারা যেভাবে জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করছেন তা তারা করতে সাহস পেতেন না। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, ১৪।১৫ বছর ধরে খাদ্যমন্ত্রীরূপে কাজ করে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। অথচ তিনি আজকে এই রকম অবস্থা করেছেন যাতে চালের কোন সুব্যবস্থাই হয় নি। যে কারণেই হোক তা হয় নি। আজ স্বাধীন দেশের মন্ত্রীসভা হলে তিনি নিজে পদত্যাগ করে চলে যেতেন এই বলে যে এই রকম রাষ্ট্র পরিচালনা করবার অধিকার আমার নাই। আজকে অন্ততঃ ইলেকসানের সময় হোক বা যে কোন সময়েই হোক যখন রেলওয়ে এ্যাকসিডেন্ট হয় তখন লালবাহাদুর শাস্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন যে আমি পদত্যাগ করতে চাই কারণ রেলে এ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে। কিন্তু ওঁর দোষে তো এ্যাকসিডেন্ট হয় নি তবুও তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। তিনি একটা উদাহরণ দেখালেন যে যাঁরা গণতন্ত্রের নাম করেন তাঁরা কিভাবে কাজ ছেড়ে চলে গেলেন। সেই একটা সামান্য ব্যাপার থেকে একটা লোককে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে চলে যেতে হল। অথচ আমাদের এখানে বেশী কিছু বলবার নেই এঁরা সময়ও দেবেন না তা না হলে আমি দেখাতে পারতাম কি আপনাদের হচ্ছে। এটা অবশ্য দেখা দরকার মাননীয় চ্যবন থেকে মাননীয় পাতিল এবং আরও অনেকে বলেছেন, তাঁরা বলেছিলেন যে লড়াই লেগে গেছে, এখন যদি খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ে তাহলে একটা ভয়ানক ব্যাপার হবে কঠিন কড়া হবে। জাতীয় সংকট কালে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটলে সেটা বড় উদ্বেগের বিষয়। তাই দেখি যুগান্তর কাগজে লিখছে সীমান্ত রাজ্যে সরকার কর্মচারী লুটের পসরা এরা কারা? এটা যুগান্তর কাগজে বেরিয়েছে বলবো কি এই যুগান্তর কাগজে মন্ত্রিমহাশয় আছেন এর সঙ্গে জড়িত এটা রাস্তা সাপ করা কাগজ নয়। সুতরাং এরা যদি লেখে যারা গার্ড দিচ্ছে পুলিশ তারাই এই রকম করছে তাহলে হায় ভগবান যদি কোন নীতি সে যতই ভাল হোক সেটা যদি দুর্নীতির উপর থাকে তাহলে সেই নীতি করা না করা উভয়েই সমান। আপনারা, মানে স্যার, আপনি নন পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সংকট নাই যদি গমকে আমরা খাদ্য ধরি একথা বলছে। আপনারা হয়তো জানেন ভীমচন্দ্র নাগের দোকানের পাশে আর একটা দোকান আছে তাতে উপরে লেখা আছে ভীমচন্দ্র নাগ বড় করে আর ছোট করে লেখা আছে তস্য ভ্রাতা শ্রীনাথ নাগ। এই রকম করে দুটো দিলে হবে না। আমি একটার এর একটা করে প্রমাণ করে দেবো যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ষ্ট্যাটুটারী রেশনিং হবে না। উনি আজকে নীতি বদলাবেন। কিন্তু নীতি বদলাবার কোন আইনগত ক্ষমতা তাঁর নেই। উনি নিজে বলেছেন ধান চালের দাম আমরা বাঁধতে পারি না, সে ক্ষমতা আমাদের নেই—আমরা নীতি বদলাতে পারি না—কেন্দ্রীয় সরকার যা করবেন তাই হবে। তাহলে কিসের জন্য তিনি আজকে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁর ঘরেতে? আমাদের শুধু তিনি জড়িয়ে মারলেন। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের ভালবাসেন কিন্তু ভালবাসলেই আমাদের স্বর্গে বাস হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজ বিরোধী পক্ষকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে আপনারা যতই দাম বাঁধুন আমাদের দেশের মানুষে দুঃখকষ্টের পরিসীমা থাকবে না। কারণ যতক্ষণ না আপনাদের দুটি সতম্ভ- অর্থাৎ অসাধু ব্যবসায়ী আর আপনারা রাজত্ব চালাচ্ছেন, আপনারা প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা নিচ্ছেন আপনাদের স্বার্থে, তখন কি আপনারা তাদের ফাঁসি কাঠে লটকাতে পারবেন বা হুইপ করতে পারবেন একটা কালোবাজারীকে? তাহলে তো কালই চালের দাম ২০ টাকা হয়ে যাবে। সে ক্ষমতা কি আপনাদের আছে? আপনাদের ক্ষমতা আছে দেশদ্রোহী বলে নিরীহ লোকদের ধরতে পারেন। কালোবাজারী মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে পারেন না। কেবল পার্টি রক্ষা করবার জন্যই তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন না।

যাহোক অনেক বলতাম, বলার সময় নেই। আমাদের এখানে এসে কোন কাজ নেই। আমাদের দেশের মানুষকে বলে দিয়ে যাচ্ছি আপনার মাধ্যমে, সমস্ত সাংবাদিকদের মাধ্যমে যে এই বিধানসভার দ্বারা তাদের কোন কাজ হবে না।

Shri Abani Kumar Basu:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যে খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আমরা যে আলোচনা করছি এটা খুব গুরুতর বিষয়। আমরা সুচিন্তিতভাবে আগামী ১ বছরের জন্য যদি আমাদের নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, যদি নির্ধারণ করতে না পারি তাহলে আমাদের গত দু মাস আগে যে গভীর সংকটের মধ্যে বাংলাদেশকে দেখেছিলাম সেই সংকটের পুনরাবৃত্তিও ঘটতে পারে। আমরা দেখেছি অক্টোবর মাসে চালের দাম এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ২০ টাকা বেড়ে যায় এবং দামটা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছিল প্রতিদিন। এ জিনিসটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সেই সময় আমরা লক্ষ্য করেছি আমার নিজের নির্বাচনী এলাকায় এবং অন্যান্য স্থানে যে বাংলাদেশে চালের দুষ্প্রাপ্যতা ছিল তা নয়, ছিল দুর্মূল্যতা। এ জিনিস কেন হয় এ সম্বন্ধে আজকে সত্যিকারের চিন্তা করার আছে রাজনীতির ঊর্ধে দৃষ্টিকোন নিয়ে এটা বিচার করার আছে যে কেন এই সংকট ঘনিয়ে এসেছিল এই বাংলাদেশে। আজকে এখানে কয়েকটি কথা শুনে আশ্চর্য বোধ করছিলাম যখন আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীকাশিকান্ত মৈত্র মহাশয় বলেছিলেন যে বাংলাদেশ নাকি ঘাটতি নয়, বাংলাদেশ সারপ্লাস—১১ টন বেশী চাল সেখানে উৎপন্ন হয়। আমরা বুঝতে পারছি না কোন্ ষ্ট্যাটিসটিক্সের ভিত্তিতে তিনি এই তথ্য বিধানসভার সামনে রেখেছিলেন। তিনি যে হিসাব দিলেন ৫ আউন্স করে না কত করে চাল ফেয়ার প্রাইস সপ, এম, আর, সপের মাধ্যমে বিতরণ হয়েছে। তিনি ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার-এর যে সাবসিসট্যান্স কত সে সম্বন্ধে একটি কথাও বল্লেন না। বাংলাদেশের ওপেন মার্কেটে কত চাল কেনা বেচা হয় এফ, পি, সপ বা এম, আর, সপে যেগুলি দেওয়া হয় সেগুলি হচ্ছে রেগুলেটরি প্রসিডিওর। কিন্তু এই রেগুলেটরি প্রসিডিওর ছাড়া মার্কেট ইমপ্যাক্ট ছাড়া ওপেন মার্কেট বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। সেই ওপেন মার্কেটে যে চাল কেনাবেচা হয় সে সম্বন্ধে তিনি কোন উল্লেখ করলেন না। তিনি উল্লেখ করলেন না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বুলেটিন, সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সেখানে তারা বলছেন "For a family of 4 adult units the requirement of foodgrains—for a family per annum works out at 1,643 lbs. It should also be noted that an allowance of 12½ per cent. production is generally made for feed, seeds and wastage"

[4-30—4-40 p.m.]

এ সম্বন্ধে মাননীয় বন্ধু কাশীবাবু কিছু বললেন না। যাহোক, আমরা দেখেছি এক সপ্তাহের মধ্যে দাম বেড়েছিল এবং সেই দাম কিভাবে বেড়েছিল সেটাই চিন্তা করবার জিনিস। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বারে বারে এ্যাসেম্বলীতে বলেছেন যে আমাদের বাংলাদেশে ২২ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি আছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য কাশীবাবু বলেছেন যে, আমাদের খাদ্যে ঘাটতি নেই এবং এ সম্বন্ধে তিনি এ, আই, সি, সি,-র ইকনমিক রিভিউ থেকে উধৃত করেছেন। আমি সেই সংখ্যা থেকে খানিকটা পড়ছি।

"It was known to them that in 1962-63 rice production in India was 3 million tons less than in 1961-62."

তারপর মাননীয় জ্যোতিবাবু বলেছেন যে, বাংলা সরকার কেন্দ্রের নিকট দাবী জানান না। আমি মনে করি তাঁর এই উক্তি ঠিক নয়। তাঁরা যা বলেছেন আমি সেটা পড়ে দিচ্ছি।

"West Bengal Government would do nothing except sending frantic appeals to the Central Government as also to some State Governments for supply of rice."

আজকে এ অবস্থার উদ্ভব কেন হোল? মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতি থেকে আপনারা জানতে পেরেছেন যে, ইস্টার্ন ফুড জোন নামে একটা জিনিস ছিল—অর্থাৎ উড়িষ্যা থেকে আমাদে চাল আমদানী করবার নীতি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছিলেন। কিন্তু উড়িষ্যাতে যখন চালের দাম বেড়ে গেল তখন সেখানকার মানুষ পরিত্রাহি চিৎকার সুরু করল এবং সেই চাপে পড়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইস্টার্ন ফুড জোন সাসপেন্ড করলেন। কাজেই আজকে খাদ্য সমস্যার সুরাহা করতে গেলে কোন একটা স্ট্রেট কাট রোড আছে বলে আমার মনে হয় না। এটা একটা কমপ্লেক্স প্রবলেম এবং এর সঙ্গে কৃষির

উন্নতি, খাদ্য বিতরণ নীতি জড়িয়ে রয়েছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, বিরোধীপক্ষের এবং এই পক্ষের বন্ধুদের নিয়ে তিনি আগামী সনের খাদ্যনীতি নির্ধারণ করবেন। কাজেই শ্লেষ বা বিদ্রূপ করবার কিছু নেই। আমরা এই জিনিস দেখেছি যে, থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান-এর অবজেক্টিভ রেজোলিউসন নিয়েছিলেন এবং প্ল্যানিং কমিশন বলেছিলেন স্টেট ট্রেডিং হওয়া দরকার। নিশ্চয়ই সেটা হওয়া দরকার। স্যার, আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে, স্টেট ট্রেডিং-এর ব্যাপারে আমাদের পশ্চিমবাংলায় এ পর্যন্ত কোন অগ্রগতি হয়নি। শুধু তাই নয়, আজকে যারা অতি মুনাফা করে তাদের কন্ট্রোল করবার জন্য মার্জিন অব প্রফিট কন্ট্রোল অর্ডার ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। আমি আশা করি সরকার নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অবহিত হবেন। তারপর, জ্যোতিবাবু এর একটা কথা বলেছেন যে, আমরা নাকি আমাদের দেশে এক হাজার ক্যালোরির খাদ্যদ্রব্য পাই না। আমি মনে করি তাঁর এই উক্তি ঠিক নয়। আমি মেটা কমিটির রিপোর্ট থেকে বলতে পারি এখানে মিনিমাম নিউট্রিশনাল স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে তিন হাজার ক্যালোরি এবং এখানে আমরা পাই পার ক্যাপিটা এ্যাভেলেবিলিটি অব ফুড দুই হাজার ক্যালোরি। আজকে অনেক সদস্য প্রকিওরমেন্ট-এর কথা বলেছেন। আমি মেটা কমিটির রিপোর্ট থেকে বলছি। তাঁরা বলেছেন,

"The real system of procurement will be strongly resented by farmers if introduced as a regular feature in a developing economy and may have adverse effect on the production as well as marketed surplus of foodgrains."

স্যার আজকে আমরা যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করব সে ব্যাপারে একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, যে কৃষক জমিতে শস্য উৎপাদন করছে তার পক্ষে সেই প্রাইস-টা যেন প্রডিউসর ইনসেন্টিভ হয় এবং সেই সংগে সংগে সেটা যেন সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধে চলে না যায়। এই দুটো জিনিসের মধ্যে সামঞ্জস্য করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

আজকে আমরা জানি, অনেক সময় দেখি যে মিল মালিকদের মুখের দিকে চেয়ে দর নির্ধারিত হয়। আমি আপনার কাছে বলতে চাই যে প্ল্যানিং কমিশন-এর একটা রিপোর্ট থেকে দেখতে পাই, যে চাল বাংলাদেশে তৈরী হয় তার ৬৫ পারসেণ্ট তৈরী হয় হ্যান্ড পাউন্ড থেকে, আর বাদ বাকী ৩৫ পারসেণ্ট আসে চাল-কল মারফৎ, আজকে ঐ ৩৫ পারসেণ্ট চাল-কল মালিকদের মুখের দিকে চেয়ে যদি চালের দাম বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে সেটা ঠিক হবে বলে মনে করি না। আজকে দেশে দেখতে পাই কি? ১৫ টাকা থেকে শুরু করে ১৬।১৭ টাকা পর্যন্ত, আজকে নূতন ধান কাটার সময়, ধান বিক্রি হচ্ছে। আজকে এই দামের নিচে ধানের দাম বাঁধলে নিশ্চয়ই সেটা প্রাডিউসারদের পক্ষে ইনসেন্টিভ হবে না। সেই সঙ্গে আরও অনেক জিনিস বিচার-বিবেচনা করার দরকার আছে। অনেক সময় আমরা যা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এ্যান্টি হোর্ডিং সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা হয় বলে মনে করি না। আমি মনে করি আজকে এমন কোন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা উচিত যাতে করে মিলার এবং আড়তদাররা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান বা চালের বেশী তারা গুদামজাত করে না রাখতে পারে। এ ছাড়া সেদিন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে জেনেছি যে উড়িষ্যা, নেপাল এবং অন্যান্য অন্যরাজ্য থেকে যে চাল আমদানী হবে, সেটা নর্মাল ট্রেড চ্যানেল-এ আসবে, ট্রেড এ্যাকাউন্ট-এ আসবে। আজকে সেই চালের উপর যদি খবরদারি ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে যে চাল অন্য রাজ্য থেকে আমদানী হবে সেটা সুড়ঙ্গ পথে চলে যাবার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে বলে মনে করি। কাজেই সেই চালের উপর সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিৎ বলে আমার মনে হয়। শুধু তাই নয় আজকে ধানের বা চালের দাম যাই নির্ধারণ হউক না কেন সেই নির্ধারিত মূল্যে, সেই নিয়ন্ত্রিত মূল্যে যাতে জনসাধারণ এবং চাষীরা সারা বছর সব সময় চাল পায় সে ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। আজকে সেই ব্যবস্থা কি রূপে হওয়া সম্ভব! বাংলাদেশের সরকারের হাতে কোন বাফার স্টক নাই। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিবেদন করেছেন যে বাংলাদেশের জনতা যে রেজিস্ট্যান্স গ্রো করেছে তাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন, আমিও অভিনন্দন করি। আজকে জনতা যদি জাগ্রত হয়ে না উঠে তাহলে বাফার স্টক নেই যেখানে, সেখানে কোন দাম বেঁধে রাখা সম্ভব নয়।

আরেকটা কথা আমি বলতে চাই। অনেক সময় আমরা দেখি ব্যাঙ্কের লেনদেনের জন্য স্পেকুলেটিভ রাইজ ইন প্রাইস হয়ে যায়, আজকে যে সমস্ত বড় বড় মিল মালিক এবং আড়তদার আছে তারা বাজার থেকে ধান এবং চাল তুলে নিয়ে গিয়ে কর্নার করে রাখে এবং ব্যাঙ্কের এ্যাডভান্স-এর সুযোগ নেয়। এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার আছে যাতে ফুড গ্রেইন স্টক হাইপোথিকেটেড করার বিষয়ে ব্যাঙ্ক এ্যাডভান্স না করে। সব শেষে আমি মেটা কমিটির রিপোর্ট থেকে আরেকটা কথা বলেই শেষ করছি। তাঁরা বলেছেন

"For an effective solution of the food problem not only determined and all-out effort to step up production is necessary but high rate of increase of population has also to be checked."

[4-40—4-50 p.m.]

Shri Hare Krishna Konar :

মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, বাংলাদেশের কৃষক ক্রেতাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং জোতদার ও মহাজনদের স্বার্থে গত ১০।১২ বছর ধরে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট যে খাদ্যনীতি নিয়ে চলেছেন এ বছর তা চরমরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং গত এক বৎসর ধরে দেশে যে জরুরী অবস্থা জারী করে রাখা হয়েছে তার সুযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান হচ্ছে। খাদ্যনীতিকে আরও পারফেক্ট এবং আরও ভালভাবে চালু করবার জন্য এসব নীতি গ্রহণ করা হয়না। শুধু মৌখিক কতকগুলি বক্তব্য ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় না এবং তাই আমরা দেখতে পাই জোতদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। অথচ সাধারণ মানুষ যখন তার খাদ্যের জন্য সংগঠিত ভাবে এগিয়ে আসে তাদের বিরুদ্ধে তখন পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়। জরুরী অবস্থার প্রথম দিকে দেখা গেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করা হয়েছিল এবং ক্রমাগত কুৎসা ও মিথ্যা প্রচার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ অল্প দিনের মধ্যে সেই চক্রান্ত ধরে ফেলেছিল। তাই আমরা দেখছি এক বৎসরে এক নূতন ঘটনা। ১৯৫০ সালে মানুষ অসহায় দর্শকের মত মরেছে - এবার মানুষ সেভাবে মরতে অস্বীকার করেছে কিন্তু মানুষ নেতৃত্ববিহীন হয়ে লুট পাটের পথে যায়নি তারা অন্ততঃ সংগঠিত আকারে সচেতনভাবে মজুতদারদের বিরুদ্ধে এবং দাম কমানোর জন্য আন্দোলন করেছে। যেখানে প্রবল প্রভাবান্বিত সরকার যাদের হাতে পুলিশ, জেল, আইনকানুন আছে তাঁরা যখন আইনসভায় দাঁড়িয়ে ব্যর্থতা প্রকাশ করেন, তাঁরা যখন বলেন কিছু করা হয়নি, আমাদের হাতে কিছু করার নেই তখন সাধারণ মানুষ মজুত উদ্ধার করা শুধু নয়, দাম কমাতে তাদের বাধ্য করেন। এই জিনিসটা লক্ষ্য করা প্রয়োজন—ইট ইজ এ নিউ ফিচার। এইভাবে বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে আন্দোলনের একটা নূতন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ সংগঠিত আকারে নিজেরাই হস্তক্ষেপ করেছে সুনিয়ন্ত্রতভাবে। এটা সরকার এবং আমাদের বামপন্থীদের খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু গভর্নমেন্ট কি করলেন না প্রথমে তাঁরা অক্ষমতা প্রকাশ করলেন যে দাম কমান যায় না। মানুষ যেখানে এগিয়ে এসে প্রথমে দমদমে আরম্ভ করলেন—তাঁরা যখন বাধ্য করলেন একটু দাম কমাতে তখন সরকার আতঙ্ক গুণলেন। আমার আগের বক্তা বললেন গভর্নমেন্ট অভিনন্দন জানিয়েছেন, কিন্তু তা নয় তাঁরা আতঙ্ক বোধ করলেন। তাই আমরা দেখলাম তাঁরা ভদ্রলোকের চুক্তি করতে গেলেন, কারণ তাঁরা বুঝলেন জনসাধারণের এই প্রক্রিয়া যদি এগিয়ে চলে তাহলে এর পরিণতি শুধু জোতদার, মহাজন পর্যন্ত গিয়ে শেষ হবে না, তাদের রক্ষক, সমর্থক, পাহারাদারদের আসনও টলে যাবে। তাই আমরা দেখলাম সেই আন্দোলনের মাঝখানে তাঁরা ভদ্রলোকের চুক্তি করলেন। কিন্তু এই চুক্তি যাতে কার্যকরী হয় তার ব্যবস্থা করা হল না। এই ভাবে ঐ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এই রকম একটা অবস্থায় আমরা দেখছি নানারকমের যুক্তির অবতারণা করা হচ্ছে। আমরা আশা করেছিলাম এবারের অভিজ্ঞতা থেকে শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে এবং নিজেদের শাসন ক্ষমতা যদি টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে প্রয়োজন আছে কিছু করা। এটা সকলেই জানেন ধনিক শ্রেণীর শাসক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য দু' রকমের আশ্রয় প্রয়োজন হয়। এক হচ্ছে

মানুষকে বিভ্রান্ত করা, মানুষকে খানিকটা সান্ত্বনা দেওয়া এবং দ্বিতীয় অস্ত্র হচ্ছে জেলখানায় পোরা; গুলি করে মারা। এটা ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে যদি প্রথমটা ব্যর্থ হয় তাহলে শুধু গুলি এবং জেলখানা দিয়ে কোন শাসন ব্যবস্থাকে কোনদিন টিকিয়ে রাখতে পারেন নি। তাই আমরা আশা করেছিলাম যে এবার গভর্ণমেণ্ট অন্ততঃ গুরুত্বপূর্ণভাবে তাঁরা খাদ্যনীতি গ্রহণ করবেন। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে আমরা শুনে করব -বড় ভাল কথা। কিন্তু কে না জানে এটা ধাপ্পা দেওয়া ছাড়া, প্রতারণা করা ছাড়া কিছু নয়। কেননা, কোন গভর্ণমেণ্টের এতটুকুন দায়িত্ব বোধ থাকলে সে কথা বলতে পারে না যে আমরা সব শুনে পলিসি ঠিক করব।

আপনারা আলোচনা করুন কিন্তু এটা একটা ছেলেমির মনোভাব। এই ছেলেমি বা খেলার মনোভাব নেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে, যেখানে গভর্নমেন্ট-এর অপরাধীর মনোভাব নিয়ে এসে দাঁড়ান উচিত ছিল সেখানে অত্যন্ত হালকা মনোভাব নিয়ে এসেছেন। একটা কথা বার বার বলেছেন যে, উৎপাদন কম তাই ঘাটতি। এটা মিথ্যা কথা। খাদ্যের ঘাটতি ঠিক আছে। খাদ্যের ঘাটতি থাকলে খাদ্য সংকটের ব্যাপারে প্রভাব নিশ্চয়ই পড়ে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘাটতির জন্য খাদ্য সংকট? উৎপাদন বেশী যখন হবে উৎপাদন বেশী হলেও খাদ্য সংকট আর উৎপাদন কম হলেও খাদ্য সংকট। কেন এই খাদ্য সংকট হয় এই কথাটা পরিষ্কার বোঝা প্রয়োজন। আপনারা এটা জানেন তবে মানুষকে ধাপ্পা দেবার জন্য স্বীকার করেন না যে খাদ্যের ঘাটতির জন্য এটা হচ্ছে না। আসল হচ্ছে কি? -হচ্ছে উৎপন্ন খাদ্যের উপর অল্প কয়েকজন জোতদার এবং মুষ্টিমেয় কোটীপতি ব্যবসায়ী এদের কব্জা, এবং অধিকার কায়েম করা। এবং তা যখন কায়েম হয় তখনি তার বিরুদ্ধে গভর্ন-সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘাটতির জন্য খাদ্য সংকট? উৎপাদন বেশী যখন হবে উৎপাদন করুন আপনারা খাদ্য সংকটকে ঠেকাতে পারবেন না, এটা গত কয়েক বছর ধরেই হচ্ছে, অর্থাৎ মজুতদারের উদ্ভব এবং তাকে পোষণ করা সরকারের কাজ। উৎপাদন বাড়লেও এই খাদ্য সংকট দূর হবে না, শুধু উৎপাদন কম হলে মজুতদারদের খেলবার সুযোগ হবে, সে টেক মোর এ্যাডভান্টেজ উৎপাদন বেশী হলে তাদের খেলবার ক্ষেত্র কম থাকে কিন্তু খেলাটি সেমত চলে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, প্রথমতঃ বাংলাদেশের যা জমি তার একটা বড় অংশ বড় বড় জোতদারদের হাতে আছে। গরীব কৃষক, ভাগচাষী, ছোট কৃষক শস্য থাকলেও তারা মজুতদার হতে পারবে না কারণ ক্ষমতা নেই ধরে রাখবার। এটা কোন ভালমানুষ মন্দ মানুষের প্রশ্ন নয়, তারা ধরে রাখতে পারে না, এবং মাঝারি কৃষকও ধরে রাখতে পারে না। কিন্ত যার বেশী জমি আছে, তার ঘরে টাকা আছে, তার প্রয়োজন না থাকলেও সে ধরে রাখতে পারে। শুধু তাই নয় ভাগচাষী যে ধান দেয় সেই বাড়তি ধান তা, পর্যন্ত সে ধরে রাখে, এবং সে ধরে রেখে, আটক রেখে দেয়। আপনারা লোককে প্রতারণা করার জন্য বলেন প্রেজেন্ট ওনার, কালটিভেটার, জোতদার বলেন না কেন? কালটিভেটারের কথা বলে ঐ ২ বিঘা চাষীর সঙ্গে ৫00 বিঘার মালিককে জড়িয়ে দেন তাহলে চান আর না চান যদি বিঘায় ১০ মণ ফসলও জোতদারদের হাতে জড় হবে। অন্য দিকে আমরা দেখি ১৩৫০ সালে নূতন যে ঘটনার উৎভব জোতদারদের হাতে জড় হবে। অন্য দিকে আমরা দেখি ১৩৫০ সালে নূতন যে ঘটনার উদ্ভব হল, বাংলাদেশের খাদ্যের রাজত্বে তা হল মুনাফাখোরের উদ্ভব। ইংরাজ রাজত্বকালে যা উদ্ভব বার করছে। প্রমাণ হ'ল ধানচালের বাজারে কোটিপতি মিলিওনাররা এসেছে, ও তার উপরেতে ধনির চাপ বেড়ে চলেছে। ফলে একদিকে জোতদারদের হাতে আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষ, কৃষক, সাধারণ বা মাঝারি কৃষক এই সব গরীবরা অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ মাসে, বা চৈত্র মাসে ধান বিক্রি করে এবং সে ধান বাজারে যায়, ও একটা বড় অংশ কোটীপতিদের হাতে জড় হয়। এই যে চক্র এ চক্র ভাঙ্গতে না পারলে কি হয়? আমরা দেখেছি ধান ওঠার পর দর থাকে কম এবং ৩।৪ মাস যখন পেরিয়ে যায় তখন ঐ ফাঁকটা হয় ৫, ৬, ৭ এমনকি ১০ টাকা পর্যন্ত। ১৩৫০ সালের আগে ৪ আনা, ৬, কি ৮ আনা মেক্সিমাম ফাঁক হত, অথচ আজ ৫, ১০, ১৫ টাকায়ও উঠেছে। এটা হ'চ্ছে মজুতদারী প্রথা উদ্ভবেতে, এটাকে বাদ দিয়ে শুধু উৎপাদন

বেশী আর উৎপাদন কম। স্যার, আমরা কতটা দেবো আর কতটা দেবো না তা দিয়ে হবে না। মানুষকে ধোঁকা দেবার, প্রতারণা করবার পদ্ধতি আপনারা গ্রহণ করেছেন। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, তাই আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে, এই চক্রকে ভাঙ্গতে হবে।

[4-50—5-00 p.m.]

যাতে গ্রামের জোতদাররা মজুত করতে না পারে এবং শহরের কোটিপতিরা যাতে মজুত করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু গভর্নমেন্ট যদি বাজারে না নামেন, গভর্নমেন্ট যদি মজুত করাটা বেআইনী বলে না ঘোষণা করেন, গভর্নমেন্ট যদি বড়দের হাতে জমিগুলি রেখে দেন তাহলে কেমন করে হস্তক্ষেপ করবেন, কেমন করে বাজার ঠিক রাখবেন? ১০ টাকার ধান পরে ২০ টাকা হবে যদি না সারা বছরের জন্য দর বেঁধে দেওয়া হয় এবং সেই দরকে এনফোর্স করা না হয়। কিছু যদি করতে চান তাহলে গভর্নমেন্টকে বাজারে না নামলে হয় না। তাই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের একান্ত প্রয়োজন। সেই হস্তক্ষেপ করতে হবে জোতদার মজুতদারদের বিরুদ্ধে এবং ক্রেতা ও কৃষকের পক্ষে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ঠিক এই জিনিসটাই নানারকম যুক্তির অবতারণা করে এবং স্ট্যাটিস্টিক্সের কচকচানি করে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই গভর্নমেন্টকে অপরাধী সাব্যস্ত করে জনসাধারণের কাঠগোড়ায় দাঁড় করাতে চাই। গভর্নমেন্ট পাইকারী ব্যবস্থা দূরের কথা তা তো নিলেন না, এমন কি যেটা উড়িষ্যা, নেপাল, অন্যান্য জায়গা থেকে আসছে সেটা নিজের হাতে নাও, তাও নেবেন না। ওটাও ছেড়ে দিতে হবে ব্যাপারীদের হাতে এবং আজো কংগ্রেস বেঞ্চের প্রথমে যিনি বললেন তিনি বললেন গভর্নমেন্ট কিনতে পারবেন না। দামটা বাঁধিয়া দিতে পারেন, রেটটা করিয়া দেবেন কিন্তু কিনিতে পারিবেন না। লোককে এই রকম ধাপ্পা দেবেন না। দাম বাঁধা নিয়ে আমি একটা কড়া কথা বলব যে এটা জঘন্য শঠতা। বাংলাদেশের মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে এটাকে যদি জোতদারদের নজর না দি, এটাকে যদি জোতদারদের পাহারাদার বৃত্তি না বলা হয় তাহলে কি বলা হবে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, খাদ্যনীতির তাহলে মূল কথা কি হওয়া উচিত? আমার মতে এই হওয়া উচিত যে নতুন ফসল উঠেছে, এখন থেকে জোতদারদের এবং মজুতদারদের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং তার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যের হোলসেল ট্রেডের একান্ত দরকার। আমরা খুচরা বাণিজ্যের কথা বলি না, কারণ, খুচরা ব্যবসাদাররা বাজার দর ওঠায় না নামায় না, তারা যেমন কেনে কিছুটা মার্জিন রেখে বিক্রি করতে বাধ্য হয়, কারণ, তাদের পুঁজি নেই, তাদের ইচ্ছা থাকলেও তারা মজুত করতে পারে না। তাই খুচরা ব্যবসাদার, ফোড়ে, চালের খুচরা ব্যবসাদার যারা তাদের নিশ্চয়ই এই কাজ ব্যবহার করা যায়। তাই হোলসেল ট্রেড পাইকারী ব্যবসা সরকারের হাতে নেওয়া দরকার, এই হল এক নম্বর। দু' নম্বর হচ্ছে, ধান চালের ন্যায্য দর সারা বছরের জন্য ফিক্স করে দিতে হবে। কৃষক যাতে ন্যায্য দর পায়, ক্রেতা যাতে না মরে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এই দর সারা বছরের জন্য এনফোর্সড হবে এই রকম গ্যারান্টি থাকা দরকার। অনেক সময় দেখেছি গভর্নমেন্ট দর বাঁধে যখন চাষী বিক্রি করে। তারপর যখন ৩ মাস পরে দর বাড়তে আরম্ভ করল তখন আপনারা বলবেন এক্সিজেনসিজ অব দি সিচুয়েসান, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে অতএব করা যাবে না, এই রকম ধাপ্পার মধ্যে আমরা নেই। কারণ, আপনারা বলবেন যে বিরোধী পক্ষ দাম বাঁধার কথা বলেছিল। আপনারা হয়ত সেটাকে বৈশাখ পর্যন্ত কার্যকরী করবেন, তারপর যখন জোতদারদের খেলা খেলবার কথা তখন নয়। আমরা বলছি সারা বছরের জন্য দামকে কার্যকরী করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, গভর্নমেন্টকে সাপ্লায়ের দায়িত্ব নিতে হবে। তৃতীয়তঃ গভর্নমেন্টকে সাবসিডি দিতে হবে। কারণ, কৃষককে যদি ন্যায্য দর দিতে হয় তাহলে ক্রেতার দর বেশী হবে। আমাদের কথা হচ্ছে ক্রেতাকে বাঁচাতে হবে এবং কৃষককেও বাঁচাতে হবে। সেজন্য আমরা বলি যে গভর্ণমেণ্টকে সাবসিডি দিতে হবে। অজয়বাবুর মত ব্যক্তিও ভোট নেওয়ার সময় বলে এসেছেন যে আমরা যে বলি চাষীকে দর দাও আর ক্রেতাকে কম দামে কিনবার সুযোগ দাও এটা ধাপ্পার কথা। আমি বলছি যে না, এটা ধাপ্পা নয়। অজয়বাবুর নেতা এবং প্রভু পণ্ডিত নেহরুও তাই করতে বলেছেন। এটা করুন না? ভারতবর্ষের কোটিপতি চিনির কলের মালিকদের কাছ থেকে চিনি নিয়ে আমেরিকাতে আপনারা ৮ আনা সের চিনি বিক্রি করেছেন। অথচ

মিল মালিকদের দাম দিয়েছেন ১ টাকা করে আর বাকি ৫ কোটি টাকা আপনারা সেন্ট্রাল গভর্ন-মেন্টের বাজেট থেকে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে দেন নি? কোটিপতি চিনির কলের মালিক-দের সাবসিডি দেওয়া যায় আর বাংলাদেশের গরীব কৃষকদের আর ক্রেতাদের সাবসিডি দেওয়া যায় না? তাই আমরা বলি যে গভর্নমেন্টকে সাবসিডি দিতে হবে এবং দেওয়া সম্ভব। এখানে সাব-সিডি দিন, স্টেট বাজেট থেকে এখানে টাকা খরচ হোক।

এবার আমার নির্দিষ্ট বক্তব্য যে গভর্ণমেন্টের হাতে তাহলে স্টক চাই। তা কেমন করে সম্ভব—আমি বলেছি পাইকারী ব্যবসা আপনারা হাতে নিন এবং আপনারা এটা করতে পারেন উড়িষ্যা, অন্ধ্র, নেপাল থেকে তারা কেমন করে পাঠাবে সেটা তাদের রাজ্য ঠিক করুক কিন্তু সেই চালটা গভর্নমেন্টের কব্জায় এখানে আনতে হবে। কেন হবে না? অন্ততঃ আপনাদের হিসাবে ৭।৮॥ লক্ষ টন যে চাল আপনারা পেতে পারেন সেটা গভর্ণমেন্টের এ্যাকাউন্টে নিয়ে আসতে হবে। তারপরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে বলুন এক লক্ষ টন নয়, কেন বেশী দেব না? বাংলার বিশেষ সমস্যা আছে, বর্ডার প্রভিন্স এবং এখন বিভক্ত প্রদেশ কেন দেবেন না? অন্ততঃ ২ লক্ষ টন সেখানে দেওয়া উচিৎ। তারপরে সরকার নিজে ইজিলি কিনতে পারেন একটা ন্যায্য দর দিয়ে, আর বৈশাখ মাসের পর থেকে যখন সাধারণ কৃষকরা কিনতে পারে না, বড় মিলে সেগুলি থাকবে তখন সীজ করুন। আমি বলছি না কনফিস্‌কেট করুন, আমি বলছি সীজ করুন। উনি এখন থেকে ঘোষণা করে দিন বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসের পর থেকে য়্যাজ য়্যান্ড হোয়েন নেসেসারী যতটা প্রয়োজন আমরা সীজ করবো এবং বলে দিন একই দর কার্যকরী রাখবো। গভর্ণমেন্টের হাতে স্টক করা যায় এবং তা সম্ভব। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, সেজন্য আমি বলছি এটা যদি করতে হয় তাহলে গভর্ণমেন্টকে কয়েকটা কাজ করার দরকার হবে। দামটা প্রথমে ঠিক করা দরকার এবং আমার মূল কথা হচ্ছে দামটা নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সারা বছর সেই দরকে কার্যকরী করতে হবে। আমরা যা দেখেছি হিসাব করে এটা নির্ভর করে বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন অবস্থার উপর। আমাদের যখন ধানের দামের কথা বলতে হবে তখন আমাদের শুধু উৎপাদকের খরচের কথা দেখলে হবে না, সেখানে আমাদের সবগুলি জিনিসই দেখতে হবে। আমরা নিজেরা ভেবে দেখেছি যেটা আমাদের অন্য বন্ধুবর বলেছেন যে ১৫ টাকা থেকে ১৭ টাকা এর মধ্যে দামকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন আছে এবং আমরা দেখেছি যে এটা করা যায়। কেউ যদি ৮ আনা কমিয়ে বলেন কি বেশী করে বলেন সেটা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা দেখেছি ১৫ থেকে ১৭ টাকা যদি হয় তাহলে সাধারণ কৃষক বাঁচতে পারে, তেমনি এর সঙ্গে মিল খাইয়ে ২৫ টাকা ২৮ টাকায় চাল দেয়া যায়। আপনাদের হিসাবে অবশ্য তা হবে না। ১৫ টাকায় ধান ২২॥ টাকায় চাল হতে পারে। ২॥ টাকা ট্রান্সপোর্ট কস্ট প্রভৃতিতে যদি পেট না ভরে তাহলে সেই পেটটাকে একটু আমাদের খুঁচিয়ে সোজা করে কমাতে হবে। আপনারা বলবেন যে না, ২॥ টাকায় কি করে হয়, এক মণ ধানে যদি ১০ টাকা মার্জিন না থাকে কি করে হয়? কিন্তু আমি বলি যে ২॥ টাকায় যথেষ্ট, ২॥ টাকায় করা যায়।

[5 —5-10 p.m.]

অর্থাৎ ২৫ টাকা থেকে ২৮ টাকার মধ্যে দর করা যায়। এই দর যদি সারা বছর রাখা যায় যদি গভর্নমেন্ট স্টেট ট্রেডিং করেন যদি এম. আর সপ খোলা হয়। যদি বৈশাখের পর গভর্ন-মেন্ট জোতদারদের স্টক সিজ করেন তাহলে করা যায়। তা না হলে করা যায় না। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এই দর যা বলছি এটা বাজার দর এই দরে রিটেল ট্রেডার দ্বারা বা খুচরা বিক্রেতার দ্বারা ওপেন মার্কেটে বিক্রি হবে। কিন্তু সরকারের এম, আর সপে যেখানে মানুষ লাইন দিয়ে এসে নিয়ে যাবে কষ্ট করে সেখানে দরকে সাবসিডাইজড রেটে করতে হবে সেখানে দর কমাতে হবে। আমি মনে করি সেটা ২২ টাকায় দেওয়া যায় এবং দেওয়া সম্ভব। তাতে যে টাকা লাগবে সেই টাকা দিতে হবে বাংলাদেশের দুই কোটি কৃষককে এবং সহরের বেশীরভাগ লোককে বাঁচাবার জন্য। এই টাকা গভর্ণমেন্টকেই দিতে হবে। তবে এটা বললে চলবে না যে ভাল চাল দেবো না। পচা কাঁকরওয়ালা চাল দিলে চলবে না মিডিয়াম রাইস ২২ টাকা দরে বাংলাদেশের মানুষকে সাবসিডি দিয়ে দিতে হবে। চিনি এখানে এক টাকায় দিতে পারছেন

না—কিন্তু চিনির মালিকরা আট আনায় আমেরিকায় বিক্রি করছেন এবং সেণ্ট পারসেণ্ট সাবসিডি দিয়ে দিচ্ছেন। আমি সেণ্ট পারসেণ্ট দিতে বলছি না—আমি বলছি একটা সাবসিডি দিতে যাতে ২২ টাকায় দেওয়া যায় এই মিডিয়াম রাইস। আর তার চেয়ে যেটা ইনফিরিয়র কোয়ালিটির রাইস সেটাকে ৫০।৫২ নয়া পয়সা কে জি দেওয়া যায় অর্থাৎ ১৯ টাকা মণ দরে দেওয়া যায়। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি অন্য বিষয়ে যাচ্ছি না—আমি শুধু একটা বিষয় বলতে চাই উৎপাদনের ব্যাপারে যাবো না ওখানটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস—উৎপাদন বাড়াতে পারবেন না যতই সার ঢালুন আর জল ঢালুন কিছুতেই কিছু হবে না। ঐ জোতদারদের কবলিত যে গরীব কৃষক সেই ফুটো দিয়ে সব জল ও সার বেরিয়ে যাবে। পৃথিবীতে কোন দেশে হয়নি—কোন মনীষী এই রকম করতে পারে না যেখানে ল্যাণ্ড রিফর্ম না হয়েছে। অন্য জিনিস করবেন.........

(এ ভয়েস. ...... কেন, রাশিয়া ?)

এখনও সাধনা করুন—ওখানে যেতে হলে সাধনার দরকার। এমনকি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আপনারা যাদের মনিব বানিয়েছেন সে আমেরিকাও বলতে পারবে না যে দুর্ভিক্ষ হয়নি—খাদ্যের উৎপাদন কম হয়েছে—কিন্তু দুর্ভিক্ষ হয়েছে তাও তারা বলতে পারছেন না। আপনাদের প্রভুরা মার্কিন এবং ইংরাজরাও পর্যন্ত বলতে পারেন না। হংকংয়ের মানুষ আজকে শীর্ণ হয়ে এসেছে তাও তারা বলতে পারেন না। মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয় সেইজন্য আমি বলছি যে আপনারা বেনামী হস্তান্তর বন্ধ করতে পারেননি উচ্ছেদও বন্ধ করতে পারেননি। এখানে আবার আপনারা বলছেন খাজনা বাড়াবেন। চমৎকার আপনারা উৎপাদন বাড়াবেন! এগুলো করবেন না।

পরিশেষে শুধু আমি এইটুকুই বলবো যে অনেক খেলা মানুষের ভাগ্য নিয়ে আপনারা খেলেছেন কিন্তু জনসাধারণ আর বেশী দিন তা সহ্য করবে না। আমরা বিরোধী দল চেষ্টা করলেও বিপ্লব থেকে এড়িয়ে যাবো না এবং আপনাদেরও এড়াতে দেবো না টেনে নিয়ে যাবো এই কথাই বলবো। তার লক্ষণ আপনারা দমদমে দেখেছেন। আমাদের জেলে পুরে গালাগালি করে মিথ্যা ভাঁওতা দিয়ে আপনারা মানুষকে দাবাতে পাবেননি। মানুষ জেগেছে। আপনারা কত বড় বড় বক্তৃতা করেছেন কিন্তু কারা দেশভক্ত এবং কারা দেশদ্রোহী তা মানুষ বুঝে ফেলেছে। আমি এইটুকু বলে শেষ করতে চাই যে হে জোতদারদের বন্ধু, তোমাকে বাঁধবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে এখনও যদি সতর্ক না হন তাহলে আপনাদের মানুষের খাদ্য নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলতে দেবো না।

Shri Khalil Sayeed :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সকল দলের কাছে মতামত নিয়ে একটা খাদ্যনীতি গ্রহণ করবেন। আমি মনে করি যে একথা তিনি না বলে যদি একটা খাদ্যনীতি ঘোষণা করে বলতেন তাহলে তার একটা সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া যেতো এবং হয়তো তার মধ্যে সংশোধন করে কোনটা গ্রহণ বা কোনটা বর্জন করে একটা সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করা যেতো। আমি খাদ্যনীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটা কথা বলতে চাই, আপনার মাধ্যমে হাউসের সমস্ত সদস্যদের কাছে অনুরোধ জানাতে চাচ্ছি যে এমন খাদ্যনীতি যেন গ্রহণ করা না হয় যার ফলে যারা মূল উৎপাদনকারী তাদের ক্ষতি হয়—তাদের প্রতি অবিচার করা হয়। এখন বর্তমানে আমন ফসল উঠেছে এবং আমরা ভবিষ্যৎ খাদ্যনীতি সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করবো সেই কথা ভাবছি। প্রতি বছরই একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে যখন নূতন ফসল ঘরে আসে তখন দেখা যায় যে ফসলের দাম খুব কম থাকে এবং সাধারণতঃ আমন ফসলটা চৈত্র মাস পর্যন্ত কৃষকদের ঘরে থাকে বা কিছু কিছু লোকের ঘরে থাকে। অগ্রহায়ণ মাস থেকে তারা বিক্রি করতে সুরু করে। যখন কৃষকের ঘরে ফসল উঠে তখন তারা আশা করে যে এই ধান বিক্রি করে তারা শীতের কাপড় কিনবে, ছেলেপুলের লেখা পড়ার ব্যবস্থা হবে, সে জমির খাজনা দেবে, মহাজনের ঋণ ইত্যাদি পরিশোধ হবে। ঠিক সেই সময় ধানচালের দর অত্যন্ত কমে যায়। যার ফলে সেই

সব সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হয়। তাদের ঘরে অন্য কোন বিকল্প ফসল না থাকায় সেই কম দামে তাদের ধান বিক্রি করতে তারা বাধ্য হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তারা কিনে খেতে বাধ্য হয় তখন দেখা যায় যে ধানের দাম প্রায় দেড়-দু গুণ হয়ে যায়। আমাদের দেশে বলতে পারি—এখন যেখানে ৯৬ তোলা ওজনে ১২।১৩ টাকা ধানের দর থাকবে আর যখন কৃষককে কিনে খেতে হবে তখন সেই ধান ২৪ টাকা হয়ে যাবে। কাজেই আজ যখন কৃষককে কিনে খেতে কাজেই আজ যখন একটা খাদ্যনীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তখন আমাদের দেখতে হবে মূল উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থের কোন ক্ষতি যাতে না হয়। এইজন্য বলছি যে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। কৃষককে এই ধান বিক্রি করেই ঔষধপত্র কাপড়-চোপড় কেরসিন তেল ইত্যাদি কিনতে হবে। সুতরাং তাদের কথাও এই সঙ্গে ভেবে দেখা দরকার। ধানের বা চালের মূল্য যখন বেঁধে দেওয়া হচ্ছে তখন দেখতে পাচ্ছি যে সেখানেও ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত তলে তলে চলছে। সরকার কোন কোন সময় ধানের বা চালের উর্ধতম দাম বেঁধে দিয়ে থাকেন। তবে যে কোন জিনিসের দাম বাঁধতে হলে উর্ধতম ও নিম্নতম দাম বেঁধে দেওয়া দরকার। কেন না এই সুযোগ ব্যবসায়ীরা নেন। কারণ সাধারণ কৃষকরা এই দর বেঁধে দেওয়া সম্বন্ধে প্রায়ই বিশেষ কিছু জানেন না। সেই সুযোগে পাইকাররা ঘোষণা করে যে সরকার ধান চালের মূল্য কন্ট্রোল করে দিয়েছে কাজেই এর চেয়ে বেশী দরে আমরা কিনতে পারবো না। যতটা খুশী নিচের দিকে দরটা নামিয়ে তারা কিনতে পারবে। এইভাবে তারা কৃষকদের বুঝিয়ে দেয়। সেই জন্য বলছি যে যদি ধান চালের দর নির্ধারণ করা হয় তাহলে শুধু যেন উর্ধতম মূল্য নির্ধারণ করা না হয় তার সঙ্গে নিম্নতম মূল্যও যেন নির্ধারণ করা হয়। গভর্নমেন্ট অন্যের মাধ্যমে ধানচাল খরিদ না করে যদি নিজেরা সরাসরি ধানচাল কিনতে পারতেন এবং চৈত্র মাস পর্যন্ত সেই ধানচাল কিনে গুদামজাত করতে পারতেন তাহলে যখন কৃষকদের কিনে খেতে হবে তখন ন্যায্য মূল্যে সরকার তাদের তা সরবরাহ করতে পারতেন। ধানের দর বা চালের দর যদি সারা বছর একই রকম থাকে তাহলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। যতবারই খাদ্যনীতি হয়েছে ততবারই দেখা গেছে যে সারা বছর দর এক থাকে না এবং তার ফলে কৃষকরা মারা যাচ্ছে। দিনের পর দিন আর্থিক দিক দিয়ে অবনতির দিকে চলে যাচ্ছে। আমি জানি না জোতদারদের বিশেষ কিছু লাভ থাকে কিনা। যাদের ২৫ একরের বেশী জমি নাই, যারা চাষ করে, যাদের লাঙ্গল, গরু আছে তাদের ধানচাল বিক্রি করে যা হয় তাতে সাংসারিক খরচ ইত্যাদি বায় করে এমন বেশী কিছু টেকে না যাতে তাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়তে পারে।

[5-10—5-20 p m.]

আজকে আমি বলতে চাই নিম্নতম কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি এবং তাদের ঘরে ধান জমা থাকে না। কিন্তু যারা ৫।৭ হাজার মন চাল জমা করেছে তাদের সেই ধানচাল যাতে গভর্নমেন্ট বার করতে পারেন সেই পরামর্শ আমি দেব। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে এই খাদ্যনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমি দুঃখের সঙ্গে আমার জেলার দু'একটা কথা বলব। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন কিছুদিন আগে আমাদের জেলা পশ্চিম দিনাজপুরে অসম্ভব শিলাবৃষ্টি হয়েছে। ধান পাকার পর কৃষক যখন সেই ধান ঘরে তুলবে তখন কয়েকটা এলাকায় এমনভাবে বরফ পড়ল যার ফলে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে গেছে। এই জিনিস সরকারের রিপোর্ট থেকেও জানতে পারবেন। এমতাবস্থায় সরকারের কাছে অনুরোধ হচ্ছে এই সমস্ত অঞ্চলে যথা সম্ভব সুলভ মূল্যে যাতে খাদ্য সরবরাহ করতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Gurupada Khan:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমাদের আগামী খাদ্যনীতি সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে আমি তা মনোযোগ সহকারে শুনেছি। ধানের ন্যায্যদর বেঁধে দেওয়ার কথা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন। ধানের একটা উচ্চতম এবং নিম্নতম দর যে বেঁধে দেওয়া উচিত এটা সত্য কথা।

যে চাষী জলে ভিজে, রোদে পুড়ে, নিজের গতর খাটিয়ে উৎপাদন করে সেইসব ছোট ছোট চাষী যদি নিম্নতম মূল্যের সুযোগ না পায় তাহলে তাদের যে কষ্ট হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই উচ্চতম দর বাঁধলে ন্যায্য দরও বাঁধা উচিত। তারপর, বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আমি মনে করি সেই আশঙ্কা অমূলক। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটা দর আমাদের বেঁধে দিতে হবে। চাষী যেভাবে কষ্ট করে কাজ করছে এবং তাদের নানা প্রয়োজনীয় জিনিস যে দামে কিনছে সেটা বিবেচনা করে তাদের জন্য ন্যায্যদাম বেঁধে দিতে হবে এবং তারপর এই দাম আগামী বছর যাতে ঠিক থাকে সেই দায়িত্ব সরকার এবং জনসাধারণকে নিতে হবে। ১২ মাসের জন্য যদি ন্যায্য দর বেঁধে দেওয়া না হয় তাহলে পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণ, ছোট ছোট চাষী, কুটিরশিল্পী, ভাগচাষী এবং শ্রমিক যারা রয়েছে তাদের খুব কষ্ট হবে। কাজেই তাদের কথা ভুলে না গিয়ে তাদের প্রয়োজনে যাতে ১২ মাসের জন্য এই দর থাকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের হরেকৃষ্ণবাবু যে কথা বলে গালাগালি দিয়েছেন আমি মনে করি সেইসব গালাগালি দেবার প্রয়োজনীয়তা নেই। কানাইবাবু জনসাধারণের কথা ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তাঁর এই রেশনিং-এর প্রস্তাব কোনদিন চলবে না। তিনি যদি তাঁর নিজের কনষ্টিটিয়েন্সি-তে গিয়ে ভোটারদের জিজ্ঞাসা করেন তাহলে দেখবেন তাঁরা কেউ যদি তার নিজের কনষ্টিটিয়েন্সী-তে গিয়ে ভোটারদের জিজ্ঞাসা করেন তাহলে দেখবেন তাঁরা কেউ রেশনিং চান না। তারপর, আমরা জনসাধারণের সহযোগিতা চেয়েছি এবং যেখানে যেখানে দেখবে স্টক আছে সেখানে থেকে ন্যায্য মূল্যে চাল দিতে বাধ্য করবে। এই ব্যাপারে যদি জনসাধারণের সহযোগিতা পাই এবং কোথায় চাল আছে সেই ইনফরমেসান পাই তাহলে সরকার তাদের হাত নিশ্চয়ই প্রসারিত করবেন একথা আমি সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি। সরকার ১২ মাস ধরে মুনাফাকারীদের এবং কালোবাজারীদের মুনাফা লুটতে দেবেন না। তবে এ ব্যাপারে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। তারপর, সরকার ১২ মাস ধরে ধানের বাজারের সঙ্গে একটা সমতা রক্ষা করবেন বলে আমরা আশা করি এবং এ ব্যাপারে বিরোধীপক্ষ যতই বলুন না কেন সরকার যদি এগিয়ে আসেন তাহলে জনসাধারণ নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন। তবে আমি মনে করি বিরোধীদল যতই বলুন না কেন সরকার এগিয়ে আসবেন।

বিরোধীপক্ষ তারা যতই সরকারের উপর দায়িত্ব দিয়ে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করুন না কেন জনসাধারণ এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে কুণ্ঠিত হবে না বলে বিশ্বাস করি। এবং যতই স্টেট ট্রেডিং-এর কথা আমরা বলি না কেন মাননীয় বন্ধুরা অন্যান্য বিষয়ের কথা চিন্তা করেছেন কিনা জানি না। স্টেট ট্রেডিং করতে হলে যে মেসিনারী দরকার তা কি আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে? আমাদের তার জন্য যে গো-ডাউন-এর দরকার আছে, তারজন্য যে সমস্ত বিধিব্যবস্থা এবং আরও যে সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে তা কি আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে? এমনি বড় বড় তত্ব কথা বলা খুব সহজ কিন্তু বাস্তবে সে সব পরিণত করতে গেলে যে মুশকিলে পড়তে হয় তা বিরোধীপক্ষের বন্ধুদের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে খানিকটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আগে তাঁরা বলতেন ১৯ টাকা দরে চাল চাই, ধানের দর, চালের দর বেঁধে দিতে হবে। যখনই তাদের বিবেচনা করতে বলা হল তখনই তাঁরা দেখলেন কি অবস্থার মধ্যে তাঁরা পড়ে গেছেন। আজকে ধানের দর বেঁধে দিলে যারা উৎপাদক আছে, এবং যারা ক্রেতা আছে বিশেষ করে যারা বাজারে এবং টাউনের মধ্যে ক্রেতাদের মধ্যে যে স্তর রয়েছে, এখনি দর বেঁধে দিয়ে সমস্ত ধানের কল রাষ্ট্রায়ত্ব করে দিলেই কি এরকম দরে ধান চাল দিতে পারবেন? আমি রিটেলারদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আজকে সরকার যে অবস্থার মধ্যে রয়েছেন, দেশ যে অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে, যে কোন পক্ষেই থাকি না কেন আজকে সে ব্যবস্থা করা কি কারও ক্ষমতা আছে? আজকে এই অবস্থার মধ্য দিয়েই যেতে হবে, বাস্তব অবস্থাকে আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারি না যে ধান যারা উৎপাদন করে আর টাউনের মধ্যে যারা কনজুমার রয়েছে তাদের মধ্যে যে স্তর আছে সেই স্তরকে তো আমরা উঠাতে পারি না। তবে সরকারকে আমি বার বার করে অনুরোধ করব এই মধ্য স্তরে যারা আছেন তাদের যতটা পারেন কম লাভ নিতে বাধ্য করবেন। এই বিষয়ে যাতে সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং ব্যবস্থাবলম্বন করেন। মধ্যস্তরে—মিলওনার, হোলসেলার এবং রিটেলারদের মধ্যে যে স্তর আছে তাদের লাভটা যাতে কম হয় সেটা দেখতে হবে। আর যদি হোর্ডিং করে তাহলে জনসাধারণকে এগিয়ে এসে

সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে যাতে হোর্ডাররা ন্যায্য মূল্যে বাজারে চাল ছাড়তে বাধ্য হয়। কাজেই আগামী বছরের খাদ্যনীতি নিয়ে যতই আলোচনা করি আমাদের সরকারকে দুটো জিনিস নিশ্চয়ই ভেবে দেখতে হবে। একটা হচ্ছে উৎপাদককে মেরে দিলে চলবে না। এটা নিশ্চয়ই স্বপক্ষের ও বিপক্ষের সদস্য মহাশয়রা স্বীকার করবেন যে ন্যায্য দর বাঁধবার সময় উৎপাদকদের অভাব অভিযোগ খরচ খরচা সমস্ত দিক বিবেচনা করে দেখতে হবে আবার ক্রেতা যারা রয়েছে তাদের কাছে চাল এসে পৌঁছবার আগে মধ্যস্তরের লোকেরা ন্যায্যলাভের বেশী করতে না পারে, সেইজন্য বিধিব্যবস্থা করতে হবে। আমি সরকারকে অনুরোধ করব এভাবে শক্ত হাতে জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে খাদ্যনীতির ব্যাপারে আগামী বছরে যেন এগোই। তাহলে আমরা সংকটের সম্মুখীন ত হবই না, উপরন্তু অতীতে যে সমস্যায় দেশ ভুগেছে সে সমস্যারও সম্মুখীন আমরা কোনদিন হব না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Kamal Kanti Guha :

মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, গত ২৭এ ডিসেম্বর যখন আমাদের এই অধিবেশন শুরু হল তখন মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় আমাদের বিরোধীদলকে আহ্বান জানিয়েছিলেন খাদ্যের ব্যাপারে আলোচনা করে সহযোগিতা করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর সেই আহ্বান সম্বন্ধে বেশীরভাগ সংবাদপত্র এভাবে মন্তব্য করেছিল যে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বিরোধীদলকে জব্দ করবার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করেছেন। আমরা তা মনে করিনা। আমরা মনে করি গত বছর ১৯৬৩ সালে সারা বাংলায় যে খাদ্য সংকট দেখা গেল তখন ক্ষুধিত বাংলার ক্ষুধিত মানুষ, অর্ধাহারী অনাহারী মানুষ উপবাস দিয়ে মিছিল করে মন্ত্রীদের ঘেরাও করে প্রতিটি গুদামে গুদামে হানা দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে সরকারী যে খাদ্যনীতি তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। সেই কারণে আজকে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে সেদিন বাংলার ক্ষুধিত মানুষ চালের গুদামে যেভাবে মুষ্ঠাঘাত করেছে সেই মুষ্ঠাঘাত আজকে রাইটার্স বিল্ডিং-এ এবং চৌরঙ্গী ভবনে এসে পড়তে পারে, সেই আতঙ্কেই মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে এসেছেন আলোচনা করবার জন্য। যাই হোক মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যতখানি এগিয়ে এসেছেন আবার সুবিধা বুঝলে কিভাবে পিছিয়ে যাবেন সেকথা আজকে চিন্তা না করে তাঁর এগিয়ে আসাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং ক্ষুধিত বাংলার ক্ষুধিত মানুষকে শান্ত করার জন্য, শান্তি দেবার জন্য সুখী করবার জন্য তিনি যে এতদিন পরেও আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁর যে চৈতন্যোদয় হয়েছে এজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

[5-20—5-30 p.m.]

মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমরা গত ২ বৎসর যাবৎ আমরা যখন খাদ্যের ব্যাপার নিয়ে এই সরকারকে সাজেসান দিয়েছি, ঠিক তখন ঐ ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী তথা খাদ্যমন্ত্রী আমাদের বারবার বিদ্রূপ করে বলেছেন যে আমরা বামপন্থীরা পার্টিবাজী করার জন্য দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তিনি বলেছেন বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ নেই। সরকারের খাদ্যনীতিতে বাংলাদেশ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচবে এরজন্য মিছিল নয়, আন্দোলন নয়, অন্য কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নয়। অর্থাৎ প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে দেশের মানুষকে ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচান যায় না এসব কথা তিনি বলেছিলেন। তিনি বলেন যে ঐ মজুতদার মুনাফাখোরদের শুভ-বুদ্ধির উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে। কিন্তু ১৯৬৩ সালে চরম মূল্য দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে মানুষ যদি জাগ্রত হয় তাহলে মানুষ বাঁচতে পারে এবং এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। সেজন্য আজ আমাদের সম্ভব হচ্ছে আলোচনা করা। আমরা একথা মনে করি যে একমাত্র ষ্টেট ট্রেডিং ছাড়া আর কোন পথ নেই। এখানে কংগ্রেসের বন্ধুরা বলেছেন যে ষ্টেট ট্রেডিং করতে হলে অনেক টাকা পয়সার দরকার তা সরকারের নেই। আমরা বলি বাংলাদেশে চালের মহাজনরা, কলের মালিকরা মানুষকে শোষণ করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করেছে। সামান্য কিছু মুনাফা নিয়ে সরকার যদি ষ্টেট ট্রেডিং করেন এবং হাজার হাজার গোডাউন করেন তাহলে হাজার হাজার বেকার ছেলেকে ষ্টেট ট্রেডিং-এ নিয়োগ করা যেতে পারে এবং মানুষকে সস্তা

ঘরে চাল খাওয়ান যেতে পারে। এই ষ্টেট ট্রেডিং করার কথা আমরা বারবার বলেছি, কিন্তু তাঁরা সেসব কথা এখন স্বীকার করেন নি। অথচ আজকে মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে কংগ্রেসের সবাই ষ্টেট ট্রেডিং-এর কথা বলছেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ষ্টেট ট্রেডিং-এর প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। আমরাও জোর দিচ্ছি যে ষ্টেট ট্রেডিং ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই এবং সঙ্গে সঙ্গে ধানের নিম্নতম ও উচ্চতম দর বেঁধে দিতে হবে। এবিষয়ে আমাদের নেতা হেমন্তবাবু যা বলেছেন তাতে ১৫ টাকা ১৭ টাকা ধানের দর এবং চাল সেইভাবে ২৫।২৭ টাকা বেঁধে দিতে হবে। এই দর সারা বৎসর যাতে চালু থাকে সেইরকম ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে ধানের দর কত হবে সে সম্বন্ধে কমিটি হওয়া উচিৎ কিনা তারজন্য অনেকে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই যে উৎপাদন যদি না হয় তাহলে আমরা যতই পরিকল্পনা করি না কেন সেই হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর জুতা আবিষ্কার ছাড়া কিছুই হবে না। কিন্তু যারা উৎপাদন করে তাদের কথাও চিন্তা করতে হবে। তাদের কথা কিন্তু আমরা ভুলে গেছি। আপনি জানেন গত বছর যখন ৪০।৫০ টাকা চাল হল সেই টাকায় চাল কিনতে গিয়ে ঘরের টিন, জমি, হাল, হালের বলদ ইত্যাদি সমস্ত জিনিষ বিক্রি করতে হয়েছে। আজকে তাদের কথা চিন্তা করতে হবে। কার্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে জীবন ধারণের স্বাভাবিক তাগিদে কৃষক তার ক্ষেতের ধানকে মহাজনদের কাছে আগাম বিক্রি করতে হচ্ছে ৮।১০ টাকা দরে। আজকে ১৫ টাকা আমরা বেঁধে দিতে পারি তাতে কিন্তু কিছু কৃষকদের অসুবিধা হবে। আমি গ্রামে ঘুরে দেখেছি সাধারণ কৃষকদের ৮।১০ টাকা দরে ধান বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু আবার যখন ফাল্গুন মাস আসবে তাদের দেনা, দাদন, মূল্য শোধ করে তাদের ঘরে আর কিছু থাকবে না। ঐ ফাল্গুনের ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ এসে সারা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনকে এলোমেলো করে নিয়ে যাবে। সেজন্য আমি সেদিনের কথা চিন্তা করতে বলব। আমি তাই বলব গ্রামে গ্রামে সারা বৎসর রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে, এ বি সি তুলে দিতে হবে। ৫ বিঘা, ৩ বিঘার মধ্যে ফরাক করে প্রফুল্লবাবুর আত্মতৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষুধার তাতে তৃপ্তি হয় না। এ বি সি তুলে দিয়ে যে মানুষ অভাবে পড়ে রেশনের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াবে তাকে সস্তা দরে চাল দিতে হবে। সেজন্য আজ কৃষকের কথা চিন্তা করতে হবে এবং সেই কৃষকের কথা যদি চিন্তা না করি তাহলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের জালে—মাকড়সার জালের মতন আটক পড়ে যাবে। সেজন্য কংগ্রেসী সদস্য ও মন্ত্রীদের বলি যে যে সমস্ত কৃষক দাদন দেবার ফলে আগাম মহাজনদের ৮।১০ টাকা দরে ধান বিক্রি করেছে তাদের বাঁচাবার জন্য ট্রাইবুনাল গঠন করতে হবে। তারা যখন চাষীবাবুদের নিয়ে এসে প্রমাণ দিয়ে বলবে যে ঐ মহাজনরা তাদের ক্ষুধার সুযোগ নিয়ে, তাদের জীবনধারণের গ্লানির সুযোগ নিয়ে তাদের কাছ থেকে ৮।১০ টাকায় ধান কিনেছে সেই সব কথা যখন ট্রাইবুনাল-এর কাছে এসে বলবে তখন মহাজনদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে সরকারকে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ তা না হলে কৃষকদের ঋণের সমুদ্র থেকে বাঁচাতে পারবেন না।

আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে সমস্ত কৃষক জমি বিক্রি করেছেন খাদ্য সংকটের জন্য তাদের রক্ষা করতে হবে। আপনারা এসব জানেন, মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আপনি রেজেষ্টারী অফিসে গেলে দেখবেন গত ৩ মাস হাজার হাজার কৃষক তার বুকের পাঁজরের মত জমিকে মহাজনের হাতে তুলে দিয়েছে চাল কেনবার জন্য নিজের ক্ষুধার্ত সন্তান সন্ততিকে বাঁচাবার জন্য। সেজন্য আজকে আইন করতে হবে যে, আজকে ১৯৬৩ সালে যে কৃষক ক্ষুধার জন্য জমি বিক্রি করেছে, তারাই সেই জমির মালিক থাকবে। ৩ বৎসরের মধ্যে যদি ক্রেতাকে টাকা শোধ করতে না পারে, তাহলে ক্রেতা তিন বৎসর পরে জমির মালিক হবে, কিন্তু এই তিন বৎসর আইন করে কৃষককে সে জমির মালিক থাকার সুযোগ দিতে হবে। সুযোগ দিতে হবে তার টাকা পরিশোধ করার জন্য। আমার ৩রা কথা হচ্ছে, উৎপাদনের কথা বলা হয়, অধিক ফসল ফলাও অধিক উৎপাদন কর ইত্যাদি বলা হয়। কথা হচ্ছে উৎপাদন সে কি দিয়ে করবে যদি তার হালের গরু না থাকে? তারা কি একপাশে কংগ্রেসের আর একপাশে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের জোয়ালের মধ্যে জুড়ে দিয়ে কি অধিক ফসল ফলাবে। তাই আমি চাই যে সমস্ত কৃষক এই দুর্ভিক্ষের সময় হালের গরু বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের

এক্ষুণি ঐ চৈত্র মাসের আগে হালের গরু কিনে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। হয়ত দেখা যাবে যে অনেক কৃষকের বন্যার সময় গ্রুপ লোন, কৃষি লোন দেওয়া হয়েছিল, সে অনুপাতে তাকে গ্রুপ লোন বা কৃষি লোন দেওয়া হবে না, আমার কথা হচ্ছে বিশেষ আইন করে বা বিশেষ ব্যবস্থা করে এই আইনই আমাদের করতে হবে যে যে কৃষককের হালের গরু নেই দুর্ভিক্ষের দায়ে হালের গরু বিক্রি করতে হয়েছে তাকে হালের গরু কেনার টাকা দিতে হবে সরকার থেকে। ঐটা যদি করতে না পারি তাহলে অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হবে না। আমার ৪র্থ কথা হচ্ছে আমরা দেখেছি যে সমস্ত কৃষককে ধান বিক্রি করবে, তাদের কাছ থেকে আইন করে ১৫, ১৬, ১৭ টাকা দরে ধান কিনি, কিন্তু অপরদিকে আমরা পাশাপাশি দেখবো তাকে কাপড় কিনতে হচ্ছে তিনগুণ চারগুণ দিয়ে, তাকে চিনি কিনতে হচ্ছে বেশী দাম দিয়ে। ডাল তেল বেশী দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা আইন করে নিজেদের অসুবিধার জন্য তার কাছ থেকে ১৫ টাকা ১৭ টাকায় ধান কিনবো। তার কাছ থেকে আইন করে কিনবো আর তাকে ৪।৫ গুণ দামে অন্য জিনিষ কিনতে হবে। এরূপ অব্যবস্থা চলতে পারে না। এরূপ যদি চলে তাহলে বলবো আমরা এই যে, ২৫২ জন সদস্য এখানে আছি আমরা নিজেদের বাঁচাবার জন্য এবং কৃষকদের ঠকাবার জন্য এই আইন তৈরী করছি। তখন ধান আমরা নিয়ন্ত্রিত দরে দেবো না এটা কোন প্রশ্ন নাই হতে পারে না। কাজেই এখানে শুধু কৃষকের ধান চালের দরের কথা নয় যে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, বুকের রক্ত জল করে যে কৃষক সারা বাংলাদেশের মানুষকে আহার যোগায় তাকেও বাঁচাবার পথ করে দিতে হবে যাতে সে সংসার চালাতে পারে, তার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষকে স্বল্প মূল্যে কিনতে পারে সে ব্যবস্থা তাকে করে দিতেই হবে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমার আর একটা কথা বলার আছে, কৃষকের আজকে আর শুধু ধান চাল বেচে চলতে পারে না এটা আজ আমরা সবাই জানি। হয়ত যাদের বেশী জমি আছে তাদের হয়ত চলতে পারে, কিন্তু কৃষককে যদি অর্থকরী ফসলের দাম না দিতে পারি তাহলে ঐ কৃষককে, ঐ বর্ষার সময় বা আশ্বিন কার্তিক মাসে মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হবে, বেশী সুদে টাকা ধার করতে হবে, এবং তার জমির ফসল ঐ মহাজনের কাছে গিয়ে পড়বে। কাজেই আজকে যদি সামগ্রিকভাবে চিন্তা না করি, আমাদের চিন্তাধারা যদি চাল আর ধানের মধ্যেই রাখি তাহলে আমাদের এই পরিকল্পনা, এই আইন সমস্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে, একথা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারি। তাই আমি বলি কৃষক যাতে পাট ও তামাকের ন্যায্য মূল্য পায়, কৃষকের হাতে যাতে পয়সা আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অথচ সেদিকে আমাদের সরকারের কোন চিন্তাধারা নেই। সেজন্য আমার সাজেসন হচ্ছে যেমন আমরা চালের কল রাষ্ট্রীয়করণ করবো আমরা সাথে সাথে পাটের কল রাষ্ট্রীয়করণ করবো। পাটের ব্যবসাকে ষ্টেট ট্রেডিং এর আন্ডারে আনবো এবং এনে কৃষককে নিম্নতম গ্যারেণ্টি দেবো যে, তুমি পাট আবাদ কর আমরা দর দেবো অন্তত ৫০ টাকায় নেবো এ গ্যারেণ্টি দিতে হবে। কাজেই আমাদের সরকার থেকে চিন্তা করতে হবে সব সময় এই কথা বলে যদি ঐ প্রফুল্লবাবু মেরুদণ্ডহীন হয়ে থাকেন তাহলে বাংলা দেশের কোন উন্নতি নেই। প্রফুল্লবাবুকে মেরুদণ্ড সোজা করে, সারা বাংলাদেশের জন্য বাংলা দেশের কোটী কোটী মানুষের জন্য দিল্লীতে গিয়ে বারবার বলতে হবে, বারবার জোরগলায় বলতে হবে যে বাংলাদেশকে তোমরা চারিদিক থেকে শোষণ করবে, বাংলাদেশের ঐশ্বর্য্য সম্পদকে তোমরা ছিনিয়ে নিয়ে আসবে, বাংলাদেশের পাট আবাদ করে, চা বাগিচা করে তুমি ডলার ইনকাম করবে, আর বাংলাদেশকে দরকার মত ধান চাল দেবে না এ হতে পারে না, এই কথা প্রফুল্লবাবুকে দৃঢ়কণ্ঠে দিল্লীর কাছে গিয়ে বলতে হবে।

[5-30—5-40 p.m.]

এ কথা প্রফুল্লবাবুকে আজকে দৃঢ়কণ্ঠে দিল্লীর কাছে বলতে হবে। প্রফুল্লবাবুকে আমরা অভয় দিতে পারি। উনি হয়ত মনে করছেন যে আমার মন্ত্রীত্ব থাকবে না, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আজকে যদি প্রফুল্লবাবুর পিছনে এসে দাঁড়ায় তাহলে নেহেরুর ক্ষমতা নেই যে প্রফুল্লবাবুকে সরিয়ে দেয়। এ কথা প্রফুল্লবাবু কেন বুঝতে পারছেন না? তাই আমি বলি নেহেরুকে বলতে হবে যে আগে আমরা ২॥ লক্ষ একর জমিতে পাট আবাদ করতাম, এখন ১১ লক্ষ একর জমিতে পাট আবাদ করি, তাতে ৮ লক্ষ টন চাল এখানে ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে। এই পাট আবাদের ফলে যে ৮ লক্ষ টন চাল এখানে ঘাটতি হচ্ছে সেই চাল বাংলা দেশকে দিতে হবে। নেহেরুকে বলতে হবে ঐ যে সুবিস্তীর্ণ চা-বাগিচা, খগেনবাবু জানেন

চা-বাগিচায় তার সাকরেদরা কি অবস্থার সৃষ্টি করেন. যখন ধান উঠে তখন সমস্ত ধানগুলি সস্তা দরে কিনে মজুত করে রাখে ঐ টি প্ল্যানটেসান এ্যাসোসিয়েসানের জন্য. উত্তরবঙ্গে আর ধান থাকে না, সেটা বন্ধ করে দিতে হবে। এবং টি প্ল্যানটেসান এ্যাসোসিয়েসানকে কেন্দ্র থেকে ধান চাল দিতে হবে এ কথা প্রফুল্লবাবুকে বলতে হবে।

শেষ সময়ে আমি বলি যে বাংলাদেশের ঐ হতভাগ্য কৃষকরা আজকে ঋণের দায়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, চোখের সম্মুখে তাদের অন্ধকার, বাঁচবার কোন পথ নেই। তাদের বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিন, তাদের মনে উৎসাহের জোয়ার আনুন, প্রেরণার জোয়ার আনুন। তারা দুহাত দিয়ে অধিক ফসল উৎপাদন করে সারা বাংলাদেশের ক্ষুধিত মানুষকে পেট ভরে খাওয়াবে এই গ্যারান্টি আমরা দিতে পারি যদি তাদের বাঁচাবার দিকে আমরা লক্ষ্য রাখতে পারি। আর শুধু যদি নিজেদের কথা চিন্তা করি আর তাদের কথা চিন্তা না করি তাহলে কোন দিকেই আমরা এগোতে পারব না, আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Panchu Gopal Bhaduri :

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার আমাদের এই বিধানসভাকে যদি এখানকার আদালত ট্রাইবুন্যাল বলে ধরি তাহলে আজকে বাংলাদেশের অভিশপ্ত খাদ্যনীতির ধারক এবং বাহক খাদ্যমন্ত্রী তিনি হচ্ছেন প্রধান অভিযুক্ত। অবশ্য কোর্টেতে অভিযুক্তকে দেখতে পাই, কিন্তু এখানে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছি না। গত ৯ বছর ধরে তিনি যে খাদ্যনীতি চালিয়ে এসেছেন সেই খাদ্যনীতি হচ্ছে একটা শ্রেণীর নীতি। বাংলাদেশের জোতদার, ধানকলের মালিক এবং চালের ব্যাপারীদের মুনাফার জন্য তিনি এই নীতি চালিয়ে এসেছেন। আজকে এই অভিশপ্ত নীতি ব্যর্থ হতে চলেছে এবং তার জন্য প্রফুল্লবাবু ব্যর্থ হয়েছেন এবং সেজন্য এই সভা বা এই দলের আলোচনা তিনি আহ্বান করেছেন। আমি মনে করি এই আলোচনা আহ্বান করার পিছনে শুধু যে বাংলা দেশের গণ-আন্দোলন আছে তা নয়, এর পিছনে আছে কংগ্রেসের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা চাঞ্চল্য এবং আলোড়ন এসেছে, তার একটা শুভ ইংগিত। কারণ কাজেই দুটো জিনিষ বিরোধী দল বাংলা দেশের গণ-আন্দোলন এবং কংগ্রেসের ব্যাক বেঞ্চার্স নিচের তলার লোক যারা জনগণের কাছা-কাছি থাকেন তাঁরা যদি একত্র হন তাহলে এই নীতিকে আমরা ব্যর্থ করতে পারি এবং এর বদলে একটা সুষ্ঠু নীতি আনতে পারি। গত ২ই অক্টোবর তারিখে যখন বন্দী মুক্তি ডেপুটেসান নিয়ে আমরা প্রফুল্লবাবুর সংগে দেখা করি তখন খাদ্য প্রসঙ্গ তোলবার পর তিনি বলেন যে আমি তোমাদের কথা শুনব না। আমি সেবারে খাদ্যের দর বেঁধে নিয়ে ভয়ানক ভুল করেছি। খাদ্যের পলিসি ঠিক করার জন্য উপায় হচ্ছে টোটাল প্রোকিওরমেণ্ট এবং টোটাল রেশনিং না হলে তার একমাত্র বিকল্প পথ হচ্ছে খোলা বাজার, এম-আর সপ এবং গম ভক্ষণ। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই এ কথা তিনি দাম্ভিকতার সঙ্গে ৫ই অক্টোবর তারিখে ঘোষণা করেছিলেন। এখন যে তিনি পদ্ধতি পরিবর্তন করতে চাইছেন এটা দেরি হয়ে গেছে, এক মাস আগে হলে একটা ভাল আবহাওয়ার মধ্যে আমরা আলোচনা করতে পারতাম তিনি আজই যে তাঁর এই ৯ বছরের অনুসৃত নীতি ছেড়ে দেবেন তিনি যে পুঁজিবাদের সমর্থক হিসাবে নিজের ভূমিকা পাল্টে ফেলবেন এটা মনে করার কোন কারণ নেই। গণ-আন্দোলনের চাপ এবং এ্যাসেম্বলীতে বিরোধী পক্ষের প্রবল আন্দোলন এটা নিশ্চয়ই রাখতে হবে। আজকে তিনি যে নীতির কথা বলেছেন এ কথা ঠিক যে আজকে টোটাল রেশনিং এবং টোটাল প্রোকিওরমেন্ট-এর কথা বলে ধামাচাপা দিলে হবে না, আজই টোটাল রেশনিং এবং টোটাল প্রোকিওরমেন্ট করা যায় না, কিন্তু সে দিকে যদি আমরা স্টেট ট্রেডিং এবং রেশনিং-এর দিকে এগোই তাহলে আমাদের এ বছরে যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ধানের দর এবং চালের দর যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে ১৫ টাকা ধানের দর এবং ২৫ টাকা চালের দর ফিক্স করে দিতে হবে এবং মডিফায়েড রেশনিং সপ ছাড়া বিভিন্ন ৩ শোর উপরে লোক আছে এই রকম কলকার-খানায় সস্তা রেশনের দোকান খোলা বাধ্যতামূলকভাবে এবং ফেয়ার প্রাইস সপেতে ২২ টাকা বা তার নিচের দরে সাবসিডাইজড রেটে চাল বিক্রি করতে হবে এবং এর দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। ঠিক ঠিক দায়িত্ব পালন করা যায়, শুধুমাত্র দর ফিক্স করে নয়। দর ফিক্স করলেও

বর্তমান সমাজ যেসব অবজেক্টিভ ল'জ আছে সেই ল অনুযায়ী যদি সেখানে কন্ট্রোল এবং রেস্ট্রিকসান না থাকে তাহলে সেই দর ন্যাচারাল প্রাইস এবং বাজার প্রাইস এ্যাসার্ট করবে এবং তা কেউ দূর করতে পারবে না। কাজে কাজেই সেবারে ১৯৫৮-৫৯ সাল দর ফিক্স করে দিয়ে প্রফুল্লবাবু একটা অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি করলেন, সেই দর ফিক্স করে দেওয়াটাই তাঁর বোকামি। কিংবা তার আগে রেশনিং-এর যুগে, যে কথা হয়েছে যে, দুর্নীতির জন্য রেশনিং করাটাই অন্যায়। এখন দর ফিক্স করলে হবে না, দর ফিক্স করার সংগে সংগে সেখানে আমাদের এখনই স্টেট ট্রেডিং ইন্ট্রোডিউস করা উচিত। পাইকারী ধান চালের ব্যবসাতে স্টেট ট্রেডিং দরকার এবং সেটা আংশিকভাবে এখনই করতে পারি যদি বাজারে যে মার্কেটেবল সারপ্লাস আসে তার অন্ততঃ অর্ধেক পরিমাণ স্টেট প্রোকিওর করে, এ্যাকয়ার করে এবং সেটার ভিত্তিতে সে দিকে দর প্রাইস রেগুলেট করার চেষ্টা করে। বাজারে কত পরিমাণ চাল আসে সেটা দেখা যাক। এবারে সংক্ষিপ্ত হিসাব করে বলা যায় যে প্রায় ১৮ লক্ষ টন চাল বাজারে আসবে। তার থেকে অন্ততঃ ৯ লক্ষ টন স্টেটের হাতে রাখতে হবে। আর সেণ্ট্রাল থেকে যে চাল আসবে, উড়িষ্যা, নেপাল, অন্ধ্র থেকে যে চাল আসবে সেই চাল নিয়ে এবং এই ৯ লক্ষ টন চাল নিয়ে যদি স্টেট ট্রেডিং-এর ভিত্তি করা যায় তাহলে সামনের বছরে ফুলার স্টেট ট্রেডিং-এর দিকে সরকার এগিয়ে যেতে পারবেন। এ দিকে আর একটা কথা না বলে পারছি না সেটা হচ্ছে প্রোডাকসান সম্পর্কে। আমরা ধানের দাম ফিক্স করব অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগামী বছরে চাষীদের উপরে নতুন ট্যাক্সেসান বাড়ছে। ডেভেলপিং দেশের মধ্যে প্রাইসের ট্রেন্ড হচ্ছে ইনক্রিজিং প্রাইস। সেই ইনক্রিজিং ট্রেন্ডের মধ্যে ধানের দর ফিক্স করে রাখা অস্বাভাবিক যদি না তার মত সুটেবল সোসিয়াল ডাইরেক্টিভ আমরা আনতে পারি। সেজন্য আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে কৃষির ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন, ইন্সটিটিউসন্যাল পরিবর্তন এবং কৃষকের পক্ষে ইনসেন্টিভ ক্রিয়েট করা খুব প্রয়োজন। সেটা করতে গেলে বিস্তৃত আলোচনার দরকার। সম্প্রতি চেষ্টার বোলসের একটা বই পড়ছিলাম, তাতে বলা হয়েছে ১৯৪৬ সালে জাপানে সিলিং অন ল্যান্ড ৭॥ একর করা হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে ধান এবং পাটের চাষ হচ্ছে মূল চাষ, এটা ক্ষুদ্র কৃষির ভিত্তিতে চলে। এখানে ক্যাপিটালিস্ট ফার্মিং হয়নি, হওয়া অসম্ভব। কাজে কাজেই ক্ষুদ্র কৃষির ভিত্তিতে যেটা চলবে, সামন্ত যুগীয় পদ্ধতিতে যে চাষ চলছে সেখানে আমরা ৭॥ একর অনায়াসে সিলিং অন ল্যান্ড করতে পারি। তাহলে শুধুমাত্র ৯ লক্ষ লোককে ইকনমিক হোল্ডিং না দিয়ে তার চেয়ে আরো বেশী সংখ্যক লোককে ইকনমিক হোল্ডিং-এর মালিক করতে পারি এবং তার থেকে কৃষকদের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড উৎসাহের সৃষ্টি হতে পারে। মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আপনি জানেন যে রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে--এক মণ সার ব্যবহার করলে ৩ মণ ধান তাতে বেশী উৎপন্ন হতে পারে। কাজে কাজেই রাসায়নিক সার এবং সেচের ব্যবস্থা হলে এখানে ধান বা শস্যের প্রাচুর্য্য হওয়া খুবই সম্ভব। তাই প্রোডাকসানের ক্ষেত্রে কৃষককে জমির মালিক করা, ৭॥ একর সিলিং অন ল্যান্ড করা দরকার এবং সেদিক থেকে যদি আমরা অগ্রসর হই, যদি আমরা গ্রাম্য এলাকাতে গ্রাম্য ধনী বা গ্রাম্য জোতদারদের গ্র্যাজুয়ালি এলিমিনেট করি যে গ্রাম্য ধনীরা দেশের ধান চালের উৎপাদনের পক্ষে বাধা স্বরূপ হয়ে পড়েছে, তাদের শোষণ যদি বন্ধ করতে পারি, সেই ইনস্টিটিউসনাল চেঞ্জ, সেই স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ যদি গ্রাম্য সমাজে আনতে পারি কৃষকের পক্ষে তাহলে আমরা উৎপাদনকে ঠিক রেখে এই জিনিসটা করতে পারব।

[5-40—5-50 p.m.]

গ্রাম্য ধনীদের যদি এলিমিনেট করি, তাদের শোষণকে যদি বন্ধ করতে পারি, সেই ইনস্টিটিউসন্যাল চেঞ্জেস, সেই স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস যদি গ্রাম্য সমাজে আনতে পারি যা সাক্ষাৎ কৃষকের ফেভারেতে তাহলে আমরা উৎপাদন ঠিক রেখে এই জিনিসটা পারবো। এইদিকেতে আর একটি মাত্র কথা বলার আছে যে আমরা জানি যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশেষ করে কংগ্রেস পক্ষে যারা এসেছেন গ্রামাঞ্চল থেকে তারা অনেকে ধনী কৃষকের পক্ষপাতী। কিন্তু আজকে দেশের এই যে বিপুল সমস্যা এই সমস্যা সমাধানের জন্য ধনী কৃষকের শোষণের বিপক্ষতা করতেই হবে যে সমস্যাটা কংগ্রেস পক্ষের ভোটের মেজরিটির উপর নির্ভর করছে। এখনও পর্যন্ত বাইরের গণ-আন্দোলন বিপ্লবের পর্যায়ে উঠে

নি। কাজে কাজেই এখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের ব্যাক বেঞ্চার, কংগ্রেসের সাধারণ সদস্য তাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে গ্রাম্য ধনীকের যে শোষণ সেই শোষণকে বন্ধ করতে পারা যায়। প্রোডাকসনের ক্ষেত্রে যে ইনষ্টিটিউসন্যাল চেঞ্জেস, যে ষ্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস না করে প্রডাকসন ঠিক থাকতে পারে না। আমি অবশ্য বলছি না প্রফুল্লবাবুই বলে থাকেন—তিনি ড্রামাডাইস করে থাকেন, তিনি এদেশের ডেফিসিটকে ড্রামাডাইস করে সেল্টার দেন চোরাকারবারদের। যতখানি কাশীকান্ত মৈত্র মহাশয় বলেছেন যে এখানে কোন ডেফিসিট নেই—আমি অবশ্য তা বলি না। এখানে ডেফিসিট কিছু থাকতে পারে কিন্তু সেই ডেফিসিটটা এমন প্রচণ্ড নয় যাকে এতখানি ড্রামাডাইস করে এইখানি মূল্য বৃদ্ধির অবকাশ ঘটিয়ে দেওয়া চলতো। কাজে কাজেই এই অবস্থাতে ডেফিসিটকে ড্রামাডাইস না করেও আমাদের এখানে ধানের উৎপাদন বাড়াতে হবে। ধানের উৎপাদন যদি না বাড়াতে পারি এবং সস্তায় খাদ্য না রাখতে পারি তাহলে দেশে শিল্পের বিকাশও হতে পারে না। শিল্পের বিকাশের জন্য ধান চালের প্রাচুর্য দরকার এবং তা করতে গেলে কৃষককের পক্ষে প্রডাকসনের ক্ষেত্রে এই ইনষ্টিটিউসন্যাল চেঞ্জেস করতে হবে। তার জন্য প্রস্তুত থাকুন—আগামী বাজেট সেসনে এই সম্পর্কে আলোচনা উঠবে এবং তার জন্য সকলের সমবেত চেষ্টার ফলেতে সেই ইনষ্টিটিউসন্যাল চেঞ্জেস হয়তো আসা সম্ভব হবে। এর সঙ্গে একটি মাত্র কথা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, তথা খাদ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই যে তিনি অতীতে গত নয় বছর ধরে অনেক কিছু করেছেন খাদ্য নিয়ে, খাদ্যনীতি নিয়ে, এবং জনগণের খাদ্য নিয়ে তিনি যা করেছেন তার জন্য বাংলাদেশের মানুষ তাকে একটুও ধন্যবাদ দেবেন না। এখন যদি তাঁর হৃদয়ের পরিবর্তন হয়ে থাকে—তিনি যদি ধোয়া তুলসী পাতার মত এবার এ্যাসেম্বলীতে এসে সম্পূর্ণভাবে বিরোধী পক্ষের কথা মত এবং জনগণের যাতে মঙ্গল হবে সেই অনুযায়ী খাদ্যনীতি ঠিক করেন তাহলে আজকেও তাঁর সমস্ত অতীতের পাপ মুছে যাবে এবং বাংলাদেশের লোক তাঁকে ধন্যবাদ দেবে। কিন্তু সেই রকম খাদ্যনীতি নিয়ে তাঁকে আজকে বাংলাদেশের লোকের সামনে আসতে হবে—তা তিনি না নিয়ে এলে কোন রকমই তাঁকে বিশ্বাস করা যায় না।

Dr. Pratap Chandra Chunder:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, একটি কথা শুনা যায় যে অন্ধকার ঘরে মানুষ কালো বেড়াল খুঁজছে যে বিড়ালটা সেখানে নেই। আমার মনে হয় আমাদের অন্ধকার দেশে আমাদের মত অন্ধ মানুষ খাদ্য সমাধান খুঁজছে যেটা সহজেই সমাধান করা যায় না। এই কথা আজকে অনেক সদস্যের বক্তৃতা শুনবার সময় বার বার করে মনে হচ্ছিল। আমি প্রথম শুনলাম, আমাদের বিরোধী দলের নেতা মাননীয় জ্যোতিবাবু তো সরাসরি বলে বসলেন যে এই জন্য সরকারই হচ্ছে দায়ী। খাদ্যের এই অবস্থার জন্য, খাদ্যের এই অভাবের জন্য আমাদের সরকারই নাকি দায়ী। আমাদের নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন যে সম্প্রতি চাল যে বেশী দামে বিক্রি হয়েছে তার কারণ হচ্ছে যাদের কাছে ধান ছিল তা তারা বেশী দামে বিক্রি করেছে। আবার হেমন্তবাবু বললেন যে হয়তো বেশী দামে বিক্রি করেছে—কিন্তু তারা কারা? আবার তারা কারা? তারা হচ্ছেন জোতদার। কাজেই বাস্তবিক দোষী কে এই নিয়ে আমরা এখনও স্থির করে উঠতে পারি নি। এক দিক থেকে দেখছি মাননীয় জ্যোতিবাবু, মাননীয় পাঁচুবাবু, মাননীয় হরেকৃষ্ণ কোনার মহাশয় স্বীকার করছেন যে ঘাটতি আছে। কিন্তু বলছেন সেই ঘাটতি নিয়ে এতো ড্রামাটাইস কোরো না। আবার অন্য দিকে শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র মহাশয় অঙ্ক কষে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে ঘাটতি কোথায়? এখানে তো প্রচুর্য রয়েছে! এখানে তো সারপ্ল্যাস রয়েছে। তাহলে কোন জিনিসের উপর ভিত্তি করে আজকের এই খাদ্যনীতি নির্ধারিত হবে আমার মত সাধারণ মানুষের তা জানবার নিশ্চয়ই একটি দরকার আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে ষ্টেট ট্রেডিংয়ের কথা হয়েছে—ভাল কথা—অনেকে বলেছেন শুধু বিরোধী দলের মাননীয় নেতা কেন—আজকে কংগ্রেস থেকেও অনেক মাননীয় সদস্য ষ্টেট ট্রেডিংয়ের কথা বলছেন। এই যে আজকে প্ল্যানিং কমিশনের বড় বড় কেতাব দেখি তার মধ্যেও এই সমস্ত কথা রয়েছে। আবার মাননীয় বিজয়বাবু বললেন ঐসব ষ্টেট ট্রেডিং-ফ্রেডিং চলবে না—দর বাঁধাও চলবে না। কেন না ঐ যে ষ্ট্যাটিসটিক্স রয়েছে—ঐ যে সরকারী কর্মচারী তাদের আমরা বিশ্বাস

করি না। স্ট্যাটিস্টিক্স যারা দিচ্ছেন তাদের উপরও এঁরা বিশ্বাস করেন না। অথচ সেই সরকারী কর্মচারী মারফতই ধান-চাল সমস্ত কিছু নিতে হবে—সেগুলি কেনাবেচা হবে। সেটাই বা কি করে সম্ভব। এইজন্য আমার মনে হয় যে অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখা দরকার কিভাবে এই গুরুতর সমস্যাটা সমাধান করা যেতে পারে। তথ্য তো আমাদের জানতেই হবে—কিন্তু কোন রকম উষ্মা প্রকাশ না করে, কোন রকম পরস্পরের উপর দোষারোপ না করে, কে দোষী তাকে ফাঁসি কাঠে লটকাবার জন্য এখন থেকে গবেষণা না করে অতীতে যা হয়ে গেছে ভবিষ্যতে যাতে আর তার পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা বেশী করে দরকার। হরেকৃষ্ণবাবু খুব জোরের সঙ্গে বললেন কংগ্রেস সরকার জোতদারদের সরকার। কেন?—না, চালের দাম এতো বেড়ে গেছে। কিন্তু আমি তাঁকে খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি ১৯৫৭ সালে যখন কমিউনিষ্ট সরকার কেরলাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন তো বাংলা দেশে চাল ঐ ২৫।৩০ টাকা মণ পাওয়া যেতো। কিন্তু তখন কেরালাতে ৪০।৪৫ টাকা মণ দরে চাল বিক্রি হয়েছিল? তাহলে কি কেরালার কমিউনিষ্ট সরকার ঐ জোতদার, বা মজুতদারদের সরকার ছিল? তখন তারা তারস্বরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভিক্ষা করেছিলেন, আমাদের চাল দাও, গম দাও—তা নাহলে খেতে পাবো না। তারা অন্ধ্র থেকে চাল নিয়ে এসে বিক্রি করবার চেষ্টা করছিলেন। সেখানেও তারা চালের ব্যাপারে একটা কেলেঙ্কারী করেছিলেন যাতে সেই দেশের মানুষ সেই কমিউনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে খেপে উঠেছিলেন। আসল কথা শুধু সরকারকে দোষারোপ করলেই হবে না—এখন আসল মূলে যে গণ্ডগোল রয়েছে সেই বিষয়ে আমাদের চিন্তা করবার আছে। আজকে এখানে ধানচাল সম্পর্কে যে সমস্ত নির্দেশের কথা বলা হোল - আমি ঐ প্ল্যানিং কমিশনের যে থার্ড-ফাইভ ইয়ার প্ল্যান বইটা রয়েছে তাতে পড়বার চেষ্টা করেছিলাম, তাতে আমি দেখেছি, অধিকাংশ কথাই প্ল্যানিং কমিশন নির্দেশ দিয়ে গেছেন। স্যার, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ধান চাল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, সব কিছুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা যেটা উল্লেখ করেন, সেটা আমি প্ল্যানিং কমিশনের বই থেকে দেখাচ্ছি - তাঁরা সেখানে বলছেন

"The Government should always be in a position to regulate effectively the course of foodgrains price."

বিরোধী দলের বন্ধুরা বলেছেন যে কৃষকদের হাতে উপযুক্ত অর্থ না দিলে সে কি করে ধান উৎপাদন করবে, তাদের প্রেরণা বা উৎসাহ দেওয়া দরকার। আবার প্ল্যানিং কমিশন বলছেন

The producers of foodgrains must get a reasonable return.
তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন

the other objective no less essential is to safeguard the interest of the consumers.

আমরা শুনেছি সরকারের মারফৎ ধানচাল ইত্যাদি কেনার কথা বলা হচ্ছে সে কথাও নূতন কিছু নয়। আমি এই বইয়ের ১৩১ পাতায় দেখাচ্ছি, এখানে তারা বলছেন

It should be known that throughout the plan period the Government would buy a portion of foodgrains if they tend to slacken and would sell if they tend to rise.

কেনাবেচার কথা সেখানেও রয়েছে। আজ যে নির্দেশগুলি তাঁরা দিচ্ছেন সেটা এখানে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কেন না সরকার পক্ষ থেকে হলেও এই বিষয় অর্থাৎ প্ল্যানিং কমিশনের নির্দেশটা সামনে রেখে আমরা চেষ্টা করবো এবং যদি কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে সেগুলিও সংশোধন করবার জন্য আমাদের নিশ্চয়ই চেষ্টা করা দরকার।

[5-50—5-59 p.m.]

আমরা এখানে দেখছি থার্ড প্ল্যানের প্ল্যানিং কমিশন নির্দেশ দিয়েছেন

"Formation of co-operatives and Governmental agencies close to the farmer, licensing and regulation of wholesale trade, extension of State Trading in

suitable directions and a considerable sharing by Government and co-operative in distribution arrangements in retail stage are essential to the success of purchase and sale operations for stabilising the price and connecting seasonal and regional variations."

এই হচ্ছে প্ল্যানিং কমিশনের বিশেষজ্ঞদের মতামত। তারপর, আমরা অনেকগুলি জিনিস করতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু আমার মনে হয় এই যে করতে পারিনি তারজন্য রাজ্য সরকারকে দোষী করলে চলবে না। আমাদের এই খাদ্য সমস্যাকে যদি একটা বিশেষ রাজ্যের সমস্যা বলে মনে করি তাহলে আমার মনে হয় সেই সমস্যার কখনই সমাধান হবে না। এটা যদি একটা বিশেষ রাজ্যের সমস্যা হোত তাহলে জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতির মত যে সমস্ত ডেফিসিট স্টেট রয়েছে তাদের অবস্থা দেখুন। সেখানে আমরা দেখেছি তারা যেমন শিল্পে সমৃদ্ধ রয়েছে ঠিক তেমনি সেখানে খাদ্য সমস্যা রয়েছে এবং তাঁরা বিদেশ থেকে আমদানী করেন। আমাদের বিরোধীদলের নেতা বলেছেন আমাদের পশ্চিমবাংলা ডেফিসিট স্টেট এবং আমাদের অধিকার আছে খাদ্যদ্রব্য সরাসরি নিয়ে আসার। না, আমরা তা পারি না, উড়িষ্যা যে চাল উৎপাদন করছে সেই চাল তারা সরকারকে বিক্রি করবে, না জনসাধারণকে বিক্রি করবে? সেখানে জবরদস্তী করবার কোন ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেই। কাজেই এই খাদ্য সমস্যা ব্যাপকভাবে সমাধান করতে গেলে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমাধান করবার প্রয়োজনীয়তা আছে সেকথা আমি দৃঢ়কণ্ঠে উপস্থিত করতে চাই। আমাদের একজন মাননীয় সদস্য ঠিক কথাই বলেছেন যে আমরা একলক্ষ টন চাল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব কেন, তার বেশী চাল চাইব। একথার পেছনে নিশ্চয়ই যুক্তি আছে। আমাদের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সময় কেন্দ্রের কাছ থেকে ৫ লক্ষ টন পর্যন্ত চাল পাওয়া গিয়েছিল। কেন্দ্র যদি সেরকম ব্যবস্থা না করেন তাহলে মাননীয় সদস্য কাশীবাবু বলেছেন পাট এবং চা-তে যে লাভ হচ্ছে বা বিদেশ থেকে যে মুদ্রা আসছে সেই মুদ্রা দিয়ে আমরা এমন পরিমাণ চাল সংগ্রহ করতে পারি যার দ্বারা আমাদের অভাব আংশিক পরিমাণে পূরণ হয়। কিন্তু একথা ঠিক বিদেশ থেকে যে ধান চাল পাওয়া যাবে তা দিয়ে কোন দেশ অগ্রসর হতে পারে না। ইংলণ্ডের মত ডেফিসিট দেশ একদিকে বিদেশ থেকে আমদানী করছে এবং অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করছে কি করে অধিক ফসল ফলিয়ে খাদ্য সমস্যা লাঘব করা যায়। জাপানের ৭॥ একরের কথা পাঁচুবাবু বলেছেন। তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হবে না, কারণ তাদের ৭॥ একরে যে উৎপাদন হয় আমাদের ৭॥ একরে সেই উৎপাদন হয় না। সেই উৎপাদন করতে পারলে এক এক পরিবারের হাতে যে উদ্বৃত্ত ধানচাল থাকত তার দ্বারা তারা তাদের অভাব দূর করতে পারত। যাহোক, এখন এই খাদ্যশস্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলতে চাই যে, ঠিক সময় সার গিয়ে পৌঁছায় না এবং অনেক সময় জল চাষের পর গিয়ে উপস্থিত হয়। এইসব সরকারী ত্রুটি বিচ্যুতি যা আছে সেগুলি নিশ্চয়ই দূর করা প্রয়োজন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানুষ মনের মধ্যে অধিক উৎপাদন করবার একটা মনোবৃত্তি সংঘাত করতে হবে। আমরা যদি কেবল পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকি তাহলে আমাদের কিছুই হবে না। স্যার, আমাদের দেশে যে পরিমাণে লোকসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে সেই পরিমাণে জমি বাড়ছে না। জমি তো রবার নয় যে টানলে বাড়বে, বা ফানুস নয় যে ফোলালে ফুলবে।

এই জমি থেকে আমরা আরও বেশী যদি উৎপাদন করতে না পারি তাহলে আজকে যে অভাব অভিযোগ রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী অভাব ২ বছর কি ৫।১০ বছর বাদে আসবে, যে অভাবের জন্য তখন আমরা চোখে অন্ধকার দেখতে আরম্ভ করবো। সেজন্য সমস্ত দিক থেকে এই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমাদের চেষ্টা করা দরকার। এখানে সরকারের যদি চেষ্টা থাকে নিশ্চয়ই তার সমালোচনা করা হবে—এবং সরকারী কর্মচারীদের যদি ত্রুটি থাকে তাহলে তাদের অপসারণের জন্য দাবী তুলতে হবে—। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীপক্ষের মাননীয় বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাবো এমন একটা আন্দোলন গড়ে তুলুন সমগ্র দেশে যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অধিক ফসল ফলতে পারে। যেখানে চার মণ করে ধান হচ্ছে সেখানে যাতে ৮ মণ করে ধান হতে পারে এই রকম একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করুন। তারজন্য কৃষককে উৎসাহ দেবার জন্য যা যা কাজ করা প্রয়োজন সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আমি বিলাতের অবস্থা বিশেষ করে

দেখবার চেষ্টা করেছিলুম। আমি আগেই বলেছি তুলনা যদি করতে হয় তো আমাদের সঙ্গে ইংলণ্ড বা জাপানের তুলনা করতে হয়। কারণ তাদেরই পশ্চিম-বাংলার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। আছে। যদিও তারা অর্থের দিক থেকে ধনশালী, আমরা তাদের চেয়ে অনেক দরিদ্র তবু তারা কিভাবে চেষ্টা করেছে। সেটা দেখা দরকার। ১৯৩০ সালে ইংলণ্ডে কৃষি ব্যবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ আকারে দেখা দিল। সেখানে যে ক্ষেত খামার রয়েছে তেমন উৎপাদন হয় না। সেখানে যে সাহেব চাষী রয়েছে তাদের মনে কাজ করবার জন্য তেমন একটা আগ্রহ নেই। এরকম অবস্থা চলতে লাগল। নানারকম পরিকল্পনা, আলাপ আলোচনা করে নানা চেষ্টা করেও বিশেষ কিছু হল না। যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এল তখন আমরা জানি বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য পর্যাপ্ত আসছিল না তখন সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চাপে পড়ে বার বার করে সেখানকার কৃষক সম্প্রদায় এবং সরকার সকলে মিলিত হয়ে চেষ্টা করেছে কি করে অল্প পয়সার মধ্যে বেশী ফসল ফলাতে পারে। সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর তারা ১৯৪৭ সালে ইংলণ্ড-এ এগ্রিকালচারাল এ্যাক্ট বলে একটা আইন পাশ করল, সেই আইনে তারা এতদূর পর্যন্ত গেল যে কৃষকদের মূল্য প্রাপ্তি যদি কমে যাচ্ছে দেখা যায় তবে সরকার থেকে সেই কমটা পূরণ করে দেবে। আমি জানি না আমাদের এই দরিদ্র দেশে এখনও সেটা সম্ভব কিনা। তবে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা নিশ্চয়ই দরকার। কৃষকদের যে উৎপন্ন দ্রব্য তার ন্যায্য মূল্য যদি না দিতে পারা যায় তাহলে কৃষক কিছুতেই কাজে অগ্রসর হবে না। এর পরেও আছে। কৃষকদের উপর সেখানে দায়িত্ব দিচ্ছেন, সরকার থেকে তাদের সাহায্য করছেন। কিন্তু কোন কৃষক যদি উপযুক্ত পরিশ্রম না করে, তার উৎপাদন যতটা হওয়া প্রয়োজন তা না করে তখন সরকার থেকে সেই কৃষকের জমি কেড়ে নেবে এবং অন্য যে কৃষক আরও ভাল উৎপাদন করতে পারে, আরও খাটতে পারে তার হাতে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই এক দিক থেকে লক্ষ্য করলে চলবে না। যদি আমরা ন্যায় যুক্তি অনুসারে দেখতে চাই, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই দেখব এরকম একটা ব্যবস্থা করা দরকার। এখানে সর্ব-সম্মতিক্রমে অশোকবাবু যে কথা বলেছেন সেরকম একটা সংস্থা গড়ে তোলা দরকার। সেরকম সংস্থা ইংলণ্ডে রয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁরা চেষ্টা করবেন খাদ্যনীতিকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রেখে, রাস্তার মিছিলের ঊর্ধ্বে রেখে, বাস্তবিক দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য যাঁরা এমন কতগুলি কর্মপন্থা অবলম্বন করবেন যে পন্থার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের প্রকৃত উপকার হতে পারে। সেখানে সরকারের, সরকারী কর্মচারীদের যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধেও কথা বলতে হবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কৃষক কি জোতদার অন্যান্য যারা উৎপাদন বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে তাই এরকম একটা সংস্থা যে কথা অশোকবাবু গোড়ায় বলেছেন, হেমন্তবাবু সমর্থন করেছেন, আমিও তা সমর্থন করি এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে ইংলণ্ডে যে রকম এগ্রিকালচার এ্যাক্ট রয়েছে সে রকম একটি এ্যাক্ট-এর প্রয়োজন আছে কিনা সেটাও আমি মাননীয় সকল বন্ধুকে চিন্তা করতে বলছি এবং সর্বশেষে আমরা যেন স্থির করতে পারি সর্বসম্মতিক্রমে, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে খাদ্য ব্যাপারে সমন্বয় সাধন করার বিশেষ প্রয়োজন আছে সেটাও তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

Adjournment

The House was then adjourned at 5-59 p.m. till 12 noon on Friday, the 3rd January, 1964, at the Legislative Building, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Legislatve Buildings, Calcutta, on Friday, the 3rd January, 1964, at 12 noon.

Present :

Mr. Deputy Speaker (Shri ASHUTOSH MALLICK) in the Chair, 10 Hon'ble Ministers, 4 Hon'ble Ministers of State and 219 Members.

[12 -12-10 p.m.]

Shri Jamini Bhusan Saha :

স্যার, কাল আপনি ২২ নম্বর ক্যারেড ওভার করেছিলেন, কিন্তু আজকে কোয়েশ্চেন-এর টেবিল-এ দেখলাম যে কিছু নেই, সেটা আজ তাহলে অ্যানসার হবে কিনা বুঝতে পাচ্ছি না।

Mr. Deputy Speaker :

আজ হবে।

Shrimati Ila Mitra:

স্যার, আমি একটা কোয়েশ্চেন করেছিলাম ইউনিভারসিটি অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট করা সম্বন্ধে। ভাইস চ্যান্সেলার গোপনে গোপনে ১৯৫১ অ্যাক্ট-এর অ্যামেন্ডমেন্ট করেছেন ও ফোর্ড ফাউন্ডেসান এই ব্যাপারে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম আপনি তা ডিসএলাউড করেছেন। তারপর সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করায় তিনি বললেন যে ফর্ম ঠিক হয়নি। তাঁর সাজেসান মত ফর্ম ঠিক করে আবার প্রশ্ন করায় আমাকে বলা হয় যে এই এ্যালাউড-এর উত্তর দেওয়া হবে ৬ই তারিখে। কিন্তু এই ৬ই তারিখে তো এ্যাসেম্বলী চলছে না। কাজেই তার পূর্বেই এর জবাব চাই। বাহিরের অনেকেই এই ব্যাপারে অপেক্ষা করে আছেন, কাজেই আশা করি যে মন্ত্রীমহাশয় কাল এর একটা জবাব দেবার চেষ্টা করবেন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট-এর অ্যামেণ্ডমেণ্ট যদি করতে হয় তাহলে আমাদের এ্যাসেম্বলীকে তো তা অ্যামেণ্ড করতে হবে, গোপনে তো কেউ এটা করতে পারেন না।

Shrimati Ila Mitra:

কিন্তু তার মধ্যে কতকগুলি সাজেসানস নাকি উপস্থিত করা হয়েছে অ্যামেণ্ডমেণ্ট করার জন্য এ খবরটা সত্যি কিনা এবং কি ধরণের সাজেসানস দেওয়া হয়েছে তা জানালে ভাল হোত।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

যদি অ্যাক্ট-এর কোন রকম অ্যামেন্ডমেন্ট হয় তাহলে সেটা বিধানসভা এবং বিধান পরিষদের সম্মতি না নিয়ে হতে পারে না, যদি কেউ কোন রকম সাজেসসান করে থাকেন তাহলে সেটা এখনি আসবে।

Shrimati Ila Mitra:

আমার কোয়েশ্চেন এইভাবে অ্যালাউড হয়েছে।

whether the Chief Minister or the Government has received any suggestion or recommendation for the amendment of the Calcutta University Act, 1951, from the Vice-Chancellor of the Calcutta University or the Ford Foundation or from both.

কাজেই অ্যালাউড যখন হয়েছে তখন আমরা এর জবাব চাই।

Shri Nani Bhattacharjee:
একটা কথা আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা জানাতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা প্রাইস এনকোয়ারী কমিটি এ্যাপয়েণ্ট করেছিলেন এবং তারা বিভিন্ন জেলা ঘুরে অনুসন্ধান করে একটা রিপোর্ট সাবমিট করেছেন সরকারের কাছে। খবরের কাগজে এ সম্বন্ধে একটা খবর বেরিয়েছে সে সম্বন্ধে অর্থাৎ সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কিছু ওয়াকিবহাল করতে পারেন কিনা ?

Mr. Deputy Speaker:
এখন হতে পারে না।

Shri Somnath Lahiri:
উনি যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটার উত্তর তাহলে ৬ই তারিখেই দেওয়া হবে স্থির হল?

The Hon'ble Jagannath Kolay:
কোয়েশ্চেন আওয়ার-এর পর এইগুলি রাইজ করা উচিত।

Shrimati Ila Mitra:
এটার উত্তর কালকে দিলে ভাল হয়।

Mr. Deputy Speaker: I won't allow any more discussion like this.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Khirpai and Chandrakona Block Development Office Buildings

***44.** (Admitted question No. *122.) **Shri Mrigendra Bhattacharyya:**
সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকার্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলার ক্ষিরপাই এবং চন্দ্রকোনা বি. ডি. ও. অফিস বিল্ডিংস-এর নির্মাণ কার্য কোন্ বৎসর শেষ হইয়াছে,

(খ) উক্ত দুই বি. ডি. ও. অফিস ওপেন করা হইয়াছে কিনা,

(গ) ওপেন করা না হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি এবং

(ঘ) কোন্ কোন্ অফিসের জন্য কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

(ক) ক্ষীরপাই (চন্দ্রকোনা ১নং) বি. ডি. ও. অফিস বিল্ডিং-এর কার্য বিগত ১৯৬১ সনের জুন মাসে শেষ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর কয়েকটি ফাটল পরিদৃষ্ট হওয়ায় কিছু মেরামতী কার্য এখনও বাকী আছে। চন্দ্রকোনা (চন্দ্রকোনা ২নং) বি, ডি, ও, অফিস বিল্ডিং-এর কার্য বিগত ১৩ই জুলাই ১৯৬৩ সন তারিখ শেষ হইয়াছে।

(খ) বি. ডি. ও. অফিস বহুদিন যাবৎ চলিতেছে এবং ওপেন হইয়াছে। তবে নব নির্মিত গৃহে ক্ষীরপাই বি, ডি. ও, অফিস খোলা হয় নাই। চন্দ্রকোনা বি ডি, ও, অফিস বিল্ডিং-এর দায়িত্ব গত ২৫এ নভেম্বর ১৯৬৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট ডি, ডি, ও, মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

(গ) পূর্ব কথিত মেরামতী কার্য বাকী থাকায় ক্ষিরপাইয়ের বি, ডি, ও, অফিস নবগৃহে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নাই।

(ঘ) ক্ষিরপাই ব্লকের স্টাফ কোয়ার্টারস-এর দরুন মোট ১,১৬,৯১৬ টাকা ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর দরুন মোট ৩১,২৭৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। চন্দ্রকোনা ব্লক আপিসের নির্মাণকার্য শেষ হইলেও আনুসঙ্গিক কিছু কিছু কাজ যেমন লেভেলিং, আর্থ ফিলিং ইত্যাদি অবশিষ্ট থাকায় চূড়ান্ত

ব্যয়ের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে অনুমান করা যাইতেছে যে স্টাফ কোয়ার্টারস এর দরুন মোট ১৮,১৪৪ টাকা ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর দরুন মোট ৩২,৮৪৭ টাকা ব্যয় হতে পারে।

Shri Mrigendra Bhattacharyya:
বিল্ডিং যে ফেটে গেল তার কারণ কি সরকার থেকে অনুসন্ধান করা হয়েছে?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
এখানে মাটি নরম ছিল বলে ফেটে গেছে।

Shri Mrigendra Bhattacharyya:
বিল্ডিং করার আগে কি এক্সপার্ট দিয়ে অনুসন্ধান বা এনকোয়ারী করা হয় নি?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
এটা কনস্ট্রাকসান বোর্ডের ইঞ্জিনিয়াররা করেছেন। তারা এনকোয়ারী করে রিপোর্ট দিয়েছেন যে ঐ জায়গায় বিল্ডিং সম্ভব কি সম্ভব নয়।

Shri Mrigendra Bhattacharyya:
এনকোয়ারী পাবার পর কি বিল্ডিং হয়েছিল? এবং সে রিপোর্টে বিল্ডিংএর কি কথা ছিল?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
ইঞ্জিনিয়ারদের মত নিয়ে করা হয়েছিল।

Shri Mrigendra Bhattacharyya:
আপনি বলছেন ইঞ্জিনিয়ারদের মত নিয়ে করা হয়েছিল। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে বিল্ডিং হবার ২ বৎসর পর যে ফেটে গেল তার জন্য কি অনুসন্ধান করা হয়েছিল?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
এটা অনুসন্ধান করা হয়েছে বলা হয়েছে মাটি ফাকি ছিল।

Shri Jamini Bhusan Saha:
মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে মাটি নরম ছিল বলে বিল্ডিং ফেটে গেছে। কিন্তু যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপার্ট তাঁরা অর্ডার দেন করতে। কিন্তু যখন বোঝা গেল এবং মাটি ফেটে গেল তখন ঐ সম্বন্ধে ইঞ্জিনিয়ার এবং এক্সপার্ট যারা অর্ডার দিয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
এটা কনস্ট্রাকসান বোর্ড করবেন তাঁদের জানিয়েছি।

Shri Narayan Choubey:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন ক্ষীরপাই মেদিনীপুরের একটা প্রসিদ্ধ জায়গা এবং সেখানে অনেক পাকা বাড়ী আছে? অতএব নরম মাটির জন্য ঐ বাড়ীটাই শুধু ফেটে গেল আর বাড়ী ফাটলো না কেন?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
আমি বলেছি মাটি
was highly cracky. Prefabricated building.
এবং এটা হল এক্সপেরিমেণ্টাল।

Shri Narayan Choubey:
বিল্ডিং করার জন্য কোন ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছিল তা নাম বলবেন কি, হু ওয়াজ দি কনস্ট্রাক্টর অব দি বিল্ডিং।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
নোটিশ চাই।

Shri Narayan Choubey:

ঐ ঠিকাদার এবং যে যে, অফিসার রেকমেণ্ড করেছিলেন যে, ওখানে বিল্ডিং হোক আপনি বলেছেন কনস্ট্রাকসান ডিপার্টমেণ্টের ব্যাপার, কথা হচ্ছে আপনার ডিপার্টমেণ্ট থেকে রেকমেণ্ড গেছে কি টু লুক ইনটু দি অ্যাফেয়ার্স?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

কি রেকমেণ্ড হয়েছে, যার জন্য বিল্ডিংএ ডিফেক্‌ট হয়েছে। সে সম্বন্ধে কনস্ট্রাসন বোর্ডকে লিখেছি, এ সম্বন্ধে এনকোয়ারী হচ্ছে।

[12-10—12-20 p.m.]

Shri Abani Kumar Basu:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন এই সংস্কার কার্যের জন্য কত টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হল?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

আমি এর উত্তর আগেই বলে দিয়েছি যে অতিরিক্ত ব্যয়ের এখনও হিসাব পাওয়া যায় নি। এটা এখনও কমপ্লিট হয়নি, সেজন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের হিসাব দিতে পারব না।

Shri Abani Kumar Basu:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ যাই হোক না কেন সেটা কি এষ্টিমেটেড বাজেট থেকে খরচ হবে?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

হ্যাঁ, হবে।

Shri Shambhu Gopal Das:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি দয়া করে জানাবেন এই বাড়ী তৈরি করতে যে সিমেণ্ট লেগেছিল তার মধ্যে কত পার্সেণ্ট গঙ্গা মাটি ছিল?

Mr. Deputy Speaker:

এর থেকে এ প্রশ্ন উঠে না।

Shri Narayan Choubey:

এই বাড়ীর জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হল সেই টাকাটা ঠিকাদারদের অফিসারদের কাছ থেকে কাটবেন কি?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

এটা কনস্ট্রাকসান বোর্ড যেভাবে রেকমেণ্ড করবেন সেইভাবে করা হবে।

Shri Narayan Choubey:

যে টাকাটা বেশী খরচ হল সেই টাকাটা যাতে ইঞ্জিনীয়ারদের মাইনে থেকে ঠিকাদারদের টাকা থেকে কাটা হয় তার ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

এ হল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করতে হলে যা করা দরকার তাই করা হবে।

Shri Narayan Choubey:

অতিরিক্ত টাকা যা খরচ হল তার জন্য আপনি রেকমেণ্ড করবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় পূর্বেই বলেছেন কনস্ট্রাকসান বিভাগকে এ কথা জানান হয়েছে যে এই বিল্ডিং ক্র্যাক করেছে এবং এর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। কাজে কাজেই এখন কনস্ট্রাকসান বোর্ড এই জিনিষটা নিয়ে যদি তাঁর ইঞ্জিনীয়ার এবং কনট্রাক্টরদের শাস্তি দিতে চান তাহলে তার ব্যবস্থা করবেন।

Shri Narayan Choubey :
কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে গভর্নমেন্ট কনস্ট্রাকসান বোর্ডকে এ ব্যাপারে রেকমেণ্ড করবেন কিনা একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :
উনি বলেছেন কনস্ট্রাকসান বোর্ডের কাছে যে ত্রুটি লক্ষিত হয়েছে এবং তার জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে সে সম্বন্ধে জানান হয়েছে এবং ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

Shri Sanat Kumar Raha :
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে সারা বাংলা দেশে শুধু এই মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার খিরপাই অঞ্চলে নয়, এই রকম ঘটনা ঘটছে, এজন্য সরকার কি এমন কোন নীতি নির্ধারণ করেছেন যাতে এইরকম ধরণের ঘটনা ভবিষ্যতে না ঘটতে পারে? সরকার কি এই অর্থের অপচয় বন্ধ করার জন্য কোন এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এ্যারেঞ্জমেণ্ট কিংবা কোন মেসিনারীর ব্যবস্থা করেছেন যাতে এই রকম ঘটনা বার বার ঘটতে না পারে?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :
এই রকম ঘটনা যাতে না হয় তার জন্য নিশ্চয়ই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

Shri Anadi Das :
যে কণ্ট্রাক্টর বাড়ী তৈরি করেছে তার নাম কি এবং তাকে কোন অবধারিত নিয়োগ করেছিলেন?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :
নোটিশ না দিলে নামটা এখন বলতে পারব না। টেণ্ডার কল করে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়।

Shri Nikhil Das :
এ কথা কি সত্য যিনি কণ্ট্রাক্টর তিনি ঐ এলাকার কংগ্রেস দলের একজন চাঁই?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :
এ কথা সত্য নয়।

Shri Birendra Narayan Ray :
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে অতিরিক্ত ব্যয় কত হয়েছে এখন বলতে পারছি না। এস্টিমেট কত হয়েছিল?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :
নোটিশ না দিলে এখন বলতে পারছি না এবং এই কাজ কমপ্লিট হলে বলা যাবে।

Shri Kanai Pal :
মন্ত্রীমহাশয় বল্লেন যাকে কন্ট্রাক্ট দেয়া হয়েছিল তিনি কংগ্রেসের চাঁই নন কিন্তু তার পূর্ব-মুহূর্তে জানিয়েছেন কাকে কন্ট্রাক্ট দেয়া হয়েছে সেটা তিনি জানেন না। এই দুরকম উক্তিটা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :
মাননীয় সদস্য মহাশয় একটু ভুল বুঝছেন। আমি জানি না বলিনি, আমি বলেছি নোটিশ না দিলে এক্ষণে নাম বলা শক্ত। কারণ গভর্নমেন্টের অনেক কন্ট্রাক্টর বিভিন্ন ব্লকে নিযুক্ত আছে।

Shri Abani Kumar Basu :
মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন যে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর জন্য ব্লক বাজেট থেকে টাকা কনস্ট্রাকসনের বোর্ডের কাছে প্লেস করা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :
টাকা প্লেস না করলে কি করে কনস্ট্রাকসন করবে?

Shri Mrigendra Bhattacharyya :

কত টাকা এর জন্য এষ্টিমেট করেছে?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :

সাধারণত: অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর জন্য মোর অর লেস ১ লক্ষ টাকা করে ধরা হয়।

B. D. O., Raigunj

***45.** (Admitted question No. *172.) **Shri Shyama Prosad Barman:** (a) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development and Extension Services Department be pleased to state whether the Government has received any complaint against the present B. D. O., Raigunj Block, in the district of West Dinajpur, regarding the distribution of Government loans to the loanee-purchasers for the purchase of pumping sets in 1961 and in the matter of supply of C. C. Rings to the Pradhans of Anchals in 1961 ?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) the nature of complaint;

(ii) how many and from what company and firm and of what make, the pumping sets were purchased and supplied by the B. D. O.;

(iii) what was the actual price of each set in the year 1961 and what price was charged and realised by the B. D O., from the loanee-purchasers;

(iv) whether any cash memo. and guarantee letter from the firm was given to the loanee-purchasers ?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :

(a) Yes, but on detailed enquiry by the S. D. O., Raiganj, it was found that there was no substance in the allegations.

(b) (i) It was alleged that the B. D. O., misappropriated Government money by supplying pumping sets to 13 loanee purchasers at a rate higher than the real price of each set.

In connection with the construction of C.C. ringwells the B.D.O. compelled the Anchal Pradhans to buy C. C. Rings of inferior quality from his own favourite contractor at a higher price.

(b) (ii) Thirteen pumping sets were purchased and supplied by the B. D. O. The pumping sets were 5 Horse-power Kirloskar Pumps. After inviting quotations from several supplying firms orders were placed with two firms. Messrs. F. Hossain & Bros. supplied 9 pumping sets and extra 75 ft. delivery nose for each pumping set and M/s. Commercial Engineering Corporation supplied 4 pumping sets with extra 50 ft. delivery hose for each set.

(iii) The price quoted for each set including transport charges was Rs. 2,760 and for extra hose M/s. F. Hossain & Bros. charged at the rate of Rs. 4.40 nP. per ft. and Commercial Engineering Corporation charged at the rate of 4.45 nP. per fit. The total charge on account of the above including a local demonstration cost of Rs. 70 amounted to Rs. 39,810 which was met by payment of Rs. 3,090 each by 9 loanees receiving extra 75 ft. delivery hose and of Rs. 3,000 each by four loanees receiving 50 ft. extra delivery hose.

(iv) As the order for the purchase of the pumps was placed by the B. D. O., the question of issuing cash memos. to the individual loanees by the supplying firms did not arise. The supplying firms also did not issue guarantee letters.

[12-20—12-30 p.m.]

Dr. Golam Yazdani:

আপনি বলছেন যে কোন সাবস্ট্যান্স ছিল না, কিন্তু আমি বলছি যে সাবস্ট্যান্স রয়েছে—কারণ হোসেন ব্রাদার্স যে চার্জ করেছিল সেটা কমার্শিয়াল ইঞ্জিনীয়ারি কর্পোরেশন-এর চার্জ থেকে কম তা সত্ত্বেও কমার্শিয়াল ইঞ্জিনীয়ারি, কর্পোরেশনের কাছ থেকে পাম্প মেসিন নেওয়া হয়েছে তাহলে এটা কি এলিগেসনের মধ্যে পড়ে না যে কেন এই রকম করা হোল?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

মাননীয় সদস্য মহাশয় যে সমস্ত কথা বলছেন, তার নেচার অব এলিগেসন বা চার্জগুলি সমস্তই এস, ডি, ও এনকোয়ারী করেছেন—তিনি রিপোর্টে বলছেন যে এগুলি সাবস্ট্যানসিয়েটেড হয় নি; আমি এই রিপোর্ট থেকে একটু পড়ে দিচ্ছি

"On the basis of the explanation furnished by the Block Development Officer the documents referred to and the evidence of witnesses examined and on a careful consideration of the surrounding circumstances and probabilities the allegation of corrupt practices by the Block Development Officer, Raigunge, appears to be entirely baseless."

Shri Nikhil Das:

উনি বল্লেন যে হোসেন ব্রাদার্স কম টেণ্ডার দিলেও তা এ্যাকসেপটেড হয়নি—অথচ উপরের টেণ্ডার এ্যাকসেপটেড কেন হোল? এ সম্পর্কে যে এনকোয়ারী হয়েছিল এস, ডি, ও-র রিপোর্টে, সে সম্বন্ধে কিছু আছে কি?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

ওটা এ্যাকসেপটেড কেন হয় নি তা সবাই জানেন—দাম কম হলেই সব সময় সেই স্পেসি-ফিকেসনের প্রশ্নে টেণ্ডার এ্যাকসেপটেড হয় না।

Shri Nikhil Das:

হোসেন ব্রাদার্সের টেণ্ডার কম থাকা সত্ত্বেও বেশী দামেরটা এ্যাকসেপটেড কেন হোল সেটা জানতে পারি কি?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

সেটা এখন বলতে পারবো না—নোটিশ চাই।

Shri Nikhil Das:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি বল্লেন যে এস ডি ও-র তদন্তের রিপোর্ট তাঁর কাছে আছে—সেই এস, ডি, ও-র রিপোর্টে তিনি কি কোন আর্গুমেণ্ট দেখিয়েছেন যে কেন লোয়েস্ট টেণ্ডার এ্যাকসেপ্ট না করে অন্যটা করেছেন?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

এস, ডি, ও-র রিপোর্ট এত বড় যে আপনাদের যদি ধৈর্য্য থাকে তাহলে পড়ে দিতে পারি।

Shri Nikhil Das:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয়ই পড়ে এসেছেন সেটা, এটা একটা রেলেভেন্ট জায়গা, এর জবাব মন্ত্রী মহাশয়ের দেওয়া উচিত ছিল—কিন্তু সেই জবাব দেওয়া হচ্ছে না।

(উত্তর নাই)

Shri Sailendra Nath Adhikary :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যখন উত্তর দেন তখন খুব লাইট হার্টেডলি দেন। কারণ তাদের এ্যান্সার থেকে বোঝা যায় যে যে প্রশ্নগুলি আমরা করি ১২ দিনের মধ্যে তার উত্তর এখানে আসে না। তার পর দেখা যায় যখন তার উত্তর দেন সেই উত্তরও হয় ভাষাভাষা—আমার সাবমিসন হচ্ছে যে আমরা এখানে যে সমস্ত প্রশ্নগুলি করি তা ইনফরমেশন এলিসিট করার জন্য—কিন্তু তা হয় না—তাহলে আমাদের স্যার বলে দিন এ সম্পর্কে আমাদের কি করতে হবে।—আর যদি আপনি আমাদের কিছু বলতে না দেন তাহলে আমরা গ্যাগড হয়ে যাবো। আমাদের সমস্ত কিছু তাঁরা নেগ্লেক্টফুলি দেখবেন, আর আমরা প্রশ্নের সাপ্লিমেণ্টারী করতে পারবো না এই রকম জিনিস চিন্তা করতেও ভয় লাগে। নিখিলবাবুর প্রশ্নের উত্তরে উনি বল্লেন যে এনকোয়ারী হয়েছে এবং তার ফুল রিপোর্ট ও পেশ করা হয়েছে। নিখিলবাবু বল্লেন একটা কোম্পানী লোয়েস্ট টেণ্ডার দিয়েছে গভর্নমেণ্টের রুল হচ্ছে সেটা এ্যাকসেপ্ট করা—কিন্তু এখানে তা করা হয় নি।

Mr. Deputy Speaker :

নট নেসেসারী।

Shri Sailendra Nath Adhikary :

কোথায় কোথায় দেওয়া হবে তা সেই রুলে দেওয়া আছে—স্যাটিসফায়েড না হলে পরে সেই লোয়েস্ট টেণ্ডার এ্যাকসেপ্ট করা হয় না। যদি বোঝা যায় সেই টেণ্ডারগুলি আর নট স্যাটিসফ্যাক্টরী সো ফার অ্যাজ মাই নলেজ গোজ। সেই ভাবে বি, ডি, ও প্রসিডিওর্যাল এফেক্ট দিয়েছিলেন কিনা, তিনি প্রসিডিওর্যাল ওয়েতে চলেছিলেন কিনা সেটা জানতে চাচ্ছি—এটা কি উনি আমাদের কিছু জানাতে পাবেন না ?

Mr. Deputy Speaker :

উনি সেই রিপোর্ট পড়বার জন্য প্রস্তুত।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :

মাননীয় সদস্য মহাশয় বলেছেন যে 'আমরা ইনফরমেশন তাদের দিতে চাচ্ছি না—একথা ঠিক নয়। যে যে পয়েণ্টে জানতে চাওয়া হয়েছে। বি, ডি, ও-র বিরুদ্ধে কি কি এলিগেসন ছিল ইত্যাদি তা দিয়েছি সেগুলি সত্য কিনা তাও এস, ডি, ও-র রিপোর্ট্-এ দেখিয়েছি যে সেগুলি সত্য নয়।

Shri Sailendra Nath Adhikary :

আপনি শুধু এস, ডি, ও-র রায়গুলি পড়ে দিলেন আপনি তো জানতে পেরেছেন যে এস, ডি-ও কিভাবে স্যাটিসফায়েড হয়েছেন—সেটা একটু বলুন?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :

তাহলে পড়ি সেই রিপোর্টটা—

It has been alleged that the Block Development Officer, Raigung, issued threatening letter.

(গোলমাল)

Shri Sailendra Nath Adhikary :

স্যার, সবটা পড়ার দরকার নেই। উনি কি জানেন সেটা বলুন?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :

যে টেণ্ডার কমিটি আছে তারা কাকে কন্ট্রাক্ট দিল কি না দিল বা কোন গ্রাউণ্ডে দিলো সে রিপোর্ট কোথায় পাবো সেটা একটা ভিন্ন ইস্যু—আপনি নোটিশ দিন তার উত্তর জানিয়ে দেবো।

Shri Nathaniel Murmu:

রায়গঞ্জের স্থানীয় পত্রিকা তুলিকা তাতে একটা স্থানীয় ঘটনা ছাপা হয়েছিল সেখানেও দেখা গেছে উপরের টেণ্ডারটা এ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে। সেখানে একটা নির্দিষ্ট চার্জ ছিল যে বি, ডি, ও-র সঙ্গে টেণ্ডারপ্রদানকারীর একটা বখরা ছিল সেটা কাগজে বেরিয়েছিল। ন্যাচারালি এস, ডি, ও যখন এ সম্বন্ধে এনকোয়ারী করেছেন তখন সেই সম্পর্কে চাপা দেওয়া সম্ভব ছিল না। আমি জানতে চাচ্ছি কি কারণে সেটা এ্যাকসেপটেড হয়েছিল?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

কোয়েশ্চেন যিনি করেছিলেন, তিনি ঐ বখরা-টখরার কথা তাতে কিছু লেখেন নাই তিনি বলেছিলেন

whether the Government has received any complaint against the present B.D.O., Raigunj Block, regarding the distribution of Government loans of the loanee purchasers for the purchase of pumping sets in 1961 and in the matter of supply of C. C. Rings to the Pradhans of Anchals in 1961......

Shri Sudhir Chandra Das:

তাদের যে পাম্প দেওয়া হয়েছিল এবং যারা অভিযোগ করেছিলেন তাদেরকে তদন্তের সময় জানানো হয়েছিল কিনা এবং তারা উপস্থিত ছিলেন কিনা--এটা কি আপনি জানেন?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

তদন্ত করেছিলেন যখন তখন যাদের পাম্প দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে নিশ্চয়ই এস, ডি ও, জিজ্ঞাসা করেছেন।

Shri Sudhir Chandra Das:

এটা রিপোর্ট-এ আছে কিনা যে তদন্তের সময় আপত্তিকারীরা উপস্থিত ছিলেন এবং পাম্প গ্রহণকারীরাও উপস্থিত ছিলেন?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

এই রকম কিছু রিপোর্টে নাই তবে এ সম্বন্ধে উইটনেস নেওয়া হয়েছে, এভিডেন্স নেওয়া হয়েছে, ডকুমেন্ট ইত্যাদি স্ক্রুটিনি করা হয়েছে সেই এনকোয়ারীর সময়।

Shri Sailendra Nath Adhikary:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একথা কি বলবেন এই সমস্ত পাম্প দেওয়ার ব্যাপারে যে সমস্ত ইণ্ডি-ভিজুয়্যালকে পাম্প দেওয়া হয়, সাম্প মানি দেওয়া হয়, এমন কি অবস্থা তখন সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে বি, ডি, ও নিজে দায়িত্ব নিলেন- তাদের লোনের টাকা না দিয়ে, তার জন্য উপরের অথরিটির পারমিশন নিয়েছিলেন, না বি, ডি, ও, তার জুরিসডিকসনের বাইরে কাজ করেছিলেন, এই সম্পর্কে আপনি স্যাটিসফায়েড হয়েছেন কি?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

যারা পাম্প কিনবেন তারা বি, ডি, ও কে বল্লেন যে আপনার কাছে টাকা জমা দিচ্ছি আপনি সেগুলি কিনে দেবেন -আমরা গ্রামের লোক কলকাতায় গিয়ে ওসব কেনাকাটির ঝামেলা করতে পারবো না তাই তিনি দায়িত্বটা নিয়েছিলেন- তবে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে বি, ডি, ও-র টাকা-টার দায়িত্ব নেওয়া উচিত হয় নি। অবশ্য তাদের যে টাকা ট্রেজারীতে জমা দেওয়া হয়েছিল সেই ড্রাফ্ট চেকের নং ও ডেট আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[12-30—12-40 p.m.]

Shri Balai Lal Das Mahapatra:

এই যে পাম্পিং মেসিনগুলো বি, ডি, ও সরাসরি কিনলেন তার ক্যাসমেমো পার্টিকে দেওয়া হয়েছে কিনা জানাবেন কি?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

বি, ডি, ও, ক্রেতা এবং টাকা ট্রেজারী-তে জমা হয়েছে, কাজেই ক্যাসমেমো ইনডিভিজুয়ালকে দেবার প্রশ্ন ওঠেনা।

Shri Kashi Kanta Maitra:

এই বি, ডি, ও, সম্বন্ধে বর্তমান অর্থমন্ত্রী শৈলবাবু গত সেসনে এই হাউসে বলেছেন যে, প্রথমে যে এনকোয়ারী হয় তাতে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। তারপর তিনি বললেন জেলা শাসক এনকোয়ারী করবেন এবং সমস্ত এলাকায় যারা র‍্যালেভেণ্ট পার্টি, ইনটারেসটেড পার্টিজ তাদের সবাইকে ইনভাইট করবেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ডিপার্টমেনটাল এভিডেন্স নিয়ে এই ভাবে এনকোয়ারী করা হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

জেলা শাসক এনকোয়ারী করেছেন. এস, ডি, ও-কে দিয়ে করিয়েছেন এবং তার রিপোর্ট আমি পড়েছিলাম।

Shri Balai Lal Das Mahapatra:

এই বি, ডি, ও, সম্বন্ধে বিধানসভায় বারবার আলোচনা হয়েছে এবং গত অধিবেশনে শৈলবাবু এই বলে তাঁকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে তিনি বেস্ট অফিসার, কিন্তু আমরা দেখছি মণ্ডল কংগ্রেস এবং অঞ্চল প্রধানের পক্ষ থেকে অনেক অভিযোগ আসছে। আমার প্রশ্ন হোচ্ছে এই বি, ডি, ও, শৈলবাবুর কোন আত্মীয় কিনা এবং তাঁর নাম শ্রী এ. কে. চ্যাটার্জী কিনা?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমার সম্বন্ধে যে ইংগিত করা হয়েছে তাতে আমি জানাতে পারি যে, তাঁর সঙ্গে আমার ১৪ পুরুষের রক্তের কোন সংস্রব নেই।

Shri Balai Lal Das Mahapatra:

মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে গত ১৩-২-৬২ এবং ৪-৫-৬৩ তারিখে সেখানকার মণ্ডল কংগ্রেস কমিটি এই বি, ডি, ও-র আপত্তিজনক কার্যের জন্য আপত্তি তুলেছেন?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:

সেইজন্যই তো এনকোয়ারী হয়েছে এবং ১টি নয়, ২টি এনকোয়ারী হয়েছে।

Shri Sailendra Nath Adhikary:

অর্থ মন্ত্রিমহাশয় বললেন ঐ চাটুর্জে মহাশয় মুখার্জী মহাশয়ের কেউ নয়। আমি জিজ্ঞাসা করছি বৈবাহিকসূত্র কিছু আছে কিনা জানাবেন কি?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:

আপনার জানা থাকতে পারে, কিন্তু আমার কিছু জানা নেই।

Shri Shyama Prosad Barman:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এই যে বি, ডি, ও, কতগুলি পাম্পিং সেট সাপ্লাই করবার জন্য যা অ্যাকচুয়াল কস্ট তার চেয়ে বেশী টাকা নিয়েছেন কিনা এবং সেই কারণে সিভিল অ্যাকশন নেবার জন্য সেকসান ৮০ অব দি সি. পি. সি. কোন নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:

হয়ে থাকতে পারে।

Shri Shyama Prosad Barman:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, কোর্ট-এ সিভিল স্যুট ফাইল করা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
আমি বলতে পারি না।

Shri Shyama Prosad Barman:
মাননীয় শৈলবাবু এ বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী জানাবেন কি সেপ্টেম্বর ৮০ অব দি সি, পি, সি, তাঁর উপর কোন নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee:
ব্যক্তিগতভাবে নোটিশ সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই। তবে যদি নোটিশ দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে গভর্নমেণ্ট নিশ্চয়ই ফাইট করবে।

Shri Shyama Prosad Barman:
মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এই বি, ডি, ও,-র বিরুদ্ধে যে এলিগেশান করা হয়েছে সেই কমপ্লেইণ্ট কতগুলি করা হয়েছে এবং প্রথম কমপ্লেইণ্ট কোন মাসে করা হয়েছে?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
কতগুলি করা হয় আমি তা জানি না। তবে যে কমপ্লেইণ্ট সম্বন্ধে প্রশ্ন কর্তা নোটিশ দিয়েছিলেন আমি তা বলেছি।

Shri Shyama Prosad Barman:
এই যে এনকোয়ারী করা হয়েছে তাতে যাঁরা এলিগেশান করেছিলেন তাঁদের ডাকা হয়েছিল কিনা জানাবেন কি?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
এই প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি যে, এস, ডি, ও,-র উপর যখন এনকোয়ারির ভার ছিল তখন তিনি নিশ্চয়ই ডেকেছেন।

Shri Shyama Prosad Barman:
একটা এনকোয়ারী হয়েছে সে সম্বন্ধে মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
আমি আগেই বলেছি সমস্ত এভিডেন্স উইটনেস এগজামিন করা হয়েছে, ডকুমেণ্টস স্ক্রুটিনি করা হয়েছে। সেখানে পার্টিকুলারলি কোন্ কোন্ উইটনেসকে ডাকা হয়েছে এটা জানতে হলে নোটিশ চাই।

Shri Shyama Prosad Barman:
যদি বলি কোন এনকোয়ারী হয়নি তাহলে ঠিক হবে না কি?

Mr. Deputy Speaker:
এটাতো হাইপোথেটিকেল কোশ্চেন।

Shri Narayan Choubey:
ইহা কি সত্য যে কোন এনকোয়ারী হয়নি?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
ইহা সত্য নয়।

Shri Shyama Prosad Barman:
বি, ডি, ও, কোন ভাউচার দিয়েছিলেন কিনা, বার বার তার কাছে ভাউচারের জন্য তাগিদ করেছিলেন কিনা?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
এর উত্তরে আগেই বলেছি যে বি, ডি, ও, নিজে পাম্প কিনেছেন, সুতরাং ভাউচার দেবার কোন প্রশ্ন উঠে না।

Shri Shyama Prosad Barman:
ভাউচার না দিলে ওনারশিপ হয় না, কোন জিনিষ কিনলে ক্যাশমেমো থাকা দরকার। বি, ডি, ও ভাউচার না দিলে ওনারশিপ কেমন করে হবে দয়া করে জানাবেন কি?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
ভাউচার কেন দেয়নি সে সম্বন্ধে ইনকুইয়ারী করবো।

Shri Balai Lal Das Mahapatra:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এই দুরন্ত বি, ডি, ও, তার নিজের বিয়েতে এবং তার বোনের বিয়েতে প্রত্যেক পঞ্চায়েত থেকে লেভি আদায় করেছে—কারও কাছ থেকে মাছ, কারও কাছ থেকে জ্বালানী কাঠ, কারও কাছ থেকে চাল আদায় করেছে?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
এ সংবাদ জানা নাই।

Shri Nikhil Das:
এরকম গুজব শোনা যাচ্ছে যে এই বি, ডি, ও,-কে খাদ্য ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী করা হবে, এ খবর সত্য কিনা?

[কোন উত্তর নাই]

Shri Shyama Prosad Barman:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি সি সি বি বি ডি ও প্রধানদের না দিয়ে কনস্ট্রাকশনের কণ্ট্রাক্টারকে না দিয়ে কোন পার্টিকুলার কণ্ট্রাক্টারকে সি, সি, বি কনস্ট্রাকশনের ভার-দিয়েছে?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
তা দিয়ে থাকতে পারে।

Shri Shyama Prosad Barman:
এরকম কোন কমপ্লেন হয়েছে কিনা যে কনস্ট্রাকশনের কন্ট্রাক্টারকে না দিয়ে, সি, পি, ঘোষ নামে প্রাইভেট কনট্রাক্টারকে ভার দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি পার ডীল ১৪ টাকা করে আদায় করেছে, হোয়ার এ্যাজ গ্রামসভা তৈরী করেছে ১০ হাজার টাকা খরচ করে। মাননীয় ফাইন্যান্স মিনিস্টার এরকম এলিগেশন পেয়েছেন কিনা?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
উনি যেসব প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন সেই সমস্ত পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এগুলি ভিত্তিহীন।

Shri Shyama Prosad Barman:
সি, সি, রিং সম্বন্ধে যে নেচারের এলিগেশন ছিল সেই সমস্ত এলিগেশন সম্বন্ধে কি নেচারের ইনকুইয়ারী হয়েছিল?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
সি, সি, রিং-এর সম্বন্ধে কি নেচারের এলিগেশন ছিল জানিয়েছে সি, সি, রিং বেশী দামে নিয়েছে এবং পাম্পিং-এ বেশী দাম নিয়েছিল। ইনকুইয়ারী করে দেখা গিয়েছে সেটা ভিত্তি-হীন।

[12-40—12-50 p.m.]

Shri Shyama Prosad Barman :
এস, ডি, ও, সি, সি, বিঃ সম্পর্কে এনকোয়ারী করে কি রিপোর্ট দিয়েছেন বলবেন।

Shri Jyoti Basu :
মন্ত্রিমহাশয় এইভাবে ফাইল দেখে যদি সময় নষ্ট করেন তাহলে তো কোন মানে হয় না। আপনি ওঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যে এটা সময় নষ্ট করার জায়গা নয়। এটা কি স্কুল যে কাগজপত্র সব এখানে এসে দেখবেন? কোয়েশ্চেন যখন আছে তখন এ সব পড়ে আসতে হয়, জানতে হয় কারণ উত্তর দিতে হবে।

Mr. Deputy Speaker :
খুব বড় রিপোর্ট কিনা।

Shri Jyoti Basu :
যে রিপোর্টই হোক না কেন, উনি তো সব পড়ে আসবেন। আমাদের সময় নষ্ট করার কোন অধিকার আছে। এর মানে কি? দেখুন না উনি কি করছেন—তাসে নুক আটি ছিম।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :
এত বড় রিপোর্ট খুঁজে বার করা মুস্কিল।

Shri Jyoti Basu :
ওদের হয়ত অপমান বোধ নেই, কিন্তু আমাদের আছে। এতগুলো লোক এসেছেন তারা কি ভাবছেন?

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :
স্যার যে পয়েন্ট-এর প্রশ্ন দেওয়া হয় তার বাহিরে প্রশ্ন করলে আমাদের পক্ষে উত্তর দেওয়া মুস্কিল হয়।

Shri Kamal Kanti Guha:
আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে ঐ ফাইল-এ রিপোর্ট আছে কিনা তা তিনি জানেন না।

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay :
জানি না তবে রিপোর্ট থেকে কোট করলাম কি করে।

Mr. Deputy Speaker : It is held over for the time being.

Shri Sailendra Nath Adhikary :
আমি দেখছি যে উনি খুব ঘাবড়ে গেছেন, সেজন্য এই সাবজেক্ট-এর উত্তর না হয় কাল হবে।

Panchayat election under the Raigunj Block

***46.** (Admitted question No *173.) **Shri Shyama Prosad Barman :** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self-Government and Panchayats Department be pleased to state—

(a) whether Nyaya Panchayat election was held without any contest in the year of 1962 in Gouri Anchal No. 9 and Rampur Anchal No. 6 under the Raigunj Block in the district of West Dinajpur;

(b) *if so, whether the Nyaya Panchayats in those two Anchals are functioning; and*

(c) *if the answer to (b) be in the negative, the reasons thereof?*

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra: (a) Yes.

(b) & (c) Nyaya Panchayats in Rampur Anchal is functioning but Nyaya Panchayat in Gouri Anchal is not functioning because of some allegations of criminal nature against the Pradhan Vicharak. Further enquiry is being made.

Shri Shyama Prosad Barman:

এই যে রামপুর অঞ্চল ফাংসান করছে তা কোন্ তারিখ থেকে তা জানাবেন কি ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

তা বলতে পারবো না।

Shri Shyama Prosad Barman:

গৌরী অঞ্চলে প্রধানের বিরুদ্ধে কতগুলি এলিগেশান আছে এবং কতগুলি ক্রিমিনাল নেচারের সেটা দয়া করে জানাবেন কি ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

আমি এ সম্বন্ধে ডিটেল রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি, সেজন্য সব কথা বলা সম্ভব নয় ফারদার এনকোয়ারী ইস বিইং মেড, এই অল্প সময়ে টেলিগ্রামে যে জবাব দিয়েছেন সেটুকু আপনাদের কাছে পরিবেশন করলাম, আরও জানাবার জন্য চিঠি দিয়েছি।

Shri Shyama Prosad Barman:

মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, এই যে নয়া পঞ্চায়েতের নির্বাচন এটা হয়েছে ১৯৬২ সালে, সেটা কোন তারিখে রিকনসিডারেশান হয়েছে জানাবেন কি ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

তারিখটা বলতে পারবো না।

Shri Shyama Prosad Barman:

এই যে, গৌরী অঞ্চলের প্রধানের বিরুদ্ধে এলিগেশান হয়েছে সেটা যদি বলি ১৯৬৩ সালে জুলাই মাসে হয়েছে যখন এস, ডি, ওর বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত এসোসিয়েশান থেকে কমপ্লেন করেছে তাদের অনেস্টি সম্বন্ধে। এটা যে তখন থেকে হয়েছে তা আপনি অস্বীকার করতে পারেন ?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

আমি কিছুই করতে পারি না। এলিগেশান কি এবং কত দিন হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে বলেই ফারদার এনকোয়ারী করে ডিটেলস সমস্ত কাগজপত্র পাঠিয়ে দিতে বলেছি।

Shri Shyama Prosad Barman:

রায়গঞ্জ ব্লকে ১৩টা অঞ্চল আছে, এ ছাড়া বাকিগুলিতে ইলেকসান হয়নি কেন জানাবেন কি

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

১৩টা অঞ্চলের সম্বন্ধে নেই, প্রশ্ন আছে ২টা অঞ্চল সম্বন্ধে, এবং আমি তারই উত্তর দিয়েছি। বাকি ১১টায় কি হয়েছে তা এখন বলতে পারবো না প্রশ্ন করলে বলতে পারবো তবে, নোটিশ চাই।

Shri Monoranjan Hazra:
আপনি কি জানেন যে বিরোধী পক্ষের অনেকেরই নমিনেশান পেপার নেওয়া হয় নি।

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
জানা নেই

Shri Monoranjan Hazra:
আপনি কি জবাব দেবেন যে, ব্লক অফিস থেকে একরূপ ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কর্মচারীদের, যাতে অন্য লোক আসতে না পারে এবং সে জন্য নমিনেশান পেপার গ্রহণ করেন নি?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
জানা নেই।

Shri Kashi Kanta Maitra:
গৌরী অঞ্চলে সেটা আছে তা ঐ অঞ্চল থেকে সেটা সুপারসিড করে দিয়েছেন কিন্তু তিনি জানেন এটা সত্য কিনা?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
এ প্রশ্ন থেকে এটা উঠে না; তবুও জানাচ্ছি যে, ঐ অঞ্চল খুব অল্প দিন হল সুপারসিডেড হয়েছে অঞ্চলের প্রধান আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। এ বিষয়ে আমি সমস্ত কাগজপত্র আনাবার চেষ্টা করছি।

Shri Anadi Das:
যদি সুপারসিডেড হয়ে থাকে কি কারণে সুপারসিডেড হল তা জানাবেন কি?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
এ প্রশ্ন থেকে এটা ওঠে না। এটা হচ্ছে অঞ্চলের কথা, আর এটা হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতের কথা। কি কারণে হয়েছে তা যদি জিজ্ঞাসা করেন তা উত্তর দিতে পারবো না।

Shri Shyama Prosad Barman:
রাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি গৌরী অঞ্চলের প্রধানের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল এলিগেশান আছে সেটা কি?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
আমি বলেছি এলিগেশান যা বলছেন আমি নোটিশখানে যা দেখেছি তাতে যা পেয়েছি তাই আপনাদের জানিয়েছি কিন্তু কি কি ক্রিমিনাল নেচারের এলিগেশান হল তার কোন এনকোয়ারী হয়েছে কিনা জানাবার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে, তার উত্তর এখনও আসেনি।

[12-50—1-00 p m.]

Shri Shyama Prosad Barman:
এটা কি রাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে যে কোয়েশ্চেন যখন এ্যাডমিটেড হয়েছে তখন সব রকম সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চেন এ্যাসেম্বলীতে উত্থাপিত হতে পারে, সেজন্য কেন তিনি এগুলি আনিয়ে নেন নি?

(নো রিপ্লাই)

Shri Shyama Prosad Barman:
তাহলে আমি কি এটা ধরে নেব এই কোয়েশ্চেন-এর সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া হচ্ছে না?

Mr. Deputy Speaker:
এটা কি প্রশ্ন হল?

Shri Shyama Prosad Barman:
তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটাকে হেল্ড ওভার রাখা হোক।

Mr. Deputy Speaker:
কেন হেল্ড ওভার রাখা হবে?

Shri Shyama Prosad Barman:
গৌরী অঞ্চল বলেছেন সুপারসিড করা হয়েছে। এই সুপারসেসানের জন্য ওখানকার না পঞ্চায়েতকে অধিকার দেওয়া হয়নি এটা ঠিক কি?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
আমি তো উত্তরে বললাম যে তার সুপারসেসান হয়েছে বলে হয়নি তা নয়, এখানে আম কাছে যে তথ্য আছে তাতে বলা হয়েছে
allegation of criminal nature against the Prodhan Vicharak.
সেই প্রধান বিচারকেরও কোন পরিপূর্ণ তথ্য আমার কাছে নেই। আমি তথ্যগুলি দেখব এইটু ভরসা দিতে পারি মাননীয় সদস্যদের।

Shri Kashi Kanta Maitra:
সুপারসিড যখন করা হল তখন অভিযোগের শুনানির কোন রকম সুযোগ সুবিধা ন দিয়ে চার্জ মেক ওভার করে বলা হয়েছে কাগজে সই করে দিতে হবে যে আজ থেকে অঞ্চল সুপারসিড করা হল। এটা ঠিক কিনা?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:
প্রশ্নটা হচ্ছে ন্যায় পঞ্চায়েতের ব্যাপারে। অঞ্চল পঞ্চায়েত যে সুপারসিডেড হয়েছে সেস কাগজপত্র এর সঙ্গে নেই। অতএব সে সম্বন্ধে কোন তথ্য দিতে পারব না।

Shri Balai Lal Das Mahapatra:
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন ভূতপূর্ব পঞ্চায়েত মন্ত্রী মাননীয় শৈল কুমার মুখার্জী এ পঞ্চায়েত দপ্তরে যে দুর্গন্ধময় আবর্জনা দিয়ে গেছেন সেটা পরিষ্কার করবার কথা কি তিনি চিন্তা করছেন?

Mr. Deputy Speaker:
এটা প্রশ্ন হয় না।

Answer to supplementary question to heldover starred question No. 15

The Hon'ble Smarajit Bandyopadhyay:
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় এই এস, ডি, ও,র রিপোর্টটা ২৪ পাতা বলে আগে পড়িনি। এখন আমি কেবল সি, সি, রিং এর প্রশ্নটা পড়ে দিচ্ছি।
It has been alleged that under "Drinking Water Supply Schemes" all the anchal of Raigunj Block were granted some amount of money for sinking C. C. ring in their anchals, that the Block Development Officer took the charge of construc tion of C. C. rings himself and compelled the Prodhans to buy C. C. ring of inferior quality from his own favourite contractor, Shri T. P. Ghosh.

In his explanation the Block Development Officer has stated that an unspen amount of Rs. 10,000 from the head "Dispensary Scheme" was diverted to the head "Drinking Water Supply" in the budget for 1960-61, that the entire

amount barring a sum of Rs. 770 was drawn as grant-in-aid by the Prodhans from the treasury in T. R. form No. 48, that a sum of Rs. 770 lapsed on account of failure of a particular anchal panchayat to present bill on 31st March, 1961, that at a meeting of Prodhans it was decided to sink three ring wells in each anchal out of the said grant-in-aid funds together with local contribution of 25 per cent. of the cost of the scheme by the anchals, that a standard plan and estimate was drawn up by the overseer, R. W. S. and vetted by the Assistant Engineer, P. H. E., Malda, that the Prodhans expressed their difficulty in obtaining supply of C. C. rings of 3' diameter which the R. W. S. specified as the C. C. rings available in the market were usually 2' diameter, that they found the estimate to be rigid and requested the Block Development Officer to call for tenders centrally and to arrange supply of rings to different anchals, that the Block was divided into two zones for this purpose and tenders were invited for supply of C. C. rings to the different anchals of these two zones, that the lowest rates per r. f. t. obtained on tender were Rs. 12.49 nP. and Rs. 13.91 nP. for the anchals in these two zones respectively, that tenders were again invited to reduce the cost still further, that on fresh tenders the lowest rates for the two groups of anchals came down to Rs. 10.25 nP. that in a bid to reduce the cost of rings still further, the Block Development Officer requested the individual contractors to lower their rates to Rs. 9.34 nP. that they ultimately agreed o supply rings at that rate so that the cost of each ring of 3' diameter and of 1½' length—delivery at anchal office—did not cost more than Rs 14, that work orders were issued with a direction that the work was to be done under the direction of the sponsoring authority within the anchal, that payment to the contractor according to the tendered rate was made by the Prodhans themselves, that a few Prodhans made their payment through the cashier of the Block against receipts as they found difficulty in contacting the contractors, that the contractors issued stamped money receipts in the name of Anchal Prodhans after receiving full payment, that every year the gram panchayats used to sink a pretty large number of ring wells from their own budget, that these rings which were of 2' diameter were purchased by the Adhakshyas from the market at the rate of Rs. 10 per 1½' ring ex-godown, i.e. from Raiganj, that the total cost of such rings of 2' diameter including carrying costs to distant anchals came to Rs. 14 or Rs. 15, that there was no question of showing favour to any particular contractor and that the cost of supply was such reduced due to the efforts made by the Block. I examined Shri Biswa Nath Karmakar, Prodhan, Maraikura Anchal, Shri Dundiram Barman, Prodhan, Sherpur Anchal, Shri Khagendra Nath Roy, Prodhan, Birgahi Anchal, Shri Sailesh Chandra Ghosh, Prodhan, Bahin Anchal, Shri Birendra Nath Roy, Prodhan, Mohipur Anchal, Shri Ananta Kumar Burman, Prodhan, Rampur Anchal, Shri Sujendra Kumar Sarkar, Prodhan, Jagdishpur Anchal, Shri Marijuddin Ahammed, Prodhan, Sitgram Anchal, Shri Ananta Kumar Burman, Shri Sujendra Kumar Sarkar, Shri Birendra Nath Roy and Shri Sailesh Chandra Ghosh have all of them stated to me that they entrusted Block Development Officer with the work of inviting tenders for supply of C. C rings. Shri Khagendra Nath Roy, Prodhan, Birgahi, has stated that he objected to the supply being made by contractors. Shri Biswanath Karmakar has stated that the Block Development Officer initially informed them that Shri Sucharu Guha was the lowest tenderer having offered the lowest rate of Rs. 11 per ring of 3½' diameter. The tenders submitted by different firms disproves the statement of Shri Karmakar. The statement of Khagendra Nath Roy does not appear at all to be correct in view of the statements of other Anchal Prodhans I have checked the accounts of Rampur, Sitgram, Mahipur, Jagdishpur, Bindol, Sherpur and Birgahi Anchals. It appears that the sums drawn by the different

Anchals under this head were properly accounted for. In Jagdishpur Anchal the cost of supply of 42 C.C. rings of 2′ diameter which the Anchal procured through its own effort was found to be as follows:—

Cost of C. C. Rings	.. ..	Rs. 462
Carrying cost of C. C. rings from Raiganj to Jagdishpur	.. .. ..	Rs. 126
Travelling allowance	.. ..	Rs. 10
Total		Rs. 598

The cost of each C. C. ring of 2′ diameter which the Anchal procured through its own efforts therefore came to Rs. 14.03 nP. approximately. On the other hand the cost of C. C. ring of 3′ diameter came to Rs. 14 on the centrally invited tenders from the Block Office.

[1-00—1-10 p.m.]

Held-over Question

Police action at Manicktola

***22.** (Admitted question No. *101.).

Shri Jamini Bhusan Saha:

স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ করে জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে চব্বিশ-পরগণা জিলার নওয়াপাড়া থানার অন্তর্গত মানিকতলায় গত ২৯এ নভেম্বর জমি সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া আদিবাসীদের উপর পুলিশ গুলি চালাইয়াছিল, এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) গুলি চালনার কারণ কি;

(২) গুলিতে কত জন নিহত হইয়াছে, এবং তাহাদের নাম কি,

(৩) ইহা কি সত্য যে, আদিবাসীদের ঘরবাড়ি ভাঙ্গিয়া তছনছ করা হয় ও তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়,

(৪) এই ঘটনার জন্য সরকার কি বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন,

(৫) গুলি চালনার ফলে যাহারা নিহত হইয়াছে তাদের পরিবারবর্গকে এবং আদিবাসীদের যে সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে কি, এবং

(৬) এই সকল আদিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের চিন্তা করিতেছেন কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

'ক' এবং 'খ' (১-৪) কোন একটি জমি সংক্রান্ত মামলায় শিয়ালদহ তৃতীয় কোর্টের মুনসেফের আদেশ অনুযায়ী গত ২৯।১১।৬৩ তারিখে নওয়াপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার দুইজন অবর আরক্ষ পরিদর্শক ও একটি পুলিশ বাহিনী যাইয়া ইছাপুর অঞ্চলে নওয়াপাড়া থানার অন্তর্গত মানিকতলা এলাকায় ডিক্রিদারীকে জমির দখল দিবার জন্য কোর্টের পেয়াদাকে সহায়তা করিতে গিয়াছিলেন। আদিবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় আত্মরক্ষার্থে পুলিশকে গুলি চালাইতে হয়। ইহার ফলে আদিবাসী শ্রীচারু ওরাওঁ এবং গায়ত্রী দাস মারা যায়। ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক এই গুলি চালনার ব্যাপারে নির্বাহিক তদন্ত করিয়াছেন। নিহত বালিকা গায়ত্রীর মাতা ও আদালতে একটি মামলা রুজু করিয়াছেন।

বর্তমানে বিচারাধীন আছে, কাজেই একপ ক্ষেত্রে আর বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়। নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের এবং আদিবাসীদের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্যের আবেদন সরকার পান নাই। কোনরূপ ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠে না। বর্তমানে পুনর্বাসনের প্রশ্ন উঠে না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে এই প্রশ্নোত্তর লেখবার পর আমাদের আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় [illegible] সেখানে পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। তিনি আজকে সকালে শুনেছি—একটা আমাকে বিবরণী লিখে দিয়েছেন—তাতে তিনি বলেছেন [illegible] বা কোর্টে যা হোক এই পরিবার [illegible] পুনর্বাসনের জন্য কিছু সাহায্য করা দরকার। আমি সেই সব কাগজপত্র দেখছি।

Shri Jamini Bhusan Saha:

[illegible] এর সাপ্লিমেণ্টারী [illegible] না যায়।

Mr. Deputy Speaker:

[illegible] সাপ্লিমেণ্টারী [illegible] না।

Shri Jamini Bhusan Saha:

[illegible] হবে না। [illegible] আদিবাসীদের এই যে জমি সেই [illegible] এটা [illegible] না যায়।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

[illegible]

Shri Jamini Bhusan Saha:

[illegible] সাবজুডিস হতে পারে না। আদিবাসীদের বিরুদ্ধে কোন [illegible] পত্রিকার বিবরণে দেখছি ১০-১-৪৪ [illegible] অন্যায়ভাবে [illegible] ডিপার্টমেণ্টাল [illegible] ডেপুটি [illegible] এই অভিযোগ [illegible] সাবজুডিস [illegible]

Mr. Deputy Speaker:

[illegible] সাবজুডিস ব্যাপার।

Shri Jamini Bhusan Saha:

এটা কি করে সাবজুডিস হোল? যখন সে জল চাচ্ছে তখন তার মুখে প্রস্রাব করে দেওয়া হয়েছে—একথা মিনতি ভৌমিক এস এন রায়, একজিকিউটিভ অফিসার, তাঁর কাছে বলেছেন। এর সাপ্লিমেণ্টারী করতে পারবো না?

Mr. Deputy Speaker:

আপনি বসুন—এর সাপ্লিমেণ্টারী হবে না।

Shri Jamini Bhusan Saha:

আদিবাসীদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে তছনছ করে দেওয়া হোল আর এর সাপ্লিমেণ্টারী কেন হবে না স্যার? এটা কি গায়ের জোরের ব্যাপার নয়—গত ১৯ তারিখে পার্লামেণ্টে এই নিয়ে কোয়েশ্চেন এ্যালাউ হয়েছে—আপনি কি উড়িয়ে দিতে চান—এটা গুরুতর প্রশ্ন—বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে হয়েছে। আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর থেকে তাদের লিগ্যাল হেল্প দেবার একটা স্কীম করা হয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট সেই স্কীম পরিত্যাগ করেছেন।

Mr. Deputy Speaker:

লোকসভায় কি হয়েছে কি না হয়েছে [illegible] তাই হবে [illegible] কথা [illegible] যে [illegible] [illegible] আপনাকে সাপ্লিমেণ্টারি [illegible] এলাউ [illegible]

Shri Krishna Kumar Shukla:

কেন করবেন না—এটা তো সাবজুডিস নয়।

Shri Krishan Kumar Shankul:

[illegible]

Starred Question

(to which Oral Answers are given)

Enquiry into alleged police action at Purulia

Shri Girish Mahato:

*24. (Short Notice) (Admitted question No. 347.)

স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের [illegible] অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) [illegible] অত্যাচার করে

(খ) সত্য হইলে [illegible]

(গ) [illegible]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মামলা আদালতে বিচারাধীন আছে বলে এখন কিছু বলা সম্ভব না।

Mr. Deputy Speaker: Question time is over.

Shrimati Ila Mittra:

স্যার, আমি জানতে চাই [illegible] বাবু আমার [illegible] কোয়েশ্চেনের [illegible] দিলেন [illegible] তার উত্তর কি কালকে পাবো?

Shri Kamal Kanti Guha:

স্যার, আমরা [illegible] সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চেনের সাপ্লিমেণ্টারী করবার সুযোগ পেলাম না।

Mr. Deputy Speaker:

কোয়েশ্চেনের সময় চলে গেছে।

Shri Kamal Kanti Guha:

তাহলে আপনি এলাউ করলেন কেন?

Mr. Deputy Speaker:

কাল দেখা যাবে।

Shri Nikhil Das:

মি. ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি এ কি অন্যায় কথা বলছেন...

Shri Kamal Kanti Guha:

এই হাউসে যা হচ্ছে তাতে আমরা কিছুই সুযোগ পাচ্ছি না। [illegible] যে [illegible]—তার [illegible] কি হোল—আপনি যতই হাতুড়ি পেটান আমাদের যে [illegible] তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাচ্ছি [illegible] আমরা। [illegible]—[illegible] কাজ যাতে তার [illegible] করতে পারি [illegible]।

Mr. Deputy Speaker:

[illegible]।

Shri Nikhil Das:

[illegible] এই [illegible]—[illegible] জন্য সময় [illegible] আপনি [illegible]—[illegible] এসেছে—[illegible] আপনি এনাউন্স [illegible]।

Mr. Deputy Speaker:

[illegible]

Shri Somnath Lahiri:

[illegible] নোটিশ [illegible]—[illegible] এই [illegible] [illegible]—[illegible] পারো—এটা [illegible]।

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:

[illegible]

Shri Somnath Lahiri:

[illegible]

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:

আমি [illegible] এখানে [illegible] না—তাছাড়া [illegible] ট্রাম কোম্পানীর কাছে থেকে এ সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি নি—কাজেই কালকে এই সব নোটিশের ডিটেল উত্তর দিতে পারবো না।

Shri Bhabani Mukhopadhyay:

এতে দেখা আছে [illegible] পায়নি। কিন্তু আমার কাছে এস এস. ডি. ডিপার্টমেন্ট-এর দেওয়া ছাপ রয়েছে যাতে বোঝা যায় তাঁরা সবখাস্ত পেয়েছেন। এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?

(নো রিপ্লাই)

STARRED QUESTIONS

(to which answers were laid on the Table)

Berhampore Municipality

***47.** (Admitted question No. *198.) **Shri Sanat Kumar Raha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(a) whether the loan amount taken from the Provident Fund of the Berhampore municipal employees has been paid up in full;

(b) what is the amount of arrears of municipal tax of the said municipality yet to be collected;

(c) whether the said municipal Harijan-workers are all given quarter for residence; and

(d) whether house rent realised from the said municipal workers are utilised for their Bustee improvement?

The Minister for Local Self-Government:

(a) Yes

(b) Rs. 2,77,523 out of which Rs 79,621 (approximately) appear to be bad and disputed.

(c) No.

(d) No house rent is realised from the municipal Harijan-Workers

Kalika Transport Co-operative Society, Berhampore

***48.** (Admitted question No. *199.) **Shri Sanat Kumar Raha:**

স্বরাষ্ট্র বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, বহরমপুর শহরের কালিকা ট্রান্সপোর্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সুপারিশ সত্ত্বেও বাসরুট পায় নাই; এবং

(খ) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি?

The Minister for Home (Transport):

কালিকা সমবায় ট্রান্সপোর্ট সোসাইটি প্রার্থিত বাসরুট পায় নাই।

জেলা শাসক আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের [illegible] এর [illegible]। পৃথক ভাবে কোন বাস রুটের ব্যাপারে সুপারিশ করার প্রশ্ন উঠে না। বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি সমিতির ব্যাপারে সুপারিশ করেন নাই।

আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ সমিতির ব্যাপারে মঞ্জুর করেন নাই।

Industrial development

***49.** (Admitted question No. *205.) **Shri Sanat Kumar Raha:**

শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের জন্য রাজ্যসরকার কর্তৃক কোন সংস্থা গঠিত হইয়াছে কিনা;

(খ) সংস্থা গঠিত হইয়া থাকিলে, তাহার সদস্য কে কে; এবং

(গ) শিল্পে অনুন্নত জেলাগুলিতে শিল্পোন্নয়নের বিশেষ কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা ?

The Minister for Industries:

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

(গ) হ্যাঁ।

Baranagore Labour Co-operative Society

*50. (Admitted question No. *242.) **Shri Kashi Kanta Maitra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(a) the objects of the Baranagar Labour Co-operative Society (Ltd.) and the names of the office-bearers of this Society;

(b) if it is a fact that the said office-bearers are employees of Indian Statistical Institute, Baranagore;

(c) if the labourer-workers doing the labour for the Baranagar Labour Co-operative Society Ltd. are members of the said Society;

(d) whether the working of this Society is checked up by the Government;

(e) from what parties the Baranagore Labour Co-operative Society gets work;

(f) if any profit has since been distributed by the Society, and

(g) if so, who are the beneficiaries?

The Minister for Co-operation:

(A) (1) The objects of the Society as mentioned in its Bye-laws are:

The object of the society shall be to promote the economic interest of manual labourers, skilled or otherwise and for that purpose

(i) To find suitable and profitable employment for them by obtaining contracts for execution by the society itself of public or private work by the offer of tenders or otherwise;

(ii) To undertake to do job work and to organise work in such a way as to avoid unemployment amongst the members;

(iii) To pu[illegible] or [illegible] equipments and machinery for carrying out the above objects;

(iv) To improve the efficiency and skill of members by imparting training to members in machinery, carpentry and other ancillary profession;

(v) To encourage thrift, self-help and co-operation among the members; and

(vi) To undertake such other activities as are conducive and incidental to the objects of the society.

(2) Names of the office-bearers:—

(i) Shri S. C. Dasgupta	..	Chairman
(ii) Shri C. R. Chattoraj	...	Vice-Chairman
(iii) Shri D. K. Roy	..	Secretary
(iv) Shri P. Chosal		Treasurer
(v) Shri G. D. Banerjee	..	Director

(vi) Shri B. Chakraborty	..	Director
(vii) Shri Panchu Das	..	Director
(viii) Shri Golab Mastry	..	Director
(ix) Shri Aligan Mastry	..	Director
(x) Shri Panchu Maity		Director
(xi) Shri Nijammudin	..	Director
(xii) Shri Badal Kolay	..	Director
(xiii) Shri Nicivlal Mistry	..	Director
(xiv) Shri Jhingai Bhar	..	Director
(xv) Shri Surendra N. Karmakar	..	Director

(B) Only 6 [viz. Sl. Nos. (i) to (vi)] out of 15 office-bearers are employees of Indian Statistical Institute.

(C) Excepting the 6 sympathiser members, all other members of the said society are workers.

(D) The accounts of the Society are audited by Government appointed Auditors annually. Besides, routine inspection is done by Co-operative Officers from time to time.

(E) Only Indian Statistical Institute uptil now.

(F) No, not yet.

(G) Does not arise.

Supply rate of electricity

***51.** (Admitted question No. *247.) **Shri Aswini Roy:** (a) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state whether the Government is aware that the Calcutta Electric Supply Corporation has a proposal to enhance the supply rate of electricity both for domestic and industrial consumers in the Calcutta Municipal area.

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) what will be the proposed rate per unit for domestic and industrial consumption;

(ii) whether the West Bengal State Electricity Board has approved of such enhancement; and

(iii) if so, when such proposal was approved by the Board?

The Minister for Commerce and Industries:

(a) Yes, a statutory notice under the Sixth Schedule to the Electricity (Supply) Act, 1948 has been received.

(b) (i) domestic lights, fans, pump motors etc.

Gross rate	.. ..	18.750 nP. per unit
Rebate	.. ..	2.000 nP. per unit
Net rate	.. ..	16.750 nP. per unit

Small industry

First 125 units per month	..	..	12.50 nP. per unit
126 to 250 units per month	..	..	9.25 nP. per unit
251 to 2000 units per month	..	..	8.20 nP. per unit
2001 to 10,000 units per month	..	..	7.00 nP. per unit
over 10,000 units per month	..	..	5.50 nP. per unit

Or.

first 60 units per K. W. of monthly maximum demand .. 13.75 nP. per unit
for all units above that limit per month .. 5.50 nP. per unit

Heavy Industries

An increase in basic rates of 7 per cent for Rate 'A' and of 9 per cent. for Rate 'B' subject to further increase according to coal surcharge variations based on annual average cost of coal

(ii) Yes

(iii) At its special meeting held on 19th December, 1963.

Oil refinery industry at Haldia

***52.** (Admitted question No. *284.)

Shri Amarendra Nath Roy Prodhan: [illegible]

(ক) [illegible]

(খ) যদি (ক) [illegible]

The Minister for Commerce and Industries:

না।

[illegible]

Case against Onkarmall Mintri

***53.** (Admitted question No. *290.) **Dr. Kanai Lal Bhattacharya:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Judicial Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that Government has withdrawn the case against Onkarmall Mintri of Kalimpong;

(b) what were the charges against him;

(c) if it is a fact that a high official of the Government met Mr. Mintri at the Kalimpong Jail; and

(d) if it is a fact that the Commissioner, Northern Division, recommended Mr. Mintri's release?

The Minister for Judicial and Legislative:

(a) Yes, the case was withdrawn under advice from the Government of India.

(b) He was prosecuted under Rule 133B of the Defence of India Rules, 1962, and Section 11 of the West Bengal Security Act, 1950.

(c) Yes. An official of the State Government took the Prime Minister of Bhutan to Kalimpong Sub-Jail who wanted to meet Shri Mintri as he is the Trade Agent of the Government of Bhutan.

(d) Government are not aware of the Divisional Commissioner having made any such recommendation.

UNSTARRED QUESTIONS

(to which written answers were laid on the Table)

Coastal Mechanised Fishing Staff

59. (Admitted question No 32.)

Dr. Golam Yazdani :

মৎস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) [illegible] কি,

(খ) [illegible] কি,

(গ) ইহা কি সত্য যে, পরিকল্পনাটির কাজ বৎসরের সব সময় চালু থাকে না, এবং

(ঘ) সত্য হইলে—

(১) ইহার কারণ কি,

(২) [illegible]

(৩) [illegible] থাকে না?

The Minister for Fisheries :

(ক) ইহা একটি শিক্ষণ পরিকল্পনা [illegible] আধুনিক মাছ ধরিবার যন্ত্রপাতির সাহায্যে [illegible] নৌকা [illegible] শিক্ষাপ্রাপ্ত মৎস্যজীবিদের [illegible] (হায়ার-পারচেজ [illegible]) [illegible] অনুযায়ী প্রদান করাও এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

(খ) এতদ্সহ একটি বিবরণী উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) ইহা সত্য নহে, পরিকল্পনাটির কাজ বৎসরের সব সময় চালু থাকে।

(ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

Statement referred to in reply to clause (Kha) of the unstarred question No. 59.

Statement showing the staff employed under the Scheme for exploitation of coastal fisheries of the State by mechanising indigenous fishing crafts and making the same available to Fishermen Co-operative Organisation on hire-purchase system.

Name of posts, No. and scale of pay

(1) Superintendent of Fisheries, one—300—30—900.

(2) Fishery Inspector, three—150—5—250 25 (Special pay.)

(3) Clerk-cum-Store Keeper, one—125—3—140—4—200.

(4) Orderly, one—60—1—65—1—75.

(5) Office Peon, one—60—1—65—1—75

(6) Engine Driver-cum-Head Fishermen, four—110—4—170.

(7) Fishermen-cum-Laskar, Sixteen—80—1—85—2—105.

Deaths from cholera in different districts of West Bengal

60. (Admitted question No. 42)

Shri Mrigendra Bhattacharyya:

স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত কোন কোন জেলায় কতজন কলেরায় মারা গিয়াছে;

(খ) এই ব্যাধি নিবারণে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন; এবং

(গ) ১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত কোন জেলায় কতজনকে কলেরা ও টাইফয়েড ইনজেকশন দেওয়া হইয়াছে?

The Minister for Health:

(ক) বিবরণী 'ক' উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মলমূত্র নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যতীত কলেরা রোগ নির্মূলীকরণ সম্ভব নয় বলিয়া দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন কলিকাতা এবং [illegible] অঞ্চলের জন্য সমীক্ষা চালাইতেছে। উক্ত প্রকল্প কার্যকরী হইলে কলেরা নির্মূলীকরণে সাহায্য করিতে পারে। উক্ত সংস্থার সুপারিশসমূহ কার্যকরী করার পূর্বে উক্ত এলাকার অস্থায়ী ও স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে পুর প্রতিষ্ঠানগুলিকে [illegible] ব্যবস্থা করিয়া সংক্রামণ প্রতিরোধের চেষ্টা করা হইতেছে। [illegible] কলিকাতা কর্পোরেশন নতুন [illegible] জল সরবরাহের বিস্তারণ, নর্দমা উন্নয়ন, নূতন নলকূপ স্থাপন ইত্যাদি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সরকার হইতে [illegible] আর্থিক সাহায্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়। পল্লী অঞ্চলের কলেরা নিবারক টিকা প্রদানের নলকূপ সাহায্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কলেরা রোগীর পৃথকীকরণ ও আশু চিকিৎসা মহামারী নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে সেজন্য কলিকাতার সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে এবং গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কলেরা রোগীর পৃথকীকরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সংস্থাগুলির মাধ্যমেও উক্ত রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(গ) বিবরণী 'খ' উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to clause (Ka) of the unstarred question No. 60

विवरणी 'क'

Statement showing Deaths from Cholera in each District of West Bengal during 1st January, 1963, to 30th November, 1963.

Serial No.	Districts.						Deaths from Cholera.
1.	Burdwan	..	..	..	..	..	169
2.	Birbhum	..	..	..	..	..	52
3.	Bankura	..	..	..	..	..	24
4.	Midnapore	..	..	..	..	..	354
5.	Hooghly	..	..	..	..	..	93
6.	Howrah	..	..	..	..	..	731
7.	24-Parganas	..	..		..	..	1,304
8.	Calcutta	..	..	..	..	..	1,453
9.	Nadia	..	..	..	..	..	113
10.	Murshidabad	..	..	..	..	..	515
11.	West Dinajpur	..	..	..	..	..	..
12.	Jalpaiguri	..	..	..	..	..	..
13.	Darjeeling	..	..	..	..	..	..
14.	Malda	..	..	..	..	..	83
15.	Cooch Behar	..	..	..	..	..	8
16.	Purulia	..	..	..	..	..	..
					Total	..	4,899

Statement referred to in reply to clause (Ga) of the unstarred question No. 60

বিবরণী 'খ'

Statement showing the anti-cholera and T.A.B. inoculation performed in the state of West Bengal during the period from 1st January, 1963, to 30th November, 1963.

Serial No.	Name of the District.	No. a/c inoculation performed.	T.A.B. inoculation performed.
1	Burdwan	4,53,816	87,803
2	Birbhum	1,58,731	46,700
3.	Bankura	96,496	45,015
4	Midnapore	3,82,536	34,198
5.	Hooghly	4,89,734	1,49,284
6	Howrah	5,94,521	96,457
7.	24-Parganas	11,05,416	3,03,195
8.	Calcutta	18,57,783	75,731
9.	Nadia	3,63,108	79,790
10.	Murshidabad	5,08,406	2,24,500
11.	West Dinajpur	98,708	51,221
12.	Jalpaiguri	94,942	98,293
13.	Malda	4,47,018	63,532
14	Darjeeling	3,356	65,637
15.	Cooch Behar	81,444	65,637
16.	Purulia	65,147	14,232
	Total	68,23,162	14,38,709

Water-supply Scheme of North Barrackpore Municipality

61. *(Admitted question No. 102.)*

Shri Jamini Bhusan Saha:

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) নর্থ ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার পানীয় জল সরবরাহের কোনও পরিকল্পনা আছে কি ;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয় মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি কতদিনে ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে ?

The Minister for Health:

(ক) হ্যাঁ, আছে।

(খ) এখনও ঐ পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ হয় নাই। প্রয়োজনীয় পাইপ ও যন্ত্রপাতি যথাসময়ে পাওয়া গেলে পরিকল্পনাটি তৃতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়

Junput Fishery Centre

62. (Admitted question No. 118.)

Shri Sudhir Chandra Das:

মৎস্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) জুনপুট মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্রের অধীনে মোট কতগুলি পুষ্করিণী মৎস্য উৎপাদনের জন্য আছে ;

(খ) ঐ পুষ্করিণীগুলির মোট আয়তন কত ;

(গ) উহাতে ১৯৬২-৬৩ সালে মোট কত মৎস্য উৎপাদন হইয়াছে, এবং তাহার মূল্য কত ; এবং

(ঘ) ১৯৬২-৬৩ সালে ঐ মাছ কাঁথি ও কলিকাতায় কত বিক্রয় হইয়াছে ?

The Minister for Fisheries:

(ক) মোট ৬৭টি।

(খ) মোট ৫২০ বিঘা।

(গ) সমস্ত জলাশয়ে এখনও মৎস্য উৎপাদন আরম্ভ হয় নাই—কিন্তু উন্নত প্রণালীর চাষ এবং কোন কোন জলাশয়ে মৎস্য পরীক্ষামূলক (পিসিকালচার) করা হইতেছে।

১৯৬২-৬৩ সালে মোট ১৫,০০০ (পনেরো হাজার) কিলোগ্রাম মাছ ধরা হইয়াছিল এবং ইহার মূল্য ৩০,০০০ টাকা।

(ঘ) কাঁথিতে ১১,০০০ (এগারো হাজার) কিলোগ্রাম ও কলিকাতায় ৪,০০০ (চার হাজার) কিলোগ্রাম।

Russian gift of ophthalmic equipment

63. (Admitted question No. 123.)

Shri Mrigendra Bhattacharyya:

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে সোভিয়েট রাশিয়া মস্কো হইতে সাহায্যস্বরূপ কলিকাতাতে কিছু অপথ্যালমিক ইকুইপমেন্ট পাঠাইয়াছেন ;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয় মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) অপথ্যালমিক ইকুইপমেন্ট কতদিন হইল সরকার পাইয়াছেন ;

(২) উহার মূল্য কত;

(৩) উক্ত যন্ত্রগুলি কোথায় রাখা হইয়াছে;

(৪) উক্ত যন্ত্র কাজে লাগান হইতেছে কি; এবং

(৫) কাজে লাগান না হইলে তাহার কারণ কি?

The Minister for Health:

(ক) হাঁ।

(খ) (১) উক্ত ইকুইপমেণ্ট ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে পাওয়া গিয়াছে।

(২) ২৩,৮১৭ রুবল অথবা টাঃ ২৭,৫৫৫.৪১ নঃ পঃ।

(৩) ও (৪) উক্ত যন্ত্রগুলি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আই ইনফারমারিতে রাখা হইয়াছে এবং ব্যবহৃত হইতেছে।

(৫) প্রশ্ন উঠে না।

Ghatal Subdivisional Hospital and Daspur Secondary Health Centre

64. (Admitted question No. 129.) **Shri Mrigendra Bhattacharyya:**

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ঘাটাল মহকুমা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কার্যকরী না হওয়ার কারণ কি;

(খ) কতদিনে ইহা কার্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায়,

(গ) দাসপুর থানার (৪নং ইউনিয়ন) সেকেণ্ডারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও টাকা সরকার পাইয়াছেন কি না,

(ঘ) যদি (গ) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয় তবে উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কি ব্যবস্থা হইতেছে এবং কতদিনের মধ্যে ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

The Minister for Health:

(ক) প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহের বিরুদ্ধে কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী আদালতের আশ্রয় লওয়ায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতে বিলম্ব হইতেছে।

(খ) সঠিক বলা যায় না।

(গ) কিছু পরিমাণ জমি ও ৭,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

(ঘ) প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট পরিমাণ জমি ভূমি-অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির নির্মাণকার্য শেষ হইবে তাহা এখন বলা সম্ভব নহে।

Cyclone over Malda and West Dinajpur districts

65. (Admitted question No. 134.) **Dr. Golam Yazdani:**

ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গত ১লা নভেম্বর তারিখ রাত্রে যে ঘূর্ণিবাত্যা মালদহ জেলার খরবা থানা দিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কোন কোন অংশ দিয়া বহিয়া যায় এবং শিলাবৃষ্টি হয়, তাহাতে খরবা থানার কোন কোন গ্রামে কতগুলি ঘর বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেক গ্রামে মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংখ্যা কত এবং ফসলের কতটা ক্ষতি হইয়াছে;

(খ) খরবা থানায় এই জন্য কি পরিমাণ ও কি কি বিষয়ে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ;

(গ) পশ্চিমদিনাজপুর জেলার কোন কোন থানায় এই ঘূর্ণিবাত্যায় কতগুলি বাড়ীর এবং কত পরিমাণ ফসলের ক্ষতি হইয়াছে ;

(ঘ) পশ্চিমদিনাজপুর জেলার ঘূর্ণিবাত্যার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কোন সরকারী সাহায্য বণ্টন হইয়াছে কি না ; এবং

(ঙ) সাহায্য বণ্টন হইয়া থাকিলে কি কি সাহায্য এবং কত পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ?

The Minister for Relief :

(ক) মালদহ জেলার খরবা থানা সম্পর্কে একটি বিবরণী (১নং) এতদ্‌সহ উপস্থাপিত করা হইল ; গত ১লা নভেম্বর তারিখে পশ্চিমদিনাজপুর জেলার কোন অংশ দিয়া কোন ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া যায় নাই বা শিলাবৃষ্টি হয় নাই।

(খ) (১) খয়রাতি সাহায্য ৪০ কুইণ্টল গম (মূল্য—১,৬৮০ টাকা)।

(২) জামাকাপড়—২৪৩ খানা।

(৩) কম্বল—৫৭ খানা।

(৪) গৃহনির্মাণার্থে অনুদান—১,৮১০ টাকা।

(গ) (ঘ) ও (ঙ) ১লা নভেম্বর তারিখে পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় কোন ঘূর্ণিবাত্যা বা শিলাবৃষ্টি হয় নাই, তবে ৩রা নভেম্বর তারিখে উক্ত জেলার কুশমণ্ডী, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, বালুরঘাট ও কুমারগঞ্জ থানায় ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল। এই ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ফলে বিধ্বস্ত ঘরের সংখ্যা ও ক্ষতিগ্রস্ত শস্যক্ষেত্রের পরিমাণ এতদ্‌সহ ২নং বিবরণীতে দেওয়া হইল। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যে সকল সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) খয়রাতী সাহায্য—১,৮১১ কুইণ্টল গম (মূল্য—৭৬,০৬২ টাকা) ;

(২) কৃষিঋণ—২,৬২,০০০ টাকা ,

(৩) আলুবীজ—৫০০ কুইণ্টল ;

(৪) সরিষাবীজ—১০ কুইণ্টল ;

(৫) গমবীজ—৭২ কুইণ্টল ;

(৬) জামাকাপড়—১,৪৯৪ খানা।

এতদ্ব্যতীত ৩০০ মেট্রিক টন আলুর মিশ্রসার ও ইউরিয়া সার (মোট মূল্য—১,৪৩,০৭৮ টাকা) এবং ২০০ কুইণ্টল বোরো ধানের বীজ ও সংকর ভুট্টার (হাইব্রিড মেজ) বীজ বিতরণ করা হইতেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঔষধ বিতরণের এবং বীজানুমুক্তিকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ৫০০টি গবাদি পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

(Statement referred to in reply to clause (Ka) of the unstarred question No. 65.)

১নং বিবরণী

জেলাঃ মালদহ, থানা খরবা

ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের নাম		বিধ্বস্ত ঘরের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা	ফসলের ক্ষতির পরিমাণ
(১) সোনাবাই	..	৯	৯	×
(২) বালতার	..	৩	৩	×
(৩) চণ্ডপুর	..	৬০	৫৩	×
(৪) ঝাঁপলা	..	২	২	×
(৫) হালদাবা	..	১০	৪	×
(৬) ইসমাইলপুর	..	১	১	×
(৭) বালিয়াপাড়া	..	১০	৪	×
(৮) গোবিলা	..	২৯	২০	×
(৯) শাকাতলা	..	২	১	×
(১০) শেরপুর শাকডানপুর	..	১	১	×
(১১) অর্জুনপুর	..	৭	৭	×
(১২) নাদিশিম	..	২০	২০	×
(১৩) শীতলপুর	..	৩	৩	
(১৪) মদনবতপুর	..	৮	৩	.
(১৫) বালিডাঙ্গা আলিনাম্পা	..	১২	১১	×
(১৬) রামপুর	..	১	১	×
(১৭) সন্তোষপুর	..	৬	৪	×
(১৮) কালিগাপাড়া	..	৫	৪	
(১৯) শিবপুর	..	১	১	×
(২০) কাংলামারী	..	২	২	.
(২১) দিগম্বরপুর	.	১	১	.
(২২) শিখালগাছপুর	..	১০	৮	×
(২৩) জামশাটী	..	৩	৩	×
(২৪) ইনামনগর	..	৩	৩	×
(২৫) মনপুর	..	৩	৩	×
(২৬) নবগ্রাম	..	৩	১	×
(২৭) দুলাইপট্টি নারকিলাবা	..	৫	৪	×
(২৮) কালীগ্রাম উত্তর	..	৫	৩	
(২৯) ভগবতীপুর	..	৬	৪	×
(৩০) মূলাইবাড়ি	..	১	১	×
(৩১) নইন্দা	..	৫	৪	×
(৩২) মল্লিকপাড়া	..	১০	১০	×
(৩৩) মমাতন	..	৩	২	×
(৩৪) সিকবাইন	..	৪	৩	×
(৩৫) মহানন্দপুর	..	৫	৩	×
(৩৬) মঙলা	..	৯	৬	×
(৩৭) ভিটিবথা	..	৯	৫	×
(৩৮) হরিপুর	..	৩	২	×

(Statement referred to in reply to clauses (Ga), (Gha) and (Uma) of the unstarred question No. 65.)

২নং বিবরণী

জেলাঃ পশ্চিমদিনাজপুর

ক্ষতিগ্রস্ত থানার নাম				বিধ্বস্ত ঘরের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত শস্যক্ষেত্রের পরিমাণ (একর)
(১) কুশমণ্ডী	..	..	..	১৯	২৭,০০০
(২) কালিয়াগঞ্জ	..	..	..	৪০০	১৫,০০০
(৩) রায়গঞ্জ	..	..	..	১৫	৫,৮০০
(৪) হেমতাবাদ	..	..	..	×	×
(৫) বালুরঘাট	..	..	..	১২	২০০
(৬) কুমারগঞ্জ	..	..	..	×	২৪২

Food and diet in Burdwan District Hospital

66. (Admitted question No. 151.) **Shri Monoranjan Bakshi:**

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্ধমান জেলা হাসপাতালে রোগী পিছু দৈনিক কত টাকা খাদ্য বা পথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে,

(খ) এই হাসপাতালে রোগীদের খাদ্য ও পথ্য বাবদ সাধারণতঃ কি কি দ্রব্য দেওয়া হয়; এবং

(গ) ঐ সমস্ত দ্রব্য কি দরে গত আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ১৯৬৩ সালে কেনা হইয়াছিল?

The Minister for Health:

(ক) সাধারণ রোগী প্রতি ১.৫০ নঃ পঃ এবং যক্ষ্মারোগী প্রতি ২.৫০ নঃ পঃ।

(খ) একটি তালিকা (১নং) লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) একটি তালিকা (২নং) লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।

Gold artisans of Chanchal and Diaganj in Kharba police-station

67. (Admitted question No. 160.) **Dr. Golam Yazdani:**

ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মালদহ জেলার খরবা থানার অন্তর্ভুক্ত চাঁচলে এবং দিয়াগঞ্জ স্বর্ণশিল্পীর মোট সংখ্যা কত;

(খ) এ পর্যন্ত ঐ দুই স্থানের স্বর্ণশিল্পীদেরকে কত এবং কি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে বা হইতেছে;

(গ) সরকার কি দিয়াগঞ্জের স্বর্ণশিল্পিগণের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত পাইয়াছেন; এবং

(ঘ) দরখাস্ত পাইয়া থাকিলে—

(১) কবে এই দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে, এবং

(২) সেই দরখাস্ত সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে?

The Minister for Relief :

(ক) ৪৭টি পরিবার।

(খ) ৪,৫২০ কেজি গম এবং ৪,২০৪ টাকা খয়রাতি সাহায্য হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে দরখাস্ত পাওয়া যায়। দরখাস্তকারিগণকে খাদ্যশস্য ও নগদে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

Bifurcation of Kharba Block in Malda district

68. (Admitted question No. 161.) **Dr. Golam Yazdani:**

সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কৃত্যক বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মালদহ জেলার খরবা ব্লক দ্বিখণ্ডিত করণের প্রস্তাব ১৯৬২ সালের আদম সুমারী হইবার আগেই করা হইয়াছিল ;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) উক্ত ব্লকটিকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে কিনা, এবং

(২) দ্বিখণ্ডিত করা হইয়া থাকিলে, ১নং পুরাতন ও ২নং নূতন ব্লকের জনসংখ্যা কত?

The Minister for Community Development and Extension Services :

(ক) ও (খ) (১) হ্যাঁ।

(২) ১নং ব্লকের জনসংখ্যা ৫৪,৪৭০।

২নং ব্লকের জনসংখ্যা ৪৬,৫২৮।

Inclusion of Bhakri Anchal into Kharba Block II

69. (Admitted question No. 162.) **Dr. Golam Yazdani:**

সমষ্টি উন্নয়ন ও সংপ্রসারণ কৃত্যক বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মালদহ জেলার খরবা ব্লকটিকে দ্বিখণ্ডিতকরণ করিয়া ভাকুরী অঞ্চলটিকে ২নং নূতন ব্লকের সহিত অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কোন্ তারিখে এই অন্তর্ভুক্তির আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং কবে হইতে তাহা কার্যকরী হইয়াছে,

(২) ১নং ও ২নং ব্লকের হেডকোয়ার্টারস কোথায় এবং প্রত্যেকটির মোট আয়তন কত বর্গমাইল, এবং

(৩) ভাকুরী অঞ্চলটির মোট আয়তন কত বর্গমাইল?

The Minister for Community Development and Extension Services :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) (১) ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ এবং ১লা এপ্রিল ১৯৬৩ তারিখ হইতে দ্বিখণ্ডিতকরণের আদেশ কার্যকরী হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

(২) ১নং—চাঁচল—৬২.৮৯ বর্গমাইল

২নং—মালতীপুর—৭৯.৩২ বর্গমাইল।

(৩) ৬.৪৪ বর্গমাইল।

"Gur" and Khandsari Sugar

70. (Admitted question No. 243.) **Shri Kashi Kanta Maitra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Supplies Department be pleased to state—

(a) What measures have been adopted by the State Government for importing 'Gur' and Khandsari Sugar from other States like U.P., Bihar and the Punjab, and for distribution thereof in the State; and

(b) if the State Government proposes to fix the ceiling price of 'Gur' and Khandsari Sugar for sale to consumers?

The Minister for Food and Supplies: (a) The Government of India have allotted quotas of 5,100 metric tonnes and 6,000 metric tonnes of Gur for import to the State from surplus States of U.P., Andhra and Madras, for the months of November and December, 1963, respectively. Necessary arrangements for import of November quota have duly been made and despatch intimation against the same have been received. Necessary arrangements for import of December quota have also been made.

No allotment of Khandsari Sugar has been made to this State by the Government of India. So the question of its import does not arise.

(b) No.

Upgrading of the High Schools during 1963-64

71. (Admitted question No. 3.) **Shri Ananga Mohan Das:**

শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গে কতগুলি হাই স্কুল আপগ্রেড করার প্রস্তাব আছে?

The Minister for Education:

যেসকল দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয় প্রয়োজনীয় সর্তাদি পূরণ করিয়া একাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে উন্নীত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহাদের বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে তবে কতগুলি দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়কে উন্নীত করা সম্ভব হইবে তাহা বিদ্যালয়সমূহের সর্তাদি পূরণ করিবার উপর নির্ভর করে।

এ পর্যন্ত মোট ২৪২টি দশম শ্রেণী বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছে আর একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত বিদ্যালয়সমূহের ২০১টি অতিরিক্ত শিক্ষাধারা (কোর্স) প্রবর্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে।

Construction of hostel building of Chanchal Multipurpose School in Kharba police-station

72. (Admitted question No. 36.) **Dr. Golam Yazdani:**

শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মালদহ জেলার খরবা থানার চাঁচল মাল্টিপারপাস স্কুলের ছাত্রদের জন্য যে হোস্টেল নির্মিত হইতেছে তাহার কাজ টাকার অভাবে বর্তমানে বন্ধ আছে;

(খ) এই হোস্টেল নির্মাণের জন্য আজ পর্যন্ত কত টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং কত টাকা বাকি আছে;

(গ) বাকি টাকা কবে দেওয়া হইবে; এবং

(ঘ) হোস্টেলটির নির্মাণকার্য ত্বরান্বিত করিবার কি ব্যবস্থা সরকার করিতেছেন?

The Minister for Education:

(ক) শিক্ষা বিভাগের জানা নাই।

(খ) ৬,০৬২ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং ১১,১৬৮ টাকা বাকি আছে।

(গ) যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হইয়াছে আনুপাতিক স্থানীয় দানসহ সেই পরিমাণ টাকা খরচ হইলে সরকারী অনুদানের শতকরা ৫০ ভাগ দেওয়া হইবে। বাকি সরকারী অনুদানের শতকরা [illegible] দেওয়া হইবে হোষ্টেল নির্মাণ সম্পূর্ণ হইলে।

(ঘ) হোষ্টেলটি নির্মাণের ভার স্কুল কর্তৃপক্ষের। কাজেই উহার নির্মাণকার্য ত্বরান্বিত [illegible] স্কুল কর্তৃপক্ষের।

Ghatal-Panshkura Road in Midnapore district

73. (Admitted question No. 52)

Shri Mrigendra Bhattacharyya:

পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, —

(১) ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাস্তার ১৯ নং মাইল হইতে ২৯ মাইল পর্যন্ত অংশ ভয়ানকভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং

(২) [illegible] ঐ রাস্তার [illegible] সাময়িকভাবে মেরামত করিয়া [illegible] বাস চালু রাখা হইয়াছে;

(খ) সরকার হইতে এই রাস্তাটি সম্পূর্ণরূপে মেরামত করার কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা; এবং

(গ) এই রাস্তা আগামী [illegible] মধ্যে সম্পূর্ণ মেরামত করার কোন প্রস্তাব আছে কি?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) (১) হাঁ।

(২) বিভাগীয় রোড মজদুরের দ্বারা খোয়া ইত্যাদি সংযোগে মেরামত করা হইতেছে।

(খ) এবং (গ) হাঁ।

Pakistani spy-ring in Calcutta

74. (Admitted question No 77)

Shri Ananga Mohan Das:

স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কলিকাতায় পাকিস্তানী গোয়েন্দাদের গোপন আড্ডা বসিয়াছে এ বিষয়ে সরকার কি কোন সংবাদ পাইয়াছেন,

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয় মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) এবিষয়ে সরকার কোন অনুসন্ধানকার্য চালাইয়াছেন কিনা;

(২) এই গুপ্ত আড্ডাগুলির সংখ্যা কত এবং প্রত্যেক স্থলে কতজন ব্যক্তি লিপ্ত বলিয়া সংবাদ পাইয়াছেন;

(৩) এ বিষয়ে সরকার কি কি পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং

(৪) যেসব ভারতীয় এই ব্যাপারে জড়িত তাহাদের সন্ধান করা হইয়াছে কিনা এবং কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে?

The Minister for Home (Political):

(ক) না।

(খ) (১) (২) (৩) (৪) প্রশ্নগুলি উঠে না।

Contai Biri Co-operative Society

75. (Admitted question No. 96.)

Shri Sudhir Chandra Das:

সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কাঁথি বিড়ি কারিগর সমবায় সমিতির নিকট হইতে সরকার কোনও অর্থ সাহায্যের আবেদন পাইয়াছেন কি;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয় মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ আবেদন কোন্ তারিখে পাইয়াছেন, এবং

(২) এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে?

The Minister for Co-operation:

(ক) কাঁথির অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার মহাশয় উক্ত সমিতির নিকট হইতে এইরূপ দুইটি আবেদন পাইয়াছেন—একটি ১০,০০০ টাকার কার্যকরী মূলধন ঋণের আবেদন ও অপরটি কর্মচারী নিয়োগের ব্যয়ভার বাবত ১,৫০০ টাকা সাহায্যের আবেদন।

(খ) (১) উপরি-উক্ত আবেদনপত্র দুইখানি অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার মহাশয়ের অফিসে বিগত ১লা জুলাই ১৯৬২ তারিখে পাওয়া যায়।

(২) সমিতি প্রেরিত ঋণের পরিকল্পনাটিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষান্তে কিছু সংশোধন প্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ায় ঐ সম্পর্কে সমিতির সহিত বর্তমান যোগাযোগ চলিতেছে দ্বিতীয় আবেদনপত্রটি সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রার মহাশয়ের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

Inspectors and Auditors of the Co-operative Societies

76. (Admitted question No. 113.) **Dr. Kanai Lal Bhattacharya:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(a) whether any Inspector and Auditor of the Co-operation Department has been transferred from one district to another since the date of promulgation of present Emergency; and

(b) if so,—

(i) the names of the persons transferred,

(ii) the names of the districts concerned, and

(iii) the amount of T. A. and other allowances sanctioned for each of the persons transferred?

The Minister for Co-operation: (a) Yes.

(b) For (i), (ii) and (iii) vide statement laid on the Library Table.

Gentleman's agreement on food articles

77. (Admitted question No. 127.)

Shri Mrigendra Bhattacharyya:

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬০ সালের জানুয়ারি হইতে ৩০এ নভেম্বর ১৯৬২ তারিখ পর্যন্ত কি কি খাদ্য-দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের সহিত সরকারের কতগুলি "ভদ্রলোকের চুক্তি" সম্পাদিত হইয়াছে;

(খ) ব্যবসায়ীরা উক্ত চুক্তি প্রতিপালন করিয়াছে কিনা ;

(গ) কয়টি ক্ষেত্রে "ভদ্রলোকের চুক্তি" ভঙ্গ করিয়া জিনিষপত্র বেশি দামে বেচার খবর সরকার অবগত আছেন ; এবং

(ঘ) এই সকল ক্ষেত্রে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) চাউলের ন্যায্য দর নির্ধারণের জন্য ১৬ই অক্টোবর ১৯৬৩ এবং ২২এ নভেম্বর ১৯৬৩ তারিখে সরকার দুইটি অলিখিত ভদ্রলোকের চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত চুক্তি অনুসারে ব্যবসায়িগণ পশ্চিমবঙ্গের মাঝারী ও সরু চাল মণ করা অনূর্দ্ধ ৩৫ টাকা হিসাবে এবং উড়িষ্যা অন্ধ্র ও নেপাল হইতে আমদানীকৃত চাউল মণ করা অনূর্দ্ধ ৩২ টাকা হিসাবে খুচরা বিক্রয় করিতে রাজী হইয়াছেন। ২রা ডিসেম্বর হইতে বলবৎ দ্বিতীয় চুক্তি অনুসারে ব্যবসায়ীগণ মাঝারী ও মোটা নূতন চাউল অনূর্দ্ধ ৭৫ নয়া পয়সা কিলো হিসাবে খুচরা বিক্রয় করিতে রাজী হইয়াছেন। উপরি-উক্ত চুক্তিগুলির আওতা হইতে কয়েক প্রকার মিহি চাউল যথা চামরমণি, বাকতুলসী, সীতাশাল, দাদখানি ইত্যাদি বাদ আছে। ইহা ব্যতিরেকে মৎস্যের ন্যায্য দর নির্ধারণকল্পে মৎস্য ব্যবসায়িগণের সহিত একটি অলিখিত চুক্তি গত ২৯এ আগষ্ট ১৯৬১ তারিখে সম্পাদিত হইয়াছে।

(খ) যতদূর জানা যায় ব্যবসায়িগণ উক্ত চুক্তিগুলি প্রতিপালন করিয়াছেন।

(গ) ও (ঘ) কয়েকটি ক্ষেত্রে উক্ত চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ সরকারের গোচরীভূত হইয়াছে। এই বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান করা হইতেছে।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ১৯৬০ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ধান্য ও চাউল নিয়ন্ত্রণ বিধি দ্বারা অনুসারে উপরি-উক্ত ভদ্রলোকের চুক্তি ভঙ্গ আইনতঃ অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে। সুতরাং এই বিষয়ে আইনের সাহায্যে সরকারের কিছু করণীয় নাই।

Divorce cases in West Bengal

78. (Admitted question No. 130.)

Shri Mrigendra Bhattacharyya:

বিচার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৫৯-৬০, ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২-৬৩ সালে পশ্চিমবাংলার কোন জেলায় কতজন মহিলা এবং কতজন পুরুষ ডাইভোর্সের মামলা রুজু করেন ;

(খ) তন্মধ্যে কতগুলি কেসে ডাইভোর্সের পক্ষে রায় হইয়াছে ; এবং

(গ) তন্মধ্যে কতগুলি কেসে খোরপোষের রায় হইয়াছে ?

The Minister for Judicial and Legislative:

জেলাসমূহ হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে এবং ইহার জন্য সময় লাগিবে।

Gratuitous relief in Ausgram and Kanksa police-stations

79. (Admitted question No. 150.)

Shri Monoranjan Bakshi:

ত্রাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানার ও আউসগ্রাম থানার কোন্ কোন্ ইউনিয়নে বা কোন্ কোন্ অঞ্চল পঞ্চায়েতে ১৯৬৩ সালের জুন মাস হইতে আজ পর্যন্ত কত টাকার জি আর প্রদান করা হইয়াছে ?

The Minister for Relief:

একটি বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(*Statement referred to in reply to the unstarred question No. 79.*)

থানার নাম	ইউনিয়ন নম্বর	ইউনিয়নের নাম	১৯৬৩ সালের জুন মাস হইতে ২৭এ ডিসেম্বর ১৯৬৩ তারিখ পর্যন্ত বিতরিত সাহায্যের পরিমাণ	খয়রাতি
			টাকা	
কাঁকসা	১	আমলাজোড়া	৭৬	
	২	কাঁকসা	৪[illegible]	
	৩	বিদবিহার	২৪	
	৪	বনকাটি	৩[illegible]	
	৫	গোপালপুর	১৫৬	
		মোট	৩৪২	
			টাকা মূল্যের	মেঃ টন খাদ্যশস্য
আউশগ্রাম	১	বিষ্ণুপুর ..	[illegible]	৭৭.০৬
	২	উক্তা [illegible] ১০৬ টাকা ও	[illegible]	২৪.৫৪
	৩	গুসকরা ৮ টাকা ও	৪,০১৭.৭২	৯৫.৬৬
	৪	আউশগ্রাম ..	২,৪১৫.৮৪	৫৭.৫২
	৫	রামনগর ১২ টাকা ও	[illegible]	২৬৬.৯৫
	৬	এরাল ..	৩,৫৯১.১৪	৮৫.৫৭
	৭	কোটা ৬ টাকা ও	৪,৩৭৪.৭২	১০৪.১৬
	৮	অমরপুর ..	৪,৭৬৯.১০	১১৩.৫৫
	৯	দেবশালা ..	২,৯৮১.৫৮	৭০.৯৯
	১০	ভাল্কী ..	২,৪০৪.৯২	৫৭.২৬
	১১	ভেদিয়া ১২ টাকা ও	১,৫৯৭.০০	২২৮.৫০
	১২	বেরেণ্ডা ..	৪,০৯০.৮০	৯৭.৪০
	১৩	দিগনগর ..	২,৮৬২.৭২	৬৮.১৬

মোট ২,০৫৬ টাকা ও ৫৯,৫২৭.৪৪ টাকা মূল্যের ১৪১ টন
৭ কুইণ্টাল ৩২ কেজি খাদ্যশস্য

Gram and Anchal Panchayat elections in Burdwan district

80. (Admitted question No. 182.)

Shri Aswini Roy:

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্ধমান জেলার ভাতার, আউসগ্রাম ১ ও ২নং, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, মেমারী, বর্ধমান, মন্তেশ্বর ইত্যাদি ব্লকের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচনের কোন সিদ্ধান্ত হইয়াছে কি; এবং

(খ) সিদ্ধান্ত হইয়া থাকিলে তাহা (১) কোন্ সালে ও (২) কোন্ মাসে অনুষ্ঠিত হইবে?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats:

(ক) ও (খ) কেতুগ্রাম ও মন্তেশ্বর ব্লকে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৬৪ সালে) নির্বাচনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অন্যান্য ব্লকগুলিতে গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েত পূর্বেই গঠিত হওয়ায় ঐ ব্লকগুলিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

Payment to convict prisoners in district jails for work in jail

81. (Admitted question No. 183.) **Shri Aswini Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of Home (Jails) Department be pleased to state whether the Government have any scheme to introduce the system of payments to the artisan prisoners in the district Jails for the manufacture of handloom products, ropes, articles of carpentry, etc.?

The Minister for Home (Jails): The question of payment to convict prisoners in district jails for work in jail is under consideration of the Government.

"Build your own house" Scheme

82. (Admitted question No. 191.)

Shri Sanat Kumar Raha:

সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কৃত্যক বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) "নিজের বাড়ী নিজে গড়" এই পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়টি জেলায় কাজ শুরু করেন;

(খ) কোন্ জেলায় কয়টি গৃহ এই পরিকল্পনায় নির্মিত হইয়াছে; এবং

(গ) কতজন কর্মচারী এই পরিকল্পনায় নিযুক্ত ছিল?

The Minister of State for Community Development and Extension Services:

(ক) ৮টি জেলায়।

(খ) চব্বিশপরগণা—২,৪৯৭টি।

নদীয়া—৬,৯১০টি।

মুর্শিদাবাদ—১,৯৫১টি।

হাওড়া—১,৫৯৫টি।

হুগলী—১,২৬৫ টি।

বর্ধমান—৩,৪৩৪টি।

বীরভূম—১,৮০৯ টি।

মেদিনীপুর—১,৪১৪টি।

(গ) ১২৩ জন।

Detection of secret income in West Bengal

83. *(Admitted question No. 202.)*

Shri Sanat Kumar Raha:

স্বরাষ্ট্র (পুলিস) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বেআইনী সূত্র দিয়া অর্জিত গোপন আয় ধরিবার কোন ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন কিনা ; এবং

(খ) ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে উহা কি ভাবে পরিচালিত হইবে ?

The Minister for Home (Police):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) সবশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের (নিম্নতম কর্মচারীবৃন্দ—পিওন, চাপরাশী, ইত্যাদি, ব্যতিরেকে) প্রত্যেকের পক্ষে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বাৎসরিক বিবরণ দাখিল করা বাধ্যতামূলক।

Sale of sugar in the open market

84. (Admitted question No. 235.)

Shri Nikhil Das:

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) খোলা বাজারে চিনি বেশি দামে বিক্রি হইতেছে এই ঘটনা সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন কি ;

(খ) গ্রামাঞ্চলে খোলা বাজারে চিনি ২॥/৩ টাকা কিলো দরে যে বিক্রি হইতেছে এই সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন কি ; এবং

(গ) যদি (ক) ও (খ) এর উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে উহার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা সরকার করিতেছেন ?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) ও (খ) না।

(গ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Election of certain municipalities in Burdwan district

85. (Admitted question No. 245.) **Shri Aswini Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self-Government and Panchayats Department be pleased to state when the election of the Burdwan, Katwa, Asansol, Kalna, Dainhat, Raniganj Municipalities in the Burdwan district is likely to be held ?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats: The next general elections of commissioners of the Katwa and Kalna Municipalities are due to be held on the 29th December, 1963, and 2nd February, 1964, respectively. The next general election of commissioners of the Dainhat Municipality is due in 1964-65. As regards the rest, viz., Burdwan, Asansol and Raniganj Municipalities which are now under supersession, no date as to when the next general election of these Municipalities will be held has yet been decided.

Land rent on the lands within Calcutta Municipal area

86. (Admitted question No. 255.) **Shri Aswini Roy:** (a) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state whether the Government have any proposal to introduce Land Rent on the lands within Calcutta Municipal area ?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) the estimated additional income of the State on implementation of the said proposal; and

(ii) whether any exemption to the dwelling houses to a certain limit is envisaged in the proposal?

The Minister for Land and Land Revenue: The matter is under the consideration of Government.

Petition against Chandernagore Municipal Corporation

87. (Admitted question No. 265.)

Shri Bhabani Mukhopadhyay:

স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) চন্দননগর করপোরেশনের পৌরশাসনে অব্যবস্থা বিষয়ে চন্দননগর নাগরিকগণের কোন দরখাস্ত সরকার পাইয়াছেন কি; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' হয় তবে উক্ত দরখাস্ত বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats:

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Properties of Shri S. K. Ghosh

88. (Admitted question No. 267.) **Shri Girja Bhusan Mukherjee:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state the details of the properties of Shri S. K. Ghosh which is being acquired at a cost of Rs. 43,37,000, as shown at page 100 of the Yellow Book of the Budget Estimate of the P. W. (Roads) Department for 1963-64?

The Minister for Public Works: The properties of Shri S. K. Ghose which are being acquired are as follows:—

(i) Premises No. 3, Lower Rowdon Street, Calcutta.

(ii) Standard Buildings, 32 and 32/1, Dalhousie Square South, Calcutta.

(iii) Premises No. 62, Syed Ameer Ali Avenue, Calcutta.

(iv) Premises No. 48, Old Ballygunj Road, Calcutta.

(v) Premises No. 12, Ballygunj Circular Road, Calcutta.

(vi) Premises No. 4, Camac Street, Calcutta.

(vii) Hanspukur Garden Properties at Behala, 24-Parganas.

The estimated cost is Rs. 47,37,000 and not Rs. 43,37,000 as stated in the question.

Adjournment Motions

[1-10—1-20 p.m.]

Mr. Deputy Speaker: I have received three notices of Adjournment Motions on the following subjects, namely—

(1) Firing by the management of the Aluminium Corporation of India, police-station Ranigunj, district Burdwan—By Shri Bejoy Paul;

(2) Retaliation by Congress after the defeat in the Burdwan elections— by Shri Benoy Krishna Chowdhury;

(3) Alleged suicide by one goldsmith Gopal Pramanik at Berhampore— by Shri Sailen Adhikary.

I have refused consent.

Shri Benoy Krishna Chowdhury:
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মারফতে চিফ মিনিস্টার তথা পুলিশ মিনিস্টার-এর দৃষ্টি আমার এ্যাডজোর্নমেণ্ট মোশন-এর প্রতি আকর্ষণ করছি কারণ এটি একটি গুরুত্ব বিষয়। আমাদের ওখানে নির্বাচন হয়ে যাবার পর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন লোক যারা অন্য পক্ষে কাজ করেছে তাদের উপর মারপিঠ করছে, গরীব লোকদের ঘর বাড়ি বন্ধ করেছে এবং নির্দিষ্ট প্রমাণ দিয়ে এগুলি বলা হয়েছে। কাজেই আমার কথা হচ্ছে আমার এ্যাডজোর্নমেণ্ট মোশন যদি গ্রহণ না করেন তাহলে বিষয়টি অন্ততঃ চিফমিনিস্টার-এর গোচরে আনুন কারণ তিনি পুলিশ মিনিস্টার।

Dr. Golam Yazdani:
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মালদহের নীরেন চৌধুরী নামে একজন লোককে মারতে মারতে প্রায় মেরে ফেলেছে কিন্তু আপনি তার কোন উল্লেখ করলেন না। এ ব্যাপারে আমি এ্যাড জোর্নমেণ্ট নোটিশ দিয়েছিলাম।

Shri Bejoy Pal:
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন-এর ব্যাপারে অ্যাডজোর্নমেণ্ট মোশন দিয়ে আমি বলেছিলাম যে, জে. কে. নগরে তারা শ্রমিকদের উপর গুলী করেছে। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে একটা স্টেটমেণ্ট দেওয়া উচিত।

Mr. Deputy Speaker:
এটা আমি এ্যালাউ করিনি।

Calling Attention to matters of urgent public importance

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar: Regarding the Calling Attention Notice of Shri Niranjan Sengupta I beg to state the following:—

The Jay Engineering Workers' Union submitted to the management of the Jay Engineering Works Ltd., a 22-point charter of demands along with a notice dated 24th November, 1963, that if no settlement of the Union's demands was arrived at by the 16th December, 1963, the workers would go on strike from the 17th December, 1963. The Jay Engineering Works Ltd., has been declared as a public utility service under the Industrial Disputes Act. The dispute was taken up by the Labour Directorate for conciliation. Out of the 22-point charter of demands the Union pressed for immediate settlement in respect of some six issues. The representatives of the Company expressed their willingness to discuss with the Union the issue on merit in a congenial atmosphere which did not exist at that time in view of the threatened strike. But the Union representatives did not agree to withdraw the strike notice nor were they agreeable to extend the period of conciliation.

I myself met the Management representatives on 13th December, 1963 and the Union representatives on 14th December, 1963. I requested the Union Secretary to withdraw the strike notice so that there would be a proper climate in which I might take the opportunity to conciliate in the dispute myself. The Union Secretary promised to intimate the Union's reaction to this proposal. On 15th December, 1963, the Union Secretary sent information through the

Conciliation Officer that the Union had decided not to withdraw the strike notice. In the circumstances, the following six issues pressed by the Union were referred to adjudication on 16th December, 1963, and the orders were communicated to the parties on the same day:

1. Profit sharing bonus for 1962-63,
2. Gratuity,
3. Ad-hoc increase in wages,
4. Dearness Allowance to Sales Staff,
5. Standardisation of production earnings,
6. Whether wages on production to be paid for overtime work.

In spite of this reference the Union went on strike from 17th December, 1963. On the 20th December, 1963, the Labour Commissioner, West Bengal, wrote to the two Unions drawing their attention to the relevant provisions of the Industrial Disputes Act which prohibit any strike during the pendency of proceedings before a Tribunal. But the strike was not called off.

It is, therefore, abundantly clear that the Union is interested neither in a settlement through conciliation nor through adjudication and wants to coerce the Management to accept its terms by the use of the strike weapon and has not hesitated to go on this strike knowing fully well that the strike will be illegal under the provisions of the Industrial Disputes Act.

The strike is also against the spirit of the Code of Discipline and the Industrial Truce Resolution

I may also mention that in this Company the system of collective bargaining has been successfully practised over many years. The minimum wages of unskilled workers vary from Rs 200 to Rs 373 per month. Against this background the decision of the Union to go on strike does not appear to have been proper. The strike is still continuing. The Company has not declared any lock-out.

Shri Jyoti Basu :

আমরা মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে একটা স্টেটমেন্ট চেয়েছিলাম, মন্ত্রীমহাশয় যে স্টেটমেন্ট দিলেন এটাতো মালিক পক্ষের স্টেটমেন্ট, এটা তো আমাদের আগেই জানা।

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar :

যা ঘটনা ঘটেছে তার উত্তর দিয়েছি।

Shri Jyoti Basu :

আমি যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেটা উনি শুনেছেন কিনা জানি না। উনি যেটা বললেন সেটা তো একটা নির্লজ্জ স্টেটমেন্ট। তা ছাড়া আমি বলতে চাই স্ট্রাইক নোটিশ দেবার আগে থেকেই তারা এসব করছে, মিনিস্টার হিসাবে আপনি ইন্টারভিন করলেন না কেন? ৯ মাসের মধ্যে হয়নি কেন? আমি জেল থেকে বেরিয়ে এসে শুনলাম শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের প্রতিনিধিরা গেলেন কথা বলতে তিনি তখন একটা জিদ ধরলেন যেমন এখানে মাঝে মাঝে ছেলেমানুষের মত চাড়িয়ে উঠেন, স্ট্রাইক নোটিশ দিয়ে দিয়েছে এখন আমি আর কিছু শুনতে চাই না। ৯ মাস পরে স্ট্রাইক নোটিশ দিলেও আলোচনা চলতে পারে, আমি বলছি স্ট্রাইক নোটিশ দিলেও আলোচনা চলতে পারে, কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয় না, স্ট্রাইক নোটিশ থাকাকালীন আলোচনা হবে, কারণ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কারখানা, দু-পক্ষকে ডেকে নিয়ে বসুন, তারা আর কখনো স্ট্রাইক করেছে বলে তো মনে পড়ছে না, এই কারখানায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, তারা অনেক ধৈর্য্য দেখিয়েছে।

Mr. Deputy Speaker :

কলিং এটেনশনের উপর বেশী বলবেন না।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta :

কলিং এটেনশনের উপর তো এক কথাও বলা যায় না।

(নয়েজ এ্যাণ্ড ইণ্টারাপশন)

Shri Jyoti Basu :

আমি বক্তৃতা বাড়াতে চাই না, শ্রমিকরা অনেক ধৈর্য দেখিয়েছে, তাদের যদি শক্তি থাকে তারা ধর্মঘট করে যাবে, এটা কোন কোয়াশ্চেনের কথা নয়, এ্যাডজুডিকেশনের কথা কেন বলছেন না, আপনি তো দু পক্ষকে ডেকে নিতে পাবেন, এটাতে কি মর্যাদার হানি হবে সরকারের কিম্বা মন্ত্রীর? ব্যক্তিগত মর্যাদার হানি হবে না। দেশের কল্যাণ যদি চান তাই করুন। আমি তো দেখেছি শ্রমিকদের সঙ্গে অনেক সময় কথা বলে তারা মিটমাট হোক এটাই চায়।

Mr. Deputy Speaker :

আর ডিস্কাশন করবেন না।

Shri Jyoti Basu :

৬।৭ হাজার মেয়েরা এখানে ডিমোনেস্ট্রেশনে এসেছে...

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta :

আপনি তো কলিং এটেনশনের উপর বলতে দিতে পারেন না, যদি তা হয় তাহলে সমস্ত এক্সপাঞ্জ করা উচিত।

Mr. Deputy Speaker :

এটা উনি জানেন।

This is not a discussion over a calling attention matter.

(নয়েজ)

Shri Jyoti Basu :

আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করছি এটা মীমাংসা করা যায় কিনা। আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে একটা স্টেটমেণ্ট চেয়েছিলাম কি করেছেন নয় মাস ধরে, সে সব কথা না বলে উনি চেপে গেলেন, মালিকদের কথা বলে গেলেন। এখনও সময় আছে একটু দেখুন।

[1-20—1-30 p.m.]

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta :

স্টেটমেণ্ট-এর সমালোচনা হচ্ছে এটা কি এ্যালাউড?

Shri Jyoti Basu :

আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে এখন সময় হবে কি না? উনি দুইপক্ষকে ডেকে মিটমাটের একটা ব্যবস্থা করতে পারেন না? এই প্রশ্নই আমি জিজ্ঞাসা করছি।

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar :

আমি বলতে পারি যে এখানে অন্যায় ভাবে স্ট্রাইক হয়েছে। কর্মীরা যদি আমার কাছে কথা বলতে আসেন আমি কথা বলতে রাজী আছি।

Shri Jyoti Basu :

আবার মালিকের কথা বলছেন? আপনি ৯ মাস ডাকেন নি কেন?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:

সরকারের কথা, দেশের মঙ্গলের কথা বলছি। যাঁরা পার্টির জন্য এইভাবে কাজ বন্ধ করেন তখন সেখানে আমি কোন কথা বলতে রাজী নই। তাঁরা গত নবেম্বর মাসে নোটিশ দিয়েছে আপনাকে তাঁরা ভুল খবর দিয়েছে—আমার কাছে তারিখ আছে, কাগজ আছে। স্যার, আমার আর একটা স্টেটমেণ্ট করার আছে সেটা আপনার সামনে রাখছি...

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:

আপনি স্টেটমেণ্ট-এর মধ্যে এটা বলেছেন কিনা জানতে চাই—আপনার স্টেটমেণ্ট বুঝতে পারিনি—যে একটা আইন আছে স্ট্রাইক-এর জন্য নোটিশ দিলে ১৪ দিনের মধ্যে ডাকতে হয় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট অনুযায়ী। আমি জিজ্ঞাসা করছি এই নোটিশ দেবার পর ১৪ দিনের মধ্যে সরকারের তরফ থেকে তাঁদের ডেকেছিলেন কিনা?

Mr. Deputy Speaker: I won't allow him to reply.

Shri Jyoti Basu:

১৪ দিনের মধ্যে কেন ডাকেন নি?

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar:

আপনি কোয়েশ্চেন দেবেন তার জবাব দেব এখন আমি কিছু জবাব দেব না। কলিং অ্যাটেনসান এর উপর কোন ডিসকাশান হয় না। ওঁদের যদি কিছু জানবার থাকে অনুরোধ করবে কোয়েশ্চেন দেবেন আমি উত্তর দেবো।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:

আপনি একটা বেআইনী কাজ করেছেন সেটা একবারও বললেন না এত বড় একটা স্টেটমেণ্ট-এর মধ্যে।

Statement regarding starred question No. 1277 by Shri Haridas Chakravarty

The Hon'ble Bijoy Singh Nahar: Sir, with your permission I would like to make a statement to the House regarding Starred Question No. 1277 asked by Shri Haridas Chakravarty, M.L.A. and Shri Narayan Choubey, M.L.A., during the last session of the Assembly. The question related to the labour dispute in the South-Eastern Railway Employees' Co-operative Urban Bank, Ltd., Calcutta It appeared to us at that time that an industrial dispute in respect of this Bank would fall in the Central sphere and some disputes were actually under conciliation in the office of the Regional Labour Commissioner (Central) in Calcutta. I replied to the Question accordingly. But some of the honourable members drew my attention that the State Government would be the appropriate Government in this matter. I assured the honourable members that I would examine this aspect On further examination it was found that industrial disputes in such banks fall under the State sphere and Government of India have also informed the two Unions functioning in this concern to this effect. My department has also received a conciliation report on a dispute in this Bank necessary action is being taken in the matter.

I am sorry that I made that reply to this question on that occasion.

Calling attention to matters of urgent public importance

Mr. Deputy Speaker: I have received six calling attention notices on the following subjects, namely,—

(1) Propriety of withholding the telegram and letter by the DIG, IB, Calcutta, from Shri Sanat Kumar Raha;

(2) Rehabilitation of displaced persons kept in receiving centres from Shri Gopal Banerjee;

(3) Death of Narendra Nath Choudhury due to assault by Police in Maldah Sub-Jail from Shri Golam Yazdani;

(4) Purchase of defective Czechoslovak plants for Durgapur Projects from Shri Kashi Kanta Maitra and Shri Sailendra Nath Adhikary;

(5) Lock-out in Dakeswari Cotton Mills (No. 3) from Shri Bijoy Pal; and

(6) Recent influx of refugees due to hostilities in East Pakistan from Shri Sailendra Nath Adhikary.

I have selected the notice of Sarbasree Kashi Kanta Maitra and Sailendra Nath Adhikary on the subject of purchase of defective Czechoslovak plants for Durgapur Projects.

Hon'ble Minister-in-charge may please make a statement on the subject or he may give me a date.

Shri Bijoy Pal:
কলিং এ্যাটেনশন-এর নোটিশ দিয়েছিলাম, সেখানে মারামারি হচ্ছে, এই লক-আপ-এর মধ্যেও আজ ৬ মাস হয়ে গেল, মিনিস্টার, একটা স্টেটমেণ্টও দিলেন না?

The Hon'ble Jagannath Kolay:
কালকে দেবার চেষ্টা করবো।

Shri Jyoti Basu:
লকআপএ পিটিয়েছে এটা বুঝতে পারেছেন না। এটা পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের ব্যাপার, লেবার ডিপার্টমেণ্ট নয়।

Shri Kashi Kanta Maitra:
আমি একটা কলি, এ্যাটেনশন-এর নোটিশ দিয়েছিলাম একটা চেকোশ্লোভাকিয়ান ফার্ম থেকে ৪ কোটি টাকার মেশিন কেনা হয়েছিল?

The Hon'ble Jagannath Kolay:
কালকে জবাব দেবার চেষ্টা করবো।

Shri Monoranjan Hazra:
বিধানসভার নিয়মাবলী ১৪৫ ধারা অনুসারে একটা পঞ্চায়েত ইলেকশন সম্বন্ধে আমি জানতে চেয়েছিলাম সেটার কনসেণ্ট দেন নি?

Mr. Deputy Speaker: I have refused consent.

Shri Monoranjan Hazra:
যা হোক এটা নিয়ে বাড়াতে চাই না। আমি চেয়েছিলাম কারণ পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি যে কয়েক সহস্র পঞ্চায়েত ইলেকশন হচ্ছে সে ইলেকশন-এ এমন কতকগুলি বেআইনী করা হচ্ছে, যেগুলি হাই কোর্ট-এ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, অলরেডি ২টার রুলিং হয়েছে, সেখানে বেঙ্গল সার্ভে অ্যাক্ট অব ১৮৭৫-এর বিধান অনুযায়ী গ্রাম গুলিকে ভাগ করা হয়নি, এই পয়েণ্ট নিয়ে গোলমাল হচ্ছে। একটা গ্রামে বিরোধী দলের বা অন্য লোক থাকেন সেখানে তাকে ৩টা টুকরা করা হয়েছে এবং অন্য মৌজার সঙ্গে মেলান হয়েছে।

Mr. Deputy Speaker:
আমি তো বলেছি, আই হ্যাভ রিফিউসড কনসেণ্ট।

Shri Monoranjan Hazra :

আমি একটা কংক্রীট কেস-এর কথা বলছি। ২৫ তারিখে কেনেডির মৃত্যুর জন্য ছুটি ছিল সেদিন একটা অঞ্চলের নোমিনেশন পেপার দাখিল করার শেষ দিন। তারপর এর জন্য যারা গেলেন তাদের নোমিনেশন পেপার নেওয়া হল না। পঞ্চায়েত অফিসার সাইকেলে কংগ্রেসের বাড়ীবাড়ী গিয়ে নোমিনেশন পেপার নিলেন ২৬ তারিখে আর নেওয়া হল না। আমি আমি কয়েকজন গিয়েছিল তাদের নেওয়া হয়নি। তারপর আমি কেস করব বলায় সেই গ্রেস-এ তখন তাড়াতাড়ি আমার নোমিনেশন পেপার নেওয়া হয়।

Mr. Deputy Speaker : You may please see me in my chamber.

আমি যখন কনসেণ্ট রিফিউসড করেছি তখন বলছেন কেন?

Shri Monoranjan Hazra :

স্যার, আমি বলছি যে ২৬ তারিখে রেজিস্টার্ড পোস্টে তাঁরা পাঠান, রসিদ আছে। এই পঞ্চায়েত জরুরী অবস্থার সুযোগে ওঁরা নিজেরা কুক্ষিগত করতে চান। এই হচ্ছে ওঁদের পলিসি এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় স্টেট বাজেটের যে টাকা সেই টাকা ওঁরা দেননি, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন না। তাই জনসাধারণের উপর ট্যাক্‌সেশান করে এইভাবে ওঁরা পঞ্চায়েত চালাবেন, এইভাবে লোকাল ডেভেলপমেণ্ট হবে। কাজেই আগামী দিনে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা গ্রামে সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন। সেজন্য আমি এই প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় অবহিত হবেন।

Discussion on Food Policy

[1-30—1-40 p.m.]

Shri Benoy Krishna Chowdhury :

মি: ডেপুটি স্পীকার, মহাশয়, গত কালকের শেষ বক্তা ডা: প্রতাপ চন্দ্রমহাশয়ের বক্তৃতা মন দিয়ে শুনছিলাম এবং শুনতে শুনতে আমার এক পণ্ডিত মহাশয়ের কথা মনে পড়ল—তিনি বলতেন, যখনই যে কোন কথা বলা হোক, যা বলছ সবই বেদে আছে। ঠিক তেমনি প্ল্যানিং কমিশনের তৃতীয় পরিকল্পনার উপর যে কিতাব সেই কিতাব হাতে করে তিনি দেখালেন যে বিরোধী পক্ষের যা যা বক্তব্য সবই ওখানে আছে। আমাদের অভিযোগ ওঁদের সম্পর্কে এই নয় যে মানুষকে ভোলাবার জন্য ভাল ভাল কথা ওঁরা কম বলেন, বরং বলেন অতিরিক্ত মাত্রায়। আমাদের অভিযোগ ওঁদের বিভিন্ন দপ্তরের মারফত আসল যে কাজ হয় সেই কাজের বিরুদ্ধে। সেজন্য আমি অনুরোধ করব যেখানে মানুষের জীবন নিয়ে ছেলে খেলা করা চলে না, যেখানে সেই জীবন নিয়ে প্রশ্ন সেখানে উভয় পক্ষের বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সেইভাবে গুরুত্ব দিয়ে এই প্রশ্নটা আলোচনা করা উচিত। খাদ্য সমস্যার দুটো দিক আছে—একটা উৎপাদনের দিক, আর একটা বণ্টনের দিক। উৎপাদনের দিক আমি এখানে বিশেষ আলোচনা করব না। কারণ, এটা সবার কাছে স্বীকৃত জিনিস যে প্রধানত: খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে ভূমি সংস্কার আইনগুলির চরম ব্যর্থতা। এ ছাড়া আরো আনুসঙ্গিক কতকগুলি জিনিস আছে। কৃষককে শুধু উপদেশ দিলে হয় না, তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা দরকার। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু এগোয়নি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে যে ইনস্টিটিউসন্যাল ঋণ সেটা সরকারের তরফ থেকে এবং কোঅপারেটিভের মাধ্যমে ৬ পার্সেণ্ট দেওয়া হবে বলে বলা ছিল সেটা আজ কয় পার্সেণ্টে বেড়েছে সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। তা ছাড়া অন্য দিকে ইণ্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে যদি ইনসেণ্টিভের কথা ভাবা হয় তাহলে কৃষির ক্ষেত্রে যেখানে তাদের এই ধানের দর বাঁধার প্রশ্ন আছে সেখানে ইনসেণ্টিভের কথা ভাবতে হবে। চতুর্থত: সেচ, অন্যান্য যে সাহায্যের ব্যাপার সেই ব্যাপারে যে ব্যর্থতা আমি তা শুধু উল্লেখ করে যাব কারণ, আজকে এই বিষয়ে আলোচনা করার সময় নেই। আজ এখানে যে আলোচনা হবে তা প্রধানত: এই সব উৎপন্ন খাদ্য ফসলের সুষ্ঠু বণ্টন কিভাবে করা যাবে তাকে কেন্দ্র করে। এবং এই বিষয়ের গুরুত্ব এইজন্য যে পশ্চিমবাংলায় খুব ভাল ফসল

হলেও—যেটা অশোক দত্ত মহাশয় বলেছেন যে ভাল ফসল যেবারে হয়, যেবারে বাম্পার ক্রপ হয় সেবারেও বলা হয় যে যথেষ্ট ঘাটতি আছে এবং এই ঘাটতি বহুদিন থাকবে, সেজন্য বেশী ফসল উৎপন্ন হলেও তা সুষ্ঠু বণ্টনের দিকে বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এবং এটা অর্থ নীতির মূল কথা যে এই ব্যাপারে সদিচ্ছার ঘোষণা—সরকারী হুকুমনামাতেও কাজ হয় না, অর্থ নীতির ক্ষেত্রে যদি অর্থ নীতির ল'কে কণ্ট্রোল করতে হয় তাহলে সরকারকেও অর্থ নীতির ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে সেই অর্থ নীতির ল'কে অপারেট করবার মত পজিশানে যেতে হবে। আপনার হাতে যদি চাল না থাকে তাহলে চালের কণ্ট্রোল করলে কিছু হবে না। আপনার হাতে সরষের তেল নেই, দাম বাঁধতে গিয়ে আপনি অপদস্থ হতে পারেন, কোন কাজ হবে না। প্রোকিওরমেণ্টের দিক থেকে দেখা গেছে যে সেখানে কিছু করতে চাচেছন না। এখানে শুধু কৈফিয়ত করলে হবে না, আজকে প্রোকিওরমেণ্টের প্রয়োজন। কারণ, এক দিকে এই সময় যা হয় অর্থাৎ ধান ওঠার সাথে সাথে একটা চক্রান্ত চলে, সেই চক্রান্ত হচ্ছে এই শতকরা ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ চাষী সস্তা দরে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়। লোক বসে আছে, সরকার খাজনা আদায় করবেন, তাঁর দেনা-পাওনা আদায় করবেন, তারা চাষীর পাটা থেকে ধান নেওয়ার জন্য আসবে। এই জন্য এই সময় চাষী আণ্ডার ডিউরেস বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তার গলায় পা দিয়ে যথা সম্ভব সস্তা দরে তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার একটা চক্রান্ত চলে এবং এই চক্রান্ত সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে ঐ ধান চালের ব্যবসায়ীরা লিগ আমলের চীপ এজেন্সী প্রথার সময় থেকে বহু টাকা নিয়ে, বহু অর্থ সংগতি নিয়ে ব্যবসায় নামে। আমি ৬০ বছরের ধান চালের ব্যবসার ইতিহাস আলোচনা করে দেখেছি যে ঐ ৫০ সালের মন্বন্তরের আগে পর্যন্ত অল্প পুঁজি নিয়ে ধান চালের কারবার করত, তারা চেতলা, রামকৃষ্ণপুর থেকে ধান চাল নিয়ে আসত এবং সপ্তাহে সপ্তাহে টাকা পেলে তবে টাকা মেটাতে পারত তাদের সঞ্চিত করে রাখবার ক্ষমতা ছিল না এবং মণে ১।২ পয়সা, খুব ভাল বাজারে ৪ পয়সা লাভে তারা ব্যবসা করত, এতেই তাদের পেট ভরত। অনেক সময় আমি এও দেখেছি যে যে দামে কিনেছে সেই দামে বিক্রি করেছে, চলতাটুকু তার লাভ। কিন্তু তারপর যখন দেখল যে মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে যে কোন মূল্যে তাকে কিনতে হবে তাকে যদি কুক্ষিগত করা যায় তাহলে পরে মানুষ যে কোন দামে কিনতে বাধ্য হবে। এবং তারপর থেকে মণ প্রতি ১০।১৫।২০ যে কোন দামে বিক্রি হয়েছে। এই যে রক্তের স্বাদ এরা যখন থেকে পেল তখন থেকে একটা চক্রান্ত গড়ে উঠেছে—১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল এই ২০ বছরে একটা ঘৃণ্য চক্রান্ত গড়ে উঠেছে। আজ যদি সরকারের মানুষের জীবনের জন্য কোন চৈতন্য উদয় হয়ে থাকে, সেই চক্রান্তকে যদি ভাঙ্গতে চান তাহলে তার বিরুদ্ধে আপনাদের দাঁড়াতে হবে। তার জন্য আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এবং আমি জানি আজই বললে আপনারা খাদ্যের ব্যাপারে স্টেট ট্রেডিং করতে পারবেন না, কারণ, তার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি আপনারা করেন নি। সেজন্য আমরা গভর্নমেণ্টকে প্র্যাকটিক্যাল প্রোপোজ্যাল দেব, কিন্তু সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, বেশ কিছু দিন পর্যন্ত বাংলা দেশে ঘাটতি থাকবে। মানুষের জীবন নিয়ে, পেটের খাবার নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা করবার অধিকার কারোর নেই। একদিন ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী নেহরু বলেছিলেন এই সমস্ত মানুষকে ফাঁসি কাঠে লটকাব। ফাঁসি কাঠে লটকান তো দূরের কথা, অন্ততঃ পক্ষে তাদের এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করবার জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা নেবেন। সেই বিষয়ে সত্যিকারের আন্তরিকতা আছে? তাহলে পথ বলা যায়, আর না হলে এড়িয়ে যাবার বহু পথ আপনারা পাবেন। আমরা দেখেছি এই মানুষদেরই ব্যাংক থেকে প্রচুর টাকা ধান কেনবার জন্য আগাম দেওয়া হয়। হয়ত বলবেন যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আইন করা আছে যে চালের ব্যাপারে দেওয়া হবে না। আমি সারা ভারতের খবর জানি, অবনী বাবু ঠিকই তুলেছিলেন, প্রায় ২ শো কোটি টাকা ফুড গ্রেন্সের এগেনস্টে মজুত করবার জন্য তাদের দেওয়া হয়, অথচ কৃষককে বাঁচাবার জন্য দেওয়া হয় না। এটা স্টপ করতে হবে কারণ, আমি জানি যে সিডিউলড ব্যাঙ্কগুলি তাঁদের অজ্ঞাতে এ জিনিস হতে পারে না, আমি বিভিন্ন বাজারে খবর নিয়ে দেখেছি, সেখানে মালিকের সাথে সেনট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তাদের চাবি থাকে। সেজন্য সিডিউলড ব্যাঙ্কগুলির অজ্ঞাতে কেউ তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে

ঐভাবে জমা করতে পারে না। এটাকে সম্পূর্ণভাবে স্টপ করতে হবে। তা না হলে আজকে যে কুক্ষিগত করবার একটা চক্রান্ত গড়ে উঠেছে সেটা আপনারা কিছুতেই বন্ধ করতে পারবেন না। চাষীর টাকা আপনারা সবাই দেখেন, কিন্তু শতকরা ৯০ ভাগ লোক টাকা পায় না, তারা যে কোন দরে নিজের পেটের খোরাকি না রেখে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কো-অপারেটিভে খুব অল্প টাকা রেখে আপনারা নাম কিনবার চেষ্টা করেন, তাতে কাজ হয় না। ওদের টাকা না দিয়ে যদি সেই টাকাটা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে চাষীর ধান জমা রেখে তাদের বর্তমান কাজ চালাবার জন্য এ্যাডভান্স দেন, পরবর্তীকালে ধান বিক্রি করে গুদাম ভাড়া, একটা ন্যায্য ইণ্টারেস্ট পর্যন্ত আপনারা তুলে নিতে পারেন। এই ভাবে যদি টাকাটা খাটান তাহলে অন্ততঃপক্ষে চাষীরা ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয় না এবং বহু ধান লোকের হাতে থাকে। এজন্য ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজ করার প্রশ্ন আসে। কারণ, ব্যাঙ্কের টাকা যারা মানুষকে মেরে মুনাফা করে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে, না, মানুষকে বাঁচাবার জন্য ব্যাঙ্কের টাকা ব্যবহার করা হবে এখানে সেই প্রশ্ন রয়েছে। সবসময় সরকারী টাকার কথা নয়, এর ভিতর দিয়ে সেই জিনিস হতে পারে। আর একটা ভীষণ জিনিস চলছে—ফজলুল হকের আমলে যেমন চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের বিরুদ্ধে একদিন দাঁড়াতে হয়েছিল, তা না হলে কৃষককে বাঁচান যেত না, ঠিক তেমনি ভাগচাষী সবচেয়ে যারা দরিদ্র তারা বাড়ি নিতে বাধ্য হয় এবং একটা প্রথা বর্তমানে চলছে যাকে বলে টাকানো প্রথা অর্থাৎ শ্রাবণ ভাদ্র মাসে যখন প্রচুর দর হয় সেই সময় ১ মণ ধান দিয়ে তখন তার যে দর ধরুন, ২০ টাকা, সেই ২০ টাকার উপর ৫০ পার্সেণ্ট অর্থাৎ ৩০ টাকা লিখে রাখা হয়, তারপর ১০ টাকা দরে ৩ মণ ধান দিয়ে সেটা শোধ করতে হয়।

[1-40—1-50 p.m.]

এবং ফলে যারা সবচেয়ে দরিদ্রতম অংশ নেই ভাগচাষী ধান তোলার সাথে সাথে পুরোণ তাদের যে ঋণ সেটা শোধ দিতে গিয়ে সর্বসান্ত হয়ে নূতন ঋণে তাদের মাথা ঘামাতে হয়। ব্যাপকভাবে এই জিনিস চলছে। এদের যদি বাঁচাতে হয় তাহলে যেমন ঋণ সালেশী বোর্ড হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে এর ব্যবস্থা করে এদের আজকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। অনেক জমি সেল হয়েছে, তারও একটা ব্যবস্থা করা দরকার। সেই জন্য মূল প্রশ্ন হচ্ছে যে এই দিক থেকে আপনারা যদি কিছু না করেন অর্থাৎ এর জন্য প্রকিওরমেণ্ট দরকার। কারণ আপনাদের হাতে যদি কিছু না থাকে তাহলে কিছুই করতে পারবেন না। সেই জন্য আমাদের প্রস্তাব ছিল যে যা আপনি বাইরে থেকে পাবেন সেটাকে স্টেট-এর আওতায় নিয়ে আসুন। গভর্ণমেণ্ট লেবেলে অন্যান্য স্টেটকে বোঝাবার চেষ্টা করুন—যদি না হয় অন্ততঃ পক্ষে সমস্ত বাইরের জিনিসটা মিলে আসুক। তাছাড়া ইনটারন্যালি যেটা ফুড গ্রেনস এনকোয়ারি কমিটি রিপোর্ট হচ্ছে যে ১৫ টু ২০ পারসেণ্ট এইটা মার্কেটেবল সারপ্লাস তার অন্ততঃ ৫০ পারসেণ্ট এটাকে সরকারের কেনা দরকার। তা না হলে এটা কেমন করে করবেন। যখন প্রোকিওরমেণ্ট ছিল, আমি দেখেছি, গভর্ণমেণ্ট একটা দর হেঁকে দিলেই হোত না—তার নাকের ডগায় ব্যবসাদাররা অফিসারের সামনে ধান তুলে নিয়ে চলে যেত। অতএব সে দিক দিয়ে হবে না। সেই জন্য সরকারকে ঐ চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য চাষীরা ধান যাতে ঐ দরে বিক্রি করতে বাধ্য না হয় তা ব্যবস্থা করুন। তার হলেই সরকার সব পাবেন। তা হলে আর একটা জায়গা যদি থাকে তাহলে তারা বাধ্য হয় না। কারণ যে মুহূর্তে দর উঠবে তখন তাহলে সেটাকে নামানো যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ডিম্যাণ্ড অ্যাণ্ড সাপ্লাই থিওরির কথা। তাহলে সাপ্লাইটা হাতে রাখুন, কণ্ট্রোল করার ক্ষমতা রাখুন। সেই ক্ষমতা যদি না রাখেন তাহলে হবে না। এখানে মিলের কাছে দেখছি লেভি করেন নি। কেন মিলের কাছে কোন লেভি করবে না তাহলে কি করে শেষকালে চাল সাপ্লাই করতে পারবেন। সেই জন্য বিভিন্ন মিলে একটা পারসেণ্টেজ বেঁধে দিতে হবে। সেই পারসেণ্টেজ লেভি হিসাবে আদায় করতে হবে। এই করে সাফিসিয়েণ্ট স্টক হাতে নেন এবং একটা ইকনমিক ফোর্স সৃষ্টি করুন; যাতে ইকনমিক ফোর্স কণ্ট্রোল করতে পারে সাধারণ লাইন টোইং করার জন্য। স্টেট সেক্টর-এর

এজন্য প্রয়োজন। দেশের অর্থনীতিকে একটা পরিকল্পিত দৃষ্টির দিকে যদি নিয়ে যেতে হয় তাহলে সেটাকে গভর্ন করবার মত অর্থনীতি ক্ষেত্রেও আপনাকে সেই শক্তিটা অর্জন করতে হবে। তবে আপনার কথা সেখানে কার্যকরী হবে। এইটুকু বলে আপনাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Bejoy Krishna Bhattacharyya :

মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, কালকে এখানে যে বিতর্ক হয়ে গেল—সেই বিতর্ক দেখে আমাদের সকলের খুব আনন্দ হয়েছে, এইজন্য যে অপোজিসনই বলুন আর কংগ্রেস দলই বলুন সকলেই একটা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁরা কাল আলোচনা করেছেন। অবশ্য মাঝে মাঝে একটুখানি গালাগালি দেওয়া হয়েছে—এবং সেটা হওয়া স্বাভাবিক—কারণ বিতর্ক সভায় এটা হওয়া স্বাভাবিক। আমি এই সভায় নূতন এলাম এবং এসে এখানে যে কোয়ালিটি দেখলাম তাতে সত্য সত্যিই আনন্দ হয়েছে আর হবারও কথা। কালকে মোটামুটিসব সভ্যই বললেন—তাতে মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে চালের দাম, ধানের দাম একটা স্থির করে রাখা দরকার। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যা প্রায় সব দলের সভ্যই এখানে বলেছেন যে স্টেট ট্রেডিংয়ের ব্যবস্থা করা দরকার। বিরোধী পক্ষের অনেকেই সে কথা বলেছেন—কংগ্রেস পক্ষের অনেকেও সে কথা বলেছেন। কিন্তু আর একটা কথা যেন আমরা ভুলে না যাই—যেটা গতকাল কমলকান্তি গুহ মহাশয় বলেছেন সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে যে যে সময় চাষীদের হাতে ধান থাকে না অর্থাৎ ধান চাল উঠবার আগেই তারা দাদন নিয়ে নেয় এবং ঋণ জালে জড়িত হয়ে যায়। যদি স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন করা হয় তাহলে পূর্বের কি যে ঋণ আছে এবং সেই ঋণের কি ব্যবস্থা হবে সেটা জানা দরকার। অর্থাৎ স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন যদি কেনবার ভার নেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা যে ঋণের দায়ে জড়িত হয়ে আছে সেই ঋণ থেকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা না করলে, আমরা এই মাছের ব্যাপারে যে অবস্থা দেখেছি—এই ব্যাপারে সেই অবস্থার সৃষ্টি হবে। দর স্থির, কেনবার ব্যবস্থা হবে, কিন্তু জিনিস বিক্রি করবার লোক সামনে এসে হাজির হবে না। সমস্ত সাপ্লাই আমাদের সামনে আসবে না। সুতরাং আমার মনে হয় কমল গুহ মহাশয় যা বলেছিলেন এ বিষয়ে খুব সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। আমি একটা জিনিস মাননীয় সদস্য মহাশয়ের সামনে রাখতে চাই—সেটা হচ্ছে শুধু ধানের কি দর হবে, চালের কি দর হবে এই সব কথা ছাড়া আর একটা বড় কথা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই বাংলা দেশে চাল কত উৎপন্ন হয় এবং চালের দাম কত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে নানা রকম মত আমরা কালকে থেকে শুনতে পেয়েছি। অধিকাংশের মত হোল যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সেটা একটা ঘাটতি রাজ্য। মাননীয় কাশীকান্ত মৈত্র মহাশয় বল্লেন যে পশ্চিমবঙ্গে কোন ঘাটতি নাই—আমাদের যথেষ্ট সারপ্লাস আছে। কাজেই এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য আমাদের জানা দরকার যে সত্যিই ঘাটতি আছে কি নাই। এত বড় একটা জিনিস একটা রাজ্যের খাদ্য সমস্যার বিষয়ে ঠিক বৈজ্ঞানিকভাবে কোন তথ্য যে জোগাড় করা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। যে কোন তথ্যের কথা আমরা সামনে নিয়ে আসি না কেন তার নানা রকম ত্রুটি আছে। কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ জানাবো যে তারা কোন বিশেষজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ-দল দিয়ে এই তথ্য নিরূপণের চেষ্টা করুন। আমি সাজেস্ট করছি ক্যালকাটা ইউনিভার-সিটির ডিপার্টমেন্ট অব ইকনমিক্স-এর এগ্রিকালচারাল এক্সপার্ট ও গভর্নমেন্টের দুইজন এগ্রি-কালচারাল কর্মচারী এই দলে থাকবেন। তারা স্থির করুন সত্যি সত্যিই আমাদের দেশে কি পরিমাণ ধান উৎপাদন হয় এবং সেই ধানের কতটা চাষীরা নিজেরা রাখেন আর বাকী কতটা ধান বিক্রির জন্য বাজারে আসে। এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য না পেলে আমাদের পক্ষে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর নয়।

আর একটা কথা সকলের কাছে নিবেদন করবো সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যতে—আমাদের এখন অধিকাংশের মত, যে খাদ্যে একটা ঘাটতি আছে। আমরা সারা ভারতবর্ষের যা অবস্থা দেখছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে সারা ভারতবর্ষের কৃষির ক্ষেত্রে একটা বিরাট ঘাটতি রয়েছে। আমাদের বাংলার অধিকাংশ লোকই চাল গ্রহণ করে।

মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে আমরা আটা খাচ্ছি বেশী এবং ক্রমে ক্রমে আটা খাওয়া বাড়ছে। আমার মনে হয় সেই আটা খুব বেশী আমরা খাচ্ছি তা নয়। বাঙ্গালী আটা খেতে খুব বেশী অভ্যস্ত হয়েছে তা নয়। তবে বাংলার বাইরে থেকে এখানে প্রচুর লোক এসেছে যাদের আটা খাওয়ার অভ্যাস আছে—সেইজন্য বাংলায় আটা খাওয়ার পরিমাণ খুব বেড়ে গেছে। বাঙ্গালী ভাতই খাবে—সকলের উপদেশ অনুরোধ সত্ত্বেও সে দুবেলা ভাত খেতে চাইবে এবং খেয়ে যাবে। অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের তিন বেলা পর্যন্ত ভাত খেতে হয়। সুতরাং ধানের উৎপাদন সম্বন্ধে আমাদের সজাগ হতে হবে। আমাদের যে খাদ্য বিভাগ আছে তার যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে ভাবে পরিচালিত হলে এখন চলবে না। আমরা দেখেছি পশ্চিমবাংলার খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের দিল্লী থেকে ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ তারা গোড়ায় কতকগুলি তথ্য আমাদের সামনে নিয়ে এসে জানিয়েছেন যে একর প্রতি আমাদের কত ধান উৎপন্ন হয়। সে সম্বন্ধে যদি এনকোয়ারী করা যায় তাহলে দেখা যাবে কেরালার তুলনায় এমন কি আসামের তুলনায় আমাদের খাদ্য উৎপন্ন এখানে যা হয় তা অত্যন্ত কম।

[1-50—2-00 p.m.]

আমি এখানে ন্যাসনাল কাউন্সিল অব এ্যাপলাইড ইকনমিক রিসার্চ-এর একটা ফিগার দিচ্ছি। তাঁরা বলছেন কেরালায় ১৯৬০-৬১ সালে একর প্রতি উৎপন্ন জিনিসের দাম ছিল ৫২১ টাকা ৫৬ নয়া পয়সা এবং পশ্চিমবাংলায় ছিল ৩৪৮ টাকা ৪৮ নয়া পয়সা। তাহলে দেখা যাচ্ছে কেরালায় যা উৎপন্ন হয়েছে তার এক তৃতীয়াংশ কম উৎপন্ন হয়েছে বাংলা দেশে। স্যার, আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি দেশ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বছর বছর এই খাদ্য ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও চাষবাসের উন্নতিকল্পে যতটুকু বদ্ধপরিকর চেষ্টা করা উচিৎ ছিল তা করা হয়নি। স্যার, দিল্লী ন্যাসনাল কাউনসিল অব এ্যাপলাইড ইক-ইকনমিক রিসার্চ-এর আদেশে ডঃ আর. এন. মিত্র একটা এনকোয়ারী করেছিলেন এবং চাষবাসের উন্নতির জন্য তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছেন সেটা আমি আপনার কাছে জানাব। তাঁর মত হচ্ছে আমাদের দেশে চাষবাসের জন্য যেসব ব্যবস্থা আছে সেটা পর্যাপ্ত নয় এতে আছে

"The main task of the procurement will be to inspire and assist the cultivators in using the existing resources to the maximum effect and to concentrate efforts in a few selected items of importance that is desired to convey most to additional production."

অর্থাৎ সব জায়গায় নজর না দিয়ে গোটা কতক বিষয় নির্দিষ্ট নজর দিলে কোন উপকার হচ্ছে না। আমাদের এগ্রিকালচার-এর উন্নতি স্কীম ডিপেণ্ড করছে ন্যাশনাল এক্সটেনসন সার্ভিস এ্যাণ্ড দি কমিউনিটি ডেভলপমেণ্ট সার্ভিস-এর উপর। এই ন্যাশনাল এক্সটেনসন সার্ভিস এবং কমিউনিটি ডেভলপমেণ্ট সার্ভিস তাঁরা বলছেন,

"It is time to take lesson from American system of National Extension Service. It is too much to expect from a matriculate youth to perform all these functions efficiently inspite of the knowledge of the subject matter as specialists. In the U. S. A. the extension worker is a highly paid and highly educated mature adult with all the facilities of irrigation to act."

স্যার, আমি সমস্ত এক্সট্রাক্টটা পড়লাম না। তারপর, তাঁরা আর একটা উপদেশ দিয়েছেন

"In addition to the basic weaknesses of the whole rural development programme agriculture more than in other sector of the economy suffers because of lack of co-ordinated effort both at the planning and at the implementation stages."

কাজেই আমার মনে হয় আমাদের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট সব দিক লক্ষ করে কৃষির উন্নতির জন্য যদি এইভাবে চেষ্টা করেন তাহলে ভাল হয়। তারপর, আমাদের একটা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা করা দরকার কারণ এবৎসর হয়ত ঘাটতি হয়নি, কিন্তু পরের বৎসর যে ঘাটতি হবে না সেকথা কেউ বলতে পারে না। স্যার, আমরা এখনও বৃটিশ যুগের মত আকাশের দিকে চেয়ে বেঁচে রয়েছি।

Shri Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আগামী বছরের খাদ্যনীতি নির্ধারণ করতে গেলে বিগত বছরের যে কলঙ্কিত ইতিহাস, এবং বিগত বছরের কংগ্রেস সরকারের নির্ধারিত নীতির কবলে বা যুপকাষ্ঠে বাংলা দেশের দরিদ্র ও সাধারণ মানুষ যেভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে তার খানিকটা কথা পূর্বাহ্নে বলা দরকার। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, গত ৩রা অক্টোবর তারিখে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে দেখল শ্রীসেন বলছেন যে, চালের উর্ধগতি রোধ করবার কোন ক্ষমতা তাঁর হাতে নেই। এরপর আমরা সঙ্গেসঙ্গেই দেখলাম পশ্চিমবাংলার মুনাফাখোর, মজুতদাররা তার সৎব্যবহার করল—অর্থাৎ উর্ধগতি দিনের পর দিন বেড়েই চলল। তারপর, তাঁর বক্তৃতায় আমরা শুনলাম চাল না খেয়ে এটা রুখতে হবে—এছাড়া রুখবার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু সেই সময় পশ্চিমবাংলা তথা কোলকাতা এবং বৃহত্তর কোলকাতার যারা মজুতদার, মুনাফাখোর চালের ব্যবসায়ী তাদের হাতে কম করে ৪০ হাজার টন মজুত ছিল।

যে চাল সেদিন কলকাতা সহরে এবং শিল্পাঞ্চলে ছিল সেই চাল আগামী দু বৎসরের জন্য পর্যাপ্ত ছিল, অথচ সে চাল থাকা সত্ত্বেও, যে চাল আগামী বছরের ধান না উঠা পর্যন্ত—সহরাঞ্চলের মানুষকে সরবরাহ করা যেতো, সেই চাল ওপেন মার্কেটে থাকা সত্ত্বেও, সেদিন মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বললেন বাজারে কোন চাল নেই। আরও প্রহসন দেখলাম যে সারা পশ্চিম-বাংলায় তখন এই ৮.৫ মিলিয়ন লোকের জন্য মডিফায়েড রেশনিং এবং ফেয়ার প্রাইস সপ মারফৎ দেওয়ার মত চাল জমা আছে। অথচ সেই সময়ই তিনি বলেছিলেন আমি দোকানের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিলাম, গ্রামে গ্রামে দোকান খুলে দেবো। দেখা গেল এ কেটেগরীর চাল সরবরাহের যে ব্যবস্থা সেই দোকানে মাত্র শতকরা ২৫ জনের বেশী লোককে দেবার চাল পৌঁছাল না। অথচ কলকাতার যে অবস্থা তখন ৪০ হাজার টন চাল পাওয়া যেতে পারত। সেদিন স্টেটসম্যান কাগজে দেখেছিলাম ১৯শে তারিখে হোলসেলারদের নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংসে যে মজলিশ বসিয়েছিলেন মজলিশের পরে সেই হোলসেলারবাই বলেছিলো যে তাদের হাতে ৪০ হাজার টন চাল আছে এবং সেই চাল তারা আগামী দুমাসে কলকাতা সহরকে সরবরাহ করতে পারবে। অবাক লাগে সেই সময় কলকাতায় যখন চালের দর ৪৫ টাকা ৫০ টাকা তখন উড়িষ্যার চালের মণ ২৪ টাকা, আরও অবাক লাগে বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশে তখন ' চালের দাম কত কম। অথচ সেই চাল তথাকথিত ভদ্রলোকের চুক্তি অনুসারে এখানে বিক্রী হল ৩৫ টাকা দরে। আমি জিজ্ঞাসা করি সরাসরি কংগ্রেস সরকারকে আপনারা ১৬ টাকা দরে নেপাল থেকে যে চাল আনলেন আপনাদের ট্রেড এ্যাকাউণ্টের মধ্য দিয়ে সেই ১৬ টাকা দরের চাল কোথায় কার হাত দিয়ে বিক্রী হল? উত্তর দেবার কিছু নাই। অবাক লাগে যে চাল নেপাল থেকে ১৬ টাকা দরে আনলেন সেই চাল বাংলা দেশের মানুষ পেল না সেই চালই তাদের ৩৫।৪০ টাকা দরে কিনতে হল। শুধু তাই নয় অন্ধ্র থেকে যে চাল আনলেন ট্রেড এ্যাকাউণ্টে সেই চাল কোথায় কত দরে বিক্রী হল? উড়িষ্যা থেকে ব্যান হবার আগে যে চাল কেনা হল ২৫এ যে তারিখে, সেই চাল যখন পরে নিয়ে এলেন অক্টোবর মাসের শেষে এবং সেপ্টেম্বরে যে আরও দশ হাজার টন চাল আনলেন, স্পেশাল পারমিট দিয়ে সেই চাল কেন ৩৫ টাকা দরে বিক্রী হল? কেন বিক্রী হল অতিরিক্ত মূল্যে আপনাদের সামনে? তার কোন কৈফিয়ৎ কংগ্রেস সরকারের নেই। তা ছাড়া আমরা দেখলাম গত অক্টোবর মাসে নির্লজ্জের মত আত্মসমর্পণ করলেন কালো বাজারী মুনাফাখোরী কতকগুলি মানুষের কাছে যারা ক্ষুধার অন্ন নিয়ে কারবার করে, তাদেরই কাছে সরকার আত্মসমর্পণ করলেন।

[2-00—2-10 p.m.]

সেই অতীত স্মৃতি, সেই কলঙ্কময় ইতিহাস আজকে আমাদের সামনে আছে বলে আগামীদিনের যে খাদ্যনীতি নির্ধারণ করা হবে তা খুব আশাপ্রদ হবে বলে মনে করি না। হোলসেল ট্রেড-এর ঐ সমস্ত মজুতদার, মুনাফাবাজ এবং মুনাফাখোর যাদের পদলেহন করে কংগ্রেস সরকার চলেছে

তাদের হাতে ছেড়ে দিতে চাই না। আপনাদের উত্তর থাকলে দেবেন যে নেপালের সেই চাল-গুলো কোথায় গেল? স্পেশিয়াল এনডোরসমেণ্ট নিয়ে যেসব ভাগ্যবান সেদিন চাল এনেছিল তারা সেই ১৬ টাকা মণের চাল ৩৫।৪০ টাকায় বিক্রি করেছে। আপনাদের স্পেশাল পারমিট নিয়ে ব্যান থাকা সত্ত্বেও উড়িষ্যা থেকে যে ১৫ হাজার টন চাল এল তা কোথায় গেল? কাজেই আপনাদের ঐ নোংরা চেহারা, দমনেহনকারীর ঐ চেহারা বাংলাদেশের মানুষ দেখেছে। এজন্য আমরা বলি যে হোলসেল মার্কেট—এ ঐ সমস্ত মজুতদার ও মুনাফাখোর যারা মানুষের ক্ষুধার অন্ন নিয়ে চোরাকারবারী করে তাদের হাতে ব্যবসা দিলে চলবে না। একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে কোন দর নির্ধারণ হোক না কেন বাংলাদেশের মানুষ চাচ্ছে যে দর আপনারা নির্ধারণ করবেন সেই দর এনফোর্স করার মত সাহস আপনাদের আছে কিনা? যদি এনফোর্স করতে না পারেন তাহলে দর নির্ধারণ করে কোন লাভ নেই। মানুষকে ভাওতা দেওয়া যাবে, বিধান সভায় দাঁড়িয়ে গলাবাজী করা যাবে, কিন্তু যদি এনফোর্স না করতে পারেন তাহলে আমি বলব যে দর বাঁধায় কোন প্রয়োজন নেই। এনফোর্স আপনারা তখন করতে পারবেন যখন আপনারা হোলসেল বিজনেস নিজেরা কনট্রোল করতে পারবেন। বাজারে যে ১৫।২০ পার্সেণ্ট চাল সারপ্লাস আছে সেই চাল যদি করায়ত্ত করতে পারেন, সেই চাল যদি নিজেরা কনট্রোল করতে পারেন তাহলেই পারবেন বাজার দর ঠিকভাবে রাখতে। তা না হলে মাছের দরের মত হবে যে সেই দর এমনভাবে বেঁধে দিয়েছেন যে কোলকাতা, হাওড়া শহরের লোক মাছ পাচ্ছে না যেহেতু সোর্স আপনারা কণ্ট্রোল করতে পারেন নি। সাপ্লাই পোজিসান আপনাদের কণ্ট্রোলের বাহিরে। সেই রকমভাবে চালের সাপ্লাই পোজিসান আপনাদের হাতের মুঠোর মধ্যে না থাকার দরুণ রেশনিং-এর অবস্থা কি হয়েছিল? অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি রেশন-এর দোকানগুলো শূন্য, রেশন কার্ড আছে, চাল নেই। অপদার্থতা কতখানি হলে পর একটা এসটাবলিসড্ গভর্ণমেণ্ট-এর আণ্ডার-এ কার্ড নিয়ে গিয়ে লোককে রেশন সপ থেকে ফিরে আসতে হয়। কেন না সেখানে চাল থাকে না। সেজন্য বলছি যে হোলসেল ট্রেড যদি আপনারা দখল না করতে পারেন, ১৫।২০ পারসেণ্ট এক্সেস রাইস, মার্কেট রাইস যা বাজারে আসে তা যদি আপনারা কিনতে পারেন তাহলে দর বাঁধা নিরর্থক, সেই দর বেঁধে মানুষকে বিভ্রান্তি করবেন না, সেই দর বেঁধে আগামী দিন মাম্ব-এ আমাদের দেশের মুনাফাবাজ, মজুতদার যারা রক্ত চুষে খায় তাদের আর সুযোগ করে দেবেন না। জিজ্ঞাসা করতে পারি ফুড ডিফিসিট কারা করে? ফুড মিনিস্টার তো ফুড ডেফিসিট বাংলাদেশে করে রেখে দিয়েছেন। কেন'না, ঐ ফুড ডেফিসিট এর নাম করে নিজেদের পকেট পূর্ণ করবেন। জিজ্ঞাসা করি ফুড মিনিস্টার হিসাবে স্বাধীনতা হবার পর থেকে দীর্ঘ এক ডিকেড ধরে তিনি এখানে থেকে কি করেছেন? রাজস্থানে যেখানে পার একর ৩১০ ছিল সেখানে ১৩০০ হয়েছে অর্থাৎ ৩৭৫ ইনক্রিজ করেছে। পার একারে ফুড প্রোডাকসান, মাদ্রাজে ফুড প্রোডাকসান গত ১০ বছরে ৭৫ পারসেণ্ট ইনক্রিজ করেছে; কেরালায় গত ১০ বছরে ফুড প্রোডাকসন ইনক্রিজ করেছে ৫৫ পারসেণ্ট; আর এই যেখানে এই অবস্থা সেখানে না হয় বলতে হয় বাংলাদেশে ফুড প্রোডাকসান ইন দি লাস্ট ডিকেড কত পারসেণ্ট বেড়েছে—নট মোর দ্যান ৫ পারসেণ্ট কেন এই ভাবে সমস্যা জিয়িয়ে রেখেছেন? এই রকম ধরণের মন্ত্রীকে কেন সরকারের মধ্যে রেখেছেন? অবশ্য এর মধ্যে অনেক ভাল কথা বিজয়বাবু বললেন। কিন্তু কেন বাংলাদেশে ফুড পার একর ডেভলপ করে না? আজকে লজ্জার কথা বাংলাদেশে সব চেয়ে বেশী শস্যশ্যামলা উর্বরভূমি থাকা সত্ত্বেও আমাদের পশ্চিমবাংলায় ফুড প্রোডাকসান পার একর ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় নিম্নগামী এমন কি আমাদের চেয়েও নীচে যা একটু আগে বিজয়বাবু বললেন। এর ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্যাটাকে জিয়িয়ে রাখা হয়েছে এবং বড় বড় কথা বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত করা চলে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। উনি আমাদের গ্রামের চাষীকে মজুতদারের ক্যাটাগরীতে ফেললেন। কিন্তু আমরা তা ফেলি না। গ্রামের শতকরা ২॥ জন লোক মজুত করতে পারে, ৯৮ হইতে ৯৫ পারসেণ্ট লোক তারা মজুত করে না অধিকাংশ সময়ে তাদের কেন খেতে হয়। গ্রামের সাধারণ চাষী যাদের কিনে খেতে হয় সেখানে যদি ধানের দর ১৫।১২ টাকা বাঁধেন তাহলে যাদের কিনে খেতে হয় তাদের কোন অসুবিধা হয় না। কারণ যদি কিনে খাবার ঐ রেট বরাবর চালু করতে পারেন তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হয় না। বিজয়বাবু একটু আগে বললেন যে আমাদের

দেশের গরীব চাষীদের ধান বিক্রি হয়ে গেছে। সেদিন স্টেটসম্যান কাগজে দেখলাম যে উত্তরবঙ্গে ৬।৭।৮ টাকা দরে ইতিমধ্যে ধান ফলবার আগেই ধান বিক্রি হয়ে গেছে। এসব জায়গায় আপনারা কি করেছেন? আমাদের দেশে চাষীকে ধার দেবার জন্য ৫০ কোটি টাকা দরকার সেখানে ১০ পারসেণ্ট টাকাও তাদের চাষ করবার জন্য দেননি।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সরকারের নীতির ফলে এই হচ্ছে। দেশের লেবার পার ইয়ার, পর সেণ্টাম, তারা করে ১০০ ইউ. এস. ডলার হিসাবে, পার লেবার পার ইয়ার প্রডিউস করে ১০২ যা জার্মাণী ও নিউজিল্যাণ্ডএর তুলনায় ১।১৩হচ্ছে পার্ট অফ প্রোডাকটিভিটি আর যদি তুলনা করি জাপানের সঙ্গে তাহলে হচ্ছে ১।১২ পার্ট অফ প্রোডাকটিভিটি। আজকে বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে যে চাষী চাষ করে সোনার ফসল ফলায় নিজের রক্ত জল করে ঐ রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে তার প্রোডাকটিভিটি হচ্ছে ১।১২ অথবা ১।১৩ পার্ট অফ প্রোডাকটিভিটি অব ওয়েস্ট জার্মানী, নিউজিল্যাণ্ড এবং জাপান। এই অবস্থায় মর্মান্তিক দুঃখের জীবন তাদের কাছে ছিল। কাজেই আপনাদের কাছে দাবী করবো আপনারা হোলসেল ট্রেড কনট্রোল করুন। বাজার থেকে বাড়তি চাল কিনে আগামী বৎসরের জন্য সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌছে দিন।

Shri Narendra Nath Sarker:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, খাদ্য সমস্যা বলতে আমরা চালের কথা বুঝি, কারণ খাদ্যের সাথে সাথে অন্য যে সব জিনিস আছে দুধ, ঘি, তেল, বা তরকারী এ সব জিনিষেরও দাম বেড়েছে। কিন্তু চালের দাম বেড়েছে অধিক, এবং তাই আমরা চালের ঘাটতিকে আমরা সবার উপরে স্থান দিয়েছি। এই চালের ঘাটতি বাংলা দেশের জীবনে নূতন নয়। দেশ স্বাধীন হবার আগেও এই বাংলা দেশে চালের ঘাটতি ছিল, স্বাধীনতা লাভের পরে পশ্চিম বাংলায় সেই ঘাটতি রয়েছে। দেশ ভাগ হবার পর পশ্চিমবাংলাতে জনসংখ্যার চাপ বেড়েছে একথা সবাই স্বীকার করবেন। বহিরাগত ভায়েরা প্রায় ২৫ লক্ষ—এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ৩৫ লক্ষেরও বেশী লোক বাইরে থেকে এসে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এই কলিকাতা এবং তার আশে পাশে, এবং তারা জীবিকা নির্বাহ করেন এখানে আহার করছেন এবং তারাও আজ খাচ্ছেন ভাত। তাই ভাতের দাবী তারাও করছেন, এবং এর ফলে চালের ঘাটতি বেড়ে গেছে। আজকে বাংলা দেশের দিকে তাকালে আরও দেখতে পাই যে বাংলাদেশের ১ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জমি আছে এর ৬২ ভাগ জমি আজ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। তথাপি চালের ঘাটতি রয়ে গেছে। বিগত বৎসরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ৩৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমরা উৎপাদন করতে পেরেছি। এবার শস্যের আবাদ ভাল হওয়ার ফলে আমরা আশা করছি ৫০ লক্ষের অধিক টন খাদ্য-শস্য আবাদ হবে এবং সেই সাথে সাথে উড়িষ্যা থেকে ৪ লক্ষ টন চাল পাব। এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে এক লক্ষ টন চাল পাব ও নেপাল থেকে ৪০ হাজার টন চাল পাব এরূপ একটা আশা করা যাচ্ছে। তাই মূলতঃ চালের সমস্যা গত বৎসরের তুলনায় তত অধিক বলে মনে হচ্ছে না। আমরা এবার পরিষ্কার করে বুঝতে পাচ্ছি যে চালের উৎপাদন বাড়াতে গেলে—আমাদের খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে গেলে চাষের যে উৎপাদন শক্তি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা আছে। এবং সরকারের এদিকে প্রচেষ্টাও আছে। আমরা দেখছি তাঁরা বহু ডিমনস্ট্রেটিভ ফার্ম করেছেন সার দেবার জন্য। সেচের ব্যবস্থা কোথাও কোথাও হয়েছে। নদীয়ার বুকে আমরা দেখছি প্রচুর চাষ হচ্ছে, কিন্তু নদীয়ার সাথে বর্ধমানের তুলনামূলক বিচার করলে আমরা দেখবো সেচের সুযোগ থাকায় সেখানে অধিক ফসল হয়। আর যেখানে সেচের ব্যবস্থা নেই সেখানে ফসলের অবস্থা কি? আমার দেশ ভাগ হবার পর নদীয়ায় দেখেছি যেখানে ১১ লক্ষ লোক ছিল সেখানে এখন ১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার লোক হয়েছে। নদীয়ার ১৫ শত গ্রাম আছে, সেই ১৫ শত গ্রামে ৩ লক্ষ একর জমিতে চাষ হতো। কিন্তু আজ সেখানে ৭ লক্ষ একরে চাষ হচ্ছে, এবং ২০ হাজার জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। অপর দিকে যে তুলনা করলে দেখা যায় আজ কেনেলের সুযোগ পেয়ে বর্ধমান প্যাকেজ প্রোগ্রাম-এর আওতায় এসে আজ সেখানে ফসলের উৎপাদন বেড়ে গেছে। নদীয়ায় আমরা দেখেছি বিঘা প্রতি ৪ থেকে ৫ মণ

হবে ফসল হচ্ছে, আর বর্ধমানে আমরা দেখছি বিঘা প্রতি ১২ মণ থেকে ১৪ মণ পর্যন্ত ফসল করা সম্ভব হয়েছে। তাই বর্ধমান চাষীর পক্ষে তার যে খরচ পড়বে উৎপাদন করতে নদীয়ার চাষীর পক্ষে তার চেয়ে বেশী খরচ পড়বে।

[2-10—2-20 p.m.]

আজ যদি আমাদের ধান চালের দাম নির্ধারণ করে দিতে হয় তাহলে যারা উৎপাদন করছে সেই চাষীর দিকে এবং সাধারণ মানুষ যারা কবছে তাদের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা যদি গ্রামের দিকে যাই, গ্রামের সাধারণ মানুষ, চাষীদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিশি তাহলে আমরা দেখতে পাই তাদের আর্থিক দুর্গতির কারণ কোথায়। নদীয়া জেলায় দেখেছি ক্রেডিট সোসাইটির মাধ্যমে আমরা বহু টাকা লোন দিয়েছি, সেখানে ১২৪৫ টা ক্রেডিট সোসাইটি আছে, সেই সোসাইটিগুলিকে আমরা ৪৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি ফসল ভাল হওয়ার ফলে চাষীরা সেই লোন পরিশোধ করেছে। কিন্তু প্যাকেজ প্রোগ্রামে যেসব সুযোগ সুবিধা আছে সেই সুযোগ যদি চাষীকে দিতে পারি তাহলে আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের দেশের উৎপাদন নিশ্চয়ই বাড়বে এবং বাংলা দেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে এবং চালের ব্যাপার নিয়ে এই রকম বিরোধী পক্ষের বিতর্ক শুনতে হবে না। আমরা দেখেছি নদীয়া জেলায়, অন্যান্য বহু জায়গায় চাষী তার চাষের জমি বিক্রি করে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। গতকাল বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য কমল গুহ মহাশয় সে কথা উল্লেখ করেছেন। এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক। চাষীদের যদি তাদের জীবনের সবস্ব ২।৪ বিঘা জমি উৎপাদনের জন্য বন্ধক রেখে অর্থ নিয়োগ করতে হয় তাহলে এর চেয়ে দুঃখের কারণ আর কি হতে পারে। আমি চাষীদের এই দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করব যাতে তাঁরা ক্রেডিট সোসাইটির মাধ্যমে অধিক টাকা নিয়োগ করতে পারেন। আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অনুরোধ করতে হবে, ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল ব্যাঙ্ককে অনুরোধ করতে হবে যাতে তারা সোসাইটির মাধ্যমে অধিক টাকা দিতে পারেন। যাতে চাষীকে তার সম্পত্তি মহাজনের কাছে বন্ধক রাখতে না হয়, যাতে চাষীর সম্পত্তি তার নিজের নামে থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আজ দেশে যখন খাদ্যাভাব চলেছে তখন খাদ্য নিয়ে দলবাজী চলেছে, রাজনীতির প্রচেষ্টা চলেছে। আমি খাদ্যের দাম বাঁধনার পূর্বে পরিষ্কারভাবে এই কথা রাখতে চাই যে যারা উৎপাদন করছে এবং সাধারণ মানুষ যারা ক্রয় করছে তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে খাদ্যের দর ঠিক করতে হবে। ১৫ টাকা যদি ধানের দাম হয় তাহলে চালের দাম যাতে ২৫ টাকার ভিতরে হয় ২৮ টাকার ঊর্ধে না হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। যারা উৎপাদন করছে, যারা ক্রয় করছে তাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শুধু এই কথা বললে হবে না যে দমদম দাওয়াই এর জন্য এটা হয়েছে। যারা স্টেট ট্রেডিং-এর কথা বলেছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশনের ডিরেকশান আছে টাকা না হলে স্টেট ট্রেডিং করা যাবে না। ৫০ লক্ষ টন চাল যদি আমাদের কিনতে হয় তাহলে কত কোটি টাকার প্রয়োজন এবং সেই টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আছে কিনা সেটা বিচার করে দেখতে হবে। শুধু বাজার গরম করবার জন্য এই সমস্ত কথা বললে হবে না। এই সমস্যা হচ্ছে সার্বজনিক সমস্যা। তাই আপনাকে আমি অনুরোধ করব দলবাজী না করে, আন্দোলন করে মানুষকে বিভ্রান্ত না করে খাদ্য উৎপাদনের দিকে আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গিয়ে চাষীদের উৎপাদনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে, তবেই খাদ্য সমস্যা সমাধান হবে বলে আমি মনে করি।

Shri Nani Bhattacharjee:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমাদের নরেনবাবু একটা ভাল কথা বলে গেলেন যেটা অনেকে ভয়ে ভয়ে বলতে পারছিলেন না এবং আমরা সেই আশঙ্কাই করেছিলাম যে কোন কংগ্রেস সদস্যের মুখ থেকে স্টেট ট্রেডিং এর বিরুদ্ধে যুক্তির অবতারণা এখনই হতে পারে যেটা কালকে আশা করেছিলাম। ভাল হয়েছে এইজন্য যে আলোচনাটা পরিষ্কার হবে

যাওয়া ভাল। অশোক বাবু, প্রতাপ বাবু ভাষা ভাষা স্টেট ট্রেডিং সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে-ছিলেন মাত্র, তার উপর বিশেষ কিছু বলেন নি। তাঁরা বলেছিলেন কিরকমে ধান চালের দর বাঁধা যায় এবং আরো বলেছিলেন খাদ্যের ব্যাপারটা রাজনীতির উপরে তুলে বিচার করতে হবে। অবশ্য খাদ্য নিয়ে তাঁরাই রাজনীতি করছেন যারা ক্ষমতায় বসে আছেন। আমি সেই পূরাণ অধ্যায়ের দিকে যেতে চাই না। আমার আবেদন আপনাদের কাছে এই যে খাদ্যের ব্যাপারটা ঠিক করতে হবে। কালকে আপনার বক্তৃতা থেকে সংশয় জেগেছে, এখানে চীফ মিনিষ্টার বা খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় প্রথম দিনে যে স্টেটমেণ্ট করেছেন তাতেও কিন্তু সেই রকম আভাস দেওয়া ছিল না যে স্টেট ট্রেডিং বা হোলসেল ট্রেড হাতে নেবেন। কেবল একটু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে—তিনি বলেছেন চালের দাম কিভাবে বেঁধে দেওয়া যেতে পারে সেটা ভাবতে হবে এবং সেখানে পাইকারী দর কি থাকবে, মিলের কি পাওনা থাকবে, বিক্রেতারা কত দরে বিক্রি করবে না করবে এগুলি ঠিক করে দর বেঁধে দিতে হবে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্টেটমেণ্টের মধ্যে আর একটা জিনিস আমরা দেখেছি যে স্ট্যাটুটরী রেশনিং চলবে না। স্ট্যাটুটরী রেশনিং এর কথা আমরা বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কেউ বলিনি। আমরা বিরোধী পক্ষের সদস্যরা একটা কথা বার বার আপনাদের কাছে বলেছি যে চাল বা ধানের যে দর আপনারা বেঁধে দেবেন—কি দর বেঁধে দেবেন সেটা আমার বন্ধুরা কালকে বলেছেন কোন জায়গায় বাঁধতে হবে সেই জায়গায় আমি যাচ্ছি না, সেই দর যাতে কাগজেপত্রে না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিভাবে ব্যবস্থা করা যায়? এই প্রসঙ্গে আলোচনায় একটা জিনিস কংগ্রেস বেঞ্চের সদস্যরা বলেছেন যে একটা এ্যাসেম্বলী কমিটি করে দেওয়া—খাদ্য উপদেষ্টা কমিটির মত—তারা মাঝে মাঝে দর নিয়ে আলাপ আলোচনা করবেন, কিভাবে করবেন না করবেন সে ব্যাপারে সরকারকে উপদেশ দেবেন এবং খাদ্যোৎপাদন কি করে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে নজর দেবেন, গম খাওয়া আন্দোলন অর্গানাইজ করবেন। এই সমস্ত ব্যাপারের জন্য একটা এ্যাসেম্বলী কমিটি তৈরী করে দেয়া হোক এবং আর একটা সাজেশানস এসেছে যে ভিজিল্যানস কমিটি বিভিন্ন জায়গায় তৈরী করা হোক—মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী অজয়বাবুর নেতৃত্বে তৈরী হোক। কারণ তাঁর সংগঠন নিপুণতা আছে। তাহলে সমস্ত ঠিক ঠিক হয়ে যাবে। এই ধরণের কথা বলা হয়েছে। আমি স্পষ্ট ভাষায় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই যে এত করে কিছুই হবে না। সমস্তই ধোকাবাজীতে পরিণত হবে। তার কারণ হচ্ছে এই যে দর সরকার এখনও পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করছেন না। সরকার যারা চালাচ্ছেন তারা যত বড় কথাই বলুন না কেন তারা দর নিয়ন্ত্রণ করছেন না এই দর নিয়ন্ত্রণ করছেন চাল কলের যারা মালিক তারা। তাদের ক্ষমতা কতখানি খর্ব করতে পারবেন তার উপর নির্ভর করছে যে দরটা ধার্য হবে সেটা সারা বছর চলবে কি চলবে না। আজকে বড় বড় কথা বলে লাভ নেই, আজকে খুব লং টার্ম প্রোগ্রামের উপর বক্তৃতায় আতসবাজী ছড়িয়ে লাভ নেই। সেদিকে ব্যর্থতা কংগ্রেস সরকারের দীর্ঘ শাসনের ভেতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে গেছে যে কেন কৃষির উৎ-পাদন বাড়ছে না, কেন কৃষিক্ষেত্রে এত সংকট দেখা দিয়েছে এবং জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে—সেগুলি আলোচনা কিছু কিছু হয়েছে এবং সেগুলি আপনারাও জানেন, আমরাও জানি। আজকে সব থেকে জরুরী প্রশ্ন হচ্ছে যে বাজারে চাল বিক্রী হতে আরম্ভ হয়ে গেছে, মরশুম সুরু হয়ে গেছে। আজকে সব থেকে জরুরী ব্যাপার হচ্ছে সাধারণ চাষী ধান ধরে রাখতে পারে না—৫ একর পর্যন্ত যাদের জমি নেই সেই ধরণের চাষী যারা আধিয়ার তারা ধান ধরে রাখতে পারে না, তাদের ধান বেচতে হচ্ছে জলের দরে এই ব্যবস্থা চলছে। ৫ একরের উপর যাদের জমি আছে তাদের একাংশ কিছু ধান হয়তো ধরে রাখতে পারে, বাকী ১৫।২৫।৫০ বিঘা বা তার উপরে যাদের জমি আছে তারা ধানের স্টক ধরে রাখতে পারে—এবং ভবিষ্যতের আশায় দিন গুনছে কিভাবে কি করা যায় না করা যায়—কিন্তু সাধারণ চাষীর ধান বাজারে এসে গেছে, অনেকের মুলি ধান বিক্রী হয়ে গেছে জমির উপর থেকে সেগুলি আপনারা জানেন। সুতরাং অবিলম্বে ধানের দর বাঁধার প্রশ্ন যেমন, সেই দর যাতে সারা বছর চলে, সেই ব্যবস্থাও করতে হবে—এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন এবং এটা ইনসেনটিভ প্রাইস হওয়া দরকার। মাননীয় নিখিলবাবু বা অন্যান্য বন্ধুরা যেকথা বলেছেন ১৫ থেকে

২৭ টাকা বাধতে হবে এটা অন্য ব্যাপার। কালকে বহু যুক্তি তত্ত্ব তথ্য দিয়ে যেকথা বলা হয়েছে তার ওপর কোন কংগ্রেস সদস্য আলোকপাত করেন নি। সেখানে বলা হয়েছে চালের দাম বাঁধতে হবে ধানের দামের সঙ্গে পঙ্ক্তা করে নয়, কারণ আমরা ১৩।১৪ বছর ধরে লক্ষ্য করছি যেখানে ধানের দাম এক জায়গায় আছে সেখানে চালের দাম অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। সেখানে আমরা মনে করি ২॥ টাকা মার্জিন রেখে ২৪ থেকে ২৭॥ টাকা দরে চালের দাম কি স্থির করা যায় সাধারণ কনজিউমারদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে।

[2-20—2-30 p.m.]

সেই কনজিউমার কারা? সেই কনজিউমার হচ্ছে অধিকাংশ চাষী বলুন, যারা আধিয়ার বলুন, যারা স্বল্প জোতসম্পন্ন—তাদের ৬ মাস হোক ৯ মাস হোক ৮ মাস হোক বাজার থেকে চাল কিনে খেতে হয়। এগ্রিকালচার লেবার বা আধিয়ারদের ৬ মাস, ৯ মাস বা আট মাস বাজার থেকে চাল কিনে খেতে হয়। তাছাড়া সহরাঞ্চলের মানুষ যারা মধ্যবিত্ত, স্বল্প বিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত তাদের চাল কিনে খেতে হয়। তাদের পারচেজিং পাওয়ারের দিকে তাকিয়ে খোলা বাজারে চালের দর বেঁধে দেওয়া দরকার—২৪ থেকে সাড়ে ২৭ টাকা। এছাড়া আর একটা কথা বলা হয়েছে দুঃস্থ চাষী পরিবারদের দিকে তাকিয়ে, লোয়ার ইনকাম গ্রুপের দিকে তাকিয়ে আজ সাবসিডাইজড রেটে এই এম, আর বা মডিফায়েড র‍্যাশনিং চালিয়ে যাওয়া হোক এবং তার দোকানও বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। এই সাবসিডাইজড রেট কত হবে? সেটা ১৯ টাকা করবার কথা—সেটা উড়িষ্যা থেকেই বলুন, নেপাল থেকেই বলুন বা দিল্লী সরকার থেকেই বলুন যে চাল পাওয়া যাবে ১৯ টাকায় সে কোর্স রাইস যা ৫৩।৫২ নয়া পয়সা করে কে জি যেটা দিচ্ছেন এখন—সেইটেই দেবেন। তাই বলে মানুষের অখাদ্য চাল দেবেন না। ২২ টাকা রেটে বাংলা দেশের ভাল চাল দেবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং দুটো রেট বাধতে হবে—এই হচ্ছে আমার সোজা কথা। সরকারকে এই দর বার্য করতে হবে। সরকার থেকে খোলা বাজারে ধান চাল বাধার কথা বলা হচ্ছে—কিন্তু তা কি করে থাকবে? সেটা এসেম্বলী কমিটি করে বা কোন ভিজিল্যান্স কমিটি করে হবে। কাজেই সেখানে স্টেট ট্রেডিং করবার প্রশ্ন আসছে ও হোলসেল ট্রেড হাতে নেবার প্রশ্ন আসছে। এতক্ষণ আপনারা কিছু বলেন নি। নরেন বাবু যে আইন ভেঙে দিয়েছেন এখন আর ভীরুতা কেন? আপনাদের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রস্তাব হয়েছে ন্যাশন্যালাইজ রাইস মিল। আপনারা তো ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে যাচ্ছেন—সেখানে ডেমোক্রাটিক সোস্যালিজমের আদর্শ ভারতবর্ষ নিতে চলেছে। কাজেই এখানে এতো ভীরুতা দেখাচ্ছেন কেন? রাইস মিল ন্যাশন্যালাইজ করবার কথা বলছেন না কেন? আমরা বলছি ভদ্র-লোকের চুক্তির উপর আর নির্ভর করবেন না। খাদ্য মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় আজ ১৩।১৪ বছর ধরে বড় বড় জোতদার ও মিল মালিকদের সঙ্গে একটা সুখের সংসার গড়ে তুলেছেন, তাঁর পক্ষে এ সম্বন্ধে কিছু বলা অসুবিধা হবে। বলুন তো সেখানে আপনারা একটা খাদ্য নীতি গড়ে তুলতে চান কিনা? যারা সমস্ত কিছুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করছে, সমস্ত কিছুর কলকাঠি ধরে রেখেছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবেন কিনা? এখানে খাদ্য মন্ত্রী নাই বা অন্য কোন মন্ত্রীও নাই ট্রেজারী বেঞ্চে—তাঁরা বুকে হাত দিয়ে বলুন যে তাঁরা রাজী আছেন কিনা, বাংলা দেশে যারা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করছে, বাংলাদেশের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোক মেরে ফেলেছে অন্ন না দিয়ে, সেই সমস্ত শয়তানদের, সেই সমস্ত এণ্টি-সোস্যাল এলিমেণ্টদের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধা ছাড়বেন কিনা। সেই গাটছড়া যদি ছাড়েন তাহলে স্টেট ট্রেডিং তথ্যগতভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর তাদের গতি নাই। তাদের একজন বলছেন যে মেসিনারীর অভাব। মেসিনারী কি নাই?—মেসিনারীর ব্যবস্থা হতে পারে—এখনই তা তৈরী করা যেতে পারে অডিন্যান্স করে। আপনারা পারচেজ করুন থ্রু কো-অপারেটিভস এবং মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি মারফত ধানচাল খরিদ করুন—বিভিন্ন জায়গায় যে ওয়ার হাউস রয়েছে সেই প্রাইভেট ওয়ার হাউস নিন এবং প্রয়োজন হলে অন্যান্য হাউস রিকুইজিসন করুন—প্রাইভেট ফেসিলিটিজ উঠিয়ে দিন এবং লাইসেন্সড ডিলারদের মারফৎ প্রকিওর করুন এই ভাবে আপনারা প্রকিওরমেণ্ট

মেসিনারী গড়ে তুলতে পারেন। এবং তারপর তাদের মারফৎ চাল বিতরণ বা ডিস্ট্রিবিউসন করুন। আমি ডিমোক্রেসির কথা বলছি না। আমি শুধু মাত্র সেখানে মূল্য নির্ধারণ করতে বলছি। যেখানে রিটেলার ধরে রেখেছে সেখানে নির্ধারিত দরে বিক্রি করুন—সেই বন্দোবস্ত অনায়াসে করা এবং এইভাবে একটা অর্ডিন্যান্সও করতে পারা যায়। একটু তৎপর হলেই আইন করে সব কিছু করা যায়। সেই ব্যবস্থায় এই জিনিস করবার ক্ষমতা সরকারের আছে—কেবল যদি কাজ করবার কার্যকরী শুভেচ্ছা বা এফেক্টিভ শুভেচ্ছা তাদের হয়।

এর পর আসছে এসেম্বলীর কমিটির গুরুত্ব—তার আগে নয়। আমরা এর আগে দেখেছি স্বতঃস্ফূর্ত জনজাগরণ। সরকার যা পারলো না—জনসাধারণ তা পেরেছে। সরকার বলুন যে ট্রেডারদের হাতে চাল নেই অথচ সাধারণ মানুষ হাজার হাজার মণ চাল এক দিনের মধ্যে বের করে দিলেন। এবং সেই চাল জনসাধারণ বিতরণ করেছে একটুও বিশৃঙ্খলা দেখায় নি—সেই বেরকরা চাল তারা জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করেছে এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। সেই জনসাধারণের শুভেচ্ছার উপর আজ আপনাদের দাঁড়াতে হবে। একটা রিপ্রেজেণ্টেটিভ কমিটি গঠন করা দরকার। তারা দেখবে মূল্য যেটা নির্ধারিত হবে সেটা ঠিকমতভাবে চলছে কিনা? তাদের হাতে যদি এই সমস্ত দেখাশুনা করবার দায়িত্ব দেন তাহলে কাজ হতে পারে। হোলসেল ট্রেড সরকারের হাতে নেওয়া উচিত—কারণ এর সঙ্গে মূল নীতি জড়িত আছে। সেই মূল নীতি যদি ঠিক না হয় তাহলে চীফ মিনিস্টার আজকে চারটার সময় যে নিমন্ত্রণ করেছেন বিজয়বাবুর ভাষায় বলতে হয়, এবং যদি পয়েণ্ট অব ইউনিটি না থাকে তাহলে ঐ চারটার মিটিং একটা প্রহসনে পরিণত হবে। সেখানে একটা রাজনৈতিক দাবাখেলা সুরু হয়ে যাবে—সেখানে পরস্পরকে হারাবার জন্য একটা চেষ্টা সুরু হয়ে যাবে। সেই দিকে তাকিয়ে এই কথা বললাম। সেই কথায় আপনারা রাজী আছেন কিনা, মূলনীতিগত ঐক্য আছে কিনা সেটা বলুন।

Shri Dinabandhu Das :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পশ্চিমবাংলার সর্বোচ্চ আদালত এই বিধান সভা আজকে এখানে বসেছে। পশ্চিমবাংলায় খাদ্যশস্যের ঘাটতি আছে একথা নূতন কোন কথা নয়। বিভিন্ন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই ঘাটতি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। একমাত্র প্রজা সমাজতন্ত্র দলের নেতা শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র মহাশয় এই ঘাটতি স্বীকার করেন নি। তিনি ভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব উল্লেখ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এখানে কোন ঘাটতি নেই। গত দু তিন বছরে এই জিনিসটা বার বার এই বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে। আমরা যারা প্রতিনিধি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছি—গ্রামাঞ্চল, সহরাঞ্চল বা শ্রমিক অঞ্চল থেকে হোক —আমরা জানি বছরের আশ্বিন কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকে এবং মাঘ ফাল্গুন চৈত্র মাসে যে চাল ২২।২৫ টাকা দরে খেতে হয় সেই চালই শ্রাবণ ভাদ্রে ৪০।৪২ এমন কি ৫০ টাকায় খেতে হয়েছে। সুতরাং জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত হয়ে সমস্ত পক্ষের প্রতিনিধিরা এখানে বসেছি। বছর বছর যে দুর্গতি আসে যেটা বেশী প্রকট আকারে দেখা দিয়েছিল, যে বছর চলে গেছে সেই বছরের আশ্বিন কার্তিক মাসে খাদ্যশস্যের মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল বলে আজকে পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিচার করে দেখতে হবে। খাদ্য ঘাটতি যেটা আছে, কৃষি জমির উপর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা বলেছেন, আমাদের হরেকৃষ্ণ কোনার মহাশয়ও বলেছেন যে সেই ঘাটতি মেটাতে হোলে তার সঙ্গে ভূমি সংস্কারের সম্পর্ক আছে। এই ভূমি থেকে যে শস্য উৎপন্ন হয় তার বণ্টন নির্ধারিত মূল্যে করা দরকার। কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীর সেই কথা আমরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছি। কমিউনিস্ট কাণ্ট্রিতে যেখানে বিপ্লব পাকাপোক্ত হয়ে গেছে সেই রাশিয়ায় ১৯২১ সালে বিপ্লব হয়ে যাবার পর আজকে সেখানে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সুতরাং খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে গেলে উৎপন্ন ব্যবস্থা, জমির মালিকানা, এবং খাদ্য সরবরাহ ও বণ্টন যে কথা কমিউনিস্ট পার্টিরা বলে থাকেন সেই কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ তার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যে বাস্তবের আদর্শে প্রতিফলিত সেই রাশিয়া ১৯৬১ সালে খাদ্য সঙ্কটের কথা বলেছে একথা ভারতবর্ষের লোক অর্থাৎ পৃথিবীর লোক জানে।

[2-30—2-40 p.m.]

আমাদের পশ্চিমবাংলার কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ এই পক্ষের এবং বিরোধীদলের সকলেরই জানা আছে। এই জমি টেনে যে লম্বা করা যাবে না সেকথা প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র মহাশয় বলেছেন। তার পর সমস্ত মালিকানা রাষ্ট্রায়ত্ব করতে হবে এটা রাশিয়াতেও ফেল করেছে। স্যার, আজকে কমিউনিস্ট পার্টিতে এবং অন্য ব্লক-এ যাঁরা আছেন তাঁরা বলছেন চাষীর হাতে জমি ফিরিয়ে দাও। কিন্তু কত পরিমাণ দেব? নিশ্চয়ই ইকনমিক হোলডিং যেটা বলা হয়েছে সেই ৫ একর। আমি ২৪-পরগণা থেকে এসেছি আমি জানি সেখানে সেচের নামগন্ধ নেই। কাজেই এই ৫ একর যদি একটা কৃষক পরিবারের থাকে এবং তার যদি ৫ জন বয়স্ক লোক থাকে তাহলে তাতে তার হবে না, কারণ সেখানে মাত্র একটি ফসল হয় এবং গড়পড়তা ফলন ৫ থেকে ৮ মণ হয়েছে। সুতরাং এই ইকনমিক হোলডিং টু টাইমস, থ্রি টাইমস করতে হবে। ব্যক্তিগত মালিকানায় ইকনমিক হোল্ডিং এ যে জমি থাকা দরকার সেটা আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করছি। আমি যে পার্টি বিলং করি সেই পার্টি আজকে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে ভূমি সংস্কারের নূতনতম ধাপের দিকে এগিয়ে চলেছে। কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা যে ব্যক্তিগত মালিকানার কথা বলেন সেটা আমি বলি না, কারণ সেটা রাশিয়াতেও বিফল হয়েছে। তারপর, পশ্চিমবাংলায় কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ কম তাই শিল্পের কথা বলা হয়েছে আমাদের এখানে শিল্পও অনেক হয়েছে—যেমন, আমাদের ...পুর তৈরী হয়েছে, নারায়নবাবু খরগপুর থেকে এসেছেন তিনি জানেন সেখানে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট তৈরী হয়েছে, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে কমল গুহ মহাশয় এসেছেন তিনি সেখানকার খবর জানেন। কালকে তিনি চাষীর স্বার্থের কথা বলেছেন, কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট-এ যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে তারা কি দামে চাল কিনবে সেকথা তিনি বলেন নি। যা হোক, আমি জানি শিলিগুড়ি শিল্পাঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং কোল-কাতা ও ২৪-পরগনার আসেপাশে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন হচ্ছে। তবে যেভাবে এগিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল তার যে ব্যতিক্রম হয়েছে সেটা আমরা গত ১০ বছরের ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি। নভেম্বর মাসে অমৃতবাজার পত্রিকায় বলা হয়েছে পজিসন সেট ব্যাক হয়েছে। মহারাষ্ট্রে গত বছর ফ্যাক্টরী, মিল ইণ্ডাস্ট্রি যা ছিল পশ্চিমবাংলায় তার চেয়ে কম। তারপর, অন্যদিকে আমরা দেখছি কৃষি অঞ্চলে শিল্পোন্নয়ন হতে গিয়ে অনেক আবাদযোগ্য জমি নষ্ট হয়েছে। যেমন বারাসত মহকুমায়, বসিরহাট মহকুমায় ইট তৈরী করতে গিয়ে অনেক আবাদযোগ্য জমি নষ্ট করা হয়েছে। কাজেই এগুলি চিন্তা করা দরকার। তারপর, আমরা যারা এখানে মিলিত হয়েছি তাতে ধানের দর কি থাকবে এবং আশ্বিন কার্তিক মাসে চাষী কি দরে বেচবে সেটা ভাবা দরকার এবং সেইসঙ্গে প্রডিউসার-এর কথা চিন্তা করা দরকার। এবিষয়ে আমরা সকলেই একমত যে, প্রডিউসারকে ইনসেন্টিভ দিতে হবে, প্রেরণা দিতে হবে তা না হলে উৎপাদন ব্যাহত হবে। তবে কোন কোন সদস্য সেকথা উচ্চারণ করেন নি। স্যার, আজকে ফ্রি মার্কেট ওপেন রেখে গভর্নমেণ্ট নামতে চাচ্ছেন না। তাহলে যে সমস্ত হোলসেল ট্রেডার্স এবং মিল মালিক আছে তাদের প্রাইস ফিক্স করে দেওয়া দরকার এবং এটা হোল ওয়ান অব দি ফাণ্ডামেণ্টাল এ্যাণ্ড পোটেনসিয়াল ফ্যাক্টরস। কিন্তু তারা যদি ষড়যন্ত্র করে তাহলে চাষী পৌষ, মাঘ মাসে কি দরে পাবে? যেখানে ধানের শ্রেণীগতভাবে ১৪ টাকা, ১৫ টাকা রেট করে দেওয়া হচ্ছে সেখানে এঁরা যদি ষড়যন্ত্র করে চাষীর ধান না কেনে এবং গভর্নমেণ্ট-এর হাত বন্ধ করে তাহলে গ্রামাঞ্চলে যে চাষী আছে তাদের সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যেরা সকলেই একমত হয়ে বলেছেন যে, ২।১০।১৫ বিঘার যে সমস্ত চাষীরা আছে তারা তাদের সংসারের প্রয়োজন মেটাবার জন্য, মুদিখানার ধারাদি মেটানার জন্য চৈত্রমাসেই সমস্ত ধান বিক্রয় করতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ সারকামস্ট্যান্স তাদের বাধ্য করবে ডিসপোজ করতে। কাজেই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ হচ্ছে এই দায়িত্ব শুধু ফুড মিনিস্টার এর নয়, এই দায়িত্ব মিনিস্ট্রি-র নেওয়া দরকার যে মিলাররা, হোলসেলাররা যদি ষড়যন্ত্র করে প্রডিউসারকে ইনসেনটিভ দেওয়া বন্ধ করে তাহলে সেখানে গভর্নমেণ্টকে হাজির হতে হবে এবং প্রত্যেকটি ব্লক-এ একটি করে দোকান করতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি ইউনিয়নে গ্রেনগোলা খোলা যেতে পারে এবং সেটা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে হতে পারে। আমরা যদি স্টেট ট্রেডিং-এর দায়িত্ব না নিতে পারি তাহলে এই লেভেলে আমাদের ভাবা দরকার যাতে প্রডিউসার্স ইণ্টারেস্ট ইনট্যাক্ট রাখতে পারি।

Shri Sailendra Nath Adhikary :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ফুড পলিসির উপর আমাদের যে ডিবেট হচ্ছে সেই ডিবেটের মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে আমি দেখতে পচ্ছি, যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অশোকবাবু এবং প্রতাপ বাবু একটা পায়াস প্রপোজাল রেখেছেন সেই কংগ্রেসপক্ষের ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের খুব অজানা নেই। বাংলাদেশের মানুষ জানে, দ্বিজেন্দ্রলালের কথা আছে "সাধে কি অমুক বলি গুতোর চোটে অমুক বলায়।" আমরা দেখছি ঠিক দমদম দাওয়াই দেওয়ার পরেই যথারীতি এদের মগজ খুলে গেছে, যথারীতি এদের প্রেমের বন্যা বয়ে গেছে। কিছু দিন আগেও যখন আমাদের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাওয়া হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন অত্যন্ত এ্যারোগেণ্টলী আমাকে জ্ঞান দেবেন না। বলি আজকে জ্ঞান নেওয়ার জন্য এত আগ্রহ কেন? অপোজিশনের কাছ থেকে জ্ঞান নেওয়ার জন্য এত আগ্রহ কেন? আজকে বুঝি দমদম দাওয়াই ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে? ইতিহাস লেখা হচ্ছে আজকে অপোজিশনকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছেন। সেটা আমরা বুঝি, বুঝি বলে আমাদের দেখতে হবে আপনাদের মূল নীতি কি? আপনাদের মূল নীতি বিশ্লেষন করে বুঝতে হবে আপনারা কোথায় যাচ্ছেন। আজকে ১৬ বছর ধরে একটা দল বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছে তাতে কি অবস্থা হয়েছে? মানুষের রোজগার গড়ে তিন আনা হয়েছে। আর আমাদের ঐ শুকলাদের কুকুরের পেছনে খরচা হচ্ছে তিন টাকারও বেশী।

Shri Krishna Kumar Shukla :

আমার কোন কুকুর নেই।

Shri Sailendra Nath Adhikary :

আমি শুকলাদের বলেছি, আপনার কথা বলিনি। কাজেই আজকে যে শোষণের ব্যবস্থা এই সরকার করে রেখেছে এবং তাদের যারা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সেই মিল-মালিকদের বিরুদ্ধে আপনারা আসবেন কি আসবেন না সেই কথা আজকে স্পষ্ট করে ঘোষণা করুন। মিল মালিক ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার এবং ফিনান্স ক্যাপিটালিষ্ট যারা আপনাদের বয়ে গেছে এবং কংগ্রেসের ইলেকশান ফাণ্ডে চাঁদা দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আপনারা দাঁড়াবেন কিনা সেটা আপনারা ঠিক করে বলুন। তা যদি না করেন তাহলে কি অবস্থা হবে? অবস্থা হবে এই ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি জানেন বলদ গাড়ী টানে, এখন বলদ যদি বলে যে শ্যামবাজারে যাবো আর গাড়ীর চালক বলে না ভবানীপুরে যেতে হবে তো তাকে ভবানীপুরেই যেতে হবে। বলদের শ্যামবাজারে যাবার ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারবে না। তাই বলছি আপনারা শ্যামবাজারে যাবেন না কি—ভবানীপুরে যাবেন সেটা স্পষ্ট করে বলতে হবে। আরও বলছি এজন্য যে আমরা আপনাদের অনেক সদুপদেশ দিয়েছি বছর বছর ধরে, এখানে দেওয়া হয়েছে এবং মাঠে ময়দানে দেওয়া হয়েছে, রক্তের স্বাক্ষর দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপনাদের এত বড় ধৃষ্টতা যে আপনারা সেই জনসাধারণের রায়গুলিকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং আজকে বলছেন কিনা এস আমরা একটা পলিসি করি। সেদিন বললেন সমালোচনা না আলোচনা, আমি বলছি আলোচনা হওয়ার আগে পর্য্যালোচনা হওয়া উচিত। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, ফুড পলিসির মূল নীতি আমাদের জানতে হবে। এই মূল নীতি জানতে গেলে আমার পার্টির তরফ থেকে আপনার কাছে সুস্পষ্টভাবে

[2-40—2-50 p.m.]

জানতে চাই যে আপনারা সাবসিডাইজড রেটে ১৫০ টাকার নীচে যারা রোজগার করে তাদের ৫২ নঃ পঃ কে.জি. হিসাবে বাংলাদেশের ভাল চাল দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা? দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে যে আপনারা স্টেট ট্রেডিং চালু করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কিনা? এবং তা ইমিডিয়েটলি চালু করা হবে ঘোষণা এবং আগামী বাজেট সেসানে সেইজন্য আইন আনবেন কিনা এবং তার মধ্যে ৫০ পারসেণ্ট চাল মিল থেকে লেভি করে গভর্নমেণ্টের হাতে নেবেন কিনা?

[illegible] হচ্ছে যে চোরাকারবারী বলে [illegible] যাদের [illegible] তাদের জন্য পিপুল কোটি [illegible] অর্থাৎ পিপলস্ কোর্টের মত এইরকম বিভিন্ন [illegible] কোর্ট [illegible] এ সমস্ত [illegible] মজুতদার [illegible] তাদের শায়েস্তা করার জন্য কেন আইন [illegible] আর একটা কথা [illegible] পাওয়ারের [illegible] মাসুল [illegible] কেরোসিন তেলের [illegible] সুরু করে যারা [illegible] তাদের [illegible] কি [illegible] তাদের [illegible] রেশনিং দেবার ব্যবস্থা এবং শাস্তি দেবার ব্যবস্থা [illegible] পারেন কিনা? [illegible] নীতি হিসাবে যদি [illegible] করেন—চাষীকে [illegible] দিতে হবে [illegible] তাহলে আমরা একটা পথে আসতে পারি। সেখানে [illegible] আপনাদের [illegible] লেভি দিয়ে চলবে না। আপনাদের এই [illegible] লেভি [illegible] না। আপনারা একবার বললেন ৮ লক্ষ টন, একবার বললেন [illegible] লক্ষ টন, আবার বলছেন [illegible] আপনাদের এই [illegible] আপনারা যদি [illegible] এইরকম [illegible] খাবার [illegible] ছিল না। আপনারা [illegible] ওখানে যে [illegible] ভালবাসা সেই প্রেম ভালবাসার মাঝে মাঝে বৃদ্ধি [illegible] ঐ সমস্ত [illegible] করতে হবে। [illegible] লেভি যারা [illegible] আমি তাঁদের সঙ্গে [illegible] এই [illegible] ঐ [illegible] পিপিডি [illegible] এবং [illegible] ঠিক সেই রকম ভাবে [illegible] লেভি দিয়ে আমাদের [illegible] আর কোন উপায় নেই এবং [illegible] মজুতদারদের হাতে লোককে [illegible] সেজন্য আমার পার্টির তরফ থেকে আমি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চাই যে [illegible] সরকারে আপনাদের নীতি [illegible] ঘোষণা করতে [illegible] বিভিন্ন [illegible] মত [illegible] চলবে না। আর জনসাধারণ [illegible] মজুতদারদের [illegible] দিয়ে দেন, [illegible] কি [illegible] বলেছিলেন [illegible]

[illegible]

Shri Anadi Das:

[illegible] একটা প্রোক্লেমেশন দেওয়া হল, [illegible] তুমি ১০ টাকায় বিক্রি করতে পার। আর [illegible] জনসাধারণকে বলা হল, চাষীকে বলা হল যে, তোমাদের জন্য [illegible] অন্য দিকে আজকে বলা হল চাষীর প্রতি দরদের কথা। আজকে যদি হিসাব [illegible] হয় তাহলে [illegible] একটা বই আছে ইকোনমিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া [illegible] পাবলিকেশন, এই পাবলিকেশনএ তাঁরা বলেছেন যে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল এই ১১ বৎসরে

চাষীকে খাদ্যশস্য বিক্রি করেছে তার দাম বেড়েছে ৮.৭, আর চাষী যা কেনে তার দাম বেড়েছে ২৮ সুতরাং এই হচ্ছে চাষীর প্রতি দরদ। কাজেই সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমরা মনে করি যে ধানের দর ১৫ টাকা হওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও এর মধ্যে অনেক গলদ থেকে যায়। চালের দরের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে কোন স্ট্যাটিস্টিক্স রাখে না, অন্য দেশ থেকে স্ট্যাটিস্টিক্স জোগাড় করতে হয়। ভেলোরে ১৯৬০এ দেখা যাচ্ছে ধানের দর যখন ৮.৫০ ন. প. ছিল চালের দর তখন ১২.৭৫ নঃ পঃ, কুড্ডাপ্পানে ধানের দর যখন ৯ টাকা ছিল চালের দর ১৪.২৫ নঃ পঃ, তেনালিতে ধানের দর যখন ৮.৮১ ন. প. তখন চালের দর ১৭.৫০ নঃ পঃ অর্থাৎ যদি ১৫ টাকা হয় ধানের দর তাহলে চালের দর ২২ টাকা করা যেতে পারে। কিন্তু এই চালের দর করলেই হবে না। যে কথা আমাদের মাননীয় সদস্য ননীবাবু বলেছেন যে, দরটা যে বরাবর থাকবে তার কি গ্যারান্টি আছে? শুধু স্টেট ট্রেডিং এর কথা বলা হয়েছে, আমিও বলেছি যে স্টেট ট্রেডিংএ তার একটা দায় বটে তবে শুধু স্টেট ট্রেডিংএ হবে না। কংগ্রেস সদস্যরা বলেছেন যে, স্টেট ট্রেডিং যদি করা হয় তাহলে সেখানে আণ্ডার সেল হবার মত একটা অবস্থা থাকতে পারে সেই আণ্ডার সেল করানোর দর চিৎকার করবে না, বা অভাবের তাড়নায় দর কমানো হবে না তার কি গ্যারান্টি আছে। সুতরাং এখানে কনট্রাক্টর বা প্রাইভেট কোন ট্রেড এর হাতে রাখা হবে না। এই চালের সমস্ত কারবারটা গভর্ণমেণ্ট এর হাতে নিতে হবে। এক মাত্র সেটাই গ্যারান্টি। আণ্ডার সেল এরযাদের টাকা আছে তারা হয়ত ধান আটকে রেখে গভর্ণমেণ্টকে বেইকট করবার চেষ্টা করবে, এই স্টেট ট্রেডিং কে বানচাল করবার চেষ্টা করবে। সে বেইকটতে আমরা বিরোধী দল লড়ে যাব, যদি এই গভর্ণমেণ্টকে না বলা হয় এই চালটা বা ধানটা গভর্ণমেণ্ট কেড়ে নেবে—অর্থাৎ রিকুইজিশন করবার দায়িত্ব নিতে হবে। অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টএর স্টেট এজেন্সী মারফৎ নয়, এবং নির্ধারিত রিটেইলারদের মধ্য দিয়ে করলে পরে সেখানে দেখছি বিভিন্ন জায়গায় যারা রিটেইলার তাদের মধ্যে অন্ততঃ ৫০ পারসেণ্ট তারা নিজেরা হোলসেলার এবং রিটেইলার, তা ছাড়া নির্দিষ্ট যদি কোন সীমানা না থাকে তাহলে সেই রিটেইল সপ থেকে অসংখ্য চাল বেরিয়ে যেতে পারে। যেমন ২৫ মণ কি ৫০ মণ নিয়ে যেতে পারে। দোকানদার সে বলতে পারে ২৫ মণ বিক্রি করে যে আমার ৫০ মণ বিক্রি হয়ে গেছে, ২৫ মণ সে লুকিয়ে রাখতে পারে।

[2-50—3-00 p m.]

সে একজন বড় ব্যবসাদার, অথবা কোন বড় ব্যবসাদারের কাছ থেকে সে ২৫ মণ চাল একসঙ্গে কিনে নিতে পারে যদি সীমা না থাকে। সুতরাং আমার থাক বা না থাক, সেটা তাদের বড় কথা নয়, অভাব যদি থাকেও তাহলে সেটাকে আমরা যদি সকলে ভাগ করে না নিই অর্থাৎ রেশনিং সিস্টেমে যদি না করা হয় তাহলে শুধু স্টেট ট্রেডিং নয়, আমি স্টেট ট্রেডিং এর পক্ষপাতী, কিন্তু তার সঙ্গে আমি আর একটু এগিয়ে যেতে চাই যে এটাকে স্ট্যাটিউটরী রেশনিং এর প্রবর্তন করা দরকার। আমার সময় খুব অল্প, আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই যে এ সময়ে ধানের দর ১৫ টাকা করে বাঁধা হচ্ছে, কিন্তু চাষের দর হয় বিঘা প্রতি ৬০ টাকা করে, এটা কংগ্রেস সদস্যরাই বলেছেন। ৬০ টাকা করে যদি হয় এবং তারা বলেছেন যে, ৪ মণ করে বিঘা প্রতি হয়, আমি মেনে নিচ্ছি যে ৬ মণ হয়, তাহলেও বর্গাদার যারা অন্যের জোতদারের ধান উৎপাদন করে, তারা যদি ৩ মণ ধান জমির মালিককে দিয়ে দেয়, আর ৩ মণ ধান যদি তারা পায় এবং আমরা যদি ১৫ টাকা করে ধানের মণ স্থির করি তাহলে তারা পাবে মাত্র ৪৫ টাকা। ৬০ টাকা খরচ করে তারা মাত্র ৪৫ টাকা পাবে এই কি ফসল বাড়াবার একটা ইনসেণ্টিভ? এই কি একটা পন্থা? কাজেই ভূমি সংস্কার চাই। এ সম্পর্কে আরো অনেক কথা বলা যেতে পারে। যাই হোক, আমার সময় অল্প, আমি শেষকালে একটা কথা বলতে চাই যে জনসাধারণ যখন এগিয়ে গেছে তখন তাদের দাওয়াই তারা ঠিক করে নেবে। গভর্ণমেণ্ট যদি সে সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহলে যে দাওয়াই তারা কিছুদিন আগে পর্যন্ত দেখিয়েছে তা দেখাবে। আজকে সরকারের যদি কোন সদিচ্ছা, সৎ মনোবৃত্তি, থাকে তাহলে অন্ততঃ হাওড়ার মুকুন্দ ও সনাতন মণ্ডল, বিভু অধিকারী যারা এখনও এই খাদ্য আন্দোলনের জন্য জেলখানায় র

আজ যারা তাদের ডিভিশান টিতে বাধা হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট এনকোয়ারী বসাচ্ছেন যে সেখানে যে সমস্ত চাষিদের গ্রেপ্তার করব, এমন অবস্থা সব হয়েছে। তাদের অন্ততঃ মামলা তুলে নিয়ে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Girish Mahato:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, খাদ্য পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আমাদের যে প্রস্তাব এটা একটা পরে বিরোধীদলের মুখ্য মন্ত্রীর সামনে আমরা পেশ করব। এখন তারই সাথে আপনার সামনে আমি আলোচনা করছি। মুখ্য মন্ত্রী কালকে এবং খাদ্য চাহিদা বিষয়ে যা বলেছেন তা আমি ঠিক এবং বিজ্ঞান সম্মত বা তথ্য সম্মত নয়। আমাদের হিসাবে আমরা দেখছি যে গড়ে মানুষ ২০ আউন্স করে খাদ্য খায়। যারা শ্রম করে তারা এই ২০ আউন্সের চেয়ে বেশী খায়। তাদের জন্য আমরা গড়ে ঠিক করে দেখেছি যে প্রতিটি মানুষ ২০ আউন্স করে খাবার খায়। এই হিসাবে সমস্ত বাংলা দেখা যাচ্ছে যে ৭৮ লক্ষ টন খাদ্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে। এই যে সরকারী তথ্য যা সরকার আমাদের দিচ্ছেন তা আমি বিশ্বাস করি না। এটা খাঁটি তথ্য নয়। সেজন্য আজ আমি দেখছি যে এখানে ঘাটতির বিষয় আলোচনা হচ্ছে। কেউ বলছেন ঘাটতি হয়েছে, আবার কেউ বলছেন যে ঘাটতি নেই। কিন্তু আজ সরকারকে স্বীকার করতে হবে যে এই বাংলায় ঘাটতি আছে এবং সেই ঘাটতি পূরণের জন্য সমস্ত দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে এবং সেই ঘাটতি অঞ্চল তদন্ত করতে হবে। এবং নিখুঁতভাবে তদন্ত করতে হবে যে আমাদের সেই ঘাটতি আছে কিনা। আমাদের ঘাটতি পূরণের বিষয়ে অনেক কিছু ব্যবস্থা হতে পারে। বছর বছর আমরা দেখছি যে এই সরকার ঘাটতি অঞ্চল ঘাটতি অঞ্চল বলছেন আর জনসাধারণের অসুবিধা হচ্ছে। এই ঘাটতি পূরণ করতে হলে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু আমরা সরকারের সামনে দেখেছি বসিরহাট সন্দেশখালি অঞ্চল যেখানে আগে হাজার হাজার মণ ধান উৎপন্ন হত সেখানে হাজার হাজার বিঘা জমি নোনা জলের প্লাবনে ডুবে আছে। সেখানে উৎপাদন হচ্ছে না, হাজার হাজার মণ ধান আজ সেখানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেখানে এই ধান নষ্ট হওয়ার ফলে আমাদের ঘাটতি আরও বেড়ে যাচ্ছে। আর খাদ্য বিষয় আমাদের দেশের উপযুক্ত খাদ্য দরকার। প্রত্যেক জাতির খাদ্যের একটা বৈশিষ্ট্য আছে— বাঙালীর আছে, পাঞ্জাবীরও আছে, লণ্ডন এবং ইংল্যাণ্ডেরও আছে। তাদেরও খাদ্যের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা বাঙালী আমরা ভাত খাই, পাঞ্জাবীরা রুটি খায়। আজ যদি সেই পাঞ্জাবীদের সরকার গিয়ে বলেন যে তোমরা ভাত খাও তাহলে সেই জনসাধারণ কি ভাবে সেই সরকারকে মানবে? লণ্ডনের সরকার যদি লণ্ডনের জনসাধারণকে বলে যে তোমরা রুটি না খেয়ে ভাত খাও তাহলে সেই দেশের জনসাধারণ সেই সরকারকে গদি থেকে টেনে নামাবে। কিন্তু আমার সরকার একরকম অবিবেচকের মত বলেছেন যে তোমরা রুটি খাও। কিন্তু আমি যে বাঙালী আমার বাঙালীর ঐতিহ্য আছে সংস্কৃতি আছে; তাহলে সরকার কি করে বলছেন যে তুমি রুটি খাও? আজ আমরা বলি যে কিন্তু আমি বাঙালী, আমি কি পাঞ্জাবীদের বলতে পারি যে তুমি রুটি না খেয়ে ভাত খাও? আজ আমাদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে সেই ব্যবস্থাটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটি অঞ্চলে যেখানে হাজার হাজার লোকের বাস সেখানে একটা করে সরকারী ন্যায্য দামের দোকান খুলতে হবে। আমরা দেখেছি যে এই রেশনের দোকান বহুদূরে থাকাতে গ্রামের লোকের অসুবিধা হয়। সেজন্য ২ মাইলের ভিতর একটা করে সরকারী ন্যায্য রেশনের দোকান খুলতে হবে। এই হিসাবে সমস্ত বাংলায় আমরা দেখেছি ১৫ হাজার সরকারী দোকান চাই। এবং তাতে ৮ লক্ষ টন সাপ্লাইএর জন্য সরকারকে ব্যবস্থা করতে হবে। এরপরে প্রত্যেক থানায় একটা করে সরকারী ক্যাম্প খুলতে হবে। সরকারী ব্যবসার দ্বারা সরকারকে চাল সংগ্রহ করতে হবে এবং ঐ কেন্দ্র থেকে ঐ সব অঞ্চলকে চাল সরবরাহ করতে হবে। ঐ কেন্দ্রে সরকারী দোকান অন্ততঃ ৫০০ চাই। এই ৫০০ দোকান থেকে সেই অঞ্চলের দোকানে সাপ্লাই করতে হবে। আজ মূল্যের নাম করে ধান চালের দর বাঁধা হচ্ছে। আমি একজন চাষার ছেলে। আমি সেজন্য অনুভব করি একজন চাষার ধান এবং চাল কি দরে বিক্রি হওয়া প্রয়োজন। আজ আমরা চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করছি। কিন্তু আমি নিজে অনুভব

করেছি যে এর বহুপূর্বেই এটা করা উচিত ছিল। তার কারণ গরীব চাষাদের বহু ধান ঐ চোরাকারবারীরা সংগ্রহ করে নিয়েছে। এখন সেই চোরাকারবারীদের স্বার্থে যাতে ব্ল্যাকমার্কেটিং হয় তারই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমাদের চাল ধান আজ শেষ হয়ে গেছে। আমি এই সরকারকে বলতে চাই যে চোরাকারবারীরা যখন ধান চুরি করেছে তখন কিছু ব্যবস্থা করা হল না, তখন মিটিং ডাকা হল না, কিন্তু আজ যখন আমাদের ধান শেষ হয়ে গেছে সেই সময় এটা করা হচ্ছে। তবুও এই নিয়ন্ত্রণটার বিশেষ দরকার। আজ একদিকে যেমন চাষাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তেমনি আর এক দিকে যারা খোরাকীর খেয়ে বেঁচে থাকে সেই গরীব ক্রেতাদের উপরও লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই আমাদের দরের সামঞ্জস্য হচ্ছে চাষা এবং ক্রেতাদের জন্য ১৪ টাকা মণ ধান এবং ২. টাকা মণ চাল এটা করা উচিত। শুধু তাই নয়, এই দর আরো কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। যেমন রয়েছে কাপড়, যেমন রয়েছে জ্বালানী, যেমন রয়েছে তেল, এইরকম বহু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলি বড় বড় কোটিপতিদের জন্য নয়, ঐ গরীব কৃষক গরীব ক্রেতাদের জন্য যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তার দর নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। যদি সেই জিনিসের দর কম হয়ে যায় তাহলে আমি চাষার ছেলে হয়ে বলব যে এই যে ১৪ টাকা ধানের মণ করেছেন তার চেয়েও যদি কম করি তাতে আমাদের কিছু অসুবিধা হবে না। কেননা সমস্ত চড়া দরের জন্য এই ১৪ টাকা দর করা হয়েছে।

[3-00—3-10 p.m.]

আজ এখানে এই যে প্রস্তাব আনা হয়েছে যে একটি সরকারী নিয়ন্ত্রণ মূল্য ঠিক করা হোক ধান চালের; কিন্তু আমরা বর্তমান অবস্থায় কি দেখছি? আমাদের এখানে যে আইন পাশ হয়, যে আইন তৈরী হয়, সেই আইনকে যদি কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা না হয়, তাহলে সে আইনের কোন মূল্যই থাকে না। তার ফলে হবে—চোরাকারবারী যারা তারা চোরাকারবার করেই যাবে। কাজেই আমাদের প্রধান দাবী হচ্ছে—চোরাকারবারীদের কঠোর ভাবে দমন করতে হবে।

আজ খবরের কাগজে দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের মতামত এই ধানচালের দর বাঁধা সম্পর্কে চাইবার জন্য ডেকেছেন—এবং এই মতামত চাওয়ার, সকলে বলছেন আমরা নাকি খুব অসুবিধায় পড়েছি, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি—আমাদের অসুবিধাটা কি? আমাদের মতামত তো বরাবরই দিয়ে আসছি। আমার পুরুলিয়া জেলার অভিজ্ঞতা আছে। কংগ্রেসী রাজত্বে যখন বিহারে ছিলাম, আর এখন বাংলায় পড়েছি, তখন দেখেছি অসুবিধা হয়েছে—যেখানে ঘাটতি হয়েছে তা সরকারের নীতির জন্যই হয়েছে। তারা মানুষকে তিলে তিলে না খাইয়ে মারার চেয়ে জনশক্তির দ্বারা, সেটা জনসাধারণই খাদ্য ঘাটতি লাভ করেছে, বহু চড়াদাম নিয়ন্ত্রিত করেছি, এই আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। শুধু তাই নয় আমরা আজ যে স্বৈরাচারী সরকার এই মানুষকে খাদ্যের ব্যাপারে তিলে তিলে মারছে, সেই সরকারের বিরুদ্ধে এই আইন সভায় অভিযোগ করছি, অথচ সে কথা আমাদের বলতে দেওয়া হয় না। যখনই আমরা ঐ খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন করেছি, যেখানে আমরা কিছু বলতে গিয়েছি, সেখানে আমাদের জনগণ সরকারের হাতে মার খেয়েছে, লাথি খেয়েছে, পেয়েছে সরকারী পদাঘাত এবং সেখানে জনগণের হয়েছে কারাদণ্ড। এই স্বৈরাচারী সরকার কখনো আমাদের সহযোগিতা চায় না। কেন? না, তাহলে ওদের গদী যাবে। কংগ্রেস বলছে আমরা যদি আজ বামপন্থীদের মত নিই, তাহলে আমাদের গদী যাবে, ওরা আমাদের মানবে না। আমাদের প্রস্তাব যদি সরকার মেনে গ্রহণ করে, তাহলে চোরাকারবারী বন্ধুদের সঙ্গে তাদের আর বন্ধুত্ব থাকবে না। তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হয় না। ক্ষতি হয় কংগ্রেসের। তাই মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বরং অসুবিধায় পড়েছেন। আমাদের যে প্রস্তাব এখানে আমরা দিচ্ছি, সেই প্রস্তাব যদি সরকার মানেন তাহলে চোরাকারবারী বন্ধ হয়ে যাবে।

আর একটা কথা আমি বলবো পুরুলিয়া জেলায় যে চোরাকারবারী চলেছে, অবিলম্বে তার তদন্ত করা হোক।

এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Krishna Kumar Shukla :

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের আজ সর্ববৃহৎ এবং ভয়াবহ সমস্যা নিয়ে আমরা কদিন ধরে আলোচনা করছি। কয়েকদিন আগে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী যখন আহ্বান জানিয়ে ছিলেন বিধান সভার প্রত্যেক সদস্যের সম্মতি নিয়ে আজ নীতি নির্ধারণ করা হবে, সেদিনের ভূমিকা এতবেশী হবে বলে আমি মনে করিনি। কিন্তু দু দিনের বক্তৃতায় বুঝেছি সমস্ত রাজনৈতিক বিরোধী দল আজ একজোট হয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন এবং তাঁরা তারস্বরে চিৎকার করে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁদের বেকায়দায় ফেলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় অসুবিধায় ফেলেছেন। তা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে নতুন একটা গণতন্ত্রের নজির দেখার আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে। তার জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। একমাত্র মাননীয় সদস্য কাশীকান্ত মৈত্র ছাড়া প্রায় প্রত্যেক সদস্য একমত হয়েছেন যে পশ্চিমবাংলায় খাদ্যাভাব আছে এবং এই অভাবকিছুটা পশ্চিমবাংলার খাদ্য সমস্যার সুরাহা করবার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। দুটি তথ্য এবং দুটি সত্য কথা প্রকাশ হয়েছে এর মধ্যে। কার প্রত্যেকে মত প্রকাশ করেছেন যে ধানের দর ১০৲ টাকা থেকে ১৭৲ টাকায় বেঁধে দেওয়া হোক। এর মধ্য দিয়ে একটা সত্য প্রকাশ পেয়েছে যে পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে যে আমরা যারা দাবির নিয়ে এখানে এসেছি—আমরা যারা মনে করি যে যারা পশ্চিমবাংলার মানুষকে নতুন খাদ্যনীতির দ্বারা বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি তাঁরা এই সত্য উপলব্ধি করেছেন যে ধান পর্যন্ত ২২৲ টাকা মণ দরে ধান দিতে হবে—এই রাজনৈতিক শ্লোগান কতটা ফাঁকা ছিল, যাঁরা আজকে ২২৲ টাকা মণ ধানের দর বলছিলেন এই রাজনৈতিক শ্লোগান কতটা ফাঁকা ছিল, তা নিজেরা প্রমাণ করেছেন

দেশে চালের অভাব আছে একথা যখন স্বীকৃত এবং একথাও সত্য যে চা। নিয়ে যে দুরবস্থার মধ্য দিয়ে গোটা পশ্চিমবাংলাকে গত বছরের মাস এগিয়ে যেতে হয়েছে, তখন সরকার যদি আঘাত করতে না পারেন সমস্যার কোন সুরাহা হবে না। একথা আজকে আমাদের পরিষ্কার করে বুঝতে হবে—নীতি নির্ধারিত করবার আগে এবং নীতি নির্ধারিত করবার সময়ে যে যে অবস্থার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলা গত দু তিন মাস চলেছে, এই অবস্থার আমাদের দেশকে আর চলতে দেওয়া যেতে পারে না এবং যারা অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে যদি আজ দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না যায় তাহলে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে বাধ্য। এই ঘটনা যদি আবার ঘটে, তাহলে দেশের অবস্থা আরও বেশী খারাপ হয়ে যাবে যখন ৪০৲ টাকা থেকে ৫০৲ টাকা চালের দর উঠেছিলো এখন দেখতে হয়েছে যারা চালের কারবার করে, তারা দেশের মানুষকে বিপদে ফেলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। মানুষের কাছ থেকে অধিক মুনাফার লোভে মানুষকে নিংড়ে নিয়েছে তারা। আজ নন্দন দাওয়াই এর এক্সপার্টি নিয়ে যে কাড়াকাড়ি এখানে চলছে, তার উল্লেখ আমি করবো না। প্রত্যেকদল দাবী করছে যে নন্দন দাওয়াই এর একমাত্র মালিকানা তাদের। কিন্তু একথা আজকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে পশ্চিমবাংলার জাগ্রত জনগণ আজকে স্পষ্টভাবে তাদের মত প্রকাশ করেছে; পশ্চিমবাংলার জাগ্রত জনগণ আজকে পরিষ্কার ভাবে একথা জানিয়েছে যে যারা সমাজের বুকে অতি মুনাফার লোভে নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার ও জনপ্রতিনিধিগণকে দাঁড়াতে হবে। যদি না দাঁড়ায় তাহলে তারা ব্যর্থ হবে। একথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নাই।

(এ ভয়েস : এ জ্ঞান কবে হলো দাদা ?)

কয়েকদিক থেকে আজকে উৎপাদক ও উপভোক্তা পর্যন্ত প্রভৃতি পর্যায়ের মাধ্যমে যে চাল এসে উপস্থিত হবে, তার প্রত্যেকটি ধাপে যদি সজাগ দৃষ্টি না রাখা যায় তাহলে এই চাল নিয়ে চোরাকারবারী বরাবর চলবে একথা সত্য।

কালকে হরেকৃষ্ণবাবু অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় বিশ্লেষণ করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ের এই যে বড় বড় কোটিপতি বেপারী এবং চালের কারবারী তাদের মুখে রক্ত লেগেছে এবং তিনি যে কথা আরো বিশ্লেষণ করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে মুসলিম লীগের রাজত্বে এ জিনিস হয়েছিল। কিন্তু একটা সত্য কথা কালকে তিনি গোপন করে গেছেন—সেটা বলা উচিত ছিল যে সেই সময় তাদের ভূমিকা কি ছিল। মুসলিম লীগের সঙ্গে আঁতাত করে পশ্চিমবাংলার বুকে তারাই মন্বন্তর ডেকে নিয়ে এসেছিল। অথচ তিনি আজকে কেবল মুসলিম লীগকে দায়ী করবার চেষ্টা করছেন। সেদিন যাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতায় বড় বড় বেপারী ও আড়ৎদারদের মুখে রক্ত লেগেছে, এই বড় বড় বেপারী এবং মিলের আড়ৎদাররা তাদের রক্তপান এখনো পর্যন্ত করেনি কেন—তা আমি বুঝতে পারছি না, আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

আজকে তাই প্রত্যেক ধাপে দাম বাঁধা এই জন্য দরকার হয়েছে। যে উৎপাদক সাধারণ কৃষক যারা ফসল উৎপন্ন করছে, তারা তার ন্যায্য মূল্য এ যাবৎ ধরে পাচ্ছে না। মুনাফা শিকারীর অতি মুনফার লোভে চক্রান্ত করছে এবং উপভোক্তার কাছে কনজুমারদের কাছে আস্তে আস্তে মাল কেনার ক্ষমতা থাকছে না, তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রত্যেক ধাপে যদি আজকে দাম বেধে না দেওয়া যায় এবং মধ্যস্বত্ব ভোগী—যারা ইন্টারমিডিয়ারী চাল নিয়ে যাঁরা দালালী করেন—এক হাত থেকে অন্য হাতে পৌঁছে দেবার যাঁদের একটা বিরাট কর্তৃত্ব আছে তাদের যদি অপসারণ না করা যায়, তাহলে চালের দর কমানো যাবে না। এই অপসারণের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নীতি নির্ধারণ করবার সময় একথাও বলতে হবে একটা সিলিং বেঁধে দিয়ে বলা দরকার এর চেয়ে বেশী খাদ্য মজুদ করে রাখতে পারবে না। যদি মজুদ রাখো, তাহলে সমস্ত মাল ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আজকে যখন একটা বিরাট প্রশ্ন নিয়ে এখানে বসেছি, গোটা জাতির খাদ্যনীতি নিয়ে এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি, ঠিক সেই সময় কয়েকটা ভালো কথা বলে, দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত কথা বলে আমরা এখান থেকে যদি বেরিয়ে যাই তাহলে দেশের মানুষ কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না। আমরা নিজেদের বিবেকের কাছে নিজেরা দায়ী থাকবো।

এখানে আজকে একটা প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছে প্রত্যেক স্তরে যেখানে চাল উৎপন্ন হয়, সেখান থেকে চাল যেখানে বিক্রয় হয়—প্রত্যেক স্তরে আমরা একটি সজাগ দৃষ্টি রাখবো। জনগণের এই যে জাগ্রত চেতনা এই চেতনাকে ঘুম পাড়ানোর সুযোগ কাউকে দেওয়া যেতে পারে না। প্রত্যেকে যদি আমরা সজাগ থাকি, প্রত্যেক স্তরে যদি আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করি, সরকারী বেসরকারী যারা তারা ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন, বেসরকারী বেসরকারী স্তরে তাঁরাও দায়িত্ব গ্রহণ করুন যে যে দাম বেধে দেওয়া হবে তার উপর উচ্চ কোন স্তরের ব্যবসায়ীই অধিক লাভ করতে পারবে না। এই কথা যদি আমরা সর্বসম্মতিভাবে বলতে পারি এবং আন্তরিকতার সঙ্গে যদি এই নীতি আমরা পরিচালনা করতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই চালের বাজারে আজকে যে দুরবস্থা দেখা দিয়েছে, এই দুরবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেওয়া যাবে। এবং এই অবসান ঘটানোর জন্য কালকে মাননীয় অশোক দত্ত মহাশয় যে একটা কমিটি গঠনের কথা বলেছিলেন, সেই কমিটির কথা হালকাভাবে এড়িয়ে গেলে চলবে না একে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করে দেখতে হবে। কেন না আজকে আমরা এখানে-যতই বক্তৃতা করি না কেন, দেশের লোক তাতে সস্তায় চাল পাবে না।

[3-10—3-15 p.m.]

সরকারকে দোষারোপ করলে, বিরোধীপক্ষকে দোষারোপ করলে বা এই দায়িত্ব একজনের কাঁধ থেকে আর একজনের কাঁধে চাপালে পশ্চিমবাংলার মানুষ খেতে পারবে না। ভালভাবে আলোচনা করতে হবে এবং সকলকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আমরা যদি এই ব্যাপারে গুরুত্ব না দিই তাহলে দেশের মানুষকে আমরা খাওয়াতে পারব না। স্যার, থ্রি টায়ার সিস্টেম, ফোর টায়ার সিস্টেম, এবং স্টেট ট্রেডিং-এর কথা আমরা বন্ধ করতে চাই না

যাঁরা মনে করছেন স্টেট ট্রেডিং আমাদের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে তাঁদের বলতে চাই এই স্টেট ট্রেডিং আমাদের মাথা থেকেই বেরিয়েছে এবং শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষে এই নীতি স্বীকৃত হয়েছে। তারপর, যেকথা বলছিলাম সেই কথা'র শেষ, টেনে আর একটি কথা আপনার মাধ্যমে এই হাউসে বলতে চাই।

[নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ায় বক্তা তার আসন গ্রহণ করেন।]

Dr. Radhakrishna Singha:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে আমরা যে খাদ্যনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে বসেছি তাতে আমার মনে হয় গত খাদ্য সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য এই প্রসঙ্গটি আমাদের কাছে এসে হয়েছে। আমরা জানি গত খাদ্য সঙ্কটের সময় চাল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং কোলকাতা এবং শহরাঞ্চলে চালের যে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল সেটা খবরের কাগজে নীতিমত ফলাও করে প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণ ও কৃষকদের কথা আমাদের দেশের সংবাদপত্র আলোচনা করেনি। অথচ আমরা জানি, সরকার পক্ষের যে সমস্ত সদস্যরা আছেন তাঁরা জানেন এবং আপনিও জানেন যে চাল যারা তৈরী করে তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন লোক বছরে ৯ মাস খেতে পায় না। তারা তাদের ক্ষুধার অন্ন আমাদের হাতে তুলে দিয়ে শুধু ফ্যান খেয়ে থাকে—অথচ গভর্নমেন্ট তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন না। আমরা সোসালিজম-এর কথা বলি—অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কথা বলি, কিন্তু একি অবস্থা হয়েছে? এতদিন আমরা বক্তৃতা মঞ্চে বসে বক্তৃতা করেছিলাম কিন্তু আজকে তাহাদিগকে বক্তৃতা মঞ্চে বসিয়ে শুনি তাহলে তাদের দুর্দশা বুঝতে পারব। কাজেই আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলব যে, তাদের খাদ্যনীতি এই রকম হওয়া উচিত যাতে কৃষক তাদের ধানের দাম উচিতভাবে পায় এবং যাতে তাদের অভাবের সময় অল্প পয়সায় বিক্রি করতে না হয়। শুধু তাই নয়, তাদের আরও একটা ধানের ও চালের দাম নির্ধারণ করা উচিত এবং সেটা ১০ থেকে ১৭ টাকা এবং সেটা যাতে তাদের সব সময় থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমরা জানি পশ্চিমবাংলার খাদ্য-সমস্যার সমাধান করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

[3-15—3-35 p.m.]

আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যদি এগিয়ে না আসে তাহলে এই নীতি কেউ নির্ধারণ করতে পারবেনা এবং দামের স্থিতাবস্থা রাখতে পারবেনা। কোন একটি বিশেষ রাজ্য তার খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে একা পারবেনা। আপনি জানেন বর্মা এবং থাই আমাদের চাল তৈরী হয় এবং তা সুন্দর উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ কান্ট্রিতে কন্ট্রোলে বেচা কেনা হয়। অথচ চালের মত জিনিস আমাদের দেশে আসবে যে চাল সেখানে বিক্রী হয় ২৫ টাকা মণ আর আমাদের এখানে বিক্রী হয় ৫০ টাকা মণ। আমি তাই বলছি ভারত-বর্ষকে একটা ইউনিট করুন, সমস্ত স্টোনাল সিস্টেমে তুলে দিন, একমাত্র তবে ভারতবর্ষে সুষ্ঠু ভাবে খাদ্য সমাধান হবে। নতুবা খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে না। আপনি জানেন পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা শতকরা ৩৩ ভাগ বেড়েছে যেখানে ভারতবর্ষে বেড়েছে ২১ ভাগ। ৩২ লক্ষ রিফিউজী এসেছে পশ্চিমবাংলায়। এই ৩২ লক্ষ সাড়ে পাঁচ লক্ষ টন চাল খায়, এছাড়া যারা অন্য প্রদেশ থেকে এখানে এসে আছে তারাও অন্নভোজী, আজকে আমাদের এখানে শিল্পাঞ্চলে এসে তারা চাল খাচ্ছে। আর এই চাল মধ্যপ্রদেশ থেকে উড়িষ্যা থেকে এই চাল আনতে হচ্ছে, এখন এই যে চাল যেটা বেশী লাগে বাইরের লোকের জন্য এবং রেফিউজীদের জন্য এটা কেন্দ্রীয় সরকারের আমাদের দেওয়া উচিত। অন্ধ্র ২৫ টাকা মণ দরে খাচ্ছে আর আমরা ৫০ টাকা মণ দরে খাচ্ছি। দ্বিতীয়তঃ আমাদের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে পাট উৎপন্ন হত ২০০ একরে আর আজ সেখানে ১১০০-এর মত একরে পাট উৎপাদন হচ্ছে। এই পরিমাণ জমিতে আমরা সাড়ে ৮ লক্ষ টনের মত চাল উৎপাদন করতে পারতাম। আর একটু আশ্চর্য হবে যাবেন যে ভারতের ৬০ পারসেন্ট

করেন এক্সচেঞ্জ আমাদের পাট এবং চা থেকে আর্ন করি, অথচ আমাদের দেশের লোক আজকে খাদ্যাভাবে ফ্যান খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে কৃষকদের যদি বাঁচাতে চান তাহলে এখনি আশু ধানের দর হবে ১৫ থেকে ১৭ টাকা এবং চালের দর হবে ২৪ থেকে ২৬ টাকা এবং সারা বছর এমনিভাবে চলবে। তা নাহলে এই যে সমস্ত বর্গাদার, যে সমস্ত মিল-ওনার এবং যে সমস্ত আড়তদার চাল কিনে নিচ্ছে তারাই আবার সেই ধান চাল কৃষকদের কাছে ডবল দামে বিক্রী করবে। এটাই তাদের জীবনের অর্থনৈতিক অবনতির কারণ। আজকে যে সব সোসিয়েলিজমের কথা, ডিমোক্রেটিক সোসিয়েলিজমের বড় বড় কথা বলছেন সেটা যদি সমন্বয় করতে চাই তাহলে সেটা করতেই হবে। আমরা দারিদ্রের মধ্যে রয়েছি, প্রোভার্টি মাস্ট বী ইকোয়ালী ডিস্ট্রিবিউটেড এ্যামং অল। বড় লোকেরা যদি ৫০ টাকা মূল্যে চাল কিনে খেতে পারে, গরীবরা কেন না খেয়ে মরবে? সুতরাং আমি যেকথা বলতে চাই সেটা হল প্রডিউসার এবং কনজুমারের মধ্যে যত কম ইণ্টারমিডিয়ারী থাকবে চালের মুনাফা তত কম হবে, ফলে দামও কম হবে। তারপর প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে যদি একটা করে ভিজিলেন্স কমিটি তৈরী করি তাহলে জানাতে পারবো কে কে চালের চোরাকারবার করছে, অযথা মূল্য নিচ্ছে। তারপর তাদের কথা আমরা গভর্ণমেণ্টকে জানাতে পারি এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা হতে পারে। তারপর আমি সেণ্টার থেকে আরও অনেক বেশী চাল দাবী করতে বলি—১ লক্ষ টন নয় সাড়ে আট লক্ষ টন চাল আমাদের দিতে হবে। আর রিফিউজীরা যে চাল খাচ্ছে ৩২ লক্ষ রিফিউজী যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টন খাচ্ছে সে চালও সেণ্টার থেকে আমাদের দিতে হবে। সেণ্টারকে আমরা সমস্ত কিছু সাপ্লাই করবো আর বাংলা দেশ একরকমভাবে কিছু পাবে না এটা হবে না। সেলস ট্যাক্স আমরা সব চাইতে বেশী দিই আর আমরাই সব চেয়ে বঞ্চিত। আজকে আমরা সিক্সটি পারসেণ্ট ফরেন এক্সচেঞ্জ আমরা আর্ন করি আর আমরা কিছু পাই না। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলবো দরিদ্র যারা চাষী যারা উৎপাদন করছে তাদের দিকে তাকান এবং তারা যাতে সুখে সংসার প্রতিপালন করতে পারে ছেলেপিলে নিয়ে সুখে বাস করতে পারে তার দিকে যাতে সরকারের দৃষ্টি থাকে এ কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[After adjournment]

[3-35—3-45 p.m.]

Shri Khagendra Kumar Ray Chowdhury :

স্যার, এই দুদিন ধরে আমরা খাদ্য বিতর্ক নিয়ে বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু কালকের পর থেকে আজ কিছু কিছু কংগ্রেসী বন্ধুদের বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে যে সহযোগিতা বিশেষ বোধ হয় জমবে না। কেন না, ওঁদের যে এ্যাটিচুড দেখলাম সেটা হচ্ছে পথও নবলা করব, আর চোখ রাঙাব। এই ধরণের কথাবার্তা বিশেষ করে শুক্লাজী এবং হেমন্ত দাস মহাশয় যা বললেন তাতে এটাই মনে হয়েছে। যা হোক, চীফ মিনিস্টার খাদ্যের ব্যাপারে সরকারী নীতি ঘোষণা করলেন না। এটা ঠিক বুঝতে পারলাম না যে এই ঘোষণা করলে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলে তাঁর অসুবিধা কোথায় আছে? বিরোধীরা তাঁদের কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি কিছু ঘোষণা করলেন না। এ থেকে আমাদের মনে কিছু কিছু সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। কেন না, এখানে তাঁরা যে সহযোগিতার কথা বলেছেন সেই সহযোগিতা সত্যিকারের তাঁরা চান কিনা, কিম্বা এই সহযোগিতার কথা বলে তাঁরা যে খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি করছেন সে সম্বন্ধে লোকের মনে যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে সেই ধারণা তাঁরা দূর করতে চাচ্ছেন—অন্ততঃ এঁদের বক্তৃতা শুনে আমার এটা মনে হয়েছে। গত বৎসর যখন চালের দাম খুব বেড়েছিল—সত্যিকারের যদি সহযোগিতার প্রশ্ন হোত—তখন তাঁরা কেন বিরোধী পক্ষের সহযোগিতা নিলেন না। সহযোগিতা নেওয়া তো দূরের কথা এমন কি বিরোধীপক্ষের বহুবার আবেদন সত্ত্বেও তাঁরা বিধান সভার অধিবেশন ডাকেন নি। এটা বুঝতে কোন অসুবিধ

হয় না যে তারা অক্টোবর মাস পর্যন্ত কোন সংশোধিতার কথা চিন্তা করেন নি। কিন্তু হঠাৎ অক্টোবর-এর পর থেকে কি পরিবর্তন হল যাতে এই একটা পবিত্র ধারণা তাঁদের মনের মধ্যে হল যে এই খাদ্যসঙ্কট দূর করার দায়িত্ব কংগ্রেস পার্টির একলার নয়। এবং তারপরও অক্টোবর -এর পর সাধারণ মানুষ যেভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল তখনই তারা বুঝতে পেরেছেন যে সত্যিকারের যদি কোন কিছু করতে হয় তাহলে অন্তত বিরোধীদের নাম জড়ান হোক। জানি না, তারা কতখানি কি কার্যকরী করবেন? সত্যিকারের তারা কার্যকরী করতে পারবেন কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। স্যার, আপনি ঐ বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এর মধ্যে অনেকেই চালের কারবারী আছেন।

(এ ভয়েস—কেমন)

যদি নাম চান, তাহলে লিস্ট দিয়ে দেব। যাই হোক, এত চালের কারবারীর মাঝখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই নীতি কার্যকরী করতে পারবেন সেটা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। এই প্রশ্ন স্বাভাবিক মনে আসে যখন সাধারণ মানুষ চাল না পেয়ে চালের দাম যখন বাড়ছিল, যখন ডিহোর্ড করার চেষ্টা করছিল তখন যদি সহযোগিতা করার প্রশ্ন থাকতো তাহলে তাদের এ সম্বন্ধে অন্য এক রকমের মনোভাব হোত। সেই মনোভাব জেলে পাঠান নয়, আন্দোলন দমন করবার চেষ্টার নয় সেই মনোভাব হত তাদের পাশে গিয়ে তাদের উৎসাহ দেওয়া। কিন্তু তাঁরা ঠিক এর উল্টো করলেন, কারণ ভেবেছিলেন যে তারা খুব বেশী অগ্রসর হতে পারবে না। এর আগেরবার বাজেট সেসনে বিরোধীরা যখন খাদ্য সঙ্কটের কথা বলেছিলেন তখন ঐ বেঞ্চের বন্ধুরা বলেছিলেন যে বিরোধীরা শুধু দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনছেন। কিন্তু এখন কি হল? আমাদের চেয়ে তাঁরা বেশী করে জানেন যে গত বছর কত খাদ্যশস্য হয়েছিল, তারা জানেন যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কতখানি খাদ্যশস্য আমদানী করা যায়। এ জানা সত্ত্বেও তাঁরা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। এদের একটা মনোভাব প্রকাশিত হয় যে জনসাধারণকে কিছু জানান না এমন কি যাঁরা জনসাধারণকে সতর্ক করবার চেষ্টা করছেন তাঁরা যাতে সতর্ক করতে চেষ্টা না করতে পারেন তার জন্য আপনারা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সেজন্য ঐ অধিবেশনে তাঁরা ঐ কথা বলেছিলেন। কিন্তু তারপর দেখা গেল কি যে যখন চালের দর বাড়তে আরম্ভ করল, সাধারণ মানুষ আন্দোলন করার ফলে যখন চালের দর কমতে আরম্ভ করল তার ফলে এমন অবস্থা হয়েছে যে ২৫।২৭ টাকায় চালের দাম হল—তখন সরকার একটা ভদ্রলোকের চুক্তি করে জনসাধারণকে হুঁশিয়ারী করে দিলেন খুব সাবধান আমরা এবার চোরাকারবারীদের টাইট করে দিয়েছি এবং তোমরা আজ যে ২৫ টাকায় চাল পাচ্ছ তাও এখন থেকে ২৫ টাকায় পাবে না তার চেয়ে আরও সুবিধা করে দেব।

আপনারা চুক্তি করে বললেন খুব সাবধান আমরা এবার চোরাকারবারীদের টাইট করে ছেড়ে দেবো, ২৫ টাকায় চাল যখন পাচ্ছ, তখন কাউকে ২৫ টাকায় কিনতে হবে না আরও সুবিধা করে দেবে, সুবিধা করে ৩৭ টাকায় বেঁধে দিলাম। চমৎকার সুবিধা, এত যদি সুবিধার প্রশ্ন আসলো, যদি ভদ্রলোকের চুক্তি কার্যকরী করার ইচ্ছা ছিল তাহলে চালের দর ২৫ টাকায় নামার সময় এ ভদ্রলোকের চুক্তি কার্যকরী করার চেষ্টা করলেন না কেন? সে চুক্তি করবার চেষ্টা করলেন না কেন? এ থেকেই বোঝা যায় আপনারা কোন দিকে যাবার চেষ্টা করছেন। দ্বিতীয়তঃ আমাদের অনেক বন্ধু বলছেন যে, মনমন দা ওয়াটএর বুলেটি, এই হল পেটেণ্ট। বিরোধীরা ওটা পেটেণ্ট নেবার চেষ্টা করছেন কিনা—জানি না অন্যান্য বিরোধীদের কি মত হবে। বোধ হয় একমত হবে, আরো ২।১ জন বলেছেন যে ও পেটেণ্ট আমরা দিয়ে দিতে রাজি আছি। কিন্তু ঐ চালের কারবারীরা কি ঐ পেটেণ্ট নেবেন? প্রশ্ন হচ্ছে সেখানেই। তাঁরা সে পেটেণ্ট নিতে রাজি আছেন। তা যদি হয় তাহলে শুধু এখানে নয়, তারা মাঠে, ময়দানে ঘোষণা করুন যে, হ্যাঁ, আমরা এতদিন যা ভুল করেছি। এতদিন যা সব করেছি তা ঠিক নয়। আমরা আজ এ পবিত্র ব্রতকে গ্রহণ করলাম যে, চোরাকারবারীর মনোভাব আর থাকবে না, মুনাফাখোরের মনোভাব আর থাকবে না। আমরা খোলা মন নিয়ে জনসাধারণের সেবার কাজে লাগবো। আমাদের অশোকবাবু বলেছেন একটা ভিজিলেন্স কমিটি করবার কথা—এবং করেই তিনি বললেন আমাদের

অজয় বাবুর নাম। অজয় বাবুর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু বলার নেই। কিন্তু হঠাৎ তার নাম করলেন কেন? উনি গেরুয়া পরেন বলে? আর বিধান সভার লোক পরেন না? জানি না থেকে থেকে উনি অজয়বাবুর নাম করলেন কেন? এ্যাসেম্বলীর মধ্যে আর কার নাম মনে পড়লো না? (শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়——খগেনবাবুর নাম বললে হতো?) এ থেকে মনের ভাব বোঝা যায়। এই মনের ভাবটা বদলান দরকার। ওরা মনে করে ছিলেন চালের কোন অসুবিধা নেই। মুখ্যমন্ত্রী এমন এক বিবৃতি দিলেন তাতে চালের দর বাড়লো। তাতে মনে করেছিলেন জনসাধারণকে অতর্কিত অবস্থায় যদি খাদ্য সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দিতে পারি তো প্রতিরোধ করার আগেই সমস্ত ব্যাপারটা মিটে যায়। তার পরের বৎসর আবার শুরু করা যাবে। কিন্তু [illegible] ওঁরা যেমন হিসাব করলেন সে হিসাবের সঙ্গে ঠিক মিল হল না। জনসাধারণ চুপকরে দাঁড়িয়ে রইল। এবং তারা যখন এগিয়ে এলো তখন ঐ ভদ্রলোক বলুন, আর বিধান সভায় সব সহযোগিতার কথা বলুন সমস্তই তার পরে। এর আগে কোনটাই আসেনি। সুতরাং এটা বোঝা যাচ্ছে এবং আমার এটা ধারণা যে কারণে আপনার সহযোগিতা চাইছেন বা চাইতে বাধ্য হচ্ছেন সে কারণটা যতক্ষণ পর্যন্ত থাকে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের যে আন্দোলন সেটা যতক্ষণ জোরদার থাকবে। একটা প্রশ্ন আসে, সে প্রশ্ন হচ্ছে একটু আগে দীনবন্ধুবাবু বললেন যে রাশিয়াও নাকি ফেল করেছে, এই রাষ্ট্রের ব্যাপারে। কোথা থেকে খবর পেলেন। সেখানে খাদ্যের ঘাটতি ২ বৎসর হল হয়েছে, তার মানে এই নয় যে সেখানকার লোক খাদ্য পাচ্ছে না। তারা অন্য জায়গা থেকে বন্দোবস্ত করেছে, তারা রাষ্ট্রকে সেভাবে করবার চেষ্টা করেছে। এখন কোন জায়গায় কোন কথা নেই। যে ৩০ বৎসরের মধ্যে কোন খাদ্যের ঘাটতি হবে না। উনি বোঝেন না ওঁার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। উনি কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা দিলেন, আমি সে তুলনা করতে চাই না। ঐ যে বলে চাঁদে আর——সাই হোক আমার আর বলার দরকার নেই যে তুলনা উনি দিলেন তাতে ঐ বলা যায়। যা হোক, প্রশ্ন হচ্ছে সত্য আপনারা কিছু করতে চান? অনেক তো বলেছেন প্রাইস কে অমুক বাধ। স্টেট ট্রেডিং কর হোলসেল ট্রেড কর, সাবসিডাইজড রেটএ অনেক কিছু দাও ইত্যাদি। আমি শুধু জানি আপনারা চাষীকে জমি দিলেন না। আপনারা হোলসেল ট্রেড করলেন না——সবটুকু আপনারা করলেন না, কিন্তু যা আপনাদের করা সম্ভব ছিল তাও নীতি হিসাবে আপনারা মানেন না, আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে চালের বন্দোবস্ত আগে করতে পারতেন, আপনারা বলেছেন কেন্দ্র আমাদের চাল দেয় না। কিন্তু আমরা জানি যে, বা বা দেশের কিছু এম পি প্রশ্ন করেছিলেন, তাতে কিন্তু বলেছিলেন বা বা দেশের গভর্ণমেন্ট যত চাল এবং ধান চেয়েছে তা আমরা দিয়েছি, আর তাছাড়া কেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া আপনাদের মক ফাইট, ও আমাদের জানা আছে। ওটা হচ্ছে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা, ও মক ফাইটএ আমরা ইন্টারেস্টেড নই।

মক ফাইটে আমরা ইন্টারেস্টেড নই। আমি শুধু আপনাদের এই কথা বলতে চাই যে সত্যি-কারে যদি আপনারা করতে চান তাহলে সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু অনেক দিয়ে নয়, কারণ পুরোর মানে আর এক রকম হয়। অশ্বত্থামা হত বললে এক রকম মানে হয় আর অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বললে আর এক রকম মানে হয়। আপনারা স্টেট ট্রেডিং নিলেন না, বললেন যে তোমাদের চালের সঙ্কট দূর করব। সাবসিডাইজড রেটের ব্যবস্থা, করলেন না, চাল প্রোকিওর করলেন না, চালের সঙ্কট দূর করবেন কি করে? তা করা যায় না। শুধু এই কথা বলি যে ১৯৬৩ সাল গেছে, আপনারা এটা মনে করবেন না যে সমস্যা শেষ হয়ে গেছে। ১৯৬৪ সাল আছে, জনসাধারণ আছে, আপনারা আছেন, আমরাও থাকব এইটুকু মনে রাখবেন।

[3-45—3-55 p.m.]

Shri Ajoy Kumar Mukherjee:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজ ২ দিন ধরে যে আলোচনা শুনলাম তা নিয়ে আমার নিজের যেটা মনে এসেছে সেটুকুই শুধু আমি আপনাদের কাছে জানাব। আলোচনাটা খাদ্য বণ্টন নিয়ে হচ্ছে তবে তার সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন জড়িত বলে অনেকে আলোচনা করেছেন। আমার মনে আগে খাদ্য বণ্টন সম্বন্ধে কি আসে সেই কথাটাই বলতে চাই।

স্টেট ট্রেডিং-এর কথা প্রায় সবাই বলেছেন, আমরাও স্টেট ট্রেডিং-এর পক্ষপাতী। আমাদের প্ল্যানিং কমিশান, আমাদের ভারত সরকার, আমাদের জাতীয় কংগ্রেস সবাই স্টেট ট্রেডিং-এর কথা বলেছেন। কাজেই স্টেট ট্রেডিং নতুন কিছু নয়। তবে আমাদের এখানে স্টেট ট্রেডিং হয়ত অন্যান্য দেশে যেরকম হয় যেমন কমিউনিস্ট দেশে হয়, ঠিক সেইরকম হবে না, আমাদের নিজস্ব ধারায় একটা স্টেট ট্রেডিং হতে পারে। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিই—যেমন আমরা বলছি সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র হিটলার বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র স্ট্যালিন বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র মাও বলেছেন, কিন্তু আমাদের সমাজতন্ত্র ওদের মত ডিকটেটোরিয়াল নয়, আমাদের সমাজতন্ত্র ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিজম। কেন না আমরা দেখেছি কমিউন আর স্টেট ট্রেডিং একসঙ্গে জুড়ে চীনে একটা দুর্দশা এনে ফেলেছিল পরে সেটা আলাদা করে দিতে হয়েছিল। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আপাততঃ এ বছর স্টেট ট্রেডিং করা যাবে না এটা বুঝতে পারছি। তার কারণ হচ্ছে কোটি কোটি মন চাল গুদামজাত করার জন্য তার টাকা সংগ্রহ করে এবং তার খরিদ বিক্রয় করার জন্য মেশিনারী তৈরি করে যদি আমরা স্টেট ট্রেডিংএ নামতে যাই তাহলে ততদিনে বেশীর ভাগ চাল বিক্রি হয়ে যাবে এবং খুব দেরি হয়ে যাবে। কাজেই স্টেট ট্রেডিংএ আমাদের লক্ষ্য রইল, কিন্তু এ বছরে বোধ হয় করা যাবে না। তাহলে তার অন্তর্বর্তী নীতি কি করা যেতে পারে? আমি ভাবছিলাম ধান এবং চালের দাম এখন থেকে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং এটা সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন নয়, একেবারে ফিক্সড প্রাইস করে দিতে হবে সারা বছরের জন্য। সারা বছরে এক রকম রেট রাখতে হবে এবং তার জন্য কি করা যায় সেটা দেখা যাবে। আর পশ্চিমবঙ্গকে এই রেটটা করবার জন্য আমরা ৩।৪টা জোনে ভাগ করতে পারি। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় যে রেট হবে হয়ত প্রোডিউসিং এরিয়ায় যেমন বর্ধমান, মেদিনীপুর ইত্যাদিতে আর এক রকম হবে, নর্থ বেঙ্গলে আর এক রকম হবে, সামান্য কিছু ২।৪ নয়া পয়সা তফাত হতে পারে, এই রকম ভাবে করা যেতে পারে। তারপর চালটাকে ৪টা শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলতে হবে—মোটা মাঝারি সরু আর মিহি বা সুগন্ধি চাল। মোটা ও মিহি চাল খুব কম হয় আমাদের এখানে, বেশী লোকে খায় না তবুও কন্ট্রোল না করলে এটার সঙ্গে ওটা মিশিয়ে দিয়ে গোলমাল করতে পারে। সেজন্য ৪ রকম করে দিতে হবে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যত রকম ধান হয় সেগুলির তালিকা করে ফেলে কোন ধানটা কোন গ্রুপের মধ্যে পড়বে সেটা বলে দিতে হবে। তা না হলে এক গ্রুপের ধান অন্য গ্রুপে ফেলে বেশী দাম নেওয়ার চেষ্টা করবে। ধান চালের ব্যবসাটা সাধারণতঃ তিন রকম হয়। একটা হচ্ছে চাষীরা নিজেরা হাটে ধান ভেনে চাল বিক্রী করে—খুদিউয়ালা নিজেই কিনে থাকে। আর একটা হচ্ছে মাঝারী ধরণের লোক। যে ধান কিনে নিয়ে গিয়ে চাল তৈরী করে বিক্রী করে। আর তৃতীয় প্রকারের ব্যবসা হচ্ছে যা আমাদের শিল্পাঞ্চলে হয়। অনেক বড় বড় কৃষকের কাছ থেকে কিনে নেন, কিনে থেকে হোলসেলার হোলসেলারদের থেকে রিটেলার নেন। রিটেলারের কাছ থেকে কেনে কনজিউমার। এই ৪।৫ রকম স্তরে ৪টার বেশী মিডিলম্যান থাকতে না পারে সেই রকম ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তারপরে প্রত্যেক দর বেঁধে দিয়ে সেখান থেকে হিসাব করে চালের দর ঠিক করতে হবে। আমি অবশ্য চালের দর করিনি। কারণ চালের দর বিভিন্ন জোনে একটু তফাৎ হয়ে যাবে। কেন না মেদিনীপুর, বর্ধমান থেকে উত্তর বঙ্গে নিয়ে যেতে হলে যে খরচ পড়বে মেদিনীপুর কি বর্ধমানের মধ্যে বিক্রি হলে খরচ তার চেয়ে কম পড়বে। কাজেই চালের দাম বাঁধবার সময় ওদের নানা খরচের উপর সামান্য কিছু মুনাফা দিয়ে দরটা বেঁধে দিলে ভাল হয়। ৪ রকম ধান ১৩।১৪।১৫।১৬ টাকা কিম্বা ১৪।১৫।১৬।১৭ এই রকম দাম করা যেতে পারে। সমবায় সমিতি দিয়ে যদি ধান কেনা যেত ভাল হত কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এত সমবায় সমিতি হয়নি। ২।১০টা সমবায় সমিতি দিয়ে যদি কিনি—তারা যদি চাল তৈরী করে বেচে ভাল কিন্তু তারা যদি মিডিলম্যানস্ প্রফিট নিয়ে তৈরী করে তাহলে চালের দর বেড়ে যাবে। কাজেই মিডিলম্যান ৪টা স্তরের বেশী ৫টা স্তর হতে দেওয়া উচিত নয় এটা আমার মনে হয়। আর একটা জিনিস দেখতে হবে—হোর্ডিং কি করে আটকানো যায় সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। বড় বড় জোতদার যাদের সারপ্লাস আছে কিম্বা মিল মালিক কিম্বা যারা হোলসেলার এমন কি রিটেলার তারা মাল থাকলে খরিদদারকে যেন রিফিউজ না করে। এর জন্য অবশ্য আইন আছে যে

মাল থাকলে খরিদ্দারকে রিফিউজ করবে না; আর হোর্ডিং বুঝতে পারলে গভর্ণমেণ্টকে একটা স্টক সীজ করতে হবে—এই রকম আইন করতে হবে। সেই আইন আইনসভা যদি বন্ধও থাকে তাহলে অর্ডিন্যান্স করে তাড়াতাড়ি আইন করতে হবে এবং সেই আইন ভঙ্গ করলে জরিমানা এবং জেল দুই রকম কঠোর সাজার ব্যবস্থা করতে হবে। আর গরীবদের জন্য যেমন সস্তা দরের দোকান সরকারের আছে ফেয়ার প্রাইস শপ সেটা চালু রাখতে হবে। কেন না যে দর আমরা বাঁধবো হয়ত ২৪।২৫।২৬ টাকায় উঠে যাবে। সেই দামে অনেক গরীব দুঃখীর পক্ষে কেনা কঠিন হবে। সারা বছর দামটা ঠিক রাখতে হলে আমার মনে হয় দুটো ব্যবস্থা করা দরকার। একটা ব্যবস্থা হচ্ছে সেটা একটু আগেই আমি বলেছি যে আইন করে যাতে হোর্ডিং না করতে পারে ও কর্ণার না করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে সরকারী দোকানে ফেয়ার প্রাইস শপে চাল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না এ আমরা বুঝতে পারছি, গম সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে রাখতে হবে। আমাদের গম খাওয়া অনেকটা অভ্যাস হয়েছে। সুতরাং যদি লোকে গম কিনতে চান তাহলে যেন গম পান, জনগণকে গম খাওয়ার উৎসাহ দিতে হবে। এবছর যদিও গত বছরের চেয়ে বেশী ফসল হয়েছে তবুও সবাই যদি ২ বেলা ৪ বেলা যেমন খাওয়ার অভ্যাস করি, মুড়ি, পান্তাভাত করে শুধু চাল খাই তাহলে এ বছর যা ফলেছে তাতেও কুলোবে না।

[3-55—4-05 p.m.]

তখন এমন টান পড়বে যে তখন দুরন্ত দাম হয়ে যাবে। তখন এই ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যেতে পারে। কাজেই সারা বছর গম খাওয়ার অভ্যাস যাতে আমাদের থাকে সেটা চেষ্টা করতে হবে। আর একটা জিনিস যেটা আমাদের অশোকবাবু বলে গেছেন যে একটা কমিটি করে সব পার্টি নিয়ে—সেটা প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেণ্টেশন হতে পারে—যা হোক করে হতে পারে—সর্ব পার্টির এক কমিটি করে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এই ধান চালের দর যাতে ১২ মাস ধরেই এক রকম বাঁধা থাকে এবং যাতে হোর্ডিং না হতে পারে এই দুটো জিনিস দেখতে হবে। তার সঙ্গে জনগণকে আমাদের সাথে নিতে হবে। "পিপলস ভিজিল্যান্স কমিটি" (নাম যাই বলুন) তারা এদিকে নজর রাখবেন। আর একটা জিনিস নজর রাখতে হবে কোথাও কোন জোর জুলুম না হয় লুঠ পাট না হয়। পুলিসের সাহায্য নিয়ে যাতে এই সব তদারকী করা যায় তা দেখতে হবে। আমার মনে হয় স্ট্যাটুটরী রেশনিং এর প্রশ্ন এ বছর আসে না। আর সেণ্ট্রাল ট্রেডিং ও এ বছর সম্ভব নয়। এখানে একথাও বলছি যে বাফার স্টক রাখাও আমাদের প্রয়োজন নাই। কেন্দ্রীয় সরকার বাফার স্টক রাখুন—আমাদের আলাদা করে রাখতে হবে না। আমরা বাফার স্টক পশ্চিমবাংলায় রাখি না। খাদ্যশস্যের ফলন বাড়াতে হবে একথা সবাই বলেছেন। এবং শস্যের ফলন বাড়াবার জন্য যে চেষ্টা হচ্ছে না তা নয়—তবে সেই চেষ্টা আরও জোরদার করা দরকার। তবুও অনেকে বলেন যে কিছুই নয়—সে সম্বন্ধে আমি ২।১টি তথ্য দিতে চাই। ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর অব ইকনমিক্স এণ্ড স্ট্যাটিসটিক্স হিসাব দিয়েছে ১৯৬০-৬১ সালে ৯১ কোটি ৭৩ লক্ষ মণ চাল অর্থাৎ ১৩৭ কোটি ৬০ লক্ষ মণ ধান উৎপন্ন হয়েছে—এত ধান ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি। আবার কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি উপমন্ত্রী বলেছেন যে ভারতে ১৯৬০ সালে সর্বপ্রকার খাদ্যশস্য জন্মেছিল ২০৬ কোটি ৮৮ লক্ষ মণ। তিনি আরও বলেছেন ১৯৫১-৫২ সালের ধানের ফলনের চেয়ে ১৯৬০-৬১ সালে ৪১ কোটি ৭৫ লক্ষ মণ ধান বেশী ফলন হয়েছে। অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ বেড়েছে। তবে কিছু বাড়ে নি—তা নয়। আরও এর চেয়ে বেশী ফলন একর প্রতি বাড়ানো যেতে পারে।

(এ ভয়েস—বাংলার হিসাব কি বলুন)

বাংলার কোন আলাদা হিসাব নেই।

পশ্চিমবাংলায় ১৯৪২-৪৩ সাল থেকে ১৯৪৬-৪৭ সাল—এই যে পাঁচ বছর, এর গড় ধরেছি। কেন না কোন বছর ফসল ভাল হয় কোন বছর খারাপ হয়। এই পাঁচ বছরের গড় বার্ষিক ফলন হয়েছে ৪৯ লক্ষ টন ধান। ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত এই যে

৬৩ বছর-এর গড় ফলন ৭২ লক্ষ টন। তাহলে বাৎসরিক ফলন ২৩ লক্ষ টন অর্থাৎ, ৬ কোটি ২৬ লক্ষ মণ বেড়েছে ইন টার্মস অব ধান—এর এককের তিন অংশ বাদ দিন তাহলেই চালের পরিমাণ পাওয়া যায়। আমাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কথা এবং পাটের জন্য ধান চাষের জমি কমে গেছে এই সব কথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় স্টেটমেণ্টে দিয়েছেন—আমি আর তা বাড়াতে চাই না। তিনি আরও বলেছেন যে এই বছর চালের ফলন ৫৩ লক্ষ টন হতে পারে—এটা অবশ্য তিনি আশা করছেন। তাহলে ধান হবে ৭৯ লক্ষ ৫০ হাজার টন—অর্থাৎ ২১ কোটি ৬৪ লক্ষ মণ ধান।

(শ্রীজ্যোতি বসু: এ হিসাবটা কোথা থেকে দিচ্ছেন?)

পশ্চিমবাংলা গভর্ণমেণ্টের এ্যানুয়াল রিপোর্ট বেরিয়েছে তা থেকে। আমি বলছি খাদ্য শস্যের উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে—অবশ্য এ বিষয়ে আমি পূর্বেও বলেছি যে তার সঙ্গে কৃষকদের ভিতর পল্লী অঞ্চলে শিল্পের প্রসার করতে হবে এটা ধরে নিতে হবে। এই যে একটা অভিযোগ করা হচ্ছে যে বাংলা সরকার চাষের দিকে কিছুই করতে পারেন নি—একেবারে অক্ষমতা দেখিয়েছেন, অযোগ্যতা দেখিয়েছেন। আমি এখানে যে অঙ্কটা দেখালাম তাতে বোঝা গেল যে সে অভিযোগ ঠিক নয়। যদি ওঁরা চটে না ওঠেন তাহলে আমি একটা তুলনা করে দেখাতে পারি—অবশ্য নিন্দা করবার জন্য এই তুলনা করে দেখাবো না। আমি বলছি যে ফলন বাড়ানো হচ্ছে এবং আরও সেটা বাড়ানো দরকার। শুধু অক্ষমতা, অযোগ্যতাই কারণ নয় এমন অবস্থা আসে যাতে আরও দ্রুত করার ইচ্ছা থাকলেও তা অনেক সময় করা যায় না। আমি বলছি না যে এর চেয়ে বেশী আর বাড়ানো যায় না। যারা অতি উন্নত দেশ যেমন ধরুন রাশিয়া, যেমন ধরুন চীন—রাশিয়ার মত চীন যদি উন্নত হয়—তাহলে সেখানেও দেখুন খাদ্য সমস্যা বিপুল আকারে কতদিন ছিল ও আছে। আমার এক বন্ধু বলে গেছেন কেরালার কথা। কলিকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক সভায় আর এস. পি-এর নেতা যতীন চক্রবর্তী, এম. এল. এ.—বর্তমান এম এল সি—বলেন পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী জোটের অন্যতম প্রধান অংশীদার কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন সত্ত্বেও [illegible] কেরালায় যাহা করিতেছে [illegible] সত্যই [illegible]। কেরালার কমিউনিস্ট সরকার [illegible] হইতে চাল আনিয়া সরকারীভাবে [illegible] করেছে। এখন কেরালার দুর্নীতি [illegible] হয়েছে। ইহা সত্যই [illegible]—কমিউনিস্টদের ব্যাপক দুর্নীতি করার জন্য কেরালার মন্ত্রী সভার পদত্যাগ করা উচিত। কেরালা হইতে সদ্য প্রত্যাগত আর এস পি-র নেতা শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, এম. পি. এই কেরালার কমিউনিস্ট মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী জানাইয়া বলেন যে কেরালায় এখন চালের মূল্য প্রতিমণ ৪০ টাকা। তখন অবশ্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ২৪।২০ টাকা চালের মণ ছিল। এখানে আমি কারোর দোষ দিচ্ছি না।

(এ ভয়েস: ওটা কি বই থেকে বলছেন—কার লেখা?)

বইখানার নাম কমিউনিস্টদের রীতি—শ্রীবিনয় দাস নম্বর ১১৪এ পার্ক স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

আমি এখানে রাশিয়ার কয়েকটি খবর দিই। রাশিয়া আমাদের বন্ধু দেশ—আমাদের বহু প্রকার সাহায্য তাঁরা করছেন। কিন্তু উন্নতির জন্য কি কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। শুধু বাংলা দেশকে যেতে হচ্ছে না—চীনকেও যেতে হয়েছে—আমি তার কতগুলি পরিসংখ্যান দেবো। সেখানে রাশিয়ায় প্রতি বর্গমাইলে—(১৯৬১ সালের হিসাব)—লোকসংখ্যা ২৭ জন ছিল এবং চীনে ছিল ১৬৬ জন, সে ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় ছিল ১,০২২ জন। আর মানুষের মাথাপিছু জমি ছিল—১৯৫১ সালে—পশ্চিমবাংলায় ৪০ ডেসিম্যাল, ভারতে ছিল ৭৭ ডেসিম্যাল, চীনে ছিল ১৫৩ ডেসিম্যাল আর রাশিয়ায় ছিল ৭০০ ডেসিম্যাল বা সাত একর। এ দিক থেকে চীনের অবস্থা আমাদের চেয়ে ঢের ভাল ছিল—তথাপি আমরা দেখছি ১৯৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩ এই পাঁচ বছরে চীনে দারুন খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ।

[4-05—4-15 p.m.]

আমার যতদূর মনে আছে ১৯৫৮ সালে এবং ১৯৫৯ সালে হয়েছে দি গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড। ১৯৫৯ সালে ভারতের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী অজিত প্রসাদ জৈন বলেছেন চীন খাদ্য সঙ্কট থেকে মুক্ত হয়। একথা বলার যথেষ্ট কারণ আছে। চীনের খাদ্য ব্যবস্থা ভারতবর্ষের চেয়ে খারাপ এবং রাজধানী পিকিং-এ খাদ্যাভাব আছে, কমিউনগুলোতে খাদ্যাভাব আছে এবং এমন কি খাদ্যের জন্য বিদ্রোহ পর্যন্ত হয়েছে। তবে এখানকার মত চীনে খাদ্য আন্দোলন করে আতঙ্ক সৃষ্টি করবার উপায় নেই। স্যার, চীনের সরকারী মুখপাত্র পিপলস ডেইলী ২৯.১২.৬০ তারিখে বলেছে, "চীনের আবাদ জমির অর্দ্ধেকের বেশী এলাকা বন্যা, অনাবৃষ্টি ও ফসলের মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং তার ফলে ফসলের অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে। বাংলাদেশে গত বছর অর্দ্ধেকের বেশী জমিতে ফসল হয়নি এবং চীনে যেখানে ১৩৭ জন লোক বাংলাদেশে সেখানে এক হাজার বাইশ জন লোক। তারপর, ১৯৬১ সালে সরকারী রিপোর্ট বলছে, ২৬ টি প্রদেশের মধ্যে ২০টি প্রদেশে হয় অনাবৃষ্টি আর না হয় বন্যা হয়েছে। তার পরের বছর পিপলস ডেইলী বলছে, উত্তর চীনের লিয়াওপিং প্রদেশে ৪ হাজার বর্গমাইল অর্থাৎ ২৫ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমিতে অনাবৃষ্টি হয়েছে এবং সাহায্যের জন্য পিকিং থেকে ইত্যাদি, ইত্যাদি সব লেখা আছে। (নয়েজ অ্যাণ্ড ইনটারাপসান) যা হোক, এখন কথা হোল যে এই বছর ধানের ক্ষতি গত বছরের চেয়ে বেশী হয়েছে। স্যার, ডাঃ রায় আমাদের কাছে একটা গল্প বলেছিলেন। সেই গল্পটি হোল মফঃস্বল থেকে নায়েব সদর কাছারীতে জমিদারকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, গত বছর ফসল হানীর জন্য খাজনা আদায় হয়নি এবং তার ফলে একটা পয়সাও আপনার কাছে পাঠাতে পারিনি, এবছরটাও পাঠাতে পারব না। ঠিক সেই রকম গত বছর ফসল খারাপ হয়েছে এবং এবছর তার চেয়েও খারাপ হয়েছে। যা হোক, চীনের খবর দিলাম। এবং আমার কাছে আরও যে খবর আছে সেটা বাদ দিয়ে এখন অন্য কথা বলছি। চীন ১৯৬১ সাল থেকে প্রতি বছর ৮ কোটি টন অর্থাৎ ১৬৩ কোটি ৩২ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য ক্রয় করে। ঠিক সেই রকম রাশিয়াও গত বছর ২৭ কোটি ২২ লক্ষ মণ গম কিনেছে। স্যার, ঐ খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে গেলে মাঝেমাঝে গোলমাল হয় এবং সেটা রাশিয়াতে হয়, চীনে হয়। কাজেই আমাদের দোষে হয়েছে, আমরা অকর্মন্য বলে হয়েছে এই সমস্ত অযথা কথা বলে একে উড়িয়ে দিলে চলবে না। যা হোক, আমার মনে হয় আমি যে কনস্ট্রাকটিভ সাজেশন্স দিলাম সেটা নিয়ে সকলে মিলে যদি সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করি তাহলে ফল ভাল হবে।

Demonstration by the workers of State Electricity Board

Shri Binoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি বিষয়ের প্রতি শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কর্মচারীরা ২ তারিখে পে বয়কট করে সেই কারণে তাদের মাইনে দেওয়া হয়নি। তাদের সভাপতি এবং সম্পাদক এসেছেন কাজেই শ্রমমন্ত্রীমহাশয় যদি তাঁর চেম্বারে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন তাহলে ভাল হয়।

Discussion on Food Policy

Shri Lakshmi Ranjan Josse: Mr. Deputy Speaker, Sir, now my turn has come. I fully agree with a theory expounded by by friend Shri Kashi Kanta Maitra about the deficit not being there. It is not there, it was not there. Of course, it was expounded on the one hand by the figures of consumption and on the other by the figures of production of foodgrains available. I will try to disprove this theory of deficit in a different way by my own argument.

It was in this House, only in July last, that this question of food was debated and debated very hotly too. In that connexion the Chief Minister told us in explicit terms that there was a shortage of 22 lakh tons of foodgrains

though he did ot acknowledge that there was a crisis in the State. I did not acknowledge that there was deficit in the State throughout the latter part of July However, it was possible to bring down the prices in the month of October after three months when the people took initiative in their own hand by what is known as "Dum Dum Dawai". It is said that there was no rice in those godowns but if the people did not take initiative in their own hand rice would not have come out. Through the initiative taken by the people the doors of sesame were opened and tons of rice came out because it was there. If the deficit was there no amount of initiative could have brought the rice out. But only yeasterday he choose to take shelter under coincidental arrical of small quantity of rice from Orissa, Andhra and Madras. The quantity was to the extent of lakh of maunds. But if there was a deficit in July to the tune of 22 lakh tons of rice how was that colossal deficit made up in course of two months? Therefore, it discloses that there was no deficit and there arises no deficit from what my friend Shri Ajoy Mukherjee just now stated about 72 lakh tons being available here on certain years. It is also true that there can be no deficit. It is not the prodüction, what I feel, but it is the method of distribution and hoarding by hoarders which are responsible for it. But it is true that the price of rice was sky high during the month of September and October. Let us now examine what are the reasons for the price of rice being high up. In the first place, it was due to hoarding by mill owners, by stockists and by big farmers.

[4-15—4-25 p.m.]

This can be stopped in various ways; firstly, if the Government pass such laws as will require every stackist of rice and paddy above certain quantity, say one thousand tons or one thousand maunds, to declare their stock and it that stock is periodically checked, and number two is that Banks of Calcutta or of Bengal should be forbidden to advance any money against stock of rice. Third is that there must be 15 per cent. or 20 per cent. levy on all Mills—on the 518 Rice Mills in West Bengal, and that will bring enough of stock to build up a buffer stock. On the top of it, the rice, as the Chief Minister says, 4 lakh tons from Orissa, 40 thousand tons from Nepal and 1 lakh tons from the Centre, all these can build up a decent buffer stock. Without a buffer stock or a reserve stock, it is a convention in all business houses, you can never control the price—the retailers cannot be controlled. So, you must never control the price—the retailers cannot be controlled. So, you must build up a reserve stock.

Another scandal we have heard, is that when one railway receipt comes from the Mill owners to a big retailer in Calcutta it is endorsed, re-endorsed and again re-endorsed. Therefore, we must make it a rule that all the railway receipts or the consignment notes must be registered in the Department of Food. It is high time that these things are being looked into.

Shri Bhakti Bhushan Mandal:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি এই বক্তৃতার প্রথমেই বলতে চাই সরকার এই যে স্কেচান দেখিয়েছেন একে বলতে গেলে বলতে হয় খালের ছলের অভাব নেই। এই সরকার যদি পার্লিয়ামেণ্টারী ডিমোক্রেসিতে বিশ্বাস করতেন তাহলে আমার বলবার কথা হচ্ছে যে এই কেবিনেটকে তাহলে প্রথমেই বিতাড়ন করতে হয়। তাঁদের ফুড পলিসি যদি ভুল পথে যায় তাহলে তাঁদের বিতাড়ন করা উচিত। আমরা ইংলণ্ড-এর পার্লিয়ামেণ্টারী মেথড এ্যাডপট করবার চেষ্টা করি। কিন্তু যে চীফ মিনিস্টার-এর বক্তৃতায় ফলে আজ বাংলাদেশের কোটি কোটি জনসাধারণ খেতে পায়নি, যে ফুড পলিসির ফলে বাংলাদেশের মানুষ মারা গেছে সেই গভর্নমেণ্টের অপদার্থতার জন্য প্রথমেই এই কেবিনেট-এর বিতাড়ন করা উচিত ছিল।

কাজেই এই সরকার যখন রিক্লাইন করে না তখন এই সরকার যা কিছু বলুন তাতে আমরা মনে করি যে পার্লিয়ামেন্টারী ডিমোক্রেসির যে ন্যূনতম কতকগুলি নিয়ম আছে তা তাঁরা মানেন না। সেজন্য আমরা মনে করি এই যে প্যাঁচ কষা হয়েছে এর মধ্যে আমরা যেন না পড়ি। আজকে স্টেট ট্রেডিং-এর কথা প্রত্যেকে বলেছেন, কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে স্টেট ট্রেডিং তাঁরা এ্যাডপট করবেন না। স্টেট ট্রেডিং যদি এ্যাডপট না করেন তাহলে সরকার যে প্রাইস লাইন-এর কথা বলেছেন তা তাঁরা কোন মেশিনারী দিয়ে বাঁধবেন। আপনারা হয়ত বললেন ১৫।১৬ টাকা ধানের দর করা হোক, কিন্তু ধান যদি আমি বিক্রি না করি তাহলে তা বিক্রি করানোর কি চেষ্টা হবে সেটা কি ভেবেছেন? সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় পৌষ, মাঘ মাসে একটা দর বাঁধার চেষ্টা করছেন। কারণ তাতে গ্রামে গিয়ে যারা লাগুলেস তাদের বলবেন যে বামপন্থীরা তোমাদের দর কমিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন, আর সহরে এসে বলবেন আমরা কমিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বামপন্থীরা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই একটা প্যাঁচ এবং এই প্যাঁচেতে চীফ মিনিস্টার এই রকমভাবে সমস্ত লোককে ডেকে বলছেন যে একটা দর সাকসেসফুল করা হোক। কিন্তু যেখানে সিনসিয়ারিটি নেই সেখানে আমি বলতে পারি যাদেরই সহযোগিতা নেওয়া হোক ফুড পলিসি সাকসেসফুল হতে পারে না। আমি একথা বলতে চাই যে যদি এখনই এই দরের কথা চিন্তা করা যায় তাহলে এর বছরের দরের কথা চিন্তা করলে কি হবে? কারণ এখন যে ধান সেই ধান প্রায় উঠে গেছে তার ফলে গভর্ণমেণ্ট তাঁদের মেসিনারী চালু করে দিয়েছেন, সেখানে সার্টিফিকেট আরম্ভ হয়ে গেছে। অর্থাৎ কৃষি ঋণ, গরুঋণ ইত্যাদি সমস্ত আদায়ের জন্য ঝঞ্ঝাট গ্রামে গ্রামে আরম্ভ হয়ে গেছে। এর ফলে নূতন ধান কেটে বিক্রি করে তাদের সার্টিফিকেট বাঁচাতে হচ্ছে।

কাজেই গরীব চাষী যারা তাদের কাছে ধান শেষ হয় আর এক দেড় মাসের মধ্যে চলে যাবে, আর গভর্ণমেণ্ট এই নীতি কার্যকরী করতে ২ মাসের বেশী সময় পার করে দেবেন। কাজেই দেখা যাবে এমন অবস্থা এসেছে যে কতকগুলি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধানচাল গেছে, এবং চলে যাওয়ার ফলে এই জিনিস দাঁড়াবে যে এই যে, ১৫, ১৬ ১৭ টাকা দরের কথা বলা হচ্ছে তা তারা বিক্রি করবে না, কারণ কতকগুলি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে তখন ধান জমে যাবে। সেজন্য যদি গভর্ণমেণ্ট বোল্ড স্টেপ নেবার ব্যবস্থা করেন অর্থাৎ যারা ৫০ কি ৬০ মণের বেশী ধান রাখবার চেষ্টা করবে, চৈত্র মাসের পর তাদের ধান সিজ করে নেবার ব্যবস্থা হবে, এরূপ যদি বোল্ড নীতি থাকে তবে কিছু কিছু হতে পারে। কিন্তু আমরা জানি যে সরকার এটা করবেন না। এরা কেবল কড় বারকি—সেটার কেবল একটা উগ্র প্রকাশ হবে। সেটা দমন করবার জন্য প্রস্তুতিবাদ করেছেন কি যে, যেমন করে হোক এই যে ঝগড়ার হাওয়া বইছে সেটা দমন করা যায়, তাঁর মনের ভেতর কোন সিনসিয়ারিটি আছে বলে মনে হয় না, কারণ আমরা জানি যে এই সরকার বহুবার বহু কথা বলেছেন, কিন্তু বলার পর আমরা যদি সংযুক্তি দিয়েছি যে সংযুক্তি না নিয়ে যেন নিজের বাক্য তা পালাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে আমরা জানি তিনি চীফ মিনিস্টার, তিনি বরাবরই ফুড মিনিস্টার আছেন, এবং তাঁর ফুড মিনিস্ট্রী কি রকম হয়েছে তা সকলেই জানি, কিন্তু তবু তাঁর প্রমোশন হয়ে গেল চীফ মিনিস্টারীতে। আমার মনে হয় উনি ভাবেন আমি যত ব্যর্থ করতে পারবো আমার পলিসি যত ব্যর্থ হবে আমি চীফ মিনিস্টার কি সেণ্ট্রালের মিনিস্টার হতে পারবো। কাজেই আমরা মনে করি উনি যে পলিসিটা করছেন—মনে হয় এটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়। পরিষ্কার আমি বলছি একথা যে দর বেঁধে দেবার কথা যে দাবের যে ইকোনমিকস সে ইকোনমিকস কোন রকমে এখানে প্রয়োজ্য হবে না আমার কাছে যদি জানতে চান এই কম সময়ের মধ্যে বুঝিয়ে দিতে পারবো না তবে, এইটা বুঝিয়ে দিই যে, এই যে নীতি চলেছে এই নীতি কোন প্রকারে চলতে পারে না। তারপর এই যে মেসিনারীজ—যে মেশিনারীজ দেখা গেছে প্রকিওরমেণ্টের সময়, যে মেশিনারীজ দেখা গিয়েছে লেভীর সময়ে, সেই মেশিনারীজকে ফাংসান করান হবে। সে মেশিন দিয়ে ফাংসন করান মানে আজকে যে অবস্থা হবে, যে কটা গরীব লোকের ঘরে ধান ছিল সে ধান কম দামে নিয়ে নেওয়া হবে। তারপর যখন জোতদারদের

র যান তখন দর বাড়ান হবে, আর প্রফুল্লবাবু দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে বলে বেন যে, কণ্ট্রোল এখন করা গেল না। এমন সারকমস্ট্যানসেস এসে গেছে যে, ান বকমে পাওয়া যাচ্ছে না, এজন্য বলছি প্রফুল্লবাবুর পলিসি ফেল করেছে। ওরা মোক্রেসির বড়াই করেন, যদি ডিমোক্রেসির কোন স্থান থাকে তাহলে মিনিস্টারীর াইন করা উচিত ছিল। আমি জানি বোলপুরে তিনি গিয়েছিলেন বীরভূম জেলার কথা পনারা সকলে জানেন যে এটা চালের সারপ্লাস এরিয়া। বোলপুরে প্রফুল্লবাবু যাবার পর ল মালিকদের সঙ্গে গোপনে চুক্তি করার পর সেখানে অন্য কোন লোক ঢুকতে পারে নি। ই বোলপুর যাওয়ার ৫ দিনের মধ্যে আরও ১০৲ টাকা দাম বেড়ে গেছে, সুতরাং আমরা নি কি ভাবে বেড়ে গেছে, এই হচ্ছে প্রফুল্লবাবু। সেই প্রফুল্লবাবুর কাছ থেকে যদি র করি কোন সৎ জিনিষ পাব তাহলে মনে করি অত্যন্ত অন্যায় হবে। আমি জানি নি যতবার স্টেটমেন্ট দিয়েছেন ততবার দর বেড়েছে। তারপর সেই মিটিংএ উনি কতক- লি লোককে যাবার কথা বলেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বলেছিলেন এককু সিতলি বাবা ল ওনাব—আমি নাম করেই বলছি বোলপুরের সে সমস্ত দালালরা এবং আরও কয়েকজনকে য়ে যে গোপন বৈঠক তা গোপন হয়ে গেল তার ফলে কি বোঝা যায় টাকা নেওয়ার না যে লোক ঐ মিলমালিকদের সঙ্গেও চুক্তি করে দর বাড়িয়ে দেয়, সে লোকের ছ থেকে অন্য কিছু আশা করা যেতে পারে না প্রত্যাশা করতে পারা যায় না। কিন্তু আপনাদের কাছে বলছি যে আমরা জানি নীতিটা ব্যর্থ হয়েছে, এবং ব্যর্থ হতে ধ্য হবে। কাজেই লোককে ধাপ্পা দেবার যে চাল করা হয়েছে এটা না করাই চত ছিল এই সরকারের। আমি এটুকই আপনাদের কাছে বলছি।

[4-25—4-35 p.m.]

Shri Amarendra Nath Basu:

াননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আলোচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে চার কথা বলব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যখন তাঁর বক্তব্য এখানে এসে রাখলেন ন তাঁর বক্তব্যের একটা কথার দিকে আমি মন দিলাম সেটা হচ্ছে বিরোধী পক্ষের শ পরামর্শ করে আমি বর্তমানে খাদ্য নীতি গ্রহণ করব। কথাটা শুনতে খুব ভাল গে, আজ তাঁর কাছে যেন আমরা একটা নতুন কথা শুনলাম। ১২ বছর ধরে তাঁর ছে এই কথাই শুনেছি, দাম্ভিকতার সঙ্গে তিনি এই কথা বলেছেন যে আমরা ঠিক থে চলছি আমরা ভুল পথে কোন দিন যাব না, দেশের মানুষকে আমরা না খেয়ে তে দেব না, আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি যদি তাঁর বক্তব্যের ঙ্গে একটা ছোট্ট কথা যোগ করতে পারতেন যে আমরা ১২ বছর ধরে ভুল করেছি, আমরা দেশের মানুষকে খাওয়াতে পারিনি, দেশের মানুষের মুখে অন্ন দিতে পারিনি, অপ- রাধীর মত এখানে দাঁড়িয়ে যদি বলতে পারতেন যে বিরোধী বন্ধুরা আমাকে সাহায্য কর আমাদের দেশের খাদ্য নীতি আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে গ্রহণ করব তাহলে আমি বুঝতাম তাঁর মধ্যে কিছুটা মনের পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু তা আসেনি। তা আসেনি সেটা আমি ঝতে পারছি আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু অজয় বাবুর বক্তৃতা শুনে। তিনি সমস্ত আলোচনাটা লিয়ে দিতে চেয়েছেন। আমি বলব জ্যোতিবাবু, হরেকৃষ্ণবাবু, বিনয়বাবু, হেমন্তবাবু, স্ত দলগুলি আজকে এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন, একই ভাষায় যে দাবি করে এসেছেন সেই দিকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি আবার যারা এতদিন মানুষকে শোষণ করেছে, যারা চাল বেচে লক্ষ ক কোটি কোটি টাকা লাভ করেছে তাদের হাতে সমস্ত জিনিসটা ছেড়ে দিতে চাইছেন। আপনি দর বাঁধলেন, আপনার হাতে মাল মজুত থাকবে না, আপনি কি করে দরটা রাখতে পারবেন? মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন যে চাল পর্যাপ্ত নেই, আমি দিতে পারব না। তিনি বললেন যে আড়তদার যারা প্রচুর লাভ করবার জন্য এগিয়ে এসেছে তাদের আমি দর বেঁধে তে পারব না। কিন্তু ক্রেতা সাধারণ কি করল? আমরা এখানে ১২ বছর ধরে প্রত্যেকটি ছর আন্দোলন করে এসেছি, আমাদের যুক্ত বক্তব্য রেখে এসেছি। তার মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের ধ্যে একটা চেতনা এসেছে, তার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে একটা সংগ্রামের ভাব এসেছে।

তারা বললে যার আছে সে ৫০ টাকা মণ চাল কিনে খাবে। কিন্তু আমার নেই বলে আমি খেতে পাব না? এ হতে পারে না। তারা এগিয়ে এল। তারা যেই আন্দোলন করল অমনি তাদের সেই আন্দোলনের জন্য আমরা এখানে বসেছি দর বাঁধবার জন্য। আমি আপনাদের এই কথা বলব যে আপনারা যদি সত্যই কিছু ভাল করতে চান তাহলে সমস্ত বিরোধী দলের নেতা এবং অন্যান্য সকলকে নিয়ে বসে আমরা এখানে যা বলেছি সেগুলি যাতে কাজ হয় তার চেষ্টা করুন। আর একটা কথা আমি বলব সেটা হচ্ছে কলকাতায় ন্যায্য মূল্যের দোকানে আপনারা যে চাল দেন সেটা কম, সে সম্বন্ধে আপনারা চিন্তা করুন। আপনারা যদি সেখানে মাঝারী চাল দেন যাতে মানুষ খেতে পারে, যাতে ফেলে দিতে না হয়, যাতে পোকাধরা না হয়, তাহলে খোলা বাজারে যে চাল তার চাহিদা একটু কমবে। প্রত্যেকে চাইবে আপনার ন্যায্য মূল্যের দোকানে চাল নিতে। প্রত্যেকে যদি ন্যায্য মূল্যের দোকানে ঠিক সময়ে চাল পায়, তাদের যদি না বলা হয় যে আজকে হল না তোমরা চলে যাও তাহলে আপনারা দেখবেন খোলা বাজারে যে দর আপনারা বেঁধে দিয়েছেন সেই দরে না খেয়ে আপনাদের রেশনের দোকানে আসবে। সেজন্য রেশনের দোকান খুব ভালভাবে চালু করবার জন্য বিশেষভাবে নজর রাখা উচিত। আর গ্রামের কৃষকদের বাঁচাবার জন্য জ্যোতি বাবু, হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং অন্যান্য দলের নেতারা যেসব কথা বলেছেন সেই গ্রামের কৃষকদের যদি আপনারা না বাঁচান তাহলে দর বাঁধতে পারবেন না, আপনারা আমাদের ন্যায্য মূল্যের চাল দিতে পারবেন না। আপনাদের ভাবতে হবে যারা ৪ মাস কাজ করে তার দ্বারা তারা ১২ মাস পেট ভরায়, সেই হিসাবে দর বাঁধতে হবে, তার সংসার কি করে চলে সেই হিসাবে দর বাঁধতে হবে। আর গরীবদের জন্য তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে তারা চাল পাচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। আমি আবার অনুরোধ করব সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনারা এই ব্যবস্থা করুন, আর যেন আন্দোলন করতে না হয় আমাদের। আপনারা যদি এই পথে চিন্তা না করেন তাহলে আবার আন্দোলন হবে, সেই আন্দোলন আপনাদের আমাদের সকলকেই এক সঙ্গে টেনে নিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দেবে।

Shri Siddhartha Shankar Ray:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমার সময় অত্যন্ত অল্প। তাই আমার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে ৩ ভাগে আমি এই সভার সামনে রাখতে চাই। এই সমস্যা সমাধান করার জন্য ৩টা দিক দিয়ে আমি অনুরোধ করছি মুখ্যমন্ত্রীকে এই সমস্যাটা দেখবার জন্য। প্রথমতঃ দেখতে হবে কি কি ব্যবস্থা আমাদের আছে। দ্বিতীয়তঃ কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা কিছুতেই যেতে পারে না এবং তৃতীয়তঃ কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন এখনই করা উচিত। আমি দ্বিতীয় দিকটা প্রথমেই নিচ্ছি কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন কিছুতেই করা এই মুহূর্তে উচিত নয়। বিরোধিপক্ষ থেকে অনেকেই বলেছেন, কংগ্রেসপক্ষ থেকে বলেছেন কিনা জানি না, আমি ছিলাম না সব সময়, যে স্টেট ট্রেডিং করা উচিত, এক নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর রাইস মিল ন্যাশনালাইজ করে নেয়া উচিত। তৃতীয় নম্বর হোলসেল ট্রেড গভর্নমেণ্টের নিয়ে নেয়া উচিত। চতুর্থ নম্বর রিটেল ট্রেড, প্রায় সরকার সবই নিয়ে নিন। আমি এই আরগুমেণ্টের লজিক বুঝি না

(বিরোধীপক্ষের বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল)

লজিক বুঝি না এজন্য যে যাদের আপনারা বলছেন অসৎ লোক, যাদের মধ্যে আপনারা বলছেন সততা বলে কোন জিনিস নেই, যাদের অকর্মনা বলছেন, যাদের বলছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেসনের কোন ব্যবস্থা নেই। যাদের দিয়ে কোনরকম কাজই চলতে পারে না তাদের হাতে সমস্ত জিনিসটা তুলে দিতে চান এই লজিকটা আমি কিছুতেই বুঝি না। (পুনরায় বিরোধিপক্ষের বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল)। আমার প্রস্তাব হবে যে সরকারের হোলসেল ট্রেড নিয়ে নেয়া অথবা স্টেট ট্রেডিং চালু করা এই সময় কিছুতেই উচিত হবে না। তার কারণ আর কিছুই নয়, প্রথমতঃ আমরা দেখছি যেখানে যেখানে সরকার ইণ্ডাস্ট্রী নিয়েছেন কিম্বা কোনকিছু নিয়ে নিয়েছেন সেখানে সেখানে অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ ক্যাডার এখন দেশে তৈরী হয়নি। দেশে যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্যাডার তৈরী হবে, সাফিসিয়েণ্ট অ্যারেঞ্জমেণ্ট না হবে দি গভর্নমেণ্ট কুড বী প্রিপেয়ার্ড টু টেক ওভার দিজ থিং। ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলি নিয়ে নিতে বলা মানে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি করা।

[4-35—4-45 p.m.]

মন একটা অবস্থা স্বষ্টি করা যার ফলে ক্যায়স হবে এবং কনফিউসন হবে। আমি তাই ফ্রন্ট ট্রেডিংয়ের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি এবং হোলসেল ট্রেডিং নিয়ে নেওয়ারও সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি। এই কারণে যে এর লজিক আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। দ্বিতীয়ত: কি কি ব্যবস্থা এখন আছে এবং এগুলি যদি ঠিক মত চালু করা হয় তাহলে ড প্রবলেম যেটা উঠেছে তার খানিকটা সমাধান করবার জন্য চেষ্টা করতে পারি। খনত: আপনি জানেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এণ্টি প্রফিটিয়ারিং এ্যাক্ট, ১৯৫৮, এটা আমাদের খনও বলবত আছে। এতে ডিলারের ডেফিনেশনে দেওয়া আছে

Any person carrying on business or sale of any scheduled article and includes producer, miller, wholesaler or retailer এতে বলা হয়েছে State Government may by order notify in the Official Gazette fix in respect of a scheduled article the maximum price or the minimum price. চালধান এগুলো সিডিউলড আর্টিকেল—এতে আরও বলা আছে If any person refuse to sell any scheduled article at the present rate fixed in respect of any article under section 3 he shall be punishable to rigorous imprisonment etc., দুবছর সেটাও আছে। এতে আরও আছে Dealer shall submit returns, maintain accounts and furnish information whenever necessary."

ই সরকারের এই ক্ষমতাগুলো আছে। এ ছাড়া যে ব্যবস্থা আছে সেটা ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট-এর রুল ১২৪—কণ্ট্রোল অব এগ্রিকালচারস সম্বন্ধে রুল করে দিয়েছে। মার অবশ্য সময় নাই—তাই পুরোটা পড়তে পারছি না। দ্বিতীয়ত: ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলের ১২৫-এ বলা আছে কণ্ট্রোল করতে পারবে

make an order providing for requiring any person holding any stock or any article or thing to sell the whole or specific stock to the Government or an officer of the State Government or such person or persons as the State Government nominate তাছাড়া ৩০নং রুলে রয়েছে— If any person acts in a manner prejudicial to the interest, etc. etc., essential to the life of the community, rest".

ন এরেস্ট করবার পাওয়ার আছে। ঠিক সেই রকম পাওয়ার আছে পি ডি. এ্যাক্টে। জন্য আমার প্রস্তাব এই—আপনারা পছন্দ করুন আর না করুন—আমাদের অনেক সদস্য বলেছেন এক মত হয়ে যে চালটে গ্রেড-এ ধানের নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত। কারণ কৃষকরা যাতে না ঠকে—কনজিউমাররা যাতে না ঠকে তার জন্য চালের গ্রেড করে তার ম্যাকসিমাম রেট এবং ধানের মিনিমাম রেট ফিক্স করে দেওয়া উচিত যাতে বিক্রেতারা আট আনা প্রফিট পেতে পারে—হোলসেলাররা ৪ আনা না কত প্রফিট পেতে পারে আর যাদের যাদের গোডাউন নেই তাদের তাদের ইত্যাদি ইত্যাদি যা আছে তার ভিতরে ব্যবস্থা করতে হবে। এই দিকে দর ফিক্স করে দিয়ে র পর ঐ যে আইনগুলি আছে ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট, পি ডি. এ্যাক্ট, এণ্টি প্রফিটিয়ারিং এ্যাক্ট এই যে এ্যাক্টগুলি আছে এর প্রভিশনগুলি জোর করে চালাতে হবে। স্টেট ট্রেডিং করতে গেলে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। হোলসেল যদি সরকার নেন তাহলে কেউ কিছু পাবে না। আমার চেয়ে আপনাদের হয়তো সরকারের উপর অনেক বেশী বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে এখন যদি সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের নেন তাহলে বাংলাদেশের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমি প্র্যাকটিক্যাল দিক য়ে যাবো—আমরা দেখেছি যেখানে যেখানে সরকার হস্তক্ষেপ করেছে তা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গেছে—যে কোন ন্যাশন্যালাইজ ইণ্ডাস্ট্রি দেখুন না—এখন আমার বিস্তারিতভাবে বোঝাবার সময় নেই—সেখানে তাঁরা অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। আপনারা এখন চেঁচাচ্ছেন—কি বো—সব কথা কি করে বলবো—থাক আমিও আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে যাবো— হচ্ছে আপনারা যদি শুনতে চান তাহলে পরে শুনাতে পারি আমার কাছে সমস্ত ডাটা আছে। যেখানে যেখানে ন্যাশনালাইজেশন অব ইণ্ডাস্ট্রি হয়েছে তার শতকরা ৭৫ গ জায়গায় প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে তাঁরা পারছেন না।

সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের নিশ্চয়ই চিন্তা করা দরকার হয়েছে পাবলিক সেক্টরকে যদি সম্পূর্ণ তুলে দিতে চান তাহলে দেশে কমিউনিজম করুন না—এতে সংশোধনী গণতন্ত্র চলতে পারে না। যেখানে কমপ্লিট ন্যাশনালাইজেসন অব এভরি থিংস অব প্রডাকসন অব এভরিথিং হয়ে যায় সেখানে এটা চলতে পারে না।

(এ ভয়েস: ঐ পাশে গিয়ে বসুন)

ওখানে যাবার দরকার নেই। আমি এখান থেকেই বলতে পারবো। সংসদীয় গণতন্ত্র যদি চালাতে না চান, যদি সমস্ত জিনিস সরকারের হাতে তুলে দিতে চান তাহলে সেই সরকার ডিক্টেটার হয়ে যাবে। তাহলে সেখানে কেউ কোনদিন সেই সরকারকে সরাতে পারবে না। তখন সেই সরকারকে অপোজ করবার তখন আর আপনাদের কারও ক্ষমতা থাকবে না। কারণ সেখানে সরকারের কাছে সমস্ত জিনিস থাকবে। আমি বিশ্বাস করি যদি সংসদীয় গণতন্ত্র চালাতে চান তাহলে প্রাইভেট সেক্টরের হাতে নিশ্চয়ই থাকবে—অনেক ইমপটেণ্ট ইণ্ডাস্ট্রি নিশ্চয়ই পাবলিক সেক্টরের হাতে থাকবে—তার পর ধীরে ধীরে সেগুলি সংশোধন হবে। এই স্টেজে প্রাইভেট সেক্টর থেকে আপনারা যদি সমস্ত জিনিস গুলো সরিয়ে নেন তাহলে সংসদীয় গণতন্ত্র চলতে পারে না। আপনারাই তখন হাউসে এসে বলবেন যে স্যার, ওদের জ্বালায় আমরা কিছু করতে পারছি না—সব সরকারের হাতে আমরা এখন কি করবো—এগুলি সমস্ত আপনারা এসে তখন বলবেন। আমার বোধ হয় সময় হয়ে গেছে—আশা করি এই চেঁচামেচির জন্য দয়া করে আমাকে একটু সময় দেবেন—আমি এইবার শেষ করছি। আর একটা জিনিস আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি এবং কলকাতার যারা এম. এল. এ আছেন তাঁরাও হয়তো বলতে পারবেন—আমার মনে আছে ৭।৮ বছর আগে মুখ্য মন্ত্রীর ঘরে একটা কনফারেন্স হয়েছিল, তখন আমি মন্ত্রী ছিলাম—আটার ব্যবহারটা কি করে দেশ শুদ্ধ লোককে বোঝানো যায় তারজন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তার চেষ্টা হচ্ছিল। আমি দেখেছি কলকাতা সহরে আটার রুটি তৈরী করে যেগুলি বিক্রি হচ্ছে সন্ধ্যাবেলায় সেই দোকানগুলিতে যদি যান তাহলে দেখবেন যে সেখানে কতবড় লাইন হয়েছে। সেখানে ছয় নয়া পয়সা দরে রুটি বিক্রি হচ্ছে এবং মধ্যবিত্তঘরের লোকেরা এসে রুটি কিনে নিয়ে যাচ্ছে। রুটি তৈরী করতে বেলতে, আমি খবর নিয়ে জেনেছি প্রায় ৪৫ মিনিট সময় যায় এবং অনেকেই জানেন না কিভাবে এটা তৈরী করতে হয়। ঠিক পাউরুটি যেভাবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে সেই রকম ভাবে সরকার যদি কোন একটা ব্যবস্থা করতে পারেন, এ্যাটলিস্ট সাবডিভিসন্যাল লেভেলে সন্ধ্যাবেলায় তাহলে লোকে আটার রুটি কিনবে। প্রিপেয়ার্ড ফুড যদি বিক্রি করার ব্যবস্থা হয়—

(এ ভয়েস: স্যার, ওকে রুটি মিনিস্টার করে দেন)

যদি আটা থেকে রুটি প্রিপেয়ার করে বিক্রি করার ব্যবস্থা হয় তাহলে আমার মনে হয় দেশের মানুষ আরও বেশী আটা খাবে। কারণ আপনারা জানেন বাংলা দেশের ফুড হ্যাবিট চট করে চেঞ্জ করা যায় না—যদিও একথা অদ্ভুত শুনাবে তবে অনেক কথা গোড়াতে অদ্ভুত শুনায় কিন্তু পরেতে দেখা যায় যে যেকথাগুলি বলা হয়েছিল সেই কথা গুলির কিছু হয়তো মানে ছিল। আমাদের ফুড হ্যাবিট চেঞ্জ করতে হবে—বিশেষ করে আটা যাতে বেশি ব্যবহার হয় তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। সেইজন্য সরকারকে অনুরোধ করছি—আমি অবশ্য বলছি না যে সরকারকে এই সাজেসন নিতেই হবে—আমি যেটা বলছি সেটা আপনারা ভেবে দেখুন যে অন্য রকম কিছু করা যায় কিনা। আমাদের দরকার সমস্ত বাংলা দেশে গ্রামে চাল এবং আটা মানুষ নেয় এবং খায়। তার জন্য বা ব্যবস্থা করা দরকার তা সমস্ত কিছু আমাদের করতে হবে সেটা প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে করুন বা পাবলিক সেক্টরের মাধ্যমেই করুন সেটা সরকারকে করতেই হবে। ধন্যবাদ।

[4-45—4-56 p.m.]

Shri Jiban Krishna Dey :

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়—তিনি যা বলে গেলেন সে অতি চমৎকার কথা। আমি কোন কোন সরকারী কর্মচারী যারা ঘুষ খান এবং সেই সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ অবশ্যই আছে। সিদ্ধার্থবাবুর বক্তৃতা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে কি করা দরকার?—যেহেতু সরকারী কর্মচারীদের ভিতর ঘুষ নেওয়া প্রচলিত আছে অতএব সমস্ত সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের লোপাট করে দেওয়া হোক। এই যুক্তির মধ্যে নিয়ে গিয়ে তিনি তাই বলতে চাচ্ছেন যেহেতু সরকারের প্রতি আমাদের অনেকের অবিশ্বাস আছে—আমরা অনেকে কিছু সরকারকে দুষ্কর্ম, অপকর্ম করতে দেখেছি, সেই জন্য আমাকে সব কিছু সরকারের হাতে তুলে দেওয়া মারাত্মক ব্যাপার—বিশেষ করে খাদ্যের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাদের হাতে তুলে দেওয়া মোটেই উচিত হবে না। এই কথা বলে তিনি কি বলতে চাচ্ছেন—তিনি ব্যবহারজীবী লোক, বড় ব্যারেস্টার, গডিকারের বাদের জন্য তিনি ব্যারেস্টারী করেন তাদের দৌলতে বড় বড় খাদ্য চোরেরা, হোর্ডাররা সরকারের আইনকে যে ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে চলে যান সেই কথাটা যাদের জন্য তিনি ওকালতি করছেন—ঠিক চালাক বুদ্ধিজীবী লোক তিনি কি করবেন তাই সরকারকে উপলক্ষ্য করে বলে দিলেন ঐ সব কথা। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি যে, এই কথাটা—এতে আলোচনা হবার পর, তিনি কি করে এমনি নির্লজ্জের মত বলতে পারলেন।

তাছাড়া অনেক কথা তিনি বলেছেন যা অবান্তর। ন্যাশনালাইজেসন-এর প্রশ্ন আসেনি তবুও তিনি তা বলেছেন। যাহোক, স্টেট ট্রেডিং-এর যে প্রশ্ন এসেছে তাকে আমি নতুন করে জোর দিয়ে তা সমর্থন করছি এবং আমার মনে হয় এটুকু নিয়ন্ত্রণ যদি না করা হয় তাহলে যে অবস্থা দাঁড়াবে তাতে সর্বনাশ হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এরপর আর একটি কথা বলার আছে যে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি চারিদিকে খাদ্যের ব্যাপারে হাহাকার, খাদ্যের ডিলার-রা নানা ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট, সরকারী আমলাতান্ত্রিক বিধানে বহু জায়গায় মণ্ডল কংগ্রেসের লোকেরা, অঞ্চল প্রধানের অর্থবান লোকেরা চাকেরা, চোরাকারবারীরা এবং মজুতদাররা স্বনামে বা বেনামে খাদ্যের ডিলারী নিয়ে হামেশা চাল লোপাট করে দেয়, গম চুরী করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রেশন দোকান থেকে এই যে গম চুরী হয় তাতে এই সমস্ত ডিলারদের প্রতি বা চোরদের প্রতি সরকার যে ব্যবহার করেন তাতে মনে হয় রেশনের দোকান থেকে খাদ্য চুরী যেন কোন অপরাধ নয়। আমি জানি সারাভূত ইউনিয়নের একজন উপাধ্যক্ষ যার নাম হচ্ছে গহরুদ্দীন মিয়া তিনি রেশন দোকানের চাল ও গম চুরীর অপরাধে ধরা পড়েন। কিন্তু পরে দেখা গেল এক রাত্রির মধ্যেই সে ছাড়া পেয়ে গেল। আর একটি ইউনিয়নের আর একজন কংগ্রেসী অধ্যক্ষ তিনিও ধরা পড়লেন ঐ একই অপরাধে। পুলিশ তাকে ধরল কিন্তু এক রাত্রির বেশী তাকেও হাজতে থাকিতে হোল না। সেই মামলা আর কোন দিন চলবে কিনা জানি না এবং জানি তার শাস্তি হবেনি। স্যার, রেশন দোকান বাড়াবার প্রশ্ন এসেছে এবং একথা সত্য যে দোকান বাড়াতে হবে। কিন্তু খাদ্য চুরীর দায়ে যারা ধরা পড়বে তারা যদি বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের লোক হয় তাহলে তাদের কোন শাস্তি হবে না, তারা ছাড়া পাবে এই অবস্থা যদি হয় তাহলে যতই খাদ্য বিলি করুন না কেন এর কোন সমাধান হবে না। তারপর বড় কথা হচ্ছে খাদ্য নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি কিন্তু রাম জন্মাবার আগে যেমন রামায়ন তৈরী হয়েছিল ঠিক তেমনি ধান কাটার আগে থেকেই ধানের ক্ষেত্রে এক সংকটের ভূমিকা তৈরী হয়ে রয়েছে। তারপর, আর একটি বিষয়ের প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সেটা হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় যদি ৩২ লক্ষ চাষী ধরি তাহলে ৮ লক্ষ পড়ে তার মধ্যে আধিয়ার। এই যে ৮ লক্ষ ভাগচাষী বা আধিয়ার তাদের অবস্থা কি? তাদের অবস্থা হচ্ছে তারা কোন দিন নিজের ঘরের ভাত খায়না। কিন্তু একটা অবাক কাণ্ড হচ্ছে পৌষ মাসের মধ্যে যখনই কাটা শেষ হোল তখনই ভাগচাষী এবং আধিয়ারের ঘরের ভাত চলে গেল। তারপর, সারা বছর তারা খাবার জন্য মজুতদারের কাছ থেকে, ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারদের কাছ থেকে, যারা মানিলেনডিং বিজনেস করে তাদের কাছ থেকে এবং যারা

জোতদার তাদের কাছ থেকে কর্জ করে। এর ফলে তাদের এক মন ধানের জায়গা তিন মণ শোধ দিতে হয়। কিন্তু এই আট লক্ষ ভাগচাষী তারা যদি ৩ মণ ধান কর্জ করে তাহলে দেখা যাচ্ছে তারা ২৪ লক্ষ মণ ধান কর্জ করে এবং তার বিনিময়ে তাদের ৩ গুণ দিতে হয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড হচ্ছে চালের দর যদি ৫০ টকা হয় এবং ধানের দর ৩০ টাকায় দাঁড়ায় তাহলে এই ভাগচাষীকে বাঁচাবার কোন ব্যবস্থা সরকারি আইনে নেই এবং আজ পর্যন্ত তা হোল না। গ্রু ফ লোন যেটা গ্রামে দেওয়া হয় মাত্র ২৫ টাকা সেটাও এই আধিয়ার বা ভাগচাষীরা পায় না। তার ফলে দেখা যাচ্ছে এই ৮ লক্ষ লোক যারা সত্যিকারের উৎপাদনকারী তাদের রেখে দেওয়া হয়েছে যারা মানিলেণ্ডিং বিজনেস করে সেই সমস্ত জোতদার বা গ্রাম্য শকুনদের দয়ার উপর। এমতাবস্থায় সরকার যদি তাদের জন্য লোন-এর ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই ৮ লক্ষ লোকের হাত দিয়ে ২৪ লক্ষ মণ ধান প্রতি বছর গেছে, এবারে গেছে এবং তার কোন প্রতিকার করা যায়নি।

এরা কি করে? এরা এ্যাডভাঞ্চ সেল করে। ৫।৭ টাকা মণ দরে তারা কণ্ট্রাক্ট করে এবং এভাবে বিক্রী করে শেষ করে দেয়। এর সাথে আছে কারা? আরও আছে গরীব কৃষক চার লক্ষ এবং এই ৪ লক্ষের যদি হিসাব নেওয়া যায় দেখা যাবে অন্তত দু লক্ষ গরীব কৃষক তারা একই ভাবে ধান এ্যাডভান্স সেল করে দেয়। কেন সেল করে? এই সমস্ত গরীব কৃষক যারা তাদের রক্ষা করবার কোন ব্যবস্থা নেই। আধিয়ারদের লোন দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। গরীব চাষীদের যা দেবে তার নাম মাত্র ব্যবস্থা আছে অবাক হবেন শুনলে পরে কি অবস্থা সেখানে ঘটে। একটা সরকারী ব্যবস্থা আছে কৃষি ঋণদান সমিতি। ছোট ছোট চাষীরা যখন বিপদে আপদে পড়ে তখন এই সমিতি লোন দেয়। ধরুন ২০০ লোকের একটা সমিতি আছে, তারা বিপদে আপদে পড়ে টাকা লোন নেয় কিন্তু দেখা যায় হয়ত শোধ দেবার সময় দুচার জন শোধ দিতে পারে না, টাকা ফেরৎ দিতে পারে না। ১৯৫ জনও যদি টাকা ফেরৎ দেয় সেই কো-অপারেটিভের টাকা ৫ জন ফেরৎ না দেওয়ার দরুন সম্পূর্ণ ২০০ জন এর টাকা পরের বছর বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫ জন টাকা শোধ দিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সবাই টাকা পারে না যেহেতু ৫ জন লোক টাকা শোধ দিতে পারেনি। এই হচ্ছে অবস্থা। এটাকে কিভাবে প্রতিকার করা যেত? আজকে • আর একটা ব্যবস্থা করা যেত। এরা ১২ টাকা করে সমিতিতে শেয়ার হিসাবে সভা হিসাবে জমা রাখে। সমস্ত মেম্বার যদি বলে ঐ টাকা থেকে ২৪০০ টাকার মত যা আছে সেই টাকা থেকে ঐ ৫ জন-এর টাকা কেটে নেওয়া হোক তাহলে গভর্নমেণ্ট তা শোনেন না। ২০০ জন লোকের লোন পাবার পথ তাঁরা বন্ধ করে দেন। এবং তার ফলে কি দাঁড়ায়? এই সমস্ত ছোট ছোট সমিতি যেখানে সত্যিকার কৃষকশ্রেণী সভ্য তাদেরও থাকা না থাকা সমান হয়ে দাঁড়ায়। তারপরে কি দাঁড়ায়? দেখি যে গ্রামে যে সব বড় জোতদার, বড় বড় উৎপাদক তারা যে সমস্ত কৃষিঋণদান সমিতি করে এবং পরিষ্কার ২০০।৫০০ টাকা লোন নেয় এবং সেই লোন নিয়ে সেই আধিয়ার যারা তাদেরকে ধার দেয়, সেই টাকা আবার ছোট কৃষককে দাদন খাটান। তারা মূলধন হিসাবে সেটা ব্যবহার করে। অর্থাৎ কো-অপারেটিভের টাকা যা কৃষক পায়না, আধিয়ার পায়না গভর্নমেণ্টের টাকা নিয়ে মানি লেণ্ডিং বিজিনেস করে চলে যাচ্ছে। গভর্নমেণ্ট রক্ষা করবার কোন ব্যবস্থা করছে না। এ ক্ষেত্রে আমি আর একটা জিনিষ দেখি। আজকে সমস্ত বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের বড় বড় অঞ্চল প্রধানরা যখন চোরা কারবার করে তখন তাদের জামিন দিতে সময় লাগে না। জামিন পেয়ে যায় এটা আমরা জানি। কিন্তু একটা ঘটনার কথা বলি। মালদহে উৎপাদনের ব্যাপার নিয়ে একটি ঘটনা হয়েছিল সেখানে মালিয়ান বাধে ৫০ হাজার বিঘা আবাদ রক্ষা করবার জন্য একটা স্লুইচ গেটের দাবী নিয়ে সেখানে আন্দোলন করে, কিন্তু সে স্লুইচ গেট হয় না। হাজার হাজার কৃষক আন্দোলন করে। আন্দোলনের পরেও গভর্নমেণ্ট কাণ দেন না, যেমন সব ব্যাপারে দেন না। তার অনেক পরে কৃষকরা বাঁধ কাটে তাতে ৩ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই গ্রেপ্তার করা লোকগুলিকে আজ পর্যন্ত জামিন দেওয়া হয়নি। তাদের ২৩।১১।৬৩ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা যদি চোরা-কারবারী হত, এরা যদি আজকে বড় বড় হোর্ডার হত কিম্বা তাদের বন্ধু হত তাহলে আমরা জানি তাদের কিছু হত না তাদের গ্রেপ্তার করা

হত না বাংলাদেশে চালের দাম ৫০ টাকায় উঠে গেল কত লোক চোরা কারবার করল কিন্তু তাদের আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন। তিনি কিভাবে দিলেন? তিনি একথাই বলে গেলেন যে তারা আজকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করে ৫০ টাকা দরে চাল বিক্রী করে গেছে। তারা নাকি ৩০।৪০ টাকা দরে ধান কিনেছে এটা মুখ্যমন্ত্রী হিসাব করে দেখিয়েছেন, তাতে তারা যে দরে দিয়ে গেছে তাতে তাদের লোকসানই হয়েছে। উল্টো করে সিদ্ধার্থবাবুর মত এটাই বলা যায় যে গোটা লাভটাই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ নিয়ে গেছে। আজকে মজুতদারদের লাভ হয়নি, হোর্ডারদের লাভ হয়নি। মনাফাখোরদের লাভ হয়নি। বরং লাভ হয়েছে ক্রেতাসাধারণের। তার যে যুক্তি এখানে দাঁড়ায় তাতে এটাই আমরা দেখি। তারজন্য আমি বলবো এ বছর যদি তৈরী না হন এই ৮ লক্ষ ভাগচাষী এবং ৪ লক্ষ গরীব চাষী এদের লোন দিয়ে সময় মত যদি রক্ষা করার চেষ্টা না করেন আগামী বছর যখন আবার ধান উঠবে তখন দেখবেন ৪।৫ লক্ষ টন ধান আপনাদের হাতের ধান গরীব কৃষকদের বাড়ীর ধান আপনারা ইচ্ছা করে হোর্ডারদের হাতে তুলে দেবেন। তারপরে ধান ধান করে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করেও ধান পাওয়া যাবে না। খাদ্য সঙ্কটের সমাধান করা চলবে না। তার জন্য আমি বিশেষভাবে বলতে চাই, আপনারা অন্ততঃ এদিক থেকে যারা আধিয়ার এবং গরীব চাষী তাদের দিকে নজর দেবেন।

Consideration for salaries and emoluments of the members

Shri Siddhartha Shankar Ray: Sir, on a very important matter I would say a few words. It is with regard to the salaries and emoluments of the members of this House. I feel, Sir, that time has come for a reconsideration of the whole matter. I have found out various reports with regard to the salaries and emoluments paid to members of various other State Legislature and I find that when those emoluments are compared with ours, ours stand really has no comparison. Moreover, Sir, most of the M.L.A's—the Calcutta M L.A's—find that this has become an almost full-time job. In the Panchayats and other things the M.L.A's automatically go in and this has become an almost full-time job. It has, therefore, become necessary that the salaries and emoluments of members should be seriously considered. I hope the Government will take note of this, and, I am sure, members of all parties will agree to some sort of a proposal so that the difficulties in which the members have been placed may be removed.

Discussion on Food Policy

Mr. Deputy Speaker: The debate is closed. The Chief Minister will reply tomorrow.

Shri Asoke Krishna Dutta:
স্যার, সিদ্ধার্থবাবু যা বললেন আমার মনে হয় যতদিন এমার্জেন্সি চলে ততদিন এবিষয় নিয়ে কোন আলোচনা করা উচিত নয়।

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned till 9 a.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 4-56 p.m. till 9 a.m. on Saturday, the 4th January, 1964, at the Legislative Building, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Legislative Building, Calcutta, on Saturday, the 4th January, 1964, at 9 a.m.

Present:

Mr. Deputy Speaker (Shri Ashutosh Mallick) in the Chair, 8 Hon'ble Ministers, 4 Hon'ble Ministers of State, and 205 Members.

[9—9-10 a.m.]

Damage of Foodgrains in Central Covt. Godowns.

Shri Nikhil Das:

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, হাউসের কাজ আরম্ভ হবার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আপনার মাধ্যমে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকের আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড কাগজে একটা খবর বেরিয়েছে যে ৩ বছরে দেড় কোটি টাকার খাদ্য শস্য লোপাট হয়ে গেছে। তার হিসাব হচ্ছে ১৯৬০-৬১ সালে গম গিয়েছে ৩ লক্ষ ২০ হাজার টন, এবং চাল গিয়েছে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার টন। ১৯৬১-৬২ সালে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন গম নষ্ট হয়েছে এবং ২৪ হাজার টন চাল নষ্ট হয়েছে। ১৯৬২-৬৩ সালে ১৪ হাজার টন গম নষ্ট হয়েছে, ৩০ হাজার টন চাল নষ্ট হয়েছে। আমাদের পূর্বাঞ্চলে কেন্দ্রীয় যে শস্যাগার রয়েছে সেই শস্যাগার থেকে দেড় কোটি টাকার শস্য ইঁদুরে বাঁদরে খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। সরকারী কর্মচারী যারা তাদের ভেতর যে দুর্নীতি আছে সেই দুর্নীতির জন্য শস্যের হিসাব পাওয়া যায় নি, আমার কাছে সেই হিসাব আছে। কিন্তু কিভাবে সেই জিনিসটা নষ্ট হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি সে সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করেন তাহলে ভাল হয়। কারণ, বাংলা দেশের লোক যখন খেতে পাচ্ছে না, বাংলা দেশে যখন হাহাকার, বাংলা দেশে যখন চালের অভাব তখন দেড় কোটি টাকার খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে গেছে। আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব সে সম্বন্ধে বিবৃতি দেবার জন্য।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যথেষ্ট আলোকপাত করে এই কথা বলতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের চাল বা গম এইরকমভাবে নষ্ট হয়নি। মাননীয় সদস্য ভারত সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

Shri Nikhil Das:

এটা পূর্বাঞ্চলের ব্যাপার, সেজন্য আমরা ইন্টারেস্টেড। কারণ, এই যে খাদ্যশস্য ছিল এটা আমরা পেতাম।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিতে পারবেন না।

Observations from the Chair on matters based on newspaper reports

Mr. Deputy Speaker:

আমি এই হাউসে অনেককাল মেম্বার আছি। আমি কখনও দেখিনি খবরের কাগজে কি বেরুল সেটা আলোচনার একটা বিষয়বস্তু হবে। আমি জানি যে আমাদের এখানে যা হবে খবরওয়ালারা তাই নিয়ে লিখবে ও আলোচনা করবে। কিন্তু এখন দেখছি যে মেম্বাররা খবরের কাগজের পিছনে পিছনে ছুটছেন। খবরের কাগজে যা দেখলেন সেটাই এখানে আলোচনার বিষয় করলেন? কাগজের উপর এত ইম্পর্টান্স দেওয়ার কিছু নেই। আমি এ সম্বন্ধে কোনকিছু এ্যালাও করব না।

You are going to run at importance to the news of newspapers.

Shri Nikhil Das:

খবরের কাগজে একটা সত্য ঘটনা বেরিয়েছে, সেই ঘটনা যদি কাগজের মাধ্যমে বেরিয়ে থাকে তাহলে সেই ফ্যাক্টস কি বলতে পারব না?

Mr. Deputy Speaker:

আপনি নিজের দায়িত্বে বলবেন।

Shri Nikhil Das:

আমি নিজের দায়িত্বে বলছি, আমার কাছে ফ্যাক্টস আছে, ফ্যাক্টস দিতে পারি। আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা বিবৃতি দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

Members' Allowance.

Shri Anadi Das:

মিঃ ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, কালকে এই হাউসে একটা প্রশ্ন উঠেছিল, মাননীয় সিদ্ধার্থশংকর রায় তুলেছিলেন, যে আজকে যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তাতে মেম্বারদের নানা রকম অসুবিধা হচ্ছে। তাই তাঁরা যে এ্যালাওয়েন্স পান সেটা রিকন্সিডার করা উচিত। আমি মনে করি আমরা যা পাই সেটা কম হতে পারে, কিন্তু অমাদের বাইরে আরো অসংখ্য লোক আছে যারা ১৫০ টাকার মধ্যে সংসার চালাচ্ছেন। সুতরাং এটা বিবেচনা করার ক্ষেত্র এখন নয়। আমি মনে করি পাবলিকের যে স্ট্যাণ্ডার্ড সেটা বাড়াবার পর মেম্বারদের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

Shri Kamal Kanti Guha:

মিঃ ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমিও একই মত প্রকাশ করছি। এই জিনিসটা কনসিডার করা উচিত। জনসাধারণ না খেয়ে মরবে, আর আমরা এ্যালাওয়েন্স ড্র করব এটা কি করে হয়।

Supplementaries to Starred Question No. 54.

Mr. Deputy Speaker: Now supplementaries of Short Notice question No. *54 which was held over yesterday.

Shri Sailendra Nath Adhikary:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি কালকের যে সাপ্লিমেন্টারীটার কথা বললেন আপনি যদি দয়া করে অরিজিন্যাল প্রশ্নের উত্তরটা আর একবার পড়তে বলেন তাহলে আমাদের সাপ্লি-মেন্টারী করার পক্ষে সুবিধা হয়।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক), (খ) ও (গ) ১৯এ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ তারিখে উচ্ছৃংখল জনতা জোর করিয়া জেলাশাসকের অফিসে প্রবেশের চেষ্টা করিলে পুলিশ তাহাদের গতিরোধ করে ও হটাইয়া দেয়। এই সম্পর্কে ২৮ জন গ্রেপ্তার হয়। মামলা কোর্টে বিচারাধীন আছে বলিয়া উহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলা সম্ভব নহে।

Shri Girish Mahato:

আপনারা যারা জড়িত নয় তাদের উপর যে পুলিশ মারপিট করে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে বাঁধা কি আছে?

(No reply)

Shri Nikhil Das:

প্রশ্ন হচ্ছে আসামীরা যারা জড়িত আছে তারা ছাড়া অন্য কোন লোক মার খেয়েছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
যারা মারপিটে যোগ দিয়েছিল তাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, যারা যোগ দেয়নি বা যারা মার-পিট করেছিল অথচ গ্রেপ্তার হয়নি তাদের সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারিনা।

Shri Nikhil Das:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে পুলিশ লোককে মেরেছে—আমরা বলছি মেরেছে, উনি বলেছেন তাদের গ্রেপ্তার করেছে কেস সাবজুডিস আছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই রকম বহু লোককে মেরেছে যাদের বিরুদ্ধে কেস নেই, সেই যে লোকগুলি মার খেয়েছে এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী কিছু জানেন কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
এ সম্বন্ধে আমি সব বলেছি তার বেশী কিছু বলতে পারবো না।

Shri Sudhir Chandra Das:

এই শোভাযাত্রা যিনি নেতৃত্ব করেছিলেন আমাদের প্রাক্তন এম. এল. এ. শ্রীমতী লাবণ্য প্রভা ঘোষ তাঁকে টেনে হিঁচরে পুলিশ ফেলে দিয়েছে এবং সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে তারা নিরুপদ্রব এবং নিরাশ্রয় থাকা সত্ত্বেও একথা জানেন কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি তো বলেছি এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারতাম যদি মামলা বিচারাধীন না থাকতো।

Shri Anadi Das:

যারা শোভাযাত্রা করে এসেছিলেন তারা যে মেমোরাণ্ডাম নিয়ে এসেছিল সেই মেমোরাণ্ডাম সম্পর্কে সরকার কিছু করছেন কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
এই কেসের সঙ্গে মেমারাণ্ডামের কোন সম্পর্ক নেই। কাজে কাজেই আমি কিছু বলতে পারবো না।

Shri Anadi Das:

তাদের দাবী ছিল জিনিসের দর কম করা হোক এবং উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করা হোক . ...

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তার সঙ্গে এ প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই।

Shri Sudhir Chandra Das:

জনতা ওখানে নিরাপদ্রব এবং নিরাশ্রয় ছিল একথা সত্য কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি তো বলেছি আমার বিষয়টা আদালতে বিচারাধীন আছে বলে আমি যা বলেছি তার বেশী কিছু বলতে পারি না সেজন্য আমি দুঃখীত।

Shri Girish Mahato:

যাদের সংগে মামলার কোন সম্পর্ক নেই তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করার কি বাধা থাকতে পারে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
যারা মামলার জড়িত নয় তাদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তো করা হয়নি—কে মামলায় জড়িত, কে জড়িত নয় সেটা পৃথক করে কিছু বলা হয়নি প্রশ্নে।

Shri Balai Lal Das Mahapatra:
সেই সমস্ত সত্যাগ্রহীদের হাতে গান্ধীজির যে ফটো ছিল সেটাকে পুলিশ কেড়ে, ভেঙ্গে পায়ে দলে ছিল একথা জানা আছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
এই সমস্ত জিনিসগুলি যখন কোর্টে বিচার হবে তখন সেখানে উপস্থাপিত করলে বিচারের সুবিধা হবে। আমার এখানে কিছু বলাটা অন্যায় হবে।

Shri Sudhir Chandra Das:
সেখানে ছত্রভঙ্গ করার পূর্বে ১৪৪ ধারা কি জারী হয়েছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
সেটা বিচারের সময় ঠিক হবে। এখানে বলে কোন লাভ নেই।

Shri Sudhir Chandra Das:
ছত্রভঙ্গ করার পূর্বে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছিল কিনা কিম্বা কোন ওয়ার্নিং দেয়া হয়েছিল কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
মাননীয় উপাধ্যক্ষমহাশয়, আমি বলেছি কেস সাবজুডিস আছে, কাজেই এর বেশী আমি কিছু বলতে পারবো না।

Shri Sudhir Chandra Das:
আমি কেসের মেরিট সম্পর্কে কোন কথা জানতে চাচ্ছি না, আমি জানতে চাচ্ছি ছত্রভঙ্গ করার পূর্বে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারী করেছিল কি না কিম্বা ওয়ার্নিং দিয়েছিল কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমি কিছু বলতে পারবো না।

Shri Balai Lal Das Mahapatra:
এ বিষয়ে তদন্ত করেছেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
এটা বিচারাধীন বলে এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারবো না।

Shri Balai Lal Das Mahapatra:
মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন এই পুলিশী বর্বরতার ফটো নিয়েছিল যে সাংবাদিক তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কি না এবং তার উপর জুলুম করা হয়েছিল কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
এই প্রশ্নে সাংবাদিকদের সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই।

Shri Girish Mahato:
আপনি কি জানেন পুরুলিয়ায় জনসভায় জনগণ বিচার বিভাগীয় তদন্তে দাবী করেছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
মাননীয় উপাধ্যক্ষমহাশয়, এই কেসটা সাবজুডিস বলে আমি আর কিছু বলতে পারবো না।

Shri Sailendra Nath Adhikary:
মাননীয় উপাধ্যক্ষমহাশয়, সাবজুডিস কতকগুলি জায়গায় আছে কিন্তু ১৪৪ ধারা জারী হয়েছিল কি হয়নি সেটা সাবজুডিসের মধ্যে পড়ে কি এবং সেই জিনিসটার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছিল কি না এটা সাবজুডিস নয়। কাজেই মুখ্যমন্ত্রি এ বিষয়ে স্পষ্ট উত্তর দিন।

[9-10—9-20 a.m.]

Shri Sailendra Nath Adhikary:
ওটা সাবজুডিস নয়, সাবজুডিস-এর বিষয় হতে পারে না।

Mr. Deputy Speaker:
সেখানে ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে।

Shri Sailendra Nath Adhikary:

তাতে কি হলো—?
That is not subjudice.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এই সমস্ত বিষয়গুলাই বিচারের সংগে সংশ্লিষ্ট। কাজেই এ সম্পর্কে আর কিছু আমি বলতে পারবো না।

Shri Girish Mahato:

এটা কি সত্য যে কয়েকজন এম-পি, এম-এল-এ, এম-এল-সি, যাঁরা বিশিষ্ট কয়েকটি দলের সম্মানীয় ব্যক্তি—তাঁরা আপনার কাছে পত্র দিয়ে এই সম্পর্কে আশু একটা উপযুক্ত তদন্ত করবার জন্য দাবী জানিয়েছিলেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি তো পূর্বে বলেছি যে এই কেসটি বিবেচনাধীন আছে; আমি নোটীশ চাই।

Shri Nikhil Das:

তাঁরা তদন্ত দাবী করেছিলেন কি না—এই প্রশ্নের সংগে কেসটি বিবেচনাধীন থাকার কি সম্পর্ক আছে তা তো বুঝতে পারিনা।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি তো বলেছি মনে নাই, নোটীশ চাই।

Shri Girish Mahato:

বিগত ৮ই অক্টোবর কলিকাতা ভারতসভা হলের জনসভা থেকে পুলিশী আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানিয়ে একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়।

Mr. Deputy Speaker:

এটা কোন কোশ্চেন নয়।

Shri Nikhil Das:

উনি জানতে চাচ্ছেন কলকাতার জনসভা থেকে একটা বিচার বিভাগীয় তদন্তের যে দাবী করা হয়েছিল, সেই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় কি কিছু চিন্তা করছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এই মামলা শেষ না হলে কিছু বলতে পারবো না।

Shri Nikhil Das:

বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে কি হবে না—তার সংগে মামলার কি সম্পর্ক?

Mr. Deputy Speaker:

আর আমি এ নিয়ে ফারদার সাপ্লামেন্টারী করতে এলাউ করবো না।

Shri Nikhil Das:

মামলা বিচারাধীন থাকলে তার কোন বিচার বিভাগীয় তদন্ত হতে পারবে না কেন? গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করলেই দিতে পারে।

(কোন উত্তর নাই।)

Shri Kanai Pal:

যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়াতে বাধা নাই, তার উত্তরে যদি বলেন মুখ্যমন্ত্রী লাভ নাই, তাহলে এই প্রশ্নোত্তরের প্রহসন সৃষ্টি করে লাভ কোথায়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

লাভ নাই—এটা তো আমি বলি নাই। আমি বলেছি মামলা বিবেচনাধীন। কাজেই আমি কিছু বলতে পারবো না।

Shri Jyoti Basu:
আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় এই রকম একটা ঘটনার পর যেখানে শ্রীমতী লাবন্য ঘোষের উপর অত্যাচার হয়েছে বলে শোনা গেছে, অন্ততঃ অভিযোগ হয়েছে, সেখানে অন্যান্যের বিরুদ্ধে মামলা না করে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কেন গ্রহণ করতে পারলেন না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:.
আমি যে এনকোয়ারী করেছি,—সে কথা এখানে বললে এই কেসে গোলমাল হবে।

Shri Jyoti Basu:
মামলা উঠিয়ে নিয়ে কেন তিনি বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে পারেন না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
সে আলাদা কথা।

Shri Cirish Mahato:
এই পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কলিকাতার সংবাদপত্রে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তা মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি?

Mr. Deputy Speaker:
এর জবাব তিনি দিতে পারবেন না।

Shri Cirish Mahato:
তাহলে ঐ সব উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী কি আপনি অস্বীকার করছেন?

Mr. Deputy Speaker:
গিরীশবাবু, বসুন, আপনার উত্তর হয়েছে।

Shri Cirish Mahato:
পুলিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে একটা প্রেসনোট প্রকাশিত হয়, এই জরুরী বিষয়ে প্রেস নোট দেবার কারণ কি?

Mr. Deputy Speaker:
আমি এটা ডিসএলাউ করলাম।
I won't allow any more question.

Shri Kamal Kanti Cuha:
পুলিশ অত্যাচারের ঘটনার উপর আধ ঘন্টা আলোচনার জন্য বিষয়টা আপনার কাছে ছিল, কোশ্চেনের ব্যবস্থা হল কিন্তু কোশ্চেনের ব্যবস্থায় সুস্পষ্ট কোন রকম মতামত দেখা গেল না। সাব-জুডিস বলে বার বার চীফ মিনিষ্টার এড়িয়ে যাচ্ছেন, কোন সন্তোষজনক উত্তর আমরা পেলাম না। এ সম্বন্ধে আপনি একটু দেখুন যাতে একটা ব্যবস্থা করা যায়।

Observations from Chair on sub judice matters

Mr. Deputy Speaker:
ব্যবস্থা কি করে করবো—ব্যবস্থা করবার জন্য এখানে হাউসে রুলস অব প্রসিডিওর যা আছে তাইতো দেখতে হবে। আমার কাছে যখন এটা আসে আমি তখন এ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন এলাউ করলাম না। শর্ট নোটিশ কোশ্চেনে সাব-জুডিসী ব্যাপার যদি আসে তাহলে সে সম্বন্ধে সাপ্লিমেন্টারী হবে এমন কোন কথা নেই। একবারে এটা শেষ হয়ে যাচ্ছে না। পরে বিচার শেষ হয়ে গেলে মোশন নিয়ে আসতে পারেন। এটা কোন্ নীতিতে হবে কোন কথা নাই। বাজেট সেশন আসছে, কাট মোশন দিতে পারেন, তাতে আলোচনা হতে পারে। কাজেই একটা বিষয় যেটা সাব-জুডিসী বলে স্থির হয়েছে, যেহেতু সেটা শর্ট নোটিশ এলো বলে সাপ্লিমেন্টারী দিতে হবে এরকম কোন প্রসিডিওর দেখতে পাই না। গিরিশবাবু, এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করবেন না।

Shri Bhakti Bhusan Mandal:

ডেপ্রটি স্পীকারমহাশয়, বিষয়টা সাব-জর্ডিস বলে কেবল মেরিট সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জ করতে পারব না কিন্তু

There are many otner things.

Mr. Deputy Speaker:

এটা হল আপনার পার্সন্যাল ওপিনিয়ন। কোনটা মেরিট আর কোনটা নয় এ বিষয়ে বিচার করবো না তখন। যাই হোক I have given my decision.

[9-20—9-30 a.m.]

Shri Bejoy Kumar Banerjee:

সাব-জর্ডিস মানে আমরা আইনে যা লেখা আছে তাই বর্ঝি। এখানকার সাব-জর্ডিস মানে কি সেটা দয়া করে বলে দিন?

Mr. Deputy Speaker:

আমাদের র্লস অব প্রসিডিওর-এ সাব-জর্ডিস-এর যে ব্যাখ্যা রয়েছে সেটার কথা বলেছি। আপনার কোর্ট-এর সাব-জর্ডিস-এর মানে কি সেটা দেখবার প্রয়োজন নেই।

Shri Bhakti Bhusan Mandal:

আমাদের যেটা র্লস-এ আছে সেটার সাব-জর্ডিস মানে হচ্ছে তার মেরিট নয়, অন্য কোশ্চেন করা যাবে।

Mr. Deputy Speaker:

I have given my decision.

Shri Kamal Kanti Cuha:

আপনার কাছে আমরা শিখব, কিন্তু সদস্যরা যা বলছেন সেটা তো আপনি শ্নবেন?

Mr. Deputy Speaker:

আমি সব শ্নেছি এবং তার জবাবও দিয়েছি।

Shri Bhakti Bhusan Mandal:

অন এ পয়েণ্ট অব প্রিভিলেজ, র্লস-এ আছে যে আমরা মেরিট-এ এনটার করতে পারব না। কিন্তু অন্য কোশ্চেন কেন করতে পারব না?
That is in your ruling. If you want to gag us in this way we shall not tolerate because it is not within the jurisdiction of the Speaker to gag the rights of the members.

Mr. Deputy Speaker:

আপনি এ বিষয় নিয়ে এত বেশী আলোচনা করছেন কেন বর্ঝি না, কেন না এ বিষয়ে আমার ডিসিসন তো আমি দিয়ে দিয়েছি যে এটা সাব-জর্ডিস এখন আর মেরিট-এর প্রশ্ন উঠে না। কোনটা সাব-জর্ডিস হবে। আর কোনটা না হবে সেটা আমার ডিসিশন-এর উপর নির্ভর করে। সেজন্য আমি মনে করি এটা নিয়ে আর আলোচনা না করাই ভাল। কারণ ট্র মাই মাইণ্ড এটা যখন সাব-জর্ডিস তখন আর এটা নিয়ে সাপ্লিমেণ্টারী কোশ্চেন করে কোন লাভ হবে না।

Shri Bhakti Bhusan Mandal:

আমার কথা হচ্ছে যে আপনার যে রাইটস দেওয়া আছে এ্যাজ এ স্পীকার আপনি তার বাহিরে কিছ্র করতে পারবেন না। অর্থাৎ র্লস অব প্রোসিডিওর-এ যা আছে আপনি তার বাহিরে কিছ্র করতে পারবেন না এবং করলে সেটা wrongly discreative use of power. করা হয়। আমি র্লস অব প্রোসিডিওর ভাল করে দেখেছি তাতে [illegible]। আপনি এটা এলাউ করতে পারেন।

Mr. Deputy Speaker:
আমি ভাল করে দেখেই বলেছি। এ বিষয় নিয়ে এক্সটেনসিভ আলোচনা হয়েছে যে কোনটা সাব-জুডিসাস, আর কোনটা সাব-জুডিসাস নয়। সুতরাং আপনি এটা নিয়ে আর প্রেস করবেন না।

Shri Girish Mahato:
আপনি আমাকে বসতে বলবেন না। এটা পুরুলিয়া জেলার ঘটনা সেখানে হাজার হাজার সত্যাগ্রহীর উপর অত্যাচার হল। এটা হাজার হাজার লোকের সামনে হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে গোটা বাংলার লোক দাবী জানাচ্ছে, নেতারা দাবী জানাচ্ছে আর এ বিষয়ে আপনি কিছু বলতে দেবেন না। এই সত্যাগ্রহের কথা লোক সেবক সঙ্ঘের নেতারা মুখ্যমন্ত্রিকে বহুদিন আগে জানিয়েছেন তখন কি করে'এই রকম ঘটনা হয়? আজ আপনি আমায় বলতে দেবেন না, তাহলে হাজার হাজার লোক যাঁরা আমাদের পাঠিয়েছেন তাঁদের কি মূল্য আছে?

Mr. Deputy Speaker:
আমি অনুরোধ করছি আপনি বসুন।

Shri Sailendra Nath Adhikary:
আপনি চিন্তা করে দেখুন তিনি যে সাপ্লিমেন্টারী করবেন সে সব সাব-জুডিস-এর মধ্যে পড়ে কি না?

Mr. Deputy Speaker:
আর আমি এলাউ করব না। I call the next question No. 55.

Shri Sailendra Nath Adhikary:
আমি মুখ্যমন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করছি স্বর্গত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ মহাশয়াকে মারা হয়েছিল বলে তার কাছে যে একটা অভিযোগ এসেছিল সেই অভিযোগ সম্বন্ধে তিনি পারসোন্যালি এ্যাপার্ট ফরম আদার কোন তদন্ত করেছিলেন কি না যাতে তিনি আমাদের স্যাটিসফাই করতে পারেন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
মামলা বিচারাধীন আছে বলে আমি কিছু এখন বলতে পারব না।

Shri Bejoy Kumar Banerjee:
আপনি বলেছেন এটা সাব-জুডিস আমি জানতে চাই মামলা বিচারাধীন আছে। কোশ্চেন হচ্ছে আপনাকে কি ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছেন যে এটা সাব-জুডিস? আমি জানতে চাই নূতন কি আইনের সৃষ্টি হলো?

Mr. Deputy Speaker:
বিজয়বাবু আপনি তো ওকালতি করেন। আপনার তো লীগ্যাল নলেজ আছে, আপনি কি ঠিক বলছেন? আপনি এটা আবার চিন্তা করুন, এরূপ যা তা বললেই হলো?

Shri Girish Mahato:
আমি বলছি যে, আমাদের জেলায় হাজার হাজার সত্যাগ্রহীদের উপর অত্যাচার হয়েছে, আমি তাদের কথাই বলবো। আমি পুলিশের দ্বারা যে অত্যাচার হয়েছে সে সম্বন্ধেই প্রশ্ন করছি। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে জবাব দিন।

Mr. Deputy Speaker:
আপনি যদি এ ভাবে চলেন এবং হাউসের কাজ চালাতে বাধা দেন, তাহলে আপনার বিরুদ্ধে একশান নিতে হবে। আমি আপনাকে হাউস থেকে চলে যেতে বলতে বাধ্য হব।
This would be my painful duty.
আপনি এ বিষয় নিয়ে কোন কথা বলবেন না, আপনি হাউসের কাজ করতে দিন। এখনও রেজুলিউসান আছে ফুডের রিপ্লাই দিতে হবে। আপনি এভাবে সময় নষ্ট করবেন না। আমার অনুরোধ আপনি এ বিষয় নিয়ে উত্তেজিত হবেন না। আপনি বসুন।

Shri Girish Mahato:

মাননীয় ডেপ্‌্টী স্পীকার স্যার, আপনি জানেন কিছ্‌দিন প্‌র্বে লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে প্‌র্‌লিয়ার ডেপ্‌্টী হাই কমিশানার সত্যাগ্রহের লক্ষ, সত্যাগ্রহের কর্মধারা, তার ধারা ও তালিকা সহ ডেপ্‌্টী কমিশনারকে পত্র দেওয়া হয়েছিল। আমি পার্লামেন্টারী করতে চাইই লোক সেবক সংঘের তরফ থেকে এ সব কথা জানান হয়েছিল এটা কি আপনি জানেন। স্যার আমি আমার কথা বলে যেতে চাই, এর জন্য যদি আমাকে বার করে দিতে চান এ্যাসেম্‌বিলি থেকে যেতে আমার আপত্তি নেই। আমি আমার জীবন দিতে পারি।

Naming of a member by the Chair

Mr. Deputy Speaker:

আপনি যা বলছেন এ সব তো রেকর্ড হবে'না। আমি বলে দিচ্ছি

t should not be recorded.

আপনি এভাবে চিৎকার করে করবেন কি? আপান যদি এভাবে চলেন তাহলে আমি বলতে বাধ্য হব আপনি হাউস থেকে চলে যান। আপনি যেতে পারেন,

direct you to go out of this House.

Shri Girish Mahato:

াননীয় ডেপ্‌্টী স্পীকার স্যার, এই হাউস পরিত্যাগ করবার আগে আমি জানতে চাই যে, লোক সেবক সংঘের পরিচালিকা ডেপ্‌্টী কমিশনারকে সমস্ত বিষয় জানিয়েছিলেন, স্যার আমি এ বের উত্তর চাই? আপনি কি জানেন ১৯এ সেপ্টেম্বর তারিখে সত্যাগ্রহ অন্‌ষ্ঠানে.......... ।

Mr. Deputy Speaker:

াপনি এভাবে চেঁচিয়ে কি করবেন? আমি আপনাকে হাউস থেকে চলে যেতে বলছি।

ask you to go out of this House. I request you to go out of this House.

Shri Jyoti Basu:

াননীয় ডেপ্‌্টী স্পীকারমহাশয়, আমরা ওঁর সংগে কথা বলছি আমাদের হাউসে এ সব গো াউট-এসব হয় না, আমাদের অন্‌রোধ আপনি শ্‌ন্‌ন আমরা যা করবার করবো, আমরা সবাই বলে বলছি, যদিও স্পীকারের কথা শ্‌নতে হবে।

Shri Nikhil Das:

ার আপনি গো আউট বলেছেন। আমাদের রিকোয়েষ্ট আপনি ওঁকে থেকে যেতে বল্‌ন, াপনি স্যার ওটা তুলে নিন।

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

-30—9-40 a.m.]

Amendment of the Calcutta University Act, 1951

***55.** (Short Notice.) (Admitted question No. *351.) **Shrimati Ila itra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department pleased to state whether the Chief Minister or the Government has received y suggestion or recommendation for the amendment of the Calcutta University Act, 1961, from the Vice-Chancellor of the Calcutta University or the rd Foundation or from both?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra: Some suggestions for revisi the Calcutta University Act, 1951, with a view to removing admini trative difficulties etc., have been received and are under consideration Government.

Shrimati Ila Mittra:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন যে ১৯৫১ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধ একটা খসড়া প্রস্তাব সরকারের কাছে উপাচার্য্য অথবা ফোর্ড ফাউণ্ডেসান কমিটি এ'দের য যে কেউ একজন কি পেশ করেছেন?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

ভাইস-চ্যান্সেলর এটা পাঠিয়েছেন।

Shrimati Ila Mitra:

এ কথা কি সত্য যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের বিষয়ে তথাকথি ফোর্ড ফাউণ্ডেসান কমিটির সুপারিশ অনুসারে এই খসড়া রচনা করা হয়েছে?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

আমি সঠিক বলতে পারব না।

Shrimati Ila Mitra:

এ কথা কি সত্য যে ফোর্ড ফাউণ্ডেসান কমিটির সুপারিশ অত্যন্ত গোপন করে রাখা হয়ে এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে পর্যন্ত গোপন করে রাখা হয়েছে?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সিণ্ডিকেটকে জানিয়েছেন কিনা বলতে পারব না।

Shrimati Ila Mitra:

সিনেটের সভায় এই ব্যাপার নিয়ে সিনেট সদস্যরা দু'বার দুটো সভায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমরা এই রকম সংবাদ পাচ্ছি যে এই ধরণের সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ত উপাচার্য্য বলেছেন এ কথা ভিত্তিহীন, এই ভিত্তিহীন গুজবে আপনারা কান দেবেন না। সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

সিনেটের সভায় কি হয়েছে সে কথা আমার জানা নেই।

Shrimati Ila Mitra:

বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট এবং সিণ্ডিকেটকে না জানিয়ে এবং ওদের কোন রকম পরামর্শ না নি উপাচার্য্য যে এইরকমভাবে এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট পরিবর্তনের ব্যাপ গভর্নমেণ্টের কাছে কোন সাজেসান দিতে পারেন এটা কি অগণতান্ত্রিক নয়?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

এটা গণতান্ত্রিক কি অগণতান্ত্রিক আমি বলতে পারব না। ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তাতে তিনি লিখেননি সিনেটের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন কি ক নি। সুতরাং এ সম্পর্কে আমি বলতে পারব না।

Shrimati Ila Mitra:

তাহলে এটা কি ধরে নিতে পারি যে রাইটার্স বিল্ডিংসের আদেশ অনুসারে এই খসড়া প্রস্ রচনা করা হয়েছে?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

এ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

Shrimati Ila Mitra:

এত ঘটনা ঘটে গেল, সিনেটে প্রশ্ন উঠল, সিনেটে বলা হচ্ছে যে এসব বাজে কথা, কোন খসড়া প্রস্তাব করা হয়নি। অথচ কোর্ট ফাউণ্ডেসান কমিটির সুপারিশে গোপনে গোপনে এই সমস্ত কাণ্ড করছেন, জনসাধারণকে না জানিয়ে গোপনে গোপনে গভর্ণমেণ্টের কাছে আসছে। অথচ যে যে প্রশ্ন করলাম তার একটাও বলছেন জানি না, এটা কিছু বুঝতে পারছি না।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমাদের ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট সম্বন্ধে যে কোন ব্যক্তি, ভাইস-চ্যান্সেলার তো নিশ্চয়ই, যদি কোন সংশোধনী প্রস্তাব করেন তাহলে তা করতে পারবেন। কিন্তু তিনি সিনেট, সিণ্ডিকেটকে জিজ্ঞাসা করেছেন কিনা সে প্রশ্নের উত্তর তো মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দিতে পারবেন না।

Shrimati Santi Das:

আমাদের যতদূর জানা আছে যে আমাদের এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টের ডি-পি-আই সিনেটের এক্স-অফিসিও মেম্বার। তাঁর কাছ থেকে কি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছিলেন?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

সিনেটে, সিণ্ডিকেটে কি ব্যাপার হয়েছিল সেটা আমি তাঁর কাছে জানতে পারিনি।

Shrimati Santi Das:

আমাদের ডি-পি-আই এক্স-অফিসিও মেম্বার। কাজেই তাঁর কাছ থেকে এই খবরগুলি জেনে আমাদের কাছে প্রকাশ করলে ভাল হয়।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

খবর জেনে প্রকাশ করে কোন লাভ নেই এটা বিধানসভার আলোচনার বিষয় নয়। সিনেট এবং সিণ্ডিকেটে এই বিষয় নিশ্চয়ই আলোচিত হতে পারে। সিনেট সিণ্ডিকেটের মেম্বাররা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য্য মহাশয়কে প্রশ্ন করতে পারেন, জবাব পেতে পারেন। কিন্তু সিনেট বা সিণ্ডিকেটের সংগে আমাদের কর্তৃত্বের কোন রকম সম্পর্ক নেই।

Shri Jyoti Basu:

শিক্ষামন্ত্রী যা বললেন তাতে জানা গেল যে একটা কিছু সুপারিশ ওঁদের কাছে এসেছে ঐ আইনকে পরিবর্তন করবার জন্য। যখন এত কথা উঠেছে তখন ওটাকে গোপন না রেখে, যে সুপারিশই আসুক সেটা আমাদের এ্যাসেম্বলীর মেম্বারদের দিতে পারবেন কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সেটা গোপনের কথা হচ্ছে না। আমাদের শিক্ষা বিভাগ বিশেষ করে আমাদের মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী মহাশয় সেগুলি পর্যালোচনা করছেন। সেই এ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি গ্রহণ করবেন কি করবেন না সেটা ঠিক করেন নি। যদি সংশোধন গ্রহণ করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই বিধানসভায় আসবে। কারণ, বিধানসভা হচ্ছে মালিক।

Shri Jyoti Basu:

যখন একজন ভাইস-চ্যান্সেলার এটা দিয়েছেন ইউনিভার্সিটির তখন আমাদের কাজের সুবিধার জন্য, যাতে আগে থেকে আমরা বুঝতে পারি কি এসেছে আমাদের কাছে সেটা সার্কুলেট করে দিন না।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

শিক্ষামন্ত্রী যদি বিবেচনা করে ঠিক করেন আমি এটা গ্রাহ্য করবো না তাহলে আমাদের বিধান সভায় সেটা কি করে আনবো?

Shrimati Ila Mitra:

স্যার, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—আজকে শোনা গেল যে কিছু সাজেসান এসেছে কিন্তু গতকাল পর্যন্ত আমি সিনেট এবং সিণ্ডিকেটের যে খবর জানি তাতে ভাইস-চ্যান্সেলার অস্বীকার করেছেন যে কোন রকম সাজেসান পাঠাইনি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি বলছি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে আমরা কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব পেয়েছি, সেই প্রস্তাবগুলি আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর বিবেচনাধীন আছে—তার বেশী তো আমি কিছু বলতে পারি না।

Shri Somnath Lahiri:

উপাচার্য্য মহাশয় যে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন সে সম্বন্ধে সিনেট বা সিণ্ডিকেটের মতামত জানবার কি চেষ্টা করেছেন মন্ত্রীমহাশয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সেটা তো আমাদের জানবার বিষয় নয়, সিণ্ডিকেট বা সিনেটের সংগে তিনি পরামর্শ করেছেন কিনা বা জবাবদিহি তিনি সিনেট বা সিণ্ডিকেটের কাছে দেবেন, আমরা কি করে নেবো?

Shri Somnath Lahiri:

আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে মন্ত্রীমহাশয় তাঁর বিবেচনার সুবিধার জন্য এবিষয়ে সিনেট বা সিণ্ডিকেটের কি মত তা জানবার চেষ্টা করেছেন কিনা অথবা চেষ্টা করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এ সম্বন্ধে বিবেচনা করে কি ঠিক করবেন তা আমি বলতে পারি না কিন্তু যাই ঠিক করুন তিনি উপাচার্য্য মহাশয়কে নির্দেশ দিতে পারেন না যে তুমি সিণ্ডিকেট বা সিনেটকে জানাও।

Shri Somnath Lahiri:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে শিক্ষামন্ত্রী নিজের বিবেচনার সুবিধার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলারের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে সিনেট বা সিণ্ডিকেট কি মনে করেন তা জানবার কোন চেষ্টা করেছেন কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার তো মনে হয় শিক্ষামন্ত্রী আমাদের বিধানসভা বা বিধান পরিষদের কাছে দায়ী। যদি তাঁর কারো কাছে এটা পেশ করতে হয় তাহলে এখানে বা বিধান পরিষদে সেটা পেশ করতে হবে, সিণ্ডিকেট বা সিনেটে তিনি পেশ করতে পারেন না।

Shrimati Ila Mitra:

ফোর্ড ফাউণ্ডেসান কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী কিছু আলোকপাত করবেন কি?

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra:

এখন কিছু আলোকপাত করতে পারবো না।

UNSTARRED QUESTIONS

(to which written answers were laid on the Table)

Building grant to Nitya Gopal Balika Vidyalaya at Gokarna

89. (Admitted question No. 190.)

শ্রীসনৎকুমার রাহা : শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কান্দী মহকুমার গোকর্ণ গ্রামে নিত্যগোপাল বালিকা বিদ্যালয়কে গৃহনির্মাণ জন্য সরকার হইতে টাকা দেওয়া হইয়াছে কি;

(খ) টাকা দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহার পরিমাণ কত; এবং

(গ) টাকা দেওয়া না হইয়া থাকিলে কত দিনের মধ্যে দেওয়া হইবে?

The Minister for Education:

(ক), (খ) এবং (গ) গৃহনির্মাণ সাহায্যের জন্য কোন প্রস্তাব পাওয়া যায় নাই। সুতরাং টাকা দেওয়া বা না দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

Development of Sakrai-Berugram Road in Khandaghosh police-station

90. (Admitted question No. 250.)

শ্রীঅশ্বিনী রায় : পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত সকড়াই-বেড়ুগ্রাম রাস্তাটির উন্নয়নের অভাবে উক্ত থানার সকড়াই, বেড়ুগ্রাম, উখরিদ ও লোদনা ইউনিয়নের বিংশ সহস্রাধিক [illegible] বিশেষত বর্ষাকালে যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়; এবং

(খ) অবগত থাকিলে, চতুর্থ পরিকল্পনায় উক্ত রাস্তা উন্নয়নের কোনও পরিকল্পনা আছে কি?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সকল সময়ই বর্তমান।

(খ) এখনও চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন আরম্ভ হয় নাই।

Power looms lying idle in the State

91. (Admitted question No. 241.) **Shri Kashi Kanta Maitra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Suplies Department be pleased to state—

(a) the number of power looms that are lying idle in the State for want of installation permit from the Textile Commissioner (Bombay) on the basis of declaration made by the respective owners in this State under the policy of regularisation of unauthorised power looms declared by the Central Government on 26th December, 1960;

(b) what steps have so far been taken by the State Textile Directorate on the concerned Ministry for putting these idle looms into operation; and

(c) if the Government has taken up the matter with the Power Loom Enquiry Committee set up by the Central Government?

The Minister for Food and Supplies: (a) 1,101 power looms.*

(b) The State Textile Directorate has hardly any scope for putting these idle looms into operations. Necessary powers to deal with these matters vest with the Textile Commissioner, Bombay, Government of India, and his Regional Office in Calcutta.

(c) The matter was brought to the notice of Study Team (Advance Party of Power Loom Enquiry Committee) of the Power Loom Enquiry Committee, Government of India, when they visited the State. They took note of this.

Quota of sugar allotted to West Bengal

92. (Admitted question No. 244.) **Shri Kashi Kanta Maitra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Supplies Department be pleased to state—

(a) the monthly quota of sugar allotted to West Bengal by the Union Government;

(b) out of this what are the proportionate quotas for Calcutta with the adjoining industrial area and the rest of the State;

(c) how much of the total quota allotted to this State is being distributed for manufacturing sugar-candy and other sugar products; and

(d) what steps, if any, Government proposes to take to distribute sugar for manufacturing sugar-candy in larger quantities?

The Minister for Food and Supplies: (a) 21,000 tonnes.

(b) Calcutta and Industrial Areas	.. ...	10,748 Tonnes
Districts	... ...	10,252 "
		21,000 "

(c) This information is required to be collected from different districts and cannot be made readily available.

(d) Government do not propose to distribute sugar in larger quantities for manufacturing sugar-candy. But the old and bona fide manufacturers of sugar-candy having valid Trade Licenses in pre-control period are being supplied with sugar. Supplies to the new enterprises which are, so to say, mushroom growths in the wake of sugar control had to be cut off in order to ensure supply of the minimum requirement of sugar to the consumers in urban and rural areas.

Collection and expenditure of the Rabindra Centenary Fund in Burdwan district

93. (Admitted question No. 181.)

Shri Aswini Ray:

শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ধমান জেলার প্রতিটি মহকুমা হইতে রবীন্দ্র সেন্টেনারী ফাণ্ড-এ সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ও ব্যয়ের বিবরণ?

The Minister for Education:

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ধমান জেলার প্রতিটি মহকুমা হইতে রবীন্দ্র সেন্টেনারী ফাণ্ড-এ নিম্নলিখিত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল :—

সদর মহকুমা—	১৪,২০১
আসানসোল মহকুমা—	১৩,৫৮০
কালনা মহকুমা—	৫,২৫০
কাটোয়া মহকুমা—	৬২১
	৩৩,৬৩২

উপরি-উক্ত সংগৃহীত অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ ১৬,৮১৬ টাকা জেলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটি রাজ্য কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট জমা দিয়াছেন। অবশিষ্ট শতকরা ৫০ ভাগ বর্ধমান জেলার খরচের জন্য জেলা কমিটি রাখিয়াছেন।

এই পরিমাণ সংগৃহীত অর্থ হইতে কি পরিমাণ ব্যয় করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা হইতেছে।

Co-operative Grain Golas in West Bengal

94. (Admitted question No. 120.) **Shri A. H. Besterwitch:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(a) the number of Co-operative Grain Golas in each district of West Bengal established under Tribal Welfare Scheme from 1952 to 1963;

(b) the amount of loans or financial assistance, if any, paid to each of such societies during the said period; and

(c) who were the directors or sponsor-members of these Co-operative Grain Golas receiving loans or financial assistances during the said period?

The Minister for Tribal Welfare: (a) A statement is laid on the Table.

(b) There is no provision of giving loan to these societies. Capital grant of Rs. 10,000 for establishment and recurring grant to the extent not exceeding Rs. 1,000 per annum for maintenance of each society are given by Government. Total amount of assistance given to the societies in each district during the period from 1952-1963 has been indicated at column (3) of the statement below.

(c) The Managing Committee of each society consists of six directors elected from amongst the members and one Government nominee. The number of elected directors from communities other than Scheduled Tribes is not allowed to exceed one-fourth of the total number of elected directors. In the case of sponsor-members, non-Tribals up to a maximum of 30 per cent. of the total number of the sponsors are allowed for registration of such a society.

Statement referred to in reply to clauses (a) and (b) of unstarred question No. 94

District.	No. of Grain Golas.	Expenditure incurred from 1952-1963.
(1)	(2)	(3)
		Rs.
1. Burdwan	26	3,16,981
2. Birbhum	18	2,22,41(
3. Bankura	23	2,99,00(
4. Midnapur	31	4,01,794
5. Hooghly	12	1,56,000
6. Howrah	..	..
7. 24-Parganas	14	1,74,170
8. Nadia	8	91,663
9. Murshidabad	13	1,69,712
10. Malda	23	2,98,583
11. West Dinajpur	15	1,94,154
12. Jalpaiguri	16	2,08,00
3. Darjeeling	15	1,70,391
14. Cooch Behar	6	66,390
15. Purulia	22	2,40,244
	242*	

*Excluding 70 Grain Golas proposed to be established during 1963-64.

Tamluk-Moyna Road in Second Five-Year Plan

95. (Admitted question No. 13.)

Shri Ananga Mohan Das:

পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, তমলুক-ময়না রাস্তা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মঞ্জুর হইয়াছিল;

(খ) ঐ রাস্তার মোট এস্টিমেট কত টাকার এবং আজ পর্যন্ত মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে

(গ) উক্ত রাস্তার কাজ কবে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়;

(ঘ) ঐ রাস্তার নিকাসী হাটের নিকট গ্যাপ অংশের কাজ এই বৎসরে শেষ করিবার ব্যবস্থা হইয়েছে কি;

(ঙ) এই রাস্তার উপর কাঁসাই নদীর পুল মঞ্জুর হইয়াছে কিনা; এবং

(চ) মঞ্জুর না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) এস্টিমেট—১০,৪৭,২০০ টাকা। খরচ—৯,০৪,০০০ টাকা।

(গ) রাস্তার স্থানে স্থানে জমির দখল না পাওয়ার দরুন কার্যের অগ্রগতি ব্যাহত হইতেছে। সর্বত্র জমির দখল না পাওয়া পর্যন্ত রাস্তার কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ করা সম্ভব হইবে না। সম্প্রতি যেসকল স্থানে জমির দখল পাওয়া গিয়াছে সেসকল স্থানের কাজ বর্ষার আগে শেষ হইবে।

(ঘ) নিকাসী হাটের গ্যাপ অংশের জমির দখল এখনও পাওয়া যায় নাই। ভূমি সমাহর্তা মহাশয়কে জমির দখল দিবার জন্য তাগিদ দেওয়া হইতেছে। জমির দখল পাওয়া গেলেই কাজ শেষ করা হইবে।

(ঙ) না।

(চ) অর্থাভাব হেতু তৃতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

Contai Medical Stores

96. (Admitted question No. 91.) **Shri Sudhir Chandra Das:**

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মেডিক্যাল স্টোরে বর্তমানে গুঁড়া দুধ সরবরাহ বন্ধ হইয়াছে ইহা কি সত্য;

(খ) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি; এবং

(গ) কাঁথি মেডিক্যাল স্টোরের দুধ বিতরণের এলাকা কি?

The Minister for Health:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) উক্ত গুঁড়া দুধ "ইউনিসেফ" কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করেন। বর্তমানে উক্ত কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গে দুধ সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিয়াছেন।

(গ) সংশ্লিষ্ট দুধ বিতরণ কেন্দ্রগুলির একটি তালিকা ইহার সহিত প্রদত্ত হইল।

Statement referred to in reply to clause (Ga) of unstarred question No. 96

List of UNICEF Skim Milk Feeding Centres in the Contai subdivision, district Midnapore

1. Contai State Managed Hospital.
2. Contai A.G. Hospital.
3. Contai State Welfare Home.
4. Egra Primary Health Centre.
5. Barbaria Primary Health Centre.
6. Patashpore Primary Health Centre.
7. Bhagwanpore Primary Health Centre.
8. Paniparu Union Health Centre.
9. Janka Subsidiary Health Centre.
10. Nijmithuna Subsidiary Health Centre.
11. Borhat Subsidiary Health Centre.
12. Pratapidighi Subsidiary Health Centre.
13. Basantia A.G. Hospital.

14. Satmile A.G. Hospital.
15. Pichabani A.G. Hospital.
16. Bhaitgarh A.G. Hospital.
17. Ajaya A.G. Hospital.
18. Mugberia A.G. Hospital.
19. Digha Mobile Medical Unit.
20. Banamlichatta Mobile Medical Unit.
21. Betamahishpore Public Health Unit.
22. Ramnagar Public Health Unit.
23. Bhinteswari Public Health Unit.
24. Balighai Public Health Unit.

Prices of rice

97. (Admitted question No. 227.) **Shri Nikhil Das:**

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৩ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন জেলায় কলিকাতায় ও শহরতলীতে চালের দাম খোলা বাজারে কত ছিল?

The Minister for Food and Supplies:

সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। সেই কারণ, গত ১৮ই ডিসেম্বর-অন্ত সপ্তাহের প্রয়োজনীয় মূল্য তালিকা এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to unstarred question No. 97.

Minimum Retail prices of Rice in the subdivisions of West Bengal in rupees per kilogram as on 18th December, 1963.

Subdivisions.	Subdivisional quotations.
Calcutta	0·75
Burdwan (Sadar)	0·73
Asansol	0·71
Katwa	0·74
Kalna	0·95
Birbhum (Sadar)	0·74
Rampurhat	0·75
Bankura (Sadar)	0·68
Vishnupur	0·73
Midnapur (Sadar, North)	0·71
Midnapur (Sadar, South)	0·67
Contai	0·69
Tamluk	0·70

Subdivisions.	Subdivisional quotations.
Ghatal	0·68
Jhargram	0·65
West Dinajpur (Sadar)	0·65
Raiganj	0·66
Islampur	0·65
Malda (Sadar)	0·71
Cooch Behar (Sadar)	0·58
Dinhata	0·62
Mathabhanga	0·59
Tufanganj	0·60
Mekliganj	0·59
Nadia (Sadar)	0·74
Ranaghat	0·72
Hooghly (Sadar)	0·76
Chandernagore	0·78
Serampore	0·82
Arambagh	0·70
Howrah (Sadar)	0·80
Uluberia	0·82
Darjeeling (Sadar)	0·72
Siliguri	0·67
Kurseong	0·72
Kalimpong	0·60
24-Parganas (Sadar)	0·71
Diamond Harbour	0·72
Barrackpore	0·78
Barasat	0·77
Basirhat	0·67
Bongaon	0·65
Murshidabad (Sadar)	0·80
Lalbagh	0·77
Jangipur	0·72
Kandi	0·70
Jalpaiguri (Sadar)	0·68
Alipurduar	0·67
Purulia	0·65

Godown near Kapalkundala Temple in Contai

98. (Admitted question No. 104.)

Shri Sudhir Chandra Das:
পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কাঁথি শহরের পূর্বদিকে কপালকুণ্ডলা মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম রাস্তা বিভাগের যে গুদাম হইতেছে তাহার জন্য কত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে;

(খ) এই গুদামের সহিত অফিস ও কোয়ার্টার হইতেছে কিনা;

(গ) যদি (খ) প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হয়, তবে ঐ অফিস ও কোয়ার্টারের জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে;

(ঘ) ঐ গুদাম, অফিস, কোয়ার্টার প্রভৃতির জন্য যে জমি দখল করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ কত, এবং ঐ জমি কিনিবার জন্য কত টাকা ব্যয় হইয়াছে;

(ঙ) ঐ গুদাম, অফিস, কোয়ার্টার প্রভৃতির জন্য যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা বাজেটের কোন্ খাত হইতে; এবং

(চ) ইহা কি সত্য যে, ঐ জমি দখল সম্পর্কে মামলা উত্থাপিত হইয়াছে?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) দুইটি গুদামের জন্য যথাক্রমে (১) ১৪,৩৭০ টাকা ও (২) ১০,৮০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

(খ) কেবলমাত্র একটি ওভারসিয়ারের কোয়ার্টার হইতেছে।

(গ) উক্ত কোয়ার্টারের নিমিত্ত ১৪,৩১৫ টাকা ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে।

(ঘ) ৪·৮৮২৫ একর পরিমাণ ভূমি গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং উহার ক্ষতিপূরণদানের জন্য প্রাক্‌ফলন ইত্যাদি প্রস্তুতের বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

(ঙ) "103 Capital outlay on public works—Development Scheme—Development of State Roads".

(চ) সরকার এখনও এরূপ কিছু অবগত নহেন।

Consumer's Co-operative Societies in West Bengal

99. (Admitted question No. 119.) **Shri A. H. BESTERWITCH:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(a) the number of Consumers' Co-operative Societies established in each district of West Bengal from 1952 to 1963;

(b) the amount of loans or financial assistance, if any, paid to each of such societies during the said period;

(c) who were the directors or sponsor-members receiving loan or financial assistance during the said period; and

(d) how many of these societies, if any, in each district are not functioning at present and the reasons thereof?

The Minister for Co-operation: (a) Vide Statement I.

(b) District-wise break-up of the amount of loans or financial assistance is shown in Statement I as figures relating to individual societies are not readily available. The pattern of assistance to Consumers' Societies is shown in Statement II.

(c) The loan and other financial assistance were given to selected Consumers' Societies and there was no question of any director or sponsor-member receiving such assistance in their individual capacity.

(d) Vide last column of Statement I with note thereunder.

Statement referred to in reply to clauses (a) and (d) of the unstarred question No. 99.

STATEMENT—I

Number of societies (consumers') at the end of the year and financial assistance provided by Government—District-wise statement.

District.		1952.		1953.		1954.		1955.		1956.		1957.		1958.	
		No.	Govt. assistance.	No.	Govt. assistance.	No.	Govt. assistance.	No.	Govt. assistance.	No.	Govt. assistance.	No.	Govt. assistance.	No.	Govt. assistance.
1. Burdwan	..	13	Nil	14	Nil	15	Nil	14	Nil	13	Nil	12	Nil	12	Nil
2. Midnapore	..	12	Nil	12	Nil	13	..	15	..	15	..	14	..	15	..
3. Bankura	..	6	..	5	..	4	..	10	..	5	..	5	..	6	..
4. Birbhum	..	18	..	17	..	15	..	16	..	14	..	15	..	16	..
5. Purulia..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	..	15	..
6. Jalpaiguri	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..
7. Darjeeling	..	5	..	5	..	5	..	5	..	5	..	6	..	6	..
8. Cooch Behar	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..	4	..
9. Howrah	..	16	..	16	..	16	..	17	..	17	..	20	..	20	..
10. Hooghly	..	20	..	28	..	28	..	28	..	29	..	35	..	35	..
11. 24-Parganas	..	134	..	135	..	137	..	138	..	140	..	140	..	163	..
12. Murshidabad	..	6	..	5	..	7	..	4	..	4	..	6	..	3	..
13. Nadia ..	..	11	..	11	..	10	..	8	..	7	..	8	..	9	..
14. West Dinajpur	..	11	..	12	..	12	..	11	..	10	..	10	..	11	..
15. Malda ..	..	2	..	2	..	2	..	3	..	2	..	2	..	1	..
16. Calcutta	..	135	..	136	..	137	..	140	..	142	..	142	..	161	..
		393	..	398	..	402	..	410	..	405	..	427	..	479	..

District.	1959. No.	1959. Govt. assistance.	1960. No.	1960. Govt. assistance.	1961. No.	1961. Govt. assistance.	1962. No.	1962. Govt. assistance.	1963. No.	1963. Govt. assistance.	1963. Number of Societies not financing (For reasons see note below).
								Rs.		Rs.	
1. Burdwan	30	Nil	51	Nil	41	Nil	38	3,400	59	1,89,190	17
2. Midnapore ..	15	..	21	..	24	..	24	2,650	48	1,97,295	9+8
3. Bankura	6	..	6	..	6	..	6	..	7	1,715	2
4. Birbhum	18	..	16	..	11	..	8	..	8	..	7
5. Purulia	14	..	14	..	12	..	9	..	9	..	4
6. Jalpaiguri	4	..	5	..	6	..	4	..	5	2,500	1+1
7. Darjeeling	9	..	8	..	10	..	11	2,650	12	3,950	1+2
8. Cooch Behar	4	..	6	..	6	..	6	3,040	6	600	2
9. Howrah	22	..	22	..	22	..	21	3,400	21	..	9
10. Hooghly	32	..	32	..	29	..	18	3,400	22	10,025	6
11. 24-Parganas	174	..	172	..	103	..	104	13,600	109	18,500	7
12. Murshidabad	5	..	7	..	7	..	6	..	7	2,675	3
13. Nadia	11	..	11	..	14	..	13	..	14	2,650	1
14. West Dinajpur	10	..	11	..	8	..	10	..	11	2,700	7
15. Malda	1	..	2	..	3	..	3	..	3	..	2
16. Calcutta	161	..	104	..	148	..	146	27,200	164	1,88,476	110+17
	516	..	488	..	450	..	427	59,700	505	6,20,186	*248+28**

Note.—*These are old societies organised prior to 1961-62 and received no assistance under the Development Plan. These have ceased to function for various reasons, e.g., lack of working capital, lack of business acumen of the Managing Committee, etc.

**These new societies have received assistance under the Development Schemes but have not yet been able to start functioning mainly due to lack of suitable accommodation.

Statement referred to in reply to clause (b) of unstarred question No. 99.

STATEMENT II

Pattern of assistance available to different types of Consumers' Co-operative Stores under the Development Schemes

Under the State Plan Scheme

To each Primary Store

1. Share capital contribution by Government on matching basis.	Rs. 2,500	..	....
2. Managerial expenses	Up to Rs. 1,800	..	Spread over a period of three years.

Under the Centrally Sponsored Scheme

To each Wholesale Store

1. Share capital contribution by Government ..	Rs. 1 lakh	..	On matching basis with the subscribed share capital.
2. Cash credit accommodation	Rs. 2 lakhs	..	....
3. Assistance for godowns, purchase of trucks and equipment	Rs. 1 lakh	..	75 per cent. loan and 25 per cent grant.
4. Managerial and rent subsidy	Rs. 10,000	..	Spread over a period of 3 to 5 years.

To each Primary Store

1. Share capital contribution by Government	Rs. 2,500	..	On matching basis with the paid-up share capital.
2. Managerial and rent subsidy	Rs. 2,000	..	Spread over a period of 3 to 5 years.

Road construction in Murshidabad district during 1st, 2nd and 3rd Five-Year Plans

100. (Admitted question No. 58.) **Shri Birendra Narayan Roy:** পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মুর্শিদাবাদ জেলায় কোন্ কোন্ রাস্তা নির্মাণের জন্য কত টাকা ব্যয় হইয়াছে;

(খ) তৃতীয় পরিকল্পনায় উক্ত জেলায় কোন্ কোন্ রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব আছে; এবং

(গ) উহাদের কোন্‌টির জন্য কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছে?

The Minister for Public Works (Roads):

(ক) সমস্ত বিবরণসহ ১ নং তালিকা দেওয়া হইল।

(খ) ও (গ) সমস্ত বিবরণসহ ২ নং তালিকা দেওয়া হইল।

Statement referred to in reply to unstarred question No. 100

STATEMENT No. 1

Serial No.	Name of Roads.	Expenditure during 1st Five-Year Plan.	Expenditure during 2nd Five-Year Plan.	Total Expenditure of columns 3 and 4.
1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
	WORKS TAKEN UP IN 1ST FIVE-YEAR PLAN PERIOD			
	State Highways			
1	Imp. to Plassey-Berhampore-Radharghat-Kandi Road.	49,38,862	−47,636	48,91,226
2	Imp. to Raghunathganj-Lalgola Bhagwangola-Berhampore Road.	41,18,563	2,15,826	43,34,389
	Major District Road.			
3	Imp. to Islampore-Raninagar-Katlamari Road.	19,67,849	69,256	20,37,105
4	Imp. to Karimpore Jallangi Road ..	2,63,197	−27,044	2,36,153
5	Imp. to Domkal-Garaimari Road ..	6,14,874	2,67,566	8,82,440
6.	Imp. to Beldanga Amtala-Patikabari Road	16,79,995	4,21,969	21,01,964
7	Imp. to Kuli-Moregram Road	2,56,099	1,12,874	3,68,973
8	Upgrading Beldanga-Amtala-Patikabari Road	5,29,036	9,14,741	14,43,777
	Other District Road			
9	Imp. to Bhagwangola-Akhriganj Road ..	7,08,210	3,07,762	10,15,972
	Village Road			
10	Imp. to Kandi Panchthupi Road	6,44,289	11,994	6,56,283
11	Imp. to Kandi Bharatpur Road	1,45,490	1,947	1,47,437
12	Imp. to Panchthupi-Barwan Road ..	1,10,423	64,666	1,75,089
13	Imp. to Bharatpur-Salar Road	3,01,427	2,66,346	5,67,773
14	Imp. to Temp. connection Road from Nimtita Rly. Station to 13th mile of N. H. 34.	79,306	1,66,372	2,45,678
	Bus Route Road			
15	Imp. to Azimganj-Jiaganj Feeder Road ..	60,197	..	60,197
	Municipal Link Road			
16	Imp. to Link Road from Berhampore town to N. H. 34.	1,25,090	..	1,25,090
	WORKS TAKEN DURING 2ND FIVE-YEAR PLAN PERIOD			
	Major District Road			
17	Imp. to Panchgram-Nabagran Lalbagh Road	..	11,6[illegible]	11,60,959
18	Imp. to Berhampore-Hariharpara-Amtala Road.	..	13,38,572	13,38,572

Serial No.	Name of Roads.	Expenditure during 1st Five-Year Plan.	Expenditure during 2nd Five-Year Plan.	Total Expenditure of columns 3 and 4.
1	2	3	4	5
			Rs.	Rs.
19	Imp. to Kuli-Barwan-Gramsalika Road ..	..	2,06,459	2,06,459
20	Imp. to Akheriganj-Katlamari Road ..	..	25,552	25,552
21	Imp. to Sherpur-Bishnupur Road ..	..	20,002	20,002
22	Imp. to Raghunathganj-Mitrapur Road ..	..	3,84,820	3,84,820
23	Imp. to Simulia-Salar Kagram Road ..	..	50,976	50,976
24	Imp. to Municipal Link Road at Kandi ..	..	1,22,926	1,22,926
25	Imp. to Link Road to Rly. Stn. in the Dist. of Murshidabad.	..	3,87,438	3,87,438
26	Imp. to Bharatpur L. Lanahaghat Road ..	..	..	..
27	Imp. to Jibanti-Sherpur Road	..	2,85,088	2,85,088
28	Imp. to Bhagwangola Lalgola Road ..	..	2,15,166	2,15,166
29	Imp. to Sagardighi-Maniggram-Gankar Raghunathganj Road.	..	4,59,682	4,59,682
30	Imp. to Salika-Panuti Road	..	50,017	50,017
31	Imp. to Ramnagar-Bazarsahu-Chowrigacha Khagraghat Road.	..	5,00,040	5,00,040
32	Imp. to Krishnagar-Debipur-Jalangi Road ..	..	1,85,071	1,85,071
33	Imp. to Mitrapur-Murarai Road	..	2,06,078	2,06,078
34	Imp. to Curzon Road connecting Berhampore-Murshidabad Municipality.	..	1,79,844	1,79,844
	Village Road.			
35	Upgrading Kandi-Bharatpur Road ..	.	3,57,768	3,57,768
36	Imp. to Khargram-Paruha Road . ..	..	68,430	68,430
37	Imp. to Link Road from Sagardighi to N. H. 34	..	42,804	42,804
38	Constn. of Link Road from 5th mile of Simulia-Salar Kagram Road to Bharatpur-Salar V. R. *via* Salar Rly. Station.	..	1,06,990	1,06,990
	Short Distance Feeder Road.			
39	Imp. to Link Road between Raghunathganj-Dhulian Sec. of N. H. 34 of the 15th mile and Dhulian-Pakur Road at 4th mile.	..	1,05,128	1,05,128
40	Imp. to Link Road from Tenya Rly. Stn. to Tenya Health Centre.	..	1,999	1,999
41	Imp. of the Link Road from Nimtita-Suti Road to Nimtitaghat.	..	11,703	11,703
42	Imp. of the Link Road from Bharatpur P.S. to Bharatpur Bazar.	..	11,002	11,002
43	Imp. of the connecting Road from Kandi-Bharatpur V. R. and C.D.P. Road from Kalitala to Jalan Health Centre.	..	60,000	60,000
	State Highways			
44	Imp. to Nalhati-Moregram Road	..	3,96,888	3,96,888

STATEMENT No. 2

Reply to portion (kha) of the A. G. No. 58. *Reply to portion (ga) of the A. G. No. 58*

Serial No.	Names of roads and bridges provided in the Third Five-Year Road Development Programme	Plan provision (Rs. in lakhs)
1	2	3
1	Upgrading Panchgram-Nabagram-Lalbag Road and protective works	4·50
2	Upgrading Akheriganj-Katlamari Road	10·00
3	Upgrading Balarampur-Hariharpara-Amtala Road	2·50
4	Upgrading Ran nagar-Bazarshahu-Chowrigacha-Khagraghat Road ..	18·00
5	Upgrading Salika-Panuti Road	4·00
6	Upgrading Sherpur-Vishnupur Road	5·00
7	Upgrading Khargram-Parulia Section of Khargram-Ran purhat Road.	3·50
8	Upgrading the road from Sagardighi to N. H. 34	1·50
9	Upgrading Jibanti-Sherpur Road	4·50
10	Upgrading Sagardighi-Manigram-Gankar-Raghunathganj Road ..	3·00
11	Upgrading Simulia-Salar-Kagram Road	4·75
12	Bridges over two streams of Mayurakshi Canal on Kandi-Bharatpur Road.	8·00
13	Bridges over Beel Bashua on Panchagram-Nabagram Road ..	5·00
14	Major bridges on Kuli-Moregram Road (additional amount required for [illegible] waterways).	4·50
15	Gramsalika-Majhpur Road (up to district Border)	11·00
16	Kanupur-Basutali via Ajagarpara (excluding bridges over the Pagla)	18·00
17	Chiruti R. S. actually from Chandpara to Gokarna	9·00
18	Road from 4th mile of Berhampore-Bhagwangola Road to opposite bank of river Bhairab at Mohonpur.	15·00
19	Extension of Beldanga-Majjampur Road up to Chardnar ferryghat on the Bhagirathi river including upgrading of Beldanga-Majjampur Road.	4·00
20	Road from Bhowanipur (on Bhagwangola-Lalgola Road) to Rajarampur.	7·00

Students belonging to Muslim and other minority communities in the State Medical College

101. (Admitted question No. 37.) **Dr. GALAM YAZDANI:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state—

(a) total number of male and women students who applied for admission in each Government Medical College of the State in the last two years;

(b) how many of them applied from (i) Calcutta, (ii) each district of the State, and (iii) outside the State;

(c) how many of such applicants were (i) Muslims, (ii) Christians, and (iii) from other minority communities; and

(d) how many of the applicants from each group of above categories mentioned in clause (c) were (i) granted interview, and (ii) finally admitted?

The Minister for Health: (a) Statement I laid on the Table.

(b) Statement II laid on the Table.

(c) Statement III laid on the Table.

(d) Statement IV laid on the Table.

Statement referred to in reply to unstarred question No. 101.

STATEMENT I

(a) Number of male and female applicants in State Medical College.

Name of the College.	M.B.B.S. Course					
	1962-63			1963-64		
	Applications received from			Applications received from		
	Male.	Female.	Total.	Male.	Female.	Total.
(i) Medical College, Calcutta	393	49	442	334	42	376
(ii) Nilratan Sircar Medical College, Calcutta	488	63	551	316	49	365
(iii) R. G. Kar Medical College, Calcutta	553	65	618	333	52	385
(iv) Bankura Sammilani Medical College, Bankura	221	9	230	197	8	205

Name of the College.	Pre-Medical Course					
	1962-63			1963-64		
	Applications received from			Applications received from		
	Male.	Female.	Total.	Male.	Female.	Total.
(i) Medical College, Calcutta	531	174	705	641	248	889
(ii) Nilratan Sircar Medical College, Calcutta	603	183	786	658	264	922
(iii) R. G. Kar Medical College, Calcutta	647	168	815	836	211	1,047
(iv) Bankura Sammilani Medical College, Bankura	181	7	188	393	23	416

STATEMENT II

(b) Numbers of applications received from Calcutta, other districts of the State and from outside the State :

Name of district, etc.	Medical College, Calcutta 1962-63 M.B.B.S. Course.	Medical College, Calcutta 1962-63 Pre-Medl. Course.	Medical College, Calcutta 1963-64 M.B.B.S. Course.	Medical College, Calcutta 1963-64 Pre-Medl. Course.	Nilratan Sircar Medical College 1962-63 M.B.B.S. Course.	Nilratan Sircar Medical College 1962-63 Pre-Medl. Course.	Nilratan Sircar Medical College 1963-64 M.B.B.S. Course.	Nilratan Sircar Medical College 1963-64 Pre-Medl. Course.
Calcutta	105	138	73	235	118	152	75	248
24-Parganas	80	111	80	141	109	140	80	70
Hooghly	60	70	32	65	57	79	41	89
Howrah	40	62	40	79	51	72	32	101
Midnapore	40	69	34	88	51	80	28	105
Burdwan	35	48	24	51	44	60	30	67
Bankura	9	26	12	16	17	33	13	25
Purulia	10	14	6	14	16	14	3	17
Birbhum	9	20	15	28	19	25	12	32
West Dinajpur	5	10	5	12	5	12	4	12
Jalpaiguri	6	14	7	10	7	13	6	14
Darjeeling	4	11	6	10	7	11	5	9
Cooch Behar	4	9	3	7	6	9	1	7
Malda	6	11	5	23	8	11	2	24
Nadia	17	44	18	50	18	45	12	61
Murshidabad	11	26	14	33	18	30	17	41
Outside the State	1	22	2	27	..	..	4	..

Name of district, etc.	R. G. Kar Medical College				Bankura Sammilani Medical College, Bankura			
	1962-63		1963-64		1962-63		1963-64	
	M.B.B.S. Course.	Pre-Medl. Course.	M.B.B.S. Course.	Pre-Medl. Course.	M.B.B.S. Course.	Pre-Medl. Course.	M.B.B.S. Course.	Pre-Medl. Curse.
Calcutta	123	172	83	242	32	13	27	18
24-Parganas	142	130	92	183	18	8	12	24
Hooghly	60	77	32	97	13	13	16	23
Howrah	59	71	46	93	13	3	11	23
Midnapore	58	90	39	118	26	20	16	60
Burdwan	50	58	35	75	32	32	35	80
Bankura	23	34	9	23	39	54	39	88
Purulia	15	14	2	17	17	23	17	42
Birbhum	14	23	12	38		11	7	27
West Dinajpur	5	15	3	[illegible]	...	...	1	1
Jalpaiguri	8	13	6	15	2	1	1	1
Darjeeling	4	11	5	10	...	...	1	2
Cooch Behar	5	7	...	8	2	...	1	3
Malda	9	10	3	19	1	2	1	2
Nadia	20	42	11	60	2	1	4	5
Murshidabad	13	32	15	40	4	1	1	3
Outside the State	10	7	2	...	21	6	15	14

STATEMENT III

(c) Numbers of applications from Muslims, Christians and other minority Communities

Name of the College	M.B.B.S. Course.* 1962-63 Applications received from			1963-64 Applications received from		
	Muslims.	Christians.	Other minority communities	Muslims.	Christians.	Other minority communities
(i) Medical College, Calcutta	[illegible]	Nil	3	6	Nil	Nil
(ii) Nilratan Sircar Medical College, Calcutta	30	6	Nil	19	Nil	Nil
(iii) R. G. Kar Medical College, Calcutta	6	Nil	1	16	1	3
(iv) Bankura Sammilani Medical College, Bankura	7	1	8	7	Nil	8

Name of the College.	Pre-Medical Course. 1962-63 Applications received from			1963-64 Applications received from		
	Muslims	Christians	Other minority communities	Muslims	Christians	Other minority communities
(i) Medical College, Calcutta	6	1	2	12	5	Nil
(ii) Nilratan Sircar Medical College, Calcutta	35	1	Nil	67	4	Nil
(iii) R. G. Kar Medial College, Calcutta	29	1	Nil	43	6	Nil
(iv) Bankura Sammilani Medical College, Bankura	1	Nil	10	11	Nil	18

STATEMENT IV

(d) (i) Numbers of candidates granted interview :

Name of the College	M.B.B.S. Course					
	1962-63			1963-64		
	Muslims	Christians	Other minority communities	Muslims	Christians	Other minority communities
(i) Medical College, Calcutta	Nil	Nil	Nil	1	Nil	Nil
(ii) Nilratan Sircar Medical College, Calcutta	4	3	Nil	2	1	Nil
(iii) R. G. Kar Medial College, Calcutta	6	Nil	2	8	Nil	2
(iv) Bankura Sammilani Medical College, Bankura	4	Nil	6	1	Nil	3
(ii) Numbers of candidates finally admitted :						
(i) Medical College, Calcutta	Nil	Nil	Nil	1	Nil	Nil
(ii) Nilratan Sircar Medical College, Calcutta	4	3	Nil	2	1	Nil
(iii) R. G. Kar Medical College, Calcutta	Nil	Nil	2	2	Nil	Nil
(iv) Bankura Sammilani Medical College, Bankura	1	Nil	4	1 (Selected but did not turn up for admission.)	Nil	1

(d) (i) Numbers of candidates granted interview :—*concld.*

Name of the College	Pre-Medical Course 1962-63 Muslims	Christians	Other minority communities	1963-64 Muslims	Christians	Other minority communities
(i) Medical College, Calcutta	1	1	1	3	1	Nil
(ii) Nilratan Sircar Medical College, Calcutta	6	1	Nil	6	1	Nil
(iii) R. G. Kar Medical College, Calcutta	20	1	Nil	28	3	Nil
(iv) Bankura Sammilani Medical College, Bankura ..	1	Nil	8	9	Nil	12

(ii) Numbers of candidates finally admitted :—*concld.*

Name of the College	1962-63 Muslims	Christians	Other minority communities	1963-64 Muslims	Christians	Other minority communities
(i) Medical College, Calcutta	1	1	1	3	1	Nil
(ii) Nilratan Sircar Medical College, Calcutta . ..	6	1	Nil	6	1	Nil
(iii) R. G. Kar Medical College, Calcutta . . .	3	1	Nil	4	1	Nil
(iv) Bankura Sammilani Medical College, Bankura .. .	Nil	Nil	4	Nil	Nil	4

Supply of food articles in different Jails

102. (Admitted question No. 39.) **Shri Mrigendra Nath Bhattacharyya:** স্বরাষ্ট্র (জেল) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬১-৬২, ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য মেদিনীপুর, আলিপুর, প্রেসিডেন্সি, দমদম এবং বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের টেন্ডার কত ছিল—

(১) চাল—(/) সরু, (৵) মাঝারি, (৶) মোটা ;

(২) ডাল—(/) মসুর, (৵) মুগ, (৶) ছোলা, (।) মটর, (।/) অড়হর, (।৵) বিউলি ;

(৩) আটা এবং গম;

(৪) পাঁউরুটী;

(৫) মাছ;

(৬) মাংস;

(৭) ডিম;

(৮) আলু-(/) নৈনিতাল, (৵) দেশী:

(খ) ইহা কি সত্য যে, জেলে যে ডাল সরবরাহ করা হয় তাহার অধিকাংশ ডালই প্রায় সিদ্ধ হয় না; এবং

(গ) সত্য হইলে এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

The Minister for Home (Jails):

(Ka). The contract rates accepted by the Government for supplying the following articles for consumption by the prisoners in the Presidency Jail, Alipore Central Jail, Dum Dum Central Jail, Berhampore Central Jail and Midnapore Central Jail during the years 1961, 1962 and 1963 are as per the following. It may be stated that tenders are invited twice every calendar year in the jails except in the case of pulses and rice (vide Note below). Hence figures according to calendar years have been given.

Note.—Purchase of pulses and rice are arranged by calling for tenders once during the hervesting season. Purchase of other articles is made half-yearly with a view to (a) prevent speculation in prices, and (b) through open the tenders even to small delears so as to attract competitive prices.]

	1961	1962	1963
1. Rice	*Fine Rice*		
	Rs. nP	Rs. nP	Rs. nP
Presidency Jail .	59 50 per qt	67 79 per qt.	70 06 per qt
Alipore Central Jail	22 23 per md	67 79 per qt	70.06 per qt
Dum Dum Central Jail	22 31 per md	67 79 per qt	70 06 per qt.
Berhampore Central Jail	61 15 per qt	67 73 per qt	Not available
Midnapore Central Jail	Not available	67 62 per qt	No demand in the Jail
	Medium rice		
Presidency Jail .	57 57 per qt.	61 06 per qt	70.81 per qt
Alipore Central Jail .	58.06 per qt.	61 06 per qt	55 06 per qt.
Dum Dum Central Jail	21.09 per md	61 66 per qt.	70.81 per qt.
Midnapore Central Jail	51 66 per qt	61 60 per qt	55 17 per qt
Berhampore Central Jail	55 10 per qt.	62 68 per qt	55 22 per qt

(Coarse rice is not purchased for these jails. The supplies are received from the Food Department)

	1961.	1962.	1963.
2. Pulses.	*Musur.*		
	Rs. nP.	Rs. nP.	Rs. nP.
Presidency Jail ..	37.75 per qt.	43.16 per qt.	43.28 per qt.
Alipore Central Jail ..	14.09 per md.	16.11 per md.	43.28 per qt.
Dum Dum Central Jail ..	14.09 per md.	16.11 per md.	4.328 per qt.
Berhampore Central Jail	40.21 per qt.	59.00 per qt.	44.91 per qt.
Midnapore Central Jail ..	40.12 per qt.	44.70 per qt.	46.09 per qt.
	Gram		
Presidency Jail ..	38.18 per qt.	41.29 per qt.	41.91 per qt.
Alipore Central Jail ..	14.25 per md.	15.41 per md.	41.91 per qt.
Dum Dum Central Jail ..	14.75 per md.	15.41 per md.	42.58 per qt.
Berhampore Central Jail	40.18 per qt.	41.64 per qt.	44.21 per qt.
Midnapore Central Jail ..	41 41 per qt.	42.77 per qt.	48.98 per qt.
	Arhar.		
Presidency Jail .	44.18 per qt.	43.97 per qt.	48.78 per qt
Alipore Central Jail ..	16.61 per md.	16.41 per md.	48.78 per qt.
Dum Dum Central Jail .	15.73 per md.	16.61 per md	48 78 per qt.
Berhampore Central Jail	40.40 per qt.	63 95 per qt.	Not available.
Midnapore Central Jail ..	46.31 per qt.	46.02 per qt.	51.46 per qt.
	Mattar		
Presidency Jail ..	37.21 per qt	37.43 per qt	38.85 per qt.
Aoipore Central Jail ..	13.89 per md.	13.97 per md.	38 97 per qt.
Dum Dum Central Jail ..	14.51 per md.	15.41 per md	38.85 per qt.
Berhampore Central Jail	41.21 per qt	49 25 per qt	40.51 per qt.
Midnapore Central Jail ..	15 11 per md.	42.51 per qt	42.61 per qt.
	Kalai.		
Presidency Jail ..	45.39 per qt.	56.45 per qt.	57.43 per qt.
Berhampore Central Jail	60.78 per qt.	66.18 per qt.	Not available
Midnapore Central Jail ..	51.44 per qt.	55.99 per qt.	61.34 per qt.

Alipore and Dum Dum Central Jails—No demand.

(Pulses are ground into Dals in Jails in respect of the above 5 varieties of pulses).

	1-1-61 to 30-6-61 Rs. nP.	1-7-61 to 31-12-61 Rs. nP.	1-1-62 to 30-6-62 Rs. nP.	1-7-62 to 31-12-62 Rs. nP.	1-1-63 to 30-6-63 Rs. nP.	1-7-63 to 31-12-63 Rs. nP.
*Mug Dal**						
Presidency Jail	58.51 per qt.	71.56 per qt.	65.59 per qt.	65.61 per qt.	48.23 per qt.	60.60 per qt.
Alipore Central Jail ..	21.84 per md.	24.99 per md.	24.48 per md.	24.41 per md.	48.23 per qr.	59.59 per qt.
Dum dum Central Jail ..	21.84 per md.	26.91 per qt	24.48 per md.	70.20 per md.	48.56 per qt.	59.69 per qt.
Berhampore Central Jail .	67.18 per qt.	76.32 per qt	64.67 per qt	77.70 per qt.	73.68 per qt.	73.49 per qt.
Midnapore Central Jail .	29.56 per md.	28.96 per md	26.48 per md	31.39 per md.	77.53 per qt.	79.00 per qt.

*(As the requirement of *Mug Dal* is low, it is economical to purchase this *Dal* from outside rather than grind such pulse into the *Dal*.)

3. Wheat

	1-1-61 to 30-6-61	1-7-61 to 31-12-61	1-1-62 to 30-6-62	1-7-62 to 31-12-62	1-1-63 to 30-6-63	1-7-63 to 31-12-63
Presidency Jail . ..	37.51 per qt.	37.51 per qt.	37.51 per qt	37.51 pet qt.	37.51 per qt.	*37.51 per qt.
Alipore Central Jail ..	37.51 per qt.	37.51 per qt.	37.51 per qt.	37.51 per qt.	37.51 pot qt.	37.51 pot qt.
Dum Dum Central Jail .	37.51 per qt.	37.51 per qt.	37.51 per qt	37.51 per qt	37.51 per t.	37.51 per qt.
Berhampore Cental Jail .	41.89 per qt	42.05 per qt.	41.87 per qt	41.69 per qt.	41.69 per qt.	41.69 per qt.
Midnapore Central Jail ..	41.47 per qt	41.47 per qt	41.63 per qt.	41.69 per qt.	41.69 per qt.	41.69 per qt.

(Atta is not purchased in the Jails which is procured by grinding wheat purchased from Food Department and ground within the Jails.)

4. Bread

	1-1-61 to 30-6-61	1-7-61 to 31-12-61	1-1-62 to 30-6-62	1-7-62 to 31-12-62	1-1-63 to 30-6-63	1-7-63 to 31-12-63
Presidency Jail	65.91 per qt.	61.51 per qt.	59.32 per qt	51.51 per qt.	61.75 per qt.	52.00 per qt.
Alipore Central Jai ..	00.30 per lb.	00.28 per lb	00.27 per lb.	00.28 per bl.	61.75 per qt.	62.00 per qt.
Dum Dum Central Jail ..	00.30 per lb.	00.28 per lb.	00.27 per lb.	00.28 per lb.	61.75 per qt.	62.00 per qt.
Berhampore Central Jail ..	66.21 per qt.	61.45 per qt.	58.08 per qt.	58.08 per qt.	64.30 per qt.	64.24 per qt.
Midnapore Central Jail ..	78.54 per qt.	75.87 per qt.	64.74 per qt.	73.65 per qt.	75.00 per qt.	72.00 per qt.

	1-1-61 to 30-6-61 Rs. nP.	1-7-61 to 31-12-61 Rs. nP.	1-1-62 to 30-6-62 Rs nP.	1-7-62 to 31-12-62 Rs. nP.	1-1-63 to 30-6-63 Rs. nP.	1-7-63 to 31-12-63 Rs. nP.
5. Fish						
Presidency Jail ..	210.75 per qt.	262.56 per qt.	244.99 per qt.	288.00 per qt.	241.24 per qt.	272.75 per qt.
Alipore Central Jail	76 42 per md.	83 94 per md.	172.00 per md.	274.00 per qt.	237.47 per qt.	252.00 per qt.
Dum Dum Central Jail	87 00 per md.	98 00 per md.	97.50 per md.	304.00 per qt.	238.00 per qt.	283.00 per qt.
Berhampore Central Jail	216 89 per qt.	262.78 per qt.	283.08 per qt.	316.00 per qt.	297 00 per qt.	287.00 per qt.
Midnapore Central Jail	318.32 per qt	310 30 per qt.	318.32 per qt.	371.83 per qt.	314.00 per qt.	362.00 perqt.
6. Meat						
Presidency Jail ..	254.53 per qt	259.19 per qt.	267.92 per qt.	286.00 per qt.	291.00 per qt.	297.00 per qt.
Alipore Central Jail	101.12 per md.	97.91 per md.	99 86 per md.	283.00 per qt.	291.00 per qr.	298.00 per qt.
Dum Dum Central Jail	94.00 per md	100 00 per md.	102 00 per md.	125.00 per md.	375. 00 per qt.	315.00 per qt.
Berhampore Central Jail	250 67 per qt	242 56 per qt.	267 56 per qt.	294.00 per qt.	288.00 per qt.	291.00 per qt.
Midnapore Central Jail	320 17 per qt	292 86 per qt	342 16 per qt	323.68 per qt.	342.94 pot qt.	361.69 per qt.
7. Egg			*Duck egg*			
Presidency Jail ..	13 28 per 100	14.98 per 100	14.16 per 100	17.00 per 100	17.85 per 100	18.37 per 100
Alipore Central Jail	14.19 per 100	14 98 per 100	14 16 per 100	17.00 per 100	17.43 per 100	17.75 per 100
Berhampore Central Jail	14 87 per 100	14 95 per 100	14 92 per 100	15.82 per 100	15.50 per 100	15.80 per 100
Dum Dum Central Jail	14 87 per 100	19.72 per 100	13.50 per 100	18.00 per 100	18.00 per 100	18.00 per 100
Midnapore Central Jail	16 48 per 100	15 41 per 100	17 68 per 100	16.93 per 100	20 09 per 100	17 34 per 100

	1-1-61 to 30-6-61 Rs nP.	1-7-61 to 31-12-61 Rs. nP	1-1-62 to 30-6-62 Rs nP	1-7-62 to 31-12-62 Rs nP	1-1-63 to 30-6-63 Rs. nP.	1-7-63 to 31-12-63 Rs. nP.
			n egg.			
Presidency Jail ..	14.19 per 100	14 93 per 100	14 16 per 100	16 00 per 100	17 85 per 100	18.37 per 100
Alipore Central Jail	13.28 per 100	14 93 per 100	14 16 per 100	16.00 per 100	16 94 per 100	18.37 per 100
Dum Dum Central Jail.	15.75 per 100	18 70 per 100	14 75 per 100	17 00 per 100	17 00 per 100	18.00 per 100
Berhampore Central Jail	14 87 per 100	14 95 per 100	14.92 per 100	15.98 per 100	15 50 per 100	15.80 per 100
Midnapore Central Jail	14. 8 per 100	15 41 per 100	17 68 per 100	16.93 per 100	20 09 per 100	17.34 per 100
Potatoes	(No mention of any specific variety is made in the tender.)					
Presidency Jail ..	26 12 per qt.	41 34 per qt	30.60 per qt.	44 93 per qt.	30 57 per qt.	41.52 per qt.
Alipore Central Jail	9 75 per md.	15 43 per md.	11 23 per md	43 93 per qt	3 .90 per qt.	41.52 per qt
Dum Dum Central Jail	9 94 per md.	15.65 per md	11 82 per md	8 81 per qt	32 00 per qt	40.90 per qt.
Berhampore Central Jail	22.29 per qt.	4 .89 per qt	26 72 per qt	56.00 per qt.	3 89 per qt.	46.00 per qt.
Midnapore Central Jail	34.57 per qt.	43 95 per qt	37.45 per qt.	58.80 per qt	37 06 per qt.	48.00 per qt.

(খ) এবং (গ)

No. Only in respect of mug dal (which is purchased from outside and not ground from pulses within the Jail), occasional complaints have of late been received in the Dum Dum Central Jail from the D I.Rules detainees about it not boiling properly. The reason appears to have been such Dal not duly kept in the sun for which, however, steps are being taken to set up a platform inside the jail

The C.M.P.O. Project

103. (Admitted question No. 288.) **Shri Kashi Kanta Maitra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Development (C.M.P.O.) Department be pleased to state—

(a) how much total sum was allocated to C.M.P.O. and how much of it has been spent so far; and

(b) if it is a fact that a foreign organisation which undertook to finance the C.M.P.O. Project is withdrawing the promised assistance?

The Minister for Development (C.M.P.O.):

(a)

	Allocation.	Expenditure.
	Rs.	Rs.
1961-62	10,49,200	4,52,560
1962-63	29,00,000	20,67,803
1963-64	25,30,000	10,04,810 (up to 30th September, 1963).

Rural Electrification in Burdwan district

104. (Admitted question No. 246.) **Shri Aswini Roy:**

বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬৩-৬৪ সালে গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ পরিকল্পনার বর্ধমান জেলার জন্য কোনও প্রকল্প আছে কিনা; এবং

(খ) পরিকল্পনা থাকিলে বর্ধমান জেলার কোন্ থানার কোন্ কোন্ গ্রাম উক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এবং

(গ) কত দিনের মধ্যে এই প্রকল্প কার্যকরী করা হইবে?

The Minister for Commerce and Industries:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) বর্ধমান জেলার গালসী থানার এলাকাধীন মানকর গ্রাম উক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(গ) ১৯৬৪ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রকল্প কার্যকরী করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

Board of Army, Navy and Air Forces men in every district in West Bengal

105. (Admitted question No. 222.) **Shri Sanat Kumar Raha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Defence) Department be pleased to state—

(a) if there is any Board for Army, Navy and Air Forces men in every district in West Bengal; and

(b) if the answer to (a) be in the affirmative—

(i) who are the members of the Board for Murshidabad; and

(ii) what is the function of the Board?

The Minister for Home (Defence): (a) There is no Board for each district in West Bengal. There are at present six District Soldiers', Sailors' and Airmen's Boards with Headquarters at Howrah, 24-Parganas, Calcutta, Darjeeling, Midnapore and Burdwan. These cover all the districts in West Bengal as indicated below:—

	Name of the Board.	Headquarters.	Jurisdiction (in districts).
1	S S and A. Board, Calcutta ..	Calcutta ..	Calcutta.
2	D. S. S. and A Board, 24-Parganas.	Alipore, Calcutta ..	24-Parganas.
3	D S S and A. Board, Howrah ..	Howrah	Howrah and Hooghly.
4	D S. S. and A. Board, Darjeeling	Darjeeling ..	Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Behar.
5	D S. S. and A. Board, Midnapore	Midnapore ..	Midnapore, Bankura and Purulia.
6	D S S and A. Board, Burdwan	Burdwan ..	Burdwan, Nadia, Murshidabad, Malda, West Dinajpur and Birbhum.

(b) (i) The district of Murshidabad is within the jurisdiction of the District Soldiers', Sailors' and Airmen's Boards with Headquarters at Burdwan. The members of the Burdwan District Soldiers', Sailors' and Airmen's Board are—

President

(1) District Magistrate, Burdwan.

Members

(2) District Magistrate, Nadia.
(3) District Magistrate, Murshidabad.
(4) District Magistrate, Birbhum.
(5) District Magistrate, Malda.
(6) District Magistrate, West Dinajpur.
(7) Superintendent of Police, Burdwan.
(8) Superintendent of Police, Nadia.
(9) Superintendent of Police, Murshidabad.
(10) Superintendent of Police, Birbhum.
(11) Superintendent of Police, Malda.
(12) Superintendent of Police, West Dinajpur.
(13) Chief Medical Officer, Burdwan
(14) Employment Officer, Burdwan.

(15) Chairman, Burdwan Municipality.
(16) District Inspector of Schools, Burdwan.
(17) Shri Santosh Kumar Bose, Advocate, Bar Association, Burdwan
(18) Lt.-Col. Yadava (retired), Security Officer, IISCO, Burnpur.
(19) Ex-Captain Ananda Moy Moitra, Burdwan.

(ii) The District Soldiers', Sailors' and Airmen's Boards look after the welfare of ex-servicemen and their families and the families of serving soldiers. Different kinds of financial assistance to them are also rendered through these Boards.

M. R. Shops and prices of rice in West Bengal

106. (Admitted question No. 271.) **Shri Gour Chandra Kundu:** খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গে গত ছয় মাসে সরকারী এম আর সপ মারফত কত চাউল সরবরাহ করা হইয়াছে;

(খ) পশ্চিমবঙ্গে রেশন কার্ড-হোল্ডারের সংখ্যা কত;

(গ) গত ছয় মাসে উড়িষ্যা ও বিহার হইতে সরকারীসূত্রে কত চাউল পশ্চিমবঙ্গে আনা হইয়াছে এবং তাহার দর কত;

(ঘ) গত ছয় মাসে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে কত চাউল পাঠাইয়াছেন;

(ঙ) গত ছয় মাসে পশ্চিমবঙ্গে চাউলের বাজার দর গড়পড়তা কত ছিল এবং বর্তমানে কত

(চ) এ বৎসর ধান ও চাউলের দাম বাঁধিয়া দিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা

(ছ) কৃষকদের নিকট হইতে ধান খরিদ করিয়া সরকারী ভাণ্ডারে মজুত করিবার কোন পরিকল্পনা আছে কি;

(জ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে চাউলের রিজার্ভ স্টক রাখিবার কোনও পরিকল্পনা করা হইয়াছে কি; এবং

(ঝ) এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে চাউলের উৎপাদন কত হইয়াছে?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) গত জুন হইতে গত নবেম্বর পর্যন্ত মডিফায়েড রেশনিং ও ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফৎ চাউল সরবরাহের পরিমাণ—

কলিকাতা ও তৎসলগ্ন শিল্পাঞ্চল—৫৮·৬ হাজার মেট্রিক টন।
রাজ্যের অন্যান্য এলাকা—৯৭·৭ হাজার মেট্রিক টন।

(খ) কলিকাতা ও তৎসলগ্ন শিল্পাঞ্চল—৯,৪৬,৩২২ হাজার মেট্রিক টন।
রাজ্যের অন্যান্য এলাকা—২২,৯২,২৪০ হাজার মেট্রিক টন।

(গ) গত ছয় মাসে উড়িষ্যা কিংবা বিহার হইতে রাজ্যসরকার চাউল আমদানি করেন নাই। সেই কারণ উহার মূল্যেরও কোন প্রশ্ন উঠে না।

(ঘ) গত জুন হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক চাউল বরাদ্দের পরিমাণ ১,৭১,৫৪৪ মেট্রিক টন।

(ঙ) প্রয়োজনীয় বিবৃতি এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(চ) বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

(ছ) বর্তমানে এরূপ কোনও পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

(জ) বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন।

(ঝ) এ বিষয়ে সঠিক কোন তথ্য পেশ করা বর্তমানে সম্ভব নহে।

Statement referred to in reply to clause (Uma) of unstarred question No. 106

Average retail market prices of common rice in West Bengal

Months.	Price in rupees per Kilogram.
June, 1963	0.80
July, 1963	0.83
August, 1963	0.84
September, 1963	0.87
October, 1963	0.94
November, 1963	0.87
December (18-12-63)	0.71

West Bengal State Warehousing Corporation

107. (Admitted question No. 175.) **Shri Aswini Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(a) whether in the State of West Bengal, West Bengal State Warehousing Corporation was formed;

(b) if so, the date of commencement of the said Corporation;

(c) total capital invested as was in November, 1963; and

(d) names of the Director or the Managing Committee of the said Corporation?

The Minister of State for Agriculture: (a) Yes.

(b) 20th March, 1958.

(c) Rs. 46 lakhs.

(d) A list is appended.

Statement referred to in reply to clause (d) of unstarred question No. 107

List showing the Directors of the Board of Directors of the West Bengal State Warehousing Corporation

(1) Shri S. B. Dutta, Chairman of the Board.

(2) Shri Byomkesh Majumder.

(3) Shri D. N. Bhattacharyya.

(4) Shri L. N. Hazra.

(5) Secretary to the Government of West Bengal, Department of Food and Supplies.

(6) Shri P. C. Banerji, I.A.S., Managing Director, West Bengal State Warehousing Corporation, 45 Ganesh Chandra Avenue.

(7) Deputy Chief Officer, Agricultural Credit Department, Reserve Bank of India, Calcutta (ex-officio).

(8) Deputy Secretary and Treasurer, State Bank of India, Bengal Circle (ex-officio), Calcutta.

(9) Regional Director (Food), Eastern Region, Ministry of Food and Agriculture, Department of Food, Government of India.

(10) Registrar, Co-operative Societies, West Bengal (ex-officio).

(11) Shri N. C. Ray, Additional Director of Agriculture (Marketing).

Tubewells in Vidyanandapur Union Board, Asansol subdivision

108. (Admitted question No. 180.)

Shri Aswini Roy:

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্ধমান জেলায় আসানসোল মহকুমায়, হীরাপুর থানায় বিদ্যানন্দপুর ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় গত পাঁচ বৎসরের সরকারী ব্যয়ে নির্মিত কূপ ও নলকূপের সংখ্যা; এবং

(খ) ১৯৬৩-৬৪ সালে উক্ত ইউনিয়নে পানীয় জলের জন্য কোনও প্রকল্প থাকিলে তাহার বিবরণ?

The Minister for Health:

(ক) উক্ত ইউনিয়নে নলকূপ খনন করা যায় না। গত পাঁচ বৎসরে সেখানে ১১টি কূপ নির্মাণ করা হইয়াছে এবং আরও ২টি কূপের নির্মাণকার্য চলিতেছে।

(খ) প্রতিবৎসরই রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম-এর অধীন বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ-সাপেক্ষ প্রতি ৪০০ জনে ১টি ও প্রতি গ্রামে অন্তত ১টি জল উৎস স্থাপনের প্রচলিত নীতি অনুযায়ী জলাভাবগ্রস্থ অঞ্চলে নতুন জল-উৎস স্থাপন বা অকেজো জল-উৎস পুনস্থাপন করা হয়। উক্ত নিয়মানুযায়ী বর্তমান বৎসরে সমগ্র বর্ধমান জেলায় ৪০টি নতুন জল-উৎস নির্মাণ এবং ৬০টি অকেজো জল-উৎস পুনর্নির্মাণ সরকার কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে। স্থানীয় জেলা-শাসক প্রয়োজনানুসারে জেলা স্বাস্থ্য পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে বিভিন্ন এলাকায় উক্ত জল-উৎসগুলি বন্টনের ব্যবস্থা করিবেন।

Medical treatment for the Government employees

109. (Admitted question No. 116.)

Shri Sudhir Chandra Das:

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি সরকারী কর্মচারীগণের চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার জন্য 'পে-কমিটি'র সুপারিশ কার্যকরী করিবার কি ব্যবস্থা হইতেছে?

The Minister for Health:

রাজ্য-সরকারের কর্মচারীগণের চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে 'পে-কমিটি'র সুপারিশ স্বাস্থ্য দপ্তরে যথাযোগ্য বিবেচনা করা হইয়াছে এবং এই বিষয়ে একটি প্রকল্প ও আনুষাঙ্গিক নিয়মাবলীর খসড়া রচনা করা হইয়াছে। প্রকল্পটির আর্থিক তাৎপর্য এখন সরকারের বিবেচনাধীন। যত শীঘ্র সম্ভব এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

Subsidiary Health Centre under Binpur police-station, Midnapore

110. (Admitted question No. 141.) **Shri Kashi Kanta Maitra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that a big building was constructed at Udalchha under Binpur thana in the district of Midnapore for a subsidiary health centre;

(b) if so, at what cost the building was constructed and how much time it took to complete the construction;

(c) if it is a fact that the said building has been abandoned and the proposed health centre has not been constructed; and

(d) if so, how this building is being utilised now?

The Minister for Health: (a) Yes.

(b) Rs. 54,626; one and half years.

(c) and (d) No, the building has not been abandoned. The health centre could not be opened due to difficulty in finding a perennial source of water in the immediate neighbourhood.

Cause of outbreak of Cholera in the districts of Murshidabad, Malda, etc.

111. (Admitted question No. 201.) **Shri Sanat Kumar Raha:**

স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬৩ সালে অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বরে যে কলেরা অথবা পেটের অসুখ মুর্শিদাবাদ, মালদা প্রভৃতি জেলায় দেখা যায় তাহার কারণ সরকার নির্ণয় করিয়াছেন কিনা;

(খ) উক্ত সময়ে ঐ রোগে ঐ দুই জেলায় কত লোক মারা যায়; এবং

(গ) এই রোগ প্রতিরোধের জন্য সরকার হইতে কি কি ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছিল এবং বর্তমানে কি কি ব্যবস্থা চলিতেছে?

The Minister for Health:

(ক) নদীর জল দূষিত হওয়াই অসময়ে ঐ রোগ বিস্তারের মুখ্য কারণ বলিয়া মনে হয়। তবে এ বিষয়ে সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। তাহাদের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই।

(খ) গত অক্টোবর মাস হইতে ১৪-১২-৬৩ পর্যন্ত ঐ দুই জেলায় মোট ৮০৭ জন মারা যায়।

(গ) বিবরণী উপস্থাপিত হইল।

Statement referred to in reply to clause (ga) of unstarred question No. 111.

গত ১৯এ অক্টোবর প্রথম কলেরা মহামারী সংবাদ পাওয়ার সংগে সংগেই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিক নির্দেশমত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। স্বাস্থ্যকৃত্যক অধিকার মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন স্বাস্থ্যকর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রথমে একজন প্রবীণ মহামারী বিশেষজ্ঞ ও একজন অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে তিনটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সংস্থা ও সাত জন স্বাস্থ্য সহকারীকে উপযুক্ত ঔষধাদি সহ মুর্শিদাবাদে পাঠান। পরে আরও আটটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সংস্থা পাঁচজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও ৫০ জন স্বাস্থ্য সহকারীকে বিভিন্ন জেলা হইতে মুর্শিদাবাদে মোতায়েন করা হয়। উপরন্তু [illegible] প্রায় সমস্ত প্রবীণ স্বাস্থ্য-কর্মী এমনকি স্বাস্থ্য কৃত্যক অধিকর্তা মহাশয় পর্যন্ত উপদ্রুত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন। উপদ্রুত অঞ্চলের প্রতিটি থানার জন্য এক একজন অভিজ্ঞ কর্মীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যাপকভাবে প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য জিয়াগঞ্জ পৌর এলাকায়, বেলডাংগা থানার শক্তিপুরে ও নওদা থানার পাটকাবাড়ী অঞ্চলে তিনটি জরুরী অস্থায়ী হাসপাতাল খোলা হয়। আরো দুইটি অঞ্চলে ঐ রূপ দুইটি হাসপাতাল খোলার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এই জেলার ৪৬টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২৮টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সংস্থা ও ২২৬ জন স্বাস্থ্য সহকারী একযোগে কলেরা মহামারী নিয়ন্ত্রণকল্পে নিযুক্ত ছিল।

নদীর জল ব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকার ১০০টি জরুরী নলকূপ খনন করার ব্যবস্থা করেন। স্বাস্থ্য কর্মীরাও অন্যান্য প্রতিষেধক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কূপ ও পুষ্করিণী পরিশোধনের ব্যাপক বন্দোবস্ত করেন।

অবস্থা আয়ত্তে আসায় অতিরিক্ত স্বাস্থ্য কর্মীরা এখন ফিরিয়া আসিতেছেন এবং জেলার স্বাস্থ্যাধিকর্তা স্বীয় স্বাস্থ্য কর্মীদের সাহায্যে প্রতিষেধক ব্যবস্থা চালাইয়া যাইতেছেন।

মালদহ জেলাতেও ৫টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সংস্থা ও ১৫ জন স্বাস্থ্য সহকারী একজন প্রবীণ মহামারী বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে পাঠানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান, হাওড়া, নদীয়া, হুগলী ও কলিকাতার স্বাস্থ্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে সতর্ক করা হয়। মালদহ ও নদীয়া জেলাতেও ৫০টি করিয়া জরুরী নলকূপ খনন করার ব্যবস্থা করা হয়।

Non-receipt of salaries of health assistants, etc., of Public Health Department in Murshidabad district

112. (Admitted question No. 237.) **Shri Nikhil Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the health assistants and some other employees of the Public Health Department in Murshidabad district have not yet received salaries according to the Government scales of pay fixed for the period of one and a half years from January, 1959; and

(b) if so, the reasons thereof?

The Minister for Health: (a) Yes.

(b) Fixation of pay according to Government scales of the District Board health staff absorbed in Government service was a time consuming affair as in each case their old service records very often not properly maintained had to be scrutinised before their pay could be refixed according to Government scales. Besides Certificate of Audit (Accountant-General, West Bengal) that pay fixation had been correctly made has to be obtained. Out of the cases of re-fixation of pay of 140 old District Board employees, the cases of 126 have already been finalised and they are drawing increased salaries. Investigation in respect of the cases of the remaining 14 has also been completed and it is expected that they will receive their increased salaries and arrear dues shortly.

Wholesale and retail prices of paddy and rice in the districts of West Bengal

113. (Admitted question No. 263.) **Shri Bhabani Mukhopadhyay:**

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গত দুই বৎসরের ও বর্তমান বৎসরের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সদর মহকুমাতে ধান ও চাউলের মণ-প্রতি পাইকারী ও খুচরা মূল্য কিরূপ ছিল; এবং

(খ) ১৯৬১ নবেম্বর মাসে, ১৯৬২ নবেম্বর মাসে ও ১৯৬৩ সালের নবেম্বর মাসে উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও উত্তরপ্রদেশে চাউলের মণ-প্রতি পাইকারী ও খুচরা মূল্য কি ছিল?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) প্রয়োজনীয় মূল্যতালিকা, বিবরণী (১) ও (২), এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) খুচরা মূল্যের তথ্য সংগ্রহ সময়সাপেক্ষ। সেই কারণ শুধুমাত্র পাইকারী মূল্যের একটি তালিকা এতৎসহ পেশ করা হইল।

.TEMENT I

Statement referred to in reply to clause (ka) of unstarred question No. 113

Statement showing average minimum wholesale prices of Aman paddy in the Sadar subdivisions of West Bengal during September and October, 1961, 1962 and 1963

(In rupees per maund)

Districts	Last week of September, 1961	Last week of October, 1961	Last week of September, 1962.	Last week of October, 1962.	Last week of September, 1963.	Last week of October, 1963.
Calcutta	No paddy market.					
Burdwan (Sadar) ..	13.20	13 56	15.61	15 94	20.75	20 84
Birbhum (Sadar)	12 92	13.01	15 41	16 42	21 18	23 32
Bankura (Sadar) ..	12.10	12 07	14.92	15 40	20.69	21.65
Midnapur (Sadar) .	11 43	11 78	15 30	15 97	21.18	18 00
West Dinajpur (Sadar)	13 94	14 40	14 93	15 52	19.27	19 04
Malda (Sadar)	14 85	15 48	16 03	16 23	18 95	19 21
Cooch Behar (Sadar) .	14.00	14.00	15.44	16 24	19.41	19 41
Nadia (Sadar) .	11.78	12 25	14.41	15 12	19 35	18 73
Hooghly (Sadar) ..	13 62	13 67	15 68	16 05	17.92	24 73 (10-10-63)
Howrah (Sadar) ..	13.00	12.50	16 05	16.80	22.52	24 00
Darjeeling (Siliguri) ..	13.44	13 31	14.70	15.58	19 88	19 67
24-Parganas (Sadar) ..	13 45	13 66	N. T.	N. T	21.73	22.41 (9-10-63)
Murshidabad (Sadar) ..	13 33	13 75	15.87	17 12	22 46	23 81
Jalpaiguri (Sadar) .	13.21	14.00	14.40	15.49	21.33	20.67
Purulia	10.84	10.87	14.20	14.45	18.28	19.33

N.T.—No transaction.

STATEMENT II

Statement showing average wholesale and retail price of common rice in the sadar subdivisions of West Bengal during September and October, 1961-62 and 1963

(In rupees per maund.

Subdivisions.	Last week of September, 1961.		Last week of October, 1961.		Last week of September, 1962.		Last week of October, 1962.		Last week of September, 1963.		Last week of October, 1963.	
	Whole-sale.	Retail.	Whole-sale.	Retail.	Whole-sale.	Retail.	Whole-sale.	Retail.	Whole-sale.	Retail.	Whole-sale.	Retail.
Calcutta	20.25	21.66	20.50	21.48	25.25	25.75	25.75	26.50	33.00	33.22	30.50	33.22
Burdwan (Sadar) ..	23.28	24.25	23.50	24.53	26.31	27.25	27.04	27.62	34.24	35.08	34.86	35.08
Birbhum (Sadar) ..	21.50	22.15	21.65	22.22	25.28	26.13	26.71	27.62	32.70	33.59	34.46	34.71
Bankura (Sadar) ..	20.00	20.79	20.04	20.75	24.02	24.63	24.66	25.38	31.81	32.10	35.46	35.83
Midnapur (Sadar) ..	20.00	20.57	20.34	20.84	25.15	26.13	25.53	27.25	34.24	35.08	32.19	33.22
West Dinajpur (Sadar)i ..	24.22	24.76	24.20	24.70	25.89	26.50	26.54	27.25	32.72	33.96	33.35	34.34
Malda (Sadar) ..	24.21	24.62	24.81	25 47	25.55	26 13	25.99	26.87	32.95	33.22	33.82	34.34
Cooch Behar (Sadar) ..	23 00	23.60	22.50	23 60	24.77	26.13	26.30	27.99	32 65	33.59	31.63	32.47
Nadia (Sadar) ..	20.31	20 87	21.37	22 19	23.13	24.26	24.77	25.75	31.95	32.85	31.30	32.10
Hooghly (Sadar) ..	20 54	21.21	20 77	21.54	23.46	23.89	23 85	24.26	33.52	34.34	N. T.	34.71
Howrah (Sadar) ..	20.87	21.45	21 58	22.18	24 60	25 00	25.89	26.50	31.80	32.85	35.79	36.58
Darjeeling (Sadar) ..	21.50	22.40	21.60	22 40	24.67	25.38	24.82	25.38	32.97	33.96	32.86	34.34
24-Parganas (Sadar) ..	20.75	21.52	21.06	21 61	24.69	25.75	25.85	26.87	32.17	32.85	31.83	32.10
Murshidabad (Sadar) ..	20.87	21.20	21.94	22.29	25.39	25.75	26.49	27.62	32.32	32.85	32.63	33.22
Jalpaiguri (Sadar) ..	23.57	24.36	23.30	24 00	25.48	26.50	26.75	27.62	34.53	35.46	31.67	32.47
Purulia	18.21	18.94	18.00	18 68	23.71	24.26	23.97	24.63	28.93	29.49	30.77	31.35

N. T.—No transaction.

Statement referred to in reply to clause (Kha) of unstarred question No. 113

Wholesale price of coarse rice in Andhra Pradesh, Orissa and Uttar Pradesh

(In rupees per maund).

State.	Market.	November, 1961 (18-11-61)	November, 1962 (17-11-62)	November, 1963 (16-11-63).
Andhra Pradesh ..	Kakinada	23.00	21.56	25.25
	Vijayawada	22.86	21.63	24.63
	Nizamabad	17.43	20.16	23.67
Orissa	Balasore	16.56	23.25	24.63
	Sambalpur	14.10	22.00	24.67
	Jeypore	12.00	17.66	24.26
	Cuttack	14.46	21.40	23.89
Utt radesh ..	Nowgarh ..	18.25	18.76	18.29
	Kanpur	18.20	19.22	20.76
	Saharanpur	17.39	17.38	20.53
	Varanashi .. .	19.40	21.33	22.47

Resinking of damaged tubewells

114. (Admitted question No. 89.)

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস : উন্নয়ন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে যেসকল নলকূপ তৈয়ার করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অচল নলকূপগুলিকে পুনঃপ্রোথিত করিবার দায়িত্ব কাহার, এবং

(খ) ঐ দায়িত্ব জল-সরবরাহ বিভাগকে অর্পণ করিবার প্রস্তাব আছে কি?

The Minister for Development:

(ক) স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে যেসকল নলকূপ প্রোথিত করা হয় তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনঃপ্রোথিত করিবার দায়িত্ব নির্দিষ্ট প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের।

(খ) যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে উক্ত উদ্যোক্তাগণ তাঁহাদের উক্ত দায়িত্ব পালন করেন না সেহেতু মজা নলকূপগুলি জনস্বাস্থ্য বাস্তু অধিকার কর্তৃক পুনঃপ্রোথিত করিবার একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Dariapur Health Centre in Contai police-station

115. (Admitted question No. 50.)

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস : স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কাঁথি থানার দরিয়াপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য কত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে;

(খ) ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কার্য আরম্ভের জন্য কোন কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত হইয়াছে কিনা; এবং

(গ) যদি (খ) প্রশ্নের উত্তর "হাঁ" হয়, কম্পাউণ্ডার কাজ করিবার আদেশ কবে পাইয়াছে?

The Minister for Health:

(ক) ৭০,০০০ টাকা।

(খ) হ্যাঁ।

(গ) স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গৃহাদি নির্মাণের দায়িত্ব পূর্ত বিভাগের উপর ন্যস্ত আছে। কাজেই এতদ্‌সংক্রান্ত কোন সংবাদ স্বাস্থ্য বিভাগকে দিতে হইলে তাহা পূর্ত বিভাগ হইতে আনিয়া দিতে হইবে। পূর্ত বিভাগের নিকট উত্তর চাওয়া হইয়াছে।

Muslim Employees under West Bengal Government

116. (Admitted question No. 60.) **Shri Birendra Narayan Roy:**

গত ২৪এ জুলাই ১৯৬৩ তারিখে প্রদত্ত অতারকিত ১০২ নং (অ্যাডমিটেড প্রশ্ন নং ১২২) প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করিয়া অর্থ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) উক্ত প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে কিনা; এবং

(২) সংগৃহীত হইয়া থাকিলে তাহা কি?

The Minister for Finance:

(১) ২৪-১২-৬৩ তারিখ পর্যন্ত আরও তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

(২) নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(ক) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে মুসলীম সম্প্রদায়ভুক্ত চাকুরীয়াদের সংখ্যা—২৪-১২-৬৩ তারিখ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ৭,৮৯৫ জন।

(খ) তাঁহাদের মধ্যে কতজন গেজেটেড এবং কতজন নন-গেজেটেড গেজেটেড ৮৫ জন এবং নন-গেজেটেড ৭,৮১০ জন।

(গ) গেজেটেড অফিসারেরা কে কোথায় কোন্ পদে অধিষ্ঠিত আছেন—একটি তালিকা পেশ করা হইল।

Statement referred to in reply to clause 2(ga) of unstarred question No. 116

Statement showing the names, posts and place of posting of the Muslim gazetted officers in the West Bengal Government

Serial No.	Name	Nature of post.	Where posted.
1.	Shri M. A. Gani	Special Officer and ex-officio Deputy Secretary, Relief, since expired.	Calcutta.
2.	Shri Akhtar Zaman, I.C.S. ..	Joint Secretary, Ministry of Finance, Government of India (on deputation).	Writers' Buildings.
3.	Shri S. M. Murshed, I.A.S. ..	Additional District Magistrate, 24-Parganas and Howrah.	24-Parganas.
4.	Shri Imaduddin Chaudhury, W. B. C. S.	Additional Land Acquisition Collector, Calcutta.	Calcutta.
5.	Shri Motiar Rahman, W. B. C. S.	Deputy Magistrate, Howrah ..	Howrah.
6.	Shri Mohammad Alauddin, W. B. C. S.	D. P. O. and S. O., Planning and Development.	Jalpaiguri.

Serial No.	Name.	Nature of post.	Where posted.
7.	Shri Khalilur Rahman, W.B.C.S.	Deputy Magistrate, Alipore ..	Alipore.
8.	Shri Md. Zainal Abedin, W.B.C.S.	Deputy Magistrate, Burdwan ..	Burdwan.
9.	Shri Saiyed Muhammed Ali, W.B.J.C.S.	Sub-Deputy Magistrate, Alipore,	Alipore.
10.	Shri Kamaluddin Ahmed, W.B.J.C.S.	Sub-Deputy Magistrate, Birbhum.	Birbhum.
11.	Shri Mohammad Zahirul Haque, W.B.J.C.S.	Block Development Officer, Deganga.	Deganga.
12.	Shri Manzarul Hassain, W.B.J.C.S.	Block Development Officer, Midnapore	Midnapore.
13.	Shri Mahabub Hossain, W.B.J.C.S.	Block Development Officer, Bankura.	Bankura.
14.	Shri Shah Nawaz, W B.J.C.S. ..	Block Development Officer, Budge Budge.	Budge Budge
15	Shri Abdur Rashid, W B.J.C.S	Block Development Officer, Cooch Behar	Cooch Behar.
16	Shri Jalil Ahmad, W B.J.C.S ..	Sub-Deputy Magistrate, Jalpaiguri.	Jalpaiguri.
17.	Shri M A H. Maswood, I P. ..	Deputy Inspector-General of Police, Burdwan Range.	Burdwan.
18	Shri Hafiz Nazir Ahmed .	Inspector of Police. W. B., Director of Finger Print Bureau	Calcutta.
19.	Shri Mohd Sajjadur Rahman ..	Inspector of Police, Calcutta ..	Calcutta.
20.	Mohd Khadem Hossain ..	Inspector of Police, Calcutta ..	Calcutta.
21	Dr Emdad Ali Mollah ..	House Physician, School of Tropical Medicine.	Calcutta.
22.	Dr. Md. Aftabuddin ..	Assistant District Health Officer, National Malaria Eradication Programme	Cooch Behar.
23.	Dr. Md Kasher Ali ..	Medical Officer, Health Centre Haroa.	24-Parganas.
24.	Dr M. A. Mazid ..	Sub divisional Health Officer ..	Raigunge.
25.	Dr. Md. Abdul Washek ..	House Surgeon, Medical College, Calcutta	Calcutta.
26	Dr. Mojidul Islam Khandakar	On deputation to Orissa ..	Orissa.
27.	Dr. Nashiruddin Mianh .	District Medical Officer ..	Midnapore
28.	Dr. Nurul Hie	Anaesthetist	Calcutta.
29.	Dr. Nurul Islam ..	Medical Officer	Calcutta.
30.	Dr. Md. Reza	Epidemiologist	Calcutta.
31.	Dr. S. A. A. Asmanjya ..	Medical Officer	Katwa.

Serial No.	Name	Nature of post.	Where posted.
32.	Dr. Sheikh Ali Asraf	Training Reserve	Calcutta.
33.	Dr. Sayed Abdul Momin	Demonstrator of Physiology	Calcutta.
34.	Dr. Md. A. Wali	Medical Officer, Kustha Chikitsha Kendra.	Murshidabad.
35.	Shri Aminur Rahaman	Secretary, Post Graduate and Medical Education Research.	Calcutta.
36.	Shri Abdul Matlef	Special Officer, Excise Directorate.	Calcutta.
37.	Shri Rahamutulla Sirkar	Inspector of Excise	Calcutta.
38.	Shri Gholam Mohiuddin	Ditto	Calcutta.
39.	Shri Khalilur Rahman	Ditto	Calcutta.
40.	Shri Abzal Hossain	Ditto	Calcutta.
41.	Shri Abdul Mannan	Extra Assistant Conservator of Forest.	Purulia.
42.	Shri Abu Sayeed	Sub-Registrar, Onda	Onda.
43.	Shri Suf. Md. Abdul Azam	Sub-Registrar, Jhargram	Jhargram.
44.	Shri Syed Badenul Bari	Sub-Registrar, Panchkura	Panchkura.
45.	Shri Mahfuzar Rahman	Sub-Registrar, Midnapur	Midnapur.
46.	Shri Syed Md. Delwar Hossain	Sub-Registrar, Bhagabanpur	Bhagabanpur.
47.	Shri F. Hossain	Dy. Registrar, Co-operative Societies.	New Sectt
48.	Shri A. Masud	Asstt. Registrar, Co-operative Societies.	Siliguri.
49.	Shri A. Rahman Khan	Co-operation Development Officer.	Jalpaiguri.
50.	Shri Md. Khadem Rasul	Munsiff, 2nd Court	Krishnagar.
51.	Shri S. M. Ayub	Temporary Inspector, Food Department.	Birbhum.
52.	Shri Nurul Asmar	Executive Engineer, Survey Division.	Calcutta.
53.	Shri M. M. Ibrahim	Assistant Engineer, Irrigation and Waterways.	Do.
54.	Shri Jamshed Hossain	Assistant Engineer, Irrigation and Waterways.	Do.
55.	Shri Buzlul Mohi Ali Reza	Assistant Engineer (Chief Engineer, Public Works Directorate Drawing Office).	Do.
56.	Shri Abdul Khaleque	Labour Officer	Do.
57.	Shri Jamshed Ali Khan	Munsiff	Kandi.

Serial No.	Name.	Nature of post.	Where posted.
58.	Shri Quader Nawaz	Deputy Labour Commissioner	On deputation to Government of India.
59.	Shri Abbas Ali Khan	Assistant Prof. of Urdu	M. A. College.
60.	Shri Md. Israil	Asstt. Prof. of Arabic	Do.
61.	Shri Majibur Rahman	Asstt. Prof. of Arabic	Do.
62.	Shri Md. Niaz Ahmad	Lecturer in Urdu	Do.
63.	Shri Sha Maqbul Ahmad	Lecturer in Urdu	Do.
64.	Shri Mirza Nasir Ali	Lecturer in English	Do.
65.	Shri Hedayet Ali Khan	Asstt. Prof. of Islamic History	Do.
66.	Shri Fakhruddin Siddique	Lecturer in Urdu	Do.
67.	Shri Abu Zamal Abu Tayeb	Asstt. Prof. of English	Do.
68.	Shri Abu Zafar Md. Harun Ur-Rahid.	Lecturer in Arabic	Do.
69.	Shri Abdus Sobhan Khan	Lecturer in Persian	Do.
70.	Shri M. N. Hassan Hashimi	Lecturer in Urdu	Hooghly Mohsin College.
71	Shri Masood Hasan	Principal, Calcutta Madrassah	..
72.	Shri M. Sabir Khan	Principal, Jhargram Raj College	
73.	Shri Syed Abdul Ali Barkhati.	Prof. of Hadith and Tafsir	Calcutta Madrassah.
74.	Shri Md. Siddique	Lecturer in Urdu	Do.
75	Shri Shah Maqbul Ahmed	Lecturer	Do.
76.	Shri Mahboor Rahaman	Lecturer	Do.
77.	Shri Md. Hamiduddin	Lecturer	Do.
78.	Shri Syed Amir Raja Kazmi	Headmaster, A. P. Deptt.	Do.
79.	Shri A. K. M. Masud	Lecturer	Do.
80.	Shri A. M. Ahmed Hossain	Headmaster	Hooghly Branch School.
81.	Sm. Fatima Mahmood	Asstt. Prof. of Urdu	Lady Brabourne Colege.
82.	Sm. Hasna Banu	Lecturer in Persian	Do.
83.	Sm. Kulsoom Jalil	Lecturer in Urdu	Do.
84.	Sm. Atiya Murshed	Lecturer in Urdu	Do.
85.	Shri A. W. Mahmood	Asstt. Director of Public Instruction (Dev).	Calcutta.

Deep tubewells in West Bengal

117. (Admitted question No. 145.)

শ্রীদেবশরণ ঘোষ : কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিম বাঙলায় বর্তমানে কতগুলি ডীপ্ টিউবওয়েল চালু আছে;

(খ) উক্ত টিউবওয়েলগুলি চালু রাখিতে কতজন ড্রাইভার নিযুক্ত আছেন;

(গ) তাঁহাদের মধ্যে কতজন ডিজেল ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিন চালান; এবং

(ঘ) উক্ত ডিজেল ইঞ্জিন ড্রাইভার ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিন ড্রাইভারদের মাসিক বেতন কত?

The Minister of State for Agriculture:

(ক) ১৫৪টি।

(খ) ৬ জন পরিবর্তে (লেভি বিজার্ভিস্ট) সহ ১৬০ জন।

(গ) ৪৪ জন ডিজেল ইঞ্জিন এবং ১১৬ জন ইলেকট্রিক ইঞ্জিন চালান।

(ঘ) ডিজেল ইঞ্জিন চালকদের বেতনের স্কেল—১৪০—৫—২১০ টাকা।

ইলেকট্রিক ইঞ্জিন চালকদের বেতনের স্কেল—১০০—৩—১৩৬—৪—১৪০ টাকা।

Lift Irrigation tubewell in Beldanga Block II, Murshidabad

118. (Admitted question No. 146.)

শ্রীদেবশরণ ঘোষ : কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা ব্লক নং ২ (শক্তিপুর)এ শক্তিপুর অঞ্চল পঞ্চায়েত এলাকায় সরকার একটি লিফ্‌ট ইরিগেশন টিউবওয়েল (সেচের জন্য) মঞ্জুর করিয়াছেন;

(খ) সত্য হইলে—

(১) কত দিনে উক্ত টিউবওয়েলটি বসান হইবে, এবং

(২) ঐ টিউবওয়েল কোন্ জায়গায় বসান হইবে?

The Minister of State for Agriculture:

(ক) ও (খ) মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানা এলাকায় এ পর্যন্ত ৩টি গভীর নলকূপ বসান হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কোনটি শক্তিপুর অঞ্চল পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত কিনা তাহা জানা নাই।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত থানা এলাকায় আরও ২০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করিবার প্রস্তাব আছে। নলকূপগুলির জন্য এখনও স্থান নির্বাচন হয় নাই।

Deep tubewells in Beldanga Block I, Murshidabad

119. (Admitted question No. 147.)

শ্রীদেবশরণ ঘোষ: কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা ব্লক নং ১ এবং ২এর অন্তর্ভুক্ত এলাকায় নর্মাল স্কীম অনুযায়ী কয়টি ডীপ টিউবওয়েল বসানোর পরিকল্পনা আছে: এবং

(খ) সেগুলি কতদিনের মধ্যে বসান হইবে?

The Minister of State for Agriculture:

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানা এলাকায় এ পর্যন্ত সাতটি গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছিল কিন্তু দুইটি সফল হইয়াছে। একটি পূর্বেই পরীক্ষামূলকভাবে খনন করা হইয়াছে ও সফল হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় উক্ত এলাকায় আরো ২০টি নলকূপ বসানোর কথা আছে।

(খ) তৃতীয় পরিকল্পনায় বাকি সময়ে ঐগুলি বসানো হইবে।

Tubewells in the Bhatar Development Block of Burdwan District

120. (Admitted question No. 179.)

শ্রীঅশ্বিনী রায়: স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গত তিন বৎসরে বর্ধমান জেলার ভাতাড় উন্নয়ন ব্লক এলাকায় প্রতিটি অঞ্চলে সরকারী ব্যয়ে নির্মিত নলকূপ ও কূপের সংখ্যা কত;

(খ) উহাদের মধ্যে অকেজো নলকূপ ও কূপের সংখ্যা প্রতিটি অঞ্চলে কত;

(গ) ১৯৬৩-৬৪ সালে উক্ত অকেজো নলকূপ ও কূপগুলির সংস্কার বা পুনঃনির্মাণ করিবার কোনও প্রকল্প থাকিলে তাহার বিবরণ; এবং

(ঘ) ১৯৬৩-৬৪ সালে উক্ত ব্লকে পানীয় জলের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ কত?

The Minister for Health:

(ক) ও (খ) নূতন খনন ও পুনর্খনন নলকূপের সংখ্যা—১০২।
ইহাদের মধ্যে কোন নলকূপ অকেজো অবস্থায় নাই।

অঞ্চল হিসাবে নলকূপের হিসাব রাখা হয় না এবং উক্ত ব্লক এলাকায় নলকূপ ভিন্ন অন্যবিধ কূপ সরকারী ব্যয়ে নির্মিত হয় নাই।

(গ) ও (ঘ) প্রতি বৎসরই রুর্যাল ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম-এর অধীনে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণসাপেক্ষ প্রতি ৪০০ জনে ১টি ও প্রতি গ্রামে অন্তত ১টি জল-উৎস স্থাপনের প্রচলিত নীতি অনুযায়ী অকেজো নলকূপগুলির পুনর্খনন করা হয়। উক্ত নিয়মানুসারে বর্তমান বৎসরে সমগ্র বর্ধমান জেলায় মোট আনুমানিক ১,২৯,৬৫৫ টাকা ব্যয়ে ৪০টি নূতন নলকূপ খনন ও ৬০টি অকেজো নলকূপ পুনর্খনন সরকার কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে। স্থানীয় জেলাশাসক প্রয়োজন অনুসারে এবং জেলা স্বাস্থ্য পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে উক্ত নলকূপগুলি বিভিন্ন ব্লক এলাকায় বন্টনের ব্যবস্থা করিবেন।

Beldanga Sugar Mill

121. (Admitted question No. 206.) **Shri Sanat Kumar Raha:**

শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা সুগার মিল চালু করার জন্য কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা; এবং

(খ) ব্যবস্থা হইয়া থাকিলে কবে উহা চালু করা হইবে?

The Minister for Commerce and Industries:

(ক) হ্যাঁ। একটি বেসরকারী যৌথ কোম্পানী উহা চালু করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের নিকট হইতে সম্প্রতি 'অনুমতিপত্র' (লেটার অব ইনটেন্ট) পাইয়াছেন।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ-সরকার যতদূর অবগত আছেন উক্ত কোম্পানী এখনও তাহা স্থির করেন নাই।

Lands under Dayarampur Union, Murshidabad district

122. (Admitted question No. 221.) **Shri Sanat Kumar Raha:**

কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) দয়ারামপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলায় ১২,০০০ বিঘা জমির সংস্কার করিয়া আবাদযোগ্য করা হইয়াছে কিনা; এবং

(খ) উক্ত জমিতে চাষীদের বসবাস করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে কিনা?

The Minister for Agriculture:

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Persons arrested under Preventive Detention Act, 1950, in West Bengal

123. (Admitted question No. 177.) **Shri Aswini Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Special) Department be pleased to state—

(a) total number of persons, if any, arrested under 3(1)(a) of the Preventive Detention Act, 1950, from 1st November, 1962, to 30th November, 1963, in the State of West Bengal;

(b) total number of the said persons released in the same period prior to their cases were examined by the Advisory Board;

(c) total number of such persons released on the recommendation of the Advisory Board in the said period; and

(d) total number of such persons detained for the period—

(i) above 3 months but below 4 months,

(ii) above 4 months but below 6 months and

(iii) above 6 months in diferent Jails of West Bengal?

The Minister for Home (Special): (a) 267 persons.

(b) 19 persons.

(c) 56 persons.

(d) (i) 10 persons till 30-11-63.

(ii) 31 persons till 30-11-63.

(iii) 123 persons till 30-11-63.

Trained nurses in the Jail Hospitals of West Bengal

124. (Admitted question No. 279.) **Shri Amarendra Nath Raypradhan:**

স্বরাষ্ট্র (কারা) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেল হাসপাতালসমূহে রোগীদের জন্য কি শিক্ষিত নার্স আছেন; জানাইবেন কি—

(খ) যদি "ক"-এর উত্তর হ্যাঁ হয় তবে কোন্ কোন্ হাসপাতালে এইরূপ কত সংখ্যক নার্স আছেন; এবং

(গ) যদি "ক"-এর উত্তর "না" হয় তবে জেল হাসপাতালগুলিতে এইরূপ নার্স নিয়োগের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

The Minister for Home (Jails):

(ক) হ্যাঁ, কোন কোন জেলে আছেন।

(খ) আলিপুর কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল—৪টি পদ, লালগোলা বিশেষ কারা হাসপাতাল—১০টি পদ এবং সিউড়ী সদর কারা হাসপাতাল—৩টি পদ।

(গ) অন্য কোন কারায় শিক্ষিত বেতনভোগী নার্স নিয়োগ করা হইবে কি না তাহা বিবেচনাধীন আছে।

Control of flood of the river Ajoy

125. (Admitted question No. 207.) **Shri Sanat Kumar Raha:** সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ১৯৬৩ সালে অক্টোবর মাসে অজয় নদীর প্লাবনে যে বন্যা হয় তাহা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন কি?

The Minister for Irrigation and Waterways:

হ্যাঁ, প্লাবনে যে সকল স্থানে বাঁধের ভাঙ্গন হইয়াছিল তাহার সংস্কারকার্য ইতিমধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে।

মঙ্গলকোট ও আউশগ্রাম থানার পুরুচা হইতে লাধুরিয়া পর্যন্ত দক্ষিণ তীরস্থ প্রাক্তন জমিদারী বাঁধ পুনর্গঠনের একটি প্রকল্প বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Erosion of the Padma in Raninagar police-station

126. (Admitted question No. 210.) **Shri Sanat Kumar Raha:**

সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গত অক্টোবর মাসে রানীনগর থানার বামনাবাদ গ্রাম এবং নলবোনা গ্রাম পদ্মা গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে ইহা কি সরকার অবগত আছেন; এবং

(খ) অবগত থাকিলে, পদ্মার ভাঙ্গন রোধ করিবার কি ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে?

The Minister for Irrigation and Warterways:

(ক) হ্যাঁ, বামনাবাদ গ্রাম এবং নলবোনা গ্রামের কিছু চাষযোগ্য জমি পদ্মা গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে।

(খ) উক্ত স্থানে ভাঙ্গন এত প্রবল এবং অনিশ্চিত যে ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

Protection of some areas of Haldibari police-station from the erosion of the river Teesta

127. (Admitted question No. 285.) **Shri Amarendra Nath Raypradhan:**

সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) কুচবিহার জেলার হলদিবাড়ী থানার পারমেখলীগঞ্জ, দক্ষিণপাড়ী, নিজতরা বিবিগঞ্জ, বোয়ালমারী, প্রভৃতি এলাকা তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণের আবেদনপত্র সরকার পাইয়াছেন কি; এবং

(খ) আবেদন পাইয়া থাকিলে, বাঁধ নির্মাণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে?

The Minister for Irrigation and Waterways:

(ক) এবং (খ) প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রস্তুতের জন্য যথাযথ অনুসন্ধান কার্যের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

Supply of sugar to the sweetmeat shops in Burdwan district

128. (Admitted question No. 248.)

শ্রীঅশ্বিনী রায় : খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে বর্ধমান পৌর এলাকায় সরকার কর্তৃক নিয়মিত চিনি সরবরাহের অভাবে বর্ধমান মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা গত নবেম্বর মাসে কয়েক দিন মিষ্টান্ন বিক্রয় বন্ধ করিতে বাধ্য হন;

(খ) সত্য হইলে, চিনি সরবরাহ না হইবার কারণ;

(গ) গত সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং নবেম্বর মাসে বর্ধমান পৌর এলাকার মিষ্টান্ন বিক্রেতাদের মোট চিনি সরবরাহের (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে) পরিমাণ; এবং

(ঘ) উক্ত তিন মাসের প্রতি মাসে কোন্ কোন্ মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে কি পরিমাণ চিনি সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার তালিকা?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) না।

(খ) এ প্রশ্ন উঠে না।

(গ) সেপ্টেম্বর—১১৬·০৭ কুইন্টাল।

অক্টোবর—৪১৫·৮৩ কুইন্টাল।

নবেম্বর—৪২৯·১৭ কুইন্টাল।

(ঘ) বিস্তারিত বিবরণের তালিকা এতদ্‌সহ সংলগ্ন করা হইল।

Statement referred to in reply to clause (Gha) of unstarred question No. 128

List showing sugar issued to the sweetmeat shops in Burdwan Municipal area during the months of September, October and November, 1963

Serial No.	Name of the sweetmeat shop and address	Quantity of sugar issued.		
		September 1963	October 1963	November 1963
		Qtl. Kg.	Qtl. Kg.	Qtl. Kg.
1.	Netaji Mistanna Vandar, Raniganj Bazar ..	16 00	40	29
2.	Deshbandhu Mistanna Vandar, Raniganj Bazar ..	8	12	11
3.	Deepriya Mistanna Vandar, Raniganj Bazar ..	4	15	10
4.	Misti Mahal, Bijoy Toran	6	27	11
5.	Jalajog, Bijoy Toran	7	18	12
6.	Shri Rasomoy Kar, Vendor, B. K. Rly. B. K. R. Stn.	3	3	5
7.	Gopeswar Nag, Barabazar	1·75	3	3
8.	Kuchil Sing, Tentultala	1	4	4

Serial No.	Name of the sweetmeat shop and address	Quantity of sugar issued.		
		September 1963	October 1963	November 1963
		Qtl. Kg.	Qtl. Kg.	Qtl. Kg.
9.	Udayan Mistanna Vandar, Tentultala	2	5	7
10.	Gorachand Sen, Khosbagan	1	1·20	1·60
11.	Misti Mukh, Borehat	5	12	13·79
12.	Apurba Nag, Barabazar	2·20	4	7
13.	Bardhaman Netaji Mistanna Vandar, St. Bazar ..	4	17	11
14.	Onkar Mistanna Vandar, Laxman Ch. Ghar, G. T. Road	4	16	12
15.	Satyanagrayan Mukherjee, Sadarghat	2	8	6
16.	Balahari Nandy, Sadarghat..	2	6	6
17.	Dibakar Nandy, Sadarghat	2	6	6
18.	Gopal Ch. Haluikar, Bajepratappore	0·30	2	2
19.	Rakhahari Nandy, Sadarghat	2	6	6
20.	Purnima Mistannya Vandar, G. T. Road ..	2	8	9
21.	New Satyanarayan Mistanna Vandar, G. T. Road,..	1	4	4
22.	Pannalal Shaw, G. T. Road, ...	1	4	4
23.	Pashupati Ghosh, Keshabganj	1	2	5
24.	Narendra N. Mandal, B. L. Hati Road ..	1	4	3
25.	Ganesh Ch. Dutta, B. B. Ghosh Road	1·15	4	7
26.	Mongala Mistanna Vandar, Stn. Bazar ..	1	5	7
27.	Saktipada Dutta, Badamtala	1·10	4	5
28.	Bhutnath Sen, Birhata	1·15	4	6
29.	Sarbamangala Mistanna Vandar, Raniganj Bazar ..	2	4	5
30.	Rajlakshmi Mistanna Vandar, Prop. Gangadhar Dhar, Station Bazar	4	16	10
31.	Subodh Ch. Pal, G. T. Road	2·40	5	4
32.	Satya N. Gupta, Choudhury Bazar	1	4	4
33.	Jagabandhu Nag, Sadarghat	1·25	4	3
34.	Bhagabandas Sen, Raniganj Bazar	..	2	3
35.	Surja Kanta Barat, Raniganj Bazar	..	3	3
36.	Kanai Lal Dutta, Raniganj. Bazar	0·15	5	3
37.	Nemai Ch. Dey, Shri Kanta Mistanna Vandar, Station Bazar	0·30	4	11
38.	Annapurna Mistanna Bhandar, Station Bazar ..	..	9	12

Serial No.	Name of the sweetmeat shop and address	Quantity of sugar issued		
		September 1963	October 1963	November 1963
		Qtl. Kg.	Qtl. Kg.	Qtl. Kg.
39.	Anadi Kr. Das, B. C. Road	..	..	3
40.	Anil Chandra Nandy, Par-Birbhatta	0·40	3	2
41.	Haripada Sen, G. T. Road and Kalna Road Jn.	..	..	2
42.	Sukha Ranjan Pal, Parbirhata	0·50	3	2
43.	Manju Rani Barat, Birhata	0·15	5·30	6
44.	Gobinda Modak, Gharasahid	0·60	2	4
45.	Paresh Ch. Dutta, B. C. Road,	0·50	1·05	2·40
46.	Feluram Bharat, Shyamgar..	..	..	1
47.	Dinanath Palit, B. C. Road,	..	..	1
48.	Gandhadhar Ghar, Sation Bazar	..	..	2
49.	Sankar Kr. Hui, Keshabganj	..	..	3
50.	Sripati Ch. Sen, Shaymbazar	..	1·60	2·60
51.	Amar Banerjee, Shyamsagar	..	1·60	1·60
52.	Ashutosh Ghosh, Kalibazar	0 40	1 15	1·20
53.	Ajit Kumar Rakshit, B. B. Ghosh Road,	..	0 80	1·80
54.	Chunilal Shaw, B. B. Ghosh Road	0 15	..	1 00
55.	Satyanarayan Mistanna Bhandar, Sadarghat	2·00	6 00	6·00
56.	Ajit Kr. Dalli, Bajepratappore	0 30	2 00	4·00
57.	Bankim Dutta, Bajepratapore	0·30	2·00	4·00
58.	Basadeb Kower, B. C. Radd	0·20	4·00	4·00
59.	Jogajog, G. T. Road	..	6 00	4·00
60.	Burdwan Mistanna Vandar, Raniganjbazar	..	3 00	3·00
61.	Kamala K. Samanta, Keshabganj	..	1·00	4·00
62.	Joybharat Mistanna Vandar of (Lakshmi N. G. Gupta) Station Bazar.	..	2·00	8·00
63.	Upendra M. Das, Parborhat	0·90	2·00	2·00
64.	Akbar Ali, Goda	0·30	1·60	1·60
65.	Kalipada Rakshit, Nutanganj	0·60	2·00	2·00
66.	Broja Kishore Rakshit, Butanganj	0·60	2·00	2·00
67.	Krishnapada Dutta, Kanchannagar	0·30	1·00	2·00
68.	Tarak Ash, B. C. Road	0·95	3·00	2·00
69.	Sailendra Nath Sen, Shyambazar	0·60	2·00	2·00

Serial No.	Name of the sweetmeat shop and address	Quantity of sugar issued		
		September 1963	October 1964	November 1963
		Qtl. Kg.	Qtl. Kg.	Qtl. Kg.
70.	Falguni Nag, B. G. Nandy Road	0·70	1·20	1·20
71.	Bahadur Singh, B. C. Road	0·35	1·00	1·00
72.	Prabodh Ch. Sen, Radhanagar	0·70	2·00	2·00
73.	Sabita Rani Barat, Shyamsayar	0·20	0·80	0·80
74.	Faluram Modak (Barat), Shyamsayar	0·20	2·00	2·00
75.	Amritalal Nandy, B. B. Ghosh Road	0·70	2·00	2·00
76.	Gopal Ch. Dutta, B. B. Ghosh Road	0·60	2·00	2·00
77.	Narendra N. Dey, Raniganj	..	..	1·50
78.	Subal Ch. Dey, Sarbamangalapara	0·67	2·08	2·08
79.	Anadi Kr. Dey, Barrabazar	0·30	0·60	1·20
80.	Falguni Nag, D. N. Sarkar Road	0·35	0·80	0·80
81.	Dhirendra Nath Daun, Parbirhatta	0·50	2·00	2·00
82.	Nepal Ch. Das Baranilpore	0·75	2·00	3·00
83.	Anil Ch. Naudy, Parbirhatta	0·50	2·00	2·00
84.	Nanda Dulal Mondal, Sadarghat	..	2·00	2·00
85.	Narayan Ch. Dey, B. B. Ghosh Road	0·75	3·00	2·00
86.	Subal Ch. Kundu, Khaja Anwarber	0·40	1·60	1·60
87.	Bibhuti Bh. Roy, B. C. Road	0·20	0·80	0·80
88.	Dukhi Ram Dey, Sarbamangalapara	..	0·90	1·20
89.	Sudhir Kr. Nag, Nutanganj	0·50	2·00	2·00
90.	Bholanath Nag, Borehat	0·25	1·00	1·00
91.	Jagabandhu Chatterjee, Anjibagan	0·30	1·20	1·20
92.	Santosh Kr. Nayak, Anjibagan	..	2·00	2·00
93.	Charu Ch. Dey, Idilpore	..	0·80	1·60
94.	Matilal Haldar, Barawani	..	..	0·80
95.	Anwar Ali, Goda	..	..	1·20
96.	Ram Ch. Modak, Alamganj	..	..	0·60
97.	Nemai Ch. Shaw, B. C. Road	0·75	3·00	3·00
98.	Baldeo Shaw, Mehedibagan	0·50	2·00	2·00
99.	Fakir Dutta, Keshabganj	..	2·00	2·00
100.	Kshudiram Hazra, Bajepratappore	..	1·00	1·00

Serial No.	Name of the sweetmeat shop and address	Quantity of sugar issued. September 1963	October 1963	November 1963
		Qtl. Kg.	Qtl. Kg.	Qtl. Kg.
101.	Rabindra Nath Sen, Keshabganj	..	1·00	2·00
102.	Satish Ch. Modak, Bajepratappore	..	0 80	1·60
103.	Ganesh Ch. Dey, B. C. Road	0 75	3·00	3 00
104.	Dinanath Pandit, B. C. Road	0 50	2·00	2·00
105.	Hira Singh, G. T. Road	0·25	1 00	1 00
106.	Tinkari Sen, Barabazar	..	0 80	0 80
107.	Probash Dey, Shyambazar	..	1·20	2 60
108.	Jogendra Nath Ash, Court Compound	..	0 90	1 20
109.	Sahadeb Ash, M. K. Chatterjee, Road	..	..	0 45
110.	Nanda Dulal Kundu, D. N. Sarkar Road ..	..	0·75	1·00
111.	Khagendra Nath Indra, D. N. Sarkar Road ..	..	0·80	1·00
112.	Hrishikesh Chosh, Radhanagar	..	0·50	1 00
113.	Radhaballab Pal, Balidanga	.	..	0·75
	Grand Total ..	116 07	415·83	429 17

Alleged police-search in a house at Islampore

129. (Admitted question No. 297.) **Shri Nathaniel Murmu:**

স্বরাষ্ট্র (পুলিস) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরে পুলিস গত মে মাসে জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে খানাতল্লাসী চালায় এবং দুই সেট বেআইনী রেডিও ট্রান্সমিটার উম্ধার করে;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কাহার বাড়ীতে উক্ত রেডিও ট্রান্সমিটার সেট দুইটি পাওয়া গিয়াছে; এবং

(২) এ সম্পর্কে সরকার হইতে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে?

The Minister for Home (Police):

(ক) না।

(খ) (১) এবং (২) এ প্রশ্ন উঠে না।

Lunatics in West Bengal Jails

139. (Admitted question No. 126.) **Shri Mrigendra Bhattacharyya:** স্বরাষ্ট্র (কারা) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিম বাঙলার কোন্ কোন্ জেলে বর্তমানে কতজন মহিলা ও পুরুষ পাগল আছে;

(খ) ১৯৫৩ সালের ৩০এ নবেম্বর তারিখে এদের সংখ্যা কত ছিল;

(গ) পাগলদের চিকিৎসার জন্য স্পেসালিস্ট ডাক্তার, কম্পাউন্ডার এবং নার্স আছে কিনা;

(ঘ) জেলে ইহাদের কি কি খাদ্য দেওয়া হয়; এবং

(ঙ) ইহাদের জন্য গত তিন বৎসরের প্রতি বৎসর ঔষধ এবং খাদ্য বাবত কত ব্যয় হয়?

The Minister for Home (Jails):

(ক) একটি পৃথক তালিকা পেশ করা হইল।

(খ) ১৯৫৩ সালের ৩০এ নবেম্বর তারিখের সংখ্যা পাওয়া সময়সাপেক্ষ; তবে উক্ত বৎসরের ২৮এ নবেম্বর তারিখে মোট পাগলের সংখ্যা ছিল ১৩৬।

(গ) দমদম সেন্ট্রাল জেল, প্রেসিডেন্সি জেল ও লালগোলা স্পেশাল জেলে পাগলদের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা আছে। কেবল লালগোলা স্পেশাল জেলে মহিলা পাগলদের জন্য নার্স ও মানসিক রোগ সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেট্রন ও ২ জন কম্পাউন্ডার ব্যতীত শুধু পাগলদের জন্য পৃথকভাবে কোন নার্স ও কম্পাউন্ডারের ব্যবস্থা অন্যত্র নাই। এ সমস্ত জেল হাসপাতালে বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত ওয়ার্ডারগণ ও কম্পাউন্ডারগণ প্রয়োজনবোধে পাগলদেরও পরিচর্যা করেন।

(ঘ) মেডিক্যাল অফিসার কোনরূপ ভিন্ন নির্দেশ না দিলে ইহাদের জেল কোড রুল, ১০১৫-এ বর্ণিত (প্রতিলিপি দেওয়া হইল) ক্লাস টু ডায়েট দেওয়া হয় (উপরন্তু জেল কোড রুল, ১০৩৯ দ্রষ্টব্য)।

(ঙ) ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ :—

	খাদ্য বাবত	মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে অতিরিক্ত খাদ্য বাবত	ঔষধ বাবত
	টাকা	টাকা	টাকা
১৯৬০	১,৫১,৬৭৭·৬২	৬২,৯৯২·৬৪	১৭,৯০৪ ৫৩
১৯৬১	১,৭২,২২৭·৯৩	৭১,৪২৯·৮৫	২৪,৫০৪·১৩
১৯৬২	১,৪৪.০৯০·৮০	৭০,৫০৭·৭৯	২০,৬১১·৭৮

Statement referred to in reply to clause (Ka) of unstarred question No. 130

Number of criminal and non-criminal Lunatics present in West Bengal Jails on 28th November, 1963

	Names of Jails and Sub-Jails	Criminal Lunatics		Non-criminal Lunatics	
		Male	Female	Male	Female
1.	Midnapore Central Jail	2	..	10	5
2.	Alipore Central Jail	2	..	..	..
3.	Presidency Jail	5	5	36	28
4.	Dum Dum Central Jail	49	..	400	..
5.	Berhampore Central Jail	2	1	20	5
6.	Burdwan Jail	..	..	6	1
7.	Suri Jail	..	..	6	1
8.	Hooghly Jail	..	..	7	10
9.	Krishnagar Jail	..	1	9	..
10.	Jalpaiguri Jail	..	..	13	1
11.	Darjeeling Jail	..	..	7	5
12.	Cooch Behar Jail	..	..	..	..
13.	Purulia Jail	..	..	1	..
14.	Asansol Special Jail	..	..	1	..
15.	Siliguri Sub-Jail	..	..	6	..
16.	Lalgola Special Jail	..	..	..	141
17.	Alipurduar Sub-Jail	..	..	2	..
18.	Malda Sub-Jail	..	..	4	..
19.	Contai Sub-Jail	..	..	..	..
	Total ..	60	7	529	197

Statement referred to in reply to clause (Gha) of unstarred question No. 130

Articles of diet	Bengal diet for Bengalees and Uryas	Bihar diet for natives of Bihar
	Class II	Class II.
1	2	3
	Ch.	Ch.
For early morning meal—		
Rice	1½	1½
Salt	1/16	1/16
For other meals—		
Rice	5½	4½
Atta	..	4
Dal	2½	2½
Vegetables	4	4
Oil	5/16	5/16
Salt	7/16	7/16
Condiments	2/16	2/16
Antiscorbutics	As per rule 1099	

Amount of book grant paid to the District School Board, Midnapore

131. (Admitted question No. 2.)

শ্রীজনগণমোহন দাস : শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) গত ১৯৬২ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে বই ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য মেদিনীপুর জেলায় কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল;

(খ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত টাকা স্কুল বোর্ডের নামে না পাঠাইয়া জেলা স্কুলসমূহের পরিদর্শকদের নামে পাঠান হইয়াছে;

(গ) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি; এবং

(ঘ) ঐ টাকায় কি কি জিনিস কেনা হইবে তাহা কে স্থির করিবেন;

(ঙ) ইহা কি সত্য যে মেদিনীপুর জেলায় ঐ টাকা হইতে যে বই কেনা হইয়াছে তাহার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল; এবং

(চ) সত্য হইলে, কে টেন্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন?

The Minister for Education:

(ক) যে সকল প্রাথমিক/নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অন্তর্গত, সেই সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শতকরা ২৫ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের নিমিত্ত বিনামূল্যে পুস্তক ও স্লেট পেন্সিলাদি সরবরাহ বাবদ ৮৬,৩০০ টাকা মেদিনীপুর জেলায় বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

(খ) ও (গ) শিক্ষা বিভাগের ২৪/২৬-৩-৬২ তারিখের ১০১২-ইডিএন (জি) নং পত্রে এই বাবদ ১০,১০,০০০ টাকা মঞ্জুর হয় এবং উক্ত আদেশ প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য পরিদর্শককে উক্ত টাকা তুলিয়া বিতরণ করিবার অধিকার দেওয়া হয়।

মুখ্য পরিদর্শক উক্ত টাকা তুলিয়া ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট মারফত ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারী এডুকেশন ফাণ্ডে জমা দিবার নির্দেশসহ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণের নিকট পাঠাইয়া দেন।

(ঘ) ঐ টাকার পুস্তক ও স্লেট পেন্সিলাদি যে সকল জিনিস কিনিতে হইবে তাহা সরকারের আদেশের বলে শিক্ষাধিকার-এ গঠিত একটি কমিটি দ্বারা স্থির করা হইয়াছিল এবং বিভিন্ন জেলায় প্রতি বিদ্যালয়ে ঐ সকল জিনিসের প্রয়োজন কত তাহা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয়ের সুপারিশ অনুসারে স্থির করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

(ঙ) হ্যাঁ।

(চ) জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (যিনি জেলা পর্যতের সম্পাদক) জেলা বিদ্যালয় পর্ষতের সভাপতি মহাশয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত টেণ্ডার আহবান করিয়াছিলেন।

Sub-Inspector of Schools in Midnapore district

132. (Admitted question No. 4.) **Shri Ananga Mohan Das:**

শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মেদিনীপুর জেলায় কয়টি স্কুল সাব-ইন্সপেক্টার আছেন এবং তাঁহাদের অধীনে কয়জন কেরানী কাজ করিতেছেন;

(খ) ঐ সকল কেরাণীদের মধ্যে কয়জন একই স্থানে পাঁচ বৎসরের বেশী কাজ করিতেছেন এবং কোথায়; এবং

(গ) এ সকল কেরাণীদের মধ্যে নিজ থানাতে কয়জন আছেন এবং কতদিন আছেন?

Minister for Education:

(ক) ৬২ জন সাব-ইন্সপেক্টার ও ৬০ জন কেরাণী আছেন।

(খ) ১৮ জন; নিম্নলিখিত স্থানে:

(১) গড়বেতা (দক্ষিণ)
(২) গিধনি
(৩) কাঁথি (পশ্চিম)
(৪) রামনগর
(৫) মেদিনীপুর (সদর)
(৬) পিংলা
(৭) তমলুক (দক্ষিণ)
(৮) দাঁতন
(৯) ঝাড়গ্রাম (পশ্চিম)
(১০) গোপীবল্লভপুর
(১১) নয়াগ্রাম
(১২) বিনপুর
(১৩) ময়না
(১৪) মহিষাদল (পশ্চিম)
(১৫) সুতাহাটা
(১৬) ছেঁড়্যা
(১৭) ঘাটাল
(১৮) নরঘাট।

(গ) ১৩ জন: নিম্নলিখিত স্থানে ঃ—

	বৎসর	মাস
(১) গড়বেতা (পশ্চিম)	১১	৫
(২) গড়বেতা (দক্ষিণ)	৭	৫
(৩) ময়না	৬	২
(৪) মেদিনীপুর (সদর)	৫	৬
(৫) গোপীবল্লভপুর	৫	৬
(৬) গড়বেতা (পূর্ব)	৫	২
(৭) নয়াগ্রাম	৫	০
(৮) খেদাস	৪	৯
(৯) কোলাঘাট	৪	৫
(১০) মেদিনীপুর (পশ্চিম)	২	২
(১১) মেদিনীপুর (দক্ষিণ)	২	০
(১২) ঝাড়গ্রাম (পশ্চিম)	১	০
(১৩) চন্দ্রকোনা	০	৫

Air conditioning arrangement for the Ministers and Gazetted Officers

133. (Admitted question No. 63.) **Shri Birendra Narayan Roy:**

গত ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সালের অতারকিত ৭৩৪নং এ্যাডমিটেড প্রশ্ন নং ১৩৯৮ প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করিয়া পূর্তবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন কি উক্ত মিটারগুলির কোনটি কোন্ মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও গেজেটেড অফিসারদের কক্ষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করিবার মেসিনের সহিত যুক্ত ছিল?

The Minister for Public Works:

আলোচ্য মিটারগুলির সহিত কোন্ কোন্ মন্ত্রী বা গেজেটেড অফিসারের কক্ষস্থিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রগুলি ১৯৬২-৬৩ সালে সংযুক্ত ছিল তাহার একটি তালিকা এতদ্সংলগ্ন করা হইল।

Reply referred to in reply to unstarred question No. 133

Meter No. 86898

1. Shri Saila Kumar Mukherjee, Minister.
2. Shri Tarun Kanti Ghosh, Minister.
3. Shri Bejoy Singh Nahar, Minister.
4. Shri Sushil Ranjan Chatterjee, Minister of State.
5. Dr. Probodh Kumar Guha, Minister of State.
6. Shri P. R. Thakur, Minister of State.
7. Sm. Radharani Mahatab, Deputy Minister.
8. Shri R. Gupta, I.C.S., Chief Secretary.
9. Shri R. K. Roy, I.C.S., Additional Member, Board of Revenue.
10. Shri R. Ghosh, I.A.S., Secretary, Agriculture and Food Production.
11. Shri S. Dutta-Majumdar, I.A.S., Secretary, Commerce, Labour and Industries.
12. Shri S. Sen Gupta, Secretary, Legislative.
13. Shri B. B. Mandal, I.A.S., Joint Secretary, Public Works.

14. Shri A. K. Datta, I.A.S., Joint Secretary, Local Self-Government.
15. Lt. Col. N. C. Chatterjee, Director of Health Services.

Meter No. 62203

1. Sm. Ava Maity, Minister.
2. Shri Bijesh Ch. Sen,, Minister of State.
3. Shri M. M. Basu, I.C.S., Home Secretary.
4. Shri S. K. Chatterjee, I.C.S., Secretary to Chief Minister.
5. Shri K. Sen, I.C.S., Director of Civil Defence.
6. Shri B. R. Gupta, I.A.S., Secretary, Health.
7. Shri S. N. Banerjee, I.A.S. (Retd.), Secretary, Refugee Relief and Rehabilitation.
8. Shri S. M. Banerjee, I.A.S. (Retd.), Special Officer, Finance.
9. Shri J. L. Kundu, I.A.S., Additional Secretary, Finance.
10. Shri S. M. Bhattacharjee, I.A.S., Joint Secretary, Labour.

Meter No. 69495

1. Shri K. N. Das Gupta, Minister.
2. Shri Kanai Lal Das, Deputy Minister.
3. Shri M. M. Dakua, Deputy Minister.
4. Sm. Shakila Khatun, Deputy Minister.
5. Shri K. K. Hazra, I.C.S., Legal Remembrancer.
6. Shri N. Roychowdhury, I.C.S., Member, Board of Revenue.
7. Shri K. D. Gupta, Director of Research, Finance.

Meter No. 172398 and 49862

Shri P. C. Sen, Chief Minister.

Meter No. 256811

Dr. S. C. Ray, Milk Commissioner.

Meter No. 356980

1. Shri P. C. Sen, Chief Minister.
2. Shri I. D. Jalan, Minister.
3. Shri Shyamadas Bhattacharjee, Minister.
4. Shri Jagannath Kolay, Minister.
5. Shri Sankardas Banerji, Minister.
6. Shri Tarun Kanti Ghosh, Minister.
7. Shri Ajoy Kumar Mukherjee, Minister.
8. Shri Rai Harendra Nath Chowdhury, Minister.
9. Shri S. M. Fazlur Rahman, Minister.
10. Sm. Purabi Mukherjee, Minister.
11. Shri Ashutosh Ghosh, Minister of State.
12. Shri Ardhendu Sekhar Naskar, Minister of State.
13. Shri S. N. Misra, Minister of State.
14. Shri S. Bandyopadhyay, Minister of State.

15. Shri T. Wangdi, Minister of State
16. Shri S. K. A. Mirza, Deputy Minister.
17. Shri Chittaranjan Ray, Deputy Minister.
18. Shri M. Z. Haque, Deputy Minister.
19. Shri Zainal Abedin, Deputy Minister.
20. Sm. Maya Banerjee, Deputy Minister.
21. Shri Muktipada Chatterjee, Deputy Minister.
22. Shri T. P. Roy, Deputy Minister.
23. Shri B. Sarkar. I.C.S. (Retd.), Special Officer, Home.
24. Shri B. K. Guha, I.C.S. (Retd.), Hony. Adviser, Education.
25. Shri A. Neogi. I.A.S., Transport Commissioner.
26. Shri D. N. Banerjee, I.A.S., Secretary, Agriculture and Animal Husbandry.
27. Shri R. Banerjee, I.A.S., Secretary, Irrigation and Waterways.
28. Shri J. C. Talukdar, I.A.S., Joint Secretary, Co-operation.
29. Shri J. K. Roy, I.A.S., Director of Relief.
30. Shri K. K. Roy, Secretary, Finance.
31. Shri S. K. Ghosh, Member, Application Committee.
32. Shri S. Gupta, Special Officer, Finance.
33. Shri A. K. Das, Secretary, Judicial.
34. Shri D. M. Sen, Secretary, Education.
35. Shri Upananda Mukherjee, I.G. of Police.
36. Dr. N. K. Bose, Special Officer, Irrigation and Waterways.

Provident fund and pay scales of Primary School Teachers

134. (Admitted question No. 100.) **Shri Jamini Bhusan Saha:**

শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) শহরাঞ্চলে উদ্বাস্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু হইয়াছে;

(খ) চালু না হইয়া থাকিলে কবে হইতে চালু হইবে; এবং

(গ) বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের পূর্বে যে ৫৫—৯০ টাকা স্কেল ও মহার্ঘ্য ভাতা ২৫ টাকা ছিল, বর্তমানে তাঁহাদের জন্য ৮০—১৫০ টাকা গ্রেড চালু করার প্রস্তাব আছে কি না?

The Minister for Education:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) এই প্রশ্ন উঠে না।

(গ) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কার্যে নিযুক্ত বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্বাস্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ৮০—১৫০ টাকা স্কেলে মাসিক বেতন পান।

Judgment in the case of the curator, Botanical Gardens, Shibpore

135. (Admitted question No. 139.) **Shri Kashi Kansh Maitra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (General Administration) Department be pleasd to state—

(a) if the attention of Government has been drawn to the observations made by Mr. Justice B. Banerjee of Calcutta High Court in his judgment in the case of Golam Mohiuddin, the Curator of Botanical Gardens at Shibpore, inter alia to the effect that while "high officers" who were found to have misbehaved were not proceeded against, Golam Mohiuddin, the Curator—an innocent person—was singled out; and

(b) If the answer to (a) be in the affirmative will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) the names of these "high officers" who misbehaved but were not proceeded against;

(ii) the reasons for not taking any disciplinary actions against these officers;

(iii) the nature of allegations as to unbecoming and improper conduct as regards these other "high officers" referred to the judgment of Mr. Justice Banerjee; and

(iv) whether the Government consider the desirability of taking any action against such "high officers" in the light of the observations of Mr. Justice Banerjee?

The Minister for Home (General Administration): (a) Government have not yet received a copy of the judgment in the case for which an application has been made.

(b) This will be considered after a copy of the judgment has been received.

Food articles supplied to Modified Ration Shops in Ausgram and Kanksa police-stations.

136. (Admitted question No. 184.) **Shri Monoranjan Baksi:**

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি কাঁকসা থানার ও আউসগ্রাম থানার কোন্ কোন্ ইউনিয়নে অথবা অঞ্চল পঞ্চায়েৎ-এ মডিফায়েড রেশনিং-এর দোকানে কত পরিমাণ চাউল, গম ও চিনি গত ১৯৬৩ সালের আগষ্ট মাস হইতে আজ পর্যন্ত কত পরিমাণ ও কি মূল্যে প্রদান করা হইয়াছে?

The Minister for Food and Supplies:

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এতদ্সহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to unstarred question No. 136

Statement showing the total supplies of Food Articles made to Modified Ration dealers during the period from 1st August 1963 to 20th December 1963 and the prices at which the articles were supplied.

Name of Police Station	Name of the Anchal	Total supplies of food articles made (Figures in quintals)			Price at which supply was made (Per quintal)		
		Rice	Wheat	Sugar	Rice	Wheat	Sugar
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgram	Ausgram ..	32	75	96	Rs.	Rs.	Rs.
	Guskara ..	30	80	100	49.34	41.69	119.16
	Ukta ..	16	51	79	50.34		to
	Bhedia ..	9	13	49	and		128.82
	Beranda ..	33	49	115	55.34		
	Bhalki ..	7	19	105			
	Debsala ..	36	47	73			
	Kota ..	33	64	49			
	Ramnagar ..	8	13	55			
	Billagram ..	17	41	90			
	Amarpore ..	54	63	89			
	Eral ..	20	22	139			
	Dignagar ..	23.81	53	96			
Name of Union							
Kanksa ..	Kanksa ..	..	319	183	No rice issued.	37.51	119.50 to 128.72
	Bonkati ..	..	151	9			
	Rajbandh ..	..	300	118			
	Gopalpur	..	300	118			
	Sibpur ..	..	100	19			
	Malandighi	..	100	12			

Piscatorial Plans

137. (Admitted question No. 212.) **Shri Sanat Kumar Raha:**

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে মাছের ডিমের কুন্‌কে গত দুই তিন বছরের মধ্যে ১৫০ টাকা হইতে বর্তমানে ৬০০।৮০০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে; এবং

(খ) চারা মাছের ডিমের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য সরকারের কি পরিকল্পনা আছে?

The Minister for Fisheries:

(ক) মাছের ডিমের উৎপাদন বিশেষ বিশেষ কতকগুলি প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, এই গুণানুযায়ী মাছের ডিমের প্রতি কুনকার মূল্য নির্ধারিত হয়। বর্ষার প্রারম্ভে উৎকৃষ্ট ধরনের পোনা মাছের ডিম উৎপাদিত হয় এবং উহা কুনকা প্রতি ৬০০।৮০০ টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার পর হইতে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ধরনের মাছের ডিম পাওয়া যাইতে থাকে এবং কুন্‌কা প্রতি ডিমের মূল্যও হ্রাস পাইতে থাকে। উহা তখন কুন্‌কা প্রতি ১৫০ টাকা এবং এমন কি গুণানুযায়ী ৪০।৫০ টাকাতেও বিক্রীত হইয়া থাকে। গত দুই তিন বৎসরে মাছের ডিমের মূল্যের হার অনেকটা একই রকম আছে।

(খ) হরমোন প্রয়োগের দ্বারা উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনের নিমিত্ত বীজ-উৎপাদন ক্ষেত্র স্থাপনের একটি প্রকল্প অনুযায়ী এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অদ্যাবধি পাঁচটি বীজ-উৎপাদন ক্ষেত্র স্থাপন করা হইয়াছে।

Unauthorised Pakistanees in Murshidabad

138. (Admitted question No. 223.) **Shri Sanat Kumar Raha:**

স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৬৩ সালে মুর্শিদাবাদে কতজন পাকিস্তানের লোক বিনা পাসপোর্টে আসে; এবং

(খ) তাহাদের কতজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়?

The Minister for Home (Political):

(ক) ১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে ৩১এ অক্টোবর পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় বিনা পাসপোর্টে প্রবেশ করার জন্য ২২২ জন পাকিস্তানের নাগরিক ধৃত হইয়াছে।

(খ) ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ২২১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৭৪ জন দণ্ডিত হয় এবং ৪৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা বিচারাধীন আছে। অবশিষ্ট একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তাধীন।

Modified Ration Shops in the districts of West Bengal

139. (Admitted question No. 224.) **Shri Sanat Kumar Raha:**

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলায় কতগুলি আংশিক রেশনের দোকান আছে;

(খ) উক্ত দোকান কিসের ভিত্তিতে খোলা হয়; এবং

(গ) কত রেশন কার্ডের উপর এই দোকান চলিবে তাহার জন্য কোন নিয়ম সারা পশ্চিমবঙ্গে একইরূপভাবে চালু আছে কি না?

The Minister for Food and Supplies:

(ক) প্রয়োজনীয় তালিকা এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) স্থানীয় চাহিদা ও জেলাশাসকের নির্দেশক্রমে দোকান খোলা হইয়া থাকে।

(গ) কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন শিল্পাঞ্চলে সাধারণতঃ গড়ে ৩,৫০০ এবং অন্যান্য এলাকায় গড়ে ২,৫০০ লোকের জন্য কার্ড প্রতি দোকানে রেজিষ্ট্রি করা হইয়া থাকে।

Statement referred to in reply to clause (ka) of the unstarred question No. 139.

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে আংশিক রেশনের দোকানের তালিকা (১৪-১২-৬৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী)

জেলার নাম		আংশিক রেশনের দোকানের সংখ্যা
(১) চব্বিশপরগনা	...	১,৫০২
(২) নদীয়া	...	৬৮৫
(৩) মুর্শিদাবাদ	...	৮২২
(৪) জলপাইগুড়ি	...	২৭৬
(৫) মালদহ	...	৩১১
(৬) পশ্চিম দিনাজপুর	...	২৫৬
(৭) দার্জিলিং	...	২৮৬
(৮) কুচবিহার	...	২০৪
(৯) বাঁকুড়া	...	৭৪১
(১০) বর্ধমান	...	৯৭০
(১১) বীরভূম	...	৬২৬
(১২) হুগলী	...	৫৪৫
(১৩) হাওড়া	...	৪০০
(১৪) মেদিনীপুর	...	৯৮২
(১৫) পুরুলিয়া	...	২৪৪
		৮,৮৮৩
(১৬) কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত শিল্পাঞ্চল	...	১,৭৮৪
		১০,৬৬৭

Price of paddy in the districtu of West Bengal

140. (Admitted question No. 228.) **Shri Nikhil Das:**

কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৩ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বিভিন্ন জেলায় ধানের দাম কত ছিল?

The Minister of State for Agriculture:

একটি বিবরণী (স্টেটমেন্ট) এতদ্সহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to the unstarred question No. 140

Statement showing the wholesale market prices per 75 Kg. (2 mds. approx.) of Aman Paddy prevailing at subdivisions of West Bengal during the week ending on 14th December, 1963.

Name of District	Name of Subdivision	Paddy From	Paddy To
1	2	3	4
		Rs. nP.	Rs. nP.
24-Parganas ..	.. Bongaon	30.00 (N)	32.00 (N)
	Diamond Harbour	33.00 (N)	..
	Basirhat	32.78 (N)	35.17 (N)
	Baraset	N. S.	N. S.
Howrah ..	.. Howrah	N. S.	N. S.
Hooghly ..	.. Hooghly	N. S.	N. S.
	Arambagh	30.50 (N)	31.50 (N)
Nadia ..	.. Krishnagar	N. S.	N. S.
	Ranaghat	32.00 (N)	..
Murshidabad	.. Jangipore	34.50 (N)	..
		30.50 (N)	
Burdwan ..	.. Burdwan	31.00 (N)	..
	Asansol	29.00 (N)	..
	Kalna	32.75 (N)	33.00 (N)
		41.50 (N)	41.75 (O)
Birbhum ..	.. Rampurhat	30.00 (N)	33.75 (N)
Bankura ..	.. Bankura	31.00 (N)	36.00 (N)
	Vishnupur	29.50 (N)	30.00 (N)
Midnapore ..	.. Contai	28.00 (N)	30.00 (N)
	Jhargram	30.00 (N)	35.00 (N)
	Ghatal	31.10 (N)	36.10 (N)
		38.12 (O)	44.14 (O)
Purulia ..	.. Purulia	27.00 (N)	30.00 (N)
Jalpaiguri ..	.. Alipurduar	21.00 (N)	22.00 (N)
		42.00 (N)	..
Darjeeling ..	.. Siliguri	22.00 (N)	24.00 (N)
Malda ..	.. Malda	29.50 (N)	32.00 (N)
West Dinajpur	.. Balurghat	26.78 (N)	..
	Raiganj	N. S.	N. S.
	Islampore	22.00 (N)	26.50 (N)
Cooch Behar ..	.. Cooch Behar	23.43 (N)	24.[illegible] (N)

N.B.—N. S.=No Supply ; O= Old and N=New.

Dengue fever in Calcutta

141. (Admitted question No. 258.) **Shri Aswini Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state—

(a) whether the Government has any figure about the total number of persons attacked with Dengue (Mystry fever) fever from August, 1963 to November, 1963, in the Calcutta Municipal area;

(b) if so, the number of such attacks;

(c) total number of deaths, if any, of the aforesaid attack within the said period;

(d) the number of children attacked and died of the aforesaid disease in the said period; and

(e) what preventive measures were taken by the Government for the prevention in future;

The Minister for Health: (a) and (b) Government has no such figure but the number of patients admitted in hospitals during the period was 427.

(c) 36.

(d) Of the total number of hospital admission (427), the number of Children was 95 and the number of deaths amongst them was 8.

(e) The following preventive measures were taken:

(i) A student Hostel of the Marine Engineering College at Behala where there were a number of such cases was closed down temporarily and the buildings and the adjacent areas were sprayed with D.D.T.

(ii) As the disease spreads through bite of a special type of mosquito, viz., Aedes Aegypti, the dock areas in Kidderpur and the field areas of Dum Dum Airport where breeding of such mosquitoes was noticed were sprayed with D.D.T

(iii) A pilot survey to find out the areas where Aedes mosquito is breeding or likely to breed has been completed and a scheme for Aedes Control is being drawn up with the assistance of Health Officers of the Sea and Airports as well as the Entomologist, S.E. Railway and of the Calcutta Corporation and on the line suggested by the World Health Organisation Consultants who have adequate knowledge about the epidemiology of the disease.

Package Programme Scheme in Burdwan district

142. (Admitted question No. 254.) **Shri Aswini Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(a) total acreage of land in the Burdwan district brought under Intensive Cultivation (Package Programme) Scheme for—

(1) Aman,

(2) Jute,

(3) Potatoes, in 1962 and 1963 respectively;

(b) total amount of loans distributed in 1963 (up to 1st December under the said scheme in cash and kind respectively; and

(c) total number of persons who received such loan and the total amount disbursed during the said period to owners of land—

(i) below 5 acres,

(ii) above 5 acres but below 10 acres, and

(iii) 10 acres and above?

The Minister of State for Agriculture: (a) Acreage brought under Intensive Agricultural District Programme (Package Programme) in the Burdwan district during the years—

1962-63.	1963-64.
(1) and (2)—The Package Programme was started at Burdwan in August, 1962. As such no work on Aman or Jute was possible.	(1) 80,150 acres. (2) 2,094 acres.
(3) Out of a total area of 2000 acres covered under Intensive Rabi cultivation, Potato had a share of 1,000 acres.	(3) 4,100 acres.

(b) Loans distributed up to December, 1963, under the Package Programme by the Co-operative Societies in cash and kind were about 58 lakhs and 6,65 lakhs respectively.

(c) Loans were given to land owners who were members of the selected Co-operative Societies and who agreed to participate in the Scheme. The particulars of the loan on the basis of land-ownership are not readily available with the Central Co-operative Banks through which loans were disbursed.

Prostitutes in West Bengal

143. (Admitted question No. 128.)

শ্রীমৃগেন্দ্র ভট্টাচার্য: স্বরাষ্ট্র (সমাজ-কল্যাণ) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৪৯-৫০, ১৯৫০-৫১, ১৯৫১-৫২, ১৯৫৯-৬০, ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২-৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলায় কতগুলি নারী পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করার লাইসেন্স পাইয়াছেন ;

(খ) উহাদের সর্বনিম্ন এবং সর্বউচ্চ বয়স কত ;

(গ) এইরূপ বৃত্তি গ্রহণ করার কি কি কারণ তাঁহারা জানাইয়াছেন ;

(ঘ) পতিতাবৃত্তি গ্রহণের কারণ অনুসন্ধান এবং নিরোধের উপায় সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সরকারী কমিশন বা কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে কিনা ;

(ঙ) কমিটি বা কমিশন নিযুক্ত হইয়া থাকিলে তাঁহাদের রিপোর্ট কি ; এবং

(চ) পতিতাদের নূতন নাম রেজিস্ট্রি করার ফি এবং বাৎসরিক রিনিউ ফি কত করিয়া ধার্য করা হইয়াছে ?

The Minister for Home (Social Welfare):

(ক) পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিতে কোন লাইসেন্স লইবার প্রয়োজন হয় না। সংশ্লিষ্ট আইনে কোন লাইসেন্স দিবারও বিধান নাই।

(খ) এইরূপ কোন পরিসংখ্যান রাখা হয় নাই।

(খ) সাধারণভাবে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, গত মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং দেশ বিভাগের ফলে বাঙলার সমাজজীবনে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে এবং বেকারসমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। সেইজন্য বহুসংখ্যক তরুণী, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

(ঘ) না। তবে ১৯৫৪ সালে ২৪এ ডিসেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ (সেন্ট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড) এ বিষয়ে অ্যাডভাইসরি কমিটি অন সোস্যাল অ্যান্ড মরাল হাইজিন নামে একটি কমিটি নিয়োগ করেন।

(ঙ) রিপোর্ট অব দি অ্যাডভাইসরি কমিটি অন সোস্যাল অ্যান্ড মরাল হাইজিন, সেন্ট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড, গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া।

(চ) সংশ্লিষ্ট আইনে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই।

Arrests made in the Nadia and other districts under the Defence of India Rules

144. (Admitted question No. 166.) **Shri Gour Chandra Kundu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Political) Department be pleased to state—

(a) how many persons were arrested under section 41(5) of Defence of India Rules in Nadia district from November 1962 to February 1963;

(b) how many of them have been released on bail and how many of them are still being detained as undertrial prisoners;

(c) trials against how many persons have been completed and how many cases are still pending in Lower Courts in Nadia district;

(d) how many persons are still being detained as undertrial prisoners under section 41(5) of Defence of India Rules in other districts of West Bengal and how many cases are pending in those other districts; and

(e) how many profiteers, blackmarketeers, rice and fish merchants have been arrested under Defence of India Rules up till now?

The Minister for Home (Political): (a) 67.

(b) 35 in jail custody as undertrial prisoners. The rest were released on bail.

(c) Trials against 32 persons completed. Cases against the rest are sub-judice.

(d) In districts other than Nadia 368 persons are in jail custody as undertrial prisoners; cases against 375 persons are sub-judice and cases against 50 persons are pending investigation.

(e) 1,828 persons till 30th December, 1963.

Health Officer for the Berhampore Municipality

145. (Admitted question No. 226.) **Shri Sanat Kumar Raha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of Health Department be pleased to state—

(a) whether there is any Health Officer for the Berhampore Municipality;

(b) if the answer to (a) be in the negative, will the Hon'ble Minister be pleased to state the reasons thereof?

The Minister for Health: (a) No.

(b) The Municipality is the appointing authority in respect of their Health Officer. It has been ascertained from the Municipality that the

post of Health Officer fell vacant due to resignation of the incumbent with effect from 1st March, 1962. The post was advertised by the Municipality twice but no suitable candidate was available on each occasion.

Particulars and income of the industries in the jails of West Bengal

146. (Admitted question No. 256.) **Shri Aswini Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Jails) Department be pleased to state—

(a) particulars of the industries which existed in 1961 and 1962 and which exists in 1963, in each of the district, Special and Central Jails in the State of West Bengal; and

(b) particulars of income from each such industry and expenditure as production cost on those industries in 1961 to 1963 separately in each Jail.

The Minister for Home (Jails): (a) A statement showing the particulars of the industries which existed in 1961, 1962 and 1963 (till 30th November, 1963) is placed below.

(b) A statement is placed below.

Statement referred to in reply to clause (a) of the unstarred question No. 146

Name of Jails. 1	Particulars of Industries 2
1. Presidency Jail	(i) Mustard Oil, (ii) Phenyle, (iii) Umbrellas, (iv) Weaving and Tailoring (v) Smithy, (vi) Carpentry, (vii) Aluminium utensils, (viii) Laundry and (ix) Leather.
2. Alipore Central Jail	(i) Carpentry, (ii) Weaving, (iii) Smithy, (iv) Tailoring and (v) Bamboo and cane
3. Dum Dum Central Jail	(i) Blanket weaving, (ii) Soap making, (iii) Dyeing, (iv) Cloth-weaving, (v) Tailoring, (vi) Durrie and Ashnies weaving, (vii) Carpentry, (viii) Smithy, (ix) Bamboo and cane work, (x) Jute work, (xi) Coir-string etc. and (xii) Laundry.
4. Berhampore Central Jail	(i) Tailoring, (ii) Durrie making and weaving, (iii) Bamboo and cane work (iv) Dhobi and (v) Carpentry, Smithy and Miscellaneous works.
5. Midnapore Central Jail	(i) Tailoring, (ii) Weaving, (iii) Pottery; (iv) Laundry, (v) Smithy and Carpentry, (vi) Coir, (vii) Durrie weaving, (viii) Dyeing and (ix) Bamboo and cane work.
6. Hooghly Jail	(i) Weaving and (ii) Durrie weaving
7. Darjeeling Jail	(i) Bamboo and cane, (ii) Smithy and Dhobi and (iii) Garden.
8. Jalpaiguri Jail	(i) Weaving, (ii) Tailoring, (iii) Carpentry, (iv) Cane and bamboo, (v) Smithy and (vi) Laundry.
9. Cooch Behar Jail.	(i) Weaving, (ii) Bamboo and cane (iii) Smithy, (iv) Carpentry and (v) Dhobi.
10. Burdwan Jail	(i) Durrie and Asani weaving and (ii) Weaving and tailoring.
11. Krishnagar Jail	(i) Weaving and (ii) Smithy.

[There is no industry in any of the Special Jails in the State]

Statement referred to in reply to clause (b) of the unstarred question No. 146

Certain particulars of industries which existed in West Bengal Jails 1962 and 1963 (up to 30-11-63)

Name of Jails	Particulars of Industries	1961 Income (Value of produce)	1961 Expenditure (as production cost)	1962 Income (Value of produce)	1962 Expenditure (production cost)	1963 Income (Value of produce)	1963 Expenditure (production cost)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Presidency Jail ...	Mustard Oil Mills	4,57,535	4,22,509	5,22,644	4,57,436	6,05,787	4,45,278
	Phenyle	9,753	8,669	19,684	17,496	14,906	13,249
	Umbrellas	35,785	31,809	30,654	27,248	27,062	24,055
	Weaving and Tailoring	28,445	35,284	33,742	29,993	31,491	27,992
	Smithy ..	64,250	57,111	63,557	56,495	71,043	63,149
	Carpentry ..	2,457	2,184	5,939	5,279	7,805	6,937
	Aluminium Utensils	12,496	11,108	18,563	16,500	16,299	14,488
	Laundry .	783	732	685	612	751	668
	Leather ..	10,616	9,436	17,529	15,581	21,887	19,455
Alipore Central Jail ...	Carpentry ..	16,112	15,726	14,686	14,518	14,048	13,892
	Weaving ..	31,989	30,976	29,063	28,774	35,911	25,644
	Smithy ...	1,305	1,254	1,242	1,195	912	878
	Tailoring ..	21,917	20,983	20,742	20,502	15,219	15,066
	Bamboo and Cane ...	2,513	2,345	2,145	2,092	1,344	4,313

Name of Jails	Particulars of Industries	1961 Income (Value of produce)	1961 Expenditure (as production cost)	1962 Income (Value of produce)	1962 Expenditure (production cost)	1963 Income (Value of produce)	1963 Expenditure (production cost)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Dum Dum Central Jail ...	... Blanket weaving ...	1,45,594	1,27,395	1,87,250	1,63,840	93,665	81,955
	Soap making	59,940	52,448	62,976	58,104	48,807	42,705
	Dyeing, clothing-weaving, Tailoring	96,830	84,725	1,00,320	87,780	85,333	74,665
	Durrie and Ashnies weaving.	1,066	930	606	530	918	803
	Carpentry, smithy ...	3,200	2,800	3,350	2,932	3,230	2,825
	Bamboo and cane work .	1,392	1,200	4,420	3,868	3,948	3,554
	Jute work	585	510	682	597	633	553
	Coir-string, etc. .	790	690	1,120	980	729	839
	Laundry	5,280	4,620	5,400	4,725	5,024	4,396
Berhampore Central Jail ...	... Tailoring . ..	2,09,022	2,50,360	2,69,985	1,41,047	3,15,719	2,95,375
	Durrie-making and weaving	47,859	34,797	66,040	35,699	72,981	37,704
	Bamboo and cane work . .	4,935	2,777	3,402	2,453	5,609	4,221
	Dhobi	3,127	1,457	3,007	739	3,857	1,095
	Carpentry, smithy and miscellaneous works.	7,312	1,371	2,781	562	3,583	966

Midnapore Central Jail ..	Tailoring	1,88,668	1,52,550	2,45,260	1,75,896	1,63,200	1,05,845
	Weaving	77,219	66,761	1,08,694	89,619	1,14,810	93,278
	Pottery	333	201	417	237	461	257
	Laundry	1,400	960	4,246	2,791	3,818	2,411
	Smithy and Carpentry	2,300	1,372	3,152	1,723	4,861	2,735
	Coir	3,515	2,711	5,844	3,595	4,048	2,520
	Durrie weaving	4,481	3,301	6,326	4,192	8,548	5,633
	Dyeing	1,708	1,290	5,383	3,696	2,333	1,415
	Bamboo and Cane work	668	532	3,632	2,236	4,258	2,928
Hooghly Jail	Weaving	1,947	1,947	1,360	,360	147	147
	Durrie weaving	400	307	263	176	80	56
Darjeeling Jail ..	Bamboo and Cane, Smithy and Dhobi Garden ..	9,923	3,440	5,792	2,343	6,456	840
Jalpaiguri Jail ..	Weaving	377	199	677	521	720	651
	Tailoring	7	1	71	25	128	10
	Carpentry	18	17	57	47	12	6
	Cane and Bamboo ..	263	57	125	51	199	96
	Smithy	44	40	33	7	43	11
	Laundry	315	109	285	96	621	642

Name of jails	Particulars of Industries	1961 Income (value of produce)	1961 Expenditure (as production cost)	1962 Income (value of produce)	1962 Expenditure (as production cost)	1963 Income (value of produce)	1963 Expenditure (as production cost)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Cooch Behar Jail ..	.. Weaving Bamboo and Cane Smithy, Carpentry, Dhobi	2,562	1,675	2,730	1,661	3,371	2,384
Burdwan Jail ..	.. Durrie and Ashni Weaving	1,381	686	841	416	458	216
	Weaving and Tailoring .. .	4,028	2,585	4,345	2,884	1,978	1,312
Krishnagar Jail ..	.. Weaving .. . . Smithy	1,028	152	385	83	225	194

New Industry Scheme in West Bengal Jails in 1963-64

147. (Admitted question No. 257.) **Shri Aswini Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Jails) Department be pleased to state—

(a) whether the Government have any scheme to start any new industry in West Bengal Jails in 1963-64 for utilisation of man power; and

(b) if so, particulars of such scheme?

The Minister for Home (Jails): (a) Yes.

(b) The following schemes are under examination before introduction in the Jails:

(i) A scheme for introduction of Ambar Spinning,

(ii) manufacture of "Ankle Boots" for Jail warders, and

(iii) manufacture of Loom Durries.

Insane persons in West Bengal Jails

148. (Admitted question No. 281.)

শ্রী [illegible] রায় প্রধান: স্বরাষ্ট্র (কারা) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(ক) পশ্চিমবংগের বিভিন্ন জেলে বর্তমানে কত উন্মাদ রহিয়াছেন, এবং উহাদের মধ্যে কতজন পুরুষ, কতজন স্ত্রীলোক এবং কতজন নাবালক ;

(খ) ১৯৬২-৬৩ সালে এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের নবেম্বর মাস পর্যন্ত জেলে অবস্থানরত এইরূপ উন্মাদদের মধ্যে কতজনকে অনুমোদিত উন্মাদ চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে ;

(গ) কোন্ কোন্ হাসপাতালে এইরূপ উন্মাদদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে এবং কোন্ কোন্ জেল হাসপাতালে উন্মাদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন ;

(ঘ) ১৯৬২-৬৩ সালে এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আগত উন্মাদদের কতজনকে সুস্থ বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ;

(ঙ) সাধারণ জেলে এইসব উন্মাদদের না রাখিয়া কেবলমাত্র উন্মাদদের জন্য একটি বিশেষ জেল সংস্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

The Minister for Home (Jails):

(ক) ২৮এ নবেম্বর ১৯৬৩ তারিখে ইহাদের মোট সংখ্যা ছিল ৭১০। ইহাদের মধ্যে—

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ	...	৪৮৯
পূর্ণবয়স্ক মহিলা	...	২০০ এবং
নাবালক	...	২১
		মোট— ৭১০ জন

(খ) ১৯৬২-৬৩ সালে ৬২ জন উন্মাদকে রাঁচির অনুমোদিত হাসপাতালে ("[illegible]") প্রেরণ করা হইয়াছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে (৩০এ নবেম্বর পর্যন্ত মোট ৫৬ জন উন্মাদকে ঐ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

(গ) রাঁচি মানসিক আরোগ্যশালায় এইরূপ উন্মাদদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ভিন্ন লালগোলা স্পেশাল জেল, প্রেসিডেন্সি জেল এবং দমদম সেন্ট্রাল জেলেও ইহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। উক্ত জেলগুলিতে উন্মাদ রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) ১৯৬২-৬৩ সালে ১৯৩ জনকে এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে (৩০এ নবেম্বর পর্যন্ত) ৭৭ জনকে ছাড়া হইয়াছে।

(ঙ) লালগোলাতে ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে মহিলা অনপরাধী (নন-ক্রিমিন্যাল) উন্মাদদের জন্য একটি বিশেষ কারা খোলা হইয়াছে। পুরুষ অনপরাধী উন্মাদদেরও উক্ত কারায় স্থানান্তরের প্রশ্ন বিবেচনা করা হইতেছে।

Adjournment motion

Mr. Deputy Speaker: I have received notice of an adjournment motion on the subject of looting of the house of Shri Kanai Pal, M.L.A. and the office of the R.C.P.I., given by Shri Anadi Das. I have refused consent.

Shri Anadi Das:

এখানে স্যার, পুলিশের কিরকম একসন হয়েছে—থানায় ডায়েরী করা হল এবং যাতে কোন একটা বিশিষ্ট দলের লোক জড়িত না হয়ে পড়ে সেজন্য কানাইবাবুকে গ্রেপ্তার করা হল। কাজেই এটা সম্বন্ধে যদি আলোচনা না হয় তাহলে কি করে হবে?

Mr. Deputy Speaker:

এটা অর্ডিনারী ল এ্যান্ড অর্ডারের বিষয় -এটা এ্যাডজোর্নমেণ্ট মোশানের বিষয়বস্তু নয়।

Shri Anadi Das:

ল এ্যান্ড অর্ডার সত্বেও পাবলিক বিপন্ন হয়।

Mr. Deputy Speaker: I have given my decision.

Shri Anadi Das:

আমি আপনাকে রিভাইজ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Mr. Deputy Speaker:

আমি রিভাইজ করবার মত কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না।

Shri Jyoti Basu:

কানাইবাবুর বাড়ী লুঠ করে কিছু লোক ভেতরে ঢুকে, তারপর তাঁকে থানায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়।

[Noise and interruptions]

[9-40—9-50 a.m.]

Shri Jyoti Basu:

আপনি শুনবেন না? কিছু কংগ্রেসের লোক লুট করেছিল কানাইবাবুর বাড়ী—অথচ পুলিশই এ্যারেস্ট করলো কানাইবাবুকে। সেইজন্য কথা হচ্ছে এ নিয়ে কেন আলোচনা হতে পারবে না?—এটা সাব-জুডিস নয়—এটা ল-এণ্ড অর্ডারের ব্যাপার।

[গোলমাল]

Mr. Deputy Speaker:

এটা অর্ডিনারী ল-এণ্ড অর্ডারের ব্যাপার—এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে না।

Shri Jyoti Basu:

আমি [illegible] য. এটা অর্ডিনারী ল-এন্ড-অর্ডারের ব্যাপার নয়—উনি বলতে পারতেন [illegible] লোক লুট করে নি। এ রকমও হতে পারে একজন এম-এল-এ'র বাড়ী কিছু লোক লুট [illegible] এলো, অথচ তাদের কিছুই সাজা হোল না কিন্তু পুলিশ কানাইবাবুকে এ্যারেষ্ট করলেন।

Mr. Deputy Speaker:

এটা নিয়ে কোর্টে মামলা হতে পারে।

Shri Jyoti Basu:

যার বাড়ী লুট হোল, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করলো কাজেই এটা সাব-জুডিস ব্যাপার নয়!

Mr. Deputy Speaker:

এটা সাব-জুডিস নয়—অর্ডিনারী ল-এ্যান্ড অর্ডারের প্রশ্ন. ..

Shri Jyoti Basu:

আমরা দেখেছি ল-এ্যান্ড অর্ডারের ঘটনায় গুলি চলেছে - পার্লামেন্টে সেই আলোচনা হয়েছে এবং এই হাউসেও আলোচনা হয়েছে—বাজেট সেসনের সময় এইসব কথা ওঠে না? ঐসব কথা শুনবেন না- এই নিয়ে আলোচনা করবার কারণ আছে। ল-এ্যান্ড অর্ডারের কথা হোল [illegible] কথা।

Mr. Deputy Speaker:

It is not the subject-matter of an adjournment motion.

এটা পার্লামেন্ট মোসনের বিষয়বস্তু নয়। তাছাড়া আমি সাব-জুডিসের কথা বলিনি আমি অর্ডিনারী ল-এ্যান্ড অর্ডারের কথা বলেছি।

Shri Bhakti Bhusan Mandal:

এই ঘটনার ফাইন্যাল রিপোর্ট হয়ে গেছে

Mr. Deputy Speaker:

এটা কোর্টে বিচার হবে। আমি এ সম্পর্কে কোন এ্যাডজর্নমেন্ট মোসান এলাউ করতে পারি না।

Shri Bhakti Bhusan Mandal:

এই ঘটনা নিয়ে ফাইন্যাল রিপোর্ট হয়ে গেছে এটা সাধারণ ল-এ্যান্ড-অর্ডারের প্রশ্ন নয়- এ জিনিসটা গ্যাগ করা উচিত নয়। সার্চ যদি করতে হয় হোম ডিপার্টমেন্ট এটা করতে পারে।

Mr. Deputy Speaker:

আপনি বার বার গ্যাগ করার কথা কেন বলছেন এটা অর্ডিনারী ল-এ্যান্ড অর্ডারের ব্যাপার, এটা এ্যাডজোর্নমেন্ট মোসনের সাবজেক্ট ম্যাটার নয়।

Shri Bhakti Bhusan Mandal:

[illegible] আগে যদি এইভাবে জিনিসটা ওভার-রুল করে দেন তাহলে [illegible] বলবো—আপনি আমাদের কথা আগে শুনুন তার পরে ওভার-রুল করবেন—তা না হলে we shall be deprived of our rights and privileges.

Mr. Deputy Speaker:

[illegible]

Shri Bhakti Bhusan Mandal:

আপনার যদি মিস-কনসেপসন হয় সেটা আমরা বুঝিয়ে দিতে পারি যাতে একটা সঙ্গত কনসেপসন হতে পারে।

Mr. Deputy Speaker:

আমি তো আগেই বলেছি যে এটা এ্যাডজোর্ণমেন্ট মোসনের বিষয়বস্তু নয়। এর পর আর আপনি কিছু বলতে পারবেন না।

Shri Kanai Pal:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এ্যাডজোর্ণমেন্ট মোসন দেওয়া হয়েছে ল-এ্যান্ড অর্ডারের অজুহাত দেখিয়ে সেটা আপনি আলোচনা করতে দেন নাই—বন্ধ করেছেন। আপনাকে আমি একটা কথা শুনতে অনুরোধ করছি—সেটা হচ্ছে এই যে আমার বাড়ী এবং পার্টি অফিস সব ৭।৮টা দরজা ভেঙ্গে—লোহার গেট ভেঙ্গে লুট করা হোল সমস্ত জিনিস। সেই সমস্ত লুট করা জিনিসের সিজার লিষ্ট থানা থেকে করা হোল—আমার কাছ থেকেও ষ্টেটমেন্ট করা হোল। তার পর আমি যখন উকিলের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করছি তখন ম্যাজিষ্ট্রেট এই খবর পেয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান এই বলে আমাকে থানায় ডেকে নিয়ে সিকিউরিটি এ্যাক্ট-এ আটকে দেওয়া হোল। আজকে এক বছর পরে দুবার হাইকোর্টে মুভ করে যখন বাধ্য হোল জামিন দিতে তখন ম্যাজিষ্ট্রেট এমন সর্তে আটকে দিয়েছেন যে আমাকে আমার জেলাতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। যদিও আমার কেসের বিরুদ্ধে সাক্ষীদের জবানবন্দী হয়ে গেছে সেটা টেম্পারিংয়ের প্রশ্ন নয়। আর একজন যিনি ব্যবসায়ী তিনি কলকাতাতে অফিস করছেন—খেতে পাচ্ছেন—অথচ আমি শুকিয়ে মরছি—এখানে কেস করতে পারছি না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে চিঠি দিয়েছি জেলে বসে অথচ তিনি তার উত্তর আজ পর্যন্ত দেন নি। তাহলে ল-এ্যান্ড-অর্ডার রক্ষিত হবে কিভাবে সেটা আমি জানতে চাই। যদি থানায় ডাইরী করলে তারা যদি কেস করতে না দেন থানায় আটকে রেখে দেন তাহলে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হবে কিভাবে আমি তা বুঝতে পারি না। এখন আমাকে আমার জেলায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে ল-এ্যান্ড-অর্ডার থাকবে কি করে?

Mr. Deputy Speaker:

আপনি বসুন—শুনুন. ....

Shri Nikhil Das:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, একটা কথা কানাইবাবুর কথা থেকে বুঝলাম। তিনি যে হাউসের এম-এল-এ। হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেন অথচ তাকে তার ডিষ্ট্রিক্টে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এই রকম অবস্থায় তার বাড়ীর উপর যে রকম অত্যাচার হয়েছে যা তার ষ্টেটমেন্ট থেকে আমরা শুনলাম, সে সম্বন্ধে একটা এনকোয়ারী হওয়া উচিত।

Mr. Deputy Speaker:

এর এনকোয়ারী হবে কি হবে না আমি তা কি করবো। আমি এ সম্বন্ধে এ্যাডজোর্ণমেন্ট মোসন ডিসএলাউ করেছি।

Shri Nikhil Das:

এই এসেম্বলী থেকে একটা কমিটি করে দেওয়া হোক—তাঁরা দেখুন অন্যায় হয়েছে কি হয় নাই। যদি অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে স্ট্রিকচার দেওয়া হোক পুলিশ অফিসারকে। তিনি জনসাধারণ না—এই হাউসের একজন মেম্বার—তার উপর অত্যাচার হয়েছে—এটা এ্যাডজোর্ণমেন্ট মোসনের বিষয়বস্তু কেন হবে না তা বুঝতে পারি না।

Shri Kamal Kanti Guha:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে, ল-এণ্ড অর্ডারের কথা আপনি বার বার করে বলছেন। তিনি পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন তারা এসে সিজার লিস্ট করেছিল। অথচ ল-এণ্ড অর্ডার পুলিশ মেনটেন করছে না, যে পুলিশের জন্য এই আইনসভা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়—জনসাধারণের রক্ত জল করা টাকা থেকে তাদের জন্য ট্যাক্স দেওয়া হয়—কিন্তু সেই পুলিশ ল-এণ্ড অর্ডার রাখতে পারছে না। সেইজন্য এই বিষয়ে আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

Mr. Deputy Speaker:

আমি বলছি—আট সার্জেন্ট একজন এম-এল-এ-র বাড়ী যদি লুট হয়ে থাকে তাহলে
I request the Treasury Bench to make an enquiry into this matter if they so like.
এখন অন্য কোন কথা নয়।
I can make only a request
তাই বলে যে এ্যাডজোর্ণমেণ্ট ডিসএলাউ হয়েছে, তার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা হবে এটা আমি এলাউ করতে পারি না। আমি ট্রেজারী বেঞ্চকে বলছি—যখন একজন হাউসের মেম্বারের ঘর-বাড়ী লুট হয়েছে তখন গভর্নমেণ্ট যদি মনে করেন এ বিষয়ে একটা এনকোয়ারী করলে ভাল হয়।
I won't allow any more questions.

Shri Nikhil Das:
স্যার, আপনি যদিটা বাদ দিন মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, চীফ মিনিস্টার এখানে আছে তাঁকে আপনি অনুরোধ করুন তিনি একটা স্টেটমেণ্ট দিন।

Shri Sailendra Nath Adhikary:
মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনাকে একটি কথা বলবার আছে আপনার সমস্ত ভার্ডিক্ট-এর উপর আমাদের তথা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আজকে আপনি একজন অনারেবল মেম্বার অব দিস লেজিসলেচারের অধিকার রক্ষা করুন এটা আমরা চাই।

Mr. Deputy Speaker:
আমি তো বলেছি। তার পর আর আপনি কি বলবেন। এটা যদি গভর্নমেণ্ট—এই হাউসের মেম্বারের বাড়ীঘর যদি লুট হয়ে থাকে তার জন্য আমি বলছি- যদি একটা এনকোয়ারী করেন তাহলে ভাল হয়।

Shri Sailendra Nath Adhikary:
আপনি স্যার 'যদি' বলছেন কেন?—ডাইরেক্ট করুন। একটা সার্বভৌম বডি—পুলিশমন্ত্রীকে বলুন—মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীকে ডাইরেক্ট করুন—ওসব 'যদি-টদি' কেন বলছেন?

Mr. Deputy Speaker:
আমি ডাইরেক্ট করছি—অনুরোধ করছি।

[9-50—10 a.m.]

Shri Kashi Kanta Maitra:

আপনি যে ভার্ডিক্ট দিলেন মানি, একটা কথা বলছি, মাননীয় সদস্যের উপর অন্যায় জুলুম হয়েছে, তার প্রতিকার চাইছেন, অন্য কথা তিনি বলছেন না, তিনি সুষ্ঠুভাবে এনকোয়ারী চাইছেন। এটা অত্যন্ত মিনিমাম ডিমাণ্ড। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় রয়েছেন, তিনি—গণতন্ত্রের কথা বলেন, আপনার মুখ থেকে যেটা বেরিয়েছে
out of reverence to that
তিনি একটা এ্যাসিওরেন্স দিন
that he will look into the matter
এটাই চাই। গণতন্ত্রের খাতিরে তিনি দাঁড়িয়ে বলুন
I shall look into the matter and see that justice is being done.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আদালত মারফৎ নালিশ করে বিচার করতে হবে।

Shri Kashi Kanta Maitra:

মামলা বিচারাধীন আছে, দীর্ঘকাল জেলে ছিলেন, হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী কলকাতায় আটকে রেখেছেন, জেলায় যেতে পাচ্ছে না, মামলার ব্যাপারে তদ্বির করতে পারছে না। মামলা রাণাঘাট কোর্টে করতে হবে, সেখানে তিনি যেতে পাচ্ছেন না, তদ্বির করতে পাচ্ছেন না,- এক্সটার্নড হয়ে আছেন। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যদি গেস্চার হিসাবে বলেন দেখবেন that will assuage our feelings.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আচ্ছা, আমি এই ব্যাপারটা দেখতে পারি।

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

Mr. Deputy Speaker: Now the Minister-in-charge of Irrigation and Waterways Department to make a statement on the transfer of D.V.C. irrigation canals, Panchet and Maithon Dams to West Bengal Government The notice was given by Shri Ananga Mohan Das.

The Hon'ble Abha Maiti:

মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে মাননীয় অনঙ্গমোহন দাশ মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রস্তাবের উত্তরে জানাচ্ছি—বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বৎসরের বাকি কয়েক মাসের জন্য দামোদর উপত্যকা নিগমের নিকট হইতে বাঁধ খালগুলির ও রবিশস্যের সেচন ব্যবস্থা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এই হস্তান্তরের খুঁটিনাটি বিবরণ ও আর্থিক দায় দায়িত্বের বিষয় একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। এই সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছে:

(১) শ্রী এ ডি খান, সভাপতি;

(২) শ্রী কে কে রায়, অর্থসচিব,

(৩) শ্রী এস গুপ্ত, অর্থসচিব, পদাধিকার বলে সদস্য।

(৪) শ্রী এস এম ব্যানার্জি, প্রাক্তন আর্থিক উপদেষ্টা সদস্য।

(৫) শ্রী এল এম বিশ্বাস, উপসচিব, দামোদর উপত্যকা নিগম, সদস্য।

(৬) শ্রী বি সেনগুপ্ত, দামোদর উপত্যকা নিগমের সাধারণ উপ-নির্বাহক, সদস্য।

(৭) শ্রীবাসুদেবন, আর্থিক উপদেষ্টা, দামোদর উপত্যকা নিগম সদস্য।

(৮) শ্রী জে এল কুণ্ডু, অতিরিক্ত অর্থসচিব, সদস্য।

এই সমিতির সুপারিশগুলি পাইবার পর পারস্পরিক বুঝাপড়ার ভিত্তিতে সর্তাবলী স্থির করা হইবে। বাঁধগুলির নিম্নস্থ জমিতে জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ও উহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকিবে রাজ্য সরকারের। মাইথন ও পাঞ্চেত বাঁধের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার গ্রহণ করিবেন না। ভারত সরকারের একজন কর্মচারী রাজ্য সরকারের এই কার্যের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীর সহিত পরামর্শক্রমে জল ছাড়ার দায়িত্বভার লইবেন।

Mr. Deputy Speaker: The Minister-in-charge of Local Self-Government and Panchayats Department to make a statement on the irregularities in the election of Panchayats in Jadavpur P.S., district 24-Parganas. The notice was given by Shri Khagendra Kumar Ray Chowdhury.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

The Hon'ble Sowrindra Mohan Misra: As regards delimitation of Gram Seva constituency, the delimitation was done strictly according to rule. The Union Board and local people were consulted at the time of preparation of the Panchayat constituency. As regards the alleged irregularity in the Panchayet electoral roll, the Assembly election roll is the basis for Gram Panchayet election under section 7 of the West Bengal Panchayet Act. There were some omissions made at the time of copying the constituencywise voters' list from the Assembly electoral roll. The majority of such cases were included in the Panchayet roll subsequently on the mistakes being pointed out by persons affected. The Panchayet roll has been hung up for inspection in the office of the B.D.O. as well as in the offices of the Union Boards since 7th December 1963. The corrections are being made even now. There are however reports of quite a large number of wrong entries in the Assembly electoral roll of the block concerned. Such entries cannot be corrected in the Panchayet electoral roll unless the corresponding Assembly roll is first corrected. In order that the voters may avail themselves of the opportunity of correcting the wrong entires in the Assembly electoral roll under section 22 of the Representation of the Peoples Act, 1950. I am passing order for postponement of Panchayet election in Tollygunge-Behala block by two months.

Shri Jyoti Basu:

আরও কতকগুলি জায়গায় এইরকম ঘটনা হচ্ছে সেসব জায়গায় কি পোস্টপনমেন্ট হবে?

Mr. Deputy Speaker: The Hon'ble Minister-in-charge of Development Department will make a statement on the purchase of defective Czech plants for Durgapur Project—notice given by Shri Kashi Kanta Maitra and Shri Sailendra Nath Adhikary.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: State Electricity Board have purchased 6 Nos. packaged thermal plants of a capacity of 15 hundred k.w. each at a cost of rupees one crore and fourteen lakhs approximately from Messrs. Skoda (India) Ltd., who are the Indian agents of the world renowned Czechoslovak firm Skoda. It is quite incorrect to say that these plants have been found to be wholly defective and unworkable. The only defect is that the boilers do not conform strictly to the Indian Boiler Regulation inasmuch as one hundred per cent., radiographic test of all the welded joints were not carried out by the manufacturers. Only 20 per cent. of the joints were radiographically tested according to the practice obtaining in Czechoslovakia. These tests were held under the supervision of Messrs. Inspecta, the Czechoslovak Government testing authority. Since the Indian Boiler Regulations insisted on 100 per cent. radiographic tests, we have taken steps to have these tests carried out in India. It may, in this connection, be noted that Messrs. General Tyres Ltd., a new tyre manufacturing company in India also faced similar difficulties in respect of some boilers purchased by them from Messrs. Skoda. We have no information that the machines were described by the Chinese authorities as unsuitable. The Sachdev Committee appointed by the Government of India to study power problem in West Bengal and Bihar recommended purchase of these sets to tide over the acute shortage of power in coal-field areas in particular. The purchase of these machines is not at all uneconomic as we are quite confidence that from the third complete year of operation the scheme whose total expenditure will be 1.89 crores will yield a gross revenue of Rs. 41.40 lakhs every year, the net return after making adequate provision for interest at 5 per cent. per annum, depreciation at 6 per cent. per annum, operation and maintenance charges and cost

of fuel and lubricants will be more than 6 per cent. in the third year and will rise to more than 7 per cent. in the fourth year. All these plants are expected to be commissioned before the end of the current year, i.e.. at 1963-64.

[10—10-10 a.m.]

Mr. Deputy Speaker: I have received five calling attention notices on the following subjects, namely:—

(1) Suggestion of Union Minister of Agriculture to West Bengal Government regarding supply of jute—from Shri Sanat Kumar Raha.

(2) Notices of strike in Indian Iron and Steel Co., P. S. Kulti, district Burdwan—from Shri Bejoy Pal.

(3) Deterioration of efficiency of North Bengal State Transport Corporation—from Shri Birendra Kumar Maitra and Shri Promode Ranjan Bose.

(4) Arrest of three teachers of Narsa Boys' High School—from Shri Gour Chandra Kundu.

(5) Closing down of Fulia Tangail Textile Mill. Nadia—from Shri Gour Chandra Kundu.

I have selected the notice of Shri Birendra Kumar Maitra and Shri Promode Ranjan Bose on the deterioration of efficiency of North Bengal State Transport Corporation. Hon'ble Minister-in-charge will please make a statement.

Shri Bejoy Pal:

গতকাল আমরা দেখলাম যে. আমাদের লেবার মিনিষ্টার বললেন যে. ষ্ট্রাইক নোটিশ দিলে কোন রকম আলোচনা করা হবে না। আমরা কলিং এটেনসানের নোটিশ দিলাম তাতেও কিছু বললেন না। এখনও সেখানে ষ্ট্রাইক চলছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। আপনাদের এ ব্যাপারে ষ্টেপ নেওয়া উচিত। যাতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পিস মেন্টেণ্ড হয়।

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee: Sir, with reference to the calling attention motion of Shri Birendra Kumar Maitra and Shri Promode Ranjan Bose. I beg to make the following statement.

The problem of maintenance of the buses has become difficult in the North Bengal State Transport Corporation because of non-availability of spare parts. This matter has already been reported by the North Bengal State Transport Corporation to the Government and the matter is being taken up with the Government of India for import of spare parts. The North Bengal State Transport Corporation has also placed orders for a substantial number of new bus chassis for replacing old vehicles.

So far as the financial results are concerned, the performance of the North Bengal State Transport Corporation during the last few months compares favourably with that for the corresponding periods of previous years.

Shri Gour Chandra Kundu:

স্যার, আমি তিনজন টিচার সম্বন্ধে কলিং এটেনসান দিয়েছিলাম। সেটা আপনি বাতিল করে দিলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, তিনজন টিচার এ-বি-টি-এর, তাঁরা স্থানীয় মহকুমা শাসকের কাছে কিছু অভিযোগ করার জন্য গেলে ভিত্তিহীনভাবে, অন্যায় ভাবে, বে-আইনীভাবে গ্রেপ্তার

করা হয়েছে। সেজন্য মাননীয় পুলিশমন্ত্রী যদি এ সম্পর্কে বিবৃতি দেন তাহলে উপকৃত হবো। এই রিভেঞ্জফুল অ্যাটিচুড এভাবে অন্যায় কাজে একটা প্রতিবাদ করার জন্য তাদের জেলে যেতে হলে সেটা অত্যন্ত অন্যায় এবং দুঃখের হবে।

Messages

Secretary (Shri P. Roy): Sir, the following messages have been received from the West Bengal Legislative Council, viz.,—

(1)

"Message

The West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 2nd January, 1964, agreed to the Murshidabad Estate (Trust) (Amendment) Bill, 1963, without any amendment.

PRATAP GUHA RAY,
Deputy Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Calcutta:
The 3rd January, 1964.

(2)

"Message

The West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 2nd January, 1964, agreed to the Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963, without any amendment.

PRATAP GUHA RAY,
Deputy Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Calcutta:
The 3rd January, 1964.

(3)

"Message

The West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 3rd January, 1964, agreed to the West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill, 1963, without any amendment.

PRATAP GUHA RAY,
Deputy Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Calcutta:
The 3rd January, 1964.

Sir, I lay the messages on the table.

NON-OFFICIAL BUSINESS

Private Members' Resolutions

Shri Gour Chandra Kundu: Sir, I beg to move that this Assembly is of opinion that the proposed despatch of the 7th Naval Fleet of the U.S.A. for cruise in the Indian Ocean near the shores of India involves a grave danger to the freedom and sovereignty of India, and for that matter, of the South-East Asian countries as well as to world peace as a whole;

This Assembly, therefore, protests strongly against the sending of the ships of the U.S. 7th Fleet to the Indian Ocean within Indian waters and urges upon the Government of West Bengal to request the Government of India to impress upon the U.S. Government to withdraw the said Naval Fleet therefrom.

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আজকে যে প্রস্তাব এনেছি, সে সম্পর্কে সোমনাথবাবু এবং নিখিলবাবু যে এ্যামেন্ডমেন্টগুলি দিয়েছেন আমি সেগুলি গ্রহণ করে নিলাম। এই প্রস্তাব আজকে উত্থাপন করবার বিশেষ প্রয়োজন হল, সে সম্পর্কে দু একটা কথা বলতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত মহাসাগরের বুকে ব্রিটিশের যে, বাণিজ্য এবং রণতরি আমাদের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত করেছিল, এবং তার ফলস্বরূপ আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের ভারতবর্ষকে ২ শো বছর ধরে পরাধীনতার গ্লানি, পরাধীনতার জ্বালা সহ্য করতে হয়েছিল। তারপর হাজার হাজার শহীদের জীবনের বিনিময়ে হাজার হাজার মানুষের গণ-আন্দোলনের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতাকে পুনরায় ফিরে পেয়েছি। সুতরাং আজ যখন ভারত মহাসাগরের দরিয়ায় মার্কিন নৌবহরের আনা-গোনা সুরু হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে তখন সেটা আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের পক্ষে একটা চরম বিপজ্জনক অবস্থায় সৃষ্টি করেছে বলেই আমি আজ এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে বাধ্য হয়েছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে যে সমস্ত সদস্য উপস্থিত আছেন কংগ্রেস বেঞ্চের হোক আর বিরোধী পক্ষের হোক, স্বাধীনতার প্রশ্নে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং থাকা উচিত নয়। এমন অনেক সদস্য উপস্থিত আছেন যাঁরা বৃটিশ আমলে বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য চরম আত্মত্যাগ করেছেন। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি যে আজকে এই অন্ধ কমিউনিষ্ট বিরোধীতার পথ পরিত্যাগ করে এই প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁরা সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করবেন এবং এই প্রস্তাবটা সর্বসম্মতভাবে আইনসভায় গৃহীত হবে বলে আমি আশা প্রকাশ করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি এটা জানেন যে আজকে আমাদের ভারত মহাসাগরে ভারতবর্ষের যে ৩৮ হাজার মাইল সীমানা আছে তার কাছে মার্কিণ সপ্তম নৌবহরের যুদ্ধ জাহাজ এবং সৈন্য বাহিনীর আনা-গোনা সুরু হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আমাদের সকলেরই পরিষ্কার ধারণা আছে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবীতে ৩ শোর মত যুদ্ধ ঘাঁটি--নৌ ঘাঁটি, বিমান ঘাঁটি এবং অন্যান্য যুদ্ধ ঘাঁটি স্থাপন করেছে এবং সেই ঘাঁটি জাপান থেকে গ্রীণল্যান্ড পর্যন্ত ৪১টা দেশে ছড়িয়ে গেছে। আমাদের এই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতের চারিপাশেও আমরা এই ঘাঁটি দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই ৫ নম্বর এবং ১৩ নম্বর বিমান বহর--আমাদের এই অঞ্চলে রয়েছে। ১ নম্বর এবং ৭ নম্বর প্যাসিফিক ফ্লিট মার্কিণ নৌবহর আমাদের এই অঞ্চলে রয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন যে এই সপ্তম নৌবহর আজকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দরিয়ায় ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের দরিয়ায় টহল দেয়। চীনের উপকূল থেকে আজকে আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত এই নৌবহর টহল দিচ্ছে। এই নৌবহরটা কি জিনিস সেটা বলছি এর মধ্যে যুদ্ধ জাহাজ রয়েছে, এর মধ্যে পারমানবিক অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, এর মধ্যে বিমান বাহিনীর জাহাজ রয়েছে, এর মধ্যে ২ লক্ষ থেকে ২॥ লক্ষ পর্যন্ত সৈন্য বাহিনী রয়েছে। এই যে সপ্তম নৌবহর এটা হচ্ছে সিয়াটো—দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার যে যুদ্ধজোট তার প্রধান হাতিয়ার। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যে যুদ্ধ-জোট তার সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চয়ই পরিষ্কার ধারণা আছে। এই যুদ্ধ-জোট সৃষ্টি করা হয়েছে আমাদের এই এশিয়া মহাদেশ, আফ্রিকা মহাদেশ, যে সমস্ত স্বাধীন দেশ আছে, যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে তাদের কি করে দাবিয়ে রাখা যায় সেজন্য এবং আমেরিকার তাঁবে যে সমস্ত সরকার আছে যেমন সিংমেন রী থেকে সুরু করে ন দীয়েন পর্যন্ত তাদের রক্ষা করা হচ্ছে এই সিয়াটো জোটের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা এই সিয়াটো যুদ্ধ-জোটকে অকাতরে অর্থ দান করেন এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন এবং তাঁরা এই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় টহল দেন। কোথায় মার্কিন দেশ আর কোথায় এশিয়া আর কোথায় আফ্রিকা। আজকে মার্কিণ মুলুককে যদি টহল দিয়ে বেড়াতেন

তাহলে আমরা বুঝতাম যে দেশরক্ষার জন্য করা হচ্ছে। কিন্তু আজকে এই যে এশিয়া মহাদেশে এবং আফ্রিকা মহাদেশে টহল দেওয়া হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই দেশরক্ষার জন্য নয়, এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আমাদের এশিয়া মহাদেশে এবং আফ্রিকা মহাদেশে এবং সারা পৃথিবীতে ল্যাটিন আমেরিকা প্রভৃতি অনুন্নত যে সমস্ত দেশ চিরদিন সাম্রাজ্যবাদীদের পদানত ছিল তারা আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের দাবিয়ে রাখা। আমরা দেখছি আমাদের এই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বার্মা, সিলোন, লাওস, কাম্বোডিয়া, ভারতবর্ষ সমস্ত দেশ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল এবং স্বাধীনতা তারা পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ তাদের স্বাধীনতা হরণ করে রেখেছিল, কিন্তু তাদের দাবিয়ে রাখতে পারেনি, তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা দাবিয়ে রাখা যায়নি, তারা স্বাধীনতা পেয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকা স্বাধীনতা পেয়েছে। তাই আজকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। সেজন্য আজকে এই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তাঁদের কিছু তাবে সরকার আছে যেমন, চীয়াং সরকার, সিংমেন রী সরকার, ন দীয়েন সরকার, এই সমস্ত সরকারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেই সমস্ত দেশে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই দক্ষিণপূর্ব এশিয়া যুদ্ধ-জোট করা হয়েছে।

[10-10—10-20 a.m.]

একদিকে সেই তাবে সরকারকে সাহায্য করা, তাদের টিকিয়ে রাখা, সেখানে যুদ্ধ ঘাটি স্থাপন করা, আর একদিকে যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে যেমন বার্মা, সিলোন, কাম্বোডিয়া, ভারতবর্ষ তাদের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে তাদেরও তাবে আনার চেষ্টা করা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া যুদ্ধ-জোট সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমেরিকা নৌবহরকে প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগর এলাকায় টহল দেওয়ানর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের কোন দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে এটা মনে হয় ভুভারতে কেউ বিশ্বাস করবে না। যে সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের স্বাধীনতা হরণ করে, যে সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের মানুষের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করে, যে সাম্রাজ্যবাদ পরের দেশে গিয়ে হস্তক্ষেপ করে সেই দেশের জাতীয়মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করে, সেই সাম্রাজ্যবাদের দল তার রণতরী নিয়ে এক দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে এটা বিশ্বাস করা যায় না। তাই আমাদের বুঝতে হবে এই রণতরীর আগমণ কিসের জন্য। চীনের উপকূলে তারা পাহারা দিচ্ছিলেন, তাদের সাধের চীয়াংকে তারা রক্ষা করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ভারত মহাসাগরে আসবার দরকার কি পড়ল? পণ্ডিত নেহেরু অবশ্য পার্লামেন্টে বলেছেন যে ওটা ভারত মহাসাগরে ইণ্ডিয়ান বর্ডারের ৬ মাইলের মধ্যে প্রবেশ করেনা। ৬ মাইল কি ১০ মাইল সেটা প্রশ্ন নয়, টেকনিক্যাল বিষয়টা বড় করে দেখা উচিত নয়, প্রশ্ন হচ্ছে তাঁরা কিসের জন্য এলেন, তাঁদের আগমণ কেন ঘটল? তাঁরা চীনের উপকূলে ছিলেন, হঠাৎ চীনের উপকূল থেকে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এলেন, এবং এখান থেকে আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত রণতরী বিস্তৃত করছেন এবং তাঁদের যে আগমণ হচ্ছে সলাপরামর্শ হচ্ছে ভারতবর্ষে এসে পাকিস্তানে গিয়ে এর কারণ কি ঘটল? কারণ হচ্ছে এই, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে আজকে কাম্বোডিয়া আমেরিকাকে বলে দিয়েছে যে আমেরিকা তুমি দূরে থাক, চলে যাও এখান থেকে। আজকে সিংহল আমেরিকাকে কোন পাত্তা দিচ্ছে না, বার্মা আমেরিকাকে কোন পাত্তা দিচ্ছে না এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আজকে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রবল ধিক্কার, প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আমেরিকা আজ দেখছে যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় তার ঘাঁটি যদি বজায় রাখতে হয়, তাদের উপর যদি প্রভুত্ব বজায় রাখতে হয় তবে এইভাবে ভারতবর্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে ভারতবর্ষকে চাবিকাঠি করে আজ আমাদের এখানে থাকতে হবে এবং বাঁচতে হবে। তাই আমরা দেখি ভারতবর্ষকে তারা অর্থনৈতিক নাগপাশে বদ্ধ করেছে, বিভিন্ন ভাবে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে [illegible] তার নাগপাশে জড়িত করবার চেষ্টা করছে এবং খানিকটা সক্ষমও হয়েছে। এবং রাজনৈতিকভাবেও ভারতবর্ষকে জড়িত করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা দেখেছি ভি-ও-এ চুক্তি যেটা ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয়

মর্যাদার পক্ষে চরম হানিকর সেই চুক্তি করা হল। তারপর ভারতবর্ষের বিক্ষুব্ধ জনমত যখন চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হল তখন আমরা দেখলাম সেই ভুয়া চুক্তি সম্বন্ধে এখন সিদ্ধান্ত স্থগিত আছে। কিন্তু এই ভুয়া চুক্তিটি কি কেন্দ্রীয় সরকারের অগোচরে হয়েছে? না। কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার প্রধানমন্ত্রীর অগোচরে এটা হতে পারে না। পণ্ডিত নেহেরুর গোচরেই সেটা করা হয়েছিল। কিন্তু জনমত যখন তার বিরুদ্ধে গেল, সারা পৃথিবী যখন ধিক্কার দিল, আমাদের জোট বহির্ভূত যে নীতির কথা পণ্ডিত নেহেরু বড় বড় গলায় বলেন সেই জোট বহির্ভূত নীতি যখন চরম বিরুদ্ধে গেল তখন দেখলাম সেটাকে পেণ্ডিং রাখা হল। আমরা দেখলাম জয়েন্ট এয়ার এক্সারসাইজ—বিমান ছত্র পরিকল্পনা ভারতবর্ষে করা হল। জোট বহির্ভূত নীতিতে একথা বলে না যে কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের এই বিমান ছত্র এনে ভারতবর্ষে সেটা দেখান হবে। এটা জাতীয় স্বাধীনতার, জাতীয় মর্যাদার, জোট বহির্ভূত নীতি, বিশ্বশান্তি নীতির চরম বিগর্হিত কাজ। কিন্তু সেই কাজ আমাদের দেশে করা হল। তারপরই আমরা দেখছি ভারত মহাসাগরের বুকে এই টহল দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। এটা কি হঠাৎ হল? না। হ্যারিম্যান সাহেব ১ বছর আগে আমাদের দেশে দিল্লীতে এলেন। আমাদের কৃষ্ণমাচারী নিউইয়র্কে গেলেন, বি কে নেহেরুর সাথে মার্কিণ কর্তাদের আলাপ আলোচনা হল। সমস্ত বিষয় আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত নয়া দিল্লীর কর্তারা পণ্ডিত নেহেরু সরকারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ ধ্বনিত করলেন না।

এবং এখানে টেলার সাহেব এলেন, মাউন্টব্যাটেন সাহেব কিছুদিন আগে ঘুরে গেলেন। টেলার সাহেব এলেন তখন আমাদের মিলিটারী যেসব কর্তারা, আমাদের সমরিক কর্তারা তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন, এবং পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। সেখানে পণ্ডিত নেহেরু এর বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসা দরকার ছিল তা এলেন না। যে পণ্ডিত নেহেরু ৩ বছর আগেও থাইবার উপকূলে যখন ৭ম নৌবহর ঘেরাও করলেন বলিষ্ঠভাবে তা প্রতিবাদ করলেন। যে পণ্ডিত নেহেরু সিয়াটোর চুক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ করলেন। যে পণ্ডিত নেহেরু পাক-মার্কিন সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ করলেন সেই পণ্ডিত নেহেরু আজকে অত্যন্ত দুর্বলতা দেখাচ্ছেন আজকে ভি ও এ চুক্তি করে। এবং আজকে ভারত মহাসাগরের বুকে ভারতবর্ষের সীমানায় মার্কিন সপ্তম নৌবহরের আনাগোনা সত্বেও পণ্ডিত নেহেরু বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসছেন না—কেন? আজকে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কেন এতো দুর্বলতা? ভারতবর্ষের জনতা কি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেনি। ভারতের জনতা কি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে থাকবে না? নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু ভারত সরকার পররাষ্ট্র নীতিতে দুর্বলতা দেখাচ্ছেন। মুখেই কেবল জোট নিরপেক্ষ নীতির কথা বলা হচ্ছে। আসলে সেই জোট বহির্ভূত নীতি পরিত্যাগ করে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদের দিকে তারা ঢলে পড়ছেন। এটা অত্যন্ত বিপদজনক জিনিস। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আপনি জানেন এই ভারত সরকারই ১৯৫৫ সালে তারা এই কথা বলেছিলেন যে এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে নিউ ক্লিয়ার ফ্রি জোন করা দরকার। এবং এই কিছুদিন আগেও ইউ এন ওতে আমাদের ভারত সরকারের প্রতিনিধি আফ্রিকা মহাদেশকে নিউক্লিয়ার ফ্রি জোন করার কথা বলেছিলেন। আর আজকে সেই পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত জাহাজ মার্কিন নৌবহর। পৃথিবীর সবচেয়ে অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদ দেশের নৌবহর ভারতবর্ষের দরিয়ায় এসে পড়লো তখনও পণ্ডিত নেহেরু বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ করছেন না। পণ্ডিত নেহেরু বলছেন যে ভারতের কোন ক্ষতি হ'লে আমরা দেখবো। কেন? এই পরমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত জাহাজ পৃথিবীর বিশ্বশান্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না? আজকে সিংহল, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, রাষ্ট্র নিরাপত্তা বা স্বাধীনতাকে কি বিপন্ন করে না। নিশ্চয় করে। পণ্ডিত নেহেরু সেটা ভালই জানেন। কিন্তু তার প্রতিবাদে তিনি দ্বিধাবোধ করছেন। এই মারাত্মক কথাটা আজ আপনাদের উপলব্ধি করা দরকার। আমরা দেখছি যে আমাদের ভারতের দরিয়ার যখন মার্কিন সপ্তম নৌবহর আসছে সেই কথাটা এক বছর আগে জানা সত্বেও তার প্রতিবাদ হোল না। এবং আজকে যখন চারিদিকে টহল দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বার বার একথা আলোচনা হচ্ছে তখন টেলর সাহেব দিল্লীতে এলেন তাকে স্বাগত অভিনন্দন জানানো হোল এবং সেখানে বসে আলাপ আলোচনা হোল তাতে কোন

প্রতিবাদ হোল না। তাহলে আজকে আমরা ভারতবর্ষের লোক এই এক বছরে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে দিকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে পারি না। আমরা দেখছি ভি ও এ চুক্তি শেষ আজকে এয়ার আর্মড এক্সসাইজ চুক্তি করে সাম্রাজ্যবাদকে কিছু সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের যে বিশ্ব শান্তির মূল লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যাবার যে মূল লক্ষ্য যা বার বার ঘোষণা করেন ভারত সরকার সেই নীতির বিরুদ্ধে আজকে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি চলে যাচ্ছে। এবং শুধু তাই নয়, আজ আমরা দেখছি—যেমন একদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ রণতরী ভীড়িয়ে দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা সূর্যকে অস্তমিত করেছিল। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদও এই রণতরীর মাধ্যমে, সেভেন ফ্লিটের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা সূর্যকে অস্তমিত করার চেষ্টা করতে পারে। এবং ভারত সরকারের নীতিকে তাদের সুবিধামত তাদের তাবেদারীতে পরিণত করবার চেষ্টা করতে পারে। সুতরাং উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার-- একদিকে হচ্ছে যে আমাদের ভারত সরকারের উপর এক প্রচন্ড রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে পারে যাতে করে তারা আমেরিকার মত অনুযায়ী কাজ করে। উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকে ভারতবর্ষের দরিয়ায় ঠান্ডা যুদ্ধকে আমদানি করা। এবং যুদ্ধের আবহাওয়াকে সৃষ্টি করে রাখা। তিন নং হচ্ছে আমাদের ভারতের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করবার আমেরিকান যে চক্রান্ত সেই চক্রান্তকে বজায় রাখা। ৫নং হচ্ছে হতে পারে যে আজকে কাশ্মির সমস্যা সমাধান, তাদের স্বার্থমত যাতে সমাধান করতে বাধ্য হয় ভারত সরকার, তার জন্য চাপ সৃষ্টি করা। সুতরাং সমগ্র দিক থেকে বিচার করলে, বিশেষ করে বিশ্বশান্তির পক্ষে, যারা জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের পক্ষে, যারা আজকে, এশিয়ার বুক থেকে, আফ্রিকার বুক থেকে সাম্রাজ্যবাদীকে বিতাড়ন করার পক্ষে। উপনিবেশিকের বিরুদ্ধে এবং যারা আজকে 'পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্রের বিরুদ্ধে, সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র নিষিদ্ধ করার পক্ষে তাদের আজকে এই নৌবহর যাতে ভারত মহাসাগরের দরিয়ায় আসতে না পারে তার জন্য প্রতিবাদ ধ্বনিত করা দরকার। সেদিক থেকে আমি বিধান সভার সমস্ত সদস্যের কাছে আবেদন করবো যে এই প্রস্তাবটা সর্বসম্মতভাবে মেনে নিয়ে, যাতে ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে যে অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসুন।

(10-20—10-30 a.m.)

Shri Nani Bhattacharjee: Sir, I beg to move that in the first paragraph, line 3, for the words "near the shores of India" the following be substituted, viz.,—

"brings cold war nearer to the Indian shores,".

I also move that for the second paragraph, the following paragraph be substituted, viz.,—

> "This Assembly, therefore, urges upon the Government of West Bengal to request the Government of India to protest strongly against the sending of the ships of the U.S. 7th Fleet to the Indian Ocean and to impress upon the Government to refrain in the interest of world peace from giving effect to their reported decision."

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, এই সংশোধনী প্রস্তাব যেটা এনেছি তার পক্ষে বলতে গিয়ে একটি কথা বলতে চাই যে এই সরকারের ঘোষিত নীতি এবং কাজ এই দুয়ের মধ্যে ভীষণ তফাৎ থেকে যাচ্ছে। এই সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে তাদের বৈদেশিক নীতি হচ্ছে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ —কোন দিকে কোন একটা পক্ষভুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন। আপনি জানেন ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, যে আমরা বার বার এই কথা বলে এসেছি যে এটা ঘোষিত নীতি হওয়া সত্ত্বেও ভারত সরকার একটা পক্ষের দিকে বরাবর ঝোঁক দেখিয়ে আসছেন এবং দেখিয়ে চলেছেন। সেটা হচ্ছে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের দিকে। আজকে যদি সমান একটু

নয়, নিজেদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বজায় রাখবার পক্ষে নয় সেটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে এর ভিতর দিয়ে সেজন্য আমার সংশোধনী প্রস্তাব একথা বলেছি যে ভারত সরকারকে অনুরোধ করে পাঠান যে না এই ধরনের ব্যবস্থা এই ধরনের টহলদারী তাঁরা যেন না করেন। কারণ কি? কারণ হচ্ছে এই আজকে কোল্ড ওয়ার চলছে। ভারত মহাসাগরই বলুন বা মধ্য প্রাচ্যই বলুন বা এদিকে প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত দেশ আছে সেই সমস্ত এলেকাই বলুন সেখানে স্নায়ু যুদ্ধ প্রসার লাভ করেনি। আজকে যখনই মার্কিন টহলদারী নৌবহর এখানে ঘুরেছে তখনই সেখানকার সমস্ত দেশ সন্ত্রস্থ হয়ে উঠেছে একটা কোল্ড ওয়ারের ভাব স্নায়ু যুদ্ধের ভাব জেগে উঠবার চেষ্টা হচ্ছে, সেটা ভারতে হবে এবং আমি মনে করি যে বিশ্ব শান্তির পক্ষে সেটা বিঘ্নস্বরূপ এবং এখানে স্নায়ু যুদ্ধের আবহাওয়া গড়ে যদি উঠে তাহলে দেশের জনসাধারণের উপর নানাবিধ শোষণের চাপ এবং নানাবিধ জুলুমের চাপ এখানে দেখা দেবে। সে রকম আশংকা বড় হয়ে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে যাতে স্নায়ু যুদ্ধের ভাব ভারত মহাসাগরে প্রসার লাভ করতে না পারে সেটা দেখা ভারত সরকারের যেমন কর্তব্য ঠিক তেমনি যে কথা আমি আগেও বলেছি ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব যে কোন দিক থেকে বিপন্ন যদি হয় তার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই দাঁড়াতে হবে। আজকে সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবার একটা ইঙ্গিত এর মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ছে যখনই মার্কিন নৌবহর ভারত মহাসাগরে টহল দিচ্ছে। একথা আপনি জানেন সেই আনবিক শক্তির পরিচালক সাবমেরিণও নাকি সেই টহলদারী নৌবহরের সঙ্গে আছে। এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে এমন কি নেহেরুজী পর্যন্ত রাজ্যসভায় স্পষ্টভাবে বলতে পারেননি কি হচ্ছে কি ব্যাপার, কিন্তু জেনারেল টেলার যে সমস্ত বিবৃতি দিয়েছেন তার ভিতর থেকে যা আভাস পাওয়া যায় এবং রাজ্য সভাতে পণ্ডিত নেহেরুর বক্তৃতায়ও কিছু কিছু যা আভাস পাওয়া যায়, সেদিকে তাকিয়ে যাতে আমাদের সার্বভৌতত্ব বজায় থাকে, কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় অন্য দিকে বিশ্ব শান্তির প্রয়োজনে এখানে ভারত মহাসাগরে যাতে স্নায়ু যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি না হয় সেদিকে তাকিয়ে পণ্ডিত নেহেরুর উচিত বা কংগ্রেস সরকারের উচিত মার্কিন সরকারের কাছে অনুরোধ পাঠান যাতে তাদের নৌবহর ভারত মহাসাগরে না আসে। আমি একথা এজন্য বলছি মাননীয় ডেপুটি স্পীকারমহাশয়, আমাদের দেশ দীর্ঘকাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরাধীন ছিল, সেই সাম্রাজ্যবাদ আজ নানা শোষণের জাল বিস্তার করছে তাদের শক্তি বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করছে. আজকে আমরা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যাতে তাদের জালে জড়িয়ে না পড়ি সেটা দেখা দরকার, তা নাহলে সেই পরিমাণ আমাদের স্বাধীনতা. আমাদের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হবে এটা তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

(10-30—10-40 a.m.)

আমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাদের জালে যেন জড়িয়ে না পড়ি। তাদের জালে যদি জড়িয়ে পড়বার দিকে আমরা এগিয়ে চলি তাহলে সেই পরিমাণ আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব নষ্ট হবে এবং এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। সেদিকে তাকিয়ে আজকে ভারতবর্ষের জনসাধারণ যেমন এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের জনসাধারণেরও এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা উচিৎ। আবার ভারত সরকার যাতে মার্কিন নৌবহর ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে টহল দিতে না পারেন সেই ধরণের অনুরোধই বলুন বা দাবী বলুন মার্কিন সরকারের কাছে করা উচিৎ। আমরা পণ্ডিত নেহরুর শান্তি নীতি, নিরপেক্ষ নীতির কথা শুনেছি। নেহরুর অনেক স্তাবকও এই কথা বলে থাকেন। কিন্তু যখন তাঁরা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ কথা ঘোষণা করছেন তখন ঠিক তার উল্টো রাস্তা নিয়ে তাঁরা চলবে। সেই জায়গায় যাতে নেহেরু গভর্নমেন্ট যেতে না পারেন সেদিকে জনসাধারণকে দেখতে হবে। সেজন্য আমি বলছি যাতে অবিলম্বে ভারত সরকারের তরফ থেকে মার্কিন সরকারের কাছে নোট যায় যে তোমরা তোমাদের টহলদারী নৌবহর এখান থেকে তুলে নেওয়া হয় সেই পন্থা করা উচিৎ। সুতরাং এই মর্মে যে প্রস্তাব এসেছে এবং সংশোধনী প্রস্তাব যে এসেছে সেটা যাতে এখানে গৃহীত হয় সেই অনুরোধ জানিয়ে আমি শেষ করছি।

Shri Bhabani Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that after the first paragraph the following new paragraph be inserted, viz.,—

"The cruise of the 7th Naval Fleet in the Indian Ocean is sure to create great misgivings in the Afro-Asian countries regarding the forcing policy of non-alignment of the Indian Government."

মাননীয় স্যার, আজকে ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত হওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা নিয়ে আমাদের বিধানসভায় প্রশ্ন এসেছে। আমাদের মন্তব্য এখন ধ্বনিত হবে—সেই বিষয়। আলোচনার মধ্যে আমরা সরকারী পক্ষ কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে কোন মন্তব্য শুনিনি; তাই বুঝতে পারছি না যে তাঁরা জিনিসটাকে কি ভাবে দেখছেন। কিন্তু এতবড় একটা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেখানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন জড়িত, সেখানে সমস্যাটি তো ক্ষুদ্র দলীয় ঝগড়া এবং সংকীর্ণতা এসে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যেন আচ্ছন্ন না করে। সত্যি সত্যি প্রগতিশীল মনোভাব নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তি ও নিরপেক্ষতার পক্ষে সকলে মিলে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি যে সম্বন্ধে প্রস্তাবক নিজে বলেছেন, এবং সেই আশা রেখে আমার বক্তব্য নিবেদন করব। যে ঘটনাবলি ঘটেছে এর প্রথম জিনিসটা জানা দরকার। সপ্তম নৌবহর যে ভারত মহাসাগরে আসছে—একথা কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়নি। মার্কিন যুদ্ধ বিভাগের পেন্টাগণের কর্তা টেলর সাহেব যখন দিল্লীতে আসছেন তখন, সেই প্রথম এই সংবাদ প্রকাশিত হল ওয়াশিংটন পোস্ট-এ। ওয়াশিংটন পোস্ট-এ প্রকাশিত হবার পরও ভারতবর্ষে একথা প্রকাশিত হয়নি—তারপর প্রকাশিত হল করাচীর 'ডন' পত্রিকায়। অর্থাৎ প্রথম আমেরিকায়, তারপর পাকিস্তানে এবং তারপর সেই সংবাদ ভারতবর্ষে প্রকাশিত হল। এই সংবাদ প্রকাশের যে কায়দা তার মধ্যেও কৌশল আছে। একদিক থেকে ভারতবর্ষের মধ্যে মার্কিন দরদী আছেন তাঁদের প্রভাবিত করা যে চীনের বিরুদ্ধে আমরা যে লড়াই করছি সেই লড়াইয়ে আমেরিকার সমর্থন জানাবার জন্য যেন আমেরিকা এই সপ্তম নৌবহর পাঠাচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর দিক থেকে ভারতবর্ষেই জোট নিরপেক্ষতা সত্যি আছে কিনা সে বিষয়ে পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে দ্বিধা সন্দেহ সৃষ্টি করবার জন্য এই সংবাদ এই রকম কৌশল করে প্রকাশ করা হয়েছে।

৭ম নৌবহরে কি আছে আমরা জানিনা। এবং এটাকে হাল্কা করে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে ভারতবর্ষের কোন কোন পক্ষ থেকে যে, এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, এটা প্রমোদ ভ্রমণের ২।১টা জাহাজ ঘুরে বেড়াবার জন্য আসছে। ব্যাপারটাকে এভাবে লঘু করিয়ে দেখান হচ্ছে। ভারতবর্ষের শান্তির নীতি যদি সত্যই থাকে, সে নীতি সমূলে কবরস্থ করার জন্যই এই কৌশল, এবং [illegible] যে, হাল্কা করে দেখা হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই নৌবহরের মধ্যে আছে আনবিক অস্ত্রবাহী জাহাজ, শুধু ৭ম নৌবহর নয় শোনা যাচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ আণবিক যুদ্ধ জাহাজ এডেন থেকে, সিংহল থেকে এসে যোগ দেবে, তাহলে ব্যাপারটা কি সাংঘাতিক, এবং আন্তর্জাতিক জটীল পরিস্থিতির সামনে যখন দুনিয়া নানাভাবে জোট-ছুক্তির চেষ্টা চলেছে, এবং যখন পরপর ঘটনাবলী ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে—সত্য সত্য সেটা শান্তির পক্ষে কি না, সত্য সত্য সেটা জোটনিরপেক্ষ কিনা এ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দারুন সন্দেহ সৃষ্টি করবার চেষ্টা চলেছে, সেই সময় এই বহরকে আনা হচ্ছে সমুদ্রে অর্থাৎ ঐ ইণ্ডিয়ান ওসেন-এ যার আগের ঘটনাবলী হচ্ছে—যুক্ত মহড়া, যার আগের ঘটনাবলী আমরা জানি ভূয়া চুক্তি—সেটা যদিও জনমতের চাপে কিছুটা সংশোধন করবার চেষ্টা হচ্ছে বলে আমরা শুনেছি। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের যে কায়দা—সেদিন কিউবা-য় তারা কি করতে গিয়েছিল? আমেরিকার পাশে যে নূতন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, সেখানে নৌবহর পাঠিয়ে সেখানে কিউবার [illegible] বিপন্ন করবার যে চেষ্টা হয়েছে সে কথা কি ভুলে যাব? আমরা কি ভুলে যাব দক্ষিণ কোরিয়ায় কি ঘটেছিল? আমরা কি ভুলে যাব কিছুদিন আগে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কি ঘটনা ঘটেছে? সেখানে এই টেলর সাহেবের পরিদর্শনের পরে সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা একদল তাঁবেদারের জায়গায়, আর একদল তাঁবেদার দিয়ে কিভাবে রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটান হচ্ছে—আমেরিকান সামরিক এবং অর্থ সাহায্যের মধ্য দিয়ে, সে কথা কি

ভুলে যাব? আমরা কি ভুলে যাব যে কত হাজার হাজার, কোটী কোটী টাকা আমেরিকা খরচ করেছে একদিক দিয়ে গোয়েন্দা বাহিনী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিয়োগ করে সারা দুনিয়াতে। আমি সে কথা সদস্যদের মনে রাখার জন্য সকলকে আবেদন জানাচ্ছি যে বিভিন্ন দেশে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের কৌশল হচ্ছে, বিভিন্ন দেশের সীমানা লঙ্ঘন করে যেমন গোয়েন্দাগিরি করে। সোভিয়েট রাশিয়ার ক্ষেত্রে যে গোয়েন্দার প্রমাণ ধরা পড়েছিল, সে ঘটনার কথা আমরা সবাই জানি। কিউবার মত দেশকে আক্রমণের কথা আমরা জানি। আমরা জানি আজকে কি করে ছোট ছোট দেশ—যা ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক ছোট দেশ কাম্বোডিয়া অনেক ছোট দেশ সিংহল, তারা আজকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কায়দায়, আমেরিকার অর্থনীতি ও রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম রাখার চেষ্টার ফল নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে দেশে কি ভাবে তাদের অর্থনীতিকে পরিবর্তিত করেছে। কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে আমরা জানি, সিংহলের ক্ষেত্রে আমরা জানি। এ সব ঘটনাবলী দেখার পর এবং যখন একটা বিরাট আণবিক অস্ত্রবাহী যুদ্ধ জাহাজ বহরকে একটা এলাকা, যে এলাকায় এতদিন সে আসেনি, এতদিন পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে টহল দেবার কোন প্রশ্ন আসেনি, প্রশান্ত মহাসাগরেই তার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল, আজকে সে যখন ভারত মহাসাগরের দিকে তার যাত্রা শুরু করতে চলেছে, তখন সে জিনিস সম্বন্ধে যদি আমরা উদাসীন থাকি বা হালকা ভাবে উড়িয়ে দিই, তাহলে ভারতবর্ষের যে শান্তির নীতির কথা বলা হয়, যে জোটনিরপেক্ষ নীতির কথা বলা হয় সে সমস্ত নীতির উপর চরম আঘাত আসবে—এবং আমরা জোট-নিরপেক্ষ থেকে একটা জোটভুক্ত হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছি, এটাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিভাত হবে। আমরা আরও জানি যে সমস্ত জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের একটা সম্মেলন হবার চেষ্টা চলেছে, সেই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পূর্বাহ্নে এই মহড়া। আমরা দেখছি এই আন্তর্জাতিক জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন যাতে করে না হতে পারে এবং শান্তিপূর্ণভাবে থাকার সমস্ত নীতি যাতে পণ্ড হয় সে সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিভাবে ষড়যন্ত্র চলছে। সেজন্য আমি আজকে এই প্রস্তাব রাখছি যে, আজকে ভারতবর্ষের নীতি সম্বন্ধে যেন প্রশ্ন না আসে। ভারতবর্ষের গণতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ নীতি যাতে জোরদার হয়, ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যা ঐতিহ্য, এতদিন ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে ভূমিকা পালন করবার চেষ্টা করছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে থেকে পিছিয়ে পড়ে অন্য পথে চলাটা যাতে শুরু না হয় সেটা প্রতিরোধের জন্য আমাদের সকলের পক্ষ থেকে দাবী জানান উচিত—ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহরের মহড়া চলবে না। এই যে সপ্তম নৌবহর ভারত মহাসাগরে টহল দেবার ব্যবস্থা করছে তার বিরুদ্ধে এই হাউস থেকে পণ্ডিত নেহেরুর কাছে জানানো হোক, এটা বন্ধ করার জন্য। এক্ষণে এটার প্রতিবাদ করুন এবং সারা দুনিয়ায় যে শান্তিকামী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি আছে তাদের সাথি হিসাবে যাতে আমরা থাকতে পারি তারই চেষ্টা করুন।

[10-40—10-50 a.m.]

Shri Bhakti Bhusan Mandal:

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই যে রিজলিউসান আনা হয়েছে এই রিজলিউসান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি দুটো পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছি—একটা হচ্ছে, গভর্নমেন্ট নির্ধারিত যে নন-এ্যালাইনমেন্ট পলিসি এবং ওয়ার্লড পিস যেটা আমাদের গভর্ণমেণ্ট এ্যাকসেপ্ট করেছেন সেই দুটো পয়েন্টে বলছি। সেই দুটো পয়েন্ট বললে এই দাঁড়ায় যে এই যে রিজলিউসান আছে এই রিজলিউসান আজ আমাদের প্রত্যেকে সাপোর্ট করা উচিত। নন-এ্যালাইনমেন্ট পলিসি সম্বন্ধে এইজন্য বলছি যে ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব রাখার যদি দরকার হয় তাহলে আমাদের দেখতে হবে ভারতবর্ষের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে কিনা। যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে আমি মনে করি অন্য কারোর যেচে এসে আমাদের সাহায্য করার প্রয়োজন আছে কিনা এটা বিবেচনা করা দরকার। আমেরিকা হয়ত বলবে যে কতগুলি দেশ নাবালক আছে, তাদের বাঁচাবার জন্য আমরা এই সেভেন্থ ফ্লিট করেছি। কিন্তু সত্যই কি আমরা নাবালক? সেজন্য আমরা বলতে চাই আমেরিকা এই যে সেভেনথ ফ্লিটের ব্যবস্থা করেছে এটা কোন রকমে যুক্তিসংগত নয়। ধরুন, যদি এই নীতিকে আমরা সমর্থন করি তাহলে জিনিসটা দাঁড়ায় কি রকম। ভারত মহাসাগরে সেভেনথ ফ্লিট এল। রাশিয়া বললে যে হয়ত চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে, আমরা

ভারতবর্ষের বন্ধু, তাই আমরা দিল্লীতে রেড আর্মি পাঠিয়ে দিচ্ছি যাতে চীন আক্রমণ করতে না পারে। যুগোস্লাভিয়ার টিটো বলতে আরম্ভ করলেন যে বলা যায় না কি হয়, কলকাতাতে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জাম পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমাদের এয়ার বেজ করতে দেওয়া হোক। এইভাবে আমরা কি আমাদের দেশকে বিকিয়ে দেব? সেজন্য বলছি অন প্রিন্সিপল ভারত মহাসাগরে যে সেভেন্থ ফ্লিট আছে তা যাতে কোন রকমে থাকতে না পারে আর যদি থাকবার চেষ্টা করে তাহলে আমাদের রীতিমত প্রতিবাদ করা উচিত। কারণ, উই বিলিভ ইন নন-এ্যালাইনমেন্ট পলিসি। আর একটা কথা এই যে আজকে যদি পৃথিবীর ইতিহাস দেখা যায়, পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি দেখা যায় তাহলে আমার মনে হয় নন-এ্যালাইনমেন্ট পলিসি যদি আমরা এ্যাডপ্ট করি, তাহলে শুধু ভারতের পক্ষে মংগল নয়, সারা বিশ্বে ভারতবর্ষ নেতৃত্ব দিতে পারবে। এইজন্য বলছি যে আজকে আফ্রিকার যেসব দেশ যুদ্ধ করছে তাদের মুক্তির জন্য, বা সাউথ ইস্ট এশিয়ার যেসব দেশ যুদ্ধ করছে তাদের মুক্তির জন্য বা অন্যান্য দেশ যারা তাদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করছে ভারতবর্ষের উচিত হবে তাদের বলা যে দুটো যে শিবির আছে, একটা সোভিয়েট শিবির, অপর দিকে আমেরিকা শিবির, তার ভারসাম্য রক্ষা করা। যদি সত্যিকারে আমরা এই পলিসির উপর বিশ্বাস করি তাহলে আমাদের কোন দলকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয় বরং ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সের ব্যাপারে ভারতবর্ষের নেতৃত্ব করা প্রয়োজন এবং সেই নেতৃত্ব করতে হলে আজকে বিশেষ প্রয়োজন আমেরিকাকে আমাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া যে তোমাদের সেভেন্থ ফ্লিটের যে পলিসি সেটাকে আমরা কোনরকমভাবে বরদাস্ত করতে পারি না। আমেরিকা ধনতান্ত্রিক দেশ, আমরা বিশেষ করে জানি যে এই দেশ সারেপটিসাসলি আমাদের দেশের উপর ইনট্রাড করার চেষ্টা করেন, সেটা আমরা এর আগে তাদের দুবার কার্যে দেখেছি। একবার দেখেছি এয়ার আমব্রেলার ব্যাপারে, আর একবার দেখেছি ভয়েস অব আমেরিকার চুক্তিতে আমেরিকা ইচ্ছা করে যেন নিজেকে নাবালক ভারতবর্ষের অভিভাবক হিসাবে দেখাবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই রকমভাবে ভারতবর্ষের রাজনীতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখা। তাই মনে হয় ফ্রম দি স্ট্যান্ড পয়েন্ট, এই যে সেভেনথ ফ্লিট এই সেভেনথ ফ্লিটের বিরুদ্ধে আমাদের প্রোটেস্ট করা উচিত।

সেজন্য আমাদের এ্যাসেম্বলী হতে পার্লামেন্টে এ বিষয়ে রেকমেণ্ডেসন পাঠানো উচিৎ যেন ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করেন। আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে, এই যে সেভেন্থ ফ্লিট পৃথিবীতে যে একটা ওয়ার্ল্ড পিসের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে সেই ওয়ার্ল্ড পিসকে ডিস্টার্ব করবে। কেন, আমি এজন্য বলতে চাচ্ছি যে আজকে বিশেষ করে কেনেডী যতদিন ছিলেন, একটা চেষ্টা করা হয়েছিল পৃথিবীতে যাতে একটা শান্তি স্থাপন হয় বা মোটামুটি একটা চুক্তি করে যেন কোনরকম বিবাদ বিসম্বাদ বা যুদ্ধ না হয় কিন্তু আমেরিকাকে যদি এই কার্য করতে দেয়া হয় তাহলে কি দাঁড়াবে? আমরা জানি কয়েকদিন আগে খুব সামান্য স্টেট হলেও কাম্বোডিয়া আমেরিকার সেভেন্থ ফ্লিটের নীতি বা সেভেন্থ ফ্লিট যে থাকবে ভারত মহাসাগরের সীমানার মধ্যে সেটা তারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। খুব ছোট দেশ হলেও সে এটুকু সাহস রেখেছিল এবং আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করে সেখানে থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, অনেক দেশ আছে, যেমন ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা, বার্মা এইসব দেশগুলিতে উত্তেজনা সৃষ্টি হবে এবং এই উত্তেজনা সৃষ্টি হতে হতে দেখা যাবে যে সারা পৃথিবীতে একটা সংকটের আবহাওয়া সৃষ্টি হতে চলেছে এবং সেই সংকটের ফলে একটা ডিসটারব্যান্স হবে। কাজেই এদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে আমার মনে হয় এই যে ওয়ার্ল্ড পিস এই ওয়ার্ল্ড পিসের অনেক কিছু ক্ষতি হবে। শুধু তাই নয় আমেরিকার এই সেভেনথ ফ্লিট যদি ভারত মহাসাগরে থাকে তাহলে ভেতর ভেতর তারা নিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেণ্ট করবে কিনা সেটাই বা কে বল্লে এবং বিশেষ করে আমরা জানি যে করবে এটা স্বাভাবিক কথা। কারণ আমরা জানি ধনতান্ত্রিক দেশ মুখে যত ভাল কথাই বলুক তার মূল উদ্দেশ্য থাকে অন্য দেশের ইকনমি এবং পলিটিক্যাল যে ফ্রিডম সেই ফ্রিডমকে কি করে কেড়ে নিতে পারা যায় এবং কেড়ে নিয়ে কি করে সেই দেশটাকে ইকনমিক্যালী এক্সপ্লয়েট করা যায়—তাদের ভেতরে এটা সব সময় থাকে। তাই আমি বলছি ফ্রম দি স্ট্যান্ড পয়েন্ট অফ ওয়ার্ল্ড পিস। সেভেনথ ফ্লিটের

যে ব্যবস্থা আমেরিকা করেছে বা করতে চলছে সেটা আমাদের বাধা দেয়া উচিৎ এবং এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে দেখলে আমার মনে হয় যে এ্যাসেম্বলী হতে এই রেজলিউসন করে পার্লামেন্টে পাঠানো উচিৎ যেন তারা এ বিষয়ে আমেরিকাকে পরিষ্কারভাবে তাদের মতামত জানিয়ে দেয়। এই সঙ্গে আর একটা কথা আমি বলতে চাই সেটা ভুলবশতঃ আমার এ্যামেন্ডমেন্টে দিইনি, যে চায়না এখনও ভারতবর্ষের খানিকটা অংশ দখল করে আছে—আমাদের উচিৎ হচ্ছে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া এই এ্যাসেম্বলী হতে যাতে যে চায়না ভারতবর্ষের যেটুকু জায়গা এখনও অন্যায় করে রেখেছে সেখান থেকে যাতে তাদের তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হয় এখান থেকে সেই প্রস্তাব করে পাঠানো উচিৎ। এই কথা বলে আমি শেষ করছি।

[10-50—11 a.m.]

Shri Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that in the first paragraph, lines 4-5, for the words beginning with ", and for that matter", and ending with the words "world peace as a whole", the following be substituted, viz.,—

> "and of the South East Asian countries, threatens the liberation movements in the African and Asiatic countries bordering the Indian Ocean, extends the war-mongering activities of the U.S. 7th Fleet to an entirely new area and endangers world peace."

I also beg to move that in the second paragraph, line 2, for the word "within" the words "perilously near" be inserted.

I also beg to move that in the second paragraph, line 1, after the words "against the" the word "proposed" be inserted.

I also beg to move that in paragraph 2, lines 4-5, for the words "the said Naval Fleet therefrom" the words "its proposal to send the 7th Fleet or any part of it to the Indian Ocean" be substituted.

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি আমার এ্যামেন্ডমেন্টগুলো যা অর্ডার পেপারে আছে তা মুভ করলাম। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগছে যে এই বিষয়ে আলোচনায় আমাদের অন্য দিকের কংগ্রেস পক্ষের কেউ অংশ গ্রহণ করছেন না। তাতে কি মনে হবে যে আমেরিকার নৌবহর বা তার অংশবিশেষ-এর ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করা সম্বন্ধে আপত্তি কি সম্মতি কোনটাই নেই? নীরব থাকার অর্থ আমাদের ভাষায় বলে মৌনং সম্মতি লক্ষণম। তাই যদি হয়—আমার অবশ্য ধারণা নয়,—আমার ধারণা কংগ্রেস পক্ষের অনেক বন্ধুকে এ বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন, পার্লামেন্টের তাদের দলের অনেকে এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এখানে এই হাউসের কোন কংগ্রেস সভ্য এ বিষয়ে কিছু বলছেন না দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আমি আশা করছি যে তাঁরাও তাদের বক্তব্য বলবেন। এমন সম্মতি যদি তাঁদের থাকে সেটাও তাঁদের বলা উচিৎ—তাহলে বুঝতে পারি যে তাদের পোজিসন কোথায়। এখন প্রস্তাবের বিষয় মার্কিন নৌবহরের সেভেন ফ্লিট ও তার অংশ বিশেষ ভারত মহাসাগরে আসবে বলে মার্কিন কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করেছেন—কিন্তু কেন আসছে। সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের ২।৪ জন লোকের ধারণা যে এই চীনের সঙ্গে আমাদের বিরোধ চলছে—সুতরাং চীনের বিরুদ্ধে তারা আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু এই ধারণাটা সাধারণভাবে সকলের নয়। কারণ আমরা সকলেই জানি চীনের সঙ্গে যে বিরোধ, তা হচ্ছে পাহাড়ের মাথার উপর—সেখান থেকে সমুদ্র বহু দূর। সমুদ্রে জাহাজ এসে সে যুদ্ধে আমাদের বিশেষ কোন সাহায্য করতে পারে না। এমন কি যদি প্রত্যক্ষভাবে বিদেশী সৈন্য বা বিদেশী জাহাজের সাহায্য নিতাম তবুও বিশেষ কিছু যে আমরা করতে পারতাম তা মনে হয় না। যদিও আমেরিকার অনেক দরদী কাগজ যেমন আনন্দবাজার পত্রিকা ভারত মহাসাগরে চীন সাবমেরিনের খোঁজ পেতে আরম্ভ করেছে। সে সংবাদ দিচ্ছে যাতে আমেরিকান নৌবহর প্রবেশের একটা অজুহাত

খ‍ু'জে পাওয়া যায়। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তি অবশ্য সেই কথা বিশ্বাস করে না যে মার্কিন নৌবহর বা তার অংশ বিশেষ ভারত মহাসাগরে এলে চীনের যুদ্ধে আমরা জিতে যাবো। কারণ তা নয়—কারণ কি?—যদিও আমেরিকায় নানাভাবে নানা সংবাদপত্রে বলা হয়েছে —সেটা কি? সেটা হোল ভারত মহাসমুদ্রে নাকি বৃটিশ শক্তি চলে যাবার দরুণ একটা ভ্যাকুয়ামের—একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। সেই পাওয়ার ভ্যাকুয়াম পূর্ণ করবার জন্য মার্কিনরা তাদের নৌবহর বা তার অংশ বিশেষ নিয়ে দয়া করে সেই শূণ্যতা পূর্ণ করবেন। এখন ভারত মহাসাগরে পাওয়ারের যে ভ্যাকুয়াম বৃটিশ যদি শূন্য করে গিয়ে থাকে তাহলে সেই শূন্যতা পূর্ণ করবার পবিত্র দায়িত্ব আমেরিকাকে কে দিল—তা এক আমেরিকা ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেন বলে মনে হয় না। আমরা তো বুঝি যে পাওয়ার ভ্যাকুয়াম ভারত মহাসমুদ্রে হয়েছে তো আমরা বে'চে গেছি। এতকাল বৃটিশ নৌবহর ভারত সমুদ্রে একাধিপত্ত করে ভারত মহাসাগরের চারিদিকে সমস্ত উপনিবেশিক দেশগুলিকে তটস্থ করে রেখেছিল। আমরা বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশ নানা ঝড়-ঝঞ্জার মধ্য দিয়ে এত কষ্টে সেই পাওয়ারের অনেকখানি শূন্যতা সৃষ্টি করতে পেরেছি বলে আনন্দিত। আজকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শূন্যতা পূর্ণ করবার জন্য আর একটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নৌবহর যদি ভারত মহাসাগরে এসে উপস্থিত হয়, তাহলে তাকে স্বাগত জানাতে পারি না—বরং বৃটিশের সময় আমাদের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে তা থেকে আমাদের সঙ্কিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সন্দেহ নেই বলে বিভিন্ন দল থেকে বিভিন্ন পক্ষ থেকে আশংকার প্রশ্ন, ও প্রতিবাদের প্রশ্ন ভারতবর্ষের মধ্যে উঠেছে। আমেরিকান সেভেন্থ ফ্লিটের ইতিহাস অনেক বক্তা বলেছেন—এই সেভেন্থ ফ্লিট তৈরী হয়েছে জাপানের ওয়াকিহামার জবরদখল অঞ্চলে আমেরিকার প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য। আর তাওয়াইয়ান পাপেট রেজিম—চিয়াংকাইসেকের রাজত্ব খাড়া রাখবার জন্য। সেই সেভেন্থ ফ্লিট-এর সাহায্যে সাউথ ভিয়েৎনামে, লাওসে, আমেরিকার যে হস্তক্ষেপ চলেছে সেখানে আমেরিকান সেভেন্থ ফ্লিট সৈন্য নামানোর ব্যাপারে ব্যবস্থা করছে। অর্থাৎ সেভেন্থ ফ্লিট মোটের উপর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধবাদী যে নীতি সেই নীতির পোষকতা করবার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরে উপস্থিত আছে। এখন সেই নীতিকে ভারত মহাসাগরে প্রসারিত করবার জন্য তারা পাওয়ার ভেকুয়াম পূর্ণ করবার নামে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এতে করে স্বভাবতঃই ভারত মহাসাগরে যতগুলি দেশ আছে তার অধিকাংশই ঔপনিবেশ দেশ—তারা সদ্য স্বাধীন হয়েছে, আর না হয় স্বাধীন হবার চেষ্টা করছে। সেই সদ্য স্বাধীন দেশগুলি বা যারা স্বাধীন হবার চেষ্টা করছেন তারা এই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, সঙ্কিত হবে এবং বিপদের সামনে এসে পড়বে। তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কাজে কাজেই কোন ঔপনিবেশিক দেশ এই আমেরিক্যান নৌবহরের এই নূতন এলাকায় প্রবেশ কখনও আনন্দিত হতে পারে না। তারা সঙ্কা বোধ করছে। তাছাড়া এই ভারত মহাসাগর মোটের উপর বিভিন্ন জোট থেকে এত দিন মুক্ত ছিল, কোল্ড ওয়ার থেকে মুক্ত ছিল। আজকে আমেরিকান নৌবহর বা তার অংশবিশেষ সেখানে প্রবেশ করলে ভারত মহাসাগর পূর্ণ যুদ্ধের গরম ভূমিতে পরিণত হবে। ভারত মহাসাগরের আসে পাশে যত দেশ আছে, তারা শান্তি চায়, ঠাণ্ডা যুদ্ধ থামাতে চায়—তাদের পক্ষে এটা খুব ক্ষতিকর হবে এবং তা তারা সহ্য করতে পারে না। এখন অবশ্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলেছেন যে এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই—মাত্র কয়েকখানি জাহাজ —এয়ারক্রাফট্ কেরিয়ার আসছে। এখন কথাটা এই নয় যে আমেরিকান নৌবহরের কতখানি আপাতত আসছে। হতে পারে যে পাঁচখানা আসবে, অথবা ছয়খানি আসে—কি সাতখানি আসবে প্রথম দফায়। কিন্তু একথা আমেরিকার পক্ষ থেকে বিভিন্ন আমেরিকার সংবাদপত্র থেকে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে এই শেষ নয়; মাঝে মাঝে আমেরিকার সেভেন্থ ফ্লিট বা তার অংশ বিশেষ ভারত মহাসাগরে আসবে, পাহারা দেবে। কি পাহারা দেবে তারা? কাকে পাহারা দেবে? সাম্রাজ্যবাদের, নিজেদের স্বার্থে তারা পাহারা দেবে যে স্বার্থ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ যার দ্বারা তার ঔপনিবেশিক স্বার্থকে বিঘ্নিত করতে পারবে, তাদের শান্তির স্বার্থকে বিঘ্নিত করতে পারবে। কাজেই মাঝে মাঝে তারা আসবে। তারা প্রথম দফায় ৭।৮ খানা প্রবেশ করবে—তার পর ৫০ খানা প্রবেশ করতে পারে, তাতেও কোন বাধা নেই। তার পর হয়তো পুরা ফ্লিট প্রবেশ করবে তাতেও কোন বাধা নেই—তাতে সঙ্গে করে এ্যাটমিক ওয়েপন নিয়ে আসবে কিনা সে সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরু কিছুই জানেন না। হয়তো তাঁর ধারণা

আসবে না। কিন্তু এর কোন গ্যারান্টি তিনি কি পেয়েছেন? তবে আমরা যতদূর জানি এই সেভেন্থ ফ্লিট আণবিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত। এটা আমেরিকাও অস্বীকার করে না। সুতরাং সেভেন্থ ফ্লিট বা তার অংশ বিশেষ যদি ভারত মহাসাগরে আসে তাহলে তাদের সংগে ঐ এ্যাটমিক ওয়েপনও আসতে পারে সেটা কেউই হয়তো জানতে পারবে না। আর জানলেও কারও কিছু করবার থাকবে না। এমন কি সেভেন্থ ফ্লিট বা তার অংশ বিশেষ হাই সিজের উপর দিয়ে চলে গেলেও আমাদের কিছু বলবার নেই। তাহলে ভারত মহাসাগরে এ্যাটমিক অস্ত্রের হুংকার ও ঝনঝনার সুযোগ আমরা করে দিলাম। পৃথিবীর কাছে সেটা স্বীকৃত হবে। কাজেই পণ্ডিত নেহেরু আপাতত যে খড়টা ধরে বাঁচবার চেষ্টা করছেন তাতে করে সামান্যমাত্র সেই খড় তো ডুবে যাবেই শেষ পর্যন্ত তাকে শুদ্ধ নিয়েই ডুবে যাবে যদি সেভেন্থ ফ্লিটকে ভারত মহাসাগরে তিনি আসতে দেন। তিনি একথাও বলেছেন যে যদি হাই সিজের উপর দিয়ে, আমাদের টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্সে বাইরের কেউ জাহাজ নিয়ে চলে যায় তাহলে আমাদের কিছু বলবার নেই বা বলবার উপায়ও নেই। বলবার নেই বা বলবার উপায় নেই—এই দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। জিনিসটা উচিত কি অনুচিত সে সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করবার অধিকারও আমাদের আছে। সে হাই সিজের উপর দিয়ে যাবে বা লো সিজের উপর দিয়ে যাবে, তার সেই গমনের ফলে পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হবে বলে আমি মনে করি। তার ফলে শান্তিপূর্ণ সামুদ্রিক এলাকায় নূতনভাবে ঠান্ডা যুদ্ধ এবং একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে বলে আমি মনে করি।

[11—11-10 a.m.]

সেই কর্মের ফলে আর আশেপাশের সমস্ত ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা বা স্বাধীনতা আন্দোলন বিঘ্নিত করবার জন্য আমেরিকার চাপ সৃষ্টির বিপদ এসেছে বলে যদি আমরা মনে করি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সে সম্বন্ধে আমাদের মতামত ঠিক করতে পারি। স্যার, পণ্ডিত নেহেরু একথা অস্বীকার করতে পারেননি—অর্থাৎ তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তারা কেন এসেছে তখন তিনি বলেন হতে পারে তারা আশেপাশের দেশগুলির উপর ইমপ্রেসন ক্রিয়েট করবার জন্য, রেখাপাত করবার জন্য এসেছে। এখন কথা হোল সেই ইমপ্রেসনটা কি? সেটা কি যেটা চলছে ভিয়েৎনামে, যেটা চলছে লাওসে, যেটা চলছে কম্বোডিয়ায়? বিভিন্ন জায়গায় আমেরিকার সামরিক বাহিনী, কিংবা তার গুপ্তচর বাহিনী কিংবা তার পরামর্শদাতা বাহিনী ইত্যাদি নিয়ে এই সমস্ত দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমেরিকার চক্রান্ত চলছে এবং সংগে সংগে বিশ্বযুদ্ধের ঘাঁটি সৃষ্টি করে বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করবার জন্য যে চেষ্টা চলছে সে বিষয়ে সমস্ত দেশগুলিকে তারা ইমপ্রেস করবে যে, দেখ আমাদের এরকম প্রচণ্ড শক্তি, আমাদের এরকম নৌবহর কাজেই আমাদের উপর বেশী কিছু বলবার চেষ্টা কোর না বা আপত্তি করবার চেষ্টা কোর না। স্যার, পণ্ডিত নেহেরু যদি একথা বুঝে থাকেন যে তারা ইমপ্রেস করবার জন্য এসেছে তাহলে তার মানে হচ্ছে আমেরিকান পলিসি ইমপ্রেস করবার জন্য এসেছে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র নীতি একথা বলছে যে, আমরা আমেরিকার যুদ্ধবাজ পলিসির সংগে একমত নই। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই ইমপ্রেসন ক্রিয়েট করবার জন্য যে নৌবহর এসেছে জেনে শুনে সে কথার কেন প্রতিবাদ করছি না, তার বিরুদ্ধে আমাদের নীতিকে কেন ব্যক্ত করছি না? কেন আমরা একথা বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করব যে, হাই সি-র উপর দিয়ে যদি কেউ চলে যায় তাহলে আমাদের কিছু করবার নেই। কেন, আকাশের উপর দিয়ে যদি কেউ চলে যায় তাহলেও তো আমাদের কিছু করবার নেই। কিন্তু আকাশে যদি কেউ এ্যাটমিক ওয়েপন ফাটায় তাহলে আমরা তো তার প্রতিবাদ করেছি। কেন সেটা করেছি? সেখানেও তো আমাদের কিছু বলবার ছিল না কেননা আকাশে সকলের সমান অধিকার। সেটা করেছি এই কারণে যে, আমরা মনে করেছি আকাশে নিউক্লিয়ার বোমা যদি কেউ ফাটায় তাহলে সেটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের পক্ষে বিপদজনক হবে এবং সেই জন্যই আমরা বলেছি যে, এই অধিকার প্রয়োগ করার কোন অধিকার তোমার নেই। অর্থাৎ বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের ভবিষ্যত বিবেচনা করে এই কথা আমরা বলেছি। তারপর, যে শান্তি প্রশান্ত মহাসাগরে সেই সেই শান্তি অ্যাটলান্টিক মহাসাগরেও সেই এবং তার প্রধান কারণ হোল ভারত মহাসাগরকে ঘিরে যে সমস্ত ঔপনিবেশিক দেশ রয়েছে সেগুলি সবেমাত্র সাম্রাজ্যবাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তি লাভ করেছে। সুতরাং তারা চায়না যে

তাদের দরিয়ায় বা তাদের দেশের কাছাকাছি সমুদ্রে ঠাণ্ডা যুদ্ধের চক্রান্ত আসুক। কাজেই সেই ভারত মহাসাগরই ছিল আসলে প্রশান্ত মহাসাগর। কিন্তু আজকে মার্কিন নৌবহর ভারত মহাসাগরের সেই প্রশান্তিকে ভংগ করে সেখানে নূতন করে যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি করবার করছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে। কাজেই ভারতবর্ষের এখন প্রধান কর্তব্য হচ্ছে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করা। তারপর, ক্ষতি অন্যদিক দিয়েও হচ্ছে এবং আমরা তার প্রতিবাদ করিনি বলে কারা সুযোগ পেয়েছে? সুযোগ পেয়েছে যাদের সংগে আমাদের বিরোধ সেই চীন। সে পৃথিবীর ঔপনিবেশিক দেশ এবং সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকে বলছে এই হচ্ছে ভারতবর্ষের চেহারা। ভারতবর্ষ আসলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নয়, এ'রা হচ্ছে বাস্তবিক পক্ষে আমেরিকার তাঁবেদার এবং চীনের সংগে এ'দের যে ঝগড়া সেটা আমেরিকার হুকুম অনুসারে। কিন্তু তাদের একথা বলবার সুযোগ আমরা কেন করে দিচ্ছি? শুধু কি চীন, যে পাকিস্তনকে আমরা জানি, যে পাকিস্তান সরকার আমেরিকার দাসানুদাস সেই পাকিস্তান পর্যন্ত একথা বলে আমাদের ঠাট্টা করবার সুযোগ পাচ্ছে যে, নন-অ্যালাইনমেণ্ট আমাদের জন্য নয়, ভারতবর্ষের ব্যাপারে আসছে। যাহোক, মার্কিন নৌবহরকে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করতে দিয়ে পণ্ডিত নেহেরু যে দুর্বলতা দেখিয়েছেন সেইজন্য আমাদের চৈতন্য হওয়া দরকার। পণ্ডিত নেহেরু দুর্বলতা দেখাচ্ছেন..কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যাঁর যতই দুর্বলতা থাকুক না কেন আমরা ভারতবাসীরা একমত হয়ে আন্দোলন করার ফলে এয়ার অামব্রেলার যে প্রস্তাব এসেছিল তা পরিত্যক্ত হয়েছে, জয়েণ্ট এয়ার এক্সারসাইজ-এর যে প্রথম প্রস্তাব ছিল তাকে অনেকখানি নাকচ করে প্রায় নিরীহ ব্যবস্থায় পরিণত • করতে পেরেছি, ভয়েস অব আমেরিকার সংগে যে চুক্তি সাহি হয়েছিল সেই চুক্তিকেও আমরা ভারতবাসীরা নাকচ করতে পেরেছি। কাজেই দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি কোন একজন ব্যক্তির উপর নির্ভর করেনা, ভারতবর্ষের স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি"সমস্ত মানুষের উপর নির্ভরশীল। সেই মানুষের চাপ ভারত সরকারকে ক্রিয়াশীল করতে পারত ভারত সরকারকে নাড়াতে পারত এবং পারে, সুতরাং ভবিষ্যতে তা প্রমাণ করতে পারবে। অলরেডি প্রথম একথা বলার পরে পণ্ডিত নেহেরুর সুর আবার বদলাচ্ছে। তিনি বলেছেন যে হ্যাঁ, জাহাজ টাহাজ আর যাই আসুক আমরা অন্য দেশের কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র সাহায্য চাই বটে কিন্তু আমরা ডেফিনিটলী একথা বলবো যে এ্যাকচুয়াল ডিফেন্স অপারেশনে অন্য দেশের জাহাজ বা অন্য দেশের এয়ার ক্রাফট্ বা সৈন্য কিছুতেই নেবনা, ব্যবহার করবো না, একথা তিনি সম্প্রতি বলতে বাধ্য হয়েছেন। তার মানে জনমতের অভিব্যক্তি তার উপর ক্রিয়া করতে আরম্ভ করেছে। জনমনের অভিব্যক্তি আরও জোরদার হোক, সিংহলের মত সামান্য ছোট্ট দেশ-এর প্রধানমন্ত্রী প্রতিবাদ করেছেন যে এতে ভারত মহাসাগরে শান্তি বিঘ্নিত হবে। ইন্দোনেশিয়ার মত সামান্য দেশ তারাও প্রতিবাদ করেছে যে এতে শান্তি বিঘ্নিত হবে, আর আমরা ভারতবর্ষ কি পিছিয়ে থাকবো? এই ভারতবর্ষ আমরা বহুদিন ধরে মনে করে এসেছি যে আমরা পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার ব্যাপারে লীড দিয়ে থাকি, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার ব্যাপারে লীড দিয়ে থাকি, সামান্য ক্ষুদ্র সিংহল, সামান্য ক্ষুদ্র ইন্দোনেশিয়া যা বলে ফেলতে পারল আমরা একথা বলতে পারব না কেন? আমরা হয়ত সেভেন্থ ফ্লিটের সংগে যুদ্ধ করে পরাস্ত করে তাদের হঠাতে পারব না কিন্তু না পারলেও কিছু তাতে যায় আসে না, যদি আমরা সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত যতগুলি ঔপনিবেশিক দেশ আছে, সবাই মিলে এক সংগে সুর মিলিয়ে গর্জন করে উঠতে পারি সেভেন্থ ফ্লীট বা অন্য কোন জিনিস ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করার বিরুদ্ধে তাহলে আমেরিকার সেভেন্থ ফ্লীট কেন, এক নম্বর থেকে আরম্ভ করে দশ নম্বর ফ্লীট-এর কারও সাধ্য হবেনা ভারত মহাসাগরের শান্তি বিঘ্নিত করার। আমরা চাইছি সেই প্রতিবাদ দেশবাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হোক্। এবং সেই প্রতিবাদ এই এসেম্বলী মারফত ধ্বনিত হোক, ভারত সরকারের কাছে পৌছাক, পৌছালে আমাদের বিশ্বাস আছে যে জনমতের সেই অভিব্যক্তি ভারত সরকারকে দেখিয়ে দেবে তাদেরই স্বীকৃত নীতি থেকে, গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতি থেকে যে বিচ্যুত হতে যাচ্ছেন তা সারা ভারতবাসী পছন্দ করে না। তাতে তাদের সংশোধন হবে এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যতও রক্ষা পাবে।

[11-10—11-20 a.m.]

Shri Kashi Kanta Maitra:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বলতে উঠে প্রথমে বলছি যে এই প্রস্তাব আলোচনার জন্য খুব প্রস্তুত হয়ে আসিনি, কিন্তু কতগুলি মূল প্রশ্ন উঠেছে, সেগুলি আমার দলের পক্ষ থেকে আপনার মাধ্যমে রাখতে চাই। তবে প্রথমেই একথা বলতে চাই যে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব রেখেছেন সেই প্রস্তাবের মূল বক্তব্যের সংগে আমার কোন বিরোধ নেই। কিন্তু মূল প্রস্তাবের মধ্যেই দেখছি, অনেক প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে। সেজন্য আমাদের দিক থেকে কিছু বলার দরকার হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমি মনে করি সেভেন্থ ফ্লীট কেন পৃথিবীর যে কোন অন্য রাষ্ট্রের নৌবহর যদি ভারতের উপকূলের কাছাকাছি এসে যায়, ভারত মহাসাগরে এসে যায় এবং তার কোন উদ্দেশ্য থাকে প্যারেডিং ইটস্ ওন স্ট্রেংথ, আমাদের নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ আছে। এবং দুর্বল হলে আতংকিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে এবং থাকা স্বাভাবিক। দুটো জিনিস সোমনাথবাবু বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টে একটা জিনিস স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন যে তারা টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্সের উপর ক্রুইজ করতে আসছে না। আপাততঃ ভারত মহাসাগরে যে কয়েকখানা জাহাজ তাদের আসছে সে কয়েকখানা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এটা হাউসের সভ্যদের জানা আছে যে, এটা হাই সি-স এ্যাণ্ড টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স কণ্ট্রোভার্সি সম্বন্ধে। প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৪৯৩ সালে এটা নিয়ে ডিসপুট ওঠে এবং গ্রোটিয়াস প্রথমে ম্যারিট লিবারা, এই থিওরী তুললেন—অর্থাৎ ওপেন সী ফর অল ১৬৩৫ সালে ম্যানারিয়েট ক্লসিয়েম আর একটা পালটা তুললেন সেটা হল সেলডনস্ থিওরী মতে তিনি বললেন যে, ফ্রিডম থাকবে অর্থাৎ সী আণ্ডার জুরিডিকসন অন এনি পার্টিকুলার কান্ট্রি। এই নিয়ে তর্ক আমরা দেখেছি এবং আন্তর্জাতিক আইনের ছাত্র হিসাবে আমি বলতে পারি ১৯৫৮ সালে জেনেভায় যে কনফারেন্স হয়েছে তাতে তারা বলেছেন হাই সীজ-এর উপর যদি কোন জাহাজ যায় তাহলে কারুর কিছু বলবার থাকবে না, এবং ১৯২৮ সালে লোকাল স্টেট এর যে রায় সে রায়েতে বলছেন, পারমানেন্ট কোড অফ রাইটস্ হিসেবে ইট ইজ দি কমন রাইট অফ অল এ্যাণ্ড নো ওয়ান ক্যান ভিনডিকেট টু হিমসেলফ্ এ সুপিরিয়র অর এক্সক্লিউটিভ প্রেরোগেটিভ এটা আমাদের মনে রাখা দরকার। আমাদের হাউসের প্রত্যেক সভ্যদের নিশ্চয় খেয়াল রাখা উচিৎ—আমরা চাই বা না চাই—পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই যে তারা বলতে পারে যে হাই সীজ-এ অন্য একটা দেশের নাব্য শক্তি আনতে পারবে না। কিন্তু কোস্টাল সিকিউরিটি যদি এনডেনজারড্ হয় তাহলে আমরা নিশ্চয় সেখানে বাধা দেব। এখন যে প্রশ্ন গৌরবাবু তুলেছেন তাতে তিনি বলেছেন, যে নৌবহর আসছে তাতে আমাদের ভারতবর্ষের এবং বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবে। একথা আজকে মনে রাখা দরকার যে আজকে যদি এ্যাবসলিউট প্রোপোজিসন হিসাবে হাউসের বক্তব্য হয় তাহলে আমি বলব এটা একটা ফ্যানটাসটিক প্রোপোজিসন। ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের সংঘর্ষ যেখানে সেখানে আমরা সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার কথা বলছি। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্বাধীনতকামী মানুষের কাছে যেটা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে কম্যুনিষ্ট চীনের আক্রমণ। সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ থেকে আমরা, অত্যন্ত জর্জরিত হয়ে পড়েছি তার বিরুদ্ধে আমরা আমাদের মনোভাব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছি এবং জানাতে হবে। এই রকম একটা সংঘর্ষের মুখোমুখি যখন আমরা দাঁড়িয়েছি তখন যদি কোন রাষ্ট্র থেকে এখানে সাহায্য আসে তাহলে কি আমরা বলব যে

theoretically presence of any fleet of any foreign country would ip so facto amount to interference with the sovereignty and independence of our country and will cause danger to our peace and freedom.

এই প্রোপোজিসন যদি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে সোভিয়েট মিগ নির্মাণ পর্যন্ত আমরা নেবনা। বোমডিলার যেদিন পতন হল, আমাদের ফুট হিল পর্যন্ত চলে এল সেদিন আমরা জানি হাউসের প্রত্যেক সদস্য বিমর্ষ মলিন মুখ নিয়ে চলে গেছেন। সালের যেদিন পতন হল সেদিন জানি আমেরিকার, ব্রিটেনের বড় বড় মিলিটারী অফিসারস, সোভিয়েট রাশিয়ার কুশ্চভ পর্যন্ত ছন ছন তাঁরা ভারতবর্ষের রাষ্ট্র নায়কদের সঙ্গে বার্তা বিনিময় করেছেন ভারতবর্ষের

ভবিষ্যৎ নিয়ে। আমি বলছি তাহলে সেটা কি ইন্টারফেয়ারেন্স হ'ল? সেটা পিস বিঘ্নের কারণ হলো? এখানে সেটাকে যদি এ্যাবসলুট প্রোপোজিসন হিসাবে দাঁড় করাতে চান তাহলে আমরা বিপদে পড়ে যাব। এর তুলনা হিসাবে আমি বলছি ১৯৩৮ সালে কি হয়েছিল? ১৯৩৮ সালে আমরা দেখেছি ফ্যাসিষ্ট জার্মানী-র কমিউনিষ্ট রুশিয়ার যে সংঘর্ষ হয়েছিল তাতেও ফ্যাসিষ্ট জার্মানীর সংগে তারা নন-এগ্রেসিভ প্যাক্ট করেছিল। আমরা দেখেছি সেই প্যাক্ট সত্বেও ফ্যাসিষ্ট ডেমোক্র্যাট-দের কি ভাবে পেটান হয়েছে। সেখানে ফ্যাসিষ্ট-দের সম্বন্ধে ষ্ট্যালিন-এর কি নির্লজ্য উক্তি ছিল সে সব আমরা দেখেছি। আমরা ১৯৪০ সালে দেখেছি যুদ্ধ যখন বেঁধে গেল তখন সেই সাম্রাজ্যবাদী সম্বন্ধে মাননীয় সোমনাথবাবুদের কি রকম ব্যবহার। অর্থাৎ সেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের সঙ্গে মিতালী করতে তাঁদের বাঁধেনি। অর্থাৎ যখন এ্যাংগলো-সোভিয়েট প্যাক্ট হয়েছিল তখন আমি জিজ্ঞাসা করছি তাতে কি সোভিয়েট রাশিয়া ইমপিরিলিয়াষ্টিক হয়ে গেল? একটা ইমপিরিলিস্ট কান্ট্রি-র সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া-র প্যাক্ট হয়েছিল বলেই কি সেদিন তারা ইমপিরিয়েলিস্ট কান্ট্রি-তে পরিণত হয়েছিল বা একটা ইমপিরিয়েলিস্ট কান্ট্রি সোভিয়েট সিপ-এ পরিণত হয়েছিল? তা কখনও হয়নি।

৩

আমরা ১৯৪০ সালে দেখেছি, যুদ্ধ যখন বেঁধে গেল যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী মহাশয় বললেন, সেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার মিতালী করতে তো বাঁধে নি। এই যে এ্যাংলো সোভিয়েট প্যাক্ট হল ১৯৪০-তে—আমি মাননীয় সদস্যদের খোলা মন নিয়ে বিচার করতে হবে তাতে কি সোভিয়েট রাশিয়া ইম-পিরিলিস্ট হয়ে গিয়েছিল? যে একটা ইম্‌পিরিয়ালিস্ট কান্‌ট্রির সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া প্যাক্ট করেছিল বলেই সোভিয়েট রাশিয়া ইম্‌পিরিয়ালিস্ট হয়ে গিয়েছিল? না--ইম্পিরিয়ালিস্ট কান্ট্রি, সোস্যাল রুশিয়া-র সঙ্গে প্যাক্ট করেছিল বলে, ইম্‌পিরিয়ালিস্ট কান্‌ট্রি সাম্রাজ্যবাদী সেদিন মেষ-শাবকে পরিণত হয়েছিল সোস্যাল সীপ-এ পরিণত হয়েছিল তা আমি জানতে চাই? তা হয় না কখনো, এটা হয়েছে। আমরা গত যুদ্ধের সময় দেখেছি নরমান্ডি-তে গিয়ে—যদি ইউরোপের ইতিহাস অন্য রকম হয়ে যেত, যদি নরম্যান্ডি কোষ্টে সেদিন ফরেণার ট্রুপস্‌ গিয়ে না নামতো, আমেরিকান গিয়ে না নামতো, এবং সেই দারুণ সেকেন্ড ফ্রন্ট-এর লড়াই যদি না হ'ত, ফ্যাসিষ্ট শক্তি কখনও পেছন থেকে আঘাত না খেলে এরকম দ্রুত পরাজয় তাদের হ'তো না। কিন্তু সেদিন দেখেছি তাকে ওয়েলকাম করেছিলেন আমরা দেখেছি লেনিন, এগ্রিমেন্ট করে—রাশিয়া তার দেশকে বাঁচানোর জন্য লড়াই করে গেছে, তাদের কাছে প্রথম কথা হচ্ছে আমার দেশের স্বাধীনতা আমার দেশের মানুষের নিরাপত্তা, দেশের ভবিষ্যৎ সমস্ত তাকে বাঁচাতে হবে, দেশকে বাঁচালে তবে সব থাকবে, সুতরাং আজকে এ প্রশ্ন যে,

Foreign policy is not a matter of giving vent to or giving out of personal likes or dislikes; it is basically a matter of announcing national course in a desired direction in terms of, as I said, unalterable national objective.

আজকে সেই ন্যাশনাল অবজেকটিভ হচ্ছে আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব, আমাদের দেশের অখণ্ডতা, আমাদের দেশের স্বাধীনতা, আমাদের দেশের ৪৬ কোটী লোকের নিরাপত্তা, এগুলি হচ্ছে আমাদের অবজেকটিভ. আমাদের দেশকে যেভাবে হোক বাঁচাতেই হবে। সুতরাং আজকে বলছি যে, মাননীয় সদস্য সোমনাথবাবু বলছেন নন-এ্যালাইনমেন্ট, আমি জিজ্ঞাসা করছি তিনি মার্ক-সিজম-এর ছাত্র, আমি জিজ্ঞাসা করছি, মার্কসিজম-লেনিনিজম্‌-এর ছাত্র হিসাবে তিনি দেখাতে পারেন যে মার্কসিজম-লেনিনিজম্‌-এ কোথাও নন-এ্যালাইমেন্ট আছে. আপনি নন-এ্যালাইমেন্ট যদি

If you support it as a matter of expediency, I accept it, but don't talk of non-alignment......where is China pursuing Marxism-Leninism? What they are saying in their letter of 14th June is a better interpretation of Marxism-Leninism?

কিন্তু আমি বলছি চায়নার ফোর্টিনথ জুন-এর চিঠি যদি আপনারা পড়েন, মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই কোথায় সেখানে নন-এ্যালাইনমেন্ট-এর স্কোপ আছে? আজকে যারা [illegible]-এর ছাত্র হেগেলিয়ান-ডায়েলেকটিকস্‌ যারা পড়েছেন, ডায়েলেকটিকস্‌ মেটিরিয়ালিজম যারা

পড়েছেন, আমি তাদের জিজ্ঞাসা করছি, ওরা বলেছেন থিসিস এণ্ড এ্যান্টি থিসিস এদের মধ্য দিয়ে সিনথিসিস হবে, আজকে সাদা কালোর দ্বন্দ্ব হবে,—তার মধ্য দিয়ে সিনথিসিস জন্ম নেবে. তাই ইমপিরিয়ালিজম-এর সংগে সংঘর্ষ ও সোস্যালিজম-এর সংগে সংঘর্ষ, এর মধ্যে আমি জিজ্ঞাসা করছি কোথায় ডায়েলিকটিকস্ কোথায় কন্টেমপ্লেট করছে যে এর মধ্যে থার্ড ফোর্স হবে, এর মধ্যে নন-এ্যালাইনমেন্ট হতে পারে। কখনও নন-এ্যালাইনমেন্ট হতে পারে না। আমি নন-এ্যালাইনমেন্ট-এর বিরুদ্ধে নই, আমি চাই আমরা কোন পথেই কোন মিলিটারী প্যাক্ট-এর সংগে যাব না। কিন্তু আমি বলছি আজকে এই যে নেহেরু—নেহেরু আর নন-এ্যালাইনমেন্ট, আজকে এটা একেবারে ফেলাস, আমার মনে হয় কুন্চক যে কথা বলছেন, এটা আরও সংগতভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। আজকের প্রবলেম হচ্ছে নট নন-এ্যালাইনমেন্ট বাট কো-এক্সিসটেন্স, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করছি আপনার মাধ্যমে এই হাউসের সমস্ত সদস্যদের যে, যুগোশ্লোভিয়া-কে কমিউনিস্ট কমিউন ফ্রন্ট থেকে বার করে দেওয়া হল ১৯৪৮, কি কারণে গেছে যারা কমিউনিজম-এর সংগে পরিচিত তাঁরা জানেন। টিটো ও স্ট্যালিন-এর সংগে যে কমৌভার্সি করেসপণ্ডেন্স-এর সংগে যে চিঠিপত্র সেদিন লেখা হয়েছিল সেদিন, তা সেই ৪৮১ পাতার বই পড়লে জানতে পারবেন। সে প্রশ্নে যাচ্ছি না। কিন্তু সেদিন টিটো-কে বার করে দেওয়া হল—যুগোশ্লোভিয়া-কে বার করে দেওয়া হল কমিউনিস্ট ব্লক থেকে। বার করার পর টিটো এ্যমেরিকার সাহায্য নিয়ে দেশকে বিল্ড করেছিলেন তখন টিটোর বিরুদ্ধে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৯ কি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত টিটো এ্যাণ্ড যুগোশ্লোভিয়া-র বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া বলেছে রিভিসানিস্ট, ট্রটোস্কিস্ট, রিএ্যাকসনারি, স্টুজ অফ আমেরিকান ইমপিরিয়ালিজম, এ সব শুনেছি। আবার সে সোভিয়েট রাশিয়া, আবার হাত বার করে তুলে দিয়েছে যুগোশ্লোভিয়াকে আলিঙ্গন করে নেবার জন্য। আজকে যুগোশ্লোভিয়ার বিরুদ্ধে এ্যাটাক হচ্ছে চীনা-র—সোভিয়েট রাশিয়া-র নয়। আজকে তাহলে দেখা যাচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়া তার ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট-এ তে—তার নিজের জাতীকে বাঁচাবার জন্য—ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট-কে বাঁচাবার জন্য আজকে যুগোশ্লোভিয়ার সংগে এ্যাডজাস্টমেন্ট করছে। আজকে যে চীন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এত কথা বলছে, নিজে সাম্রাজ্যবাদ হয়ে অন্যতম সাম্রাজ্যবাদ চেঙ্গিস খাঁর ভূমিকা নিয়ে —সেই চীন আজকে দেখতে পাচ্ছি ইমপিরিয়ালিস্টিক কান্ট্রির হেল্প না হলে তার চলবে না। আজকে কে না জানে ব্রিটেন-এর সংগে—যে সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটেন ভারতবর্ষকে ২০০ বৎসর ধরে শোষণ করে গিয়েছে, সে সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটেন-এর সংগে চুক্তি করবার জন্য—চীনের ওয়ারমংগার্সরা এগিয়ে যাচ্ছে কেন? আজকে ইমপিরিয়ালিজম কান্ট্রি-র সংগে ট্রেড না হলে আজকে বিপদ আছে, আজকে সোভিয়েট রাশিয়া-র সংগে চীনের ট্রেড কমে যাচ্ছে, এই কি মার্কসিজম এই কি সোস্যালিস্ট ওয়ার্লড ফ্রেটারনিটি, এই কি ইন্টারন্যাশনাল প্রোলেটারিয়ানিজম? আমি বলছি করছি এসব বাজে কথা বলে লাভ নেই। আজকে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চীন তার ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট-এ তে বলছে আই ওয়ান্ট টু সিনোনাইজ মার্কসিজম, আই ওয়ান্ট টু গিভ মার্কসিজম এ চাইনীজ ক্যারেকটার। আমি সেজন্য বলছি সোভিয়েট রাশিয়ার মত চীন তার নিজের ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট-এতে তারা আজকে কমিউনিজম-কে দে আর ট্রাইং টু গিভ এ চাইনীজ কমপ্লেকসন এ চাইনীজ ক্যারেকটার। আজকে তারা করছে, তাই আজকে তারা ইমপিরিয়ালিস্ট পার্টির সংগে হাত মিলিয়েছে। আজকে সেখানে বলছে—আজকে সিলোন-এর কথা বলছেন। আজকে সিলোন-এর কি অবস্থা, সিলোন-এর সংগে চায়নার সংগে মিলিটারী প্যাক্ট হয়েছে নৌ ঘাঁটি হয়ে গেছে, নৌ চুক্তি হয়েছে। তাহলে চীনের কথা সিংহলের কথা বলছেন কোথায় চায়না সিংহল নন-এ্যালাইনমেন্ট, ইন্দোনেশিয়া নন-এ্যালাইনমেন্ট ইন্দোনেশিয়া আজকে ক্যানবেরা বোমবার নিয়েছেন সোভিয়েট রাশিয়া-র কাছ থেকে, এই হাউস-এর যারা মিলিটারি-র সম্বন্ধে কিছু জানেন, তাঁরা জানেন সোভিয়েট রাশিয়া ভারতকে মিগ বিমান দিয়েছেন, মিগের চেয়েও মেনি মোর টাইমস পাওয়ারফুল হচ্ছে এই ক্যানবেরা বোমবার। এই ক্যানবেরা বোমবার যদি তৈয়ার হতে যাচ্ছে তারা নন্ত করবে—দুর্গাপুর পর্যন্ত উইদাউট নাথিং বোম করে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু ইন্ডিয়ান মিলিটারী এক্সপার্টস সে

[11-20—11-30 a.m.]

আজকে যে টুপেল বোমারু বিমান ইন্দোনেশিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে নিয়েছে তাহলে ইন্দোনেশিয়া কি নন-এ্যালাইনড? কোথায় এইসব নন-এ্যালাইনড? সুতরাং আজকে প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের দেশকে বাঁচাবার জন্য আমরা যেটুকু করবার সেটুকু করব। সুতরাং আমি মনে করি আজকে আমেরিকার মাতব্বরি করে আমাদের ইণ্ডিয়ান ওসেনে আসা কখনই উচিত নয়। পণ্ডিত নেহেরুর আসতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু যাঁরা নেহেরু নেহেরু করছেন তাঁদের বলছি যে নেহেরুর নীতি হচ্ছে যখন যেমন তখন তেমন। যখন চীন দুর্ধর্ষ প্রতাপে সমস্ত দুনিয়াকে ভয়ে ভীত করবার চেষ্টা করেছে, এশিয়ার মাথায় লাথি মেরে বেরিয়ে গেছে, তিব্বত গ্রাস করে গেছে তখন তাকে দোহি পদ্ম বলভ মুদারন বলে হি ওয়াজ এ বুট লিকার, সেখানে গিয়ে তাদের জুতোয় সেলাম করেছেন। আবার সেই চীন যখন দেখছে তার এগেনস্টে বিশ্ব শক্তি, এমনকি সোভিয়েটের মত সমাজতান্ত্রিক শিবিরও তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে তখন তিনি আবার অন্য রকম হয়ে গিয়ে আমেরিকার দিকে যাচ্ছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে নেহেরু ডুববেন। নেহেরুকে সেভেন্থ ফ্লিট নিয়ে ডুবতে হবে না, যে নেহেরু ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত করেছেন, ভারতবর্ষকে দুর্বল করেছেন, ভারতবর্ষের জাতীয় শক্তিকে যেভাবে অবমাননা করেছেন, ভারতবর্ষকে যেভাবে দারিদ্র এবং হতাশার মধ্যে ফেলে রেখে দিয়েছেন, বেকারির মধ্যে দুর্ভিক্ষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন বছরের পর বছর তারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে নেহেরুকে বিদায় নিতে হবে। কোন ইতিহাসের শক্তি নেই তাকে ঠেকাতে পারে। ইতিহাসের সমার্জনী বড় সাংঘাতিক, কাউকে সে ক্ষমা করে না। যেভাবে ভারতবর্ষের জাতীয় স্বার্থ নিয়ে তিনি খেলেছেন, যেভাবে চক্রান্ত করে তিনি দেশ বিভাগ করেছেন, যেভাবে তিনি উপঢৌকন দিয়েছেন ভারতবর্ষের হাজার হাজার বিঘা জমি, যেভাবে তিনি তিব্বতকে উপঢৌকন দিয়েছেন, যেভাবে চীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে বছরের পর বছর নতি স্বীকার করে এসেছেন তাতে ইতিহাস কখনই তাঁকে ক্ষমা করবে না। ইতিহাসের কাছে তিনি প্রমাণিত হয়ে যাবেন—হি ইজ নাথিং বাট এ স্কেরামাউচ।

Shri Anadi Das:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকারমহাশয়, আজকে এই যে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব বেসরকারী তরফ থেকে এসেছে সেই প্রস্তাবের উপর এখন পর্যন্ত কংগ্রেস বেঞ্চের কেউ কিছু বললেন না। যেটা সোমনাথবাবু বলেছেন আমি বলছি যে আমাদের মনে একটা রেখাপাত করছে যে তাঁরা কি এটা বলতে ভয় পাচ্ছেন? তাঁরা কি চান আমিরিকার নৌবহর ভারত মহাসাগরে যে আসছে সেটা ঠিকই হচ্ছে অথবা তাঁরা কি মনে করছেন যে এটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু যেহেতু সরকার এ সম্পর্কে কোন কথা বলছেন না, সুতরাং আমাদের আর কোন বলবার সাহস নেই? আমি জানি কংগ্রেসের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা এটার প্রতিবাদ করেন। আমরা তাঁদের অনুরোধ করি তাঁরা ওপেন মাইণ্ড নিয়ে প্রকাশ্যভাবে বলুন যে এর দ্বারা দেশে একটা বিপজ্জনক অবস্থার একটা আন্তর্জাতিক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে এবং সে সম্বন্ধে তাঁদের মতামত দিন। আমার পূর্বে কাশিকান্ত মৈত্র মহাশয় সুরু করেছিলেন যে যাঁরা এই প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা নাকি ধান ভাংগতে শিবের গীত গেয়েছেন। আমার তো মনে হচ্ছে যে আমার পূর্বে যিনি বললেন ধান ভাংগতে শিবের গীত যদি কেউ গেয়ে থাকেন তো তিনিই গেয়েছেন। তবে কথা হচ্ছে ভারত মহাসাগরে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের নৌবহর তার শক্তি যতটুকু হোক—একটা জাহাজ হোক, দুটো জাহাজ হোক, সেটা আসবে কি আসবে না এটার সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে কোন কথা তিনি রাখতে পারেন নি। বরং পরোক্ষভাবে তিনি তার মনের বাসনা প্রকাশ করেছেন যে এই যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারত মহাসাগরে আসছে, নন-এ্যালাইনমেন্ট চুক্তি আজকে অচল, আমাদের ভারতবর্ষের উচিত হচ্ছে আমেরিকার সংগে চুক্তি করা, তাদের সংগে এ্যালাইনমেন্ট করা। এই রকম একটা ধুঁয়া পরোক্ষভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আমি ভুল বুঝতে পারি কিন্তু তাঁর কথা শুনে মনে হয়েছে যে আমেরিকার সাথে ভারত সরকার কেন এখনও চুক্তি করছেন না, আমেরিকার সঙ্গে কেন একটা মিলিটারি প্যাক্ট হচ্ছে না এই রকম একটা মনোভাব সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

আমি একথা পরিস্কার করে বলতে চাচ্ছি যে ভারত মহাসাগরে যে নৌবহর আসছে তাতে আন্তর্জাতিক আইনে কি বাধা আছে সেটা বড় কথা নয়। এটা ঠিক আন্তর্জাতিক আইনের লোকেরা জানেন যে ভারতের যেখানে জল এবং স্থল মিলিত হয়েছে তার থেকে ৬ মাইল দূর পর্যন্ত ভারতবর্ষের টেরেটোরী, তার বাইরে ভারতবর্ষের যে কোন শক্তি যে কোন দেশের জাহাজ চলাচল করতে পারে, সে ব্যাপারে কারো কিছু বলবার নেই এটা আইনে আছে কিন্তু আমরা আজকে বিশ্বের এক বিশেষ অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি সেই অবস্থা হচ্ছে এই যে সারা দেশে, সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদীর কবল থেকে উপনিবেশগুলি বহুভাবে মুক্ত হয়েছে এবং মুক্ত হবার চেষ্টা করছে। যে অবস্থার মধ্যে আইনগুলি তৈরী হয়েছিল সেই অবস্থা আজকে আর নেই। যখন আইন তৈরী হয়েছিল তখন এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির এক একটা বিশেষ বিশেষ সুযোগ তৈরী করবার জন্য আইন তেরী হয়েছিল। আজকে যে অস্ত্রের লড়াই সেই অস্ত্রের লড়াই পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, এমনভাবে অস্ত্র তৈরী হয়েছে। এই অবস্থায় প্রত্যেকটা দেশের প্রগতিশীল মানুষের বক্তব্য শুধু ঐ আইন দিয়ে নির্ধারিত হয় না, তাকে অনেকখানি মানবিকতা দিয়ে, তার প্রগতিশীলতা দিয়ে নানাভাবে সাজিয়ে বলতে হয়। যখন মেগাটন বোমা ফাটানো হচ্ছে, মানুষের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত বিপন্ন যুদ্ধ হয় হয় অবস্থা আমাদের দেশে তখন সেই মেগাটন বোমা ফাটানো হয়নি কিন্তু আমাদের দেশের সরকার নেহেরুজী তার প্রতিবাদ করেছেন। তখন আইন মানবার প্রয়োজন হয়নি সে তারা তাদের দেশে যা খুশী করতে পারে। সেখানে আইন মানবার প্রয়োজন হয়নি। মানবিকতা দিয়ে, আন্তর্জাতিকতা দিয়ে, প্রগতিশীলতা দিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্যগুলি ডিটারমিণ্ড করেছি। আর একটা কথা, ধুশা সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে যে চীন যখন সীমান্তে রয়েছে তখন আমরা যে কোন শক্তির কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারি, নিয়েছি অনেক। আমরা কি করবো, না করবো পরের কথা কিন্তু এটা তারা উল্লেখ করতে বোধহয় ইচ্ছা করেই ভুলে গেছেন যে আমেরিকা যে আসছে, ভারতবর্ষের কোন সম্মতি নিয়ে নয় ভারতবর্ষকে প্রথমে জানানো হয়নি, পরে জানানো হয়েছে যে আমরা যাচ্ছি, এ সম্পর্কে আমাদের মতামত তারা জানবার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখছি যে কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সামরিক ক্ষেত্রে যে অবস্থা দিয়ে আমাদের সুরু হয়েছিল প্রগতিশীল শক্তি ভারতবর্ষ যেরকমভাবে শক্তিশালী ছিল আজকে চীনা আক্রমণের সুযোগ নিয়ে সেই শক্তিকে খর্ব করার ফলে আমরা ক্রমাগত আর একটা দিকে চলে যেতে চাচ্ছি। খাদ্যের ব্যাপারে একটা কথা উল্লেখ করা যায় যে ৮০০ কোটি টাকা আমাদের দেশে মার্কিনী মুদ্রা যে জমা হয়ে আছে সেই টাকাই একমাত্র যথেষ্ট আমাদের অর্থনৈতিকে বিপন্ন করার পক্ষে। আমরা দেখছি ভয়েস অব আমেরিকা চুক্তি, আমরা দেখছি বিমানছত্র করবার চুক্তি এইসবগুলি ভারতবর্ষের প্রগতিশীল শক্তি ক্রমাগত প্রতিবাদ করে বাতিল করেছে। এটা ঠিক যে আমেরিকায় এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সরকার প্রতিবাদ করুন না করুন, ভারতবর্ষের প্রগতিশীল লোকেরা প্রগতিশীল শক্তি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেই করবে এবং তাকে বানচাল করবার চেষ্টা করবে তবুও আমি আশা করি যে কংগ্রেস পক্ষ থেকে সমস্ত প্রগতিশীল মানুষ সবাই মিলিতভাবে আজকে এই হাউস থেকে সর্বসম্মত প্রস্তাব দেবেন এবং ভারত সরকারকে প্রতিবাদ করবার জন্য অনুরোধ করবেন। আমি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে আমরা আর, সি, পি আই-র তরফ থেকে আজকে আমেরিকান কনসুলেটের অফিসে একটা মিছিল নিয়ে যাচ্ছি যে ভারত মহাসাগরে আমেরিকান শক্তি আনবার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে সেটাকে বাতিল করা হোক এবং আমরা মনে করি এই করে আরো বিবাদ বিসম্বাদ সংঘটিত হবে এবং শেষ পর্যন্ত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ তাদের এই প্রচেষ্টাকে দূর করতে বাধ্য হবে।

[11-30—11-40 a.m.]

Dr. Maitreyee Bose:

মাননীয় উপাধ্যক্ষমহাশয়, এই সপ্তম নৌবাহিনী সম্বন্ধে কোন বক্তৃতা দেবার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না; কিন্তু ও পক্ষের বক্তৃতা শুনতে শুনতে তার কতকগুলি উত্তর এমনই এসে যায় এবং সেটা বলবার আশা ও আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় হয়—তবে সব সময় সুযোগ পাওয়া যায় না; আজকে আপনি সে সুযোগ দিয়েছেন তারজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এক সময় ছিল পৃথিবীর জানি, একটা সাদা এবং একটা কালা। তার মাঝখানে অন্য রং নাই। এই রকম ভাবা যায় যে যে দোষী এবং যে গুণী সে গুণী। তার মাঝখানে অন্য কিছু নাই। এটা বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভাল করে তার বিষবৃক্ষ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। একটা পুরুষ মানুষ মহিলা সেজে গান করলো এবং তাতে মনে হোল সে ভয়ানক ভাল গান করেছে। তারপর ললিতা সখী বললো—না তো—তা নয়—কেমন যেন পুরুষের মতো গাইলো। শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল সে ভয়ানক খারাপ গান করেছে। হয় ব্ল্যাক—না হয় হোয়াইট। এমন একটা সময় ছিল যখন আমেরিকার যত কিছু পলেসি—যত কিছু নীতি—কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই আমরা তা পছন্দ করতাম না। আমার নিজের কথা আমি বলতে পারি—আমেরিকার কোন কথা শুনতে আমার ইচ্ছা করতো না। মনে হোত তারা আমাদের জব্দ করার জন্য নানা রকম উপায় অবলম্বন করছে। কিন্তু সব সময় তা থাকে না। এমন একটা সময় ছিল—যখন মনে হচ্ছিল আমেরিকা বুঝি যুদ্ধ বাধাবে। এটা অবশ্য বেশ কয়েক বছর আগের কথা। কিন্তু একটা জিনিস সকলকে স্বীকার করতে হবে—আপাতত যেসব ঘটনা আমেরিকায় ঘটে গেছে তাতে করে তাকে শুধুই কালো এবং অন্য দিকটা শুধু সাদা, এই রকম মনে করবার কারণ আর নেই। এখন আমরা যারা একটু আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে থাকি—আমি অবশ্য বিশেষজ্ঞ নই—আমাদের পি. এস. পি-র মাননীয় সদস্য যে সব কথা বলে গেছেন তাতে তিনি অত্যন্ত বিশেষজ্ঞের মত বলে গেছেন—আমার সেই রকম বিশেষজ্ঞ হবার আস্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য নেই—আমি নিজেকে বিশেষজ্ঞ বলে মনে করি না। কাজেই সাধারণ মানুষের মনোভাব থেকে সাধারণ মানুষের কথা স্বাধীন-ভাবে বলবার চেষ্টা করছি।

"যখন আমেরিকার এমন একটা অবস্থা ছিল, যখন মনে করেছি তারা সত্যিই সমস্ত জায়গায়—কোন না কোন জায়গায়—আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ প্রচার করবার চেষ্টা করছে। অনেক সময় আমেরিকান টুরিষ্ট যাঁরা এসেছেন তাঁদের ধরন-ধারন এমন যে আমার বিসদৃশ্য লেগেছে, মোটেই ভাল লাগেনি। কিন্তু আজকে তার পরিবর্তন হয়েছে—সেই কথাতেই ফিরে যাচ্ছি—আজকে কেনেডি নিহত হবার পর আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে আমেরিকায় দুই রকমের মতবাদ প্রবলভাবে গজিয়ে উঠেছে। যেটা ছিল তা কেনেডির রক্তের ভিতর দিয়ে প্রমান হয়ে গেছে যে তিনি কতখানি সত্যি সত্যিই আন্তরিকার সংগে নিজের দেশকে বর্ণ বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। আমরা অনেকে যারা কলোনিয়ালিজমকে অন্যায় বলে মনে করি সেই সব থেকে তার দেশকে তিনি মুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন—সেটা আজকে তিনি তাঁর জীবন দিয়ে প্রমান করে গেছেন। সেখানে আজকে আমরা দেখছি সপ্তম নৌবাহিনী সম্বন্ধে মস্কো সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। কিন্তু আমাদের বিশেষ করে এখানকার কমিউনিষ্ট বন্ধুরা যারা নাকি মস্কো পন্থী বলে জানি তারা আজকে বর্ণচোরারূপে দেখা দিয়েছে। তারা আজ যেসব কথা বলছেন তা শুনে মনে হচ্ছে যে যদিও তারা মস্কো মস্কো করে রুশ পন্থী বলে নিজেদের প্রচার করেছেন—আজকে তারা নিজেদের চীনের যে সত্যিকারের মনোভাব সেই মনোভাবের পরিচয় তাঁরা দিচ্ছেন। আজকে কমিউনিষ্টদের মধ্যে ঐ এক দলের মস্কো প্রীতিটা ভাঁওতা মাত্র—আসলে তারা সবাই এক। আজকে তাদের বক্তৃতা শুনে বিশেষ করে সোমনাথবাবুর প্রগতিশীল স্পীচ শুনে মনে হোল—এতদিন ভেবেছিলাম কমিউনিষ্ট পার্টি দুইভাগে ভাগ হয়েছে। তাতে মনে মনে বেশ একটা আনন্দ জেগেছিল। কিন্তু আসলে তা নয়। তারা একই লোক, একইভাবে চলে এবং একই সুরে কথা বলে এবং একই গ্রামোফোনের রেকর্ড-এর একই সুর বাজান।

আজ সপ্তম নৌবাহিনীর ভারত সরকার মহাসাগরে আসা সম্বন্ধে মস্কো থেকে একটি কথাও শুনতে পাচ্ছি না—তবে যদি কিছু তারা গোপনে বলে থাকেন বা কাউকে চিঠি লিখে থাকেন সে আলাদা কথা। কাগজে কিছু বেরোয় নি। সপ্তম নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরে আসবে বলে মস্কো আশঙ্কিত হয়েছে বলে শুনা যায় নি। ওঁরা বলছেন হ্যাঁ, প্রাইভেট টেলিগ্রাম এসেছে কোডে যেটা আমরা জানি না। তাহলে আমাদের কাছে খুলে বলুন কি এসেছে। আমাদের দেশের কমিউনিষ্টরা চিরকাল জানি তারা এতদিন রাশিয়ার কথায় চলতেন। কিন্তু যখন থেকে পিকিং আত্মপ্রকাশ করেছে তখন থেকে কিছুটা মস্কোর কথায় চলেন আর কিছুটা পিকিংয়ের কথায় চলে। তিন্নের কোন অস্তিত্ব আছে বলে আমরা দেখতে পাই নি। আজ [illegible] তারা সপ্তম নৌ বাহিনীর

বিরুদ্ধে জোর গলায় চিৎকার করছে, তাতে মনে হয়, হয় তারা পিকিংপন্থী হয়েছে আর না হয় মস্কো থেকে কোন গোপন নির্দেশ এসেছে যেটা আমরা কিছু জানি না।

(এ ভয়েস—আপনার বক্তব্য কি?)

আমার বক্তব্য বলছি শুনুন না—আমার বক্তব্য হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা হয়তো ও পক্ষের বুঝবার ক্ষমতা নেই। আমার নিজের বিশেষ করে এই কথা বার বার মনে হচ্ছে আমেরিকাকে শুধু [illegible]। আমেরিকা একথী বল্লে চলবে না। সেইখানেই দুটো পার্টি আছে। সেখানে আজকে যে পক্ষের হাতে ক্ষমতা রয়েছে তারা সম্পূর্ণ রিয়্যাকসনারী নয়। তারা যদি আজকে সপ্তম নৌবাহিনীকে পাঠিয়ে থাকে তাতে আজকে আমাদের আনন্দিত বা সঙ্কিত হবারও কারণ নেই। সেখানে আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যা সকলের সংগে আছে তাতে দেখা যায় পণ্ডিতজীও বলছেন নন-এলাইনমেন্ট-এর কথা। আমি যখন সেই দলের লোক তখন আমিও তার সেই নন-এলাইনমেন্টে বিশ্বাস করি এবং পণ্ডিতজীর সংগে থাকতে চাই এবং আছি। আজ ভারত সরকারের যারা কর্ণধার তাদের যদি মনে হোত এই সপ্তম নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরে আসলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা তার প্রতিবাদ করতেন। আমাদের কাশীকান্ত মৈত্র মহাশয় যতটুকু ভারতবর্ষকে ভালবাসেন তার চেয়ে পণ্ডিতজী কম ভালবাসেন এটা মানতে আমি কিছুতেই রাজী নই। আমি যদি আজকের দিনে মস্কো থেকে এই নববর্ষে তাঁরা যে বলেছেন যে সমস্ত জায়গায় জবরদস্তি করে কিছু করা বন্ধ করে দেওয়া হোক। এবং প্রেসিডেন্ট জনসনও কেনেডির অনুসৃত নীতিই চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। কাজেই সেটা আমাদের সমর্থন করা প্রয়োজন। সেখানে আমেরিকা এবং রাশিয়া এই দুইজনে মিলে পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। সেখানে আমেরিকা যে প্রগতিশীল তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এই বছরে প্রেসিডেন্টসিয়াল ইলেকসন আছে সেখানে তাদের নামে অযথা কুকথা বলে তাদের সুনাম খর্ব করার মত অধিকার আমাদের নেই। আমার বক্তব্য সপ্তম নৌবাহনী যদি ভারত মহাসাগরে নাও আসে বা যদি টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্সে আসেও তাহলে আমাদের মনোভাব যা আছে তা-ই থাকবে—কোন পরিবর্তন হবে না। সেখানে এরা যদি নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে চান তাহলে সেই অধিকার তাদের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সমস্ত প্রভাব কেবল মস্কোর হবে এবং পিকিংয়ের হবে, একথাটা মানতে আমি রাজী নই। এই যে প্রস্তাব অপোজিসন থেকে এনেছেন তার আমি সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি।

[11-40—11-50 a.m.]

Shri Sanat Kumar Raha:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমাদের যে প্রস্তাব বিধানসভায় এসেছে তার সমর্থনে কয়েকটি কথা বলতে চাই। স্যার, আমি ভেবেছিলাম পণ্ডিত নেহেরুর যে স্ট্যাণ্ড সেটা ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় আছে বলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেউ মুখ খুলবেন না। তবে প্রকাশ্য বিরোধিতা করবার জন্য আমি মাননীয়া মৈত্রেয়ী বসু-কে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং নিজে এইজন্য খুসী মনে করছি যে, তিনি আমাদের মধ্যে চীনপন্থী এবং মস্কোপন্থীর গন্ধ না পেয়ে কমিউনিস্টপন্থীর গন্ধ পেয়েছেন। তবে এখন আবার ওধার থেকে শুনছি তিনি নাকি পিকিংপন্থীর গন্ধ পেয়েছেন। এবং সেভেন্থ ফ্লীট-এ কেনেডীপন্থীর গন্ধ পেয়েছেন এবং সেইজন্য সেভেন্থ ফ্লীট সম্বন্ধে তাঁর বিরোধিতা নেই, বরং সমর্থন আছে অপ্রকাশ্যে। স্যার, পণ্ডিত কাশীকান্তবাবু বক্তৃতা করে বললেন—তাঁকে পণ্ডিত বলছি তত্ত্ববাদী হিসেবে—মার্কসিজম-এ নন-এ্যালাইনমেন্ট-এর কোন স্কোপ নেই, নন-এ্যালাইনমেন্ট-এর কোন ব্যাখ্যা নেই। তিনি মার্কসিজম-কে ফর্মাল লিগ্যালিস্টিক আউটলুক নিয়ে দেখেন। স্যার, পণ্ডিত নেহেরুর যেমন আউটলুক যে, ঐ নৌবহর ভারত মহাসাগরের এত মাইলের মধ্যে এলে আমার এলাকায় পড়বে এবং তখন আমি দেখব, ঠিক তেমনি কাশীবাবুর আউটলুক হচ্ছে নন-এ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে অত্যন্ত ফর্মাল এবং মার্কসিজম-এ এর কোন স্কোপ নেই। তিনি জানেন না ওয়ার্লড হিস্ট্রির অবজেকটিভ আসপেক্ট কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে এবং আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি। কাশীবাবু বলছেন যে নন-এ্যালাইনমেন্ট-এর স্কোপ পাই না। কিন্তু তিনি জানেন না পৃথিবীতে আজকে বিসাইডিং ফ্যাক্টর

সাম্রাজ্যবাদী নয়, পৃথিবীতে আজকে সমাজতন্ত্রবাদের যুগ চলছে এবং সমাজতন্ত্রের নির্মাণ অহোরাত্র চলছে। কাজেই এই যুগে তিনি যদি সপ্তম নৌবহর ভারত মহাসাগরে ঢুকবে কিনা এটা লিগ্যাল ফর্মাল আউটলুক নিয়ে দেখেন তাহলে আমি মনে করি তিনি অবসোলিট পলিটিসিয়ান। ঠিক তেমনি মাননীয়া মৈত্রেয়ী বসু এখানে দাঁড়িয়ে যেমন কোন পক্ষই সমর্থন করতে পারছেন না বা চীন, মস্কো, কেনেডী ইত্যাদি সমস্ত বিচার বিবেচনা করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না তখন আমার মনে হয় পলিটিক্স-এ ব্যাংক্রাপসী এলে এরকম অবস্থাই হয়। অর্থাৎ দেউলিয়া নীতি, বন্ধ্যা নীতি যা সৃজনশীল নয় তার শেষ পরিণতি এই হয়। তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে নিতে যখন সেভেন্থ ফ্লীট চলে আসবে এবং তারপর যখন গালাগুলি খাবেন, মোরামারি হবে দেশের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন তার ফেট হবে লাইক দি ফেট অব ভি, ও, এ, লাইক দি ফেট অব এয়ার আমব্রেলা এবং লাইক দি ফেট অব ইমপিরিয়ালিস্টিক এ্যাগ্রেসন। একথা আমাদের চিন্তা করা দরকার। আপনারা পেছনে হাঁটবেন না, ঘটনাকে নেতৃত্ব দেবার জন্য এগিয়ে আসুন। স্যার, শাসক পার্টি কংগ্রেসের মধ্যে যতদিন দোদুল্যমানতা থাকবে ততদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবেনা, আপনাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে। কারণ হচ্ছে বুলি দিয়ে কখনও সমাজতন্ত্রবাদ হয়নি।

ইতিহাসে হাজার হাজার বছর আগে সাম্যবাদের গান আমরা শুনেছি। গান শুনে কোন লাভ নেই, আজকে বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সপ্তম নৌবহর কিসের কলংক বহন করে চলে, সেটা দেখুন, সপ্তম নৌবহর যুদ্ধের কালিমা সারা ইতিহাসে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে গেছে। যেখানেই জল পেয়েছে সেখানেই আমব্রেলা, যেখানে এয়ার পেয়েছে সেখানেই আমব্রেলা যেখানে তারা মানুষ পেয়েছে সেখানেই নিউ কলোনাইজেশন এবং যেখানে বাজার পেয়েছে সেখানেই নূতন কলোনী হয়েছে,--অন্য ফর্মে, যুদ্ধ না করতে পারে--অ্যাডভেন্ট করা সম্ভব, উপায় নেই এই অ্যাডভেন্টের বিরুদ্ধে আপনাদের যাবার। শান্তি আন্দোলনের কথা যা বলছেন, পৃথিবীর ইতিহাস যা এতদিন চলেছে তাতে নূতন করে আজ লিখবার অধ্যায় চলে এসেছে। কাজেই আজকে কেনেডীর পক্ষে যারা তাদের যুদ্ধ করা সম্ভব নয় তাই তারা এ্যাডভেন্ট করছে। তার মানে এই নয় তিনি শান্তির দূত। তার মানে হচ্ছে, যেহেতু নেহেরুর নীতি বন্ধ্যা-নিরপেক্ষ নীতি, অথচ তিনি নিজেকে শান্তির অগ্রদূত বলে মনে করেন তাই সেই নীতির কথা বলার মানে হচ্ছে, যদি তাকে রূপই দিতে না পারি, তার ফল হচ্ছে চোখের সামনে সেভেন্থ ফ্লীটকে আমাদের দেশে আমন্ত্রণ জানানো পরোক্ষে। কাজেই আজকে যে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট-দের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে তাতে লজ্জা এবং ক্ষোভের সংগে বলতে বাধা হচ্ছে এখনও আপনাদের চোখের দৃষ্টি খোলেনি, এখনও পুরানো ইতিহাসকে আঁকড়েই পড়ে আছেন, আমেরিকার ঢং রূপ চিন্তাই করছেন। আজকে সারা পৃথিবী জানে যে আমেরিকা জংগীভাব নিয়েই চলেছে তার অর্থনীতি দিয়ে, তার এয়ার, তার শিল্প তার ফিনান্স দিয়ে। ঠিক সেই সবই আমরা জরুরী পরিস্থিতিতে শুনতে পাই, দেখতে পাই,--যখন আমরা দেখতে পাই এই বন্ধ্যা নীতির ফলেই জরুরী পরিস্থিতির সংগে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে গিয়ে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন অর্থনীতির ফিল্ডে, পররাষ্ট্র নীতির ফিল্ডে তেমনি আপনাদের সার্বভৌমত্বের চেতনার দিক দিয়েও। এই বন্ধ্যা নীতি এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে, যখন সারা দুনিয়ায় সপ্তম নৌবহরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তখন উনি বলছেন কিনা রাশিয়া এর বিরুদ্ধে বলেছেন কিনা জানিনা। আরও ভালভাবে কাগজ খুলে দেখবেন, তাঁদের প্রতিবাদ পাবেন যদি না পান তাহলে বলুন যদি তাঁরা প্রতিবাদ করেন তবে রাশিয়ার লাইনে চলবেন কিনা। এ রকম গোঁজামিল দিয়ে রাজনীতি করবেন না। সেদিন চলে গেছে, পরিষ্কার সুস্থ জাতীয়তার সংগে জনগণের সাধারণ দাবীদাওয়া আন্দোলনের সংগে মিলিয়ে আজ আন্তর্জাতিক আন্দোলনকে দেখতে হবে। কাজেই এদিকে যখন কাশীবাবু ফর্মেল আউটলুকের বিরুদ্ধে মার্কসিজম এবং ডাইলেকটিসিজমের কথা বলতে গিয়ে অবজেকটিভ কন্ডিশনকে মিনিমাইজ করেছেন। সমাজতন্ত্রের যুগে নন-এ্যালাইনমেন্টের রোল তিনি জানেন না। তেমনি আমাদের মাননীয়া সদস্যা মৈত্রেয়ী বসু কেনেডীর গন্ধে আজকে নিজে আনন্দ লাভ করছেন। আমার মনে হয় এই দুটোই আমাদের কাছে আজকে ডেভিয়েশন। পৃথিবীতে অগ্রগতি আজকে সৃষ্টি করতে গেলে নেতৃত্ব চাই যা পৃথিবীর জনমানুষের মধ্যে নূতন চেতনা, নূতন সংগ্রামী নীতি এবং নূতন জগৎ সৃষ্টি করতে পারে।

The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee: Mr. Deputy Speaker, Sir, this resolution is on a subject which fairly and squarely falls within the domain of the Government of India under the Constitution and Parliament is the proper and constitutional forum for such debate. This is related to the question of India's defence and India's foreign policy and both these are items in which, in the fitness of things, the State Government is not competent to make any comments, nor have they got materials adequate enough to be placed before the House. In the absence, therefore, of having the necessary background material relating to the proposed despatch of the fleet and also in view of the fact that the issues raised in this resolution are matters pertaining to India's foreign policy and foreign relations and India's defence as well as, perhaps, it is not within the ambit of the State Government, the debate was rightly conducted and the matter was rightly agitated on the identical question before the Parliament. And we have only the views of the Prime Minister which were emphatically and categorically placed before the Lok Sabha as reported in the press from time to time. On December 21. the Prime Minister said in the Rajya Sabha that the proposed cruise of the Indian Ocean by a few United States ships would neither threaten India's freedom nor imperil India's policy of non-alignment. The Prime Minister is also reported to have said that on this matter there have been no consultation between the Government of U.S.A. and India, nor was any such consultation necessary as the American warships would go to the high seas as much as the warships of any other country can go.

[11-50—12 noon]

The Prime Minister is also reported to have said that unless the United States warships came within India's territorial waters or call at Indian ports no consultation with India was necessary on the part of the Government of the U.S.A. In reply to the question put by Shri Nambiar of the Communist Party in the Lok Sabha as to whether it was not India's policy to protest against U.S.A.'s decision to send warships in the vicinity of Indian territorial waters and thus injuring India's security, the Prime Minister is reported to have emphatically said and given this reply: "No, sir. If it is detrimental to us we protest, if it is not we do not protest." From the above report it will appear that on the floor of the Parliament, which is the appropriate forum to initiate discussion of such matters relating to India's Foreign Policy and Defence, the matter has already been discussed barely, squarely and adequately.

The Prime Minister has also declared that the presence of a few warships in the Indian Ocean would neither threaten Indians freedom nor Imperial India's policy of non-alignment. In the face of this categorical statement from the Prime Minister, the State Government, Sir, cannot agree to the acceptance of the resolution or the various amendments tabled and we have to oppose them.

Shri Gour Chandra Kundu:

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আজকে কংগ্রেস পার্টির তরফ থেকে যে কথা বলা হল সে কথার কোন ভিত্তি নেই। কেননা, আমরা একথা মনে করি না যে আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট বা এ্যাসেম্বলী এই জিনিসটার পরিবর্তন করে দিতে পারেন। কিন্তু আমরা বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা এখানে সমবেত হয়ে যদি একটা মত পণ্ডিত নেহরুর কাছে পাঠাই, তাহলে তার একটা যথেষ্ট মূল্য বহন করে। শৈলবাবু এখানে একটা যুক্তি খাড়া করার জন্য জানপাপীর মত কথা বলছেন। সুতরাং আমরা মনে করি এখানে কংগ্রেস তরফ থেকে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে

তাতে কংগ্রেস দল পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে আস্তে আস্তে আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং একথা কাশীকান্তবাবু অস্বীকার করেননি। কিন্তু আমি বলছি আজকে আমাদের চরম বিপদের দিন। আজ ভারতবর্ষের শান্তি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য আমরা এমন একটা রাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছি যে রাষ্ট্র পৃথিবীর সকল দেশের শান্তি বিপদজনক করছে। শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা ল্যাটিন আমেরিকা নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশের শান্তি, স্বাধীনতা ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে। অথচ এদিকে যখন কংগ্রেস পক্ষের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে তখন দেশের যে ঘোর দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে সেটা বুঝতে হবে। সেজন্য আমরা মনে করি নেহেরুর কথা শেষ কথা নয়। শৈলবাবু যে কথা বলবার চেষ্টা করেছেন পণ্ডিত নেহেরুও পার্লামেন্টে সেকথা বলেছেন। কিন্তু তাহলেই কি সব হয়ে গেল? সেইভাবে আমরা বলি পণ্ডিত নেহেরুর কথা শেষ কথা নয়। ভারতবর্ষের জনসাধারণ যেমন ভাবে ২০০ বছর ধরে সংগ্রাম করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে হটিয়ে দিয়েছে, ঠিক সেই রকম ভাবে ভারতবর্ষের জনসাধারণ শান্তির জন্য সংগ্রাম করে ভোয়া চুক্তি বাতিল করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তির জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি ভাবে এই যে সপ্তম নৌবহরের জন্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিপন্ন হবার আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে—তার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের জনসাধারণ এগিয়ে যাবে। এখন এই প্রসঙ্গে যে ২।১টি কথা উঠেছে তার জবাব দেওয়া দরকার। একথা ঠিক যে ভারত সরকার যে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে—সে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র হোক বা সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্র হোক—কোন একটা জিনিসপত্রের লেনদেনের বা ব্যবসার চুক্তি করেন তাতে কেউ আপত্তি করবে না। সাম্রাজ্যবাদী জিনিস কিনবে না, সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে জিনিস কিনবে এই রকম থিওরী কেউ বলে না। কাশীকান্তবাবু সোভিয়েট মিগ বিমানের সঙ্গে তুলনা করলেন কেন জানিনা। সোভিয়েট মিগ বিমান কেনা হয়েছে, কিন্তু সেই মিগ বিমানের পরিচালনাভার থাকবে ভারত গভর্নমেন্টের —মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট-এর হাতে। কিন্তু সেভেন্থ ফ্লীট-এর ভার কাদের হাতে—ঐ আমেরিকার জেনারেল-দের হাতে যারা প্রত্যেক দেশের শান্তি, স্বাধীনতা নষ্ট করছে। ঐ সেভেন্থ ফ্লীট-এর কি ভূমিকা গত ১০ বছরে তারা গ্রহণ করেছে তা সকলেই জানেন, তাঁরা প্রত্যেকটি দেশের শান্তি স্বাধীনতা হরণ করেছে। তারপর কাশীকান্তবাবু তুলনা করলেন যুদ্ধের সময় ইউ, এস, এ-র সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার যে প্যাক্ট হয়েছিল সেই কথা বললেন। যুদ্ধ যখন ডিক্লেয়ার হয় তখন একটা বিশ্বযুদ্ধ চলে বলে এই রকম প্যাক্ট-এর প্রয়োজন হয়। আজকে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে চীন যে যুদ্ধ ডিক্লেয়ার করেছে তখন সেভেন্থ ফ্লীট, আমেরিকার মিলিটারি আনার কি কারণ থাকে যখন সে রকম যুদ্ধ ডিক্লেয়ার হয়নি।

যুদ্ধ কি ভারতবর্ষ ডিক্লেয়ার করেছে? সুতরাং সময়ের দিকে বিবেচনা করে আপনাদের কাছে, অর্থাৎ সমস্ত সদস্যের কাছে আবেদন করবো,—কারণ এ জিনিষটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যার জন্য আজ সারা পৃথিবীতে, সারা ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনীত হচ্ছে। সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, সিলোন ইত্যাদি দেশের গভর্নমেন্ট, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করছে। আমরাও সারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি, এত দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করছি, শতশত শহীদ আত্মত্যাগ করেছে, সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত জনসাধারণের আমরা যারা প্রতিনিধি,—আমরা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি। অন্ততঃ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তির পক্ষে এবং সার্বভৌমত্বের পক্ষে আমরা যেন আওয়াজ তুলি। এই আবেদন পুনরায় আপনাদের কাছে জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি, আর যে সমস্ত এ্যামেন্ডমেন্ট এসেছে সে সমস্ত এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি।

The motion of Shri Bhabani Mukhopadhyay that after the first paragraph the following new paragraph be inserted, viz., :—

"The cruise of the 7th Naval Fleet in the Indian Ocean is sure to create great misgivings in the Afro-Asian countries regarding the foreign policy of non-alignment of the Indian Government."

was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that in the first paragraph, lines 4-5, for the words beginning with ", and for that matter," and ending with the words "world peace as a whole", the following be substituted, viz.,:—

"and of the South East Asian countries, threatens the liberation movements in the African and Asiatic countries bordering the Indian Ocean, extends the war-mongering activities of the U. S. 7th Fleet to an entirely new area and endangers world peace."

was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that in the second paragraph, line 2, for the word "within" the words "perilously near" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that in the second paragraph, line 1, after the words "against the" the word "proposed" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that in paragraph 2, lines 4-5, for the words "the said Naval Fleet therefrom" the words "its proposal to send the 7th Fleet or any part of it to the Indian Ocean" be substituted, was then put and lost.

[12—12-10 p.m.]

The motion of Shri Nani Bhattacharjee that in the first paragraph, line 3, for the words "near the shores of India" the following be substituted, viz.,:—

"brings cold war nearer to the Indian shores,"

was then put and a division taken with the following result:—

NOES 113

Abdul Bari Moktar, Shri
Abdul Latif, Shri
Abdullah, Shri S. M.
Abdul Hashem, Shri
Ashadulla Choudhury, Shri
Baidya, Shri Ananta Kumar
Bankura, Shri Aditya Kumar
Banerjee, Shri Baidyanath
Banerjee, Shri Jaharlal
Banerjee, Shrimati Maya
Banerji, Shri Sankardas
Barman, Shri Shyama Prosad
Basu, Shri Abani Kumar
Bauri, Shri Nepal
Bazlur Rahaman Dargapuri, Moulana
Beri, Shri Daya Ram
Bhagat, Shri Budhu

Bhattacharyya, Shri Bejoy Krishna
Bhowmik, Shri Barendra Krishna
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, Shri Promode Ranjan
Chakravarty, Shri Hrishikesh
Chakravartty, Shri Jnantosh
Chattopadhyay, Shri Brindabon
Chattopadhyay, Dr. Susil Ranjan
Chunder, Dr. Pratap Chandra
Dakua, Shri Mahendra Nath
Das, Shri Abanti Kumar
Das, Shri Ambika Charan
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radhanath
Das, Shrimati Santi
Dasadhikari, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Das Gupta, Dr. Susil
Dhara, Shri Sushil Kumar
Dutt, Shri Ramendra Nath
Dutta, Shri Asoke Krishna
Dutta, Shrimati Sudha Rani
Fazlur Rahman, The Hon'ble S. M.
Ghosh Chowdhury, Dr Ranjit Kumar
Guha, Dr. Prabodh Kumar
Halder, Shri Jagadish Chandra
Hansda, Shri Debnath
Hembram, Shri Kamala Kanta
Jana, Shri Prabir Chandra
Jehangir Kabir, Shri
Joynal Abedin, Shri
Karam Hossain, Shri
Kazim Ali Meerza, Shri Syed
Khamrai, Shri Niranjan
Khan, Shri Gurupada
Khan, Shri Satyanarayan
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Lutfal Haque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Maitra, Shri Anil
Maitra, Shri Birendra Kumar

Maiti, The Hon'ble Abha
Maity, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, Shrimati Niharika
Mandal, Shri Krishna Prasad
Manya, Shri Murari Mohan
Misra, Shri The Hon'ble Sowrindra Mohan
Mitra, Shrimati Biva
Mitra, Dr. Gopikaranjan
Mohammad Hayat Ali, Shri
Mohammad Israil, Shri
Mandal, Shri Amarendra
Mondal, Shrimati Santilala
Mondal, Shri Sishuram
Mookerjee, Shri Naresh Nath
Mukherjee, Shri Ajoy Kumar
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar
Mukherjee, Shri Santosh Kumar
Mukherjee, Shri Shankar Lal
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, Shri Manik Chandra
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, The Hon'ble Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Ardhendu Shekhar
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Probhakar
Pemantle, Shrimati Olive
Poddar, Shri Badri Prasad
Pramanik, Shri Puronjoy
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Tarapada
Prasad, Shri Shiromani
Raikut, Shri Bhupendra Deb
Rai, Shri Kamini Mohan
Roy, Shri Arabinda
Roy, Shri Bankim Chandra
Roy, Dr. Indrajit
Roy, Shri Tara Pada
Saha, Shri Dhaneswar
Saren, Shri Mangal Chandra
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sarker, Shri Narendra Nath

Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shamsuddin Ahmed, Shri
Singha, Shri Hiralal
Singhadeo, Shri Raj Rajeswari Prosad
Singhadeo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Kumar Jagadish Chandra
Sinha, Shri Phanis Chandra

AYES 39

Bagdi, Shri Lakhan
Banerjee, Shri Gopal
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Jyoti
Besterwitch, Shri A. H.
Bhattacharjee, Shri Nani
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Chowdhury, Shri Subodh
Das, Shri Anadi
Das, Shri Nikhil
Das, Shri Shambhu Gopal
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Radhika
Ghosh, Shri Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Jaleswar
Kisku, Shri Mangla
Konar, Shri Hare Krishna
Kundu, Shri Gour Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Mitra, Shrimati Ila
Mondal, Shri Dulal Chandra
Mukhopadhyay, Shri Bhabani
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Murmu, Shri Nathaniel
Murmu, Shri Nimai Chand
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Mohammad
Pal, Shri Kanai
Raha, Shri Sanat Kumar

Ray Chowdhury, Shri Khagendra Kumar

Roy, Shri Monoranjan

Roy, Dr. Narayan Chandra

Sarkar, Shri Dharanidhar

Sen Gupta, Shri Niranjan

Sen Gupta, Shri Tarun Kuma

Thakur, Shri Shreemohan

The Ayes being 39 and the Noes 113, the motion was lost.

The motion of Shri Nani Bhattacharjee that for the second paragraph, the following paragraph be substituted, viz.:—

"This Assembly, therefore, urges upon the Government of West Bengal to request the Government of India to protest strongly against the sending of the ships of the U.S. 7th Fleet to the Indian Ocean and to impress upon the U.S. Government to refrain in the interest of world peace from giving effect to their reported decision."

was then put and a division taken with the following result:—

NOES 113

Abdul Bari Moktar, Shri
Abdul Latif, Shri
Abdullah, Shri S. M.
Abdul Hashem, Shri
Ashadulla Choudhury, Shri
Baidya, Shri Ananta Kumar
Bankura, Shri Aditya Kumar
Banerjee, Shri Baidyanath
Banerjee, Shri Jaharlal
Banerjee, Shrimati Maya
Banerji, Shri Sankardas
Barman, Shri Shyama Prosad
Basu, Shri Abani Kumar
Bauri, Shri Nepal
Bazlur Rahaman Dargapuri, Moula
Beri, Shri Dava Ram
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Bejoy Krishna
Bhowmik, Shri Barendra Krishna
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, Shri Promode Ranjan
Chakravarty, Shri Hrishikesh
Chakrabarty, Shri Jnantosh
Chattopadhyay, Shri Brindabon
Chattopadhyay, Dr. Susil Ranjan
Chunder, Dr. Pratap Chandra
Dakua, Shri Mahendra Nath
Das, Shri Abani Kumar
Das, Shri Ambika Charan

Das, Shri Ananga Mohan
•Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radhanath
Das, Shrimati Santi
Dasadhikari, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Das Gupta, Dr. Susil
Dhara, Shri Sushil Kumar
Dutt, Shri Ramendra Nath
Dutta, Shri Asoke Krishna
Dutta, Shrimati Sudha Rani
Fazlur Rahman, The Hon'ble S. M.
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Guha, Dr. Prabodh Kumar
Halder, Shri Jagadish Chandra
Hansda, Shri Debnath
Hembram, Shri Kamala Kanta
Jana, Shri Prabir Chandra
Jehangir Kabir, Shri
Joynal Abedin, Shri
Karam Hossain, Shri
Kazim Ali Meerza, Shri Syed
Khamrai, Shri Niranjan
Khan, Shri Gurupada
Khan, Shri Satyanarayan
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Lutfal Haque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Maitra, Shri Anil
Maitra, Shri Birendra Kumar
Maiti, The Hon'ble Abha
Maity, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, Shrimati Niharika
Mandal, Shri Krishna Prasad
Manya, Shri Murari Mohan
Misra, Shri The Hon'ble Sowrindra Mohan
Mitra, Shrimati Biva
Mitra, Dr. Gopikaranjan
Mohammad Hayat Ali, Shri
Mohammad Israil, Shri
Mandal, Shri Amarendra
Mondal, Shrimati Santilata
Mondal, Shri Sishuram
Mookerjee, Shri Naresh Nath
Mukherjee, Shri Ajoy Kumar
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar
Mukherjee, Shri Santosh Kumar
Mukherjee, Shri Shankar Lal
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, Shri Manik Chandra
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, The Hon'ble Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Ardhendu Sekhar

Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Probhakar
Pemantle, Shrimati Olive
Poddar, Shri Badri Prasad
Pramanik, Shri Puronjoy
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Tarapada
Prasad, Shri Shiromani
Raikut, Shri Bhupendra Deb
Roy, Shri Kamini Mohan
Roy, Shri Arabinda
Roy, Shri Bankim Chandra
Roy, Dr. Indrajit
Roy, Shri Tara Pada
Saha, Shri Dhaneswar
Saren, Shri Mangal Chandra
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sarkar, Shri Narendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shamsuddin Ahmad, Shri
Singha, Shri Hiralal
Singhadeo, Shri Raj Rajeswari Prosad
Singhadeo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Kumar Jagadish Chandra
Sinha, Shri Phanis Chandra

AYES 39

Bagdi, Shri Lakhan
Banerjee, Shri Gopal
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Jyoti
Besterwitch, Shri A. H.
Bhattacharjee, Shri Nani
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Chowdhury, Shri Subodh
Das, Shri Anadi
Das, Shri Nikhil
Das, Shri Shambhu Gopal
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Radhika
Ghosh, Shri Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Jaleswar
Kisku, Shri Mangla
Konar, Shri Hare Krishna
Kundu, Shri Gour Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Mitra, Shrimati Ila
Mondal, Shri Dulal Chandra
Mukhopadhyay, Shri Bhabani

Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Murmu, Shri Nathaniel
Murmu, Shri Nimai Chand
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Mahammad
Pal, Shri Kanai
Raha, Shri Sanat Kumar
Ray Chowdhury, Shri Khagendra Kumar
Roy, Shri Monoranjan
Roy, Dr. Narayan Chandra
Sarkar, Shri Dharanidhar
Sen Gupta, Shri Niranjan
Sen Gupta, Shri Tarun Kumar
Thakur, Shri Shreemohan

The Ayes being 39 and the Noes 113, the motion was lost.

The motion of Shri Gour Chandra Kundu that this Assembly is of opinion that the proposed despatch of the 7th Naval Fleet of the U.S.A. for cruise in the Indian Ocean near the shores of India involves a grave danger to the freedom and sovereignty of India, and for that matter, of the South-East Asian countries as well as to world peace as a whole;

This Assembly, therefore, protests strongly against the sending of the ships of the U.S. 7th Fleet to the Indian Ocean within Indian waters and urges upon the Government of West Bengal to request the Government of India to impress upon the U.S. Government to withdraw the said Naval Fleet therefrom,

was then put and a division taken with the following result:—

NOES 112

Abdul Bari Moktar, Shri
Abdul Latif, Shri
Abdullah, Shri S. M.
Abdul Hashem, Shri
Choudhury, Shri Ashadulla
Baidya, Shri Ananta Kumar
Bankura, Shri Aditya Kumar
Banerjee, Shri Baidyanath
Banerjee, Shri Jaharlal
Banerji, Shri Sankardas
Barman, Shri Shyama Prosad
Basu, Shri Abani Kumar
Bauri, Shri Nepal
Bazlur Rahaman Dargapuri, Moulana
Beri, Shri Daya Ram
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Bejoy Krishna
Bhowmik, Shri Barendra Krishna
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, Shri Promode Ranjan
Chakravarty, Shri Hrishikesh

Chakravartty, Shri Jnantosh
Chottopadhyay, Shri Brindabon
Chattopdahyay, Dr. Susil Ranjan
Chunder, Dr. Pratap Chandra
Dakua, Shri Mahendra Nath
Das, Shri Abanti Kumar
Das, Shri Ambika Charan
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radhanath
Das, Shrimati Santi
Dasadhikari, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Das Gupta, Dr. Sushil
Dhara, Shri Sushil Kumar
Dutt, Shri Ramendra Nath
Dutta, Shri Asoke Krishna
Dutta, Shrimati Sudha Rani
Fazlur Rahman, The Hon'ble S. M.
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Guha, Dr. Prabodh Kumar
Halder, Shri Jagadish Chandra
Hansda, Shri Debnath
Hembram, Shri Kamala Kanta
Jana, Shri Prabir Chandra
Jehangir Kabir, Shri
Joynal Abedin, Shri
Karam Hossain, Shri
Kazim Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Khan, Shri Satyanarayan
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Lutfal Haque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Maitra, Shri Anil
Maitra, Shri Birendra Kumar
Maiti, The Hon'ble Abha
Maity, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, Shrimati Niharika
Mandal, Shri Krishna Prasad
Manya, Shri Murari Mohan
Misra, The Hon'ble Sowrindra Mohan
Mitra, Shrimati Biva
Mitra, Dr Gopikaranjan
Mohammad Hayat Ali, Shri
Mohammad Israil, Shri
Mondal, Shrimati Santilata
Mondal, Shri Sishuram
Mookerjee, Shri Naresh Nath
Mukherjee, Shri Ajoy Kumar
Mukherjee, Shri Pijush Kanti

Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar
Mukherjee, Shri Santosh Kumar
Mukherjee, Shri Shankar Lal
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, Shri Manik Chandra
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, The Hon'ble Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Ardhendu Shekhar
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Probhakar
Pemantle, Shrimati Olive
Poddar, Shri Badriprasad
Pramanik, Shri Puronjoy
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Tarapada
Prasad, Shri Shiromani
Raikut, Shri Bhupendra Deb
Ray, Shri Kamini Mohan
Roy, Shri Arabinda
Roy, Shri Bankim Chandra
Roy, Dr. Indrajit
Roy, Shri Tara Pada
Saha, Shri Dhaneswar
Saren, Shri Mangal Chandra
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sarker, Shri Narendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shamsuddin Ahmed, Shri
Singha, Shri Hiralal
Singhadea, Shri Raj Rajeswari Prosad
Singhadeo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Kumar Jagadish Chandra
Sinha, Shri Phanis Chandra

AYES 41

Bagdi, Shri Lakhan
Banerjee, Shri Gopal
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Jyoti
Besterwitch, Shri A. H.
Bhattacharjee, Shri Nani
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Chowdhury, Shri Subodh
Das, Shri Anadi
Das, Shri Narayandas
Das, Shri Nikhil
Das, Shri Shambhu Gopal
Dey, Shri Tarapada

Dhibar, Shri Radhika
Ghosh, Shri Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Jaleswar
Kisku, Shri Mangla
Konar, Shri Hare Krishna
Kundu, Shri Gour Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Mitra, Shrimati Ila
Mondal, Shri Dulal Chandra
Mukhopadhyay, Shri Bhabani
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Murmu, Shri Nathaniel
Murmu, Shri Nimai Chand
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Mohammad
Pal, Shri Kanai
Raha, Shri Sanat Kumar
Ray Chowdhury, Shri Khagendra Kumar
Roy, Dr. Monoranjan
Roy, Dr. Narayan Chandra
Sarkar, Shri Dharanidhar
Sen Gupta, Shri Niranjan
Sen Gupta, Shri Tarun Kumar
Soren, Shri Suchand
Thakur, Shri Shreemohan

The Ayes being 41 and the Noes 112, the motion was lost.

Statement on food policy

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে গত ২ দিন ধরে এ বছরের জন্য আমাদের খাদ্য নীতি কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে অনেক গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। অবশ্য আলোচনার সংগে সংগে আমাদের গত বছরে এবং তার আগের বছরে এবং তার আগের বছরে যে খাদ্য নীতি ছিল তারও তীব্র সমালোচনা হয়েছে, নিন্দা হয়েছে খুব কঠোর ভাষায়। আমি যে সমস্ত নিন্দাবাদ হয়েছে, সমালোচনা হয়েছে তার উত্তর দিয়ে কোন বাদ-প্রতিবাদ সৃষ্টি করতে চাই না, এ বছরের জন্য আমাদের খাদ্যনীতি কি হবে সেটুকু আপনার সামনে ধরতে চাই এবং তা ধরবার পূর্বে যদিও ঠিক খাদ্যনীতির সংগে সংশ্লিষ্ট নয় তবুও একটা শুভ খবর আমি দিতে চাই আপনার অনুমতি নিয়ে। আমাদের প্রায়ই নিন্দা করা হয় যে উৎপাদনের বিষয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি—পশ্চিমবাংলা কৃষি উৎপাদন বিষয়ে নানা কথা ওঠে বলে নিন্দার্হ হয়ে থাকে, আমি সেজন্য আপনার অনুমতি নিয়ে একটা শুভ সংবাদ দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই খবর পেয়েছি যে পশ্চিমবঙ্গকে ১৯৬০-৬১ সালে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কৃষি উৎপাদন করার দরুণ "রাষ্ট্র কলস" উপহার দেওয়া হয়েছে

The State of West Bengal recorded the highest increase, that is 29 per cent. in production of all the States of India during Kharif, 1960-61 and has been selected by the Government of India for the National Award of Rashtra Kalas.

(বিরোধী পক্ষের বেঞ্চ হইতে কণ্ঠস্বর : এবার দড়ি জোগাড় করুণ।)

আমাদের বিরোধী বন্ধুরা বোধ হয় দড়ি যোগাড় করবার কথা বলছেন। আমরা যে রাষ্ট্র কলস পাব সেটা কিসের তৈরী আমরা জানি না, রূপার হতে পারে, সোণারও হতে পারে—তাঁরা যদি সোণার দড়ি পাঠিয়ে দেন আমরা গ্রহণ করব। আরো একটা খবর দিই—

Our State has also received the community prize of Rs. 50,000 for registering an increase of production of over 15 per cent. তা বাদে In addition 12 districts of our State have been considered fit for a community prize of Rs. 10,000 each and the district of Howrah has been adjudged best to receive the award of Rajya Kalas.

এর মধ্যে হাওড়া, নদীয়া, ২৪-পরগণা, হুগলী, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান, মালদহ, বাঁকুড়া, দার্জিলিং জেলাও আছে।

(শ্রীজ্যোতি বসু : এসব সত্বেও চালের দর ৫০ টাকা উঠে গেল ?)

জ্যোতিবাবু খুব অবাক হয়ে যাচ্ছেন যে আমরা যে রাষ্ট্র কলস এবং রাজ্য কলস পাচ্ছি তা সত্ত্বেও কেন আমাদের চালের দাম ৫০।৫২ টাকা হয়ে গেল এটা খুবই সমীচীন প্রশ্ন। কিন্তু আমি এই শুভ সংবাদ দেবার আগে বলেছিলাম যে এটা ১৯৬০-৬১ সালের উৎপাদন এবং মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন যে ১৯৬০-৬১ সালে আমাদের চালের দাম তো বাড়েই নি উপরন্তু আমাদের সেখানে কৃষকদের প্রাইস সাপোর্ট দেবার কথা উঠেছিল যেমন উঠেছিল ১৯৫৪-৫৫ সালে। আমি এ কথা বারবার বলতে চেয়েছি, আজও বলতে চাই যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় যখন উৎপাদন একটু ভাল হয়েছে সে ১৯৫৪ সালেই হোক আর ১৯৬০ সালেই হোক, তখন মূল্য কমেছে। উৎপাদন যখন নর্ম্যাল হয়েছে তখনও মূল্য বেশী বাড়েনি। কিন্তু উৎপাদন যখন খুব কমে গেছে তখনই মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে।

[12-10—12-20 p.m.]

কিন্তু উৎপাদন যখন খুব কমে গেছে তখন মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু আনন্দের কথা আমাদের ৫০ টাকা ৫২ টাকা মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের দেশে লোকসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও, নানা কারণে মাননীয় সদস্য মহাশয়রা তা জানেন আমাদের এখানে বাঙালীরা খুব বেশী গম খাচ্ছে—অনেকে ঠাট্টা করছেন যে আমরা গম খাবো কেন ? -আমার কাছে একজন বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য, তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তিনি যেভাবে পরিশ্রম করেছেন আমাদের নানা রকম খাদ্য সমস্যার সম্বন্ধে তা প্রশংসার্হ। তিনি যা উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি আমাদের দেশে গম খাওয়ার কথা বেশী করে বলেন নি। গমের পুষ্টি কতখানি আছে তাও তিনি বলেন নি। আমাদের চাল চাই—উনি আমাকে একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছেন তাতে অনেক তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট চিন্তা করেছেন বলে আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি সংক্ষেপে সে কথা বলবো-এ বছর আমাদের একটা নূতন পরীক্ষা আমরা আরম্ভ করতে চাই এবং এই খাদ্য বিতর্ক সুরু হওয়ার সময় আমি সামান্য সংক্ষেপে দু একটা কথা বলে যখন আমার বিরোধী বন্ধুদের বলেছিলাম যে আপনাদের কথা আগে আমি শুনবো, আপনাদের কি পরামর্শ সেটা আগে জানতে চাই। তার পর সরকার আপনাদের পরামর্শ শুনে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তখন অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। আমরা যদি একটা আমাদের সরকারী সিদ্ধান্ত সেদিন ঘোষণা করে দিতাম, নিশ্চয়ই আমাদের বিরোধী বন্ধুরা তার তীব্র সমলোচনা করতেন এবং নিন্দাও করতেন, হয়তো তাদের পরামর্শের কথাও বলতেন—কিন্তু আমাদের ক্যাবিনেট থেকে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পর এখানে যদি সেটা শুনিয়ে দেতাম তাহলে তা বিশেষ পরিবর্তন করবার কোন রকম সুযোগ থাকতো বলে আমি মনে করি না। কালকে আমাদের বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা শুধু এই হাউসের নয় ঐ হাউসেরও, যারা নেতৃস্থানীয় তারা আমাদের সংগে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা করেছেন বিভিন্ন বিষয়ে এবং খুব ভালভাবে এই আলোচনা হয়েছে, তার ফলে আমরা আজকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি

—অবশ্য আমরা তাদের ১৬ আনা কথাই শুনে নিয়েছি তা নয়--তাদের কথা অনেকটা শুনে নিয়েছি। একদিকে ধরতে গেলে ১৩ আনা শুনে নিয়েছি। আমার নিজের দলের—কংগ্রেস এসেম্বলী পার্টি যখন এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তারা যে সমস্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন, আনন্দের কথা সেই সমস্ত পরামর্শের সংগে আমাদের বিরোধী দলের যে পরামর্শ তা অনেকটা মিলে গিয়েছে। কাজে কাজেই সরকার পক্ষ থেকে একটা সিদ্ধান্ত আসা খুব সোজা হয়েছে। এবং একথা আমি যখন মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলাম তখন আমি বলেছিলাম বিরোধী দলের সংগে সলা পরামর্শ করবো সর্ব বিষয়ে, তার জন্যই পাবলিক এ্যাকাউন্টস এষ্টিমেট, এষ্টিমেট কমিটি ইত্যাদি নানা রকম কমিটি তাদের নিয়ে করেছি। কাজে কাজেই বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন—যে এটা আপনি ভাঁওতা দিচ্ছেন আমাদের উপর একটা ফ্রড-এর মত কিছু করছেন।- তবে সে ইচ্ছা আমার ছিল না, আমার উদ্দেশ্য খুব সৎ ছিল। সেই সৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে আমি মন্তব্য করেছিলাম। আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বছরের জন্য যখন খাদ্যনীতি ঘোষণা করবেন তখন মাননীয় বিরোধী দলের বন্ধুরা তা বুঝতে পারবেন যে তাদের সংগে আমাদের আজকে এই সমস্যা সমাধান করবার বিষয়ে খুব বেশী মতানৈক্য নেই। একটা জিনিস অবশ্য আমার এখানে বলা উচিত যে এই বছর আমাদের ফসলের উৎপাদন অনেক ভাল হয়েছে গত বছরের তুলনায়, যদিও পুরাপুরি হিসাব এখনও পাইনি। গত বছরের তুলনায় আমাদের আমন ফসল প্রায় ১১ লক্ষ টনের বেশী আসবে। আর মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন যে উড়িষ্যায় ফসল খুব ভাল হয়েছে এবং আমরা আশা করছি উড়িষ্যা থেকে এ বছর আমরা ৩ থেকে ৪ লক্ষ টন চাল পাবো। উড়িষ্যার চাল অন্য কোন জায়গায় যেতে পারে না - তা পশ্চিমবাংলায় আসবে। কারণ উড়িষ্যার আশে-পাশে যে সমস্ত প্রদেশ আছে সেই অন্ধ্রই হোক আর মাদ্রাজই হোক, সেখানে উড়িষ্যার চাল যেতে পারে না।

কেন না অন্ধ্র বা মাদ্রাজ অপেক্ষা পশ্চিমবাংলায় চালের মূল্য সব সময় বেশী থাকে। কাজেই যখন উদ্বৃত্ত আছে, তখন এটা আমরা আশা করছি যে তিন লক্ষ থেকে চার লক্ষ টন চাল সেখান থেকে পাবো। গত বছর আমাদের খাদ্য সংকটের জন্য, চালের উৎপাদন ধানের উৎপাদন খুব কম হওয়ার জন্য বাঙ্গালী অনেক বেশী করে গম খেতে শিখেছে। অনেকে তাতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দ প্রকাশ করবো। আমাদের পশ্চিমবাংলারই একজন খুব বড় বৈজ্ঞানিক, পশ্চিমবাংলায় যাঁর বাড়ী ডাঃ নীলরতন ধর, যাঁর ইন্টারন্যাশন্যাল ফেম যিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, তিনি নাকি এখানে দুটো বক্তৃতা দিয়েছিলেন, আমি অবশ্য তখন কলকাতায় ছিলাম না- তাঁর বক্তৃতাতে এটা তিনি প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন যে গম চালের থেকে অনেক ভাল—দুটো তণ্ডুল জাতীয় পদার্থকে তিনি তখন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, তিনি অবশ্য পশ্চিমবাংলার সরকারী কর্মচারী নন, গম একটা উৎকৃষ্ট তণ্ডুল জাতীয় পদার্থ। কাজেই গম খেলে পুষ্টির দিক দিয়ে কিছু ক্ষতি হবে তা আমি মনে করি না। এবার আমরা ১০ লক্ষ টন গম এবং গমজাত দ্রব্য খেয়েছি, তাতে আমাদের কারও অসুখ-বিসুখ করে নি। কাজেই ৫০ টাকা চালের দর হওয়া সত্বেও আমাদের দেশের লোক বাঁচলো গমের উপর নির্ভর করে। যে কথা আমি বলছিলাম যে এবার ১০ লক্ষ টন এবং ইচ্ছা করলে আরও বেশী খেতে পারবো।

'এ ভয়েস-- তাহলে পাঞ্জাবকে ভাত খাইয়ে বাঙ্গালীকে গম খাওয়ান।

আমার বন্ধু বলছেন পাঞ্জাবীকে ভাত খাইয়ে বাঙ্গালীকে গম খাওয়াতে আমার মনে হয় বাংলা দেশে এলে সকলেরই একটু অধঃপতন হয় বোধ হয়- সকলেই ভাত খেতে চান।

(শ্রীকাশিকান্ত মৈত্র -আপনি যে গমের কথা বলছেন -গমে কি আমরা সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট? আণ্ডার পি. এল—৪৮০?)

আমি এডেবোবিলিটির কথা বলছি বাঙ্গালীর যে খাদ্যাভ্যাসের যে পরিবর্তন হয়েছে সেই কথাই আমি বলছি। এবার ১১ লক্ষ টন আমনের ফসল বেশী হয়েছে এবং উড়িষ্যা থেকেও ৪ লক্ষ টন আমরা আশা করছি এবং গমও বেশী পাচ্ছি সে ক্যানাডারই হোক, আর অষ্ট্রেলিয়ার হোক বা

আমেরিকারই হোক। এবার ১০।১২ কি ১৫ লক্ষ টন গম আমরা খেতে পারবো। তারপর কি হবে তা বলছি না এবং সেটা তর্কেরও বিষয়বস্তু নয়। কাজে কাজেই ১১ লক্ষ টন আমরা বেশী পাচ্ছি এবার, উড়িষ্যা থেকেও প্রায় ৪ লক্ষ টন পাচ্ছি চাল আর গমও বেশী খেতে পারছি। যে নীতি এখানে সকলের সম্মতি নিয়ে, বলতে গেলে একটু-আধটু তফাৎ থাকতে পারে তবুও প্রায় সকলের সম্মতি নিয়ে যে খাদ্য নীতি ঘোষণা করবো, আজ সেটা যাতে সার্থক হয়, সফলকাম হয়, তার জন্য আমরা সকলে চেষ্টা করবো। এবং এটা যে সফল কাম হবে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে গতবারের মত আমাদের খাদ্য ঘাটতি নেই—উড়িষ্যা থেকে চাল পাবো এবং গম বেশী খাবো। কাজেই দর বাঁধতে আমরা সাহস পাচ্ছি।

অনেক বন্ধু বলছেন যে ১৯৫৯ সালে দর বেঁধে আমরা ঠকেছি তখন আপনারা একমতে করে দিয়েছিলেন। এবার বিভিন্ন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে ধানের দর করা হয়েছে তা আমাদের দলের সংগে বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই। লোক সেবক সংঘের কয়েকজন বন্ধু বোধ হয় সকলে—এই হাউসের চারজন সদস্য সই করে আমাদের একটা মেমোরেণ্ডাম দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন ১৪ টাকা। আবার বিরোধী দলের অনেকে বলেছেন ১৫ টাকা, ১৬ টাকা, ১৭ টাকা। আমাদের বন্ধু আর, এস, পি পার্টি থেকে শ্রীকাশিকান্ত মৈত্র, তিনি বলছেন যে আমাদের ঘাটতি কিছুই নেই। তাঁর সংগে আমি তর্ক করতে চাই না—তিনি যদি বলেন খাদ্যে ঘাটতি নেই তাহলে তিনি সেই আনন্দেই থাকুন।

[12-20—12-30 p.m.]

আমি মাননীয় সদস্য কাশীবাবুর বক্তৃতা খুব মন দিয়ে শুনেছি এবং যতটুকু বুঝেছি তাতে আমি হয়ত ভুল বুঝতে পারি কিন্তু তিনি বলেছেন যে আমাদের ঘাটতি আদৌ নেই। আমাদের এখানে ২৫৬ জন সদস্য আছেন তাঁরা সকলেই মনে করেন যে আমাদের ঘাটতি আছে, কিন্তু একমাত্র কাশীবাবু এবং তাঁর সংগে আর ৪।৫ জন যাঁরা আছেন তাঁরা মনে করেন যে আমাদের কোন ঘাটতি নেই। কাজেই তিনি যে বক্তৃতা করেছেন বা যে মন্তব্য করেছেন বা যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন সে সম্বন্ধে আমি জবাব দিতে চাই না বা তর্ক করতে চাই না। তিনি যা বলেছেন সেটা আমাদের ২৫২ জন সদস্য বুঝতে পারেননি। কাজেই সেটা ভিত্তিহীন এবং তা নিয়ে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। যাহোক, এখন আমি আমাদের নীতির কথা যা বলব তার প্রথম কথা হচ্ছে এই নীতি সফলকাম হবার সুযোগ আছে এবং সেইজনাই মনে করি এই নীতি সার্থক হবে। ধানের দর সম্বন্ধে যদিও আমার ইচ্ছা ছিল ৪টি ক্ল্যাসিফিকেসন করব, কিন্তু এখন তিনটার ক্ষেত্রে ধানের দর বেঁধেছি। চতুর্থটার কথা আমি পরে বলব। আমরা ১৪ টাকা মিডিয়াম ধানের দর বাঁধব, যেটা ফাইন তার দর বাঁধব ১৫ টাকা এবং যেটা সুপার ফাইন এবং সুগন্ধি তার দর বাঁধব ১৬ টাকা। এই দামে বেঁধে আমি চালের হিসেব দেখেছি এবং গতকাল সমস্ত বন্ধুদের কাছে এবং বিরোধী দলের নেতৃস্থানীয় লোকের কাছে বলেছি যে এই হিসেবে চালের যে দাম হবে তার একটা পড়বে ২৫ টাকা ৬৫ নয়া পয়সার মত রিটেল, আর একটা পড়বে ২৮ টাকার কাছাকাছি এবং আর একটার পড়বে ৩০ টাকা। আমি খুব ডেটেলস—এ যেতে চাচ্ছি না, তবে এটুকু বলতে পারি যে, ধানের ঐ দামের ভিত্তিতে আমরা এইভাবে বেঁধেছি এবং আমি কাল বলেছিলাম যে, ইনসিডেন্টাল, মার্জিনাল প্রফিট ইত্যাদি দেব। এই সমস্ত ধরে রিটেল-এ একটা চালের দাম ২৫ টাকা ৬৫ বা ৬৭ নয়া পয়সা, আর একটা ২৮ টাকা কত নয়া পয়সা এবং আর একটা ৩০ টাকা।

Shri Birendra Narayan Roy:

কোন কোন ক্যাটিগরির?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা ৩টি ক্যাটিগরি করেছি। আমাদের বাংলাদেশে ৪ রকম আছে এবং তার মধ্যে একটা হচ্ছে মোটা—অর্থাৎ কোর্স, আর একটা হচ্ছে মাঝারি—অর্থাৎ মিডিয়াম, আর একটা হচ্ছে ফাইন এবং

আর একটা হচ্ছে সুপার ফাইন এবং এ্যারোমেটিক—অর্থাৎ অতি মিহি এবং সুগন্ধি। আমরা তিনটের দর বেঁধেছি এবং আর একটার কথা পরে বলব। তারপর আমরা আর একটা ব্যবস্থা করেছি এবং সেটা হচ্ছে প্রত্যেক উৎপাদককে ১০০ মনের বেশী রাখতে গেলে তাকে লাইসেন্স করতে হবে, রিটার্ন দিতে হবে এবং তাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে যে আমার কাছে কত স্টক আছে। আমরা ধানচাষীদের এই হিসেবে বলেছি যে ১০০ মনের বেশী যদি তাদের কাছে স্টক থাকে তাহলে তাদের ডিকলারেসন দিতে হবে, লাইসেন্স নিতে হবে। যাদের ১০০ মনের কম আছে তাদের কাছ থেকে আমরা নিচ্ছি না। আমাদের বাংলাদেশে ৩৫ হাজার গ্রাম আছে এবং কৃষকের সংখ্যা অনেক। আমাদের দেশের সব কৃষকের উদ্বৃত্ত থাকে না কাজেই সকলের কাছ থেকে আমরা পাব না। সেইজন্যই ১০০ মণের বেশী যাদের মজুত থাকবে তাদের লাইসেন্স নিতে বলব এবং তাদের কাছ থেকে আমরা রিটার্ন চাইব। (জনৈক সদস্য: ধান, না চাল?) ধান। স্যার, আমরা দেখেছি আমাদের দেশে এক শ্রেণীর কৃষক আছে যাদের ধরে রাখবার ক্ষমতা আছে। আমাদের দেশে জমির খাজনা বাড়েনি এবং আগে যেখানে ধানের মণ এক টাকা, এক টাকা চার আনা ছিল আজকে সেখানে ১৮।২০।২২।২৫ এবং ১৯৬৩ সালে ২৭ টাকা পর্যন্ত ধানের মণ হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে তাদের ধরে রাখার ক্ষমতা আছে এবং সেইজন্যই জানতে চাই তাদের কত মজুত আছে।

তারপর এই দরে যদি কেনা বেচা সম্ভব না হয়, বিরোধীপক্ষের অনেক নেতার মনে এই সন্দেহ হয়েছে যে তারা নানারকম চেষ্টা করবে, বাজারকে ড্রাই করে দেবে, আমদানী করবে না, সেজন্য আজকে আমরা ক্যাবিনেটে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং সে বিষয়ে এখন কথা বলতে চাই। আমি সমস্ত কৃষকদের, মিলারদের হোলসেলারদের, রিটেলারদের কনজুমারদের তথা সমগ্র দেশবাসীর কাছে একথা বলতে চাই যে আমরা ৩১এ মার্চ পর্যন্ত আমরা দেখবো যে বাজারে মাল ঠিকমত আসছে কিনা, ধানচাষী অর্থাৎ বড় যারা তারা বিক্রী করছে কিনা, মিলার তাদের ধান পাচ্ছে কিনা, হোলসেলার যারা তারা চাল পাচ্ছে কিনা, রিটেলার যারা তারা চাল পাচ্ছে কিনা। এটা আমরা ৩১এ মার্চ পর্যন্ত দেখবো। তারপর আমরা যে দর বেঁধে দিয়েছি সেই দরে যদি চাল না পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ১লা এপ্রিল থেকে ধানের দর আরও কমে যাবে। যেখানে ১৪ টাকা দর করেছি সেটা ১৩ টাকা হবে, যেখানে ১৫ টাকা করেছি সেটা ১৪ টাকা হবে আর যেটা ১৬ টাকা করেছি সেটা ১৫ টাকা হবে। কেন? তার কারণ হচ্ছে এই এখন তবু মাঝারী কৃষকদের কাছে কিছু ধান আছে তারা যদি এই দামে বিক্রী না করতে পারে যদি দাম কমে যায় ১৪ টাকার নীচে, তাহলে সরকার থেকে সেই ধান কিনে নেবো। ৩১এ মার্চের পর যদিও মধ্য বা গরীব কৃষকদের কাছে ধান উদ্বৃত্ত থাকে না, তথাপি তারা বাধ্য হয় কিছু বিক্রী করবার জন্য দেনা-পাওনা মিটাতে গিয়ে, সেজন্য ১লা এপ্রিলের পর যদি ফ্লো মেনটেইন করে তাহলে আর ডিস্টার্ব করবো না, কোনরকম বাধা দেবনা, যদি দেখি যে দর বেঁধে দিয়েছি সে দরে ফ্লো ঠিক হচ্ছে না তাহলে সরকার থেকে সেই দরে আমরা কিনবো এবং দু লক্ষ টাকা টন পর্যন্ত কিনবো। এক লক্ষ টন চাল আমরা কেন্দ্র থেকে পাব। আরও বলতে পারি যে আমরা উড়িষ্যা সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখবো উড়িষ্যা থেকে যে ৩।৫ লক্ষ টন চাল আমরা কিনবো সেটা ফেয়ার প্রাইস সপ মারফৎ বিক্রী করতে পারি কিনা। এটা আমরা ভেবে দেখবো এ সম্বন্ধে এখনি বলতে পাচ্ছি না। আমি যে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা ৩১এ মার্চ পর্যন্ত ফ্লো ঠিক আছে কিনা সেটা দেখবো, যদি না থাকে তাহলে আমরা সরকার থেকে সিলিং মেজার অবলম্বন করবো। আমাদের বন্ধু হরেকৃষ্ণ কোঙার মহাশয় বলেছেন বড় বড় চাষী কোথায় আছে তিনি আমাদের দেখিয়ে দেবেন তাঁর কাছে আমাদের যেতে হবে। কিন্তু তাঁর কাছে যেতে হলে আমাদের কিছু খরচপত্র সংগ্রহ করতে হবে, সেজন্য বাধ্য হয়ে আমরা ধানের দর কমিয়ে দিচ্ছি। যদি ১৪ টাকা, ১৫ টাকা, ১৬ টাকা দরে দেয় তাহলে আমরা ডিস্টার্ব করবো না, দু লক্ষ টন পর্যন্ত আমরা নেবো। কিন্তু যদি দেখি ৩১এ মার্চ পর্যন্ত ফ্লো ঠিক হচ্ছে না তাহলে আজকে ঘোষণা করছি যে ১লা এপ্রিল থেকে ১৪ টাকা ধানের দর ১৩ টাকা হবে, ১৫ টাকা ধানের দর ১৪ টাকা হবে এবং ১৬ টাকার যে ধান সেটা বিক্রী হবে ১৫ টাকায়। এটা চালু হবে মনসুন পর্যন্ত, ১১ই জুন ১২ই জুন পশ্চিমবাংলায় মনসুন আসে, সে পর্যন্ত চালু হবে। তখনও যদি দেখি ফ্লো ঠিক হচ্ছে না আমার নিজের ধারণা এবং মনে হচ্ছে যে বিশেষভাবে এবার ফ্লো

থাকবে নানা কারণে, কিন্তু যদি এমন ঘটে যে না ঠিক সময়ে ঠিক পরিমাণ ধান বা চাল আসছে না, তখন আমরা দাম আরও কমিয়ে দেবো। তখন আমাদের হরেকৃষ্ণবাবু যাদের নাম দেবেন তাদের খুঁজতে ভিতরে ভিতরে যেতে হবে। বর্ষাকাল রাস্তাঘাট খারাপ, তখন ধানের দাম করেছি, ১২ টাকা, ১৩ টাকা, ১৪ টাকা--এটা আমাদের উল্টোরথ যেন। আজকে এই নিয়ে অনেকের সংগে আলোচনা করেছিলাম। কাল রাত্রে দুটোর সময় এটা আমার মাথায় এলো, আজকে সকালে ৮টায় ক্যাবিনেট মিটিং ছিল, তাঁদের সংগে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি, তাঁরা সকলেই বলেছেন এটা নূতন জিনিস বটে, এটা কার্যকরী করা যেতে পারে। আমি আমাদের যে খাদ্যনীতির কথা বললাম তাতে বিরোধী পক্ষের নেতারা আমাদের সংগে সহযোগিতা করবেন, আমাদের পক্ষে যাঁরা আছেন তাঁরা সহযোগিতা করবেন, সকলেই সহযোগিতা করবেন, সরকারী কর্মচারীরা সহযোগিতা করবেন, আমাদের দেশের কনজুমার্সরা সহযোগিতা করবেন, যারা কিনে খান তাঁরা সহযোগিতা করবেন, আমাদের যাঁরা কৃষক তাঁরা সহযোগিতা করবেন। কাজে কাজেই সকলে মিলে এটা করলে দর ঠিক রাখতে পারবো।

[12-30—12-42 p.m.]

আমার বিশ্বাস এবার ঠিক রাখতে পারব। পূর্বে যেসব কারণ ঘটেছে সেসব জিনিস এবার আমাদের সুবিধা হয়েছে। আমাদের মিলারদের লাইসেন্স নিতে হয়, হোলসেলারদের লাইসেন্স নিতে হবে, রিটেলারদের লাইসেন্স নেবার জন্য বলেছি। অর্থাৎ প্রত্যেক স্তরে আমরা লাইসেন্সের ব্যবস্থা করেছি। এই হিসাবে আমরা দাম নির্ধারণ করছি এবং তা এনফোর্স করার ব্যবস্থা করব। আমাদের যে ফেয়ার প্রাইস সপ্স আছে সেখানে আমাদের গম পর্যন্ত আছে। পি. এল, ৪০ হোক, আর যেখানকারই হোক আমাদের তা নিতে লজ্জা নেই অর্থাৎ আমাদের যদি খাদ্যের অভাব থাকে তা বিদেশ থেকে আনতে হবেই। আমরা তো আমরা ইউ. এস. এস্. আর এরা ক্যানাডা, ইউ. এস, এ, অস্ট্রেলিয়া থেকে কিনছে। রুমানিয়াকে ধার দিয়েছিল সেটা এবার নিয়ে নিচ্ছে। সুতরাং এতে কোন লজ্জা নেই। আমাদের দেশে যদি খাদ্যের অভাব হয় তবে আমেরিকা, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, চীন—তাঁরা যদি পরে আমাদের বন্ধু হয়—ইত্যাদি সকলের কাছ থেকে নিতে হবে। পি. এল, ৪০ সম্বন্ধে কাশীকান্তবাবু আশংকা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু আমাদের মনে কোন আশংকা নেই। ও'দের যখন আছে তখন কেন দেবে না? সমস্ত দুনিয়া আজ এক হতে চলেছে এবং এই আশা আমরা, আমেরিকা এবং ইউ. এস্. এস. আর-ও করছে। কাজেই আমরা ভাবছি আমাদের যদি খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত না হয় তাহলে যেখান থেকে আমরা পাব সেখান থেকে নিতে আমাদের লজ্জা নেই। আজকের দুনিয়ায় এক দেশ অপর দেশের উপর পরস্পর নির্ভরশীল হতে চলেছে। আমরা যত সভ্য হব, আরও যত বৈজ্ঞানিক উন্নতি হবে ততই আমরা পরস্পর নির্ভরশীল হব এবং এতে কোন লজ্জার কথা নেই। সেজন্য এফ, আর, সপ থেকে আমরা গম দেব। আমার শুনে খুব আনন্দ হল যে বিরোধীদলের একজন বন্ধু বললেন যে সব কথা তো এ্যাসেম্বলী-তে বলে আপনাদের প্রশংসা করা যায় না, কিন্তু একটা কথা বলা যেতে পারে যে যতই হোক গমের দামের ব্ল্যাক মার্কেটিং হয় না। অর্থাৎ এর দাম প্রায় মোটামুটি ঠিকই ছিল। আবার একজন বললেন যে কোন কোন জায়গায় গমের যা দাম তার চেয়ে কমে বিক্রি হয়েছে। আমাদের শ্রীমতী আভা মাইতি রিলিফ ব্যবস্থা করেন—টেস্ট রিলিফ যাকে বলা হয় তাতে মাথা পিছু ২½ সের করে গম দেন এবং সামান্য ছিটেফোঁটা পয়সা। কিন্তু এমন অনেক পরিবার বাঁকুড়া জেলায় আছে যাদের ২।৩ জন লোক কাজ করে ৭½ সের রোজ গম পায়। কিন্তু কে অত খাবে, কাজেই তারা ৫ সের করে গম বাজারের চেয়ে ২ আনা কমে বিক্রি করে দেয়। (এ ভয়েস : গাছের পাতা।) মাননীয় সদস্য যদি গাছের পাতা এবং গম সমান মনে করেন তাহলে আমি ও'র সঙ্গে এক জায়গায় বসে কথা বলবার অবকাশ নেই। বরং উনি যখন মন্ত্রী হবেন তখন উনি গাছের পাতার কথা বলবেন, আমি তখন বলতে পারব না। আমরা বজরা, জোয়ার, মিলেটস্-এ যেতে পারব কিনা অনেক সময় সন্দেহ হয়—আমরা গম পর্যন্ত যেতে পারব। আমরা বৈজ্ঞানিক বাঙালী—খাদ্য সম্বন্ধে নানা রকম জ্ঞান আছে। কাজেই গম পর্যন্ত যেতে কারুর আপত্তি হবে না, কারণ আমরা দাবী করি আমরা বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিমান। আমরা এফ, আর, সপ্স-এর মাধ্যমে পর্যন্ত গম দেব, সরকারের কাছ

থেকে ১ লক্ষ টন চাল পাব তা দেব, আমরা যে বাজারে ২ লক্ষ টন চাল কিনব তা দেব। তবে উড়িষ্যার সঙ্গে এ বিষয়ে আপোষ করতে পারি। উড়িষ্যার [illegible] মধ্যে হয়ত আলোচনা করতে হতে পারে। কারণ খোলা বাজারের ব্যাপারের মধ্যে আমরা যেতে পারব না। কিন্তু তাহলেও আমরা দেখব উড়িষ্যার চাল যেটা মোটা সেটা আমরা কি দরে বেচতে পারি। সেজন্য আমি একটু আগে কোর্স-এর কথা বলেছি। অর্থাৎ আমরা ভাবছি কোর্স ধানের দর কি হবে? আমাদের কোলকাতায় সেসব চাল আসে না। কোর্স ধানের দাম হচ্ছে ১·১৬ এবং আমরা যে অনুপাতে করেছি ১৪।১৫।১৬ টাকা সেই অনুপাতে ১৩ টাকা কোর্স ধানের চাল হবে এবং সেই অনুপাতে আমরা উড়িষ্যা থেকে যে চাল পাব তার মূল্য নির্ধারণ করব।

আমি এখন ডিটেলের মধ্যে যেতে চাইছি না। সেটা ২৫ টাকা ৬৫ নঃ পঃ না ৫০ নঃ পয়সার কম হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১ টাকা কম হবে কি দেড়টাকা কম হবে সে আমাদের যে বিশেষ ফর্মুলা আছে সে ফর্মুলায় দিয়ে ঠিক করব। আমাদের এখন একমাত্র জিনিষ হচ্ছে এই কারণ আমরা একমত হয়ে অনেকটা করছি, কালকে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে আমরা খুব ভালভাবে আলোচনা করেছি. আমি এখন এটুকু শুধু আশা করছি। (নয়েজ মোটেই এক নয়) তাহলে বিরোধী দল আমাদের সঙ্গে একমত নয় বলছেন। আমরা অনেক সময় ভুল বুঝি পরস্পরকে আমি এটুকুই বলেছি আমরা অনেকটা একমত। কিন্তু যদি কোনটাই একমত না হয় তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে আমার যতদূর ধারণা ..।

Shri Jyoti Basu:

এ পয়েণ্টটা ছেড়ে যাবার আগে আমি বলছি আপনি এখুনি বললেন আমি ৩ লক্ষ টন হয়ত আমরা দিতে পারবো। কিন্তু উড়িষ্যার তো এখনও ঠিক হয় নি, বললেন পরে দেখবেন। কালকে একটা হিসাব ছিল ১ কোটি লোককে ফেয়ার প্রাইসে ১ কেজি করে চাল দিতে হলে ৫ লক্ষ টনের বেশী দরকার। তা এ যা দেখছি এতে তো অর্দ্ধেকও হবে না। এতে বছর ভোরে অর্দ্ধেক লোকও তো খেতে পাবে না ১ সের করে চাল।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

জ্যোতিবাবু ধরে নিচ্ছেন যে আমাদের এই বাজারে একেবারে মাল আসবে না। ড্রাই হয়ে যাবে। তার উপর নির্ভর করে বলছেন। যদি বাজারে মাল আসে ড্রাই না হয়, তাহলে অবশ্য এসব কথা উঠে না। কিন্তু যদি বাজারে না আসে তবেই এ সব কথা ওঠে। আমি এটুকু বলে দিতে পারি যে, আমাদের চাল অপেক্ষা বাজারের চাল লোকেরা বেশী পছন্দ করে। কাজে কাজেই এই রেট যেটা আমরা আজকে ধরেছি সেই রেটকে যদি আমরা স্থির রাখতে পারি ঐ লেভেলে আমরা যদি রাখতে পারি তবে (শ্রীজ্যোতি বসু—কমদামে দেবেন সাবসিডাইজড হবে) যেটা আমরা বলছি যে ১ লক্ষ টন যেটা আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে পাব, সেটা নিশ্চয়ই ২৬ টাকার কমে দিতে পারবো না আমরা যে ২ লক্ষ টন সংগ্রহ করবো কেন্দ্রের সম্মতি সাপেক্ষে কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের একটু আধটু আলোচনা হয়েছে, তাতে করে আমরা মনে করছি যে, প্রতি মণ পিছু ২ টাকা করে যদি সাবসিডি দিই অর্থাৎ ১ টাকা আমরা দেবো আর এক টাকা কেন্দ্র দেবে। কি কেন্দ্র যদি বেশী দেয় তবে আমাদের লাভই হবে। সেদিকেও আমরা কেন্দ্রের সাথে কথা বলবো বা আলোচনা করবো। কাজে কাজেই আমার মনে হয় যদি আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করি তাহলে বাজার ড্রাই হবে না, এবং চালের ফ্লো আসবে। প্রথম কথা এবার ধান বেশী হয়েছে। ২য় কথা এবার উড়িষ্যা থেকে আমরা বেশী চাল পাব। ৩য় কথা হচ্ছে সব খাবার অভ্যাস হয়ে গেছে। এবং সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের প্রায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, মহাশয়, দরদর দাওয়াই কি ভুলে গেলেন? দরদর দাওয়াই সেটা এ্যালোপ্যাথ হতে পারে, আজ কাল আয়ুর্বেদ বিল পাশ হয়ে গেছে তা আয়ুর্বেদও হতে পারে। আবার সেটা হোমিওপ্যাথিকও হতে পারে। তা আমাদের এ পক্ষের লোকেরা তারা হয়ত হোমিওপ্যাথি মতে দাওয়াই দেবেন। ও পক্ষে কেউ কেউ হয়ত এ্যালোপ্যাথি মতে দাওয়াই দেবেন। এবং এই সকলে মিলে দাওয়াই যন্ত্র ইত্যাদি

সব মিলে আমি আশা করছি যে আমরা এই নীতিকে কার্যকরী করতে পারবো। এবং সার্থক করতে পারবো। এর বেশী আমার কিছু বলার নেই।

Shri Khagendra Nath Roy Chowdhury:
আপনি যে বললেন ১০০ মণের বেশীর হলে লাইসেন্স লাগবে, তো ১০০ মণের বেশী যাদের থাকবে যদি ধানের দরটা স্পিলুট্ করে তার সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
হ্যাঁ, সে সব কথা আমরা নিশ্চয়ই ভেবেছি। সেকথা ভাবিনি তা নয়। এর আগে যখন আমরা প্রোকিওরমেণ্ট করতাম তখন লোক ডিসপার্স করে ছড়িয়ে রাখতো। আমাদের খগেনবাবুর যে জেলা তা সাংঘাতিক জেলা। একদিন আমাদের ৯টি লোককে খুন করে ফেলেছিলেন। ঐ যারা প্রোকিওরমেণ্ট করতেন। কাজে কাজেই আমাদের সবই জানা আছে। আমরা সমস্তই জানি। জেনে শুনে বুঝে আমরা এটা করতে চাচ্ছি, এবং আমি আশা করছি যে, আমাদের দেশের লোক এখন সচেতন হয়েছে। কেউ পড়ে মারখেতে চাইবে না, কেউ আর না খেতে মরতে চাইবে না। আজ এই নূতন পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে দর বেঁধেছি, এবং যে দর বেঁধেছি সে সবাই-এর সঙ্গে পরামর্শ করে বেঁধেছি। এতে করে কৃষক তার ন্যায্য পাবে, যারা চালের কল চালায় তারা তাদের ন্যায্য মূল্য পাবেন। রিটেলারকেও বেশী মার্জিন দিয়েছি, কাজে কাজেই আমরা আশা করছি আমরা সার্থকতা লাভ করতে পারবো।

Shri Khagendra Nath Roy Chowdhury:
যদি স্পিলুট্ আপ করে তাহলে ধরবার কোন বন্দোবস্ত করেছেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমি ভুলে গিয়েছিলাম, এই সমস্ত জিনিসগুলির জন্য আমাদের কাছে এ্যাণ্টি প্রফিটিয়ারিং এ্যাক্ট আছে, এসেনসিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট আছে, উপরন্তু আমাদের এখন ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুল আছে। কাজে কাজেই আমরা আমাদের আইনজ্ঞ যাঁরা তাঁদের পরামর্শ মত এটা বলতে পারি যে প্রচুর ক্ষমতা আমাদের হাতে আছে। কি কৃষক যারা আমাদের এই নীতিতে বাধা দেবে, কি মিলার, কি হোলসেলার, কি রিটেলার, সবাইকে আমরা এই সমস্ত আইনের মাধ্যমে বাধা করতে পারব। আইন তো আমরা নিশ্চয়ই চালু করব, কিন্তু আইনের চেয়ে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা দেশের জনমত তা যদি জাগ্রত হয় এবং হয়েছেও, তাহলে পর আমরা এই নীতিকে সার্থক করতে পারব।

Prorogation

Mr. Deputy Speaker: I have it from the Governor that in exercise of the power conferred by sub-clause (a) of clause (2) of Article 174 of the Constitution, the Governor has been pleased to direct that the Assembly shall stand prorogued this day at the conclusion of the day's meeting.

The Assembly stands prorogued.

(The Assembly was prorogued at 12-42 p.m.)

থেকে ১ লক্ষ টন চাল পাব তা দেন, আমরা যে বাজারে ২ লক্ষ টন চাল কিনব তা দেখ। তবে উড়িষ্যার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। উড়িষ্যার [illegible] সঙ্গে হয়ত আলোচনা করতে হতে পারে। কারণ খোলা বাজারের ব্যাপারের মধ্যে আমরা যেতে পারব না। কিন্তু তাহলেও আমরা দেখব উড়িষ্যার চাল যেটা মোটা সেটা আমরা কি দরে বেচতে পারি। সেজন্য আমি একটু আগে কোর্স-এর কথা বলেছি। অর্থাৎ আমরা ভাবছি কোর্স ধানের দর কি হবে? আমাদের কোলকাতায় সেসব চাল আসে না। কোর্স ধানের দাম হচ্ছে ১·১৬ এবং আমরা যে অনুপাতে করেছি ১৪।১৫।১৬ টাকা সেই অনুপাতে ১৩ টাকা কোর্স ধানের চাল হবে এবং সেই অনুপাতে আমরা উড়িষ্যা থেকে যে চাল পাব তার মূল্য নির্ধারণ করব।

আমি এখন ডিটেলের মধ্যে যেতে চাইছি না। সেটা ২৫ টাকা ৬৫ নঃ পঃ বা ৫০ নঃ পয়সার কম হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১ টাকা কম হবে কি দেড়টাকা কম হবে সে আমাদের যে বিশেষ ফর্মুলা আছে সে ফর্মুলায় দিয়ে ঠিক করব। আমাদের এখন একমাত্র জিনিষ হচ্ছে এই কারণ আমরা একমত হয়ে অনেকটা করছি, কালকে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে আমরা খুব ভালভাবে আলোচনা করেছি, আমি এখন এটুকু শুধু আশা করছি। (নরেন্দ্র মোটেই এক নয়) তাহলে বিরোধী দল আমাদের সঙ্গে একমত নয় বলছেন। আমরা অনেক সময় ভুল বুঝি পরস্পরকে আমি এটুকুই বলেছি আমরা অনেকটা একমত। কিন্তু যদি কোনটাই একমত না হয় তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে আমার যতদূর ধারণা . .।

Shri Jyoti Basu:
এ পয়েণ্টটা ছেড়ে যাবার আগে আমি বলতি আপনি এখুনি বললেন আমি ৩ লক্ষ টন হয়ত আমরা দিতে পারবো। কিন্তু উড়িষ্যার তো এখনও ঠিক হয় নি, বললেন পরে দেখবো। কালকে একটা হিসাব ছিল ১ কোটি লোককে ফেয়ার প্রাইসে ১ কেজি করে চাল দিতে হলে ৫ লক্ষ টনের বেশী দরকার। তা এ যা দেখছি এতে তো অর্দ্ধেকও হবে না। এতে বছর ভোরে অর্দ্ধেক লোকও তো খেতে পাবে না ১ সের করে চাল।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
জ্যোতিবাবু ধরে নিচ্ছেন যে আমাদের এই বাজারে একেবারে মাল আসবে না। ড্রাই হয়ে যাবে। তার উপর নির্ভর করে বলছেন। যদি বাজারে মাল আসে ড্রাই না হয়, তাহলে অবশ্য এসব কথা উঠে না। কিন্তু যদি বাজারে না আসে তবেই এ সব কথা ওঠে। আমি এটুকু বলে দিতে পারি যে, আমাদের চাল অপেক্ষা বাজারের চাল লোকে বেশী পছন্দ করে। কাজে কাজেই এই রেট যেটা আমরা আজকে ধরেছি সেই রেটকে যদি আমরা স্থির রাখতে পারি ঐ লেভেলে আমরা যদি রাখতে পারি তবে (শ্রীজ্যোতি বসু—কমদামে দেবেন সাবসিডাইজড হবে) যেটা আমরা বলছি যে ১ লক্ষ টন যেটা আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে পাব, সেটা নিশ্চয়ই ২৬ টাকার করে দিতে পারবো না আমরা যে ২ লক্ষ টন সংগ্রহ করবো কেন্দ্রের সম্মতি সাপেক্ষে কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের একটু আধটু আলোচনা হয়েছে, তাতে করে আমরা মনে করছি যে, প্রতি মণ পিছু ২ টাকা করে যদি সাবসিডি দিই অর্থাৎ ১ টাকা আমরা দেবো আর এক টাকা কেন্দ্র দেবে। কি কেন্দ্র যদি বেশী দেয় তবে আমাদের লাভই হবে। সেদিকেও আমরা কেন্দ্রের সাথে কথা বলবো বা আলোচনা করবো। কাজে কাজেই আমার মনে হয় যদি আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করি তাহলে বাজার ড্রাই হবে না, এবং চালের ফ্লো আসবে। প্রথম কথা এবার ধান বেশী হয়েছে। ২য় কথা এবার উড়িষ্যা থেকে আমরা বেশী চাল পাব। ৩য় কথা হচ্ছে গম খাবার অভ্যাস হয়ে গেছে। এবং সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের প্রায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, মহাশয়, দমদম দাওয়াই কি ভুলে গেলেন? দমদম দাওয়াই সেটা এ্যালোপ্যাথ হতে পারে, আজ কাল আয়ুর্বেদ বিল পাশ হয়ে গেছে তা আয়ুর্বেদও হতে পারে। আবার সেটা হোমিওপ্যাথিকও হতে পারে। তা আমাদের এ পক্ষের লোকেরা তারা হয়ত হোমিওপ্যাথি মতে দাওয়াই দেবেন। ও পক্ষে কেউ কেউ হয়ত এ্যালোপ্যাথি মতে দাওয়াই দেবেন। এবং এই সকলে মিলে দাওয়াই মন্ত্র ইত্যাদি

সব মিলে আমি আশা করছি যে আমরা এই নীতিকে কার্যকরী করতে পারবো। এবং সার্থক করতে পারবো। এর বেশী আমার কিছু বলার নেই।

Shri Khagendra Nath Roy Chowdhury:
আপনি যে বললেন ১০০ মণের বেশীর হলে লাইসেন্স লাগবে, তা ১০০ মণের বেশী ধানের থাকবে যদি ধানের দরটা স্পিলট্‌ করে তার সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
হ্যাঁ, সে সব কথা আমরা নিশ্চয়ই ভেবেছি। সেকথা ভাবিনি তা নয়। এর আগে যখন আমরা প্রোকিওরমেণ্ট করতাম তখন লোক ডিসপার্স করে ছড়িয়ে রাখতো, আমাদের খগেনবাবুর যে জেলা তা সাংঘাতিক জেলা। একদিন আমাদের ৯টি লোককে খুন করে ফেলেছিলেন। ঐ যারা প্রোকিওরমেণ্ট করতেন। কাজে কাজেই আমাদের সবই জানা আছে। আমরা সমস্তই জানি। জেনে শুনে বুঝে আমরা এটা করতে চাচ্ছি, এবং আমি আশা করছি যে, আমাদের দেশের লোক এখন সচেতন হয়েছে। কেউ পড়ে মারখেতে চাইবে না, কেউ আর না খেতে মরতে চাইবে না। আজ এই নূতন পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে দর বেঁধেছি, এবং যে দর বেঁধেছি সে সবাই-এর সঙ্গে পরামর্শ করে বেঁধেছি। এতে করে কৃষক তার ন্যায্য পাবে, যারা চালের কল চালায় তারা তাদের ন্যায্য মূল্য পাবেন। রিটেলারকেও বেশী মার্জিন দিয়েছি, কাজে কাজেই আমরা আশা করছি আমরা সার্থকতা লাভ করতে পারবো।

Shri Khagendra Nath Roy Chowdhury:
যদি স্পিলট্‌ আপ করে তাহলে ধরবার কোন বন্দোবস্ত করেছেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমি ভুলে গিয়েছিলাম, এই সমস্ত জিনিসগুলির জন্য আমাদের কাছে এ্যান্টি প্রফিটিয়ারিং এ্যাক্ট আছে, এসেনসিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট আছে, উপরন্ত আমাদের এখন ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুল আছে। কাজে কাজেই আমরা আমাদের আইনজ্ঞ যাঁরা তাঁদের পরামর্শ মত এটা বলতে পারি যে প্রচুর ক্ষমতা আমাদের হাতে আছে। কি কৃষক যারা আমাদের এই নীতিতে বাধা দেবে, কি মিলার, কি হোলসেলার, কি রিটেলার, সবাইকে আমরা এই সমস্ত আইনের মাধ্যমে বাধ্য করতে পারব। আইন তো আমরা নিশ্চয়ই চালু করব, কিন্তু আইনের চেয়ে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা দেশের জনমত তা যদি জাগ্রত হয় এবং হয়েছেও, তাহলে পর আমরা এই নীতিকে সার্থক করতে পারব।

Prorogation

Mr. Deputy Speaker: I have it from the Governor that in exercise of the power conferred by sub-clause (a) of clause (2) of Article 174 of the Constitution, the Governor has been pleased to direct that the Assembly shall stand prorogued this day at the conclusion of the day's meeting.

The Assembly stands prorogued.

(The Assembly was prorogued at 12-42 p.m.)

থেকে ১ লক্ষ টন চাল পাব তা দেব, আমরা যে বাজারে ২ লক্ষ টন চাল কিনব তা দেব। তবে উড়িষ্যার সঙ্গে এ বিষয়ে আপোষ করতে পারি। উড়িষ্যার [illegible] সঙ্গে হয়ত আলোচনা করতে হতে পারে। কারণ খোলা বাজারের ব্যাপারের মধ্যে আমরা যেতে পারব না। কিন্তু তাহলেও আমরা দেখব উড়িষ্যার চাল যেটা মোটা সেটা আমরা কি দরে বেচতে পারি। সেজন্য আমি একটু আগে কোর্স-এর কথা বলেছি। অর্থাৎ আমরা ভাবছি কোর্স ধানের দর কি হবে? আমাদের কোলকাতায় সেরকম চাল আসে না। কোর্স ধানের দাম হচ্ছে ১·১৬ এবং আমরা যে অনুপাতে করেছি ১৪।১৫।১৬ টাকা সেই অনুপাতে ১৩ টাকা কোর্স ধানের চাল হবে এবং সেই অনুপাতে আমরা উড়িষ্যা থেকে যে চাল পাব তার মূল্য নির্ধারণ করব।

আমি এখন ডিটেলের মধ্যে যেতে চাইছি না। সেটা ২৫ টাকা ৬৫ নঃ পঃ বা ৫৫ নঃ পয়সার কম হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১ টাকা কম হবে কি দেড়টাকা কম হবে সে আমাদের যে বিশেষ ফর্মুলা আছে সে ফর্মুলায় দিয়ে ঠিক করব। আমাদের এখন একমাত্র জিনিষ হচ্ছে এই কারণ আমরা একমত হয়ে অনেকটা করছি, কালকে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে আমরা খুব ভালভাবে আলোচনা করেছি, আমি এখন এটুকু শুধু আশা করছি। (নয়েজ মোটেই এক নয়) তাহলে বিরোধী দল আমাদের সঙ্গে একমত নয় বলছেন। আমরা অনেক সময় ভুল বুঝি পরস্পরকে আমি এটুকুই বলেছি আমরা অনেকটা একমত। কিন্তু যদি কোনটাই একমত না হয় তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে আমার যতদূর ধারণা .।

Shri Jyoti Basu:

এ পয়েণ্টটা ছেড়ে যাবার আগে আমি বলছি আপনি এখুনি বললেন আমি ৩ লক্ষ টন হয়ত আমরা দিতে পারবো। কিন্তু উড়িষ্যার তো এখনও ঠিক হয় নি, বললেন পরে দেখবো। কালকে একটা হিসাব ছিল ১ কোটি লোককে ফেয়ার প্রাইসে ১ কেজি করে চাল দিতে হলে ৫ লক্ষ টনের বেশী দরকার। তা এ যা দেখছি এতে তো অর্দ্ধেকও হবে না। এতে বছর ভোরে অর্দ্ধেক লোকও তো খেতে পাবে না ১ সের করে চাল।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

জ্যোতিবাবু ধরে নিচ্ছেন যে আমাদের এই বাজারে একেবারে মাল আসবে না। ড্রাই হয়ে যাবে। তার উপর নির্ভর করে বলছেন। যদি বাজারে মাল আসে ড্রাই না হয়, তাহলে অবশ্য এসব কথা উঠে না। কিন্তু যদি বাজারে না আসে তবেই এ সব কথা ওঠে। আমি এটুকু বলে দিতে পারি যে, আমাদের চাল অপেক্ষা বাজারের চাল লোকে বেশী পছন্দ করে। কাজে কাজেই এই রেট যেটা আমরা আজকে করেছি সেই রেটকে যদি আমরা স্থির রাখতে পারি ঐ লেভেলে আমরা যদি রাখতে পারি তবে (শ্রীজ্যোতি বসু—কমদামে দেবেন সাবসিডাইজড হবে) যেটা আমরা বলছি যে ১ লক্ষ টন যেটা আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে পাব, সেটা নিশ্চয়ই ২৬ টাকার কমে দিতে পারবো না আমরা যে ২ লক্ষ টন সংগ্রহ করবো কেন্দ্রের সম্মতি সাপেক্ষে কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের একটু আধটু আলোচনা হয়েছে, তাতে করে আমরা মনে করছি যে, প্রতি মণ পিছু ২ টাকা করে যদি সাবসিডি দিই অর্থাৎ ১ টাকা আমরা দেবো আর এক টাকা কেন্দ্র দেবে। কি কেন্দ্র যদি বেশী দেয় তবে আমাদের লাভই হবে। সেদিকেও আমরা কেন্দ্রের সাথে কথা বলবো বা আলোচনা করবো। কাজে কাজেই আমার মনে হয় যদি আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করি তাহলে বাজার ড্রাই হবে না, এবং চালের ফ্লো আসবে। প্রথম কথা এবার ধান বেশী হয়েছে। ২য় কথা এবার উড়িষ্যা থেকে আমরা বেশী চাল পাব। ৩য় কথা হচ্ছে গম খাবার অভ্যাস হয়ে গেছে। এবং সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের প্রায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, মহাশয়, দরদর দাওয়াই কি ভুলে গেলেন? দরদর দাওয়াই সেটা এ্যালোপ্যাথ হতে পারে, আজ কাল আয়ুর্বেদ বিল পাশ হয়ে গেছে তা আয়ুর্বেদও হতে পারে। আবার সেটা হোমিওপ্যাথিকও হতে পারে। তা আমাদের এ পক্ষের লোকেরা তারা হয়ত হোমিওপ্যাথি মতে দাওয়াই দেবেন। ও পক্ষে কেউ কেউ হয়ত এ্যালোপ্যাথি মতে দাওয়াই দেবেন। এবং এই সকলে মিলে দাওয়াই যত্ন ইত্যাদি

সব মিলে আমি আশা করছি যে আমরা এই নীতিকে কার্যকরী করতে পারবো। এবং সার্থক করতে পারবো। এর বেশী আমার কিছু বলার নেই।

Shri Khagendra Nath Roy Chowdhury:
আপনি যে বললেন ১০০ মণের বেশীর হলে লাইসেন্স লাগবে, তা ১০০ মণের বেশী যাদের থাকবে যদি ধানের দরটা স্পিলুট্‌ করে তার সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
হ্যাঁ, সে সব কথা আমরা নিশ্চয়ই ভেবেছি। সেকথা ভাবিনি তা নয়। এর আগে যখন আমরা প্রোকিওরমেণ্ট করতাম তখন লোক ডিসপার্স করে, ছড়িয়ে রাখতো। আমাদের বর্ধমান যে জেলা তা সাংঘাতিক জেলা। একদিন আমাদের ৯টি লোককে খুন করেছিলেন। ঐ যারা প্রোকিওরমেণ্ট করতেন। কাজে কাজেই আমাদের সবই জানা আছে। আমরা সমস্তই জানি। জেনে শুনে বুঝে আমরা এটা করতে চাচ্ছি, এবং আমি আশা করছি যে, আমাদের দেশের লোক এখন সচেতন হয়েছে। কেউ পড়ে মারখেতে চাইবে না, কেউ আর না খেতে মরতে চাইবে না। আজ এই নূতন পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে দর বেঁধেছি, এবং যে দর বেঁধেছি সে সবাই-এর সঙ্গে পরামর্শ করে বেঁধেছি। এতে করে কৃষক তার ন্যায্য পাবে, যারা চালের কল চালায় তারা তাদের ন্যায্য মূল্য পাবেন। রিটেলারকেও বেশী মার্জিন দিয়েছি, কাজে কাজেই আমরা আশা করছি আমরা সার্থকতা লাভ করতে পারবো।

Shri Khagendra Nath Roy Chowdhury:
যদি স্পিলুট্‌ আপ করে তাহলে ধরবার কোন বন্দোবস্ত করেছেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমি ভুলে গিয়েছিলাম, এই সমস্ত জিনিসগুলির জন্য আমাদের কাছে এ্যাণ্টি প্রফিটিয়ারিং এ্যাক্ট আছে, এসেনসিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট আছে, উপরন্তু আমাদের এখন ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুল আছে। কাজে কাজেই আমরা আমাদের আইনজ্ঞ যাঁরা তাঁদের পরামর্শ মত এটা বলতে পারি যে প্রচুর ক্ষমতা আমাদের হাতে আছে। কি কৃষক যারা আমাদের এই নীতিতে বাধা দেবে, কি মিলার, কি হোলসেলার, কি রিটেলার, সবাইকে আমরা এই সমস্ত আইনের মাধ্যমে বাধ্য করতে পারব। আইন তো আমরা নিশ্চয়ই চালু করব, কিন্তু আইনের চেয়ে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা দেশের জনমত তা যদি জাগ্রত হয় এবং হয়েছেও, তাহলে পর আমরা এই নীতিকে সার্থক করতে পারব।

Prorogation

Mr. Deputy Speaker: I have it from the Governor that in exercise of the power conferred by sub-clause (a) of clause (2) of Article 174 of the Constitution, the Governor has been pleased to direct that the Assembly shall stand prorogued this day at the conclusion of the day's meeting.

The Assembly stands prorogued.

(The Assembly was prorogued at 12-42 p.m.)

থেকে ১ লক্ষ টন চাল পাব তা দেব, আমরা যে বাজারে ২ লক্ষ টন চাল কিনব তা দেব। তবে উড়িষ্যার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। উড়িষ্যার [illegible] সঙ্গে হয়ত আলোচনা করতে হতে পারে। কারণ খোলা বাজারের ব্যাপারের মধ্যে আমরা যেতে পারব না। কিন্তু তাহলেও আমরা দেখব উড়িষ্যার চাল যেটা মোটা সেটা আমরা কি দরে বেচতে পারি। সেজন্য আমি একটু আগে কোর্স-এর কথা বলেছি। অর্থাৎ আমরা ভাবছি কোর্স ধানের দর কি হবে? আমাদের কোলকাতায় সেসব চাল আসে না। কোর্স ধানের দাম হচ্ছে ১·১৬ এবং আমরা যে অনুপাতে করেছি ১৪।১৫।১৬ টাকা সেই অনুপাতে ১৩ টাকা কোর্স ধানের চাল হবে এবং সেই অনুপাতে আমরা উড়িষ্যা থেকে যে চাল পাব তার মূল্য নির্ধারণ করব।

আমি এখন ডিটেলের মধ্যে যেতে চাইছি না। সেটা ২৫ টাকা ৬৫ নঃ পঃ বা .৫৬ নঃ পয়সার কম হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১ টাকা কম হবে কি দেড়টাকা কম হবে সে আমাদের যে বিশেষ ফর্মুলা আছে সে ফর্মুলায় দিয়ে ঠিক করব। আমাদের এখন একমাত্র জিনিষ হচ্ছে এই কারণ আমরা একমত হয়ে অনেকটা করছি, কালকে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে আমরা খুব ভালভাবে আলোচনা করেছি. আমি এখন এটুকু শুধু আশা করছি। (নরেন্দ্র মোটেই এক নয়) তাহলে বিরোধী দল আমাদের সঙ্গে একমত নয় বলছেন। আমরা অনেক সময় ভুল বুঝি পরস্পরকে আমি এটুকুই বলেছি আমরা অনেকটা একমত। কিন্তু যদি কোনটাই একমত না হয় তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে আমার যতদূর ধারণা ..।

Shri Jyoti Basu:

এ পয়েণ্টটা ছেড়ে যাবার আগে আমি বলছি আপনি এক্ষুনি বললেন আমি ৩ লক্ষ টন হয়ত আমরা দিতে পারবো। কিন্তু উড়িষ্যায় তো এখনও ঠিক হয় নি, বললেন পরে দেখবো। কালকে একটা হিসাব ছিল ১ কোটি লোককে ফেয়ার প্রাইসে ১ কেজি করে চাল দিতে হলে ৫ লক্ষ টনের বেশী দরকার। তা এ যা দেখছি এতে তো অর্দ্ধেকও হবে না। এতে বছর ভোরে অর্দ্ধেক লোকও তো খেতে পাবে না ১ সের করে চাল।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

জ্যোতিবাবু ধরে নিচ্ছেন যে আমাদের এই বাজারে একেবারে মাল আসবে না। ড্রাই হয়ে যাবে। তার উপর নির্ভর করে বলছেন। যদি বাজারে মাল আসে ড্রাই না হয়, তাহলে অবশ্য এসব কথা উঠে না। কিন্তু যদি বাজারে না আসে তবেই এ সব কথা ওঠে। আমি এটুকু বলে দিতে পারি যে, আমাদের চাল অপেক্ষা বাজারের চাল লোকে বেশী পছন্দ করে। কাজে কাজেই এই রেট যেটা আমরা আজকে করেছি সেই রেটকে যদি আমরা স্থির রাখতে পারি ঐ লেভেলে আমরা যদি রাখতে পারি তবে (শ্রীজ্যোতি বসু—কমদামে দেবেন সাবসিডাইজড হবে) যেটা আমরা বলছি যে ১ লক্ষ টন যেটা আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে পাব, সেটা নিশ্চয়ই ২৬ টাকার করে দিতে পারবো না আমরা যে ২ লক্ষ টন সংগ্রহ করবো কেন্দ্রের সম্প্রতি সাপেক্ষে কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের একটু আধটু আলোচনা হয়েছে, তাতে করে আমরা মনে করছি যে, প্রতি মণ পিছু ২ টাকা করে যদি সাবসিডি দিই অর্থাৎ ১ টাকা আমরা দেবো আর এক টাকা কেন্দ্র দেবে। কি কেন্দ্র যদি বেশী দেয় তবে আমাদের লাভই হবে। সেদিকেও আমরা কেন্দ্রের সাথে কথা বলবো বা আলোচনা করবো। কাজে কাজেই আমার মনে হয় যদি আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করি তাহলে বাজার ড্রাই হবে না, এবং চালের ফ্লো আসবে। প্রথম কথা এবার ধান বেশী হয়েছে। ২য় কথা এবার উড়িষ্যা থেকে আমরা বেশী চাল পাব। ৩য় কথা হচ্ছে গম খাবার অভ্যাস হয়ে গেছে। এবং সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের প্রায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, মহাশয়, দমদম দাওয়াই কি ভুলে গেলেন? দমদম দাওয়াই সেটা এ্যালোপ্যাথ হতে পারে, আজ কাল আয়ুর্বেদ বিল পাশ হয়ে গেছে তা আয়ুর্বেদও হতে পারে। আবার সেটা হোমিওপ্যাথিকও হতে পারে। তা আমাদের এ পক্ষের লোকেরা তারা হয়ত হোমিওপ্যাথি মতে দাওয়াই দেবেন। ও পক্ষে কেউ কেউ হয়ত এ্যালোপ্যাথি মতে দাওয়াই দেবেন। এবং এই সকলে মিলে দাওয়াই যন্ত্র ইত্যাদি

সব মিলে আমি আশা করছি যে আমরা এই নীতিকে কার্যকরী করতে পারবো। এবং সার্থক করতে পারবো। এর বেশী আমার কিছু বলার নেই।

Shri Khagendra Nath Roy Chowdhury:
আপনি যে বললেন ১০০ মণের বেশীর হলে লাইসেন্স লাগবে, তা ১০০ মণের বেশী যাদের থাকবে যদি ধানের দরটা স্পিল্ট্ করে তার সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
হ্যাঁ, সে সব কথা আমরা নিশ্চয়ই ভেবেছি। সেকথা ভাবিনি তা নয়। এর আগে যখন আমরা প্রোকিওরমেণ্ট করতাম তখন লোক ডিসপার্স করে ছড়িয়ে রাখতো? আমাদের খগেনবাবুর যে জেলা তা সাংঘাতিক জেলা। একদিন আমাদের ৯টি লোককে খুন করে ফেলেছিলেন। ঐ যারা প্রোকিওরমেণ্ট করতেন। কাজে কাজেই আমাদের সবই জানা আছে। আমরা সমস্তই জানি। জেনে শুনে বুঝে আমরা এটা করতে চাচ্ছি, এবং আমি আশা করছি যে, আমাদের দেশের লোক এখন সচেতন হয়েছে। কেউ পড়ে মারখেতে চাইবে না, কেউ আর না খেতে মরতে চাইবে না। আজ এই নূতন পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে দর বেঁধেছি, এবং যে দর বেঁধেছি সে সবাই-এর সঙ্গে পরামর্শ করে বেঁধেছি। এতে করে কৃষক তার ন্যায্য পাবে, যারা চালের কল চালায় তারা তাদের ন্যায্য মূল্য পাবেন। রিটেলারকেও বেশী মার্জিন দিয়েছি, কাজে কাজেই আমরা আশা করছি আমরা সার্থকতা লাভ করতে পারবো।

Shri Khagendra Nath Roy Chowdhury:
যদি স্পিল্ট্ আপ করে তাহলে ধরবার কোন বন্দোবস্ত করেছেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমি ভুলে গিয়েছিলাম, এই সমস্ত জিনিসগুলির জন্য আমাদের কাছে এ্যাণ্টি প্রফিটিয়ারিং এ্যাক্ট আছে, এসেনসিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট আছে, উপরন্তু আমাদের এখন ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুল আছে। কাজে কাজেই আমরা আমাদের আইনজ্ঞ যাঁরা তাঁদের পরামর্শ মত এটা বলতে পারি যে প্রচুর ক্ষমতা আমাদের হাতে আছে। কি কৃষক যারা আমাদের এই নীতিতে বাধা দেবে, কি মিলার, কি হোলসেলার, কি রিটেলার, সবাইকে আমরা এই সমস্ত আইনের মাধ্যমে বাধ্য করতে পারব। আইন তো আমরা নিশ্চয়ই চালু করব, কিন্তু আইনের চেয়ে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা দেশের জনমত তা যদি জাগ্রত হয় এবং হয়েছেও, তাহলে পর আমরা এই নীতিকে সার্থক করতে পারব।

Prorogation

Mr. Deputy Speaker: I have it from the Governor that in exercise of the power conferred by sub-clause (a) of clause (2) of Article 174 of the Constitution, the Governor has been pleased to direct that the Assembly shall stand prorogued this day at the conclusion of the day's meeting.

The Assembly stands prorogued.

(The Assembly was prorogued at 12-42 p.m.)

Index to the

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY PROCEEDINGS

(Official Report)

Vol. XXXVII—Thirty-seventh session (December, 1963—January, 1964)

(The 27th, 28th and 30th December, 1963 and the 2nd, 3rd and 4th January, 1964)

[(Q.) Stands for Question.]

Adhikary, Shri Sailendra Nath

Adjournment motion on the called suicide by one goldsmith Gopal Pramanik at Berhampore: p 318.

Discussion on Food Policy: p. 336.

The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963: p. 77.

The West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill, 1963: p. 164.

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963: p. 53.

Adjournment motion (s)

Notice given by Anadi Das regarding looting of the house of Shri Kanai Pal, M.L.A. and the office of the R.C.P.I.: p. 442.

Notice given by Shri Nikhil Das regarding release of political prisoners: p. 22.

Notice given by Shri Girish Mahato: p. 46.

Notice given by Shri Sailendra Nath Adhikary on the alleged suicide by one goldsmith Gopal Pramanik at Berhampore. p. 318.

Notice given by Shri Kashi Kanta Maitra on the Electrical Package Plan for Durgapur: p. 130.

Notice given by Shri Bejoy Pal on the firing by the management of the Aluminium Corporation of India, police-station Ranigunj, district Burdwan: p. 317.

Notice given by Shri Benoy Krishna Chowdhury regarding retaliation by Congress after the defeat in the Burdwan elections: p. 318.

Amendment of the Calcutta University Act, 1951 (Q): p. 369.

Air Conditioning arrangement for the Ministers and Gazetted Officers (Q): p. 425.

Aman Paddy

Price of—(Q): p. 108.

Aman Rice

Price of—(Q): p. 103.

American Wheat (Q): p. 188.

Army, Navy and Air Forces Men

Board of—in every district in West Bengal (Q): p. 398.

Arrests made in the Nadia and other districts under Defence of India Rules (Q): p. 435.

SS—33A

Baksi, Shri Monoranjan

Dengue Fever (Q): p. 191.

Fixation of the price of rice and paddy (Q): p. 190.

Food articles supplied to Modified Ration Shops in Ausgram and Kanksa police-stations (Q): p. 428.

Food and diet in Burdwan District Hospital (Q): p. 308.

Gratuitous relief in Ausgram and Kanksa police-stations (Q): p. 313

Banerjee, Shri Baidyanath

Motion for extension of time for presentation of the joint committee on the West Bengal Mining Settlement (Health and Welfare) Bill, 1962: p. 29.

Presentation of the first Report of the Committee on Estimates: p. 29

Banerjee, Shri Bejoy Kumar

Discussion on Food Policy: p. 254.

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963: p. 56.

Banerjee, Shri Gopal

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963: p. 51.

Baranagore Labour Co-operative Society

(Q): p. 297.

Basanti Bhag-Court, 24-Parganas

Cases filed in—, 1962-63 (Q): p. 99.

Basu, Shri Abani Kumar

Discussion on Food Policy: p. 256.

Basu, Shri Amarendra Nath

Discussion on Food Policy: p. 353.

Basu, Shri Hemanta Kumar

Discussion on Food policy: p. 235.

Basu, Shri Jyoti

Demonstration by the workers of Jai Engineering Works: p. 164.

Discussion on Food Policy: p. 223.

Incorrect statement by a Minister: p. 133.

Memorandum submitted by workers of Jessop Factory: p. 219.

Ruling on the use of the word "Deshodrohi": p. 45.

Strike by Tram workers: p. 237.

B.D.O., Raiganj (Q): p. 280.

Beldanga Sugar Mill

(Q): p. 413.

Bengali Youth

Registration of the—as unskilled labourers in Employment Exchanges (Q): p. 102.

Berhampore Municipality

(Q): p. 296.

Berhampore Sadar Hospital

Advisory Committee of the—(Q): p. 192.

Besterwitch, Shri A. H.

Consumar's Co-operative Societies in West Bengal (Q): p. 380

Co-operative Grain Gola in West Bengal (Q): p. 375.

Expenditure for attending the Planning Commission's meeting by the State Government officials (Q): p. 191.

Bhaduri, Shri Panchu Gopal

Discussion on Food Policy: p. 268.

Bhakri Anchal into Kharba Block II

Inclusion of—(Q): p. 309.

Bhattacharjee, Shri Nani

Discussion on Food Policy: p. 331.

Non-official Resolutions: p. 453.

The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963: p. 135.

Sugar-candy (Q): p. 172.

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963: p. 54.

Bhattacharyya, Shri Bejoy Krishna

Discussion on Food Policy: p. 326.

Bhattacharya, Dr. Kanai Lal

Case against Onkarmall Mistri (Q): p. 299.

Inspectors and Auditors of the Co-operative Societies (Q): p. 312.

Purchase of machineries by the Durgapur Industries Ltd. (Q): p. 199.

Bhattacharyya, Shri Mrigendra

Construction of sluice at Mahespur (Q): p. 124.

Deaths from cholera in different districts of West Bengal (Q): p. 301.

Divorce cases in West Bengal (Q): p. 313.

Dry-doles in the districts of West Bengal (Q): p. 125.

Flood Enquiry Commission's (Mansingh Commission) report on Palaspai Khal (Q): p. 112.

Gentlemen's aggreement on food articles (Q): p. 312.

Ghatal-Panskura Road in Midnapore district (Q): p. 311.

Ghatal Subdivisional Hospital and Daspur Secondary Health Centre (Q): p. 305.

Bhattacharyya, Shri Mrigendra—Concld.

Khirpai and Chandrakona Block Development Office Buildings (Q): p. 276.

The Khurkurdaha Bridge on Ghatal-Panskura Road (Q): p. 112.

Lunatics in West Bengal (Q): p. 421.

Prices of some essential Food articles (Q): p. 14.

Prostitutes in West Bengal (Q): p. 434.

Russian gift of opthalmic equipment (Q): p. 304.

Supply of food articles in different jails (Q): p. 393.

Bhattacharyya, The Hon'ble Syamadas

Amendments to the West Bengal Premises Tenancy Rules, 1956 (Q): p. 28.

The Defence of India (West Bengal Requisitioning and Acquisition of Immovable Property) Rules, 1963: p. 28.

Report of the Joint Committee on the West Bengal Gramdan Bill, 1963: p. 29.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963: pp. 60, 68.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Ordinance, 1963: p. 28.

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963: pp. 49, 58.

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Ordinance, 1963: p. 28.

Bifarcation of Kharba Block in Malda district (Q): p. 309.

Bill(s)

The Murshidabad Estates (Trust) (Amendment)—, 1963: p. 69.

The Police (West Bengal Amendment)—, 1963: pp. 73, 135.

The West Bengal Board of Secondary Education (Amendment)—, 1963: p. 150.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment)—, 1963: p. 60.

The West Bengal Public Land (Evitcion of Unauthorised Occupants) (Amendment)—, 1963: pp. 42, 49.

Biri Co-operative Society

Contai—(Q): p. 312.

Block Development Office Buildings

Khirpai and Chandrakona—(Q): p. 276.

Book Grant

Amount of—paid to the District School Board, Midnapore (Q): p. 423.

Boro Crops

Cultivation of—(Q): p. 213.

Bose, Dr. Maitryee
Non-official Resolution: p. 467.

Bridge
Kalaberha—in Bhagabanpur police-station (Q): p. 118.
The Khukurdaha—on Ghatal-Panskura Road (Q): p. 112.
Over Dobandhi River on Pingla-Paramanandapur Road (Q): p. 104.

Budget
Of Gram and Anchal Panchayats of Murshidabad district (Q): p. 127.

"Build Your Own House" Scheme (Q):
p. 315.

Burdwan District Hospital
Food and diet in—(Q): p. 308.

Burman, Shri Shyama Prosad
B. D. O., Raigunj (Q): p. 280.
Panchayat election under the Rajgunj Block (Q): p. 287.

Bus Service
Up to Bag Anchra in Santipur police-station (Q): p. 198.

Calcutta Circular Railway (Q):
p. 198.

Calling Attention
Regadring Cholera epidemic in West Bengal: p. 23.
Regarding retrenchment of workers of Shri Luxmi Chemicals and Industries (P) Limited, Kharagpur: p. 221.
Regarding strike of Jay Engineering Works Ltd : p. 318.
Regarding the transfer of D.V.C. irrigation canals, Panchet and Maithon Dams to West Bengal Government: pp. 446, 447.

Chandernagore Municipal Corporation
Petition against—(Q): 317.

Chilahati Mouza of Berubari Union (Q):
p. 198.

Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
The West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Ordinance, 1963: p. 28.
The West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill, 1963.: pp. 150, 165.

Cholera (Q):
p. 195.

Cholera
Cause of outbreak of—in the districts of Murshidabad, Malda, etc.: p. 403.

Cholera—*Concld.*

Deaths from—in different districts of West Bengal (Q): p. 301.

Outbreak of—and deaths therefrom in different districts of West Bengal (Q): p. 214.

Chowdhury, Shri Benoy Krishna

Adjournment Motion on the retaliation by Congress after the defeat in the Burdwan elections: p. 318.

Demonstration by the workers of State Electricity Board: p. 350.

Discussion on Food Policy: p. 323.

Chunder, Dr. Pratap Chandra

Discussion on Food Policy: p. 270.

Class IV Staff—

Pay Scale of—of West Bengal Government (Q): p. 218.

C. M. P. O. Project

The—(Q): p. 398.

Coastal

Coastal Mechanised Fishing Staff (Q): p. 300.

Committee on Estimates

First Report of the—: p. 29.

Consumers Co-operative Societies in West Bengal (Q):

p. 380.

Contai Medical Stores (Q):

p. 377.

Contai Municipality

Election of—(Q): p. 5.

Contai Subdivisional Hospital (Q):

p. 207.

Contract Labour in Factories (Q):

p. 96.

Convict Prisoners

Payment to—in district jails for work in jail (Q): p. 316.

Co-operative Crain Cola in West Bengal (Q):

p. 375.

Co-operative Societies

Inspectors and Auditors of the—(Q): p. 312.

Cultivation

Of Government Khas lands in Merigunj Union by the peasants—(Q): p. 100.

Curator, Botanical Gardens, Shibpore (Q):

Judgment into the case of—: p. 428.

Cyclone

Over Malda and West Dinajpur districts (Q): p. 305.

Damage of Foodgrains in Central Government Godowns

p. 361.

Das, Shri Anadi

Adjournment motion on the subject of looting of the house of Shri Kanai Pal, M.L.A. and the office of the R.C.P.I.: p. 442.

Discussion on Food Policy: p. 337.

Regarding Members' Allowance: p. 362.

Non-official Resolution: p. 466.

The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963: p. 136.

Das, Shri Ananga Mohan

Amount of book grant paid to the District School Board, Midnapore (Q): p. 423.

Augmentation of paddy production in Midnapore district (Q): p. 115.

Bridge over Dobandhi River on Pingla-Paramanandapur Road (Q): p. 104.

Consolidation of small plots of lands (Q): p. 113.

Distribution of sugar (Q): p. 114.

Establishment of a Primary Health Centre at Pingla (Q): p. 117.

Hamra and Talchak Subsidiary Health Centres in Pingla police-station (Q): p. 117.

Indo-Pak Border incidents (Q): p. 205.

Lockgate at Mosagram (Q): p. 207.

Moyna Basin Scheme (Q): p. 103.

Mayna-Paramanandapur-Pingla Road (Q): p. 105.

Pakistani Spy-ring in Calcutta (Q): p. 311.

Price of Aman Rice (Q): p. 103.

Price of Mustard oil (Q): p. 18.

Price of rice in Midnapore district (Q): p. 171.

Pro-Chinese history text books (Q): p. 83.

Ramchandrapur Subsidiary Health Centre in Moyna polices-tation (Q): p. 116.

Roads in Midnapore district (Q): p. 118.

Sub-Inspector of Schools in Midnapore district (Q): p. 424.

Sulice Gates in Moyna and Pingla police-stations (Q): p. 104.

Tahashildars in Pingla police-station (Q): p. 128.

Tamluk-Moyna Road in Second Five-Year Plan (Q): p. 376.

Das, Shri Ananga Mohan—Concld.

Tubewells in Midnapore district (Q): p. 205.

Upgrading of the High Schools during 1963-64 (Q): p. 310.

Das, Shri Dinabandhu

Discussion on Food Policy: p. 334.

Das, Shri Nikhil

Discussion on Food Policy: p. 240.

Fixation of the price of rice (Q): p. 193.

Fixation of the price of paddy (Q): p. 193.

Murshidabad Estate (Trust) (Amendment) Bill, 1963: p. 70.

Non-receipt of salaries of health assistants, etc., of Public Health Department in Murshidabad district (Q): p. 404.

Police firing at Maniktala (Q): p. 193.

The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963: pp. 74, 143-144.

Price of paddy in the districts of West Bengal (Q): p. 431.

Price of rice (Q): p. 378.

Sale of Sugar in the open market (Q): p. 316.

Spectacle frame manufacturing factory, Howrah (Q): p. 102.

The West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill 1963: p. 162.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963 p. 60.

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants (Amendment) Bill, 1963: p. 50.

Das, Shrimati Santi

Discussion on Food Policy: p. 249.

Das, Shri Sudhir Chandra

American Wheat (Q): p. 188.

Contai Biri Co-operative Society (Q): p. 312.

Contai Medical Stores (Q): p. 377.

Contai-Petua and Contai-Khejuri Roads (Q): p. 128.

Contai Subdivisional Hospital (Q): p. 207.

Control over rice mills (Q): p. 214.

Dariapur Health Centre in Contai police-station (Q): p. 407.

Election of Contai Municipality (Q): p. 5.

Establishment of Health Centre at Bantalia, Midnapore (Q): p. 112.

Establishment of a Health Centre at Bhaitgarh, Midnapore (Q): p. 11

Godown near Kapal Kundala Temple in Contai (Q): p. 380.

Gram Sabhas (Q): p. 19.

Junput Fishery Centre (Q): p. 304.

Kalaberha bridge in Bhagabanpur police-station (Q): p. 113.

Land revenue rates (Q): p. 89.

Das, Shri Sudhir Chandra—Concld.

Medical treatment for the Government employees (Q): p. 402.

Orissa paddy (Q): p. 188.

Paddy (Q): p. 188.

The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963: p. 144.

Price of paddy (Q): p. 16.

Resinking of damaged tubewells (Q): p. 407.

Selection Committee for Panchayat Secretaries (Q): p. 12.

Tubewells in Contai police-station (Q): p. 207.

Das Mahapatra, Shri Balai Lal

The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963: p. 79.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963: p. 67.

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963: p. 55.

Dearness Allowance

For State Government employees (Q): pp. 180, 190, 197.

Deep Tubewells

In Beldanga Block I, Murshidabad (Q): p. 412.

In West Bengal (Q): p. 412.

Demonstration by the workers of State Electricity Board:

p. 350.

Dengue fiver (Q):

p. 191.

Dengue fiver in Calcutta (Q):

p. 433.

Deputy Speaker, Mr. (Shri Ashutosh Mallick)

Motion for extension of time for presentation of Report of the Committee of Privileges: p. 29.

Observation by—on the circulation motion out of order on Technical ground: p. 50.

Observation by—on matters based on newspaper reports: p. 361.

Observations by—on sub judice matters: p. 366.

Observation by—on the West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill, 1963: p. 153.

Observation by—regarding incorrect statement by a Minister: p. 134.

Ruling by—on placing of statements with Bills replacing Ordinances: p. 161.

Dey, Shri Jiban Krishna

Discussion on Food Policy: p. 357.

Dhalta and Kasuri (Q):

p. 192.

Dhubulia Home
Teachers of—(Q): p. 115.

Dhubulia Refugee Camp
Employees of—(Q): p. 129.

Discussion on Food Policy:
p. 323.

Divisions:
pp. 147, 166, 473.

Divorce Cases
In West Bengal (Q): p. 313.

Dry-doles
In the districts of West Bengal (Q): p. 125.

Durgapur Industries Ltd.
Purchase of machinery by the—(Q): p. 199.

Dutta, Shri Asoke Krishna
Discussion on Food Policy: p. 229.

Election
Of certain municipalities in Burdwan district (Q): p. 316.
Gram and Anchal Panchayat—in Burdwan district (Q): p. 315.

Elections of Municipalities
Law and procedure regarding—under adult franchise: p. 131.

Electricity
Supply rate of—(Q): p. 298.

Emergency Water Supply Scheme (Q):
p. 194.

Enquiry
Into alleged police action at Purulia (Q): p. 294.

Erosion of the river Teesta
Protection of some areas of Haldibari police-station from—(Q): p. 415.

Expenditure for the Cabinet Meeting
It held to take Kalimpong, etc. (Q): p. 201.

Expenditure for Venobaji
In West Bengal (Q): p. 202.

Fair price shops
Handling agents of—for rice (Q): p. 200.

Fazlur Rahman, The Hon'ble S. M.
Statement made regarding law and procedure regarding elections of Municipalities under adult franchise: p. 131.

Fish

Production of—in Murshidabad district (Q): p. 204.

Fishery Centre

Junput—(Q): p. 304.

Flood

Control of—of the river Ajoy (Q): p. 415.

Flood Enquiry Commission (Mansingh Commission) Report

On Palaspai Khal (Q): p. 112.

Food articles (Q):

Supply of—in different Jails (Q): p. 393.

Food articles

Supply to modified ration shops in Ausgram and Khanksa police-stations (Q): p. 428.

Foodgrains in Central Govt. Godowns

Damage of—: p. 361.

Food Situation

Statement on—: p. 29.

Fruit Sellers

Procession of—: p. 42.

Gentlemen's Agreement

On food articles (Q): p. 312.

Ghatal Subdivisional Hospital and Dasput Secondary Health Centre (Q):
p. 305.

Ghosh, Shri Deb Saran

Dearness allowance for State Government employees (Q): p. 190.

Deep tubewells in Beldanga Block I, Murshidabad (Q): p. 412.

Deep tubewells in West Bengal (Q): p. 412.

Lift irrigation tubewell in Beldanga Block II, Murshidabad (Q): p. 412.

The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963: p. 138.

Ghosh, Shri Sambhu Charan

Point of Privilege: p. 160.

The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963: p. 140.

The West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill, 1963: p. 163.

Golam Yazdani, Dr.

Bifurcation of Kharba Block in Malda district (Q): p. 309.

Golam Yazdani, Dr.—Concld.

Coastal Mechanised Fishing Staff (Q): p. 300.

Construction of hostel building of Chanchal Multipurpose School in Kharba police-station (Q): p. 310.

Cyclone over Malda and West Dinajpur districts (Q): p. 305.

Gold artisans of Chanchal and Diaganj in Kharba police-station (Q): p. 308.

Inclusion of Bhakri Anchal into Kharba Block II (Q): p. 309.

"Malior Bandh" in Harishchandrapur police-station (Q): p. 216.

Outbreak of cholera and deaths therefrom in different districts of West Bengal (Q): p. 214.

Population problem in Calcutta (Q): p. 189.

Public thoroughfare over the Howrah Bridge (Q): p. 189.

Rate of Rice (Q): p. 110.

Students belonging to Muslim and other minority communities in the State Medical College (Q): p. 386.

Gold artisans

Of Chanchal and Diaganj in Kharba police-station (Q): p. 308.

Gratuitous Relief

In Ausgram and Kansksa police-stations (Q): p. 313

Guha, Shri Kamal Kanti

Discussion on Food Policy: p. 265.

The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963: p. 76.

"Gur" and Khandsari Sugar (Q):

p. 310.

Haj Pilgrims (Q):

p. 192.

Hazra, Shri Monoranjan

The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963: p. 76.

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963: p. 54.

Health Assistants, etc.

Non-receipt of salaries of—of Public Health Department in Murshidabad district (Q): p. 404.

Health Centre(s)

Dariapur—in Contai police-station: p. 407.

Establishment of a—Bhaitgarh, Midnapore (Q): p. 113.

Establishment of—at Bantalia, Midnapore (Q): p. 112.

Hamra and Jalchak Subsidiary—in Pingla police-station (Q): p. 117.

Ramchandrapur Subsidiary—in Moyna police-station (Q): p. 116.

Health Centre—Concld.

Subsidiary—under Binpur police-station, Midnapore (Q): p. 402.

Health Officer for Berhampore Municipality (Q):

p. 435.

High School(s)

Upgrading of the—during 1963-64 (Q): p. 310.

Hostel Building

Construction of—of Chanchal Multipurpose School in Kharba police-station (Q): p. 310.

Howrah Bridge

Public thoroughfare over the—(Q): p. 189.

Incorrect statement by a Minister:

p 133.

Indo-Pak Border incidents (Q):

p. 205.

Industrial Development (Q):

p. 296.

Insane persons in West Bengal Jails (Q):

p. 441.

Jai Engineering Works

Demonstration by the workers of—: p. 164.

Jails of West Bengal

Particulars and income of the industries in the—(Q): p. 436.

Jalan, The Hon'ble Iswar Das

The Murshidabad Estate (Trust) (Amendment) Ordinance, 1963: p. 27.

The Murshidabad Estate (Trust) (Amendment) Bill, 1963: pp. 69, 73.

The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963: pp 73, 142, 143, 144.

Jessop Factory

Memorandum submitted by workers of—: p. 219.

Josse, Shri Lakshmi Ranjan

Discussion on Food Policy: p. 350.

Justice of Peace (Q):

p. 2.

Kalika Transport Co-operative Society, Berhampore (Q):

p. 296.

Kapal Kundala Temple in Contai

Godown near—(Q): p. 380.

Khalil Sayeed, Shri

Discussion on Food Policy: p. 262.

Khan, Shri Gurupada

Discussion on Food Policy: p. 263.

Kolay, The Hon'ble Jagannath

Report of the Joint Committee on the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1963: p. 28.

Konar, Shri Hare Krishna

Discussion on Food Policy: p. 258.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963: p. 61.

Kundu, Shri Gour Chandra

Arrests made in the Nadia and other districts under the Defence of India Rules (Q): p. 435.

Dearness allowance for the State Government employees (Q): p. 197.

M. R. Shops and prices of rice in West Bengal (Q): p. 400.

Non-official Resolutions: pp. 449, 471.

The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963: p. 137.

Lahiri, Shri Somnath

Non-official Resolution: p. 459.

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963: p. 52.

Lands

Consolidation of small plots of—(Q): p. 113.

Under Dayarampur Union, Murshidabad district (Q): p. 414.

Land rent

On the lands within Calcutta Municipal area (Q): p. 316.

Land Revenue rates (Q):

p. 89.

Lift Irrigation Tubewell

In Beldanga Block II, Murshidabad (Q): p. 412.

Lockgate

At Masagram (Q): p. 207.

Lunatics in West Bengal (Q): p. 421.

Maiti, The Hon'ble Abha

Statement made on the Calling Attention regarding the transfer of D.V.C. irrigation canals, Panchet and Maithon Dams to West Bengal Government: p. 446.

Maitra, Shri Birendra Kumar

Discussion on Food Policy: p. 238.

Maitra, Shri Kashi Kanta

Baranagar Labour Co-operative Society (Q): p. 297.
The C.M.P.O. Project (Q): p. 398.
Contract labour in Factories (Q): p. 96.
Cultivation of Boro crops (Q): p. 213.
Dearness allowance for State Government employees (Q): p. 180.
Dhubulia and Taherpur Refugee Camp, Nadia (Q): p. 124.
Discussion on Food Policy: p. 244.
Employees of Dhubulia Rufugee Camp (Q): p. 129.
Fixation of price of paddy (Q): p. 213.
"Gur" and Khandsari Sugar (Q): p. 310.
Handling agents of F P. Shops for rice (Q): p. 200.
Implementation of the West Bengal Foodgrains (Margin of Profit) Control Order (Q): p. 184.
Import of rice (Q): p. 105.
Incorrect statement by a Minister: p. 134.
Judgement into the case of the Curator, Botanical Gardens, Shibpore (Q): p. 428
Justice of Peace (Q): p. 2.
M.R. Shops in Nadia district (Q): p. 216.
Non-official Resolution: p. 463.
Point of order regarding moving of the West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill, 1963: p. 159.
Power looms lying idle in the State (Q): p. 373.
Price of Aman paddy (Q): p. 108.
Price of rice (Q): p. 213.
Price Stabilisation Board (Q): p. 19.
Quota of sugar allotted to West Bengal (Q): p. 374.
Rehabilated Refugees in Andamans (Q): p. 129.
Rice (Q): p. 174.
Rice of Orissa (Q): p. 216.
Roads and bridges in Third Five-Year Plan (Q): p. 120.
Statement of the Chief Minister of Orissa on the rate of rice purchased by West Bengal (Q): p. 200.
Subsidiary Health Centre under Binpur police-station, Midnapore (Q): p. 402.
Teachers of Dhubulia Home (Q): p. 115.

Mahato, Shri Girish

Discussion on Food Policy: p. 339.
Enquiry into alleged police action at Purulia (Q): p. 294.
The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963:
The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963: p. 66.

Majumdar, Shri Apurba Lal
Discussion on Food Policy: p. 328.

Malkon Bandh
In Harischandrapur police-station (Q): p. 216.

Mandal, Shri Bhakti Bhusan
Discussion on Food Policy: p. 351.
Non-official Resolution: p. 457.
The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963: p. 139.
The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963: pp. 65, 66.

Medical treatment for the Government employees (Q):
p. 402.

Members' Allowance:
p 362.

Memorandum submitted by workers of Jessop Factory:
p. 219.

Messages
pp. 223, 449.

Misra, The Hon'ble Sowrindra Mohan
Statement made on the Calling Attention regarding irregularities in the election of Panchayats in Jadavpur police-station of 24-Parganas: p. 447.

Mitra, Shrimati Ila
Amendment of the Calcutta University Act, 1951 (Q): p. 369.

Modified Ration Shops
In the district of West Bengal (Q): p. 430.

Molasses
Scarity of—in West Bengal (Q): p. 218.

Moyna Basin Scheme (Q):
p. 103.

Moyna-Paramanandapur-Pingla Road (Q):
p. 105.

M.R. Shops
In Nadia district (Q): p. 216.
And prices of rice in West Bengal (Q): p. 400.

Mukherjee, Shri Ajoy Kumar
Discussion on Food Policy: p. 346.

Mukherjee, Shri Girija Bhusan
Properties of Shri S. K. Ghosh (Q): p. 317.

Mukherjee, The Hon'ble Saila Kumar

Incorrect statement by a Minister: p. 134.

Non-official Resolution: p. 471.

Statement made on the Calling Attention notice regarding deterioration of efficiency of North Bengal State Transport Corporation: p. 448.

M[illegible]yay, Shri Bhabani

Cholera (Q): p. 195.

Dearness allowance for the State Government employees (Q): p. 197.

Emergency water supply scheme (Q): p. 194.

Non-official Resolutions: p. 456.

Petition against Chandernagore Municipal Corporation (Q): p. 317.

Registration of the Bengali youth as unskilled labourers in Employment Exchanges (Q): p. 102.

Wholesale and retail prices of paddy and rice in the districts of West Bengal (Q): p. 404.

Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi

Statement made on the Calling Attention notice regarding Cholera epidemic in West Bengal: p. 23.

Murmu, Shri Nathaniel

Alleged police-search in a house at Islampore (Q): p. 420.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963: p. 63.

Murshidabad District School Board

Resignation of the President and Vice-President of—(Q): p. 93.

Muslim employees under West Bengal Government (Q):

p. 409.

Mustard Oil

Price of—: p. 18.

Nahar, The Hon'ble Bejoy Singh

Memorandum submitted by workers of Jessop Factory: p. 219.

Statement made on the Calling Attention notice on the subject of the strike of Joy Engineering Works Ltd.: p. 318.

Statement made on the Calling Attention regarding the retrenchment of workers of Shri Luxmi Chemicals and Industries (P) Limited, Kharagpur: p. 221.

Statement made on the starred question No. *1277 regarding the labour dispute in the South Eastern Railway Employees' Co-operative Urban Bank: p. 321.

Naming of a member by the Chair:

p. 369.

Naskar, Shri Khagendra Nath

Cases filed in Basanti Bhagabhpurt, 24-Parganas, 1962-1963 (Q): p. 99.

Cultivation of Government khas lands in Merigunj Union (Q): p. 100.

National Library Books

Theft of—(Q): p. 194

New Industry Scheme in West Bengal Jails in 1963-64:

p. 441.

Nityagopal Balika Vidyalaya

Building grant to—at Gokarna (Q): p. 373.

Non-official Resolutions:

p. 449.

Nurses

Trained—in the Jail Hospitals of West Bengal (Q): p. 414.

Obituary References

To the deaths of President Kennedy, Lt. General Daulat Singh, Lt. General Bikram Singh, Major General N. K. D. Nanavati, Air Vice Marshal E. W. Pinto, Brigadier S. R. Uberoi, Shri M. S. Kannamwar, Shri Tashi Namgyal, Mr. H. S. Suharwardy, Sardar Panikkar, Shri Dhirendra Nath Dhar and Shri Amar Ghosh: p. 1.

Oil Refinery Industry

At Haldia (Q): p. 299.

Onkarmall Mintri

Case against—(Q): p. 299.

Opthalmic equipment

Russian gift of—(Q): p. 304.

Ordinance(s)

The Murshidabad Estate (Trust) (Amendment)—, 1963: p. 27.

The Police (West Bengal Amendment)—, 1963: p. 28.

The West Bengal Board of Secondary Education (Amendment)—, 1963: p. 28.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment)—, 1963: p. 28.

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment)—, 1963: p. 28.

Orissa paddy (Q):

p. 188.

Paddy (Q):

p. 188.

Paddy

Fixation of price of—(Q): p. 213.

Fixation of the—(Q): p. 193.

Price of—(Q): p. 16.

Price of—in the districts of West Bengal (Q): p. 431.

Paddy production

Augmentation of—in Midnapore district (Q): p. 115.

Paddy and rice

Wholesale and retail prices of—in the district of West Bengal (Q): p. 404.

Padma

Erosion of the—in Raninagar police-station (Q): p. 415.

Package Programme Scheme

In Burdwan district (Q): p. 433.

Pakistanis

Unauthorised—in Murshidabad: p. 430.

Pakistani Spy-ring

In Calcutta (Q): p. 311.

Pal, Shri Bijoy

Adjournment Motion by the management of the Aluminium Corporation of India, police-station Raniganj, district Burdwan: p. 317.

Pal, Shri Kanai

Bus-service up to Bag Anchra in Santipur police-station (Q): p. 198.

Discussion on Food Policy: p. 251.

The West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 1963: p. 57.

Panchayat Election

Under the Raigunj Block (Q): p. 287.

Panchayat Secretaries

Selection Committee for—(Q): p. 12.

Pay Scales

Of librarians, peons and clerks in Schools (Q): p. 101.

Piscatorial Plans (Q):

p. 430.

Planning Commission Meeting

Expenditure for attending the—by the State Government Officials (Q): p. 191.

Point of privilege

p. 160.

Police action at Manicktala (Q):

p. 292.

Police firing

At Maniktala (Q): p. 193.

Police Search

Alleged—in a house at Islampore (Q): p. 420.

Population problem

In Calcutta (Q): p. 189.

Power Looms
Lying idle in the State (Q): p. 373.

Prasannamoyee Higher Secondary School
Managing Committee of the—(Q): p. 101.

Preventive Detention Act, 1950
Persons arrested under—in West Bengal (Q): p. 414.

Price Stabilisation Board (Q):
p. 19.

Prices
Of some essential Food articles (Q): p. 14.

Primary Health Centre
Establishment of a—at Pingla (Q): p. 117.

Primary School Teachers
Provident Fund and Pay Scales of—(Q): p. 427.

Pro-chinese
History text books (Q): p. 83.
Properties of Shri S. K. Ghosh (Q): p. 317.
Prostitutes in West Bengal (Q) p. 434.

Question(s)
Additional remuneration to District Magistrate and Block Development Officer of Burdwan district: p. 217.
Advisory Committee of the Berhampore Sadar Hospital: p. 192.
Air Conditioning arrangement for the Ministers and Gazetted Officers: p. 425.
Alleged police-search in a house at Islampore: p. 420.
Amendment of the Calcutta University Act, 1951: p. 369.
American Wheat: p. 188.
Amount of book grant paid to the District School Board, Midnapore: p. 423.
Arrests made in the Nadia and other districts under the Defence of India Rules: p. 435.
Augmentation of paddy production in Midnapore district: p. 115.
Baranagore Labour Co-operative Society: p. 297.
B. D. O., Raigunj: p. 280.
Beldanga Sugar Mill: p. 413.
Berhampore Municipality: p. 296.
Bifurcation of Kharba Block in Malda district: p. 309.
Board of Army, Navy and Air Forces men in every district in West Bengal: p. 398.
Bridge over Dobandhi River on Pingla-Paramanandapur Road: p. 104.
Budget of Gram and Anchal Panchayats of Murshidabad district: p. 127.
"Build your own house" Scheme: p. 315.
Building grant to Nitya Gopal Balika Vidyalaya at Gokarna: p. 373.

Question(s)—Contd.

Bus Service up to Bag Anchra n Santipur police-station: p. 198.
Calcutta Circular Railway: p. 198.
Case against Onkarmall Mintri p. 299.
Cases filed in Basanti Bhag-Court, 24-Parganas, 1962-1963: p. 95.
Cause of outbreak of Cholera in the districts of Murshidabad, Malda, etc. p. 403.
Chilahati mouza of Berubari Union: p. 198.
Cholera : p. 195.
C. M. P. O. Project: p. 398.
Coastal Mechanised Fishing Staff: p. 300.
Collection and expenditure of the Rabindra Centenary Fund in Burdwan district :p. 374.
Consolidation of small plots of lands : p. 113.
Construction of hostel building of Chanchal Multipurpose School in Kharba police-station: p. 310.
Construction of sluice at Mahespur : p. 124.
Consumer's Co-operative Societies in West Bengal: p. 380.
Contai Biri Co-operative Society : p. 312.
Contai Medical Stores: p. 377.
Contai-Petua and Contai-Khejuri Roads : p. 128.
Contai Subdivisional Hospital : p. 207.
Contract labour in Factories: p. 96.
Control of flood of the river Ajoy: p. 415.
Control over rice mills: p. 214.
Co-operative Grain Gola in West Bengal: p. 375.
Cultivation of Boro Crops: p. 213.
Cultivation of Government Khas lands in Merigunj Union by the peasants: p. 100.
Cyclone over Malda and West Dinajpur districts: p. 305.
Dariapur Health Centre in Contai police-station : p. 407.
Dearness allowance for the State Government employees: pp. 180, 190, 197.
Deaths from Cholera in different districts of West Bengal : p. 301.
Deep tubewells in West Bengal : p. 412.
Deep tubewells in Beldanga Block I, Murshidabad : p. 412.
Dengue Fever : p. 191.
Dengue Fever in Calcutta: p. 433.
Detection of secret income in West Bengal: p. 316.
Development of Sakrai-Berugram Road in Khandaghosh police-station: p. 373.
Dhalta and Kasuri : p. 192.
Dhubulia and Taherpur Refugee Camp, Nadia : p. 124.
Distribution of Sugar: p. 114.

Question(s)—Contd.

Divorce cases in West Bengal: p. 313.
Dry doles in the districts of West Bengal : p. 125.
Election of certain Municipalities in Burdwan district: p. 316.
Election of Contai Municipality: p. 5.
Emergency Water Supply Scheme : p. 194.
Employees of Dhubulia Refugee Camp : p. 129.
Enquiry into alleged police action at Purulia : p. 294.
Erosion of the Padma in Raninagar police-station : p. 415.
Establishment of Health Centre of Bantalia, Midnapore : p. 112.
Establishment of a Health Centre at Bhaitgarh, Midnapore : p. 113.
Establishment of a Primary Health Centre at Pingla: p. 117.
Expenditure for attending the Planning Commission's Meeting by the State Government Officials : p. 191.
Expenditure for the Cabinet Meeting held to take Kalimpong, etc.: p. 201.
Expenditure for Vinobaji in West Bengal : p. 202.
Fixation of the price of paddy : p. 193.
Fixation of price of paddy : p. 213.
Fixation of the price of rice : p. 193.
Fixation of the price of rice and paddy : p. 190
Flood Enquiry Commission's (Mansingh Commission) report on Palaspai Khal :p. 112.
Food articles supplied to Modified Ration Shops in Ausgram and Kanksa police-stations: p. 428.
Food and diet in Burdwan District Hospital : p. 308.
Gentlemen's agreement on food articles : p. 312.
Ghatal-Panshkura Road in Midnapore district: p. 311.
Ghatal Subdivisional Hospital and Daspur Secondary Health Centre: p. 305.
Godown near Kapal Kundala Temple in Contai: p. 380.
Gold artisans of Chanchal and Diaganj in Kharba police-station: p. 308.
Gram and Anchal Panchayat elections in Burdwan district: p. 315.
Gram Sabhas :p. 19.
"Gur" and Khandsari Sugar: p. 310.
Gratuitous relief in Ausgram and Kanksa police-stations: p. 313.
Haj Pilgrims : p. 192.
Handling agents of Fair Price Shops for rice: p. 200.
Hamra and Jalchak Subsidiary Health Centres in Pingla police-station : p. 117.
Health Officer for Berhampore Municipality: p. 435.
Implementation of the West Bengal Foodgrains (Margin of Profit) Control Order: p. 184.
Import of rice : p. 105.
Inclusion of Bhakri Anchal into Kharba Block II: p. 309.

Question(s)—Contd.

Indo-Pak Border incidents : p. 205.
Industrial development : p. 296.
Insane persons in West Bengal Jails : p. 441.
Inspectors and Auditors of the Co-operative Societies : p. 312.
Judgement into the case of the Curators, Botanical Garden, Shibpore (Q) : p. 428.
Janpat Fishery Centre : p. 304.
Justice of Peace : p. 2.
Kalaberha bridge in Bhagabanpur police-station : p. 113.
Kalika Transport Co-operative Society, Berhampore : p. 296.
Khirpai and Chandrakona Block Development Office Buildings : p. 276.
Khukurdaha Bridge on Ghatal-Panskura Road : p. 112.
Land rent on the lands within Calcutta Municipal area : p. 316.
Land revenue rates : p. 89.
Lands under Dayarampur Union, Murshidabad district : p. 414.
Lift irrigation tubewell in Beldanga Block II, Murshidabad : p. 412.
Lockgate at Masagram : p. 207.
Lunatics in West Bengal : p. 421.
"Malior Bandh" in Harischandrapur police-station : p. 216.
Managing Committee of the Prasannamayee Higher Secondary School : p. 101.
Medical treatment for the Government employees : p. 402.
Modified Ration Shops in the districts of West Bengal : p. 431.
Moyna Basin Scheme : p. 108.
Mayna-Paramanandapur-Pingla Road : p. 105.
M. R. Shops in Nadia district : p. 216.
M. R. Shops and prices of rice in West Bengal : p. 400.
Muslim employees under West Bengal Government : p. 409.
New Industry Scheme in West Bengal Jails in 1963-64. : p. 441.
Non-receipt of salaries of health assistants, etc., of Public Health Department in Murshidabad district : p. 404.
Oil refinery industry at Haldia : p. 299.
Orissa paddy : p. 188.
Outbreak of Cholera and deaths therefrom in different districts of West Bengal : p. 214.
Package Programme Scheme in Burdwan district : p. 433.
Paddy : p. 188.
Pakistani spy-ring in Calcutta : p. 311.
Panchayat election under the Raigunj Block : p. 287.
Particulars and income of the industries in the jails of West Bengal : p. 436.
Payment to Convict prisoners in district jails for work in Jail : p. 315.
Pay Scale of class IV staff of West Bengal Government : p. 218.
Pay scales of librarians, peons and clerks in Schools : p. 101.

Question(s)—Contd.

Persons arrested under Preventive Detention Act, 1950, in West Bengal: p. 414.

Petition against Chandernagore Municipal Corporation: p. 317.

Piscatorial Plans: p. 430.

Police action at Manicktola: p. 292.

Police firing at Maniktala: p. 193.

Population problem in Calcutta: p. 189.

Power looms lying idle in the State: p. 373.

Price of Aman Paddy: p. 108.

Price of Aman Rice: p. 103.

Price of Mustard oil: p. 18.

Price of Paddy: p. 16.

Price of paddy in the district of West Bengal: p. 431.

Prices of rice: pp. 213, 378.

Price of rice in Midnapore district: p. 171.

Price Stabilisation Board: p. 19.

Price of some essential Food articles: p. 14.

Pro-Chinese History text books: p. 83.

Production of fish in Murshidabad district: p. 204.

Properties of Shri S. K. Ghosh: p. 317.

Prostitutes in West Bengal: p. 434.

Protection of some areas of Haldibari police-station from the erosion of the river Teesta: p. 415.

Provident fund and pay-scales of Primary School teachers (Q): p. 427.

Public thoroughfare over the Howrah bridge: p. 189.

Purchase of machineries by the Durgapur Industries Ltd.: p. 199.

Quota of Sugar allotted to West Bengal: p. 374.

Ramchandrapur Subsidiary Health Centre in Moyna police-station: p. 116.

Rate of rice: p. 110.

Registration of the Bengali youth as unskilled labourers in Employment Exchanges: p. 102.

Rehabilitated Refugees in Andamans: p. 129.

Resignation of the President and Vice-President of Murshidabad District School Board: p. 93.

Resinking of damaged tubewells: p. 407.

Rice: p. 174.

Rice of Orissa: p. 216.

Roads and bridges in Third Five-Year Plan: p. 120.

Road Construction in Murshidabad district during 1st, 2nd and 3rd Five-Year Plans: p. 383.

Roads in Midnapore district: p. 118.

Rural Electrification in Burdwan district: p. 398.

Question(s)—Contd.

Rural Industrial Scheme: p. 217.
Russian gift of ophthalmic equipment: p. 304.
Sale of Sugar in the open market: p. 316.
Scarcity of molasses in West Bengal: p. 218.
Selection Committee for Panchayat Secretaries: p. 12.
Sluice Gates in Moyna and Pingla police-stations: p. 104.
Spectacle frame manufacturing factory, Howrah: p. 102.
Statement of the Chief Minister of Orissa on the rate of rice purchased by West Bengal: p. 200.
Students belonging to Muslim and other minority communities in the State Medical College: p. 386.
Subsidiary Health Centre under Binpur police-station, Midnapore: p. 402.
Sub-Inspector of Schools in Midnapore district: p. 424.
Sugar-candy: p. 172.
Supply of Food articles in different Jails: p. 393.
Supply rate of electricity: p. 298.
Supply of Sugar to the Sweetmeat shops in Burdwan district: p. [illegible]
Tahashildars in Pingla police-station: p. 128.
Tamluk-Moyna Road in Second Five-Year Plan: p. 376.
Taxi permits: p. 127.
Teachers of Dhubulia Home: p. 115.
Theft of National Library books: p. 194.
Trained nurses in the Jail Hospitals of West Bengal: p. 414.
Tubewells in the Bhatar Development Block of Burdwan district: p. 413.
Tubewells in Contai police-station: p. 207.
Tubewells in Midnapore district: p. 205.
Tubewells in Vidyanandapur Union Board, Asansol subdivision: p. 402.
Unauthorised Pakistanees in Murshidabad: p. 430.
Upgrading of the High Schools during 1963-64: p. 310.
Water-supply Scheme of North Barrackpore Municipality: p. 304.
West Bengal State Warehousing Corporation: p. 401.
Wholesale and retail prices of paddy and rice in the districts of West Bengal: p. 404.

Rabindra Centenary Fund

Collection and expenditure of the—in Burdwan district (Q): p. 374.

Raha, Shri Sanat Kumar

Advisory Committee of the Berhampore Sadar Hospital (Q): p. 192.
Beldanga Sugar Mill (Q): p. 413.
Berhampore Municipality (Q): p. 296.
Board of Army, Navy and Air Forces men in every district in West Bengal (Q): p. 398.
"Build your own house" Scheme (Q): p. 315.

Raha, Shri Sanat Kumar—Concld.

Building grant to Nitya Gopal Balika Vidyalaya at Gokarna (Q): p. 373.
Cause of outbreak of Cholera in the districts of Murshidabad, Malda, etc.: p. 403.
Control of Flood of the river Ajoy (Q): p. 415.
Detection of secret income in West Bengal (Q): p. 316.
Dhalta and Kasuri (Q): p. 192.
Erosion of the Padma in Raninagar police-station (Q): p. 415.
Haj pilgrims (Q): p. 192.
Health Officer for Berhampore Municipality (Q): p. 435.
Industrial development (Q): p. 296.
Kalika Transport Co-operative Society, Berhampore (Q): p. 296.
Lands under Dayarampur Union, Murshidabad district (Q): p. 414.
Managing Committee of the Prasannamayee Higher Secondary School (Q): p. 101.
Modified Ration Shops in the districts of West Bengal (Q): p. 430.
The Murshidabad Estate (Trust) (Amendment) Bill, 1963: p. 71.
Non-official Resolution: p. 469.
Pay scale of Class IV staff of West Bengal Government (Q): p. 218.
Pay-scales of librarians, peons and clerks in Schools (Q): p. 101.
Piscatorial Plans (Q): p. 430.
The Police (West Bengal Amendment) Bill, 1963: pp. 75, 146.
Scarcity of molasses in West Bengal (Q): p. 218.
Unauthorised Pakistanees in Murshidabad (Q): p. 430.

Roy, Shri Birendra Narayan

Air Conditioning arrangement for the Ministers and Gazetted Officers (Q): p. 425.
Budget of Gram and Anchal Panchayats of Murshidabad district (Q): p. 127.
Expenditure for the Cabinet Meeting held to take Kalimpong, etc. (Q): p. 201.
Expenditure for Vinobaji in West Bengal (Q): p. 202.
Muslim employees under West Bengal Government (Q): p. 408.
Production of Fish in Murshidabad district (Q): p. 204.
Resignation of the President and Vice-President of Murshidabad District School Board (Q): p. 93.
Road construction in Murshidabad district during 1st, 2nd and 3rd Five-Year Plans (Q): p. 383.
Taxi permits (Q): p. 127.

Ray, Shri Siddhartha Shankar

Consideration for salaries and emoluments of the members: p. 359.
Discussion on Food policy: p. 354.
Point of order regarding the moving of the West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill, 1963: p. 151.

Ray Chowdhury, Shri Khagendra Kumar

Discussion on Food policy: p. 344.

Refugee Camp

Dhubulia and Taherpur—, Nadia (Q): p. 124.

Rehabilitated Refugees in Andamans (Q): p. 129.

Remuneration

Additional—to District Magistrate and Block Development Officer of Burdwan district (Q): p. 217.

Report

Of the Joint Committee on the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1963: p. 28.

Of the Joint Committee on the West Bengal Gramdan Bill, 1963: p. 29.

Motion for extension of time for presentation of—of the committee of privileges: p. 29.

Motion for extension of time for presentation of—of the Joint Committee on the West Bengal Mining Settlements (Health and Welfare) Bill, 1962: p. 29.

Rice (Q):

p. 174.

Rice

Fixation of price of the—(Q): p. 193.

Import of—: p. 105.

Price of—: p. 213.

Price of—(Q): p. 213.

Prices of—(Q): p. 378.

Price of—in Midnapore district (Q): p. 171.

Of Orissa (Q): p. 216.

Rate of—(Q): p. 110.

Rice Mills

Control over—(Q): p. 214.

Rice and paddy

Fixation of the price of—(Q): p 190.

Road(s)

Contai-Pentua and Contai-Khejuri—(Q): p. 128.

Development of Sakrai-Berugram—in Khandaghosh police-station (Q): p. 373.

Ghatal-Panskura—in Midnapore district (Q): p. 311.

In Midnapore district (Q): p. 118.

Tamluk-Moyna—in Second Five-Year Plan (Q): p. 376.

Roads and Bridges

In Third Five-Year Plan (Q): p. 120.

Road Construction in Murshidabad district during 1st, 2nd, 3rd Five-Year Plans (Q):

p. 383.

Roy, Shri Aswini

Additional remuneration to District Magistrate and Block Development Officer of Burdwan: p. 217.

Collection and expenditure of the Rabindra Centenary Fund in Burdwan district (Q): p. 374.

Dengue Fever in Calcutta (Q): p. 433.

Development of Sakrai-Berugram Road in Khandaghosh police-station (Q): p. 373.

Election of certain municipalities in Burdwan district (Q): p. 316.

Gram and Anchal Panchayat elections in Burdwan district (Q): p. 315.

Land rent on the lands within Calcutta Municipal area (Q): p. 316.

New Industry Scheme in West Bengal Jails in 1963-64: p. 441.

Package Programme Scheme in Burdwan district (Q): p. 433.

Particulars and income of the industries in the Jails of West Bengal (Q): p. 436.

Payment to convict prisoners in district jails for work in jail (Q): p. 315.

Persons arrested under Preventive Detention Act, 1950, in West Bengal (Q): p. 414.

Rural Electrification in Burdwan district (Q): p. 398.

Rural Industrial Scheme (Q): p. 217.

Supply rate of electricity (Q): p. 298.

Supply of Sugar to the Sweetmeat shops in Burdwan district (Q): p. [illegible]10.

Theft of National Library books (Q): p. 194.

Tubewells in Vidyanandapur Union Board, Asansol subdivision (Q): p. 402.

Tubewells in the Bhatar Development Block, of Burdwan district (Q): p. 413.

West Bengal State Warehousing Corporation (Q): p. 401.

Roy, Shri Monoranjan

Procession of Fruit Sellers: p. 42.

Roy, Shri Tarapada

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1963: p. 67.

Royprodhan, Shri Amarendra Nath

Calcutta Circular Railway (Q): p. 198.

Chilahati mouza of Berubari union (Q): p. 198.

Insane persons in West Bengal Jails (Q): p. 441.

Roypradhan, Shri Amarendra Nath—Concld.

Oil refinery industry at Haldia (Q): p. 209.

Protection of some areas of Haldibari police-station from the erosion of the river Teesta (Q): p. 415.

Trained nurses in the Jail Hospitals of West Bengal (Q): p. 414.

Rules

Amendments to the West Bengal Premises Tenancy—, 1956: p. 28.

The Defence of India (West Bengal Requisitioning and Acquisition of Immovable property)—, 1963: p. 28.

Ruling

On the use of the word "Deshodrohi": p. 45.

Rural Electrification in Burdwan district (Q): p. 398.

Rural Industrial Scheme (Q):

p. 217.

Saha, Shri Abhoy Pada

The Murshidabad Estate (Trust) (Amendment) Bill, 1963: p. 70.

Saha, Shri Jamini Bhusan

Police action at Manicktola (Q): p. 292.

Water-supply Scheme of North Barrackpore Municipality (Q): p. 304.

Salaries and emoluments of the members

Consideration for—: p. 359.

Sarkar, Shri Narendra Nath

Discussion on Food Policy: p. 330.

Secret income

Detection of—in West Bengal (Q): p. 316.

Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra

The Police (West Bengal Amendment) Ordinance, 1963: p. 28.

Statement made on the Calling Attention Notice regarding purchase of defective Czech plants for Durgapur Project: p. 447.

Statement of Food Policy: p. 483.

Statement on Food Situation: p. 29.

Shukla, Shri Krishna Kumar

Discussion on Food Policy: p. 341.

Singha, Dr. Radhakrishna

Discussion on Food Policy: p. 343.

Sluice

Construction of—at Mahespur (Q): p. 124.

Sluice Gates

In Moyna and Pingla police-stations (Q): p. 104.

Spectacle frame manufacturing factory, Howrah (Q)

p. 102.

Statement(s)

Of the Chief Minister of Orissa on the rate of rice purchased by West Bengal (Q): p. 206.

On the starred question No. *1277 regarding labour dispute in the South-Eastern Railway Employees' Co-operative Urban Bank: p. 321.

Strike by Tram Workers:

p. 237.

Students

Belonging t ld other minority communities in the State Medical College (Q): p. 386.

Sub-Inspector of Schools in Midnapore district (Q):

p. 424.

Sugar

Distribution of—(Q): p. 114.

Sale of—in the open market (Q): p. 316.

Supply of—to the Sweetmeat Shops in Burdwan district (Q): p. 410.

Quota of—allotted to West Bengal (Q): p. 374.

Sugar-candy (Q):

p. 172.

Supplementaries to Starred Question No. 54:

p. 362.

Tahashildars

In Pingla police-station (Q): p. 128.

Taxi Permits (Q):

p. 127.

Tubewell(s)

In Contai police-station (Q): p. 207.

In Midnapore district (Q): p. 205.

In the Bhatar Development Block of Burdwan district (Q): p. 413.

Resinking of damaged—(Q): p. 407.

In Vidyanandapur Union Board, Asansol subdivision (Q): p. 402.

Walk-out of opposition members:

p. 47.

Water-supply Scheme

Of North Barrackpore Municipality (Q): p. 304.

The West Bengal Board of Secondary Education (Amendment) Bill, 1963:
p. 150.

West Bengal Foodgrains (Margin of Profit) Control Order
Implementation of the—(Q): p. 184.

West Bengal State Warehousing Corporation (Q):
p. 401.

WBLP-88/7-73714A-200